ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)

মুসনাদে আহমদ

প্রথম খণ্ড

অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

মুসনাদে আহমদ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)

অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুসনাদে আহমদ প্রথম খণ্ড
সংকলক : ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৭২
অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৩২৯
ইফাবা প্রকাশনা : ২৪৫৮
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৭
ISBN : 984-06-1202-6

প্রথম প্রকাশ
মে : ২০০৮
জমাদিউল আউয়াল ১৪২৯
জ্যৈষ্ঠ : ১৪১৫

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা – ১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন
মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী

বর্ণবিন্যাস
ঝিঙেফুল
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মাদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ৪০০ (চারশত টাকা মাত্র)।) টাকা মাত্র।

MUSNAD-E-AHMAD (1st Voliume) Compailed by Imam Ahamad Ibn Hambal (Rh.) in Arabic, Tarnslatd & Edited by a Board Sponsored by Islamic Foundation Bangladesh in to Bangla and Published by Dicrector, Translation & Compilation Dept. Islamic Foundetion Bangladesh, Agargaon, Sher-e-bangla Nagar, Dhaka-1207 May, 2008
Web site : www Islamicfondation-bd.org
E-mail : Info@islamicfoundation-bd.org.
Price : Tk. 265.00 U.S Dollar : 10.00

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার দিক-নির্দেশক হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরই হাদীসের অবস্থান। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নতকে, তথা তাঁর বাণী, কাজ এবং অনুমোদনকে সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় ইমামগণ প্রাণান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, যার ফলশ্রুতিতে আজ আমরা গর্বের সাথে সহীহ হাদীসসমূহের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছি।

হাদীসে রাসূল (সা) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য যে শ্রদ্ধেয় ইমামগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) (মৃ. ৮৫৫ খ্রি.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ২৮,০০০ থেকে ২৯,০০০ হাদীসের বিশাল সংগ্রহ তাঁর অমূল্য অবদান। 'মুসনাদে আহমদ' শীর্ষক তাঁর এ সংকলনকে 'হাদীসশাস্ত্রের বিশ্বকোষ' নামেও অভিহিত করা হয়। হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি বিষয় ভিত্তিতে বিন্যস্ত না করে বর্ণনাকারী তথা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নামানুসারে হাদীস সন্নিবেশ করেছেন। ফলে একই সাহাবী বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ক হাদীস সংশ্লিষ্ট সাহাবী (রা)-এর শিরোনামেই সংকলিত হয়েছে এবং এর বিপরীতে একই বিষয়ের হাদীস বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সংকলন করা হয়েছে।

পরবর্তীতে আহমদ ইবনে আবদুর রাহমান ইবন মুহাম্মদ আল-বান্না (র) এ মুসনাদকে অপরাপর সহীহ হাদীস সংকলনের ন্যায় বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করেন এবং এর নামকরণ করেন 'আল-ফাতহুর রাব্বানী ফী তারতীবি মুসনাদি আল-ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল আশ-শায়বানী'। তবে হাদীস চর্চাকারীদের নিকট মুসনাদে আহমদের এ সংস্করণটি 'আল-ফাতহুর রাব্বানী' নামেই সমধিক পরিচিত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সিহাহ সিত্তাহভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করে সুধী পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'মুসনাদে আহমদ' -এর মত বিশাল হাদীস সংকলন অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের চাহিদার কথা বিবেচনায় এনে আমরা 'ফাতহুর রাব্বানী'-কেই বেছে নিয়েছি–যাতে পাঠক ও গবেষকগণ এরদ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

মহান আল্লাহ এ হাদীস গ্রন্থটির বিজ্ঞ অনুবাদক ও সম্পাদকবৃন্দসহ প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

আমাদের প্রকাশিত অপরাপর বঙ্গানুবাদ হাদীসের গ্রন্থগুলোর মত 'মুসনাদে আহমদ'-ও সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

হাদীসে রাসূল (সা) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য যে সকল শ্রদ্ধেয় ইমাম প্রাণান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) (মৃ. ৮৫৫ খ্রি.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। হাদীসের এই মুজতাহিদ হাদীসের শরীআতী মাসআলা-মাসায়েল সংগ্রহ অপেক্ষা প্রিয় রাসূল (সা)-এর হাদীস যাতে সঠিক অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়, এ ব্যাপারে অধিক দৃষ্টি দেন। সুতরাং হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস না করে বরং বর্ণনাকারী তথা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নামানুসারে হাদীস সন্নিবেশ করেছেন। ফলে একই সাহাবী বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ক হাদীস সংশিষ্ট সাহাবী (রা)-এর শিরোনামেই সংকলন করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে একই বিষয়ের হাদীস বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সংকলিত হয়েছে। আটাশ কিংবা উনত্রিশ হাজার হাদীসের বিশাল এক সংকলন 'মুসনাদে আহমদ'-যাকে ইলমে হাদীসের বিশ্বকোষও বলা হয়।

পরবর্তীতে আহমদ ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন মুহাম্মদ আল-বান্না (র) আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর মুসনাদকে অপরাপর সহীহ্ হাদীস সংকলনের ন্যায় বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করেন এবং এর নামকরণ করেন 'আল-ফাতহুর রাব্বানী ফী তারতীবি মুসনাদি আল-ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল আশ-শায়বানী'। মুসনাদে আহমদের এ সংস্করণটি 'আল-ফাতহুর রাব্বানী' নামে সমধিক পরিচিত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সিহাহ সিত্তাহভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করে সুধী পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'মুসনাদে আহমদ' অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের চাহিদার কথা বিবেচনায় এনে 'ফাতহুর রাব্বানী'কেই বেছে নেয়া হয়-যাতে পাঠক ও গবেষকগণ এরদ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

মুসনাদে আহমদ-এর প্রথম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন, ড. এ কে এম নূরুল আলম, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ড. মাহফুজুর রহমান, ড. মুখলেসুর রহমান, ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী ও মুহাম্মদ ওবায়দুল ইসলাম। সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক ড. আ ফ ম আবূ বকর সিদ্দীক, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক ড. মাহফুজুর রহমান ও ড. এ কে এম নূরুল আলম এবং প্রুফ দেখেছেন জনাব আবু তাহের সিদ্দিকী। আল্লাহ তাঁদেরকেসহ এ হাদীস গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে জড়িত সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রথম প্রকাশহেতু এতে কিছু মুদ্রণজনিত ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ ধরনের কোন ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের স্বার্থে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিজ্ঞ পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

প্রিয় রাসূল (সা)-এর এ হাদীস গ্রন্থটি সুধী পাঠক মহল কর্তৃক সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমিন!

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকমণ্ডলী

* মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন
* ড. এ কে এম নুরুল আলম
* ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর
* ড. মাহফুজর রহমান
* ড. মুখলেসুর রহমান
* ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী
* মুহাম্মদ ওবায়দুল ইসলাম

সম্পাদকমণ্ডলী

* ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক
* ড. মাহফুজুর রহমান
* ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর
* ড. এ কে এম নুরুল আলম

সূচীপত্র

তাকদীর অধ্যায়

ইল্‌ম অধ্যায়

ওযূ বিষয়ক পরিচ্ছেদসমূহ

চামড়ার মোজার মাস্‌হ-এর পরিচ্ছেদসমূহ

ওযূ ভঙ্গের কারণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

জানাবতের গোসল এবং তা ওয়াজিব হবার কারণ বিষয়ক পরিচ্ছেদ

তায়াম্মুম অধ্যায়

নামায অধ্যায়

নামাযের সময় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

যে সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ সে প্রসঙ্গে

আযান ও ইকামত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

মসজিদ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

চতর ঢাকার পরিচ্ছেদসমূহ

নামাযের স্থান কাপড় ও শরীর থেকে নাজাসাত দূর করা এবং যেটা অজ্ঞাত তা মার্জনীয় হওয়া প্রসঙ্গে

কিবলা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

নামাযীর সামনে সুতরাহ্ রাখা এবং সুতরাহ্ সামনে দিয়ে হুকুম সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ

অধ্যায় : নামায পড়ার নিয়ম

কুনূত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

মুসনাদে ইমাম আহমদ-এর পরিমার্জিত রূপ

আল্ ফাত্হুর রাব্বানী

আল্ ফাতহুর রাব্বানী-এর গ্রন্থকার আহমদ আবদুর রহমান আল বান্না এর পেশ কালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আমরা আপনার প্রশংসা করছি হে মহান সত্তা! যাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে অবিরাম, লাগাতার ও বিরতিহীনভাবে, যাঁর মহান অনুগ্রহ মানুষের জন্যে বিরাজমান, প্রত্যাহৃত ও বিচ্ছিন্ন নয়, হে মহান! আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা ও শোকরিয়া প্রকাশ করছি সে সব দয়া ও অনুকম্পার জন্যে, যা দ্বারা আমরা আপনার চমৎকার ও সুন্দর সুন্দর কৃপাগুলো চিনতে পারি, যেগুলো দ্বারা আমরা আপনার মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনগুলো বেছে নিতে পারি।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ ও মাবূদ নেই, আপনি একক, আপনার কোন শরীক ও অংশীদার নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) আপনার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল, আপনি তো তাঁকে জিন-ইনসান উভয় জাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বিস্তৃত মর্ম বুঝানোর যোগ্যতা এবং শুদ্ধতম ভাষা সহকারে। আপনি তাঁকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন উত্তম চরিত্র প্রদানে, সুসজ্জিত করেছেন সর্বোত্তম গুণাবলী দিয়ে, ফলে তিনি প্রিয়তম হয়েছেন তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট, তাঁর পরিবার ও বংশের নিকট এবং তাঁর ধর্মাবলম্বীদের নিকট। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান হয়েছেন বিশ্বস্ততা, কামালিয়াত ও প্রজা সাধারণের প্রতি ন্যায়বিচারে, তিনি শক্তিমান হতে দুর্বলের অধিকার আদায় করে দিতেন এবং সকলকে সরল ও সঠিক পথের নির্দেশনা দিতেন। আত্মীয় নয় এমনকে তিনি আত্মীয় বানাতেন, অসহায়কে সম্মানিত করতেন। দূরের এবং কাছের সকলকে সৎকার্যে নির্দেশ এবং অসৎ কর্মে বাধা দিতেন।

হে মহান! আপনার দৃঢ় ও মযবুত আয়াত ও নিদর্শন আপনি তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন– একটি হলো আরবী ভাষার কুরআন মজীদ–যা বক্রতাপূর্ণ নয়। ওই কিতাবে যা সংক্ষিপ্ত, তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার এবং যা অস্পষ্ট তা স্পষ্ট করে দেওয়ার দায়িত্ব আপনি তাঁকে দান করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ "আর আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে যাতে তারা চিন্তা করে।" (সূরা নাহ্ল : ৪৪) আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর অনুসরণ ও তাঁর নির্দেশ পালনের। আপনি বলেছেন مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে, তা হতে বিরত থাক।" (সূরা হাশর : ৭)। আপনি আরো বলেছেন : فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا "আর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটিই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" (সূরা নিসা : ৫৯) বস্তুত তিনি আমানত পরিশোধ করেছেন, রিসালাতের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন

এবং আল্লাহ্র পথে যথার্থ জিহাদ করেছেন, তিনি জগতকে মূর্খতা ও বিশৃংখলতা থেকে মুক্ত করেছেন। মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়ালু ছিলেন। সুতরাং হে আল্লাহ্! অসংখ্য দরূদ ও রহমত নাযিল, জরুরী নিরাপত্তা ও বরকত নাযিল করুন তাঁর উপর, তাঁর পবিত্র বংশধরদের উপর, জ্ঞানের ভাণ্ডার তাঁর সাহাবীগণ, তাবিঈগণ, তাব-ই-তাবিঈগণ এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যাঁরা সততার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবেন, তাঁদের সকলের উপর আর আমাদেরকে তাওফীক দিন তাঁদের অনুসরণ করার, তাঁদের পথের পথিক হবার এবং আমাদেরকে তাঁদের দলভুক্ত করে দিন আমীন; হে আল্লাহ! কবূল করুন।

আর এ অধম নিজের অক্ষমতা স্বীকারকারী এবং সর্বশক্তিমান রবের ক্ষমা প্রত্যাশী বান্দা আহমদ ইবন্ আবদুর রহমান ইবন্ মুহাম্মদ আল বান্না ওরফে সাআতী বলছে : ব্যস্ত মানুষ যে বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে, সৌন্দর্যমণ্ডিত মানুষ যে কর্মে নিয়োজিত থাকে এবং আগ্রহী মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কাজে অংশ নেয়, তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বিষয় হলো আল্লাহর কিতাবের এবং তাঁর রাসূলের হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা। ইসলামী শরী'আতের ভিত্তি তো এ দু'টোই। অধিকাংশ ফিক্হ বিষয়ক বিধি-বিধানের ভিত্তি হাদীসের উপর, কারণ শাখাগত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কুরআন মজীদের অধিকাংশ আয়াত সংক্ষিপ্ত ও মূলনীতি নির্দেশক, আর হাদীস সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। প্রথম যুগের সৎকর্মশীল পূর্বসূরীগণ এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, যা দ্বারা মুসলমানদের শরী'আত সংরক্ষিত ও অক্ষুণ্ন থাকে, যা দ্বারা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ হয়। এই সূত্রে তাঁরা মহান রাসূলের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বাণী ও হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন, এ জন্যে তাঁরা শ্রম দিয়েছেন। তাঁরা দেশ দেশান্তর সফর করেছেন। সাইয়েদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রেখে যাওয়া এই সম্পদ অর্জন ও আত্মস্থ করার জন্যে তাঁরা স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-পরিজন ছেড়ে গিয়েছেন। এরপর তাঁরা যা চেয়েছেন, তা পেয়ে ধন্য হয়েছেন। যা কামনা করেছেন, তা লাভ করেছেন। যা শুনেছেন ও মুখস্থ করেছেন, তা অন্যের নিকট পৌঁছাতে সামান্যতম কার্পণ্যও করেন নি; বরং তাঁরা মুসনাদ, জা'মে ও বিভিন্ন আকারের কিতাব প্রস্তুত করেছেন, যাতে নিজ যুগের এবং পরবর্তী সকল যুগের জনসাধারণ উপকৃত হতে পারে। তাঁদের কিতাব ও সংকলনগুলো নিজ এলাকার গণ্ডি অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে দেশ হতে দেশান্তরে। উপকৃত হয় গ্রাম, নগর ও শহরের অধিবাসিগণ। আত্মার খাদ্যরূপে, সৎকর্মশীলদের অনুসরণের মাধ্যমরূপে এখনো সেগুলো অক্ষুণ্ন ও বিদ্যমান রয়েছে, আরো বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা'আলা চাইবেন ততদিন।

দৈহিকভাবে দুনিয়ার যিন্দেগী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মর্যাদা ও সম্মানের জগত আখিরাতে যাবার পরও এই ময়দানে যাঁদের পদচিহ্ন এখনো সুস্পষ্ট, যাঁদের কণ্ঠ এখনো সমুচ্চ, তাঁদের অন্যতম হলেন ইমামুল মুহাদ্দিসীনির তাক্ওয়া ও সততায় দীনের ইমামদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, ইমামুস্ সুন্নাহ, উম্মতের পতাকাবাহী ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ হাম্বল শায়িবানী আল মারূযী (র)। কারণ তিনি তাঁর মুসনাদে ইমাম আহমদ গ্রন্থ তৈরি ও প্রকাশ করে এই উম্মতের প্রতি বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রাচীন ও আধুনিক হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এই কিতাবখানি সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধ ছয়খানা হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস সম্বলিত এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। ইহকাল ও পরকালে একজন মুসলমানের জন্য যা-যা প্রয়োজন, তার সবগুলো বিষয় সম্পর্কিত হাদীস এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সুতরাং এই কিতাবের বরকত সর্বকালীন ও সার্বজনীন। প্রিয়নবী (সা)-এর হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন এমন সকলেই এই কিতাবের মূল্য অনুধাবন করে থাকেন ইসলাম ও মুসলমান যতদিন এই ধরাপৃষ্ঠে থাকবে, ইমাম আহমদ (র)-এর এই শ্রম ও সাধনা ততদিনই স্বীকৃতি পাবে। মহান আল্লাহ তাঁকে, তাঁর পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। তাঁর ব্যাপক দয়ায় তাঁদেরকে শামিল করুন, তাঁর বিস্তৃত-বিশাল জান্নাতে তাঁদেরকে স্থান দিন। আমাদেরকে হিদায়তের পথে পরিচালিত করুন এবং কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ বিপদ হতে আমাদের নাজাত ও মুক্তি দিন, আমীন।

মুসনাদ গ্রন্থনায় ইমাম আহমদ (র)-এর নীতিমালা

মুসনাদ গ্রন্থনায় ইমাম আহমদ (র) তাঁর সমকালীন গ্রন্থকারদের রীতি অনুসরণ করেছেন এবং এই সূত্রে তিনি সাহাবীদের নাম ভিত্তি করে গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং একজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তিনি সেই সাহাবীর বর্ণিত সবগুলো হাদীস উল্লেখ করেছেন, সেক্ষেত্রে হাদীসগুলোর বিষয়ভিত্তিক সামঞ্জস্য পরম্পরতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নি। এক সাহাবীর বর্ণিত সকল হাদীস শেষ করার পর, অন্য এক সাহাবীর বর্ণিত হাদীসগুলোর উল্লেখ করেছেন এবং তারপর অন্য এক সাহাবীর। এর ফলে আপনি ইবাদত বিষয়ক হাদীসের পাশে দেখতে পাবেন অপরাধ ও দণ্ডবিধি বিষয়ক হাদীস এবং এগুলোর পাশে দেখতে পাবেন উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন বিষয়ক ও অন্যান্য বিষয় সম্বলিত হাদীস। সুতরাং আপনি সহজে কোন একটি, নির্দিষ্ট হাদীস খুঁজে পাবেন না, কিংবা একই বিষয়ে উল্লেখ করা সবগুলো হাদীস একত্রিত করতে সক্ষম হবেন না। যেমন ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে নিজ সনদে আবদুল্লাহ্ ইবন্ শাদ্দাদ (র) সূত্রে তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যোহর কিংবা আসরের নামাযের সময় আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। এ সময় তাঁর কাঁধে ছিলেন হযরত হাসান (রা) কিংবা হুসায়ন (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে হাযির হলেন এবং হাসান কিংবা হুসায়ন (রা)-কে নামিয়ে রাখলেন। এরপর তিনি নামাযের তাকবীর বললেন এবং নামায শুরু করলেন। নামাযের একটি সিজদাতে তিনি দীর্ঘক্ষণ কাটালেন।

বর্ণনাকারী বলেন : সিজ্‌দার মাঝখানে আমি আমার মাথা তুললাম। আমি দেখলাম, ওই শিশুটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিঠের উপর অবস্থান করছেন। আমি পুনরায় আমার সিজদায় ফেরত গেলাম। নামায শেষ হবার পর লোকজন বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নামাযের মধ্যে আপনি এত দীর্ঘ একটি সিজদা করলেন যে, আমরা মনে করেছিলাম যে, বড় কোন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিংবা আপনার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে। তিনি বললেন : মূলত এর কোনটিই ঘটেনি। তবে আমার নাতি আমার পিঠে চড়ে বসেছিল। তার সাধ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে নামিয়ে দিতে চাইনি। বস্তুত আমার এই সম্পাদনা গ্রন্থ 'আল ফাত্‌হুর রাব্বানী'তে সবার শেষে 'কিসে নামায নষ্ট হয়, নামাযে কোন্ কোন্ কাজ মাকরূহ এবং কোন্ কোন্ কাজ বৈধ, অধ্যায়ের নামাযের মধ্যে শিশুকে পিঠে তুলে নেয়া জায়েয অনুচ্ছেদে আমি এই হাদীসটি উল্লেখ করেছি।

আপনি যদি মূল মুসনাদ গ্রন্থে এই হাদীস খুঁজতে যান এবং সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারীর নাম আপনার জানা না থাকে, তাহলে আপনি কী করবেন? এক্ষেত্রে দু'টো পথের যে কোন একটি অবলম্বন করা ছাড়া আপনার গতি নেই। হয়ত আপনি এই বিশাল গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবেন, আর এটি তো মহা কষ্টকর। অথবা এই হাদীস খুঁজে নেয়ার চিন্তা ছেড়ে দেবেন। তাহলে এই কিতাব থেকে কল্যাণ লাভে আপনি বঞ্চিত হবেন। আবার বর্ণনাকারীর নাম আপনার জানা থাকলে আপনাকে গ্রন্থের সূচিপত্রে ও বর্ণনাকারীর নাম খুঁজতে হবে। আর সূচিপত্র হলো তেইশ পৃষ্ঠাব্যাপী আপনি যদি কষ্ট করে এই কাজটি করেন তবুও সমস্যা হবে এ জন্যে যে, যদি সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারীর নামে জটিলতা সৃষ্টি হয়, তাহলে আপনাকে ঐ বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলোর শুরু থেকে পাঠ করে যেতে হবে, তারপর আপনি এই হাদীসটি খুঁজে পাবেন। কোন কোন সময় এমনও হবে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীস থাকবে একেবারে শেষ পর্যায়ে। বস্তুত, এই প্রক্রিয়া ও নিয়ম বড়ই কষ্টকর। বিশেষত সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারী যদি ব্যাপক সংখ্যক হাদীসের বর্ণনাকারী হয়ে থাকেন। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আয়েশা (রা), ইবন্ আব্বাস (রা), আনাস (রা), জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ্ (রা), ইবন্ উমর (রা) ও অন্যরা, তাঁদের একেকজনের বর্ণিত হাদীস তো এক-একটি আলাদা গ্রন্থ হবার দাবি রাখে। একটি হাদীস খুঁজতে গেলে আপনাকে এই বিড়ম্বনার শিকার হতে হবে। তাহলে একাধিক হাদীস খুঁজে নেয়ার প্রয়োজন হলে আপনি কী করবেন? হয়তো এই অনুসন্ধানের বিষয়টিই ছেড়ে দেবেন, কিংবা অন্য কোন গ্রন্থের শরণাপন্ন হবেন, যাতে আরো সহজে উদ্দিষ্ট হাদীস খুঁজে পাওয়া যায়।

এ কারণেই আধুনিক গবেষকগণ মুসনাদ পর্যায়ের গ্রন্থ থেকে বিমুখ হয়ে, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ রীতিতে সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এটি ঠিক যে, সাহাবীগণের নামে নামে সংকলিত হাদীস গ্রন্থ, মুসনাদ গ্রন্থগুলো পূর্বযুগে উপকারী ও কল্যাণকর ছিল। ইমাম আহমদ (র)-এর পূর্বে উবায়দুল্লাহ্ ইবন্ মূসা আবাসী, আবূ দাউদ তায়ালিসী ও অন্যরা এই রীতিতে গ্রন্থ প্রনয়ন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল হাদীসগুলো গ্রন্থাবদ্ধ করা, যাতে হুবহু শব্দ ও বাক্যসহকারে সেগুলো সংরক্ষিত থাকে এবং সেগুলো থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা যায়, হাদীস কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ করার প্রতি সে যুগের লোকদের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। এক-একজন মানুষ তেমন মনোযোগ সহকারে সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীস মুখস্থ করতেন, যেমন মুখস্থ করতেন কুরআন মজীদের সূরাগুলো। হাদীস স্মরণে রাখা ও প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁদের নিজেদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। কিতাবের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ শিরোনামের মধ্যে কোন্ হাদীসের অবস্থান, তা তাঁদের জানা ছিল।

কিন্তু এখন অবস্থা এর বিপরীত, এখনকার লোকজন অন্তরে মুখস্থ রাখার চেয়ে কিতাবে সংরক্ষণের জন্যে অধিক চেষ্টা করে, এরা কিতাব নির্ভর। এজন্যে মুসনাদের মত বড় বড় ও বিশালাকার গ্রন্থ হতে তাদের উপকৃত হওয়া বাধাগ্রস্ত হয়। ইমাম আহমদ (র)-এর এই মুসনাদ গ্রন্থটি সংকলিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ঝিনুকের ভেতরে মুক্তা এবং ঘোমটার নিচে সুন্দর মুখের ন্যায় ঢাকা পড়ে রয়েছে। হাদীস শাস্ত্র ও বিদগ্ধজন ব্যতীত কেউ সেটি দ্বারা উপকৃত হতে পারে নি।

শৈশব থেকে হাদীস শাস্ত্রের প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ ছিল। কৈশোর বয়সের মধ্যে হাদীসের বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থসহ অন্যান্য বড় বড় মৌলিক গ্রন্থগুলো আমি পাঠ করে ফেলি। এরপর মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয় মুসনাদ পাঠ করার। এটি ১৩৪৪ হিজরীর কথা, তখন আমার বয়স ৪০ এর কাছাকাছি। মুসনাদ অধ্যয়ন করতে গিয়ে দেখি, এটি একটি বিশাল সমুদ্র। জ্ঞানের ভাণ্ডার, জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলো ওই সমুদ্রে ঢেউ খেলছে। কিন্তু ওই জ্ঞান অর্জনের ও শিকার আয়ত্ব করার সুযোগ সহজসাধ্য নয়। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এই গ্রন্থটিকে আমি অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও শিরোনামের অর্ন্তভুক্ত করে পুনর্বিন্যাস করব। সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে শিরোনামভুক্ত করে সাজিয়ে দেব। কিন্তু আমি নিজেকে এ কাজের অযোগ্য ও অনুপযুক্ত মনে করলাম। তবুও আমার ওই সুচিন্তা ও চেতনা আমাকে অবিরাম নাড়া দিচ্ছিল, আমার আগ্রহ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর দোষারোপ ও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হবার আশংকায় আমি পিছু হটছিলাম। আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, নিন্দা সমালোচনা থেকে বাঁচার উপায় হলো ওই কাজে হাত না দেয়া, বরং ওই কাজ থেকে বিরত থাকা। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতি পূর্ণ করবেনই। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্র সাহায্যে আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি নিয়্যত ও সংকল্প দৃঢ় করলাম এবং মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমি উক্ত কাজে হাত দিলাম। وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ "আর আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্রই সাহায্যে; আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।" (সূরা হূদ : ৮৮)

আমার পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এ মহাকর্ম সম্পাদনের জন্যে আমি একটি নীতিমালা তৈরি করে নিয়েছিলাম, অবশ্য তার আগে আমি সমকালীন জ্ঞান সমৃদ্ধ বিদগ্ধজন বুদ্ধিজীবি ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময় করেছিলাম। যাঁদের দীনদারী, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা, সততা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে আমার আস্থা ছিল, আমি তাঁদের সাথে পরামর্শ করে নিয়েছিলাম। কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও নীতিমালা নির্ধারণের পর সেটি আমি তাঁদের নিকট উপস্থাপন করি এবং তাঁরা তা সমর্থন করেন। তাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেন। যার ফলে এই কর্ম সম্পাদনে, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমার হিম্মত ও সাহস বহুগুণে বেড়ে যায়। এরপর আমি আল্লাহ্র সমীপে ইস্তিখারা করি এবং ভাল-মন্দ বিষয়ে আল্লাহ্র ইঙ্গিত কামনা করি। আমার এই মেহনত একান্তভাবে তাঁরই জন্যে নিবেদিত, তিনি যেন এটি কবুল করেন সেজন্যে প্রার্থনা জানাই। আমার এই কাজকে সহজ করে দেয়ার জন্যে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। কেননা, গোপনীয় ও হৃদয়ে লুক্কায়িত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রতিফল দানকারী তো একমাত্র তিনিই।

আমার দুনিয়াবী ঝক্কি -ঝামেলা, জাগতিক ব্যস্ততা ও সময়ের সংকীর্ণতা সত্ত্বেও আমি এ পথে যাত্রা শুরু করি। স্বীয় দায়বদ্ধতা না থাকলে এবং পরকালীন কল্যাণের আশা না থাকলে এই কাজে আমার সামর্থ্য একেবারেই শূন্যের কোঠায় নেমে যেত। কাজ শুরুর ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হত। তবে আমাকে উদ্বুদ্ধকারী চেতনা শক্তিশালী ছিল এবং আকর্ষণকারী শক্তি ছিল অভিজাত ও উন্নত। ফলে আমি আমার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়েছি।

এখন আমার অনুরোধ যাঁরা এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করবেন এতে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে পেলে তাঁরা তা সংশোধন করে দেবেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। তাঁরা প্রচুর সওয়াব পাবেন। কারণ পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জনকারীর সংখ্যা কম, পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের মানুষ প্রায় নেই-ই। আমার অযোগ্যতা ও ত্রুটির কথা আমি স্বীকার করছি। এই মহা কর্মে আমার দীনতার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। তাছাড়া এই মুসনাদ গ্রন্থ তো অতল মহাসমুদ্র; ঢেউয়ের পর ঢেউ খেলে যাচ্ছে যেখানে। এটি তো বিস্তৃত বিশাল প্রান্তর-এটির বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলো একত্রিত ও বিন্যস্ত করা সহজসাধ্য নয়, এটির হাদীসের সংখ্যা বহু এবং বর্ণনাধারাও বিভিন্ন। এগুলো সংকলন ও বিন্যাসে আমি আমার সাধ্যমত শ্রম দিয়েছি। পরিমার্জন, পরিশোধন ও অলংকরণে আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য কামনা করেছি এবং পরিমার্জিত সংস্করণের নাম দিয়েছি "আল ফাত্হুর রাব্বানী ফী তারতীব-ই মুসনাদ আল-ইমাম আহমদ ইবন্ হাম্বল শায়বানী الفتح الربانی فی ترتیب (مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی)। মহান মালিক আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এটিকে একমাত্র তাঁরই জন্যে নিবেদিতরূপে কবূল করেন। এটি দ্বারা সর্বসাধারণের উপকৃত হবার ব্যবস্থা করেন এবং আমার জন্যে জান্নাত-ই-নাঈম মঞ্জুর করেন। আমাকে তাঁদের সাথী বানিয়ে দেন, যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, তথা নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীল পুণ্যবানগণ। হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, ঈমানে যাঁরা আমাদের অগ্রগামী তাঁদেরকেও ক্ষমা করে দিন, আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি যেন কোন হিংসা-বিদ্বেষ না থাকে। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি নিশ্চয়ই পরম দয়াময়, অসীম দয়ালু।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার নীতিমালা : এটি একাধিক পর্বে বিভক্ত

প্রথমপর্ব : হাদীসের সনদ উল্লেখ না করার যুক্তি

মহান আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দিন এবং কল্যাণ ও সততা দান করুন। জেনে রাখুন, মহান আল্লাহ্র সাহায্য ও দয়ায় আমি যখন এই গ্রন্থ সম্পাদনায় হাত দেই, তখন আমি এমন একটি নীতির সন্ধান করতে থাকি, যাতে পাঠক, অধ্যয়নকারী ও তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তি সহজে এই গ্রন্থ থেকে উপকার ও কল্যাণ অর্জন করতে পারেন। সে প্রেক্ষাপটেই আমি সনদ বিলুপ্ত করে দেই। হাদীসটি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী হলে, আমি তাঁর থেকে বর্ণনাকারী সাহাবীর নামটি উল্লেখ করেছি মাত্র। আর হাদীসটি যদি সাহাবীর বাণী হয়ে থাকে, তাহলে ওই সাহাবী থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন শুধু সেই বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছি। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা একান্ত জরুরী মনে হলে শুধু সে ক্ষেত্রে অন্য বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছি, এটা সনদের শুরুর দিকেও হয়েছে শেষের দিকেও হয়েছে, সনদ বিলুপ্তকরণের এই কাজটি আমি করেছি একাধিক বড় বড় আলিম ও জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তির পরামর্শক্রমে, তাঁরা সনদ বিলুপ্তিকরণে সমর্থন দিয়েছেন। কারণ সহজে লক্ষ্য অর্জন, বিরক্তি হতে আত্মরক্ষা এবং সময় বাঁচানোর জন্যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখন মুসনাদ জাতীয় বড় বড় কিতাবগুলো ছেড়ে ছোট ও সংক্ষেপিত কিতাবগুলোর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ জনসাধারণের মধ্যে এই রোগ খুঁজে পেয়েছেন। তাই তাঁরা হাদীসের সনদ বিলুপ্ত করে তাঁদের কিতাবগুলোকে সংক্ষেপিত করেছেন। ইমাম বাগভী (র) তাঁর 'মাসাবীহুস সুন্নাহ' কিতাবে, হাফিয ইবনুল আসীর তাঁর "জামিউল উসূল' কিতাবে, যুবারদী তাঁর "আত্-তাজরীদুস সারীহ-লি-আহাদীসিল জামি' ইস-সাহীহ" কিতাবে এবং অন্যরা তাঁদের নিজ নিজ কিতাবে এ

নীতি অনুসরণ করেছেন। আমরাও তাঁদের এই নীতির অনুসরণ করেছি। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক হাদীসের টীকায় আমি ওই হাদীসের পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেছি, যাতে গবেষক ও অনুসন্ধানী ব্যক্তিবর্গ এ সম্পর্কিত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না হন।

দ্বিতীয় পর্ব : মুহাদ্দিসবৃন্দের হাদীসগ্রন্থসমূহে হাদীসের পুনঃপুনঃ উল্লেখের যুক্তি

মহান আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাকে সৎপথের দিশা দান করুন। জেনে রাখুন, সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনান চতুষ্টয় ও অন্যান্য মৌলিক হাদীস গ্রন্থের ন্যায় এই মুসনাদ গ্রন্থেও হাদীসের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রয়েছে। মুহাদ্দিস ও সংকলকগণ অযথা ও নিরর্থক এ কাজ করেন নি; বরং এর মধ্যে বহু প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা রয়েছে। একটি হলো, সনদে একাধিক সূত্র শাখা ও ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকা, দ্বিতীয় হল মতন (متن) বা মূল হাদীসে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বিদ্যমান থাকা, এ জাতীয় আরো প্রজ্ঞা রয়েছে। ফলে কখনো কখনো একই সাহাবী হতে একই হাদীস একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সহকারে। বস্তুত সবগুলো বর্ণনা উল্লেখ করার প্রবল আগ্রহ ও প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে তাঁদের গ্রন্থরাজিতে একই হাদীসের বার বার উল্লেখ ঘটেছে। মুসনাদের হাদীসগুলো সম্পর্কে যাচাই-বাছাই ও গভীর অনুসন্ধানের পর পুনরুল্লেখের কারণরূপে এটা ছাড়া আমি অন্য কিছু দেখতে পাই নি।

তৃতীয় পর্ব ঃ পুনঃ পুনঃ উল্লেখযোগ্য হাদীসের ক্ষেত্রে আমার কর্ম পরিকল্পনা

যখন কোন হাদীস একই সাহাবী হতে একাধিকবার উল্লেখযোগ্য হবে, সনদের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে কিংবা শব্দের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে, তখন আমি গভীরভাবে সেটিকে দেখব। এরপর যেটি অধিক-এর মর্মবিশিষ্ট এবং বিশুদ্ধত্বের সনদবিশিষ্ট হবে, সেটিকে কিতাবে লিখে অন্যগুলো বাদ দিয়ে দিব। বাদপড়া হাদীসে যদি লিখে রাখা হাদীস অপেক্ষা অর্থগত কিংবা ব্যাখ্যাগত অতিরিক্ত কোন তথ্য থাকে তাহলে বাদ দেয়া হাদীস থেকে ওই অংশটুকু বেছে নিয়ে লিখে রেখে, হাদীসের সংশ্লিষ্ট স্থানে দু'টো ব্র্যাকেটের মধ্যে এই কথা বলে উল্লেখ করে দিব যে, (অন্য এক বর্ণনায় এমন এমন রয়েছে)। তাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে যে, সংযুক্ত বিষয়টিও একই সাহাবীর বর্ণিত, এমনভাবে সংযোজন করবো যে, সংযুক্ত অংশসহ যদি হাদীসটি পাঠ করা হয়, তবে মূল হাদীসের অর্থে বিকৃতি ও বৈপরীত্য ঘটবে না, অতিরিক্ত অংশ যদি এমন হয় যে, মূল হাদীসের মাঝখানে উল্লেখ করলে মূল অর্থে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে কিংবা শব্দগত সমস্যা দেখা দিবে, তাহলে উল্লেখিত হাদীসের শেষ প্রান্তে আমি বলব যে, (তাঁর থেকে অন্য এক হাদীসে এ জাতীয় তথ্য কিংবা অন্য এক সনদে এ জাতীয় তথ্য বর্ণিত হয়েছে)।

একই সাহাবী হতে বর্ণিত একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে একটি যদি অর্থের দিক থেকে ব্যাপক হয়, আর অন্যটি সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধতর হয়, তাহলে হুবহু শব্দ সহকারে দু'টো হাদীসই আমি উল্লেখ করব। প্রথমটি অধিক বিধান প্রাপ্তির কারণে, দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ সনদের কারণে। কিন্তু গণনার ক্ষেত্রে এইগুলোকে এক্ষেত্রে একটি হাদীস বলে গণ্য করব। আমি অনুরূপ নীতি গ্রহণ করব সেই হাদীসের ক্ষেত্রেও, যেটি একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। যে সাহাবীর বর্ণিত হাদীসটি বিধান জ্ঞাপনে ব্যাপক এবং সনদের দিক থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ, আমি সেটি পুরোপুরি উল্লেখ করব এবং অন্যগুলোর প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে যাব এবং এর প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা ও পৃথক হাদীসরূপে গণনা করে যাব। যেহেতু এগুলো পৃথক পৃথকভাবে একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হযরত আবূ বকর (রা) পবিত্রতা অধ্যায়ে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন, অতঃপর সেই হাদীসটি হযরত উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) বর্ণনা করলেন। আবূ বকর (রা)-এর হাদীসটি সনদের দিক থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ, আর উমর (রা)-এর হাদীসটি বিধান জ্ঞাপনে ব্যাপকতর। তাহলে আমি তাঁদের দু'জনের হাদীস দু'টো হুবহু ও পরিপূর্ণ উল্লেখ করব এবং উসমান (রা) থেকে অনুরূপ, আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে বলে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করব। যদি এক্ষেত্রে হযরত আবূ বকর (রা) -এর হাদীসটি সনদের বিশুদ্ধতা এবং বিধানের ব্যাপকতার দিক থেকে উৎকৃষ্ট হয়, তাহলে আমি হুবহু ও পূর্ণরূপে সেটি উল্লেখ করে হযরত উমর (রা) হাদীসটির কথা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেব। যদি

হযরত উসমান (রা)-এর হাদীসে এমন কোন অতিরিক্ত তথ্য থাকে, যা আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর হাদীসে নেই, আবার এই দু'টোতে এমন বিষয় থাকে, যা উসমান (রা)-এর হাদীসে নেই, তাহলে আমি এভাবে বলব, "হযরত উসমান (রা) থেকে অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীস বর্ণিত আছে এবং সেই হাদীসে এই এই বিষয় অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।" এই প্রক্রিয়া অনুসরণে আমার উদ্দেশ্য হলো, কোন মৌলিক হাদীস যেন বাদ পড়ে না যায় এবং একাধিক সনদে বর্ণিত হবার প্রেক্ষিতে হাদীসের মান ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ পর্ব : আল্ ফাত্হুর রাব্বানী কিতাবে মুসনাদের সকল হাদীসের অন্তর্ভুক্তি

মহান আল্লাহ আমাকে এবং আপনাকে তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কাজের তাওফীক দিন। জেনে রাখুন যে, আমি আমার 'আল্-ফাতহুর রাব্বানী' গ্রন্থে ইমাম আহমদ (র)-এর মূল 'মুসনাদ' কিতাবের সবগুলো হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছি। সেটিতে থাকা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস, সাহাবা-ই-কিরামের বক্তব্য এবং এ জাতীয় কোন কিছুই আমি ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিই নি, ভুলক্রমে বাদ পড়ে গেলে সেটি ভিন্ন ব্যাপার। মানুষতো ভুল-বিভ্রমের ঊর্ধ্বে নয়। এই পন্থা অবলম্বনে আমার উদ্দেশ্য হলো ইমাম আহমদ (র)-এর কিতাবটিকে সুবিন্যস্ত ও সাজিয়ে দেয়া এবং ওই কিতাবে সকল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে অনুসন্ধানী ব্যক্তিবর্গের জন্য হাদীস খুঁজে নেয়া সহজতর করে দেয়া। অবশ্য কতক প্রাথমিক ও সূচনামূলক বিষয় যেমন সনদ, আমি বিলুপ্ত করেছি বটে।

ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থে আছে এমন কোন হাদীস যদি আপনি আমার এই গ্রন্থে খুঁজতে গিয়ে না পান, তাহলে এই সিদ্ধান্ত নিবেন না যে, এই গ্রন্থে হাদীসটি নেই। হাদীসটি নিশ্চিতই আছে। কারণ এই কিতাবে এমন বহু হাদীস রয়েছে যেগুলোর এক-একটিতে বহু বিধি-বিধান বর্ণিত রয়েছে। ফলে এগুলোকে শুধু একটি অধ্যায়ের মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব নয়। যেমন একটি হাদীস তারগীব বা উৎসাহিতকরণ বিভাগের, শিষ্টাচার, ওয়ায়-নসীহত, প্রজ্ঞা ও সর্বব্যাপী বাণী-এর অধ্যায়ে থাকতে পারে। তারগীব বা উৎসাহিতকরণ বিভাগটি চতুর্থ বিভাগ এবং উপরোল্লেখিত অধ্যায়টি এই বিভাগের শেষ অধ্যায়। আবার ওই হাদীসটি 'কতক পাপাচারিতা সম্পর্কে সর্তকীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন' অধ্যায়েও থাকতে পারে। এই অধ্যায়টি বিভাগসমূহের পঞ্চম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আবার ঐ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুতবাসমূহ অধ্যায়ের মধ্যেও থাকতে পারে। এটি তৃতীয় বিভাগের সীরাতুন্নবী (সা) অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সংশ্লিষ্ট হাদীসটি আপনি এই স্থানগুলোতে খুঁজুন, ইন্‌শাআল্লাহ আপনার কাঙ্ক্ষিত হাদীস খুঁজে পাবেন। কোন কোন সময় এমনও হতে পারে যে, আপনি মনে করেছেন হাদীসটি এই অধ্যায়ের অধীন হবে, অথচ অন্য কোন দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটিকে অন্য একটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসের প্রেক্ষাপট ও মর্ম সম্পর্কে জেনে নিন, এরপর সম্ভাব্য স্থানগুলোতে সেটিকে খুঁজতে শুরু করুন। সেটি খুঁজে পাওয়া থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন না। তবে এত জটিল অবস্থায় আপনাকে খুব কমই পড়তে হবে। মহান আল্লাহই হিদায়াতকারী।

পঞ্চম পর্ব ঃ একাধিক বিধান সম্বলিত দীর্ঘ হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মনীতি

'মুসনাদ' গ্রন্থে বহু বিধানবিশিষ্ট দীর্ঘ হাদীস রয়েছে প্রচুর। একই হাদীস একাধিক অধ্যায়ে উল্লেখ করার মত। এখন প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রতিবার পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রন্থটি অনেক বড় হয়ে যাবে। আর যদি এটিকে শুধু একটি অধ্যায়ে সীমিত রাখি, তাহলে অন্যান্য অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ হতে বঞ্চিত হতে হবে। এ জন্যে আমি একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যে, যে অধ্যায়ের সাথে হাদীসটি বেশি মাননসই, হাদীসটি পূর্ণাঙ্গভাবে ওই অধ্যায়েই উল্লেখ করব। এরপর সংশ্লিষ্ট অধ্যায় এলে সে অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত অংশটুকু ওই অধ্যায়ে উল্লেখ করব এবং পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে দেব। যেমন হযরত আলী (রা)-এর একটি হাদীস। ওই হাদীসে নামাযের শুরুর দু'আ থেকে সালাম ফেরানোর পরের দু'আ পর্যন্ত ব্যাপক ও বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। আমি এই হাদীসটিকে প্রথমে নামায শুরুর অধ্যায়ে পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করেছি। কারণ এই অধ্যায়টি

ওই হাদীসের জন্য অধিক সামঞ্জস্যশীল। বিষয়টি আপনি অবিলম্বে দেখতে পাবেন, ইনশাআল্লাহ তা'আলা। এরপর অন্যান্য অধ্যায়ে এটির বিশেষ বিশেষ অংশ উল্লেখ করেছি, রুকুর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশটি রুকু অধ্যায়ে, সিজদার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশটি সিজদা অধ্যায়ে এবং এভাবে সংশ্লিষ্ট অংশ তৎসংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

একাধিক বিধান ও বিষয়বিশিষ্ট হাদীস ছোট হয়ে থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে অন্য কোন মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ হাদীস না থাকলে এই হাদীসটি আমি সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোতে পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করেছি। আর যদি সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে এটি ছাড়া অন্য পূর্ণাঙ্গ হাদীস বিদ্যমান থাকে, তাহলে আমি এই হাদীসটি পূর্ণভাবে উল্লেখ করেছি শুধু সেই অধ্যায়ে, যে অধ্যায়টির সাথে এটি অধিকতর সামঞ্জস্যশীল, মহান আল্লাহ্ই সঠিক পথের দিশা দান করেন।

ষষ্ঠ পর্ব : মুসনাদের হাদীসগুলোকে ছয়ভাগে বিভক্তিকরণ এবং সেগুলোর প্রতীক

মুসনাদ গ্রন্থটির হাদীসগুলো পর্যবেক্ষণের পর আমি দেখতে পেলাম যে, এগুলো ছয়ভাগে বিভক্ত :

১. এমন হাদীস, যেগুলো ইমাম আহ্মদের পুত্র আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ইমাম আহমদ (র) হতে বর্ণনা করেছেন তাঁর নিকট হতে সরাসরি শ্রবণের পর। এগুলো ইমাম আহমদের মুসনাদ নামে পরিচিত। এই পর্যায়ের হাদীসের সংখ্যা বহু। মুসনাদ গ্রন্থের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে প্রায় এই পর্যায়ের হাদীসের অবস্থান।

২. এমন হাদীস, যেগুলো আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ইমাম আহমদ (র) থেকেও শুনেছেন এবং অন্য কারো নিকট থেকেও শুনেছেন। এই প্রকারের হাদীসের সংখ্যা খুবই কম।

৩. এমন হাদীস, যেগুলো আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে নয় বরং অন্য কারো সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এগুলো "যাওয়াইদ-ই আবদুল্লাহ (আবদুল্লাহ -এর বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীস) নামে পরিচিত। এই প্রকারের হাদীসের সংখ্যা প্রথম প্রকারের হাদীসের সংখ্যা হতে কম কিন্তু অন্য সকল প্রকারের হাদীসের সংখ্যা হতে বেশি।

৪. এমন হাদীস যেগুলো আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ইমাম আহমদের সামনে পাঠ করে শুনিয়েছেন, ইমাম আহমদ (র)-এর মুখ হতে শোনেন নি। এই প্রকারের হাদীস কম।

৫. এমন হাদীস, যেগুলো আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ইমাম আহমদ (র)-এর মুখ হতে শোনেন নি এবং তাঁর সামনে পাঠ ও করেন নি, বরং ইমাম আহমদের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছেন, এ পর্যায়ের হাদীসের সংখ্যা ও খুব বেশী নয়।

৬. এমন হাদীস, যেগুলো হাকিম আবূ বকর কাতীঈ বর্ণনা করেছেন 'আবদুল্লাহ ও তাঁর পিতার সনদ বাদ দিয়ে অন্য সনদে, এই প্রকারের হাদীসের সংখ্যা অন্য সকল প্রকারের হাদীস থেকে কম।

উপরোল্লেখিত ছয় ভাগে বিভক্ত করা হল মুসনাদের হাদীসগুলোকে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসে আমি কোন প্রতীক বা পরিচিতি চিহ্ন ব্যবহার করি নি। অবশিষ্ট চার প্রকারের হাদীসের শুরুতে প্রতীক ও পরিচিতি চিহ্ন ব্যবহার করেছি। তৃতীয় প্রকারের হাদীসে এভাবে যা (ز) বর্ণ ব্যবহার করেছি। এটি দ্বারা "যাওয়াইদে আবদুল্লাহ" (زوائد عبد الله) বুঝানো হয়েছে চতুর্থ প্রকারের হাদীসে ব্যবহার করেছি কাফ্ এবং রা বর্ণ (ق ر) সংকেত। এতদ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আবদুল্লাহ্ (র) এই হাদীস তাঁর পিতা ইমাম আহমদ (র)-এর সামনে পাঠ করেছেন। পঞ্চম প্রকারের হাদীসের জন্যে ব্যবহার করেছি খা এবং ত্বা বর্ণ (خط) সংকেত। এতদ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এই হাদীস আব্দুল্লাহ (র) তাঁর পিতার সামনে পাঠ করেন নি এবং তাঁর মুখ থেকেও শোনেন নি, বরং তাঁর পিতার স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপিতে তিনি এটি পেয়েছেন। ষষ্ঠ প্রকারের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি ক্বাফ এবং ত্বা বর্ণ (قط) সংকেত ব্যবহার করেছি, এতদ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এগুলো আবূ বকর কাতীঈ-এর বর্ণনা করা হাদীস। এগুলো আবদুল্লাহ্ (র)-এর নিজের বর্ণনাও নয় এবং তাঁর পিতা ইমাম আহমদেরও নয়। বস্তুত তৃতীয় প্রকারের হাদীস হলো আবদুল্লাহ্ (র)-এর বাইরের সংগ্রহ এবং ষষ্ঠ প্রকারের হাদীস হলো আবূ বকর কাতীঈ-এর বাইরের সংগ্রহ, এগুলো ইমাম

আহমদ (র)-এর বর্ণনা নয়। অবশিষ্ট চার প্রকারের হাদীস ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণনা এবং এগুলো মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম পর্ব : আল্ ফাতহুর রাব্বানী গ্রন্থ সম্পাদনার পটভূমি এবং ইমাম আহমদের সমগ্র মুসনাদ আমার একাধিকবার অধ্যয়নের কারণ

আল্লাহ্ আপনাকে হিফাযত করুন। জেনে নিন যে, ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থ পুনর্বিন্যাস ও পরিমার্জনের কাজ আমি শুরু করেছিলাম ১৩৪০ হিজরী সালে। তখন আমার সেটি পড়া হয়েছে। আর ১৩৪৯ হিজরী সনের ২৯ রবিউল আউয়াল সোমবার আমার খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। খসড়া করার সময় আমি কতক অধ্যায় (كتاب) তৈরি করে সেগুলোর অধীনে কতক সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ (باب) তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিলাম। অর্থাৎ আপাতত বিস্তারিত পরিচ্ছেদ তৈরি করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের (كتاب) অধীনে হাদীসগুলোকে একত্রিত করা। যেমন ওযূ অধ্যায় (كتاب الوضوء)। ওযূ সম্পর্কিত সকল হাদীস এর অধীন করে নেব; সাথে স্বল্প সংখ্যক পরিচ্ছেদ (باب) তৈরি করব। এরপর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার সময় বিস্তারিত পরিচ্ছেদ তৈরি করব। কিন্তু চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার সময় পরিচ্ছেদের বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি ঘটাতে গিয়ে আমি খুব জটিলতায় পড়ে যাই। কারণ আমার লক্ষ্য ছিল অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের কুশলী ও পরিপাটি বিন্যাস সাধন করা। এই জটিলতা আমার নিকট আরো কঠিন মনে হলো, যখন দেখতে পেলাম যে, মুসনাদের মধ্যে ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ (র)-এর কতক যাওয়াইদ (زوائد) বা অতিরিক্ত হাদীস রয়েছে, সেগুলো আমি তখন ইমাম আহমদ (র)-এর মূল বর্ণনা থেকে পৃথক করিনি। এই দু'প্রকার বর্ণনার মাধ্যমে পার্থক্য করা যায় শুধু সনদ পরীক্ষার মাধ্যমে। যে সকল হাদীসের সনদের শুরুতে 'আবদুল্লাহ তাঁর পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন' (حدثنا عبد الله حدثني ابى) বলে উল্লেখ আছে, সেগুলো হলো মূল মুসনাদ। আর যে সকল হাদীসে সনদের শুরুতে 'আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ব্যতীত অন্যের সূত্রে বর্ণনা করেছেন' বলে উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো আবদুল্লাহ (র)-এর যাওয়াইদ বা অতিরিক্ত। যে সকল হাদীসে সনদের শুরুতে আবদুল্লাহ্ ও তাঁর পিতা ব্যতীত অন্যের সূত্রে বর্ণিত হবার কথা উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো আবূ বকর কাতীঈ-এর যাওয়াইদ বা অতিরিক্ত। এটি একটি মূলনীতি, যা এটি জেনে রাখা জরুরী।

এই পরিস্থিতিতে আমার দু'টো করণীয় ছিল, যাওয়াইদ বা অতিরিক্তগুলো পৃথক না করে পরিচ্ছেদ নির্ধারণে শিথিলতা দেখিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া অথবা ওই শিথিলতার আশংকায় কাজ বন্ধ রাখা। অবশেষে কাজ বন্ধ রাখাকেই আমি প্রাধান্য দেই। প্রায় একমাস আমি সম্পাদনার কাজ বন্ধ রাখি এবং খসড়া পাণ্ডুলিপি দিয়েই জরুরী সমস্যাগুলো সমাধান করি। আমি এটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকি যে, হাদীস অনুসন্ধানে এটি আমার কাজে লাগবে।

একদিন জনৈক আলিম ও বিদ্বান ব্যক্তি মুসনাদের একটি হাদীসের সন্ধান চান আমার নিকট, যা তিনি নিজে মুসনাদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলেন না আমি আমার খসড়া পাণ্ডুলিপিতে তা খুঁজি এবং খুব সহজে সেটি বের করে দেই। এতে লোকটি খুবই খুশি হন। লোকটি চলে যাবার পর আমি নিজে অনুতপ্ত হই আমার সম্পাদনার কাজ বন্ধ রাখার জন্যে। দীর্ঘ নয় বছর যেটি নিয়ে মেহনত করেছি, শ্রম দিয়েছি, সেটিকে পূর্ণতা না দিয়ে বসে থাকার জন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করি। তখন আমার হাতে ছিল পাণ্ডুলিপির শেষাংশ। ওই দুঃখের সাগরে ডুবে থেকেই আমি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাই। এমতাবস্থায় আমার নজর পড়ে পাণ্ডুলিপির শেষ হাদীসের দিকে। সেটি হল "কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র দীদার ও সাক্ষাত লাভ বিষয়ক একটি হাদীস।" আমি গভীর মনোযোগের সাথে হাদীসটি পাঠ করি, সেটি এই :

عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نُوْدُوْا يَاَهْلَ الْجَنَّةِ اِنَّ لَكُمْ مَوْعِدًا عِنْدَ اللّٰهِ لَمْ تَرَوْهُ فَقَالُوْا وَمَا هُوَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا وَتُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْهُ –

“সুহায়ব ইবন্ সিনান বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : জান্নাতের অধিবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাঁদেরকে ডেকে বলা হবে : ওহে জান্নাতবাসিগণ! আল্লাহ্র নিকট তোমাদের প্রতিশ্রুতি একটি নিয়ামত রয়েছে, যা তোমরা এখনো দেখ নি। তারা বলবে, সেটি কী? হে মালিক! আপনি তো আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : এরপর হিজাব বা আবরণ (পর্দা) উঠে যাবে, তারা মহান আল্লাহকে দেখতে থাকবে। আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহ্ তাদেরকে যত নিয়ামত দিয়েছেন, তার মধ্যে এটি হবে তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও পসন্দের। অপর বর্ণনায় : আল্লাহ্র দীদার বা আল্লাহকে দেখা অপেক্ষা অধিক প্রিয় তাদের নিকট আর কিছুই হবে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ “যারা কল্যাণময় কাজ করে, তাদের জন্যে আছে মঙ্গল এবং আরও অধিক।” (সূরা ইউনুস : ২৬)।

আমার এই হাদীস পাঠ শেষ হতে না হতেই আমি একটি আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এটি ছিল শান্তিময়, এরপর ছিল আনন্দ ও তৃপ্তি। আমার অতীত জীবনে এমন প্রশান্তি আমি কখনো অনুভব করি নি। এমনটি কেন হলো, তা আপনি হয়েছেন কি? এটি এজন্যে হলো যে, এই হাদীসটি আমার গ্রন্থের উপসংহাররূপে, আংটির উপরে মুক্তোরূপে স্থান পেয়েছে। এমনটি হয়েছে আল্লাহ্র কুদরতে, আমার ইচ্ছায় নয়। মূল মুসনাদ গ্রন্থে এটি রয়েছে চতুর্থ খণ্ডে। এরপর কিতাবের এক-তৃতীয়াংশের বেশি অবশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ দুই খণ্ডের কিছু বেশি অবশিষ্ট ছিল। অবশিষ্ট খণ্ড দু'টোতে আমি আল্লাহ্র দীদার ও সালাত বিষয়ক অন্য হাদীস খুঁজেছি। আমার আশা ছিল যে, এই জাতীয় হাদীস খুঁজে পাব এবং এই অধ্যায়ের অধীনে উক্ত হাদীসের পরে আমি সেগুলোকে সন্নিবেশিত করব। কিন্তু শুধু দীদার ও সাক্ষাত বিষয়ক অন্য কোন হাদীস আমি পাই নি। ফলে মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় এই হাদীসটি শেষ হাদীসরূপে থেকে গেল। বস্তুত, মহান আল্লাহ্ চেয়েছেন এই বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে আমার কিতাবের সমাপ্তি হোক। এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র), তিরমিযী (র) ও নাসাঈ (র) স্ব-স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন। আর সরাসরি কুরআনের আয়াত থেকেও এই বিষয়ে সুসংবাদ পাওয়া যায়। বস্তুত এই শুভ লক্ষণের কারণেই আমি পুনরায় পূর্ণোদ্যমে আমার আরম্ভকৃত কাজ শেষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। এই প্রেক্ষাপটে আমি দ্বিতীয়বার মুসনাদ পাঠ করি, প্রতীক ও পরিচিতি চিহ্ন সংযোজনের মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ (র)-এর বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীসগুলোকে (زوائد عبد الله) মূল মুসনাদ হাদীসগুলো থেকে পৃথক করার জন্যে। এই পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ আমাকে ইল্হাম ও অদৃশ্য ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন কাতীঈ-এর বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীসগুলো (زوائد القطيعى) এবং ইমাম আহমদ (র) স্বহস্তে লিখিত আবদুল্লাহ্ (র)-এর হস্তগত হওয়া হাদীসগুলোকেও প্রতীকের মাধ্যমে চিহ্নিত করে দেয়ার জন্যে এবং এভাবে কিতাব সমাপ্ত করার জন্যে।

এরপর চূড়ান্তভাবে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্যে আমি পুনরায় সেটি পাঠ করি, এইবার আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিই পরিচ্ছেদ স্থাপন ও হাদীস সাজানোর জন্যে, কর্ম সম্পাদনের সাথে বিরক্তি কিংবা অলসতা এলে আমি আল্লাহ্র দীদার লাভের হাদীসটি দেখে নিতাম এবং আবার উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কাজে নিয়োজিত হতাম। এভাবে বিরতিহীন মেহনত ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আমি সেটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হই। ১৩৫১ হিজরী সনের শেষের দিকে আমার এই কাজ শেষ হয়। তারপর মহান আল্লাহ আমাকে সনদ বিলুপ্ত করে দেয়ার ইঙ্গিত দেন। ফলে আমি তাই করি,

পাদটীকার ভূমিকায় আমি তা উল্লেখ করেছি। এটা করার জন্যেও তা পাঠ করার প্রয়োজন হয় এবং চতুর্থবার আমি এটি পাঠ করি। ছাপানোর সময় শুদ্ধিকরণের জন্যে আমি পঞ্চমবার এটি পাঠ করব ইন্‌শাআল্লাহ্। আল্লাহ্ই সাহায্যকারী।

অষ্টম পর্ব : গ্রন্থ সজ্জিতকরণ ও বিন্যাসকরণের বিষয় এবং এটি সাতভাগে বিভক্ত

মহান আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন। জেনে নিন যে, মহান আল্লাহ এই গ্রন্থের জন্যে একটি অভিন্ন বিভক্তিকরণ নীতির ব্যবস্থা করে দেন, যা আমার অন্তরে উদিত হয়। ইতিপূর্বে আমি এটিকে কয়েকবার বিভাজন করেছি কিন্তু কোনটিতেই আমি মানসিক তৃপ্তি পাই নি। এরপর আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাকে এমন একটি বিভাজন প্রক্রিয়া জানিয়ে দেন, যাতে কল্যাণ রয়েছে। মহান আল্লাহ্ আমাকে এই অভূতপূর্ব বিভাজন প্রক্রিয়া জানিয়ে দিলেন যে, ইতিপূর্বে কেউ এই রীতি অবলম্বন করেছে বলে আমার জানা নেই। وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ (এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন)।" (সূরা হাদীদ : ২১)। এটি পেয়ে আমার বক্ষ প্রসারিত হলো। আমার অন্তর শান্তিময় হলো। বস্তুত আমি এই কিতাবকে সাত ভাগে বিভক্ত করলাম। এই বিভক্তিকরণে সংখ্যানুপাতে হাদীসগুলোর সমান সংখ্যক সাত ভাগে বিভক্তিকরণ আমার উদ্দেশ্য নয়। কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে সমসংখ্যক ভাগে বিভক্ত করাও উদ্দেশ্য নয়; বরং আমি ভাগ করেছি বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে কোন কোন ভাগ অন্য ভাগের চেয়ে দীর্ঘ ও লম্বা হয়েছে। এমনকি এর প্রত্যেকটি ভাগই এক-একটি আলাদা গ্রন্থ হবার যোগ্যতা রাখে। এক্ষেত্রে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয়টিকে সামনে রেখে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে সবার আগে উল্লেখ করেছি। এজন্যে সবার আগে উল্লেখ করেছি তাওহীদ, একত্ববাদ ও দীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে। কারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্যে সবার আগে এগুলো জানা ওয়াজিব ও জরুরী। এরপর উল্লেখ করেছি ফিক্‌হ বিষয়ক বিভাগ। এরপর তাফসীর বিষয়ক, এরপর উৎসাহ প্রদান বিষয়ক, এরপর সতর্কীকরণ ও ভীতিপ্রদর্শন বিষয়ক, এরপর ইতিহাস বিষয়ক এবং সর্বশেষে কিয়ামত ও আখিরাতের বিবরণ বিষয়ক বিভাগ উল্লেখ করেছি।

একটির পর একটি উল্লেখের পেছনে এক মহাপ্রজ্ঞা ও রহস্য রয়েছে, যা চিন্তাশীল ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। প্রত্যেক বিভাগের অধীনে কতক কিতাব বা অধ্যায় রয়েছে। প্রত্যেক কিতাব বা অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে কতক বাব বা পরিচ্ছেদ। কতক পরিচ্ছেদ এমন আছে, যার অধীনে একাধিক ফসল (فصل) বা অনুচ্ছেদ রয়েছে। বাব বা পরিচ্ছেদের নামকরণ করা হয়েছে এমন রীতিতে যে, পরিচ্ছেদের শিরোনাম থেকে ওই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। হাদীস অনুসন্ধান সহজতর করার লক্ষে এমনটি করা হয়েছে। অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদের পরস্পর উপস্থাপনের পেছনে গভীর প্রজ্ঞা ও যুক্তি রয়েছে। এই পর্বে আমি বিভাগ ও অধ্যায়গুলো উল্লেখ করেছি, পরিচ্ছেদ উল্লেখ করি নি। কারণ পরিচ্ছেদের সংখ্যা বহু-অনেক, অত্যধিক। এগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করতে গেলে কিতাবের একটি পূর্ণ অংশ সে কাজেই ব্যবহার করতে হবে। তাই আমি পাঠকের জন্যে সহজ হয়, সে জন্য তা সংক্ষিপ্তভাবে প্রস্তুত করলাম। এই রীতিতে সম্পাদন ও পরিমার্জনের দিক-নির্দেশনাই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ "আর আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্রই সাহায্যে, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।" (সূরা-হূদ : ৮৮)

প্রথম ভাগ : একত্ববাদ ও দীনের মৌলিক স্তম্ভসমূহ

একত্ববাদ অধ্যায়, ঈমান ও ইসলাম অধ্যায়, তাকদীর অধ্যায়, জ্ঞান অধ্যায় এবং কুরআন ও সুন্নাহ্কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখার অধ্যায়।

দ্বিতীয় ভাগ : ফিক্হ, এটি ৪ প্রকার

প্রথম প্রকার : ইবাদত বিষয়ক ফিক্হ,

এতে রয়েছে, পবিত্রতা অধ্যায়, তায়াম্মুম অধ্যায়, হায়েয ও নিফাস (রক্তস্রাব) অধ্যায়, নামায অধ্যায়, এটি সবচেয়ে বড় অধ্যায়, এটির একটি বিশেষ প্রকরণ রয়েছে; জানাযা অধ্যায়, যাকাত অধ্যায়, রোযা অধ্যায়, হজ্জ ও উমরাহ্ অধ্যায়, হাদয়ী ও কুরবানীর পশু অধ্যায়, আকীকাহ্ ও আতীরাহ অধ্যায়, কসম ও মান্নত অধ্যায়, জিহাদ অধ্যায়, প্রতিযোগিতা ও তীরন্দাজী অধ্যায়, দাসমুক্তি অধ্যায় এবং যিকর-আযকার অধ্যায়।

দ্বিতীয় প্রকার : মু'আমালাহ বা লেনদেন বিষয়ক ফিকাহ

এতে রয়েছে-ক্রয়-বিক্রয় ও আয়-উপার্জন অধ্যায়, অগ্রিম ক্রয় অধ্যায়, ঋণ ও কর্জ অধ্যায়, বন্ধক অধ্যায়, হাওয়ালা ও ক্ষতিপূরণ, দেউলিয়া অধ্যায়, লেন দেনে নিষেধাজ্ঞা অধ্যায়, সন্ধি চুক্তি ও আপোষ মীমাংসা অধ্যায়, শরীকানা বা যৌথ ব্যবসা, উকীল নির্ধারণ অধ্যায়, ফসলের বিনিময়ে জমিচাষ অধ্যায়, লীজ ও ভাড়ায় জমি চাষ, আমানত ও ধারগ্রহণ অধ্যায়, পতিত জমি আবাদ অধ্যায়, গাসাব ও লুট-তরাজ অধ্যায়, ক্ষতিপূরণ অধ্যায়, শুকআহ্ বা অগ্রিম ক্রয় অধিকার অধ্যায়, হারানো মাল প্রাপ্তি অধ্যায়, দান ও উপহার অধ্যায়, জীবনকালের দান ও মূল বস্তু দান অধ্যায়, ওয়াক্ফ অধ্যায়, ওসিয়ত অধ্যায় এবং ফারায়েয অধ্যায়।

তৃতীয় প্রকার : বিচার কার্য ও বিধি-বিধান বিষয়ক ফিক্হ

এতে রয়েছে বিচার ও সাক্ষ্য অধ্যায়, খুনাখুনি, অপরাধ ও খুনের শাস্তি বিষয়ক অধ্যায়, কিসাস বা খুনের দায়ে মৃত্যুদণ্ড অধ্যায়, দিয়ত ও তার দায় বণ্টন অধ্যায়, দণ্ডবিধি অধ্যায়, এতে যাদুটোনা গণনা ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যায় রয়েছে।

৪র্থ প্রকার : ব্যক্তি জীবন বিষয়ক ফিক্হ

এতে আছে বিবাহ অধ্যায়, তালাক অধ্যায় ,তালাকের পর ফেরত নেয়া অধ্যায়, ঈলা বা দাম্পত্য বিষয়ক কসম অধ্যায়, যিহার অধ্যায়, লি'আন বা পরস্পর অভিশাপ বর্ষণ অধ্যায়, ইদ্দত অধ্যায়, খোরপোষ, বাচ্চা-লালন পালন ও দুগ্ধ পান অধ্যায়, খাদ্যদ্রব্য অধ্যায়, পানীয় অধ্যায়, শিকার অধ্যায়, যবাহ অধ্যায়, চিকিৎসা অধ্যায়, ঝাড় ফুঁক, তাবিয-কবয, রোগব্যধির সংক্রমণ, শুভ ও অশুভ যাত্রা অধ্যায়, প্লেগ ও মহামারী অধ্যায়, ফিতরা, সালাম ও অনুমতি গ্রহণ অধ্যায় এবং অন্যান্য অধ্যায়।

কিতাবের তৃতীয় বিভাগ : তাফসীরুল কুরআন এইভাগে আছে কুরআন মজীদের ফযীলত, বিধি-বিধান, পঠন রীতি, শানে নুযূল, রহিত ও রহিতকারী, ব্যাখ্যা, এগুলো কুরআন মজীদের সূরা এবং আয়াতের ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।

চতুর্থ ভাগ : উৎসাহ প্রদান এভাগে মুসনাদে উল্লেখিত উৎসাহ প্রদান বিষয়ক সকল হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলোর ক্রমানুসারে, আমল ও কর্মে নিয়্যত ও নিষ্ঠা অধ্যায়, মিতব্যয়িতা অধ্যায়, মহান আল্লাহকে ভয় করা অধ্যায়, সৎকর্ম ও আত্মীয়তা বজায় রাখা অধ্যায় : এতে রয়েছে পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সদাচরণ, আত্মীয়তা রক্ষা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর অধিকার আদায়, মেহমানদের অধিকার আদায়, মুসলমানদের নিদর্শনাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি। চরিত্র অধ্যায় ঃ সৎচরিত্র বিষয়ক যত হাদীস মুসনাদ গ্রন্থে রয়েছে, তার সবগুলো এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিচ্ছেদ অনুসারে জাগতিক বিষয় নিয়েই থাকা অধ্যায়, বন্ধুত্ব ও তার হক আদায়, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন অধ্যায়, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎ কর্মে বারণ অধ্যায়, শিষ্টাচার, ওয়ায ও নসীহত, হিকমত ও প্রজ্ঞা, স্বল্প বাক্যে ব্যাপক অর্থ প্রকাশ এবং কতক ইবাদত বিষয়ক আচার-আচরণ বিষয়ক হাদীস। এগুলো সাজানো হয়েছে, নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদের ক্রমানুসারে। প্রথম অনুচ্ছেদ : একটি সৎকর্ম বিষয়ক হাদীস, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : দু'টি সৎকর্ম বিষয়ক হাদীস, এভাবে দশম অনুচ্ছেদে দশটি সৎকর্ম বিষয়ক হাদীস। এই ভাগে শেষাংশে হলো এমন কতক হাদীস যেগুলো উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, আর আছে মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসগুলো।

পঞ্চমভাগ : ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণ মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখিত ভীতি প্রদর্শনমূলক সকল হাদীস এই ভাগে এসেছে। অধ্যায়গুলো সাজানো হয়েছে এভাবে ঃ কবীরা গুনাহ ও অন্যান্য পাপাচারিতার অধ্যায়। এর অধীনে কয়েকটি পরিচ্ছেদ থাকবে। যেমন পিতা-মাতার অবাধ্যতা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন, আত্মীয়তা ছিন্ন করা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন, দম্ভ-অহংকার, লোক দেখানো কাজকর্ম এবং মুনাফিকীর ভীতি প্রদর্শন। মুনাফিকীর জন্যে ভীতি প্রদর্শনের পরিচ্ছেদে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। সেগুলোতে মুনাফিকদের পরিচয় ও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। গাদ্দারী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন, জুলুম-অবিচার, হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতারণা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন, মুসলমানের সাথে কথা না বলা ও মুসলমানের ক্ষতিসাধন করা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন, অন্যের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান, ও মন্দ ধারণা পোষণ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন, লোভাতুর ঐশ্বর্যশালী হওয়া ও কার্পণ্য করা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন, ছোট ছোট গুনাহ্ ও পাপের প্রতি উদাসীনতা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি, ও মালিক শ্রমিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন, সংশয় ও সন্দেহজনক বিষয় সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি।

জিহবার বিপদ বিষয়ক অধ্যায় : এতে রয়েছে বেশী কথা বলা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন এবং নীরব থাকা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো, এতে আরো রয়েছে সমালোচনা, পরনিন্দা, চোগলখোরী, মিথ্যাচার-ঝগড়া-বিবাদ, হাসি, মজাক এবং বাজে গল্প করা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন। এতে আরো রয়েছে কবিতা বিষয়ক হাদীস, এর কতটুকু জায়েয, আর কতটুকু না জায়েয, কতক সুনির্দিষ্ট নাফরমানী ও অবাধ্যতার ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কিত অধ্যায়। এটিতে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে এভাবে যে, এক নাফরমানী বিষয়ক হাদীস প্রথম পরিচ্ছেদে; দুই নাফরমানী বিষয়ক হাদীস দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, তিন নাফরমানী বিষয়ক হাদীস তৃতীয় পরিচ্ছেদে : এভাবে অব্যাহত রয়েছে। প্রশংসা ও দুর্নাম বিষয়ক অধ্যায় ঃ এতে মহিলাদের পর্যালোচনা, সম্পদের প্রতি নেতিবাচক উক্তি, পৃথিবী ঘর বাড়ি, হাটবাজার এবং অন্যান্য স্থান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য বিষয়ক হাদীস, অভিশাপ বর্ষণ, গালি দেওয়া , প্রহার করা বিষয়ক অধ্যায়, এতে অভিশাপ বর্ষণে নিষেধাজ্ঞা ও এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন রয়েছে। এই অধ্যায়ে বহু পরিচ্ছেদ রয়েছে। তাওবা অধ্যায় ঃ এতেও বহু পরিচ্ছেদ রয়েছে। রহমত ও দয়া অধ্যায়। এটি এই ভাগের শেষ অধ্যায়।

ষষ্ঠ ভাগ : ইতিহাস এতে প্রথম নবী হযরত আদম (আ) হতে আব্বাসী আমলের সূচনা পর্যন্ত ইতিহাস বিষয়ক হাদীসগুলো স্থান পেয়েছে এতে আট হালকা (حلقه) বা পর্যায় রয়েছে ঃ

ইতিহাস প্রথম পর্যায় : জগত সৃষ্টির অধ্যায়, এতে রয়েছে পানি সৃষ্টি, আরশ, লাওহ্, কলম, সাত আসমান, সাত যমিন, পাহাড়-পর্বত, দিন-রাত, নদ-নদী, চন্দ্র-সূর্য, মেঘমালা বজ্রপাত, বায়ু, ঝড়-বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সৃষ্টি বিষয়ক হাদীস। এই অধ্যায়ে আরো রয়েছে : ফেরেশতা সৃষ্টি, জিন্ন সৃষ্টি এবং তাদের সম্পর্কিত হাদীসগুলো। এতে আরো রয়েছে : রূহ সৃষ্টি, আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি, মায়ের পেটে বাচ্চা সৃষ্টি, জরায়ূতে তার জন্ম ও বর্ধন। এই অধ্যায়ে আরো রয়েছে : হযরত আদম (আ)-এর দুই পুত্র হাবীল ও কাবীল বিষয়ক হাদীস, হযরত আদম (আ)-এ ওফাত বিষয়ক হাদীস। অন্যান্য নবী-রাসূলদের বিবরণ বিষয়ক হাদীসের অধ্যায়। তাঁদের সংখ্যা, তাঁদের মধ্যে যাঁরা রাসূল তাঁদের উপর আপতিত বিপদাপদ ও অত্যাচার-নির্যাতন বিষয়ক হাদীস। এতে তাঁদের নবুওয়াত প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা ও পর্যায় ক্রমিকতা অনুসরণ করা হয়েছে। ঘটনা বর্ণনা বিষয়ক অধ্যায় : বনী ইসরাঈল ও অন্যান্য পূর্ববর্তী উম্মতদের বিষয়ে বর্ণিত হাদীস, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর যুগ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের সূচনা পর্যন্ত আরব ইতিহাস।

ইতিহাস দ্বিতীয় পর্যায় : সীরাতুন্নবী (সা) এতে তিনটি স্তর রয়েছে :

সীরাতুন্নবী প্রথম স্তর : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশ লতিকা দিয়ে এর সূচনা, এরপর তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত, দুধপান, তাঁর আম্মাজানের ইন্তিকাল, দাদার তত্ত্বাবধানে তাঁর অবস্থান, তারপর চাচা আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে তাঁর সিরিয়া সফর, হযরত খাদীজা (রা)-এর সাথে বিবাহ, রিসালাতের সূচনা, কুরায়শদের নির্যাতন, তাঁর কতক সাহাবীর আবিসিনিয়ায় হিজরত, মি'রাজ গমন, নিজেকে বিভিন্ন গোত্রের সামনে পেশ করা, আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা, পরবর্তী বছর তাঁদের বায়'আত গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় হিজরত।

সীরাতুন্নবী (সা) দ্বিতীয় স্তর : হিজরতের পর হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত। সন এবং বছরের ক্রমানুসারে এটি সাজানো হয়েছে। প্রথমে এসেছে হিজরী প্রথম বছরের ঘটনাবলী, এই সনে অনুষ্ঠিত সংস্কারাদি ও নাযিল হওয়া বিধি-বিধান। এরপর দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলী যুদ্ধ-বিগ্রহ। এরপর তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলী, এভাবে ১১ হিজরী বছরে তাঁর ওফাত পর্যন্ত ঘটনাবলী সম্পর্কিত হাদীসগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সীরাতুন্নবী (সা) তৃতীয় স্তর : এতে আছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈহিক আকার-আকৃতি, চরিত্র ও গুণাবলী, ইবাদত ও মু'জিযাবলী, তাঁর খুসুসিয়াত এবং একান্ত বৈশিষ্ট্যাবলী, তাঁর সহধর্মিণীগণের, বংশধরগণের এবং তাঁর পরিবার-পরিজন (রা)-এর ফযীলত, মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কিত হাদীসগুলো।

ইতিহাস তৃতীয় পর্যায় : এতে রয়েছে সাধারণভাবে সকল সাহাবীর প্রশংসা ও গৌরব গাথা, এরপর মুহাজির সাহাবীগণের গৌরব গাথা, এরপর আনসার সাহাবীগণের গৌরব গাথা, এরপর জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবীর গৌরব গাথা, এরপর বায়'আত-ই- রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের গৌরব গাথা, এরপর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের গৌরব গাথা, এরপর উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের গৌরব গাথা এবং কতক বিশেষ সাহাবীর গৌরব গাথা এবং তাঁদের ওফাতের ইতিহাস বিষয়ক হাদীস। তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাই সহজতর করার জন্য আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে তাঁদের নাম ও সংশ্লিষ্ট ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর খিলাফত ও রাজত্ব বিষয়ক অধ্যায়, এতে রয়েছে হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ, তাঁর ফযীলত ও মর্যাদা, তাঁর শাসনকাল, তাঁর শাসনকালে সংঘটিত বিষয়াবলী ও তাঁর ওফাত বিষয়ক হাদীস। এরপর হযরত উমর (রা)-এর শাসনামল এবং এ সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলী। এরপর হযরত উসমান (রা) ও তাঁর শাসনামলে সংঘটিত ঘটনাবলী। তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখা ও তাঁর শহীদ হওয়া বিষয়ক বর্ণনা। এরপর হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকাল, এতে রয়েছে সিফ্ফীনের যুদ্ধ, উষ্ট্র-যুদ্ধ, খারিজী দমন ও তাঁর ওফাত বিষয়ক হাদীস। এরপর হযরত হাসানের খিলাফতের বিবরণ, এরপর মু'আবিয়া (রা) ও ইয়াযীদের শাসনামল, ইয়াযীদের শাসনামলে দুষ্কৃতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর হৃদয় বিদারক শাহাদাতের ঘটনা। এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবন্ যুবায়রের শাসনামল, হাজ্জাজ কর্তৃক তাঁকে মক্কায় অবরুদ্ধ করে রাখা এবং হত্যা করা, আর আবদুল মালিক ইবন্ মারওয়ান ও তৎপরবর্তী শাসকদের বিবরণ যথাক্রমে আব্বাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবূ আব্বাস সাফ্ফাহ্ এর শাসনকাল পর্যন্ত। এরপর এই ভাগের শেষাংশে রয়েছে ফযীলত ও সম্মান বিষয়ক হাদীসগুলো, এতে উম্মাত-ই-মুহাম্মাদী ও অন্যদের ফযীলত এবং মর্যাদার বিবরণ, মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারাসহ কতক বিশেষ বিশেষ স্থানের মর্যাদা এবং বিশেষ বিশেষ সময়ের মর্যাদা বিষয়ক হাদীসগুলো। যেগুলো ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয় নি। আল্লাহই ভাল জানেন।

সপ্তম ভাগ : আখিরাতের অবস্থা বিষয়ক বিবরণ এবং তৎপরবর্তী ফিত্না ও বিশৃঙ্খলাসমূহ

এতে রয়েছে ফিত্না অধ্যায়, কিয়ামতের নিদর্শন অধ্যায়, ইমাম মাহদী (আ)-এর আগমন, দাজ্জালের উপস্থিতি, হযরত ঈসা (আ)-এর আসমান হতে অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়, তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া, অভিনব এক চতুষ্পদ জন্তুর আবির্ভাবের বিবরণ। এরপর কিয়ামত অধ্যায়, শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া, পুনরুত্থান, হাশর ময়দানে সমাবেশ, হিসাব-নিকাশ, আমল ওজন করা, পুলসিরাত, হাওয-ই কাওছার, শাফা'আত ও সুপারিশ অনুষ্ঠান, জাহান্নাম ও তার বিবরণ, তার ভীতিপ্রদ অবস্থা, চীৎকার ও আর্তনাদ, জাহান্নামবাসীদের চরিত্র ও

পরিচয়, (আমরা আল্লাহ্‌র নিকট তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। এরপর জান্নাত ও জান্নাতের বিবরণ, জান্নাতের প্রাসাদ-অট্টালিকা, ঝর্ণাধারা, বৃক্ষরাজি, হূর-গিল্‌মান, সেবক-সেবিকা ও তাদের কথাসমূহ বিষয়ক হাদীসসমূহ থাকবে। (মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে জান্নাতবাসীদের দলভুক্ত করুন)। এরপর বিতর্কের সমাপ্তি আখিরাতে মহান আল্লাহর দীদার ও সাক্ষাত লাভ বিষয়ক হাদীস। মহান আল্লাহ আমাদেরকে যেন তা হতে বঞ্চিত না করেন।

নবম পর্ব : ইমাম আহমদ (র) পর্যন্ত আমার অবিচ্ছিন্ন সনদ

সম্মানিত ভাই! জেনে নিন যে, ইমাম আহমদ (র) পর্যন্ত আমার একাধিক সনদ রয়েছে। আমার একাধিক শায়খ এবং উস্তাদের মাধ্যমে ওই সনদ অর্জিত হয়েছে। প্রথমত, আমি হাদীস শিক্ষা করেছি আমার সম্মানিত ভাই শায়খুল উলামা ফুরাত অঞ্চলের মুফতী ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস সাইয়েদ মুহাম্মাদ সাঈদ ইবন্ সাইয়েদ আহমদ ইবন্ সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইবন্ সাইয়েদ উরফী আল হুম্যায়নী আল্ দায়রাখাওরী আল শাফিঈ (র) হতে। কতক হাদীস আমি তাঁর মুখ থেকে সরাসরি শুনেছি, কতক আমি তাঁর সামনে পাঠ করেছি, আর অবশিষ্টগুলো তিনি আমাকে রেওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট হতে হাদীস পেয়েছি ১৩৪৯ হিজরীতে কায়রোতে। তিনি বলেছেন ঃ আমদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন সিরিয়ার মুহাদ্দিস সাইয়েদ মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন হুসায়নী, তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন সাইয়েদ আবুল খায়র খতীব থেকে তিনি উস্তাযুল আসাতিযাহ শায়খ আবদুর রহমান কায্‌বুরী (র) থেকে, তিনি তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মাদ কায্‌বুরী (র) থেকে, তিনি শায়খ আহমদ ইবন্ মুহাম্মাদ হাম্বলী আল বা'লী (র) থেকে, তিনি শায়খ মুহাম্মাদ হাফীদ আবূ মাওয়াহেব হাম্বলী (র) থেকে, তিনি তাঁর দাদা আবূ মাওয়াহেব (র) থেকে, তিনি তাঁর পিতা শায়খ আহমদ আবদুল বাকী (র) থেকে, তিনি কারী উমর (র) থেকে, তিনি বদর মুহাম্মাদ গুয্‌যী (র) থেকে; তিনি কাযী যাকারিয়্যা (র) থেকে, তিনি আবদুর রহীম ইবন্ মুহাম্মাদ আল্ হানাফী (র) থেকে, তিনি আবূ আব্বাস আহমদ জাওখী (র) থেকে, তিনি উম্মু মুহাম্মাদ যায়নাব বিনত মক্কী (র) থেকে, তিনি আবূ আলী হাম্বল রসাফী (র) থেকে, তিনি আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ্ শায়বানী (র) থেকে, তিনি আবূ আলী হাসান তামীমী (র) থেকে, তিনি আবূ বকর আহমদ আল্ কাতীঈ (র) থেকে, তিনি ইমাম আহমদ (র)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ (র) থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা ইমাম আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ হাম্বল শায়বানী (র) থেকে।

দ্বিতীয়ত, ইমাম আহমদ (র)-এর সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ সনদ ও মুসনাদ বর্ণনার অনুমতি প্রাপ্ত হলেন আমার সম্মানিত উস্তাদ, শ্রদ্ধাভাজন মুহাদ্দিস শায়খ আহমদ ইবন্ সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইবন্ সাইয়েদ সিদ্দীক হাসানী আল মাগরিবী (র)-এর মাধ্যমে। তিনি বলেছেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বারাকাত আওয ইবন্ মুহাম্মদ আল আকারী, তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবন্ যায়নুল আবেদীন বারযানজী (র), তিনি বলেছেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন সালিহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ নূহ আল উমারী (র), তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন–মুহাম্মদ ইবন্ সিনাহ আল্ ফুলানী (র), তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুল্লাহ্ আল ওয়াওলাতী (র), তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন শাম্‌স মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবদুর রহমান আল্ আলকামী (র), তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হাফিজ জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান ইবন্ আবূ বকর সিয়ূতী (র), তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন্ মুকাবিলা (র), তিনি বলেছেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন সালাহ ইবন্ আবূ উমার (র), তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ফখর ইবন্ বুখারী (র), তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ ইউমন আল কিন্‌দী (র), তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুল বাকী আনসারী (র), তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান ইবন্ 'আলী আল জাওহারী (র), তিনি বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বকর আল কাতীঈ (র), তিনি বলেছেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ইবন্ হাম্বলের পুত্র আবদুল্লাহ্ (র), তিনি বলেছেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা।

উস্তাদ শায়খ আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ সাইয়েদ সিদ্দীক হাসানী (র) থেকে ইমাম আহমদ (র) পর্যন্ত আমার দ্বিতীয় সনদ সূত্র এভাবে– শায়খ আহমদ (র) বলেছেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন তাইয়্যেব ইবন মুহাম্মাদ (র) থেকে, তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন্ আলী খাত্তাবী (র), তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন্ যালিম ইবন্ নাসির (র), তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন্ আবদুল ফাত্তাহ্, (র) তিনি বলেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবন্ সালিম বসরী (র)। তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন শামসুদ্দীন কাবিলী (র), তিনি বলেছেনঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী ইবন্ ইয়াহ্য়া যিয়াদী (র), তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন শিহাব আহমদ রামাল্লী (র), তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হাফিজ মুহাম্মদ ইবন্ আবদুর রহমান সাখাভী (র), তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন 'ইজ্জ আবদুর রহীম ইবন্ মুহাম্মাদ আল হানাফী (র), তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ 'আব্বাস আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ জাওখী (র), তিনি বলেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন উম্মু যায়নাব বিন্ত মক্কী হাররানিয়া (র), তিনি বলেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আলী হাম্বল ইবন্ 'আবদুল্লাহ্ রাসাফী (র), তিনি বলেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ কাসিম হিবাতুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবদুল ওয়াহিদ শায়বানী (র), তিনি হাসান ইবন্ 'আলী তামীমী (র) থেকে, তিনি আবূ বকর কাতীঈ (র) থেকে।

উস্তাদ শায়খ আহমদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ সাইয়েদ সিদ্দীক হাসানী (র) থেকে। ইমাম আহমদ (র) পর্যন্ত আমার তৃতীয় সনদ এভাবে– শায়খ আহমদ (র) বলেছেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন্ সালিম শারকাভী (র), তিনি বলেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ মা'আলী ইব্রাহীম ইবন্ 'আলী শুবরাবখুভী (র), তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ছু'আইলাব (র), তিনি বলেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন্ হাসান জাওহারী (র), তিনি বলেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ 'ইজ্জ মুহাম্মদ ইবন্ আহমদ আলী আজমী (র), তিনি বলেনঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ আহমদ খতীব সুবিরী (র), তিনি বলেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আহমদ রামাল্লী (র), তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যাকারিয়্যা ইবন্ মুহাম্মদ আল আনসারী (র), তিনি বলেন : আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হাফিজ আবুল ফযল আহমদ ইবন্ 'আলী আল্ আস্কালানী (র), তিনি বলেন : আমি এই মুসনাদ গ্রন্থ ৫৩ মজলিসে বা ৫৩ দরসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি উস্তাদ আবূ মা'আলী 'আবদুল্লাহ্ ইবন্ উমর ইবন্ 'আলী ইবন্ মুবারাক আল হিন্দী (র)-এর নিকট, ইনি জন্মগতভাবে হিন্দুস্তানী, আর অবস্থানগতভাবে কায়রোবাসী। তিনি যথাযথভাবে এটি শুনেছেন আবূ 'আব্বাস আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ 'উমর ইবন্ আবূ ফারাজ আল্ জিল্লী (র) ওরফে হাফানজালাহ; তিনি শুনেছেন আবূ ফারাজ 'আবদুল লতীফ ইবন্ 'আবদুল মুনইম আল হাররানী (র) থেকে। তিনি বলেছেন যে, আমাদের পুরো মুসনাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ্ ইবন্ আহমদ আবূ মাজদ্ আল্ হারবী (র), তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ্ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুল ওয়াহিদ ইবন্ হুসায়ন (র), তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন খ্যাতিমান ওয়ায়েজ আবূ 'আলী নামীমী (র), তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট মুসনাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বকর আহমদ ইবন্ জা'ফ কাতীঈ (র)।

আমার মুসনাদের বর্ণনা প্রাপ্তির উপরোক্ত সনদগুলো রয়েছে। অবশ্য মিসরের মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকেও আমি মুসনাদের সনদ পেয়েছি এবং তা বর্ণনার অনুমতিও পেয়েছি। গ্রন্থের শেষাংশে তার কিছুটা আমি উল্লেখ করব–ইন্শাআল্লাহ্। এবার মূল বিষয় বর্ণনা শুরু করছি, মহান আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল ও নির্ভর করে। বস্তুত আল্লাহ্র শক্তি ব্যতীত আর কোন শক্তি নেই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

القسم الاول من الكتاب : قسم التوحيد واصول الدين

প্রথম অধ্যায় ঃ একত্ববাদ ও দীনের মূল ভিত্তিসমূহের আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

كتاب التوحيد

একত্ববাদ প্রসঙ্গে

(١) بَابٌ فِيْ وُجُوْبِ مَعْرِفَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَوْحِيْدِهِ وَالْاِعْتِرَافِ بِوَجُوْدِهِ،

(১) পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহকে জানা, তাঁর একত্বের ঘোষণা দান ও তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দানের আবশ্যকতা প্রসঙ্গে

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَذَ اللّٰهُ الْمِيْثَاقَ مِنْ ظَهْرِ اٰدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِى عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَاٴهَا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلاً قَالَ (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ أَوْتَقُوْلُوْا إِنَّمَا أَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ.

(১) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা, 'না'মান,' অর্থাৎ আরাফাত নামক স্থানে আদম (আ) নিকট থেকে (তথা সমগ্র বনী আদমের নিকট থেকে) একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। (প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পদ্ধতিটি এইরূপ ছিল যে,) আল্লাহ্ আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর প্রতিটি সন্তানকে (অর্থাৎ তাদের রূহকে) বের করে নিয়ে আসেন এবং তাঁর সম্মুখে (লাল) পিপীলিকার ন্যায় ছড়িয়ে দেন। অতঃপর তাদের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি কথা বলেন,... "اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ... اَلْمُبْطِلُوْنَ" অর্থাৎ আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো, অবশ্যই। আমরা সাক্ষী রইলাম। এ স্বীকৃতি গ্রহণ এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন বলতে না পার, "আমরা এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণই শিরক করেছে আর আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর, তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?*

---

* **টীকা ঃ** নাসায়ী ও হাকিম। তিনি বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্, তবে বুখারী ও মুসলিম কেউ তা সংকলন করেন নি, যাহাবী তাঁর এ মত সমর্থন করেছেন।

(٢) ز عَنْ رُفَيْعٍ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَاتِهِمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ الآيَة، قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَرْوَاحًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِذَالِكَ، اَعْلَمُوْا أَنَّهُ لَا إِلٰهَ غَيْرِىْ وَلَارَبَّ غَيْرِى فَلَا تُشْرِكُوْا بِىْ شَيْئًا، انِّى سَأُرْسِلُ اِلَيْكُمْ رُسُلِى يُذَكِّرُوْنَكُمْ عَهْدِىْ وَمِيْثَاقِى وَاُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِى، قَالُوْا شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبَّنَا وَإِلٰهُنَا لَا رَبَّ غَيْرَكَ فَاَقَرُّوا بِذَالِكَ.

(২) (যা).[১] রুফাই 'আবুল' আলিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি উবাই বিন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, (বিষয়টি) মহান আল্লাহর বাণী, "وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ الاية" (এখন তোমার প্রভু বনী আদমের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন....) সম্পর্কিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একত্রিত করেন, এবং তাদেরকে আত্মা ও আকৃতি প্রদান করেন। অতঃপর তাদের কথা বলার নির্দেশ দেন। অতঃপর তারা কথা বলে। এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি ও মজবুত ওয়াদা গ্রহণ করেন, এবং তাদের সত্তাকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এই মর্মে যে, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তিনি আরও বলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর সাক্ষ্য স্থির করেছি সপ্তাকাশ ও সপ্তস্তবক মৃত্তিকাকে, আরও সাক্ষ্য রাখছি তোমাদের মূল পিতা আদমকে যেন তোমরা কিয়ামতের দিবসে একথা বলতে না পার যে, আমরা এ বিষয়ে অবগত ছিলাম না; জেনে রাখ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই; আমি ভিন্ন কোন রব বা প্রভু নেই; সুতরাং তোমরা আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক বা অংশীদার করো না, আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করবো তাঁরা তোমাদেরকে আমার এই প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। উপরন্তু, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার কিতাবসমূহও অবতীর্ণ করবো। (এতদশ্রবণে) তারা বলেছিল, (আদম সন্তানেরা) আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আমাদের প্রভু ও ইলাহ। আপনি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নেই।

(٣) وعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ، قَالَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ، قَالَ فَيَقُوْلُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ ذٰلِكَ، قَدْ اَخَذْتُ عَلَيْكَ فِىْ ظَهْرِ اٰدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِى شَيْئًا فَأَبَيْتَ اِلاَّ اَنْ تُشْرِكَ بِى.

(৩) আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতে দিবসে জাহান্নামে শাস্তি প্রাপ্তদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তিকে বলা হবে তোমার কী মনে হয়, যদি ভূ-ভাগের উপরিস্থিত সবকিছু তোমার আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হয়। তবে, তুমি সবকিছুর বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি কামনা করবে? রাসূল (সা) বলেন, তখন সে বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই। আল্লাহ বলবেন, আমি (বরং) তোমার কাছে এর চেয়ে অধিক সহজ ও সস্তা (জিনিস) চেয়েছিলাম। আমি তোমার কাছ থেকে আদমের পৃষ্ঠদেশে অবস্থানকালীন সময়ে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম এই মর্মে যে, তুমি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। (পরবর্তীতে তুমি তা অস্বীকার করলে এবং আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করলে।"(বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

[হাকিম, তিনি বলেন হাদীসটির সনদ সহীহ তবে বুখারী ও মুসলিম কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। যাহাবী তার বক্তব্য সমর্থন করেছেন। আর হাতিম, ইবন্ জারীর ও ইবন্ মারদাওয়াহও তাঁদের তাফসীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(১) যা. চিহ্নিত হাদীসগুলো ইমাম আহমদের ছেলে কর্তৃক "মুসনাদ" গ্রন্থে পরবর্তীতে সংযোজিত।

(٤) وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ غَنْمٍ وهُوَ الَّذِى بَعَثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) إِلَى الشَّامِ يُفَقِّهُ النَّاسَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ رَكِبَ يَوْمًا عَلَى حِمَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْفُورُ رَسَنُهُ مِنْ لِيفٍ ثُمَّ قَالَ اُرْكَبْ يَا مُعَاذُ فَقُلْتُ سِرْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اُرْكَبْ فَرَدِفْتُهُ فَصُرِعَ الْحِمَارُ بِنَا فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ وَقُمْتُ اَذْكُرُ مِنْ نَفْسِى أَسَفًا ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ وَسَارَ بِنَا فَاَخْلَفَ يَدَهُ فَضَرَبَ ظَهْرِىْ بِسَوْطٍ مَعَهُ اَوْ عَصًا ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ فَقُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَايُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ سَارَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَخْلَفَ يَدَهُ فَضَرَبَ ظَهْرِىْ فَقَالَ يَامُعَاذُ يَا ابْنَ اُمِّ مُعَاذٍ، هَلْ تَدْرِىْ مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا هُمْ فَعَلُوْا ذَالِكَ، قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ فَاِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ اَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

(৪) 'আবদুর রহমান বিন গানাম (রা) থেকে তিনি হচ্ছে সেই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি যাঁকে হযরত উমর ইবন্ খাত্তাব (রা) সিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন মানুষজনকে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে, তিনি বলেন, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর থেকে এরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূল (সা) তাঁর ইয়া'ফূর' নামক গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করেন। এ গর্দভের লাগামটি ছিল খেজুর গাছের থাকার এর তৈরী। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মু'আয, আরোহণ কর; আমি বললাম, 'আপনি চলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' কিন্তু তিনি আবার বললেন, আরোহণ কর।

সুতরাং, আমি তাঁর পেছনে উঠে বসলাম। কিন্তু গর্দভ আমাদেরকে আসনসহ ফেলে দিল। আল্লাহর রাসূল (সা) হাসতে হাসতে ওঠে দাঁড়ালেন, আর আমি মনে মনে দুঃখিত হয়ে দণ্ডায়মান হলাম। অতঃপর গর্দভ দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও ঐরূপ করল। এবার গর্দভ আমাদেরকে বহন করে নিয়ে চললো। (কিছুক্ষণ পর) রাসূল (সা) তাঁর হাত পেছনের দিকে ফিরিয়ে চাবুক অথবা দ্বারা (যা তাঁর হাতে ছিল) আমার পৃষ্ঠদেশে (মৃদু) আঘাত করলেন এবং বললেন, হে মু'আয তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক বা অধিকার কী? আমি বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। হযরত মু'আয বলেন, (ইত্যবসরে) আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা বেশ কিছুদূর অগ্রসর হলাম। আল্লাহর রাসূল (সা) (পূর্বের ন্যায়) তাঁর হাত পেছনে ফিরিয়ে আমার পৃষ্ঠে (মৃদু) আঘাত করলেন (স্পষ্টতই) বুঝা যায় যে, এইরূপ আঘাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাকে কর্তব্য বিষয়ে আকৃষ্ট করা।) এবং বললেন, মু'আয, ওহে মু'আযের মায়ের সন্তান (স্নেহমাখা মধুর সম্বোধন), তুমি কি জান, বান্দারা যদি এইরূপ করে, তবে আল্লাহর উপর বান্দার 'হক' বা অধিকার কী? আমি বললাম। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাত। তিনি বললেন, বান্দারা যদি ঐরূপ করে, তবে আল্লাহ্র উপর তাদের অধিকার হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী ও অন্যান্য)

(٥) وعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْنَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) فَقُلْنَا حَدِّثْنَا مِنْ غَرَائِبِ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ، كُنْتُ رِدْفَهُ عَلَى حِمَارٍ قَالَ فَقَالَ يَامُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللظخه قَالَ هَل تَدْرِيى مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ،

قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ اَنْ لاَيُعَذِّبَهُمْ بَدَلَ قَوْلِهِ اَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ زَادَ فِى رِوَايَةٍ اُخْرٰى مِنْ طَرِيْقٍ اُخَرَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ دَعْهُمْ يَعْمَلُوْا.

(৫) আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মু'আয বিন জাবাল (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, আপনি আমদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরল হাদীসসমূহ থেকে কিছু বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। (একদা) আমি রাসূলের (সা) গর্দভের উপর তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূল (সা) বলেন, হে মু'আয, আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ (আমি হাযির, ইয়া রাসূলাল্লাহ)। তিনি বলেন, তুমি জান কি বান্দার উপর আল্লাহর হক বা অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাত। অতঃপর রাসূল (সা) (উপরোক্ত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে اَنْ يُّدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ (তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)-এর পরিবর্তে اَنْ لاَيُعَذِّبَهُمْ (তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না) বলেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় ভিন্ন সূত্রে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণিত আছে যে, মু'আয বলেন (এতদশ্রবণে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ প্রদান করবো না? তিনি (উত্তরে) বলেন, ছেড়ে দাও, (প্রয়োজন নেই) তারা (অধিক পরিমাণে) আমল করতে থাকুক। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٦) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللّٰهِ وَمَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى النَّاسِ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى النَّاسِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَيُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا فَاذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ فَحَقٌّ عَلَيْهِ اَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ -

(৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রাসূল বলেন, হে আবূ হুরায়রা, তুমি কি জান আল্লাহর উপর মানুষের এবং মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সা) সর্বোত্তম জ্ঞাত। তিনি বলেন, মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। যদি তারা তা (সঠিকভাবে) সম্পন্ন করে, তবে তাদেরকে শাস্তি প্রদান না করা আল্লাহর করণীয় হয়ে দাঁড়ায় (অর্থাৎ আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে অবশ্যম্ভাবীরূপে শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান করেন)।

[এ হাদীসটি অন্য কোন গ্রন্থে বণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে অনুরূপ একটি হাদীস বুখারীতে হযরত মু'আয (রা) থেকে চয়ন করেছেন।]

(٧) وَعَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طُفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ اَخِىْ عَائِشَةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا) لاُمِّهَا اَنَّهُ رَأٰى فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَاَنَّهُ مَرَّ بِرَهْطٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ قَالُوْا نَحْنُ الْيَهُوْدُ قَالَ اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ اَنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ اَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللّٰهِ فَقَالَ الْيَهُوْدُ وَاَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ اَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ - ثُمَّ مَرَّ بِرَهْطٍ مِنَ النَّصَارٰى فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ فَقَالُوا نَحْنُ النَّصَارٰى فَقَالَ اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ اَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ قَالُوْا وَاِنَّكُمْ اَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ اَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَخْبَرَبِهَا مَنْ اَخْبَرَ ثُمَّ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ هَلْ اَخْبَرْتَ بِهَا اَحَدًا قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا صَلُّوْا خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ طُفَيْلاً رَأٰى رُؤْيَا فَاَخْبَرَ بِهَا مَنْ اَخْبَرَ مِنْكُمْ وَاِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِى الْحَيَاءُ مِنْكُمْ اَنْ اَنْهَاكُم عَنْهَا قَالَ لاَتَقُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৭) রিবয়ী ইবন হিরাশ থেকে বর্ণিত তিনি তুফাইল (রা), যিনি হযরত 'আয়েশা (রা)-এর বৈমাত্রীয় ভাই থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদা, নিদ্রিতাবস্থায় যেভাবে স্বপ্ন দেখে সে রকম দেখেন যে, তিনি ইয়াহুদীদের একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের পরিচয় কী? তারা বললো, আমরা ইয়াহুদী। তিনি বলেন, তোমরা (ভাল) সম্প্রদায় যদি না তোমরা বিশ্বাস করতে হযরত উযাইর (আ) আল্লাহর পুত্র। তখন তারা বললো, তোমরাও (ভাল) সম্প্রদায়– যদি না তোমরা বলতে (مَاشَاءَ اللّٰهُ وَمَاشَاءَ مُحَمَّدٌ) অর্থাৎ যা কিছু আল্লাহ চান এবং যা মুহাম্মদ (সা) চান তা-ই হয়। অতঃপর তিনি নাসারাদের একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন তোমাদের পরিচয় কী? তারা বললো, আমরা নাসারা, তখন তিনি বলেন (তোমরা নিঃসন্দেহে (একটি ভাল) সম্প্রদায়– যদি না তোমরা বলতে 'মাসীহ' ও ঈসা আল্লাহর পুত্র। প্রত্যুত্তরে তারা বললো তোমরাও (ভাল) সম্প্রদায় যদি না তোমরা বলতে مَاشَاءَ اللّٰهُ وَمَاشَاءُ مُحَمَّدٌ "আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ (সা) যা চান তা-ই হয়। রাত্রি ভোর হলে তিনি (তুফাইল) দু'চার জনকে এ বিষয়ে অবহিত করেন এবং অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন, তুমি এ বিষয়ে অন্য কাউকে কি অবহিত করেছ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল (সা) যখন সালাত (ফজর) আদায় করেন, তখন উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রসংসা প্রতি (হাম্‌দ ও ছানা পাঠ) করেন এবং বলেন, তুফাইল একটি স্বপ্ন দেখেছে এবং তোমাদের মধ্যে কারো কারো কাছে বর্ণনাও করেছে। নিশ্চয় তোমরা এমন একটি কালেমা (كلمة) বা বাক্য উচ্চারণ করে থাক (যা বলা সমীচীন নয়), যা থেকে আমি লজ্জার কারণে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলতে পারিনি। (এবার আমি তোমাদেরকে বলছি) তোমরা (আর কখনো) "مَاشَاءَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ "যা আল্লাহ চান এবং যা মুহাম্মদ চান তা-ই হয়" বলবে না। [আবূ ইয়া'লা, বলেছেন ঃ এ হাদীসের সনদ উত্তম]

(٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّى رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّى لَقِيْتُ بَعْضَ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ اَنْتُمْ لَوْلَا اَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ اَكْرَهُهَا مِنْكُمْ فَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ مُحَمَّدٌ.

(৮) হুযাইফা ইবন আল-য়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করে বলেন, আমি নিদ্রিতাবস্থায় (স্বপ্নে) দেখতে পাই যে, আমি আহলে কিতাবের (ইয়াহুদ ও নাসারা) জনৈক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তিনি বলেন, তোমরা কতই না চমৎকার একটি সম্প্রদায় যদি না তোমরা বলতে যা কিছু চান আল্লাহ এবং যা চান মুহাম্মদ (সা) তা-ই হয়। (এতদ শ্রবণে) রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের এই কথাটি আমি (মূলত) অপছন্দ করে আসছিলাম। সুতরাং (এখন থেকে) তোমরা বলবে, "مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ مُحَمَّدٌ" যা কিছু আল্লাহ চান এরপর মুহাম্মদ (সা) তা-ই হয়।

(٩) وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَعَلْتَنِيْ وَاللّٰهِ عِدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ ـ

(৯) 'আবদুল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস (রা)-থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলে, "যা কিছু আল্লাহ চান এবং আপনি চান"। এতদশ্রবণে রাসূল (সা) তাকে বলেন, তুমি কি আমাকে এবং আল্লাহকে সমান সমান (বরাবর) করে দিলে? বরং বলবে "যা কিছু একমাত্র আল্লাহ চান"। [আহমদ আবদুর রহমান বলেন, আহমদ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। হাদীসটির সনদ ভাল এ

হাদীসটি নাসাঈতেও বর্ণিত আছে। সেখানে আছে মহানবী (সা) লোকটির কথা শুনে বললেন, তুমি কি আল্লাহ সাথে আমাকে শরীক করলে?]

(٢) بَابٌ فِى عِظْمَةِ تَعَالىٰ وَكِبْرِيَائِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَافْتِقَارِ الْخَلْقِ اِلَيْهِ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ মাহাত্ম্য, পরম শক্তি ও তাঁর প্রতি সৃষ্টির নির্ভরশীলতা প্রসঙ্গে

(١٠) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَرْبَعٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَايَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يَرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ. (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنَامُ وَلَايَنْبَغِى لَهُ اَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ حِجَابُهُ النَّارُ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ اَدْرَكَهُ بَصَرُهُ ثُمَّ قَرَأَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ (فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) -

(১০) আবূ মুসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মাঝে (দুই হাতে ভর দিয়ে শক্ত হয়ে) দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ জাল্লা শানুহু নিদ্রা যান না, এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর জন্য শোভনও নয়। তিনি মীযান, (বা আমল মাপার মানদণ্ড) নীচু করেন এবং উঁচু করেন। দিবসের শুরুতে তাঁর কাছে (সারা) রাত্রির আমলসমূহ (অর্থাৎ বান্দার কৃতকর্মসমূহ) এবং দিবসের আমলসমূহ রাত্রিতে পেশ করা হয়।

(একই বর্ণনাকারী থেকে ভিন্ন ধারায় বর্ণিত আছে) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর পক্ষে শোভনও নয়। তিনি ন্যায়দণ্ড নীচু করেন এবং উঁচু করেন। তাঁর হিজাব বা পর্দা হচ্ছে অগ্নি (অন্য বর্ণনায় 'নূর' বা জ্যোতি), যদি তিনি তা অপনোদন করেন। তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্য দৃষ্টি শক্তির আওতাধীন সবকিছু ভষ্মিভূত করে ফেলবে। অতঃপর আবূ উবায়দা (রা) এই আয়াত পাঠ করেন– فَلَمَّا جَاءَ ... رَبِّ الْعَالَمِيْنَ "অতঃপর সে যখন সেখানে আসল তখন ঘোষিত হল, ধন্য সে ব্যক্তি, যে আছে এ অগ্নির মধ্যে এবং যারা আছে এর চতুষ্পার্শ্বে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। "(নাম্‌ল ঃ ৮)

[মুসলিম ও ইবন মাজাহ।]

(١١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلْأَى لَايَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتُكُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِى يَمِيْنِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ بِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ -

(১১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর দক্ষিণ হস্ত সর্বদা পরিপূর্ণ; দিবা-নিশির বর্ষার ন্যায় ব্যাপক দান তাতে কোন ঘাটতি সংযোজন করতে পারে না। রাসূল (সা) আরও বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য করে দেখ না যে, এই আকাশ ও মৃত্তিকার সৃষ্টিলগ্ন থেকে কী পরিমাণ দান আল্লাহ করেছেন! কিন্তু তাতেও তাঁর দক্ষিণ হস্তের ভাণ্ডার ঘাটতির সম্মুখীন হয়নি। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর মহান আরশ হচ্ছে পানির উপর, এবং তাঁর অপর হস্তে রয়েছে মীযান বা মানদণ্ড যা তিনি উঁচু ও নীচু করে থাকেন। (অর্থাৎ তাঁর করুণার ভাণ্ডার অফুরন্ত এবং তাঁর কুদরতের মানদণ্ড সর্বদা ক্রীয়াশীল।) [বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী ও অন্যান্য]

(١٢) وَعَنْهُ اَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللّٰهُ وَالْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ ـ

(১২) আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ ভূমিকে কব্জা করবেন এবং আকাশকে তাঁর দক্ষিণ হস্তে গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর (সদর্পে) ঘোষণা করবেন, আমিই (সার্বভৌম ক্ষমতাধর) সম্রাট; (আজ) পৃথিবীর (তথাকথিত) সম্রাটরা কোথায়? [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٣) وَعَنْ اَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّى اَرَي مَالاَ تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَالاَ تَسْمَعُوْنَ اَطَّتْ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ إِلاَّ عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ لَوْ عَلِمْتُمْ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلاَ تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ عَلٰى أَعْلَى الصُّعُدَاتِ تَجَأَرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ وَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ شَجَرَةٌ تُعْضَدُ.

(১৩) আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আমি এমন কিছু দেখতে পাই যা তোমরা দেখতে পাও না, এবং এমন কিছু শুনতে পাই, যা তোমরা শুনতে পাও না। (আমি দেখতে ও শ্রবণ করতে পাই যে,) আকাশ ফিরিশতাদের পদচারণায় ভারাক্রান্ত। তার ভারাক্রান্ত হওয়াই উচিত। সেখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ এমন কোন স্থান নেই, যেখানে একজন করে সিজদারত ফিরিশতা নেই। আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা হাসতে কম কাঁদতে বেশী, আর বিছানার উপরে (আরাম করে) নারী সম্ভোগে সময় কাটাতে না; এবং অবশ্যই গৃহ থেকে বের হয়ে সুউচ্চ রাস্তায় (কিংবা বন-বাদাড়ে) ঘুরে বেড়াতে-আল্লাহর সান্নিধ্য ও করুণা প্রাপ্তির অন্বেষায়।' হযরত আবু যর (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি মনে-প্রাণে কামনা করছিলাম আমি যদি একটি বৃক্ষ হতে পারতাম যাকে কর্তন করা হবে। [ইবন্ মাজাহ্ ও তিরমিযী তিনি বলেন হাদীসটি হাসান ও গরীব]

(١٤) وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ أَغْفِرْ لَكُمْ ـ وَمَنْ عَلِمَ أَنِّى اَقْدِرُ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِىْ بِقُدْرَتِىْ غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ اُبَالِىْ وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتَهْدُوْنِى اَهْدِيْكُمْ ـ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ اِلاَّ مَنْ اَغْنَيْتُ ـ فَاسْأَلُوْنِىْ أُغْنِيْكُمْ ـ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ (وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَصَغِيْرَكُمْ وَكَبِيْرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَاُنْثَاكُمْ) وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا عَلَى اَشْقَى قَلْبٍ مِنْ قُلُوْبِ عِبَادِىْ مَانَقَصَ فِى مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اَجْتَمَعُوْا عَلَى اَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِىْ مَازَادَ فِى مُلْكِى مِنْ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ (وَفِى رِوَايَةٍ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَصَغِيْرَكُمْ وَكَبِيْرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَاُنْثَاكُمْ) وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوا فَسَأَلَنِىْ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَابَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَاسَأَلَ مَانَقَصَنِىْ كَمَالَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهَا إِبْرَةً ثُمَّ انْتَزَعَهَا كَذَالِكَ لاَيَنْقُصُ مِن مُلْكِىْ، ذَالِكَ بِأَنِّى جَوَادٌ مَاجِدٌ صَمَدٌ، عَطَائِىْ كَلاَمٌ وَعَذَابِىْ كَلاَمٌ (وَفِى رِوَايَةٍ عَطَائِىْ كَلاَمِى وَعَذَابِىْ كَلاَمِى) اِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (وَعَنْهُ فِى

أُخْرٰى) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يُرْوٰى عَنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ اِنِّىْ حَرَّمْتُ عَلٰى نَفْسِى الظُّلْمَ وَعَلٰى عِبَادِىْ اَلاَ فَلاَ تَظَالَمُوا كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ يُخْطِئُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرُلَهُ وَلاَ اُبَالِى، وَقَالَ يَابَنِىْ اٰدَمَ كُلُّكُمْ كَانَ ضَالاً اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ وَكُلُّكُمْ كَانَ عَرِيًا اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُ وَكُلُّكُمْ كَانَ جَائِعًا اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُ وَكُلُّكُمْ كَانَ ظَمْاٰنًا اِلاَّمَنْ سَقَيْتُ فَاسْتَهْدُوْنِى اَهْدِكُمْ وَاسْتَكْسُوْنِى اَكْسُكُمْ، وَاسْتَطْعِمُوْنِى اُطْعِمُكُمْ وَاسْتَسْقُوْنِى اَسْقِكُمْ، يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ (فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّمِ وَفِيْهِ لَمْ يَنْقُصُوا مِنْ مُلْكِى شَيْئًا اِلاَّ كَمَايُنْقِصُ رَأْسُ الْمِخْيَطِ مِنَ الْبَحْرِ ـ

(১৪) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আমার বান্দারা তোমরা প্রত্যেকেই গোনাহগার, অবশ্য আমি যাকে ক্ষমা করে দিয়েছি (সে ব্যতীত)। সুতরাং, তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। আর যে ব্যক্তি (তার বিশ্বাসের কারণে) জানে যে, আমি ক্ষমা করার শক্তি সংরক্ষণ করি (আর এ বিশ্বাসে) সে আমার কাছে আমার শক্তিমত্তার সাহায্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তো আমি কারো তোয়াক্কা না করে তাকে ক্ষমা করে দেই। আর তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট অবশ্য আমি যাকে পথ প্রদর্শন করি (সে ভিন্ন), সুতরাং তোমরা আমার কাছে সঠিক পথনির্দেশ কামনা কর আমি তোমাদের পথ নির্দেশ করব। আর তোমাদের প্রত্যেকেই হত দরিদ্র, অবশ্য আমি যাকে ধনাঢ্য করি (সে ভিন্ন), সুতরাং তোমরা আমার কাছে ঝাঞ্ঝা কর (ভিক্ষা চাও), আমি তোমাদের ধনাঢ্য করে দেব।

যদি তোমাদের প্রথম ও সর্বশেষ (অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, যদি তোমাদের মানবকুল ও জ্বিনকুল তোমাদের ছোট ও বড়, তোমাদের স্ত্রী ও পুরুষকুল), তোমাদের জীবিত ও মৃত তোমাদের দ্রবীভূত ও বিশুদ্ধ (অর্থাৎ পৃথিবীর তাবৎ শক্তি) যদি আমার বান্দার অন্তঃকরণসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে রুক্ষ ও শক্ত অন্তঃকরণে একত্রিত হয় (এবং আপ্রাণ চেষ্টা চালায়) তবু মাছির পাখার সমান (সামান্যতম) ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না আমার সার্বভৌম সাম্রাজ্যের। (পক্ষান্তরে) যদি তারা আমার বান্দাদের অন্তঃকরণসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে পবিত্র অন্তঃকরণে একত্রিত হয় (এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়) তবু তারা আমার সার্বভৌম রাজত্বে মাছির পাখা পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে না।

আবার যদি তোমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ (অন্য বর্ণনা মতে যদি তোমাদের মানবকুল, জ্বিনকুল, তোমাদের ছোট ও বড়, তোমাদের স্ত্রী ও পুরুষকুল), তোমাদের জীবিত ও মৃত, তোমাদের সবল ও দুর্বল একত্রিত হয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কামনা-বাসনা ও আশানুরূপ আমার কাছে চাহিদা পেশ করে এবং আমি প্রত্যেককে তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দান করি। (তবুও) আমার ভাণ্ডারে কোনই ক্ষতি সাধিত হবে না।

অনুরূপভাবে যদি তোমাদের কেউ সমুদ্রের কিনারা বয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি সূঁচ সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে তা উঠিয়ে নেয় (তাতে সমুদ্রের পানির যেমন কোন ক্ষতি বা ঘাটতি সাধিত হয় না)। তেমনি আমার সার্বভৌম (ক্ষমতার) রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় না।

কারণ, আমি হচ্ছি 'জাওয়াদ' বা দয়ার সাগর, "মাজেদ" করুণা ও সম্মানের আধার, সামাদ এবং অমুখাপেক্ষী। আমার দান (করুণা) হচ্ছে 'কালাম' বা বাণী এবং আমার শাস্তি হচ্ছে 'কালাম' বা বাণী। (অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমার দান হচ্ছে আমার কালাম এবং আমার শাস্তি হচ্ছে আমার কালাম)। যখন আমি কোন কিছু সংঘটিত করতে চাই তখন আমি বলি 'কুন' 'হয়ে যাও', অতঃপর তা হয়ে যায়।

[একই বর্ণনাকারী (অর্থাৎ আবূ যর (রা)) থেকে ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত)] রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মহাপ্রভু আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন আল্লাহ বলেন ঃ আমি আমার সত্তার উপর এবং আমার বান্দাদের উপর জুলুম বা অবিচার হারাম করে দিয়েছি। অতএব, সাবধান, তোমরা পরস্পর জুলুম (অবিচার) করো না। প্রতিটি আদম সন্তান রাত্রে ও দিবসে ভুল (গুনাহ) করে থাকে, অতঃপর আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আমি তাকে মার্জনা করে দেই এবং কারো তোয়াক্কা আমি করি না। (আল্লাহ) আরও বলেন ঃ হে আদম সন্তানগণ, তোমরা প্রত্যেকেই ছিলে পথভ্রষ্ট, অবশ্য আমি যাকে পথ-নির্দেশনা (হিদায়েত) প্রদান করেছি (সে ভিন্ন); তোমাদের প্রত্যেকেই ছিলে পরিধেয় পরিচ্ছদ বিহীন, অবশ্য আমি যাকে পরিধেয় প্রদান করেছি; তোমাদের প্রত্যেকেই ছিলে অভুক্ত ক্ষুধার্থ অবশ্য আমি যাকে খাবার খাইয়েছি, তোমাদের প্রত্যেকেই ছিলে তৃষ্ণার্থ অবশ্য আমি যাকে পান করিয়েছি। সুতরাং, তোমরা আমার কাছে পথ-নির্দেশনা (হিদায়েত) কামনা কর, আমি তোমাদের পথ-নির্দেশনা প্রদান করব; আমার কাছে পরিধেয় প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের পরিধেয় (বস্ত্র ও অন্য কিছু) প্রদান করব; আমার কাছে খাবার প্রার্থনা কর আমি তোমাদেরকে খাবার প্রদান করব; আমার কাছে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানীয় প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে তৃষ্ণা নিবারণী পানীয় প্রদান করব। হে আমার বান্দাগণ, (তোমরা জেনে রাখ) যদি তোমাদের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ (পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ....) একত্রিত হয়ে, প্রচেষ্টা চালায় তবু আমার সার্বভৌম (ক্ষমতার) রাজ্যের কোনই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না– যেমন পারে না সূচাগ্র সাগর জলের। [মুসলিম, ইবন্ মাজাহ্]

(١٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ، اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِى مَاقَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِى لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

(১৫) আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন গভীর রাতে (মধ্যরাতে) সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ .... اَنْتَ اِلٰهِى لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

হে আল্লাহ, তোমার জন্য তাবৎ প্রশংসা, তুমি আকাশসমূহ ও ভূমণ্ডলের এবং এতদউভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর জ্যোতি এবং তোমার তরে তাবৎ প্রশংসা, তুমি আকাশসমূহ ও ভূমণ্ডলের এবং এতদউভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর নিয়ামক; তোমার তরে সকল প্রশংসা স্তুতি; তুমি আকাশসমূহ ও ভূমণ্ডলের এবং এতদউভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর রব বা প্রভু; তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি সত্য, তোমার কথা বা বাণী সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত (প্রলয় দিবসের নির্ধারিত সময়) সত্য। হে আল্লাহ তোমার তরে আমার শির অবনত (আমি তোমার ইচ্ছার সম্মুখে ইসলাম গ্রহণ করলাম); তোমার প্রতি আমি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি; তোমার উপর আমি পূর্ণ ভরসা করেছি; তোমারই প্রতি আমি আনত; তোমারই জন্য আমি লড়েছি; তোমার নির্দেশমত আমি মীমাংসা করেছি। সুতরাং তুমি আমার ভবিষ্যত, আমার গোপন ও আমার প্রকাশ্য ত্রুটিসমূহ ক্ষমা কর, আমার অতীত। তুমিই একমাত্র আমার ইলাহ বা উপাস্য, তুমি ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٣) بَابٌ فِىْ صِفَاتِهٖ عَزَّ وَجَلَّ وَتَنْزِيْهِهٖ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ ـ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর গুণাবলী এবং সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে তাঁর উর্ধ্বে থাকা প্রসঙ্গে

(١٦) وَعَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُحَمَّدُ اُنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ) ـ

(১৬) আবুল আলিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি উবাই ইবন্ কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা মুশরিকরা আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বললো, হে মুহাম্মদ, আপনি আমাদের কাছে আপনার প্রভুর বংশ পরিচয় বর্ণনা করুন। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা (এই আয়াত) অবতীর্ণ করেন ঃ বলুন, আল্লাহ এক ও একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেন না এবং জন্ম গ্রহণও করেননি। এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (তিরমিযী, ইবন্ জারীর ও ইবন্ আবী হাতিম)

(١٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّبَنِى عَبْدِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذَالِكَ، تَكْذِيْبُهٗ اِيَّاىَ (وَفِى رِوَايَةٍ فَاَمَّا تَكْذِيْبُهٗ اِيَّاىَ) اَنْ يَقُوْلَ فَلَنْ يُعِيْدَنَا كَمَابَدَانَا، وَاَمَّا شَتَمُهٗ اِيَّاىَ يَقُوْلُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِىْ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

(১৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ আমার বান্দা আমাকে মিথ্যারোপ করে থাকে অথচ তার এরূপ করা সমীচীন নয়। আমাকে গালি দেয়, অথচ তার জন্য তা সমীচীন নয়। আমাকে তার মিথ্যারোপের নমুনা হচ্ছে, (অন্য বর্ণনায় আমাকে তার মিথ্যারোপ হল ঃ) সে বলে আমাদেরকে যেভাবে (সৃজনের) সূচনা করেছিলেন, সেভাবে আল্লাহ আমাদেরকে কখনই ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। আর আমাকে তার গালি দেয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে, সে বলে, আল্লাহ পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি হচ্ছি 'সামাদ' অমুখাপেক্ষী যে, কাউকে জন্ম দেই না এবং আমি কারো জাতকও নই; এবং হতে পারে না কেউ আমার সমকক্ষ।

(١٨) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِيْنِى ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ـ

(১৮) একই বর্ণনাকারী থেকে আরও বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, মহাপ্রভু আল্লাহ বলেন– আদম সন্তান আমাকে পীড়া দেয়। সে 'কাল' বা 'সময়-কে গালি দেয়। অথচ আমিই সময়, আমিই 'কাল' আমার হাতেই নিয়ামক; রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন আমিই ঘটাই। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(١٩) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ؟ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ، فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ اللّٰهَ؟ فَاِذَا اَحَسَّ اَحَدُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ هٰذَا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهٖ ـ

(১৯) একই বর্ণনাকারী থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শয়তান তোমাদের কারো কাছে আসে (সংগোপনে) এবং জিজ্ঞাসা করে আকাশ সৃষ্টি করেছে কে? তখন সে বলে, আল্লাহ তা'আলা। সে আবার জিজ্ঞাসা করে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে কে? সে উত্তর দেয়, আল্লাহ, তারপর সে (শয়তান) জিজ্ঞাসা করে আল্লাহকে সৃষ্টি

করেছে কে? তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এইরূপ (প্রশ্ন) অনুভব করে সে যেন বলে দেয়, (اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِه) "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।" (বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ)

(٢٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَجِدُوْنَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ وَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَجِدُ شَيْئًا لَوْ اَنَّ اَحَدَنَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ مَحْضُ الْاِيْمَانِ ـ

(২০) আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন লোকজন তাদের অন্তরে অনুভূত 'ওয়াস্ওয়াসা' বা কুমন্ত্রণা সম্পর্কে রাসূল্লাহর (সা) কাছে নালিশ করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমরা (আমাদের অন্তরে) এমন কিছু (সাংঘাতিক) বিষয় পাই যে, সে সম্পর্কে কথা বলার চেয়ে আকাশ থেকে লুটিয়ে পড়াই যেন অধিক কাঙ্ক্ষিত (সহজতর) মনে হয়। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন ঃ এটিই হচ্ছে ঈমানের সত্যিকার স্বরূপ। (আল-বায্যার, আবূ ইয়া'লা, মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।)

(٤) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِيْ نَعِيْمِ الْمُوَحِّدِيْنَ وَثَوَابِهِمْ وَعِيْدُ الْمُشْرِكِيْنَ وَعَقَابِهِمْ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ একত্ববাদী মু'মিনগণের প্রাপ্য নিয়ামতরাজি ও পুরস্কার এবং মুশরিকদের জন্য নির্ধারিত ভয়াবহ তিরস্কার ও শাস্তি প্রসঙ্গে

(٢١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ عَلَى مَاكَانَ مِنْ عَمَلٍ (وَفِيْ رِوَايَةٍ) اَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ مِنْ اَبْوَابِهَا الثَّمَانِيَةِ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ ـ

(২১) 'উবাদা বিন আস-সামিত (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, তার কোন শরীক বা অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল; আর ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা, রাসূল ও কালিমাহ যা তিনি মরিয়ম (আঃ)-এর কাছে প্ররণ করেছিলেন এবং তিনি (ঈসা আ) আল্লাহরই রূহ (বা পুণ্যাত্মা পুরুষ) এবং জান্নাত সত্য, নরক সত্য, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাকে তার আমল অনুসারে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (অন্য বর্ণনায়) আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের আটটি তোরণের যেটি তার পছন্দ, সেই তোরণের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।)

(٢٢) وَعَنْهُ أَيْضًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ) حَرَّمَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ النَّارَ ـ

(২২) উপরোক্ত বর্ণনাকারী থেকে আরও বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেওয়া হবে (অন্য বর্ণনায়) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। (মুসলিম ও তিরমিযী)

(٢٣) وَعَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيْهِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ سَمِعَ الْقَوْمَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِى الْوَادِى يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَشْهَدُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا يَشْهَدَ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَسَمِعْتُهُ اَنَا مِنْ هٰرُوْنَ ـ

(২৩) ইউসুফ ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ সালাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে পথ চলছিলাম, এমন সময় রাসূল (সা) একদল লোককে বলতে শুনলেন– সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)? রাসূল! উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা); এবং হজ্ব পালন করা। অতঃপর (নিকটস্থ) উপত্যকায় এই মর্মে একটি আহ্বান শোনা গেল যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, এবং আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে শির্‌ক থেকে বিমুক্ত আত্মার অধিকারী ভিন্ন অন্য কেউ সাক্ষ্য দেয় না। আবদুল্লাহ [(অর্থাৎ ইমাম আহমদের পুত্র (রা)] বলেন ঃ এ হাদীসটি আমি (সরাসরি পিতার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে) হারূনের কাছ থেকে শুনেছি। (আহমদ ও তিবরানী, আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।)

(٢٤) وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(২৪) আবূ আইয়্যুব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমদ আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাইনি, তবে বুখারী ও মুসলিম ইবন্ মাসউদ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

(٢٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(২৫) মুয়ায ইবন্ জাবাল (রা) থেকেও অনুরূপ (উপর্যুক্ত হাদীসের ন্যায়) একটি হাদীস বর্ণিত আছে। (আহমদ; বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)

(٢٦) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا رَدِيْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاسُهَيْلُ بْنَ الْبَيْضَاءِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذٰلِكَ يُجِيْبُهُ سُهَيْلٌ فَسَمِعَ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنُّوا اَنَّهُ يُرِيْدُهُمْ فَحَبَسَ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ وَاَوْجَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَاَعْتَقَهُ بِهَا مِنَ النَّارِ ـ

(২৬) সুহাইল ইবন্ আল-বায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম; আর আমি ছিলাম সওয়ারীর পৃষ্ঠে রাসূল (সা) পেছনে উপবিষ্ট। এমতাবস্থায় রাসূল (সা) আমাকে লক্ষ্য করে 'হে সুহাইল ইবন্ আল-বায়দা' বলে উচ্চস্বরে দুই বার কিংবা তিনবার ডাক দিলেন। প্রতিবারই সুহাইল তাঁর ডাকে সাড়া দেন। (যাহোক) এতে করে রাসূল (সা)-এর কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবং সফরসঙ্গীগণ বুঝতে পারলেন যে, রাসূল (সা) তাঁদের সবাইকে আহ্বান করেছেন। সুতরাং যাঁরা তাঁর অগ্রবর্তী ছিলেন, তাঁরা থেমে গেলেন, আর যারা তাঁর পশ্চাতানুসারী ছিলেন, তাঁরা এসে মিলিত হলেন। সবাই একত্রিত হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন এবং তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। (অন্য বর্ণণায়) আল্লাহ তাআলা এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন এবং জাহান্নাম থেকে তাকে মুক্ত করে দেন। (তিবরানী, মুসলিম ও তিরমিযীতে এর সাক্ষ্য আছে।)

(٢٧) وَعَنْ اَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى نَفَرٌ مِنْ قَوْمِىْ فَقَالَ اَبْشِرُوْا وَبَشِّرُوْا مَنْ وَرَاَكُمْ اَنَّهُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُبَشِّرُ النَّاسَ فَاسْتَقْبَلْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) فَرَجَعَ بِنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَتَّكِلُ النَّاسُ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(২৭) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হই; আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক লোকও ছিলেন। রাসূল (সা) আমাদেরকে (উদ্দেশ্য করে) বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যারা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে (অর্থাৎ যারা এখানে উপস্থিত নেই), তাদেরকে এই মর্মে সুসংবাদ প্রদান করবে, যে কেউ সত্য জ্ঞান করে (সর্বান্তকরণে) এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর আমরা রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হলাম, আর লোকজনকে এই সুসংবাদ প্রদান করতে থাকলাম। এমতাবস্থায় আমরা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর মুখোমুখি হলাম। তিনি (এতদশ্রবণে) আমাদরকে নিয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে ফিরে গেলেন। হযরত ওমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), (এইরূপ সুসংবাদ প্রদান করলে) লোকজন এর উপর ভরসা করবে (অন্য কোন আমল করবে না); তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নীরবতা অবলম্বন করলেন (কোন মন্তব্য করেননি)। [তিবরানী, বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা বিদ্যমান।]

(٢٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَنَا مِمَّنْ شَهِدَ مُعَاذًا حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ يَقُوْلُ اَكْشِفُوْ عَنِّى سَجْفَ الْقُبَّةِ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْنَعْنِى اَنْ اُحَدِّثُكُمُوْهُ اِلاَّ اَنْ تَتَّكِلُوا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَااِلٰهَ اِلا اللّٰهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ يَقِيْنًا مِنْ قَلْبِهِ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ وَقَالَ مَرَّةً دَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ -

(২৮) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যাঁরা হযরত মুয়ায (রা)-এর মৃত্যুকালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন, আমি ছিলাম তাঁদের অন্যতম। হযরত মুয়ায (রা) বলছিলেন আমার সম্মুখ থেকে জুব্বার পর্দাটি সরিয়ে দাও। আমি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস শোনাব যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শ্রবণ করেছিলাম, যা শোনার পর তোমরা এর উপর ভরসা করবে (অন্য কোন আমল করবে না)—এই ভয়ে এতদিন বলিনি। আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি অন্তরের একাগ্রতা সহকারে অথবা তার আন্তরিক বিশ্বাস সহকারে এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

আর একবার বলেন ঃ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অগ্নি তাকে স্পর্শ করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢٩) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

(২৯) মু'আয বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমাকে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতের চাবি হচ্ছে এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই। [আহমদ ও আল-বায্যার]

(٣٠) وَعَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْكَدِيْدِ اَوْ قَالَ بِقُدَيْدٍ فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ فَيَأْذَنُ لَهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُوْنُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ اِلَيْهِمْ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَلَمْ نَرَ عِنْدَ ذَالِكَ مِنَ الْقَوْمِ اِلاَّ بَاكِيًا فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هٰذَا لَسَفِيْهٌ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَقَالَ حِيْنَئِذٍ اَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَمُوْتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ اِلاَّ سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ وَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّيْ أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لَاحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَاعَذَابَ وَاِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ لَا يَدْخُلُوْهَا حَتّٰى تَبَوَّؤُا اَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِكُمْ وَ اَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ صَدَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْتَاْذِنُوْنَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) اِنَّ الَّذِي يَسْتَاْذِنُكَ بَعْدَ هٰذِهِ لَسَفِيْهٌ فِي نَفْسِيْ ثُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللّٰهَ وَقَالَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ وَكَانَ اِذَا حَلَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ مَامِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ثُمَّ يُسَدِّدُ اِلاَّ سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْكَدِيْدِ اَوْقَالَ بِعَرَفَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

(৩০) রিফা'আহ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে (কোন সফরের উদ্দেশ্যে) অগ্রসর হচ্ছিলাম। যখন আমরা 'আল-কাদীদ' (অথবা বলেন-কুদাইদ) নামক সারোবরে উপস্থিত হলাম, তখন লোকজন রাসূল (সা)-এর কাছে তাদের পরিবার পরিজনের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইতে শুরু করলো; আর তিনি অনুমতি প্রদান করতে থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বাক্য পাঠ করার পর বলেন ঃ ঐ সব লোকদের অবস্থা কী যাদের কাছে বৃক্ষের দুইটি অংশের মধ্যে সেই অংশটি বেশী অপছন্দনীয় যে অংশটির নীচে আল্লাহর রাসূল (সা) অবস্থান করছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) অতঃপর আমরা দলের সবাইকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেলাম। এমন সময় একজন (ইনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে ওঠেন ঃ এরপর যে ব্যক্তি আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবে, সে নিঃসন্দেহে নির্বোধ। তারপর রাসূল (সা) আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং বলেন ঃ এবার আমি আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন বান্দা যদি তার অন্তরে সত্য জ্ঞান করে এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে মৃত্যুবরণ করে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য বা ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর

রাসূল, অতঃপর জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, তবে সেই বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আমার প্রভু আমাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজারকে বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর আমি আশা করি-সেই সব (সৌভাগ্যশালী) জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্য থেকে সৎ লোকেরা জান্নাতে আবাস লাভ করবে।

(একই বর্ণনাকারী থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত), তিনি বলেন ঃ আমরা মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বের হলাম। তখন লোকজন রাসূল (সা)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগল, অতঃপর তিনি হাদীসখানি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা) বলে ওঠেন, এরপর যে ব্যক্তি অনুমতি চাইবে, সে আমার মতে নিরেট বোকা। অতঃপর রাসূল (সা) আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করার পর বললেন ঃ আমি আল্লাহর সম্মুখে সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূল (সা) যখন শপথ করতেন, তখন বলতেন যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ যে কোন বান্দা যদি আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীস উল্লেখ করেন।

(একই বর্ণনাকারী থেকে তৃতীয় আরেক সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমভিব্যহারে অগ্রসর হলাম এবং যখন আল-কাদীদে' পৌঁছালাম, অথবা বললেন, আরাফাতে পৌঁছালাম, অতঃপর হাদীসের অংশ উল্লেখ করেন।

(তাবারানী ও ইবন্ হাব্বান। এছাড়া বগ্ভী, আল বারূদী ও ইবন্ কানে উল্লেখ করেছেন। আহমদ ও ইবন মাজাহ্ হাদীসটির অংশবিশেষ সংকলন করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃত।)]

(٣١) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ يَعْلَمُ أَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

(৩১) 'উছমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন রাসূল বলেন ঃ যে কেউ মৃত্যুবরণ করে এমতাবস্থায় যে, সে জানে (মনে প্রাণে বিশ্বাস করে) যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুসলিম, আবূ দাউদ, আবু ইয়ালা, শাফেয়ী ও তায়ালিসী হাদীসটি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।]

(٣٢) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ إِنِّىْ لأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ اِلاَّ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَا أُحَدِّثُكَ مَاهِيَ، هِيَ كَلِمَةُ الْاِخْلاَصِ الَّتِىْ أَعَزَّ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوٰى الَّتِىْ أَلاَصَ عَلَيْهَا نَبِيُّ اللّٰهِ عَمَّهُ اَبَاطَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

(৩২) একই বর্ণনাকারী থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এমন একটি 'কালিমাহ' বা বাক্য অবগত আছি, যা আন্তরিক বিশ্বাস সহকারে কোন বান্দা উচ্চারণ করলে সে জাহান্নামের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যায়। (এতদশ্রবণে) হযরত উমর ইনবুল খাত্তাব (রা) বলেন, সেই বাক্যটি কী, তা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। সেটি হচ্ছে 'কালিমাতুল ইখলাস' বা পুত-পবিত্র করণের বাক্য, যদ্বারা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে ও তাঁর সাহাবীগণকে বিভূষিত (সম্মানিত ও শক্তিশালী) করেছেন; সেটি

হচ্ছে 'কালিমাতুত্ তাকওয়া' বা অন্তরের পরিশুদ্ধতা আল্লাহ ভীরুতা অর্জনের বাক্য, আল্লাহর রাসূল (সা) পিতৃব্য আবূ তালিবকে তার মৃত্যুর সময় যা পাঠ করানোর জন্য বারংবার পীড়াপীড়ি করেন– তাহল সাক্ষ্য প্রদান করা এই মর্মে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই। [আহমদ আব্দুর রহমান আলবান্না বলেন, এ হাদীসটি এ গ্রন্থ ছাড়া আমি অন্য কোথাও পাইনি, তবে সহীহ গ্রন্থে এর সপক্ষে সমর্থন মিলে।]

(٣٣) وَعَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدُّئَلِى عَنْ اَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ اُحَدِّثُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَالِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِى ذَرٍّ قَالَ فَخَرَجَ اَبُوْ ذَرٍّ يَجُرُّ اِزَارَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاِنْ رَغِمَ أَنْفُ اَبِى ذَرٍّ ـ

(৩৩) আবূল আসওয়াদ আদ্দুয়ালী থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (একদা) আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আগমন করলাম, তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল সাদা কাপড়, আর তিনি ছিলেন নিদ্রিত, (আমি প্রস্থান করলাম এবং কিছুক্ষণ পর) পুনরায় তাঁর কাছে আগমন করলাম তার সাথে কথা বলতে (কিন্তু) তখনও তিনি নিদ্রিত ছিলেন। (এবারও প্রস্থান করার কিছুক্ষণ পর) পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসলাম, এবার তিনি জাগ্রত হয়েছেন। আমি তাঁর সন্নিকটে উপবিষ্ট হলাম। তিনি ইরশাদ করলেন। যদি কোন ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বা আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই' একথা ঘোষণা করে এবং এর উপর (অর্থাৎ এই বিশ্বাসে স্থিত অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, সে যদি ব্যভিচার করে চুরি করে তাহলেও কি? তিনি বলেন ঃ যদিও সে ব্যভিচার করে চুরি করে তাহলেও (আবার) বললাম, সে যদি ব্যভিচার করে চুরি করে? তিনি বললেন ঃ যদিও সে ব্যভিচার করে চুরি করে তাহলেও। তিনবার এইরূপ বললেন এবং চতুর্থবার বলেন ঃ

"যদিও আবূ যর-এর নাসিকা মৃত্তিকা মলিন হয়। অতঃপর আবূ যর (রা) তাঁর পরিধেয় (ইযার) টেনে ধরে সেখান থেকে বের হচ্ছিলেন আর বলছিলেন–

"যদিও আবূ যর এর নাসিকা মৃত্তিকায় মলিন হয়।"

(বুখারী মুসলিম ইবন হাব্বান বাইহাকী, নাসাঈ ও তিরমিযী। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেন।)

(٣٤) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِى الشَّفَاعَةِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَوَّلُ من يَسْأَلُنِى عَنْ ذٰلِكَ مِنْ اُمَّتِى بِمَا رَأَيْتُ مِن حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَهُمُّنِى مِنْ انْقِصَافِهِمْ عَلَى اَبْوَابِ الْجَنَّةِ اَهَمُّ عِنْدِى مِنَ تَمَامِ شَفَاعَتِى، وَشَفَاعَتِى لِمَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ ـ

(৩৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'শাফায়াত' (সুপারিশ)-এর বিষয়ে আপনার প্রভু আপনাকে কী জবাব দিয়েছেন (অর্থাৎ কোন্ পর্যন্ত শাফায়াতের ক্ষমতা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন)? উত্তরে তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদের আত্মা যে মহান সত্তার কবজায়, তাঁর শপথ, আমার ধারণা ছিল তুমিই হবে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে। কারণ 'ইলম' (যে কোন ধরনের

জ্ঞাতব্য বিষয়) সম্পর্কে তোমার গভীর আগ্রহ আমি লক্ষ্য করে এসেছি। (এবার শোন) মুহাম্মদের আত্মা যে মহান সত্তার কব্জায়, তাঁর শপথ, জান্নাতের দরজার ভিড় করে (একসাথে বহুলোক) প্রবেশ করার চাইতে আমার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমার শাফায়াত লাভের পরিধির বিস্তৃতি। আমার শাফায়াত লাভ করবে সে ব্যক্তি যে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই আর তা হবে আন্তরিক সততার সাথে; এমন যে তার অন্তর তার মুখের ভাষাকে এবং ভাষা অন্তরকে সত্যয়ন করবে। (বুখারী ও হাকিম)

(٣٥) وَعَنْ أَبِى عَمْرَةَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ لَايَلْقَى اللّٰهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا اِلَّا حُجِبَتْ عَنْهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(৩৫) আবূ 'আমরাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন; "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।" এ দু'টি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন বান্দা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে, জাহান্নামকে তার কাছ থেকে অন্তরায় করে রাখা হবে।

(মুসলিম, তিবরানী।)

(٣٦) وَعَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) خَصْلَتَانِ يَعْنِى اَحَدُهُمَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأُخْرٰى مِنْ نَفْسِى مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَأَنَا أَقُوْلُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَايَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

(৩৬) আবূ ওয়ায়িল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবন্ মাসউদ (রা) বলেছেন, দু'টি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়, একটি আমি শ্রবণ করেছি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এবং অপরটি আমার নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহর সাথে শরীক বা অংশীদার করত, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর আমি বলি (যা আমার নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত) যে কেউ মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহর সাথে কোন সমকক্ষ সাব্যস্ত করেনি এবং তাঁর সাথে শরীকও করেনি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

(٣٧) وَعَنْ أَبِى نُعَيْمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ أَوْ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَنَزَلَ عَلَى مَسْرُوْقٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو (بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ تَضُرُّهُ مَعَهُ خَطِيْئَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ لَمْ تَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ ـ

(৩৭) আবূ নু'য়াইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মদীনার বাসিন্দা জনৈক ব্যক্তি অথবা জনৈক বৃদ্ধ আগমন করেন এবং মাসরূকের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা)-কে বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করেনি, তাহলে তার অন্যান্য গোনাহ কোন ক্ষতি (অনিষ্ট) করবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক্ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তার অন্য কোন নেক কাজ কোন উপকারে আসবে না।

(আহমদ, তিবরানী)

(٣٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُوْجِبَتَانِ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ ـ

(৩৮) জাবির বিন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ দু'টি বিষয় হচ্ছে অপরিহার্য (এক) যে ব্যক্তি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাথে সাক্ষাৎ করল এমতাবস্থায় যে, সে তাঁর সাথে শরীক করেনি। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (দুই) আর যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে নরকে প্রবেশ করবে (জাহান্নামে)। (মুসলিম)

(٣٩) وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (وَفِى رِوَايَةٍ لاَ يُشْرِكُ بِهِ) دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَفَلاَ اُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ اِنِّىْ أَخَافُ اَنْ يَتَّكِلُوْا عَلَيْهَا اَوْ كَمَا قَالَ -

(৩৯) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) হযরত মু'আয (রা)-কে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই এই সাক্ষ্য প্রদান করে (অন্য বর্ণনায় তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে না), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মু'আয বলেন, ওগো আল্লাহর নবী, আমি কি লোকজনকে এই সুসংবাদ প্রদান করবো না? রাসূল (সা) বলেন ঃ আমি শংকিত যে, লোকজন এর উপর ভরসা করবে। (অন্য কোন আমল করবে না।) অথবা তিনি যেমন বলেছেন। (বুখারী)

(٤٠) عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِى الْجَعْدِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ -

(৪০) সালিম ইবন আমুল, জাআদ থেকে বর্ণিত, তিনি সালমা ইবন নুআইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন (তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সা)-এর অন্যতম সাহাবী) তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করল এমতাবস্থায় যে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও সে ব্যভিচার করে এবং যদিও সে চুরি করে। (তাবারানী)

(٤١) وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا هِصَّانُ الْكَاهِنُ الْعَدَوِىُّ قَالَ جَلَسْتُ مَجْلِسًا فِيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ تَمُوْتُ لاَتُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا تَشْهَدُ اَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ يَرْجِعُ ذَاكُمْ إِلَى قَلْبٍ مُوْقِنٍ إِلاَّ غُفِرَلَهُ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ مُعَاذٍ قَالَ الْقَوْمُ فَعَنَّفَنِى فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُسِىءِ الْقَوْلَ، نَعَمْ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ مُعَاذٍ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ثَنَا يُوْنُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِصَّانَ بْنَ الكَاهِلِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ بِالْبَصْرَةِ فَجَلَسْتُ اِلَى شَيْخٍ اَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ قَالَ لاَتُعَنِّفُوْهُ وَلاَ تُوءَ نِّبُوْهُ دَعُوهُ، نَعَمْ اَنَا سَمِعْتُ ذَاكَ مِنْ مُعَاذٍ يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اِسْمَاعِيْلُ مَرَّةً يَاثُرُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لِبَعْضِهِمْ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ ... (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى اَبِىْ ثَنَا

عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ يُوْنُس عَنْ حُمَيْدِ بْنُ هِلَالٍ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ قَالَ وَكَانَ اَبُوْهُ كَاهِنًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِى اِمَارَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَإِذَا شَيْخٌ اَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ يَحَدُّثُ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

(৪১) হুমাইদ ইবন্ হিলাল থেকে বর্ণিত, তিনি হিস্‌সান আল-কাইন আল-আদিভী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (একদা) এক মজলিসে আমি উপস্থিত ছিলাম, তাতে আবদুর রহমান বিন সামুরা ছিলেন। তিনি বলেন, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, ভূপৃষ্ঠে (বিদ্যমান) যে আত্মা (মানবাত্মা) আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক না করে এবং আমি আল্লাহর রাসূল এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে মৃত্যুবরণ করে, সে আত্মা বিশ্বাসী প্রত্যয়ী হবে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেয়া হবে। হিস্‌সান বলেন, আমি বললাম, আপনি (নিজে) মু'আয থেকে এরূপ শুনেছেন? উপস্থিত লোকজন (আমার প্রশ্ন শ্রবণ করে) আমাকে ভর্ৎসনা করলো। তিনি বললেন, (ওর কথা বাদ দাও, ওত মন্দ কথা বলেনি), হ্যাঁ, আমি নিজেই এটি মু'আয (রা)-এর কাছে শুনেছি এবং তিনি তা রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছেন। (অন্য বর্ণনায় এসেছে) আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইসমাঈল থেকে, তিনি ইউনুস থেকে, তিনি হুমাইদ বিন হিলাল থেকে, তিনি হিস্‌সান বিন আল-কাহিল থেকে বর্ণনা করেন যে, (একদা) আমি বসরার জামে মসজিদে প্রবেশ করি এবং মাথার কেশ ও শুশ্রূ ধবল সাদা লোকের কাছে বসি; তিনি তখন বলেন, আমাকে মু'আয বিন জাবাল রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন– অতঃপর হাদীসটি বর্ণনা করেন– এতে আরও আছে একে মন্দ বলো না এবং ভর্ৎসনা করো না, একে ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, আমি নিজে মু'আয (রা) থেকে ঐরূপ শুনেছি– যা তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন এবং ইসমাঈল (জনৈক বর্ণনাকারী) একবার "يذكره" -এর পরিবর্তে "يَاعُرَهُ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" বলেছেন। তখন আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? উত্তর দিল, ইনি হচ্ছেন আবদুর রহমান বিন সামুরা।

(এ হাদীসটি তৃতীয় আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এভাবে) আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে তিনি আবদুল আ'লা থেকে, তিনি ইউনুস থেকে তিনি হুমাইদ বিন হিলাল থেকে তিনি হিস্‌সান বিন আল-কাহেল থেকে (তাঁর পিতা জাহেলী যুগে একজন গণক ছিলেন) বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান বিন আফ্‌ফান-এর শাসনামলে মসজিদে প্রবেশ করি এবং একজন সাদা কেশ ও দাড়ি ওয়ালা বৃদ্ধকে পেয়েছি যিনি মুআযের বরাতে রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (হাকিম)

(٤٢) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ عَمِلْتَ قُرَابَ الْاَرْضِ خَطَايَا وَلَمْ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا جَعَلْتُ لَكَ قُرَابَ الْاَرْضِ مَغْفِرَةً زَادَ فِى رِوَايَةٍ وَقُرَابُ الْاَرْضِ مِلْءُ الْاَرْضِ ـ

(৪২) হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি যদি ভূ-পৃষ্ঠের সমান গোনাহ কর এবং আমার সাথে কোন কিছু শরীক না কর, তাহলে আমি তোমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের সমান ক্ষমা প্রদান করবো। অন্য এক বর্ণনায় "قُرَابُ الارض" ব্যাখ্যা হিসেবে "ملألارض" 'যমিন বরাবর' (ভূপৃষ্ঠের সমান– শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে)।

(এহাদীসটি এ গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে অনুরূপ বক্তব্য সম্পন্ন হাদীস আনাস বিন মালিক (রা) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন এ হাদীসটি সহীহ, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা তা গ্রহণ করেছেন, আর যাহাবী তাঁর এ অভিমত সমর্থন করেন।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

اَلاِيْمَانُ وَالاِسْلاَمُ

ঈমান ও ইসলাম

(١) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهَا

১. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমান ও ইসলামের গুরুত্ব

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ وَاَيُّ الاَعْمَالِ خَيرٌ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ اَىُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ سَنَامُ الْعَمَلِ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ حَجٌّ مَبْرُرٌ -

(১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ কাজটি সর্বোৎকৃষ্ট আর কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে (সা) বিশ্বাস স্থাপন। প্রশ্নকর্তা বলেন, এরপর কী হে আল্লাহর রাসূল (সা)! রাসূল বললেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা (হচ্ছে) সর্বোত্তম কাজ। প্রশ্নকারী বলেন, এর পর কী ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে মাকবুল (গ্রহণ যোগ্য) হজ্জ।(বুখারী ও মুসলিম নাসাঈ ও তিরমিযী)

(٢) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَّةِ شِئْتَ -

(২) উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাঁকে বলা হবে, জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে তোমার পছন্দমত যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। (এ হাদীসটি অন্য কোথাও পাওয়া যায় নি। তবে এ বক্তব্য তিবরানী, বুখারী ও মুসলিম সমর্থিত)

(٣) عَنِ ابْنُ غَنَمٍ عَنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ قَبْلَ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَلَمَّا اَنْ اَصْبَحَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ رَكِبُوْا فَلَمَّا اَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَعَسَ النَّاسُ فِى أَثَرِ الدُّجْلَةِ وَلَزِمَ مُعَاذٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُوْ أَثَرَهُ وَالنَّاسُ تَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِكَابُهُمْ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيْقِ تَأْكُلُ وَتَسِيْرُ فَبَيْنَمَا مُعَاذٌ عَلَى اَثَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ مَرَّةً وَتَسِيْرُ اُخْرَى عَثَرَتْ نَاقَةُ مُعَاذٍ فَكَبَحَهَا بِالزِّمَامِ فَهَبَّتْ حَتَّى نَفَرَتْ مِنْهَا نَاقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ عَنْهُ قِنَاعَهُ فَالْتَفَتَ فَاِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلٌ اَدْنٰى اِلَيْهِ مِنْ مُعَاذٍ فَنَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.فَقَالَ يَامُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ اُدْنُ دُوْنَكَ فَدَنَا مِنْهُ حَتّٰى لَصِقَتْ رَاحِلَتُهُمَا اِحْدَاهُمَا بِالْاُخْرٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُ اَحْسِبُ النَّاسَ مِنَّا كَمَكَانِ مِنَ الْبُعْدِ فَقَالَ مُعَاذٌ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ نَعَسَ النَّاسُ فَتَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِكَابُهُمْ تَرْتَعُ وَتَسِيْرُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا كُنْتُ نَاعِسًا ـ فَلَمَّا رَاٰى مُعَاذٌ بُشْرٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ وَخَلْوَتَهُ لَهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُئْذَنْ لِىْ اَسْاَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ قَدْ اَمْرَضَتْنِىْ وَاَسْقَمَتْنِىْ وَ اَحْزَنَتْنِىْ، فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْنِىْ عَمَّ شِئْتَ ـ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ حَدِّثْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ لَااَسْاَلُكَ عَنْ شَئٍ غَيْرِهَا، قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ بَخٍ بَخٍ لَقَدْ سَاَلْتَ بِعَظِيْمٍ لَقَدْ سَاَلْتَ بِعَظِيْمٍ ثَلَاثًا وَاِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ اَرَادَ اللّٰهُ بِهِ الْخَيْرَ، فَلَمْ يُحَدِّثْهُ بِشَئٍ اِلاَّ قَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِىْ اَعَادَهُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ حِرْصًا لِكَيْمَا يُتْقِنُهُ عَنْهُ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَاتُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا حَتّٰى تَمُوْتَ وَاَنْتَ عَلٰى ذَالِكَ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَعِدْلِىْ فَاَعَادَهَا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَامُعَاذُ بِرَاْسِ هٰذَا الْاَمْرِ وَ ذِرْوَةِ السَّنَامِ، فَقَالَ مُعَاذٌ بَلٰى بِاَبِىْ وَاُمِّىْ اَنْتَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ فَحَدِّثْنِىْ ـ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَاْسَ هٰذَا الْاَمْرِ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنَّ قِوَامَ هٰذَا الْاَمْرِاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَاِنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَاِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ فَقَدِ اعْتَصَمُوْا وَعَصَمُوْا دِمَائُهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَا شَحَبَ وَجْهٌ وَلَا اغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِىْ عَمَلٍ تَبْتَغِىْ فِيْهِ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوْضَةِ كَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاثَقَّلَ مِيْزَانَ عَبْدٍ كَدَابَةٍ تَنْفُقُ لَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –

(৩) মু'আয ইবন্ জাবাল (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা (বর্ণনা ধারাটি এরূপ আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবূ আন্নদর থেকে তিনি আবদুল হামীদ অর্থাৎ ইবন্ বাহরাম থেকে, তিনি শাহ্র (অর্থাৎ হাওশাব) থেকে, তিনি ইবন্ গানাম থেকে) থেকে জানা যায় যে, তাবুক অভিযানের পূর্বে আল্লাহর রাসূল (সা) লোকদেরকে নিয়ে (রাত্রিকালীন সময়ে) বের হন; অতঃপর ভোর হলে তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন। (সালাত শেষে) কাফেলার লোকজন আরোহণ করে অগ্রসর হতে থাকে। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পর (লোকজন রাত্রি সফরের ক্লান্তিবশত) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে কিন্তু মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ থেকে মুহূর্তের জন্যও

বিচ্যুত হননি (বরং তাঁর সংসর্গে একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকেন) অথচ (ঐ সময়) লোকজন তাদের পরিবাহী পশুদেরকে নিয়ে সমতল ও মসৃন রাস্তায় ও আশপাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন; উদ্দেশ্য পশুদের খাবার খাওয়ান ও ভ্রমণ করা। এদিকে মু'আয (রা) রাসূল (সা)-এর অনুসরণ অব্যাহত রাখেন। তাঁর (রাসূলের) উষ্ট্রী ঘাস খাচ্ছে এবং (আপনমনে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মু'আয (রা)-এর উষ্ট্রীর (হঠাৎ) পা পিছলে যায়, তিনি লাগাম ধরে টান দেন। এতে তাঁর উষ্ট্রী দ্রুত চলতে থাকে, ফলে রাসূল (সা)-এর উষ্ট্রীও (ভয়ে) কিছুটা দূরে সরে যায়। এই পর্যায়ে রাসূল (সা) হাওদার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। তিনি দেখতে পেলেন সৈন্যদের মধ্যে মু'আয (রা) চেয়ে নিকটতর আর কেউ নেই। রাসূল (সা) তাঁকে ডাকলেন, হে মু'আয (এদিকে আস), মু'আয বললেন, আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আরো কাছে আস। মু'আয কাছে এগিয়ে গেলেন এমনকি তাঁদের বাহন দু'টি একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়ে যায়। তখন রাসূল (সা) বললেন, আমি চিন্তাও করিনি (সেনাবাহিনীর) লোকজন (আমার কাছ থেকে) এত দূরে অবস্থান করছে। মু'আয বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) লোকজন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, এই সুযোগে তাদের বাহনগুলো তাদেরকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং (আপন মনে) ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। রাসূল (সা) বললেন, আমিও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। (এবার মু'আয যখন রাসূলের চেহারার ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলেন এবং নির্জনতার সুযোগ পেলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে এমন একটি প্রশ্ন করবো, যা আমাকে রোগ্ন, ক্লান্ত-শ্রান্ত ও চিন্তামুক্ত করে ফেলেছে। নবী করীম (সা) বললেন, যা খুশী প্রশ্ন কর মু'আয বললেন, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে– এছাড়া আমি আপনার কাছে অন্য কোন প্রশ্ন করবো না। রাসূল (সা) বললেন, বাহ, বাহ, বাহ, নিশ্চয় তুমি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছ কথাটি তিনি তিন বার বললেন, (জেনে রাখ) এ বিষয়টি আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাঁর জন্য খুবই সহজ। এরপরে নবী (সা) তাঁকে যে কথাটিই বলেছেন, তা তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করেছেন, যেন কথাগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে মু'আয তা মহানবী থেকে আত্মস্ত করে নেন অতঃপর নবী (সা) বলেন, বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর এবং সালাত কায়েম কর; ইবাদত করবে একমাত্র আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না তোমার মৃত্যু পর্যন্ত তুমি এর উপর অটল থাকবে। মু'আয বললেন, আল্লাহর নবী, আপনি পুনরায় বলুন। নবী (সা) কথাগুলো তিনবার বলে দিলেন, এরপর নবী করীম (সা) বললেন, মু'আয, তুমি চাইলে আমি তোমাকে সর্বোৎকৃষ্ট আমলের সার-সংক্ষেপ বলে দিতে পারি। মু'আয বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই, আপনার তরে আমার মা-বাবা কুরবান হোক আপনি বলুন। নবী (সা) অতঃপর বললেন, সারকথা হচ্ছে– তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর এ বিষয়ের মূলস্তম্ভ হচ্ছে সালাত কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা। আর এর শীর্ষের বিষয় হচ্ছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আমাকে অবশ্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যেন আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সালাত কায়েম করে যাকাত প্রদান করে, এবং এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যদি তারা এসব মেনে নেয়, তবে তারা তাদের জীবন ও সম্পদ (এর অধিকার ব্যতীত) নিরাপদ করে নিল এবং তাদের (প্রকৃত) হিসাব-কিতাব আল্লাহর দায়িত্বে।.... রাসূল (সা) আরও বললেন, মুহাম্মদের জীবন যাঁর হাতে সেই সত্তার শপথ, জান্নাতে উন্নততর মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে যেসব ক্লেশময় আমলের জন্য মানুষের চেহারা মলিন হয় এবং পদ ধূলিময় হয় সে সবের মধ্যে ফরয সালাতের পর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ন্যায় অন্য আমল নেই এবং কোন বান্দার মীযানকে (আখিরাতের মানদণ্ড) এমন চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে অধিক ভারী আর কিছুই করতে পারে না। যাকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয় অথবা আল্লাহর রাস্তায় তার উপর আরোহণ করা হয়। (নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্ ও তিরমিযী)

(٤) عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُوْهُرَيْرَةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) اِذَا ذَاكَ وَنَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِيْئُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَجِئُ الصَّلَاةُ فَتَقُوْلُ يَارَبِّ اَنَا الصَّلَاةُ فَيَقُوْلُ اِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، فَتَجِئُ الصَّدَقَةُ فَتَقُوْلُ يَارَبِّ اَنَا الصَّدَقَةُ فَيَقُوْلُ اِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِئُ الصِّيَامُ فَيَقُوْلُ اَيْ رَبِّ اَنَا الصِّيَامُ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ تَجِئُ الْاَعْمَالُ عَلَى ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِئُ الْاِسْلَامُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَنْتَ السَّلَامُ وَاَنَا الْاِسْلَامُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ـ بِكَ الْيَوْمَ اٰخُذُ وَبِكَ اُعْطِىْ فَقَالَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ (وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ)

(৪) হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি আমাদের বলেন, আমাকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, ঐ সময় আমরা মদীনায় ছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিবসে আমলসমূহ (আল্লাহর দরবারে) হাযির হবে। তখন সালাত এসে বলবে, ইয়া রব, আমি হচ্ছি সালাত। আল্লাহ বলবেন, নিশ্চয় তুমি কল্যাণে অধিষ্ঠিত। অতঃপর আসবে সাদ্‌কা এবং বলবে, হে আমার প্রভু আমি হচ্ছি সাদ্‌কা। আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় তুমি কল্যাণে অধিষ্ঠিত। এরপর আসবে সিয়াম এবং বলবে, প্রভু আমি হচ্ছি সিয়াম। আল্লাহপাক বলবেন, নিশ্চয় তুমি কল্যাণের উপর অধিষ্ঠিত। এরপর অন্যান্য আমলসমূহ উপস্থিত হবে এবং আল্লাহ মহামহিম বলবেন, নিশ্চয় তুমি কল্যাণে অধিষ্ঠিত। এরপর আসবে ইসলাম এবং আরয করবে, প্রভু হে, আপনি হলেন সালাম এবং আমি হলাম ইসলাম। আল্লাহ মহামহিম বললেন, নিশ্চয় তুমি কল্যাণে অধিষ্ঠিত। আজকের দিনে আমি তোমার মাধ্যমে (মানুষকে) পাকড়াও করবো এবং তোমার কারণেই পুরস্কার প্রদান করবো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ "আর যে কেউ ইসলাম ভিন্ন অন্য মতবাদকে দীন হিসেবে অন্বেষণ করবে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।"

(ইবন কাছীর তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এ হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদই বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমদ বলেছেন, হাসান আবূ হুরায়রা (রা) থেকে কোন হাদীস শুনেন নি; কাজেই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

(٢) بَابٌ فِىْ بَيَانِ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ وَالْاِحْسَانِ

২. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমান, ইসলাম ও ইহসান প্রসঙ্গে

(٥) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُرَى (وَفِى رِوَايَةٍ لَانَرَى) عَلَيْهِ اَثَرَ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِى عَنِ الْاِسْلَامِ مَا الْاِسْلَامُ؟ فَقَالَ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ اَخْبِرْنِى عَنِ الْاِيْمَانِ، قَالَ الْاِيْمَانُ اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ؟ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاخْبِرْنِى عَنِ الْاِحْسَانِ مَا الْاِحْسَانُ؟ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاخْبِرْنِى عَنِ السَّاعَةِ ـ قَالَ مَا

الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ، قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَتِهَا - قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ؟ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ قَالَ فَلَبِثَ مَلِيًّا (وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَبِثَ ثَلَاثًا) فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ -

(৫) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমরা রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আমাদের মাঝে উদয় হলেন এক ভদ্রলোক তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ধবধবে সাদা, তাঁর কেশরাজি গাঢ় কাল, তাঁর মধ্যে সফরের কোন আলামত দৃষ্ট হচ্ছিল না (অন্য বর্ণনায় আমরা দেখতে পাইনি-সফরের চিহ্ন) এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতেও পারছে না। (যাহোক) তিনি নবী (সা)-এর কাছে তাঁর হাঁটুদ্বয় গেড়ে নবী (সা)-এর হাঁটুদ্বয়ের কাছাকাছি বসলেন এবং তাঁর দু'হাত রাখলেন তাঁর রানের উপর (অর্থাৎ সালাতের সময় মুসল্লী যেমন বসে)। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া মুহাম্মদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বর্ণনা দিন, ইসলাম কী? নবী (সা) বললেন, ইসলাম হচ্ছে– তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের সিয়াম (রোযা) পালন করবে, আর যদি তোমার সামর্থ হয় বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করবে। আগন্তুক বললেন, সত্য বলেছেন। আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম তাঁর কথায়; তিনি নিজেই প্রশ্ন করছেন আবার নিজেই তার সত্যয়ন করছেন! এরপর বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বর্ণনা দিন। নবী (সা) বললেন, ঈমান হচ্ছে– তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রাসূলগণে, শেষ দিবসে এবং তাকদীরের যাবতীয় ভাল-মন্দে। আগন্তুক বললেন, ঠিক বলেছেন, এরপর আগন্তুক বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে খবর দিন, 'ইহসান' কী? নবী (সা) বললেন, ইহসান হচ্ছে– তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমন অনুভূতি নিয়ে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। (কারণ) তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন। এবার আগন্তুক বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে কিছু বলুন। নবী (সা) বসলেন, এ বিষয়ে যাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক কিছু জানেন না। আগন্তুক বললন, (ঠিক আছে) আপনি (তাহলে) কিয়ামতের কিছু আলামত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন; রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন– (এর আলামত হচ্ছে) ক্রীতদাসী (বাঁদী) তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং তুমি দেখতে পাবে খালি মাথা ও খালি পায়ে ছাগলের পালের রাখালরা (অর্থাৎ অশিক্ষিত মূর্খ, অর্বাচীন ও নীচু স্তরের লোকজন) বিশালকায় প্রাসাদের অধিপতি হয়ে বসবে। অতঃপর আগন্তুক চলে গেলেন এবং আল্লাহর রাসূল (সা) বেশ কিছু সময় (অন্য বর্ণনায় এসেছে তিন রাত্রি নীরবে) অতিবাহিত করলেন। এরপর রাসূল (সা) আমাকে বললেন, উমর, তুমি কী জান এই প্রশ্নকর্তা কে? বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাতা। বললেন, ইনি হচ্ছেন জিব্রীল (আ), তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে। (মুসলিম, বায়হাকী ও অন্যান্য)

(٦) وَعَنْ اَبِىْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ ثُمَّ وَلَّى (اى السَّائِل) فَلَمَّا لَمْ نَرَ طَرِيْقَهُ بَعْدُ قَالَ (أى النَّبِىُّ) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللّٰهِ ثَلَاثًا هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ - وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا جَاءَنِىْ قَطُّ اِلاَّ وَاَنَا اَعْرِفُهُ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ هٰذِهِ الْمَرَّةَ -

(৬) আবূ 'আমির আল-আশ্'আরী (রা) ও নবী করীম (সা) থেকে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে (শেষাংশে) বলা হয়েছে, "অতঃপর প্রশ্নকারী চলে যান এবং আমরা যখন তাঁকে তাঁর রাস্তায় আর দেখতে পাইনি

(অদৃশ্য হয়েছেন), তখন নবী (সা) বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ তিনবার উচ্চারণ করে বললেন, ইনি জিব্রীল, তিনি এসেছিলেন মানুষকে তাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য। যাঁর হাতে আমার আত্মা তার নামে শপথ, যখনই তিনি আমার কাছে এসেছেন তখনই (সাথে সাথে) আমি তাকে চিনতে পেরেছি তবে এবার (প্রথমে চিনতে পারি নি।)

(৭) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا لَهُ فَجَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا كَفَّيْهُ عَلَى رُكْبَتَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِىْ بِالْاِسْلَامِ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لِلّٰهِ وَتَشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ اِذَا فَعَلْتُ ذَالِكَ فَاَنَا مُسْلِمٌ قَالَ اِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ اَسْلَمْتَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَحَدِّثْنِىْ مَاالْاِيْمَانُ قَالَ الْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ - قَالَ اِذَا فَعَلْتُ ذَالِكَ فَقَدْ اٰمَنْتُ قَالَ اِذَا فَعَلْتَ ذالِكَ فَقَدْ اٰمَنْتَ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِىْ مَا الْاِحْسَانُ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِحْسَانُ اَنْ تَعْمَلَ لِلّٰهِ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَحَدِّثْنِىْ مَتَى السَّاعَةُ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ - فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا هُوَ (اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ - وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) وَلٰكِنْ اِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِمَعَالِمٍ لَهَا دُوْنَ ذَالِكَ - قَالَ اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَحَدِّثْنِىْ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتَ الْاَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا اَوْ رَبَّهَا وَرَاَيْتَ اَصْحَابَ الشَّاءِ تَطَاوَلُوْنَ بِالْبُنْيَانِ وَرَاَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ كَانُوْا رُؤُسَ النَّاسِ فَذَالِكَ مِنْ مَعَالِمِ السَّاعَةِ وَاَشْرَاطِهَا، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ اَصْحَابُ الشَّاءِ وَالْحُفَاةُ الْجِيَاعُ الْعَالَةُ قَالَ الْعَرَبُ -

(৭) ইবন্ 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) তাঁর কোন এক মজলিসে বসে ছিলেন, এমন সময় জিব্রাঈল (আ) আগমন করলেন এবং রাসূলের সম্মুখে তাঁর দুই হাত রাসূলের (সা) রানের উপর রেখে আসীন হলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূল (সা) বললেন, ইসলাম হচ্ছে তুমি তোমার মুখমণ্ডল আল্লাহর কাছে নত করবে (আত্মসমর্পণ করবে) এবং সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। জিব্রাঈল বললেন, যদি আমি এরূপ করি তবে কি আমি মুসলিম? নবী (সা) বললেন, হ্যাঁ, তুমি যদি ঐরূপ কর, তবে তুমি ইসলাম (গ্রহণ) করলে, তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বলুন, ঈমান কী? নবী (সা) বললেন, ঈমান হচ্ছে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহতে, শেষ দিবসে, ফিরিশতা ও কিতাবে, নবীগণে এবং আরও বিশ্বাস করবে মৃত্যুতে এবং মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করবে, জান্নাতে ও দোযখে, হিসাব-নিকাশে, মীযানে; বিশ্বাস করবে তাকদীরের

যাবতীয় ভাল ও মন্দ বিষয়ে। জিব্রাঈল বললেন, যখন আমি তা করবো, তখন কী আমি ঈমানদার হবো? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, যখন তুমি ঐরূপ করবে তখন তুমি মুমিন (হয়ে যাবে)। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহসান সম্পর্কে আমাকে বলুন রাসূল (সা) বললেন, ইহসান হচ্ছে– তুমি আল্লাহর জন্য আমল করবে এইভাবে যে, তুমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, কারণ তুমি যদিও তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু তিনি তো তোমাকে দেখছেন! জিব্রাঈল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এবার কিয়ামত সম্পর্কে বলুন, তা কখন সংঘটিত হবে? রাসূল (সা) বললেন, পাঁচটি বিষয় (কিয়ামতসহ) রয়েছে (অদৃশ্যে) যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

তবে হ্যাঁ, তুমি যদি চাও, আমি কিয়ামতের কিছু আলামতের কথা বলতে পারি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তাই বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূল (সা) বললেন, যখন তুমি দেখতে পাবে ক্রীতদাসী (বাঁদী) তার প্রভুকে (ছেলে বা মেয়ে) প্রসব করবে (অর্থাৎ বাঁদীর গর্ভে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান উত্তরাধিকারী সূত্রে ঐ বাঁদীর মালিক হবে এবং তাকে আযাদ না করে তার সাথে দাসীসুলভ আচরণ করবে) এবং মেষ অথবা ছাগপালকদেরকে দেখতে পাবে তারা বড় বড় প্রাসাদের অধিপতি হয়ে বসেছে; আরও দেখতে পাবে খালি পা খালি মাথা ক্ষুধার্থ লোকেরা মানুষের নেতা হয়ে বসেছে। এগুলোই হচ্ছে কিয়ামতের আলামত বা লক্ষণ। জিব্রাঈল (আ) বললেন, ছাগপালক, ভূখা-নাঙ্গা, ঐসব কারা? রাসূল (সা) বললেন, বেদুঈন সম্প্রদায়।

(٨) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ اِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ الْجُفَاةُ، وَفِيْهِ وَاِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْبُهْمِ فِى الْبُنْيَانِ وَفِيْهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْاٰيَةِ زِيَادَةُ ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوْا عَلَىَّ الرَّجُلَ فَاَخَذُوْا لِيَرُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ ـ

(৮) আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) থেকে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে (কয়েকটি শাব্দিক পার্থক্য এরূপ) এসেছে খালি পা খালি গা ও কর্কশ স্বভাবের লোকেরা যখন এতে ছাগ-পালকের পরিবর্তে رعاة البهم বা 'চতুষ্পদ জন্তুর রাখাল' এসেছে এবং এতে অতিরিক্ত এসেছে পবিত্র আয়াতের পর ثم ادبر ... دينهم অর্থাৎ এরপর আগন্তুক চলে গেলেন, রাসূল (সা) বললেন, লোকটিকে তোমরা অনুসরণ কর, তারা সে মতে অনুসরণ করলো, কিন্তু তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন রাসূল (সা) বললেন, ইনি হচ্ছেন, জিব্রাঈল (আ), তিনি এসেছিলেন মানুষকে তাদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٩) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْاِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ وَالْاِيْمَانُ فِى الْقَلْبِ قَالَ ثُمَّ يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ التَّقْوٰى هٰهُنَا ـ

(৯) আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলতেন, ইসলাম হচ্ছে প্রকাশমান বিষয়, আর ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিষয় (অপ্রকাশিত) এরপর তিনি তাঁর হাত দ্বারা বক্ষের দিকে ইশারা করেন তিনবার; এরপর বলেন ঃ "তাক্ওয়া এখানে"। (আবূ ইয়ালা ও বাযযার-এর সনদ হাসান)

(٣) بَابٌ فِيمَنْ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَرَبِ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ وَاَرْكَانِهِمَا وَفِيهِ فُصُولٌ -

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈমান ও ইসলাম এবং এর স্তম্ভসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আগত প্রতিনিধিদল প্রসঙ্গে। এতে রয়েছে কয়েকটি অনুচ্ছেদ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ فِيْ وِفَادَةِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَافِدِ بَنِي سَعْدَ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ বনূ সা'দ বিন বাক্র (রা)-এর পক্ষে দামাম বিন ছা'লাবা-এর প্রতিনিধিত্ব

(١٠) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قَدْ نُهِيْنَا اَنْ نَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَجِيْئَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَكَ، قَالَ صَدَقَ، قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ، قَالَ اللّٰهُ، قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ، قَالَ اللّٰهُ، قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ، قَالَ اللّٰهُ، قَالَ فَبِالَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَ خَلَقَ الْاَرْضَ وَنَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ آللّٰهُ اَرْسَلَكَ، قَالَ نَعَمْ، قَالَ وَفَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ، قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ اللّٰهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا، قَالَ نَعَمْ، قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنْ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ، قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ آللّٰهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا، قَالَ نَعَمْ، قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ نَعَمْ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا، قَالَ نَعَمْ، قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً - قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى فَقَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ -

(১০) আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে কোন বিষয়ে রাসূলের কাছে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছিল (অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল কিন্তু আমাদের আশ্চর্যান্বিত করতো যখন দেখতাম, মফস্বল এলাকা (বেদুঈনদের আবাস) থেকে কোন জ্ঞানী (সমঝদার) ব্যক্তি এসে রাসূলকে প্রশ্ন করছে আর আমরা তা শ্রবণ করে চলছি। (এমনি একটি ঘটনা হল) দূরবর্তী মফস্বল এলাকার বাসিন্দাদের এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট এস বললো, ইয়া মুহাম্মদ, আপনার দূত (বা প্রতিনিধি) আমাদের কাছে গেছেন এবং আমাদেরকে বলেছেন যে, আপনি মনে করেন যে, আপনাকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন! রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, সত্য বলেছেন। বেদুঈন বলল, তাহলে আকাশ সৃষ্টি করেছে কে? রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ। সে বল পৃথিবী সৃষ্টি করেছে কে? তিনি বলেন, আল্লাহ। সে বললো, এইসব পাহাড় পর্বত ও পর্বতের গায়ে অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন কে? তিনি বলেন, আল্লাহ। সে বললো, যিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এইসব পাহাড় পর্বত দাঁড় করিয়েছেন, সেই আল্লাহ কি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, তিনি বলেন, হ্যাঁ। সে বললো, আপনার দূত বলেল থাকেন যে, আমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আবশ্যক করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সত্য বলেছেন। সে বললো, যে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন, তিনিই কি এই নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূল (সা)

বললেন, হ্যাঁ। বেদুঈন বললো, আপনার দূত বলে থাকেন যে, আমাদের উপর আমাদের সম্পদের যাকাত আবশ্যক করা হয়েছে। তিনি বলেন, সে সত্য বলেছে। সে বললো যে, আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন তিনিই কি এই নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূল (সা) বলেন, হ্যাঁ। বেদুঈন বললো, আপনার দূত আরো বলেন যে, আমাদের জন্য বছরে রমযান মাসের সিয়াম পালন আবশ্যক করা হয়েছে। তিনি বলেন, হ্যাঁ সত্য বলেছেন। সে বললো, যে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন, তিনিই কি এই নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ সে বললো, আপনার দূত আরো বলেন, আমাদের মধ্যে রাস্তার খরচ বহনে সমর্থ যারা তাদের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন আবশ্যক করা হয়েছে। তিনি বলেন, সত্য বলেছেন, এরপর বেদুঈন লোকটি ফিরে গেল এবং বলে গেল, শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমি এসবের উপর কিছু বৃদ্ধি করবো না এবং এর থেকে কিছু কমও করবো না, তখন রাসূল (সা) বললেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(وَعَنْهُ فِي أُخْرَى) بِنَحْوِ هٰذَا وَزَادَ قَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَرَائِيْ مِنْ قَوْمِيْ قَالَ وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُوْ بَنِيْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ـ

(অন্য এক বর্ণনায়) ও পূর্বানুরূপ বক্তব্য এসেছে; তবে অতিরিক্ত এসেছে "লোকটি বললো, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমি আমার পেছনে রেখে আসা সম্প্রদায়ের দূত (হিসেবে এখানে এসেছি) আর আমি হচ্ছি দিমাম বিন ছা'লাবা– বনূ সা'দ বিন বাক্‌র সম্প্রদায়ভুক্ত।

(বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ ও অন্যান্য)

(١١) وَعَنْ طَلْحَةَ بِنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلَامُ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا وَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ صِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ وَذَكَرَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا قَالَ وَاللّٰهِ لَا أَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ـ

(১১) তাল্‌হা বিন 'উবাইদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! ইসলাম কী? রাসূল (সা) বললেন, দিবা-রাত্রিতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। সে বললো, এ ছাড়া আমার উপর আরও কিছু সালাত আছে কী? তিনি বললেন, না। সে সিয়াম সম্পর্কেও প্রশ্ন করলো। রাসূল (সা) বলেন, রমযানের সিয়াম। সে বললো, এ ছাড়া আমার উপর আরও কোন সিয়াম আছে কী? বললেন, না। সে যাকাত প্রসঙ্গেও জানতে চাইল এবং বললো, যাকাত ছাড়া আরও কিছু আমার উপর কর্তব্য আছে কী? বললেন, না। সে বললো, আল্লাহর শপথ, আমি এর উপর কিছু অতিরিক্ত করবো না এবং এর থেকে কিছু কমও করবো না। তখন রাসূল (সা) বললেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে, তবে সে নিশ্চিত মুক্তি লাভ করেছে।

(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও অন্যান্য)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ فِيْ وِفَادَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মু'আবিয়া বিন হায়দা (রা)-এর প্রতিনিধিত্ব

(١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنُ حَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أُوْلَاءِ أَنْ لَا آتِيَكَ وَلَا آتِيَ دِيْنَكَ وَجَمَعَ بَهْزٌ بَيْنَ كَفَّيْهِ (وَفِيْ

رِوَايَةٍ حَتَّى حَلَفْتُ عَدَدَ اَصَابِعِى هٰذِهِ أَنْ لاَّاٰتِيَكَ وَلاَ اٰتِىَ دِيْنَكَ) وَاِنِّى قَدْ جِئْتُ اَمْرَءًا لاَ اَعْقِلُ شَيْئًا اِلاَّ مَا عَلَّمَنِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ وَاِنِّى اَسْئَلُكَ بِوَجْهِ اللّٰهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا اِلَيْنَا، قَالَ بِالْإِسْلاَمِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اٰيَةُ الْاِسْلاَمِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ وَمَا الْاِسْلاَمُ) قَالَ اَنْ تَقُوْلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِى وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ اَخَوَانِ نَصِيْرَانِ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ بَعْدَ مَا اَسْلَمَ عَمَلاً اَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِيْنَ اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ، مَالِى أُمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ اَلاَ اِنَّ رَبِّى دَاعِىَّ وَاِنَّهُ سَائِلُ هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِىْ وَاَنَا قَائِلٌ لَهُ رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُهُمْ، اَلاَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، ثُمَّ اِنَّكُمْ مَدْعُوُّوْنَ وَمُقَدَّمَةٌ اَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ وَاِنَّ اَوَّلَ مَا يُبِيْنُ (وَفِى رِوَايَةٍ يُتَرْجِمُ) قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ (وَفِى رِوَايَةٍ ثُمَّ إِنَّ اَوَّلَ مَا يُبِيْنُ عَنْ اَحَدِكُمْ لَفَخِذُهُ وَكَفُّهُ) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا دِيْنُنَا، قَالَ هٰذَا دِيْنُكُمْ وَاَيْنَمَا تُحْسِنْ يَكْفِكَ.

(১২) মু'আবিয়া বিন হায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আল্লাহর শপথ, আমি আপনার নিকট আসার পূর্বে এর (দশবারের) অধিক শপথ পাঠ করেছি যে, আপনার নিকট আসবো না এবং আপনার দীনও গ্রহণ করবো না এসময় বাহায (একজন রাবী) তাঁর হাত দু'টি একত্রিত করেন। অন্য বর্ণনায় আমার এই অঙ্গুলি সমান সংখ্যকবার শপথ করেছি যে, আপনার কাছে আসবো না এবং আপনার দীনও গ্রহণ করবো না) আমি প্রায়শ এমনসব লোকের সাক্ষাৎ পাই (যাঁদের কাছ থেকে দীন সম্পর্কে) কিছুই বুঝতে পারি না, তবে হ্যাঁ, যা আমাকে আল্লাহ ও রাসূল শিক্ষা দিয়েছেন (তা ব্যতীত)। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে প্রশ্ন করছি আমাদের প্রভু আপনাকে আমাদের কাছে কী দিয়ে প্রেরণ করেছেন? রাসূল (সা) বললেন, ইসলাম দিয়ে। মু'আবিয়া বললেন, ইসলামের চিহ্ন কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ, (অন্য বর্ণনায় ইসলাম কি?) তিনি বললেন– তা হচ্ছে এই যে, তুমি বলবে, আমি আমার মুখমণ্ডল (নিজ সত্তা) সমর্পণ করলাম (আল্লাহর নিকট) এবং যাবতীয় শিরক থেকে নিজকে মুক্ত করলাম এবং সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং (জেনে রেখ) প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জীবন (হরণ) হারাম। তারা পরস্পর সহযোগী, ভাই। ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ মুশরিকসুলভ শিরক করলে আল্লাহ তার কোন নেক আমল গ্রহণ করেন না যতক্ষণ না সে তওবা করে মুসলিমদের দলে ফিরে আসে এবং মুশরিকদের মধ্যে ভাঙন ধরায়। তোমাদের এ কী অবস্থা যে, যে আমি তোমাদেরকে তোমাদের কোমরের রশিতে ধরে অগ্নি থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করছি, (আর তোমরা ফসকে (নরকে) পতিত হচ্ছ)? মনে রেখ, আমার প্রভু আমাকে আহ্বান জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি কি আমার বান্দাদের কাছে (আমার বার্তা) পৌছে দিয়েছ? আর আমি উত্তরে বলেছি, ইয়া রব, নিশ্চয় আমি তাদের কাছে পৌছে দিয়েছি। সাবধান, তোমাদের মধ্যে উপস্থিতজন যেন অনুপস্থিতকে (আমার বার্তা) পৌছে দেয়। এরপর তোমাদেরকেও (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ডাক দেওয়া হবে (জওয়াবদিহীর জন্য) এবং (সেই দিন) তোমাদের মুখে (জিহ্বায়) ছাক্নি (আঁটি) লাগিয়ে দেওয়া হবে (এবং তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে) এবং সর্বপ্রথম অঙ্গ সাক্ষ্য দিবে তা হচ্ছে একথা বলে রাসূল (সা) তাঁর হাত দিয়ে তাঁর রানের উপর মৃদু আঘাত করেন (অন্য বর্ণনায় এসেছে, নিশ্চয় সর্বপ্রথম যে অঙ্গ তোমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে তা হচ্ছে তোমাদের উরু এবং হাতের তালু)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এই কি তবে আমাদের দীন? তিনি বললেন, এই তোমাদের দীন, তোমরা এর যত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে তা-ই কাজে আসবে। (হাকিম ও নাসাঈ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ فِىْ وِفَادَةِ رَزِيْنَ الْعُقَيْلِى وَاسْمُهُ لَقِيْطُ بْنُ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ রাযীন আল-উকায়লী (রা)-এর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক ঃ তাঁর প্রকৃত নাম লাকীত ইবন আমের (রা)

(١٣) عَنْ أَبِىْ رَزِيْنُ الْعُقَيْلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ، قَالَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَاَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُّ اِلَيْكَ مِنْ أَنْ تُشْرِكَ بِاللّٰهِ وَاَنْ تُحِبَّ غَيْرَ ذِىْ نَسَبٍ لَاتُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاذَا كُنْتَ كَذَالِكَ فَقَدْ دَخَلَ حُبُّ الْاِيْمَانِ فِىْ قَلْبِكَ كَمَا دَخَلَ حُبُّ الْمَاءِ لِلظَّمْئَانِ فِى الْيَوْمِ الْقَائِظِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِىْ بِاَنْ اَعْلَمَ اِنِّىْ مُؤْمِنٌ قَالَ مَامِنْ أُمَّتِىْ اَوْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ عَبْدٌ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَيَعْلَمُ اَنَّهَا حَسَنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَازِيْهِ بِهَا خَيْرًا وَلَا يَعْمَلُ سَيِّئَةً فَيَعْلَمُ اَنَّهَا سَيِّئَةٌ وَاسْتَغْفَرَاللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا وَيَعْلَمُ اَنَّهُ لَايَغْفِرُ اِلاَّهُوَالاَّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ـ

(১৩) আবূ রাযীন আল ‘উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঈমান কী তিনি বললেন, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার নিকট অন্য সকলের চেয়ে প্রিয়তম হবে এবং আল্লাহর সাথে শরীক করার চেয়ে তুমি অগ্নিতে দগ্ধ হওয়াকে অধিক পছন্দ করবে আর তুমি অনাত্মীয় কাউকে ভালবাসবে কেবল আল্লাহর (ভালবাসার) জন্য। যখন তুমি ঐরূপ হতে পারবে, তখন (বুঝতে হবে যে,) ঈমান-প্রীতি তোমার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে, ঠিক যেমন অত্যধিক গরমের দিনে তৃষ্ণার্থের মনে পানির প্রীতি স্থান করে নেয়। আমি বললাম, আমি কিভাবে জানতে পারবো যে, আমি মু'মিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)? তিনি বললেন, আমার উম্মতের যে কেউ অথবা এই উম্মতের যে কোন বান্দা ভাল কর্মকে ভাল জ্ঞান করে আমল করবে এবং এ জন্য আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। আর যখন কোন খারাপ কর্ম করে এবং বুঝতে পারে এটা খারাপ তখন এই বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, ক্ষমা করার মালিক একমাত্র তিনিই তখন (বুঝতে হবে) এই লোকটি নিশ্চিতই মু'মিন।

اَلْفَصْلُ الرَّابِعُ فِىْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে

(١٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِمَّنِ الْوَفْدُ اَوْقَالَ الْقَوْمُ قَالُوْا رَبِيْعَةَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ اَوْ قَالَ الْقَوْمِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَانَدَامَى قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَيْنَاكَ مِنْ شِقَّةٍ بَعِيْدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَلَسْنَا نَسْتَطِيْعُ اَنْ نَاتِيَكَ اِلاَّ فِىْ شَهْرٍ حَرَامٍ ـ فَاَخْبِرْنَا بِاَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُبِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَسَأَلُوْهُ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ ـ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ـ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ

اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَاَنْ تُعْطُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ النَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ اَحْفِظُوْهُنَّ وَاَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَائَكُمْ -

(১৪) আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল কায়েস (রা)-এর প্রতিনিধিদল যখন মদীনায় রাসূল (সা)-এর নিকট আগমন করে, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোন্ গোত্রের প্রতিনিধি দল? (অথবা কোন্ সম্প্রদায়ের) তারা বললেন, রাবীআ (গোত্রের)। রাসূল (সা) বললেন, প্রতিনিধিদলকে স্বাগতম অথবা বললেন, সম্প্রদায়কে যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান সহকারে স্বাগতম, তাঁরা যেন এতটুকু অপমানিত ও লজ্জিত না হয়, তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা অনেক দূরাঞ্চল থেকে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি, আপনি এবং আমাদের মাঝে মুদার গোত্রের কাফিরদের বাধার প্রাচীর রয়েছে, তাই আমরা 'শাহরে হারাম' বা পবিত্র মাস ব্যতীত (অন্য কোন সময়) আপনার নিকট আসতে সক্ষম নই। সুতরাং আপনি (মেহেরবানীপূর্বক) আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের কথা বলুন যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং আমাদের পেছনে যারা আছেন তাঁদের কাছেও সেই সংবাদ পৌঁছে দিতে পারি। প্রসঙ্গত তারা পানীয় (ও পানীয় দ্রব্যের পাত্রাদি) সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন রাসূল (সা) তাদেরকে চারটি বিষয়ে আদেশ এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ প্রদান করেন। রাসূল (সা) তাদেরকে 'ঈমান বিল্লাহ'-এর নির্দেশ দান করেন এবং বলেন, তোমরা কী আল্লাহর প্রতি ঈমান এর তাৎপর্য জান? তারা বললেন, আল্লাহ ও তদীয় রাসূল উত্তম জ্ঞাত।

রাসূল (সা) বললেন, সাক্ষ্য দেয়া এই মর্মে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের সিয়াম পালন করা এবং তোমরা তোমাদের 'গনীমত' যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ) থেকে এক পঞ্চমাংশ দান করবে (আল্লাহর রাস্তায়)।

এবং আল্লাহর রাসূল (সা) তাদেরকে চারটি পানীয় পাত্রের ব্যবহার করতে নিষেধ করেন, পাত্রগুলো হচ্ছে 'দুব্বা' (কদুর শুকনো খোলের তৈরী) হান্তাম' (সবুজ রং এর তৈলযুক্ত কলস।) নাক্বীর বৃক্ষের কাণ্ড থেকে তৈরী ও 'মুযাফ্ফাত' ধুনা লাগানো পাত্র অথবা 'মুকায়্যার' (এ পাত্রগুলো তৎকালীন আরবে বিশেষ করে মদ তৈরী ও মদপাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো)।

রাসূল (সা) বললেন, এ বিষয়গুলো যত্নসহকারে মনে রাখবে (পালন করবে) এবং এ বিষয়ে তোমাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকে জানিয়ে দিবে। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

اَلْفَصْلُ الْخَامِس فِى وِفَادَةِ ابْنِ الْمُنْتَفَقْ مِنْ قَيْس رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ ইবনুল মুন্তাফিক-এর প্রতিনিধিত্ব

(১৫) عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَشْكُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَنْطَلَقْتُ اِلَى الْكُوْفَةِ لِاَجْلِبَ بِغَالاً قَالَ فَاَتَيْتُ السُّوْقَ وَلَمْ تَقُمْ قَالَ قُلْتُ لِصَاحِبٍ لِىْ لَوْ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ وَمَوْضِعُهُ يَوْمَئِذٍ فِىْ اَصْحَابِ التَّمْرِ فَاِذَا فِيْهِ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُنْتَفِقِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَصَفَ لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَطَلَبْتُهُ بِمِنًى فَقِيْلَ لِىْ هُوَ بِعَرَفَاتٍ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ فَزَاحَمْتُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لِىْ اِلَيْكَ عَنْ طَرِيْقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُوا الرَّجُلَ أَرِبَ مَالَهُ قَالَ فَزَاحَمْتُ عَلَيْهِ حَتَّى خَلَصْتُ اِلَيْهِ قَالَ فَاَخَذْتُ بِخِطَامِ رَاحِلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ

قَالَ زِمَامِهَا هٰكَذَا حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ قُلْتُ ثِنْتَانِ اَسْأَلُكَ عَنْهُمَا ـ مَايُنَجِّيْنِى مِنَ النَّارِ وَمَايُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ ـ قَالَ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ نَكَسَ رَأْسَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَىَّ بِوَجْهِهِ قَالَ لَئِنْ كُنْتَ اَوْ جَزْتَ فِى الْمَسْأَلَةِ لَقَدْ اَعْظَمْتَ وَاَطْوَلْتَ فَاعْقِلْ عَنِّىْ اِذًا أَعْبُدِ اللّٰهَ لَاتُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَاَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ، وَاَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ وَمَا تُحِبُّ اَنْ يَفْعَلَهُ بِكَ النَّاسُ فَافْعَلْ بِهِمْ وَمَاتُكْرَهُ اَنْ يَأْتِى اِلَيْكَ النَّاسُ فَذَرِ النَّاسَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ خَلِّ سَبِيْلَ الرَّاحِلَةِ ....

(১৫) মুগীরা বিন আবদিল্লাহ্ আল-ইয়াশকুরী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি খচ্চর ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কূফা গমন করি। বাজারে গিয়ে দেখলাম বাজার বসেনি। তখন আমি আমার একমাত্র সঙ্গীকে বললাম, চল, আমরা মসজিদে প্রবেশ করি, ঐ সময় মসজিদটি ছিল খেজুরের আড়ৎদারদের এলাকায় অবস্থিত। মসজিদে গিয়ে দেখলাম কায়েস গোত্রের এক লোক তাঁর নাম ইবনুল মুন্তাফিক বললেন, আমাকে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। আমি (সেই সূত্র ধরে) তাঁকে মিনায় তালাশ করলাম। আমাকে বলা হলো যে, তিনি আরাফাতে আছেন। আমি সেখানে দ্রুত পৌঁছে গেলাম এবং তাঁকে ভিড়ের মধ্যে পেয়ে গেলাম। (আমি ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করলাম) তখন আমাকে বলা হলো, রাসূল (সা)-এর রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও (কিন্তু রাসূল (সা) আমার অবস্থা দেখতে পেয়ে) বললেন, একে আসতে দাও, বেচারা (ধ্বংস করেছে নিজকে) সে কী চায়? তখন আমি ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম এবং আমি রাসূল (সা)-এর বাহনের লাগাম ধরলাম, অথবা বললেন তার উষ্ট্রের লাগাম ধরলাম।

এভাবেই মুহাম্মদ বিন জুহাদা (হাদীসটি) বর্ণনা করেন ঃ আমি বললাম, দু'টি বিষয়ে আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করবো (এক) দোযখ থেকে কিসে আমার মুক্তি? এবং (দুই) আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো কী করে? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, এরপর মাথা নোয়ান এবং আমার দিকে তাঁর মুখমণ্ডল ফিরিয়ে বলেন, তোমার জ্ঞাতব্য প্রশ্নটি সংক্ষিপ্ত বটে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য বিরাট ও বিস্তৃত। সুতরাং শোন (এবং বুঝতে চেষ্টা কর) তা হল ঃ আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। ফরয সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে, রমযানের সিয়াম পালন করবে এবং মানুষের কাছ থেকে তুমি যে ধরনের আচরণ প্রত্যাশা কর, তাদের সাথে সেই ধরনের আচরণ করবে; আর মানুষের কাছ থেকে তুমি যে ধরনের আচরণ ও ব্যবহার অবাঞ্ছিত মনে কর, সে ধরনের আচরণ তুমি অন্যের সাথে পরিহার করবে। এরপর বললেন, এবার উটের রাস্তা ছেড়ে দাও।

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُنْجِيْنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ بَخٍ بَخٍ لَئِنْ كُنْتَ قَصَّرْتَ فِى الْخُطْبَةِ لَقَدْ اَبْلَغْتَ فِى الْمَسْأَلَةِ ـ اتَّقِ اللّٰهَ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ خَلِّ عَنْ طَرِيْقِ الرِّكَابِ ـ

(একই বর্ণনাকারী থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বক্তব্যই এসেছে) তবে তাতে আরও বলা হয়েছে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন এক আমলের কথা বাত্লে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং অগ্নি থেকে মুক্তি দেবে। রাসূল (সা) বললেন, বাহ্ বাহ্, চমৎকার! যদিও তুমি তোমার ভাষণ সংক্ষিপ্ত করেছ, কিন্তু তোমার

জ্ঞাতব্য প্রশ্ন চূড়ান্ত করেছ। "আল্লাহকে ভয় করবে; আল্লাহর সাথে শরীক করবে না; সালাত কায়েম করবে; যাকাত প্রদান করবে; বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে; রমযানের সিয়াম পালন করবে।" (এবার) বাহনের রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াও।"

اَلْفَصْلِ السَّادِسْ فِىْ وَفْدَةِ رِجَالُ مِّنَ الْعَرَبْ لَمْ يُسَمُّوْا

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ আরব বেদুঈনদের কিছু লোকের প্রতিনিধিত্ব

(١٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاَسْلَامُ قَالَ اَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ قَالَ فَاَىُّ الْاَسْلَامُ اَفْضَلُ ـ قَالَ الْاِيْمَانُ (وَفِى رِوَايَةَ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ) قَالَ وَمَا الْاِيْمَانُ قَالَ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ (وَفِى رِوَايَةِ قَالَ وَمَا الْاِيمَانُ قَالَ الصَّبْرُوَ السَّمَاحَةُ) قَالَ فَاَىُّ الْاِيْمَانُ اَفْضَلُ قَالَ الْهِجْرَةُ قَالَ فَمَا الْهِجْرَةُ ـ قَالَ تَهْجُرُ السُّوْءَ قَالَ فَاَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلَ قَالَ الْجِهَادُ، قَالَ وَمَا الْجِهَادُ قَالَ اَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ اِذَا لَقِيْتُمْ ـ قَالَ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ ـ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَاُهْرِيْقَ دَمُهُ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اِلاَّ مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهَا حَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ اَوْ عُمْرَةٌ ـ

(১৬) আমর বিন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলাম কী? তিনি বললেন, ইসলাম হচ্ছে তোমার অন্তর সমর্পিত হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং মুসলিমগণ তোমার জিহ্বা ও হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। লোকটি বলল, কোন, ইসলাম সর্বোত্তম? তিনি বললেন, ঈমান (অন্য বর্ণনায় উত্তম চরিত্র), সে বললো ঈমান কী? বললেন, বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর এবং তাঁর ফিরিশতায়, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রাসূলগণে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে।[(অন্য বর্ণনায় সে বললো, ঈমান কী? তিনি বললেন, সবর (ধৈর্য) ও 'সামাহাত' (ক্ষমা)। সে বললো, কোন্ ঈমান উত্তম? তিনি বললেন, হিজরত। সে বললো, হিজরত কি? তিনি বললেন, খারাপ পরিত্যাগ করা। বললো, কোন্ হিজরত সর্বোত্তম? বললেন, জিহাদ। বললো, জিহাদ কী? বললেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের মুকাবিলার সময়। বললো, কোন্ জিহাদ উত্তম? বললেন, যার সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে এবং যার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) (আরও) বলেন, এছাড়াও আরো দু'টি আমল আছে যা অত্যন্ত উত্তম তা হচ্ছে 'হজ্জ-মাবরুর' (কবুল হজ্জ) অথবা 'উমরাহ্। (তিবরানী, হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)

(١٧) وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَاَلِجُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ اَخْرُجِىْ اِلَيْهِ فَاِنَّهُ لَايُحْسِنَ الْاَسْتِئْذَانَ فَقُوْلِى لَهُ فَلْيَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَاَدْخُلُ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذَالِكَ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَاَدْخُلُ قَالَ فَاَذِنَ لِى اَوْ قَالَ فَدَخَلتُ فَقُلْتُ بِمَ اُتَيْتَنَابِهِ قَالَ لَمْ اٰتِكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ اَتَيْتُكُمْ بِاَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسَبُهُ قَالَ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنْ تَدْعُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَاَنْ تُصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَاَنْ تَصُوْمُوْا مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا وَاَنْ تَحُجُّوْا الْبَيْتَ، وَاَنْ تَاْخُذُوا مِنْ مَالِ اَغْنِيَائِكُم فَتَرُدُّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ قَالَ فَقَالَ هَلْ بَقِىَ مِنَ الْعِلْمِ شَئٌ لَاتَعْلَمُهُ قَالَ قَدْ عَلَّمَنِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا وَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَالاَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ اللّٰهُ (اِنَّ اللّٰهَ

عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي الاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَاتَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ" .

(১৭) রিব'য়ী বিন হিরাশ বনী 'আমির গোত্রের জনৈক সাহাবী (রা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন; সে নবী করীম (সা)-এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলো এবং বললো, আমি প্রবেশ করবো কী? তখন নবী (সা) তাঁর খাদেমকে বললেন, বের হয়ে লোকটিকে বলে দাও। সে অনুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করছে না। তাকে বলে দাও, সে যেন বলে, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি প্রবেশ করবো কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে ঐরূপই বলতে শুনলাম। তখন আমি বললাম, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি প্রবেশ করবো কি? তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন, অথবা বললেন, আমি প্রবেশ করলাম এবং রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাদের কাছে কী নিয়ে আগমন করেছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছি, তা সবই কল্যাণকর। আমি তোমাদের কাছে (বার্তা) নিয়ে এসেছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর কোন শরীক নেই। শু'বা বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ (তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই) এবং তোমরা লাত ও উয্‌যাকে পরিত্যাগ করবে এবং তোমরা রাত-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করবে ,বছরে একমাস সিয়াম পালন করবে, বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করবে। তোমাদের ধনীদের নিকট থেকে তাদের সম্পদের কিছু অংশ আদায় করে তোমাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করবে। লোকটি বললো, আরো কোন ইল্‌ম জানার বাকী আছে কি? তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাকে কল্যাণকর ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছেন এবং কিছু ইল্‌ম এমন আছে যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়।.... اِنَّ اللّٰهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট আছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না সে আগামীকাল কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন, স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সর্ব বিষয়ে অবহিত। (আল কুরআন)

(١٨) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَرَزْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِذَا رَاكِبٌ يُوْضِعُ نَحْوَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاَنَّ هٰذَا الرَّاكِبَ اِيَّاكُمْ يُرِيْدُ قَالَ فَانْتَهَى الرَّجُلُ اِلَيْنَا فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَيْنَ اَقْبَلْتَ قَالَ مِنْ اَهْلِىْ وَوَلَدِىْ وَعَشِيْرَتِىْ قَالَ فَأَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَدْ اَصَبْتَهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ مَا الاِيْمَانُ قَالَ تَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ تَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، قَالَ قَدْ أَقْرَرْتُ قَالَ ثُمَّ اَنَّ بَعِيْرَهُ دَخَلَتْ يَدُهُ فِىْ شَبْكَةِ جُرْذَانٍ فَهَوَى بَعِيْرُهُ وَهَوَى الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَى هَامَتِهِ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ بِالرَّجُلِ قَالَ فَوَثَبَ اِلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَحُذَيْفَةُ فَاَقْعَدَاهُ فَقَالاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُبِضَ الرَّجُلُ قَالَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا رَأَيْتُمَا اِعْرَضِىْ عَنِ الرَّجُلِ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ يَدُسَّانِ فِىْ فِيْهِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ مَاتَ جَائِعًا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا وَاللّٰهِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالَ اللّٰهُ فِيْهِمْ (اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

أُولٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ) ثُمَّ قَالَ دُوْنَكُمْ أَخَاكُمْ قَالَ فَاحْتَمَلْنَاهُ إِلَى الْمَاءِ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ وَ حَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ قَالَ فَقَالَ الْحِدُوْا وَلَا تَشُقُّوْا فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا (وَعَنْهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ إِذْ رُفِعَ لَنَا شَخْصٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتْ يَدُ بَكْرِهِ فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الَّتِيْ تَحْفُرُ الْجُرْذَانُ وَقَالَ فِيْهِ هٰذَا مِمَّنْ عَمِلَ قَلِيْلًا وَأُجِرَ كَثِيْرًا ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) إِنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِيْ مَسِيْرِهِ فَدَخَلَ خُفُّ بَعِيْرِهِ فِيْ جُحْرِ يَرْبُوْعٍ فَوَقَصَهُ بَعِيْرُهُ فَمَاتَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمِلَ قَلِيْلًا وَأُجِرَ كَثِيْرًا قَالَهَا حَمَّادٌ ثَلَاثًا، اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا ـ

(১৮) জারীর বিন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে (কোন এক সফরে) বের হলাম। যখন আমরা মদীনা থেকে বের হয়েছি তখন দেখলাম, একজন উষ্ট্রারোহী আমাদের দিকে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। রাসূল (সা) বললেন, এই আরোহী মনে হচ্ছে তোমাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। লোকটি (অল্পক্ষণের মধ্যেই) আমাদের কাছে এসে পৌঁছালো এবং আমাদেরকে সালাম জানালো। আমরা তার সালামের উত্তর দিলাম এবং নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? সে বললো, আমার পরিবার, সন্তানাদি ও গোত্র থেকে। বললেন, কোথায় যাচ্ছ? সে বললো, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে চাই। রাসূল (সা) বললেন, তুমি তাঁকে পেয়ে গিয়েছ। বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), ঈমান কী আমাকে শিখিয়ে দিন, তিনি বললেন, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের সিয়াম পালন করবে, বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। সে বললো, আমি তা স্বীকার করে নিয়েছি। এরপর এই লোকটির উটের সম্মুখস্থ পা ইঁদুরের গর্তে ঢুকে পড়ে, ফলে উটটি উপুড় হয়ে পড়ে যায় এবং লোকটিও উপুড় হয়ে পড়ে যায়। (শুধু তাই নয়)। লোকটির মাথা নিচের দিকে পড়াতে তার মৃত্যু হয়। রাসূল (সা) বললেন, লোকটির কর্তব্য আমার উপর (বর্তেছে)। অতঃপর আম্মার বিন ইয়াসির (রা) ও হুযায়ফা (রা) তাঁর দিকে ছুটে গেলেন এবং লোকটিকে ধরে ফেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটির মৃত্যু হয়েছে, রাসূল (সা) লোকটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আমি লোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, কারণ আমি দেখতে পেলাম, দুইজন ফিরিশতা লোকটির মুখে জান্নাতের ফলাদি তুলে দিচ্ছে। তখনই আমি বুঝতে পারলাম, লোকটি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। এরপর আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, এ হচ্ছে, আল্লাহর শপথ, যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের (শিরক্) সাথে সংমিশ্রিত করে না তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত।" (তাদের অন্তর্ভুক্ত) অতঃপর বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের দাফন, কাফনের ব্যবস্থা কর। অতঃপর আমরা তাকে পানির কাছে নিয়ে গোসল করালাম সুগন্ধি লাগালাম, কাফন পরালাম এবং কবরের দিকে নিয়ে গেলাম, রাসূল (সা)-ও সেখানে গমন করলেন এবং কবরের পার্শ্বে উপবেশন করে বললেন, তোমরা একে 'লাহাদ' (কবর) দাও, সাধারণ কবর দিও না। কেননা 'লাহাদ' পার্শ্বকবর আমাদের এবং সোজা কবর অন্যদের জন্য।"

(একই বর্ণনাকারী থেকে অন্য সূত্রে এসেছে) আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে (সফরে) বের হলাম এবং রাস্তা অতিক্রম করে চলছিলাম এমন সময় একজন লোকের সাথে দেখা হলো। এরপরের বর্ণনা পূর্বানুরূপ। তবে এখানে

বলা হয়েছে, উটের হাত (সম্মুখের পা) ইঁদুর যেসব গর্ত করে থাকে তার একটিতে পড়ে গেল এবং এতে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ হচ্ছে ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যারা আমল করেছে কম, কিন্তু প্রতিদান পেয়েছে বেশী।

(একই বর্ণনাকারী থেকে তৃতীয় একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে– এক ব্যক্তি আগমন করলো এবং ইসলামে প্রবেশ করলো এবং রাসূল (সা) তাকে চলতি পথে ইসলাম শিক্ষা দিয়ে চলছিলেন; এমতাবস্থায় ঐ লোকটির উটের ক্ষুর নেউলের গর্তে প্রবেশ করলো এবং তার উট তাকে ফেলে দিয়ে গর্দান মটকে দিল, লোকটির মৃত্যু হলো। তখন রাসূল (সা) তার কাছে এসে বললেন, এ (মৃত ব্যক্তি) আমল করেছে কম, কিন্তু প্রতিদান পেয়েছে অনেক বেশী; হাম্মাদ এ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন "اَللَّحدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا" অর্থাৎ 'লাহাদ (সোজা কবর) আমাদের এবং শাক (পার্শ্ব কবর) অন্যদের জন্য"। (তাবারানী ইবন্ আবূ হাতিম, হাদীসটির সনদ ত্রুটিযুক্ত)

(١٩) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا اَزِيْدُ عَلَى هٰذَا شَيْئًا اَبَدًا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى هٰذَا ـ

(১৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ,! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা করলে পরে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না; ফরয সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রমযানের সিয়াম পালন করবে, লোকটি বললো, মুহাম্মদের জীবন যাঁর হাতে, সেই সত্তার শপথ, আমি এর উপর আর কিছুই কখনও অতিরিক্ত করবো না এবং এর চেয়ে কমও করবো না। যখন লোকটি চলে গেল, নবী করীম (সা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতবাসীকে দেখতে পছন্দ করে, সে যেন এই লোকটিকে দেখে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

(٤) بَابُ فِى اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামের রুকন এবং এর বৃহৎ খুঁটিসমূহ প্রসঙ্গে

(٢٠) عَنْ اَبِى سُوَيْدٍ الْعَبْدِى قَالَ اَتَيْنَا بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَجَلَسْنَا بِبَابِهٖ لِيُؤْذَنَ لَنَا قَالَ اَبْطَاءَ عَلَيْنَا الْاِذْنُ قَالَ فَقُمْتُ اِلَى جُحْرٍ فِى الْبَابِ فَجَعَلْتُ اَطَّلِعُ فِيْهِ فَفَطِنَ بِىْ فَلَمَّا اَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ اَيُّكُمْ اطَّلَعَ اَنِفًافِى دَارِى قَالَ قُلْتُ اَنَا قَالَ بِاَىِّ شَيْءٍ اسْتَحْلَلْتَ اَنْ تَطَّلِعَ فِى دَارِىْ قَالَ قُلْتُ اَبْطَاءَ عَلَيْنَا الْاِذْنُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَتَعَمَّدْ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ سَالُوْهُ عَنْ اَشْيَاءَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَقَامَ الصَّلَاةِ وَاِتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ، قُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَاتَقُوْلُ فِى الْجِهَادِ قَالَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ (وَمِنْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بِشْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، حَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اَلْجِهَادُ حَسَنٌ هٰكَذَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২০) আবূ সুয়াইদ আল-'আব্দী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত ইবন্ উমর (রা)-এর নিকট আসি এবং তাঁর ঘরের দরজার কাছে বসে অনুমতির অপেক্ষা করতে থাকি। (কিন্তু) অনুমতি পেতে বেশ বিলম্ব হতে থাকে। তখন (এক পর্যায়ে) আমি দরজায় ফুটো পাই এবং তা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করি। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করেন। অনুমতি পাওয়া গেলে আমরা গৃহে গিয়ে বসলাম, তিনি বললেন, একটু আগে তোমাদের মধ্যে কে আমার গৃহে উঁকি দিচ্ছিল? বললাম, আমি। তিনি বললেন, তুমি কিসের বলে আমার গৃহে উঁকি দেওয়া বৈধ মনে করলে? আমি বললাম, অনুমতি পেতে বেশ বিলম্ব হচ্ছিল তাই একটু খোঁজ নেওয়ার জন্য দেখছিলাম; এটা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে (গোপন বিষয় জানার জন্য) করিনি। (যাহোক) অতঃপর তাঁকে লোকজন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নাদি করে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর। (এক) সাক্ষ্য দেওয়া এই মর্মে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; (দুই) সালাত কায়েম করা (তিন) যাকাত প্রদান করা (চার) বায়তুল্লাহর হজ্ব করা এবং (পাঁচ) রমযানের সিয়াম পালন করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া আবা 'আবদির রহমান জিহাদ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি জিহাদ করে, সে তার নিজের (সত্তার কল্যাণার্থেই) করে। (অন্য বর্ণনায় আছে) হযরত ইয়াযীদ বিন বিশ্‌র ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন– ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর (১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দান (২) সালাত কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) বায়তুল্লাহর হজ্ব করা (৫) রমযানের সিয়াম রাখা। তখন তাঁকে জনৈক ব্যক্তি বললেন – এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। ইবন্ উমর (রা) বললেন, জিহাদ খুবই ভাল, আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদেরকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও অন্যান্য, তিরমিযী হাদীসটি সহীহ ও হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।)

(٢١) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ -

(২১) জারীর বিন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেওয়া; সালাত কায়েম করা; যাকাত প্রদান করা; বায়তুল্লাহর হজ্ব করা এবং রমযানের সিয়াম পালন করা। (হাইছুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ আবূ ইয়ালা, তিবরানী বর্ণনা করেছেন। আহমদের সনদ সহীহ।)

(٢٢) وَعَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللّٰهُ فِى الْاِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِيْنَ عَنْهُ شَيْئًا حَتّٰى يَأْتِى بِهِنَّ جَمِيْعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ -

(২২) যিয়াদ বিন নু'আঈম আল-হাদ্‌রামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, চারটি বিষয় আল্লাহপাক ইসলামে ফরয করেছেন, যে কেউ যদি (তন্মধ্যে) তিনটি দখল করে, তবে তা তার কোন কাজে আসবে না, যতক্ষণ না সে ঐ সবগুলো পালন করবে। (সেগুলো হচ্ছে) সালাত, যাকাত, রমযানের সিয়াম ও বায়তুল্লাহর হজ্ব। (তিবরানী; এ হাদীসের একটি সূত্রও পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়।)

(٢٣) وَعَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ حَتّٰى يَشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ وَحَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ

بَعْدَ الْمَوتِ وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدرِ .... (وَعَنْهُ بِلَفْظٍ آخرِ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُؤْمِنَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتَ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ -

(২৩) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করীম (সা) বলেছেন কোন বান্দা মু'মিন হবে না যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি আমাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে (যতক্ষণ না) বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপন করবে। (একই বর্ণনাকারী থেকে অন্য বর্ণনায় আছে)

রাসূল (সা) বলেছেন, কোন বান্দা মু'মিন হবে না চারটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত। বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর উপর এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে এমর্মে যে, আল্লাহ আমাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন, বিশ্বাস স্থাপন করবে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে তাকদীরে ভাল কিংবা মন্দ যা-ই হোক। (তাবারানী)

(٢٤) وَعَنِ السُّدُوْسِىِّ يَعْنِى ابْنَ الْخَصَاصِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُبَايِعَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَىَّ شَهَادَةَ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنْ أُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَأَنْ أُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ وَاَن اَحُجَّ حَجَّةَ الْاِسْلاَمِ وَاَن اَصُوْمَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَأَنْ أُجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا اثْنَتَانِ فَوَاللّٰهِ مَا اُطِيْقُهُمَا الْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ فَاِنَّهُمْ زَعَمُوْا اَنَّ مَنْ وَلَّى الدُّبُرَ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ فَاَخَافُ إِنْ حَضَرْتُ تِلْكَ جَشِعَتْ نَفْسِىْ وَكَرِهَتْ الْمَوْتَ وَالصَّدَقَةُ فَوَاللّٰهِ مَالِى الأَغُنَيْمَةٌ وَعَشْرُ ذَوْدٍ هُنَّ رِسْلُ اَهْلِىْ وَحُمُوْلَتُهُمْ، قَالَ فَقَبَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ حَرَّكَ يَدَهُ ثُم قَالَ فَلاَجِهَادَ وَلاَصَدَقَةَ فَلِم تَدْخُلِ الْجَنَّةَ اِذًا قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا أُبَايِعُكَ قَالَ فَبَايَعْتُ عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ -

(২৪) আস-সুদূসিয়্যু অর্থাৎ ইবন আল-খাসাসিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট 'বাই'আত' হওয়ার জন্য আসলাম। তিনি আমাকে (কয়েকটি বিষয়ে) শর্ত দিলেন তা হচ্ছে; আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এই সাক্ষ্য দেবো; সালাত কায়েম করবো; যাকাত আদায় করবো; ইসলামের রীতি অনুসারে হজ্ব পালন করবো, রমযানের সিয়াম পালন করবো এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবো। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, (এ বিষয়গুলোর মধ্যে) দু'টি পালন করার সাধ্য আমার নেই; জিহাদ ও সাদ্‌কা (যাকাত)। কারণ সবাই মনে করে থাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে পলায়ন করবে, সে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে। সুতরাং আমার আশঙ্কা যদি আমি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি, তবে আমি ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বো এবং আমার মৃত্যু হবে, যা আমি চাই না, আর সাদ্‌কা (যাকাত)! আল্লাহর শপথ, আমার তো সামান্য ক'টা ছাগল আর গোটা দশেক উট (বাচ্চা উট) রয়েছে যা আমার পরিবারের সম্বল ও বাহন। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁর হাত ধরলেন এবং নাড়াচাড়া করলেন, আর বললেন ও (বুঝেছি), জিহাদ নয় সাদ্‌কাও নয়; তো তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে কী জন্য? (অর্থাৎ এ দু'টি ছাড়াই তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে তা কি কখনও হতে পারে?) তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি (সব শর্ত মেনে নিয়ে) আপনার হাতে বাই'আত হবো এবং আমি এসব বিষয়ের উপর বাই'আত' করলাম। (আহমদ ও তাবারানী, আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।)

(٢٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ - فَاِنْ اَطَاعُوْكَ لِذَٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا بَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ -

(২৫) ইবন্ 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তাঁকে; রাসূল (সা) যখন মু'আয ইবন্ জাবাল (রা)-কে ইয়ামেন প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেন, তুমি আহলে কিতাবদের সম্প্রদায়ে (ইয়াহুদী-নাসারাদের মাঝে) গমন করছ। সুতরাং তুমি (প্রথমে) তাদেরকে দাওয়াত দিবে এই সাক্ষ্যের প্রতি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এ বিষয়ে তোমার অনুসরণ করে তবে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এতে তোমার অনুসরণ করে, তবে তুমি তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সম্পদ থেকে আদায় করে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এতে যদি তারা তোমার অনুসরণ করে, তাহলে, সাবধান, তাদের সম্পদের উত্তম অংশটি থেকে (অর্থাৎ জোরপূর্বক যাকাতের জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্পদটি না নিয়ে বরং মধ্যম মানের সম্পদ যাকাত হিসেবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সম্পদের নিকৃষ্টতমটিও না দেয়)। এবং ভয় করবে মজলুমের (নিগৃহীতের) দোয়া (বদদোয়া) থেকে; কেননা মজলুম ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা অবশিষ্ট থাকে না, (অর্থাৎ তার দোয়া সর্বদা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে থাঁকে)। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٥) بَابٌ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَمِثْلُهُ

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের শাখা-প্রশাখা ও এর উদাহরণ প্রসঙ্গে

(٢٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاِيْمَانُ اَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ بَابًا - اَرْفَعُهَا وَاَعْلَاهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ -

(২৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ঈমান হচ্ছে চৌষট্টি দরজাবিশিষ্ট, সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তমটি হচ্ছে– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই) বলা এবং সর্বনিম্নটি হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুর অপসারণ। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢٧) وَعَنْهُ اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا اَفْضَلُهَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ -

(২৭) তাঁর (আবূ হুরায়রা (রা)) থেকে আরও বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ঈমান হচ্ছে সত্তরের অধিক দরজা (এর সমন্বয়ে গঠিত একটি একক)। সর্বোত্তমটি হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বনিম্নটি হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুর অপসারণ এবং লজ্জা ঈমানের একটি অংশ বা শাখা। (বুখারী, মসলিম ও অন্যান্য)

(٢٨) وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا وَعَلَى جَنْبَتَىِ الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيْهِمَا اَبْوَابٌ

مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُوْرٌ مُرْخَاةٌ ـ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُوْلُ يَايُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمْيعًا وَلَاتَتَفَرَّجُوْا وَدَاعٍ يَدْعُوْ مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ فَاذَا اَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَاتَفْتَحهُ فَانَّكَ اِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، وَالصِّرَاطُ الْاِسْلَامُ وَالسُّوْرَانِ حُدُوْدُ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْاَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللّٰهِ تَعَالَى وَذَالِكَ الدَّاعِيْ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالدَّاعِيْ فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللّٰهِ فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ ـ ......

(২৮) নাওয়াস বিন সাম'আন আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 'সিরাত-ই-মুস্তাকীম' -এর একটি উপমা বা উদাহরণ দাঁড় করিয়েছেন (এভাবে); সিরাত এরকম যে, এর দু'পাশে রয়েছে দু'টি গুহা; গুহা দু'টির রয়েছে অনেক উন্মুক্ত দরজা; দরজাসমূহে রয়েছে ঝুলন্ত পর্দা, সিরাতের (প্রধান) ফটকে আছেন একজন আহ্বানকারী, যিনি (সর্বদা) আহ্বান করে যাচ্ছেন– হে মানবকুল! তোমরা সবাই সিরাতে প্রবেশ কর আর মুখ ফিরিয়ে নিও না। অন্য একজন আহ্বানকারী আছে সিরাতের অভ্যন্তরে, সেও আহ্বান করে যাচ্ছে।

যখন কোন লোক ঐসব দরজা খোলার ইচ্ছা করে তখন (আহবানকারী) বলে ঃ ধ্বংস হও, দরজা খোলো না, খুললে তাতে তুমি ঢুকে যাবে।

(উপমাতে ব্যবহৃত) 'সিরাত' হচ্ছে 'আল-ইসলাম'। গুহা দু'টি হচ্ছে আল্লাহর হুদূদ বা সীমারেখা। উন্মুক্ত দরজাসমূহ হচ্ছে মাহারিমুল্লাহ বা আল্লাহর হারামকৃত বিষয়সমূহ। সিরাতের শীর্ষে অবস্থানরত দা'য়ী হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ওয়ায়িজ বা নসীহতকারী, যা প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে বিদ্যমান।

(وَعَنْهُ فِي أُخْرَى) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ضَرَبَ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا عَلَى كَنْفِي الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيْهِمَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُوْرٌ وَدَاعٍ يَدْعُوْ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُوْ مِنْ فَوْقِهِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْ اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ فَالْاَبْوَابُ الَّتِيْ عَلَى كَنْفِي الصِّرَاطِ حُدُوْدُ اللّٰهِ لَا يَقَعُ اَحَدٌ فِي حُدُوْدِ اللّٰهِ حَتَّى يَكْشِفَ سِتْرَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ يَدْعُوْ مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(তাঁর (নাওয়াস) থেকেই অন্য বর্ণনায় আছে) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সিরাত-ই-মুস্তাকীম' এর একটি উপমা দাঁড় করিয়েছেন, সিরাতের দুই কিনারে রয়েছে দু'টি গুহা; গুহা দু'টিতে রয়েছে অনেক মুক্ত দরজা। আর দরজার উপর রয়েছে পর্দা এবং একজন দা'য়ী সিরাতের শীর্ষ থেকে আহ্বান করছেন আর একজন দা'য়ী এর উপর থেকে আহ্বান করছেন এবং আল্লাহ শান্তির আলয়ের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে চান সিরাত-ই-মুস্তাকীমের দিকে পথ নির্দেশ করেন।

অতএব, সিরাতের দুই কিনারে অবস্থিত দরজাসমূহ হচ্ছে আল্লাহর হুদূদ বা সীমারেখা। এই সীমারেখায় কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহর পর্দা খুলে যাবে। আর যে দা'য়ী উপর থেকে আহ্বান করছে, সেটি হচ্ছে আল্লাহর (পক্ষ থেকে) ওয়ায়িজ বা নসীহতকারী।

(আহমদ আবদুর রহমান আল-বান্না বলেন, এ হাদীসের সনদ উত্তম, এতদুভয় হাদীস থেকে তিরমিযী দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

(٦) بَابٌ فِى خِصَالِ الْاِيْمَانِ وَاٰيَاتِهِ

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নসমূহ প্রসঙ্গে

(٢٩) عَنْ سُفْيَانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلاً لَا أَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ أَبُوْمُعَاوِيَةَ بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اَسْتَقِمْ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِى بِاَمْرٍ اَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَىَّ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا"

(২৯) সুফ্ইয়ান ইবন্ আবদিল্লাহ আল-ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একদা) রাসূল (সা)-কে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন (কিছু) কথা বলুন যা আমি আপনি ভিন্ন আবূ মু'আবিয়া বলেন, (এক রাবী) এরপরে কাউকে জিজ্ঞেস করবো না। রাসূল (সা) বললেন, তুমি বল, "আমান্তু বিল্লাহি" (আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি) এবং তাতে মজবুত থাক। (দ্বিতীয় আরেকটি বর্ণনা ধারায় এসেছে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যদ্বারা আমি আত্মরক্ষা করতে পারবো (অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারবো) তিনি বললেন, তুমি বল, "রাব্বী আল্লাহ" (আমার রব আল্লাহ) এবং এর উপর দৃঢ় থাক। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এরপরও কি কোন ভয়ের কারণ আছে যা আপনি আমার ব্যাপারে আশঙ্কা করেন? তখন রাসূল (সা) তাঁর জিহ্বা দেখিয়ে বললেন, "এটি"। (অর্থাৎ ঈমানের দৃঢ়তা এবং মুক্তির জন্য জিহ্বার হিফাজত করা একান্ত জরুরী)। (মুসলিম, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ্)

(٣٠) وَعَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ قَسَّمَ بَيْنَكُمْ اَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمْ اَرْزَاقَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِى الدِّيْنَ اِلاَّ لِمَنْ اَحَبَّ فَمَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ الدِّيْنَ فَقَدْ اَحَبَّهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَايُسْلِمُ عَبْدٌ حَتّٰى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلَايُؤْمِنُ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ - قَالُوا وَمَا بَوَائِقُهُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ - وَلَايَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيْهِ، وَلَايَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ. وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلاَّ كَانَ زَادَهُ اِلَى النَّارِ لَا يَمْحُوا السَّيِّىءَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوا الْخَبِيْثَ -

(৩০) ইবন্ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রিযিক যেমন তোমাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন, তেমনি তোমাদের মধ্যে তোমাদের আখলাক ও(স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য)-ও বণ্টন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন এবং যাকে পছন্দ করেন না (উভয়কে)। কিন্তু দীন দান করেন কেবল যাকে ভালবাসেন তাকে। সুতরাং যাকে আল্লাহ তা'আলা দীন দান করেছেন, তাকে তিনি অবশ্যই ভালবাসেন। আমার জীবনের মালিকের শপথ, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম হয় না, যতক্ষণ না তার অন্তর ও জিহ্বা মুসলিম (অনুগত) হয় এবং কেউ মু'মিন হয় না যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার কষ্ট দেওয়া থেকে নিরাপদে থাকে। সাহাবীগণ আরয করলেন, 'কষ্ট দেওয়া' কিভাবে হয়? ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তিনি বললেন, তার জুলুম ও অত্যাচার দ্বারা।

কোন বান্দা যদি হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবে তাতে বরকত দেয়া হয় না, সে তা যদি 'সাদ্কা' করে তার সে সাদকা কবূল করা হয় না। আর সে যদি তা রেখে যায় তবে তা তার জন্য

জাহান্নামের পাথেয় হয়। (মনে রাখবে) খারাপ বা মন্দকে মন্দ দিয়ে দূর করা যায় না বরং মন্দকে দূর করা যায় ভাল দ্বারা; নিশ্চয় নিকৃষ্টতাকে নিকৃষ্টতা দিয়ে বিলীন করা যায় না। (হাকিম সংক্ষিপ্তাকারে তিনি বলেন এ হাদীসটির সনদ সহীহ। আর যাহবী তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন।)

(٣١) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَفْضَلِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَتُبْغِضَ لِلّٰهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ وَمَاذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتُكْرَهَ لَهُمْ مَاتُكْرِهُ لِنَفْسِكَ - (زَادَفِي رِوَايَةٍ) وَاَنْ تَقُوْلَ خَيْرًا اَوْ تَصْمُتَ -

(৩১) মু'আয বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একদা) সর্বোত্তম ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। রাসূল (সা) বলেন, তুমি ভালবাসবে আল্লাহর জন্যে, ঘৃণা বা রাগ করবে আল্লাহর জন্যে, আর তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর স্মরণে কাজে লাগাবে। তা কীভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, মানুষের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা তোমার নিজের জন্য পছন্দ কর এবং তাদের জন্য তা-ই খারাপ মনে করবে, যা তোমার নিজের জন্য খারাপ মনে কর। (অন্য এক বর্ণনায়) অতিরিক্ত বলা হয়েছে এবং যখন কথা বলবে, ভাল কথা বলবে নতুবা চুপ করে থাকবে। (তিবরানী হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। তবে এর বক্তব্য অন্য সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত।)

(٣٢) وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُوْلاً -

(৩২) রাসূলের পিতৃব্য আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছেন, ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে নবী ও রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে। (মুসলিম, ও তিরমিযী, তিনি হাদীসটি সহীহ ও হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।)

(٣٣) وَعَنْ اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّبِهَا وَعَمِلَ سَيِّئَةً فَسَاءَتْهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ -

(৩৩) আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যিনি কোন নেক কাজ (কল্যাণময়) কাজ করে (মনে মনে) খুশী হন এবং কোন খারাপ বা নিন্দনীয় কাজ করে দুঃখ অনুভব করেন, তিনি মু'মিন। (তাবারানী ও হাকিম। এ হাদীসের সনদের একজন রাবী বিতর্কিত।)

(٣٤) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ -

(৩৪) আমের বিন রাবী'আ (রা) থেকে অনুরূপ অর্থ ও বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(٣٥) عَنْ اَبِي اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الْاِثْمُ قَالَ اِذَا حَكَّ فِيْ نَفْسِكَ شَيْئٌ فَدَعْهُ قَالَ فَمَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ اِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ -

(৩৫) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো গুনাহ কী? তিনি বললেন, যখন তোমার অন্তরে কোন বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তখন তা বাদ দাও। প্রশ্নকারী বললো, ঈমান কী? তিনি বললেন, যখন তোমার মন্দ কাজ তোমার কাছে পীড়াদায়ক মনে হবে এবং তোমার ভাল কাজ তোমাকে আনন্দিত করবে, তখন তুমি মু'মিন। (ইবন্ হিব্বান, বায়হাকী ও হাকিম মুনাবী হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।)

(٣٦) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهٖ مِنَ الْخَيْرِ ـ

(৩৬) আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার জীবনের মালিকের শপথ, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার (মু'মিন) ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য কল্যাণকর বলে পছন্দ করে। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

(٣٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الاِسْلاَمِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ ـ

(৩৭) 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত (একদা) জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন, ইসলাম সর্বোত্তম? রাসূল (সা) বললেন, যার হাত ও জিহ্বা থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে (তার ইসলামই সর্বোত্তম)। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٣٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فِيْهِ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ بَدَلَ قَوْلِهٖ اَىُّ الاِسْلاَمِ ـ

(৩৮) জাবির বিন আবদিল্লাহ (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে "أى اسلام" কোন্ ইসলাম, এর পরিবর্তে "اى المسلمين" অর্থাৎ 'মুসলিমগণের মধ্যে কোন্ মুসলমান'।

(٣٩) وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيْدِ (بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) اَنَّ اُمَّهُ اَوْصَتْ اَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ عِنْدِىْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوْبِيَّةٌ فَاَعْتِقُهَا؟ فَقَالَ اَئْتِ بِهَا فَدَعَوْتُهَا فَجَائَتْ فَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ قَالَتْ اللّٰهُ قَالَ مَنْ اَنَا فَقَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ـ

(৩৯) আবূ সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি আল-শারীদ বিন সুয়াইদ আল-ছাক্বাফী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর মা তাঁকে অসিয়ত করেছিলেন যেন তিনি মায়ের পক্ষ থেকে একজন মু'মিন ক্রীতদাস (অথবা দাসী) আযাদ করে দেন। তখন তিনি এ বিষয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন এবং বলেন, আমার একটি কৃষ্ণবর্ণের নুবীয়্যা দাসী আছে আমি কি তাকে আযাদ করে দেব? রাসূল (সা) বললেন, তাকে হাযির কর, তখন আমি তাকে ডাকলাম। সে উপস্থিত হলে রাসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব (প্রভু) কে? সে বললো, আল্লাহ। তিনি বললেন, আমি কে? সে বললো, আল্লাহর রাসূল (সা)। অতঃপর তিনি বললেন, একে আযাদ করে দাও, কেননা সে মু'মিনা। (অর্থাৎ তোমার মায়ের দেওয়া শর্ত তার মধ্যে পাওয়া যায়)। (আহমদ, তিবারানী বায্যার, আবূ দাউদ ও নাসায়ী। এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।)

(٤٠) وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الاَنْصَارِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) اَنَّهُ جَاءَ بِاَمَةٍ سَوْدَاءَ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَىَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَاِنْ كُنْتَ تَرَى هٰذِهٖ مُؤْمِنَةً اَعْتِقُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَشْهَدِيْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ اَتُؤْمِنِيْنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ ـ قَالَ اَعْتِقْهَا ـ

(৪০) 'উবাইদুল্লাহ বিন' আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আনসারগণের মধ্য থেকে জনৈক (সাহাবী) ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করেন। (একদা) তিনি একজন কৃষ্ণ বর্ণের ক্রীতদাসী নিয়ে রাসূলের কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার উপর একজন ঈমানদার ক্রীতদাস বা দাসী আযাদ করা ওয়াজিব (হয়ে আছে)। আপনি যদি মনে করেন যে, এ (দাসী) মু'মিনা, তাহলে আমি একে আযাদ করে দিতে পারি। রাসূল (সা) তখন ঐ দাসীকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি এই মর্মে সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? সে বললো, হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন, তুমি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস কর? সে বললো, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা) বললেন, একে আযাদ করে দাও। (হাইছমী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন, তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া এ হাদীসটি ইমাম মালিকও বর্ণনা করেছেন)

(٤١) وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ قِلَّةُ الْكَلاَمِ فِيْمَا لاَ يَعْنِيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ) تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ ـ

(৪১) হুসাইন বিন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের (মধ্যে) সুন্দর ইসলাম (ইসলামের আলামত) হচ্ছে নিরর্থক বিষয়ে কম কথা বলা (অন্য বর্ণনায়) নিরর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা। (তিবরানী, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্)

(٤٢) وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجِلُّوا اللّٰهَ يَغْفِرْلَكُمْ قَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ (اَحَدُ الرُّوَاةِ) يَعْنِي اَسْلِمُوْا"

(৪২) আবূদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহকে সর্বশক্তিমান মনে করো, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। ইবন্ ছাওবান (একজন বর্ণনাকারী) বলেন, অর্থাৎ তোমরা ইসলাম কবুল কর। (তিবরানী আবূ ইয়ালা। সুয়ূতী জামেউস্ সাগীরে" হাদীসটি হাসান হবার প্রতীক ব্যবহার করেছেন।)

(٧) بَابٌ فِيْ سَمَاحَةِ دِيْنِنَا الْاِسْلاَمِ وَالْاِعْتِزَازُبِهِ وَاَنَّهُ اَحَبُّ الْاَدْيَانِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِيْهِ فُصُوْلٌ ـ

(৭) পরিচ্ছেদ ঃ দীন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর প্রিয়তম ও একমাত্র মনোনীত দীন হিসেবে এর মর্যাদা প্রসঙ্গে। এতে কয়েকটি "অনুচ্ছেদ" রয়েছে

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلِ فِيْ سَمَاحَةِ الدِّيْنِ الْاِسْلاَمِ وَالْاِعْتِزَازُبِهِ

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ দীন ইসলামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

(٤٣) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَدْيَانِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ".

(৪৩) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর নিকট প্রিয়তম দীন কোন্‌টি? তিনি বললেন, "আল-হানাফিয়্যাহ আল-সামহা" অর্থাৎ আল-ইসলাম, (যাকে 'মিল্লাতে ইব্রাহীম' বলেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।) (তিবরানী, বায্যার ও অন্যান্য এবং ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ নামক গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

(٤٤) وَعَنْ غَاضِرَةَ بْنِ عُرْوَةَ الْفُقَيْمِيِّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عُرْوَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَجُلاً يَقْطُرُ رَأْسُهُ مِنْ وَضُوْءٍ أَوْ غُسْلٍ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِيْ كَذَا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ يُسْرٍ ثَلَاثًا يَقُوْلُهَا -

(৪৪) গাদিরা ইবন্ উরওয়াহ আল্ ফুকাইমী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একদা) রাসূল (সা)-এর (সাক্ষাতের) জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তিনি বের হলেন কেশ বিন্যস্ত (আঁচড়ানো অবস্থায়)। তাঁর মাথা থেকে ওযু অথবা গোসলের পানির (বিন্দু বা ফোঁটা) ঝরছিল, তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন, যখন সালাত আদায় শেষ হল তখন লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য এই বিষয়ে (দীনের কোন বিষয়ে) কাঠিন্য আছে কী? রাসূল (সা) বললেন, হে লোক সকল নিশ্চয় আল্লাহর দীন সরল সহজের মধ্যে (এতে কঠিন কিছু নেই)। তিনি তিনবার এ কথাটি উচ্চারণ করলেন। (তিবরানী ও আবূ ইয়া'লা)

(٤٥) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْيُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا -

(৪৫) মিকদাদ বিন আল-আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির তৈরী গৃহ কিংবা তাঁবু গৃহ অবশিষ্ট থাকবে না, যাতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের কালেমা প্রবেশ করাবেন না অর্থাৎ গ্রামে-গঞ্জে অথবা শহরে-বন্দরে ধনী কিংবা দরিদ্র প্রত্যেকের গৃহে ইসলামের দাওয়াত আল্লাহ পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়েছেন; (তবে সেই দাওয়াত কে কীভাবে গ্রহণ করবে, তা তার নিজস্ব ব্যাপার)। সম্মানীর জন্য সম্মানিত পন্থায় এবং লাঞ্ছিতের জন্য লাঞ্ছনাপূর্ণ পন্থায়। (এ দীন দ্বারা) আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করবেন, ফলে তারা এ দীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অথবা আল্লাহ তা'আলা এ দীন দ্বারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, ফলে তারা এর অনুগত হতে বাধ্য হবে। (হাকিম, তিবারানী ও বায়হাকী)

(٤٦) عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَبْلُغَنَّ هٰذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَايَتْرُكُ اللّٰهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ هٰذَا الدِّيْنَ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيْلٍ - عِزًّا يُعِزُّ اللّٰهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، أَوْذُلًّا يُذِلُّ اللّٰهُ بِهِ الْكُفْرَ، وَكَانَ تَمِيْمُ الدَّارِيُّ يَقُوْلُ قَدْ عَرَفْتُ ذَالِكَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الْخَيْرَ وَالشَّرَفَ وَالْعِزَّ - وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ -

(৪৬) তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, দিবস ও রজনীর ন্যায় আল্লাহ তা'আলা এই দীনকে অবশ্যই সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেবেন। আল্লাহপাক এমন কোন মাটির ঘর কিংবা চামড়ার তৈরী তাঁবু ঘর বাদ রাখবেন না, যেখানে এই দীনকে প্রবেশ করানো হবে না। সম্মানিতের জন্য সম্মানিত পন্থায় এবং লাঞ্ছিতের জন্য লাঞ্ছনাময় পন্থায়। সম্মানিতকে আল্লাহ পাক ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সম্মানিত করেন; আর লাঞ্ছিতকে কুফ্রীর মাধ্যমে লাঞ্ছিত করেন।

তামীম আল-দারী (রা) বলেন, এ বিষয়টির সত্যতা আমি আমার আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। (তাদের মধ্যে) যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা কল্যাণ ও মান-সম্মানের অধিকারী হয়েছে; আর যারা কাফির রয়ে গেছে, তাদের জুটেছে লাঞ্ছনা, অসম্মান ও জিযিয়া কর। (হাদীসটি অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি, তবে সনদ উত্তম)

(٤٧) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِاَقْوَامٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ ـ

(৪৭) আবূ বাক্‌রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এই দীনকে শক্তিশালী (বা সাহায্য) করবেন এমন সব লোক দ্বারা, যাদের (এই দীনে) কোন অংশীদারিত্ব নেই। (অর্থাৎ এসব লোক এই দীনের মাধ্যমে উপকৃত না হলেও অন্যরা তাদের মাধ্যমে উপকৃত হবে)। (নাসাঈ, তিবরানী ও ইবন্ হাব্বান)

(٤٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ـ

(৪৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ এই দীনকে কখনো ফাজির-বিদ্রোহী ও গুনাহগার ব্যক্তি দ্বারা শক্তিশালী (বা সাহায্য) করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ فِىْ تَرْغِيْبِ الْمُشْرِكِيْنَ فِىْ اِعْتِنَاقِ الْاِسْلاَمِ وَتَالِيْفِ قُلُوْبِهِمْ رَحْمَةً بِهِمْ ـ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদেরকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান এবং তাদের প্রতি বিনম্র আচরণের মাধ্যমে আকৃষ্ট করা প্রসঙ্গে

(٤٩) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَىْءٍ يُعْطَاهُ مِنَ الدُّنْيَا فَلاَ يُمْسِىْ حَتّٰى يَكُوْنَ الْاِسْلاَمُ اَحَبُّ اِلَيْهِ وَاَعَزَّ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

(৪৯) আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন কোন (মুশরিক) ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট পার্থিব কোন বস্তুর জন্য আসতো, এবং তা তাকে প্রদান করা হতো। তারপর দিনান্তে ইসলাম হয়ে ওঠতো তার কাছে দুনিয়া এবং তার অভ্যন্তরীণ সামগ্রী থেকে আপন ও প্রিয়তর।

(হাদীসটি অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।)

(٥٠) وَعَنْهُ اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُسْئَلُ شَيْئًا عَلَى الْاِسْلاَمِ اِلاَّ اَعْطَاهُ قَالَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَاَمَرَلَهُ بِشَاءٍ كَثِيْرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ قَالَ فَرَجَعَ اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اَسْلِمُوْا فَاِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى عَطَاءً مَايَخْشَى الْفَاقَةَ ـ

(৫০) তাঁর (আনাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে কোন জিনিস প্রার্থনা বা চাওয়া হলে, তিনি ইসলামের স্বার্থে দান করে দিতেন। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে প্রার্থনা করলো। আল্লাহর রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন দুই পাহাড়ের মাঝখানে সাদ্‌কার ছাগলের পালের অনেক ছাগল ঐ লোকটিকে দিয়ে দেয়ার জন্য। তারপর লোকটি তার গোত্রে ফিরে যাওয়ার পর গোত্রবাসীকে বললো, হে আমার গোত্রবাসীগণ, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, মুহাম্মদ (সা) মুক্ত হস্তে দান করেন, তিনি দারিদ্রকে ভয় পান না। (হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায়নি, তবে সনদ উত্তম।)

(٥١) وَعَنْهُ اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ اَسْلِمْ قَالَ اَجِدُنِىْ كَارِهًا قَالَ اَسْلِمْ وَاِنْ كُنْتَ كَارِهًا ـ

(৫১) আনাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে বললেন, ইসলাম গ্রহণ কর। সে বললো, মন সাঁয় দিচ্ছে না। তিনি বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তোমার মন সাঁয় না দিলেও। (আবূ ইয়ালা ও জিয়া আল মাকদেসী। হাদীসটি সহীহ্)

(٥٢) وَعَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمَ عَلَى اَنَّهُ لاَ يُصَلِّى اِلاَّصَلاَتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ ذَالِكَ ـ

(৫২) নাস্‌র বিন 'আসিম তাদেরই (গোত্রীয়) জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। সেই ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলো এই শর্তে যে, সে দুই সময় সালাত আদায় করবে; আল্লাহর রাসূল (সা) তার কাছ থেকে এ শর্ত মেনে নেন। (হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায়নি। এর সনদ উত্তম।)

اَلْفَصْلُ الثَّالِث فِىْ حُكْمِ مَنْ اَسْلَمَ بِيَدِهٖ رَجُلٍ مِنَ الْكِتَابِ ـ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ যাঁর হাতে কোন কাফির ইসলাম গ্রহণ করেছে তার মর্যাদা

(٥٣) عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا السُّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ (وَفِى رِوَايَةٍ مِنَ اَهْلِ الْكُفْرِ) يُسْلِمُ عَلَى يَدَىْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ ـ

(৫৩) তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট জানতে চাইলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আহলে কিতাব (এবং অন্য বর্ণনায় আহলে কুফ্‌র) দলভুক্ত কেউ যদি মুসলিম দলভুক্ত কোন ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তবে এই ব্যক্তির (যার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে) সুন্নাত (মর্যাদা) কি রূপ? রাসূল (সা) বলেন, সেই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম তার জীবনে ও মরণে (অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে সে সম্মানিত থাকবে)। (আবদুর রায্‌যাক, মুহাদ্দিসদের বক্তব্য হতে হাদীসটি সহীহ বলে প্রতীয়মান হয়)

اَلْفَصْلُ الرَّابِعُ فِىْ اَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার জন্য দ্বিগুণ

(٥٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنِّىْ لَتَحْتَ رَاحِلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ قَوْلاً حَسَنًا جَمِيْلاً وَكَانَ فِيْمَا قَالَ مَنْ اَسْلَمَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَهُ مَالَنَا وَعَلَيْهِ مَاعَلَيْنَا وَمَنْ اَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَلَهُ اَجْرُهُ وَلَهُ مَالَنَا وَعَلَيْهِ مَاعَلَيْنَا ـ

(৫৪) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন (মক্কা) বিজয়ের দিন আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সওয়ারীর (বাহন) নীচে দণ্ডায়মান ছিলাম (অর্থাৎ লাগাম ধরে অথবা পার্শ্বে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলাম)। এই সময় তিনি খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় কিছু কথা বললেন। তাঁর সেই কথার মধ্যে এও ছিল যে, আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইয়াহুদ ও নাসারাদের) মধ্য থেকে যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব (নির্ধারিত)। এছাড়া আমাদের যা অধিকার সেও তা পাবে এবং আমাদের যা কর্তব্য তার অংশীদারও সে হবে। আর মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে, সে তার প্রাপ্য (ছওয়াব) পাবে (অর্থাৎ একবার) এবং আমাদের যা অধিকার সেও তাই পাবে এবং আমাদের যা কর্তব্য সে তারও অংশীদার হবে। (তাবারানী-এর সনদে ইবন্ লাহইয়া নামক একজন বিতর্কিত রাবী আছে।)

(٥٥) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَمَةٌ فَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَادِيْبَهَا وَاَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ - وَعَبْدٌ اَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ عِيْسَى وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ اَجْرَانِ -

(৫৫) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, যদি কারো কোন ক্রীতদাসী থাকে এবং সে তাকে উত্তম পন্থায় সুশিক্ষা প্রদান করে তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় উত্তম পন্থায়, তারপর তাকে আযাদ করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব। (এমনিভাবে) কোন ক্রীতদাস যদি আল্লাহর হক (অধিকার) এবং তার মালিকের হক আদায় করে (সেও দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে) এবং আহলে কিতাবভুক্ত কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস স্থাপন করে (ঈমান আনে) যা হযরত ঈসা (আ) নিয়ে এসেছিলেন এবং যা মুহাম্মদ (সা) নিয়ে এসেছেন (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তার প্রতি, তবে তার জন্যও দ্বিগুণ ছওয়াব বা পুরস্কার থাকবে।

(বুখারী, মুসলিম ও অনান্য)

(٨) بَابٌ فِىْ كَوْنِ الْاِسْلَامِ يُجِبُّ مَاقَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوْبِ وَكَذَا الْهِجْرَةِ - وَهَلْ يُؤَاخَذُ بِاَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ وَبَيَانِهِ حُكْمَ عَمَلِ الْكَافِرِ اِذَا اَسْلَمَ بَعْدَهُ -

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম ও হিজরত পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, ইসলাম গ্রহণের পর জাহিলিয়্যা যুগের কুকর্মের এবং কাফিরের অপকর্মের শাস্তি হবে কি না সে প্রসঙ্গে

(٥٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَلْقَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ قَلْبِى الْاِسْلَامَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعَنِىْ فَبَسَطَ يَدَهُ اِلَىَّ فَقُلْتُ لَا اُبَايِعُكَ حَتّٰى يُغْفِرَ لِىْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِى - قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَمْرُوْ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ يَاعَمْرُو اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْاِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوْبِ -

(৫৬) 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ (দয়াপরবশ হয়ে) আমার অন্তরে ইসলাম (ইসলামের সাহায্য) ঢেলে দেন। তখন আমি রাসূল (সা)-এর সমীপে বাইয়াত গ্রহণের জন্য আগমন করি। রাসূল (সা) আমার দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু আমি বললাম, যতক্ষণ আমার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা না হবে, ততক্ষণ আমি বাইয়াত করবো না। তখন রাসূল (সা) বলেন, হে আমর তুমি কি জান না যে, হিজরত পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ বিলীন করে দেয়; হে 'আমর তুমি কি জান না, ইসলাম পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ্ বিলীন করে দেয়? (মুসলিম, ও সাঈদ ইবন্ মানসুর)

(٥٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا اَحْسَنْتُ فِى الْاِسْلَامِ اَوَاخَذُ بِمَا عَمِلْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ اِذَا اَحْسَنْتَ فِى الْاِسْلَامِ لَمْ تُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلْتَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَاِذَا اَسَاْتَ فِى الْاَسْلَامِ اُخِذْتَ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ -

(৫৭) আবদুল্লাহ ইবন্ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আল্লাহর নবী (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি যদি ইসলামে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর) সৎকর্ম করি তবে কি জাহিলিয়্যা যুগে আমি যা করেছি (অপকর্ম) তার জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে? তিনি বলেন, যদি তুমি ইসলামে

(এসে) সৎকর্ম কর তবে তোমার জাহিলিয়্যা যুগের কর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে না, কিন্তু যদি ইসলামে এসে অপকর্ম কর, তবে তোমার প্রথম ও শেষ সব কর্মের জন্য দায়ী করা হবে। (বুখারী, মুসলিম ও ইবন্ মাজাহ)

(٥٨) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيْدَ الْجُعْفِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَاَخِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ هَلَكَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَالِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا، قَالَ لاَ قَالَ قُلْنَا فَاِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ اُخْتًا لَنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَالِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا قَالَ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤُدَةُ فِى النَّارِ اِلاَّ اَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلاَمَ فَيَغْفِرَ اللّٰهُ عَنْهَا ـ

(৫৮) সালামা বিন ইয়াযিদ আল জু'আফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার ভাই রাসূল (সা)-এর সমীপে গমন করি এবং আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মা মুলাইকা জাহেলী যুগে আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন, মেহমানদারী করতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি ভাল কাজ করতেন; তিনি জাহেলী যুগে মারা গেছেন। এতে কি তাঁর কোন উপকার হবে? তিনি বললেন, না। আমরা বললাম, (আমাদের মা) আমাদের একটি বোনকে (শিশু অবস্থায়) জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন এটা কি তার জন্য কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন, (কন্যা শিশুকে) যে জীবন্ত কবর দেয় সে এবং কবর দেয়া শিশুর মা উভয়ই দোযখবাসী হবে। যদি না সে (যে কবর দিয়েছে) ইসলাম গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। (তিবরানী, হাইছুমী বলেন, আহমদের এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)[১]

(٥٩) وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِيْ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ فَهَلْ لَهُ فِيْ ذَالِكَ يَعْنِى مِنْ اَجْرٍ، قَالَ إِنَّ اَبَاكَ طَلَبَ اَمْرًا فَاَصَابَهُ ـ

(৫৯) আদী বিন হাতিম আত্-তায়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং আরো আরো ভাল কাজ করতেন (জাহেলী যুগে)। তিনি কি এর জন্য কোন পুরস্কার পাবেন (আল্লাহর নিকট)? তিনি বললেন, তোমার পিতা খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিল এবং সে তা পেয়েছে। (আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)

(٦٠) وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ هَلْ لِيَ فِيْهَا اَجْرٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْلَمْتَ عَلَى مَا اَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ ـ

(৬০) হাকিম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি জাহেলী যুগে কিছু ভাল কাজ করতাম, যেমন দাস মুক্তি, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা (ইত্যাদি); তো এতে কি আমার জন্য কোন পুরস্কার আছে? তখন রাসূল (সা) বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ তোমার পূর্ববর্তী সব সৎকর্মসমেত। (বুখারী ও মুসলিম)

(٦١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ يَدَّعِمُ عَلَى عَصَالَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ غَدَرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ فَهَلْ يُغْفَرُ لِيْ قَالَ اَلَسْتَ تَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ بَلٰى وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَكَ غَدَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ ـ

টীকা ঃ (১) যারা এহেন জঘন্যতম অপকর্ম করে তারা তো তাদের অপকর্মের জন্য জাহান্নামী হবে; কিন্তু শিশুর মা জাহান্নামী হবে অপকর্মে সম্মত হওয়ার কারণে। আল্লাহ সর্বোত্তম জ্ঞাত।

(৬১) 'আমর বিন 'আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি তার লাঠিতে ভর দিয়ে রাসূলের সমীপে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার (অতীতে) কিছু বিশ্বাসঘাতকতা ও বড় ধরনের গুনাহ আছে, আমার জন্য তা কি ক্ষমা করা হবে? রাসূল (সা) বললেন, আপনি কি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রদান করেন না? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূল (সা) বললেন, আপনার সেই বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যান্য গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়েছে। (তিবরানী-এর সনদ উত্তম)

(٩) بَابٌ فِى حُكْمِ الْاِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَاَنَّهُمَا تَعْتَصِمَانِ قَائِلَهُمَا مِنَ الْقَتْلِ وَبِهِمَا يَكُوْنُ مُسْلِمًا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ -

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ কালেমা শাহাদতদ্বয় উচ্চারণকারীর হুকুম, তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ করে এবং যে এতদুভয় কালেমা উচ্চারণ করেই মুসলিম হয় এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

(٦٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوا دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لِاَبِىْ بَكْرٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) تُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نُقَاتِلُهُمْ وَاللّٰهِ لَا اُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَاَيْنَا ذٰلِكَ رَشَدًا -

(৬২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে। যখন তারা তা বলবে, তখন তারা তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করলো (অর্থাৎ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হব না), তবে (জীবন ও সম্পদের) অধিকার ব্যতীত। (অর্থাৎ কিসাস ও জীবন রক্ষা পণ ইত্যাদি ছাড়া)। আর তাদের (প্রকৃত) হিসাব আল্লাহর এখতিয়ারে। (অর্থাৎ তারা সত্যিকার মুসলিম না কি লোক দেখানো, এই বিচার করবেন আল্লাহ কিন্তু মানুষ তার বাহ্যিক আচরণ দেখেই ফায়সালা করবে।)

বর্ণনাকারী বলেন, রিদ্দার যুদ্ধের সময় হযরত উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন, আপনি কি এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি এইরূপ-এইরূপ; আবূ বকর (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমরা এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আল্লাহর শপথ, আমি সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবো না এবং যারা এই উভয়টির মধ্যে পার্থক্য করবে, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি এবং পরে বুঝতে পারি সেটি সঠিক ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

(٦٣) وَعَنْهُ فِى اُخْرٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قَدْ حَرُمَ عَلَىَّ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

(৬৩) তাঁর (আবূ হুরায়রা) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) বলেন, আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বলবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" এবং সালাত

কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে (এগুলো করলে পর) তাদের রক্ত (জীবন) ও সম্পদ (আমাদের জন্য) হারাম হয়ে যাবে এবং তাদের (সত্যিকার) হিসাব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে। (বুখারী ও মুসলিম)

(٦٤) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا شَهِدُوا وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَصَلُّوْا صَلَاتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ۔

(৬৪) আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, আমি নির্দেশিত হয়েছি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ"। সুতরাং যখন তারা সাক্ষ্য দিবে এবং আমাদের কিবলাকে তাদের কিবলা মনে করবে, আমাদের জবেহ করা (পশু-পাখি) ভক্ষণ করবে, আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করবে, তখন আমাদের উপর তাদের জীবন ও সম্পদ হারাম হয়ে যাবে, অবশ্য বিচারের মানদণ্ডে যদি দণ্ডিত হয় সেটি ভিন্ন। তারা মুসলিমদের অধিকারসমূহ ভোগ করবে এবং মুসলিমদের কর্তব্য পালনও করবে। (বুখারী ও অন্যান্য)

(٦٥) عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ أُوَيْسًا (يَعْنِى بْنَ أَبِىْ أُوَيْسٍ الثَّقَفِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) يَقُوْلُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ فَكُنَّا فِىْ قُبَّةٍ فَقَامَ مَنْ كَانَ فِيْهَا غَيْرِىْ وَغَيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ (وَفِى رِوَايَةٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثُمَّ قَالَ اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّهُ يَقُوْلُهَا تَعَوُّذًا فَقَالَ رُدُّوْهُ (وَفِى رِوَايَةٍ اِذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيْلَهُ) ثُمَّ قَالَ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا حَرُمَتْ عَلَىَّ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ اَلَيْسَ فِى الْحَدِيْثِ ثُمَّ قَالَ اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ شُعْبَةُ اَظُنُّهَا مَعَهَا وَمَا اَدْرِىْ۔

(৬৫) আন-নু'মান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উওয়াইস (রা) (অর্থাৎ আবূ উওয়াইস আসসাকাফীর ছেলে)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর কাছে সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথে এসেছিলাম, তখন আমরা একটা গম্বুজে ছিলাম তখন আমি এবং রাসূল (সা) ছাড়া বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলে উঠে গেলেন তখন এক লোক এসে মহানবী (সা)-এর সাথে গোপনে কথা বলে سَارَّهُ। তখন মহানবী (সা) বলেন, যাও তাকে হত্যা কর, (অপর বর্ণনায় লোকটি যখন চলে গেল তখন মহানবী (সা) তাকে ডাকলেন।) তারপর বললেন, লোকটি কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেয় না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেয়। তবে সেতো তা দেয় আশ্রয় পাওয়ার জন্য (প্রাণ বাঁচানোর জন্য) তখন মহানবী (সা) বলেন, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আস। (অপর বর্ণনায় আছে যাও ওকে ছেড়ে দাও।) তারপর বললেন, আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত মানুষকে হত্যা করার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। যখন তা বলবে তখন তার রক্ত, তার ধন সম্পদ দণ্ড বিধি ছাড়া আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। আমি শো'বাকে বললাম, হাদীসে কি একথা নেই যে, অতঃপর বলেন, সে কি সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং আমি আল্লাহর রাসূল, শো'বা বলেন, মনে হয়, সম্ভবত তা বলেছেন,তবে আমি তা জানি না। (বুখারী ও অন্যান্য)

(٦٦) وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ (طَارِقُ بْنِ أَشْيَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ لِقَوْمٍ مَنْ وَحَّدَ اللّٰهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(৬৬) আবূ মালিক আল-আশজায়ী তাঁর পিতা তারিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি একটি গোত্রের উদ্দেশ্যে বলছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করে নিল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য তথাকথিত উপাস্যের অস্বীকার করলো, সেই ব্যক্তির সম্পদ ও জীবন হারাম হয়ে যায় এবং তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর দায়িত্বে। (মুসলিম)

(٦٧) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِبْتَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاِدْخَالِ رَجُلٍ الْجَنَّةَ فَدَخَلَ الْكَنِيْسَةَ فَاِذَا هُوَ بِيَهُوْدِيٍّ وَاِذَا يَهُوْدِيٌّ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ التَّوْرَاةَ فَلَمَّا اَتَوْا عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْسَكُوا وَفِي نَاحِيَتِهَا رَجُلٌ مَرِيْضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكُمْ اَمْسَكْتُمْ قَالَ الْمَرِيْضُ اِنَّهُمْ اَتَوْا عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ فَامْسَكُوْا ثُمَّ جَاءَ الْمَرِيْضُ يَحْبُوْ حَتَّى اَخَذَ التَّوْرَاةَ فَقَرَأَ حَتَّى اَتَى عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اُمَّتِهِ فَقَالَ هٰذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَةُ اُمَّتِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوْا اَخَاكُمْ ـ

(৬৭) ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা (একদা) তাঁর নবী (সা)-কে প্রেরণ করেছিলেন একজন লোককে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য। নবী (সা) একটি গীর্জায় প্রবেশ করে দেখেন জনৈক ইয়াহুদী লোকদের উদ্দেশ্যে তাওরাত পাঠ করে শোনাচ্ছে। তারা যখন তাওরাতে উল্লিখিত নবীর (সা) গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পর্যন্ত পৌছালো, তখন পাঠ থামিয়ে দিল। এদিকে গীর্জার এক পার্শ্বে একজন পীড়িত লোক ছিল। নবী (সা) বললেন, তোমরা থামলে কেন? পীড়িত লোকটি বললো, তারা এখন নবীর গুণাগুণ পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছে। অতঃপর পীড়িত লোকটি কাতরাতে কাতরাতে এগিয়ে এসে তাওরাত হাতে নিয়ে পাঠ করতে শুরু করে। যখন সে নবী (সা)-এর গুণাগুণ পর্যন্ত পৌছাল, তখন নবী (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বললো, এই হচ্ছে আপনার এবং আপনার উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর লোকটি মারা গেল। রাসূল (সা) (সাথের মুসলমানদের) বললেন, তোমাদের ভাইকে গ্রহণ কর। (অর্থাৎ লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে ইন্তিকাল করায়, সে মুসলমানদের ভাই হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।) (তাবারানী-এর সনদ উত্তম)

(٦٨) وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فَسَارَّهُ يَسْتَاْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَجَهَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ الْاَنْصَارِيُّ بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاشَهَادَةَ لَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ اَلَيْسَ يُصَلِّي قَالَ بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا صَلَاةَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْ نَهَانِي اللّٰهُ عَنْهُمْ (وَعَنْهُ اَيْضًا) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيٍّ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَجَالِسٌ اِذْجَاءَهُ رَجُلٌ يَعْنِى يَسْتَاْذِنُهُ اَىْ يَسَارُهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ـ

(৬৮) উবাইদুল্লাহ বিন 'আদি বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জনৈক আনসার বর্ণনা করেছেন– তিনি একদা নবী (সা)-এর সমীপে আগমন করেন, ঐ সময় নবী করীম (সা) একটি বৈঠকে ছিলেন। আগন্তুক মুনাফিকদের মধ্য থেকে একজনকে হত্যা করার জন্য নবী (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূল (সা) ধমক দিয়ে বললেন, সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য প্রদান করে না? আনসারী বললেন, হ্যাঁ, তবে তাঁর সাক্ষ্যের কোন মূল্য নেই। রাসূল (সা) বললেন, সে কি সাক্ষ্য দেয় না যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? আনসারী বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূল (সা) বললেন, সে কি সালাত আদায় করে না? বললেন, হ্যাঁ, করে, তবে তার সালাত গ্রহণযোগ্য নয়। তখন আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, এসব লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ করেছেন। (তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে) তিনি আবদুল্লাহ ইবন্ আদী আল আনসারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একদা রাসূল (সা) বসা ছিলেন, তখন এক লোক এসে তার কাছে অনুমতি চাইল অর্থাৎ অতঃপর অনুরূপ অর্থে হাদীসটি বর্ণনা করলেন। (মালিক, আবদুর রায্যাক, হাইছুমী বলেন, আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)

(٦٩) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عِتْبَانَ اشْتَكَى عَيْنَهُ فَبَعَثَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَلَهُ مَا اَصَابَهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَعَالَ صَلِّ فِى بَيْتِى حَتَّى اَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَاَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُوْنَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوا يَذْكُرُوْنَ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَاَسْنَدُوا عُظْمَ ذٰلِكَ اِلَى مَالِكِ بْنِ دُخَيْشِمٍ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ قَائِلٌ بَلَى وَمَا هُوَ مِنْ قَلْبِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَنْ تَطْعَمَهُ النَّارُ اَوْ قَالَ لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ ـ

(৬৯) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, 'ইতবান (রা) চোখের পীড়ায় ভুগছিলেন (অর্থাৎ চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না); অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডেকে পাঠান এবং রাসূলকে (সা) তাঁর অসুখের কথা বর্ণনা দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি আমার গৃহে সালাত আদায় করুন, যাতে করে আমি (এরপর থেকে) আমার ঘরকেই সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তখন রাসূল (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণের মধ্য থেকে কতিপয় সাহাবী আল্লাহর ইচ্ছায় এসে সেখানে সালাত আদায় করেন। ইত্যবসরে সাহাবীগণ (রা) পরস্পরে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হন। তাঁরা মুনাফিকদের কাছ থেকে যেসব কথা-বার্তা শুনে থাকেন, সেসব বিষয়ের অবতারণা করেন। অতঃপর তাঁরা মুনাফিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠজন মালিক ইবন দুখাইছিমের প্রসঙ্গে উপনীত হন। এদিকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাঁদের দিকে (ফিরে) মনোনিবেশ করে বলেন, সে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং আমি রাসূলুল্লাহ এই সাক্ষ্য প্রদান করে না? একজন বললেন, জ্বি হ্যাঁ, তবে তা তার মনের সাক্ষ্য নয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল" এই সাক্ষ্য প্রদান করবে; তাকে কখনও অগ্নির খোরাক হতে হবে না অথবা সে কখনই দোযখে প্রবেশ করবে না। [বুখারী ও মুসলিম]

(٧٠) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِىْ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَ اِحْدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَمِنِّى بِشَجَرَةٍ فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ اَقَاتِلُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (وَفِى رِوَايَةٍ اَقْتُلُهُ اَمْ اَدْعُهُ بَعْدَانَ قَالَهَا) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَاَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِىْ قَالَ ـ

(৭০) মিক্‌দাদ বিন আল-আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (একদা) রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি কাফিরদের কোন ব্যক্তির সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হই, আর সে আমাকে আঘাত করে এবং আমিও তাকে আঘাত করি। এভাবে আমরা একে অপরকে আঘাত করতে থাকি, (এবং এক পর্যায়ে) সে আমার একটি হাতে আঘাত হানে এবং তা কর্তন করে ফেলে। এবার আমি যখন পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করি, তখন সে একটি বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে (আত্মরক্ষার্থে) বললো, "আস্‌লামতু লিল্লাহি" (আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম)। এমতাবস্থায় আমি তাকে কি হত্যা করবো? (অন্য বর্ণনায় তাকে হত্যা করবো না কি ঐ কথা বলার পর ছেড়ে দেব?) (অর্থাৎ এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ?) রাসূল (সা) বললেন, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, তুমি যদি তাকে হত্যা কর, তাহলে ঐ লোকটি তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে তোমার স্থানে অধিষ্ঠিত হবে; আর ঐ লোকটি তার উচ্চারিত কালেমা উচ্চারণের পূর্বে যে স্থানে ছিল, তুমি সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হবে।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও অন্যান্য]

(١٠) بَابٌ فِى الْاِيْمَانِ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضْلُ مَنْ اٰمَنَ بِهِ وَلَمْ يَرَهُ ـ

(১০) পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা এবং যে ব্যক্তি তাঁকে না দেখে ঈমান আনে তাঁর ফযীলত প্রসঙ্গে

(٧١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهِ اِلاَّ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ـ

(৭১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুহাম্মদের জীবন যে সত্তার হাতে, সেই সত্তার শপথ! এই উম্মতের কোন ইয়াহুদী অথবা নাসারা (খ্রিস্টান) আমার সম্পর্কে শোনার পর আমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) যা কিছু নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে অবশ্যই দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [মুসলিম]

(٧٢) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَفِيْهِ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ بَدَلَ قَوْلِهِ اِلاَّ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ـ

(৭২) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে উপর্যুক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে "اِلاَّ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ" সে দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে"-এর পরিবর্তে "لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ" "সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না" এমন কথা রয়েছে। [হাদীসটি অন্য কোথাও পাওয়া যায় নি]

(٧٣) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اٰمَنَ بِىْ عَشَرَةٌ مِنْ اَحْبَارِ الْيَهُوْدِ لاَمَنَ بِىْ كُلُّ يَهُوْدِيٍّ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ قَالَ كَعَبٌ اِثْنَا عَشَرَ مِصْدَاقُهُمْ فِى سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ ـ

(৭৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যদি ইয়াহুদীদের দশজন নেতৃস্থানীয় আলিম আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের সকল ইয়াহুদীই আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো। কা'ব বলেন, দশজনের স্থলে বারজন-এর কথা রাসূল (সা) বলেছেন। এর সত্যয়ন রয়েছে সূরা আল-মায়িদাতে।

[বুখারী ও আবূ দাউদ]

(٧٤) وَعَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُوَيْطَبٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى اَنَّهَا سَمِعَتْ اَبَاهَا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وَضُوْءَ لَهُ وَلاَ وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى ـ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِىْ وَلاَ يُؤْمِنُ بِىْ مَنْ لاَ يُحِبُّ الْاَنْصَارَ ـ

(৭৪) রাবাহ ইবন্ আব্দুর রহমান ইবন হুওয়াইতাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দাদী তাঁর পিতা থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যার ওযূ নেই তার সালাত নেই। আর যে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে না তার ওযূ হয় না এবং কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে আল্লাহতেও বিশ্বাস স্থাপন করে না, এবং যে ব্যক্তি 'আনসার'-কে ভালবাসে না, সে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

[দারু কুতনী। হাফেজ, ইবন্ হাজর বলেন, এ হাদীসের আসল ভিত্তি আছে বলে প্রতীয়মান হয়, আর ইবন্ আবূ শাইবা বলেন, আমার কাছে প্রমাণ আছে যে, নবী (সা) একথা বলেছেন।]

(٧٥) وَعَنْ اَبِى مُحَيْرِيْزٍ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ جُمُعَةَ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا جَيِّدًا تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ اَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟ اَسْلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدْنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُوْنَ لِىْ وَلَمْ يَرَوْنِىْ"

(৭৫) আবূ মুহাইরিয থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ জুমু'আ নামক জনৈক সাহাবী (রা)-কে বললাম, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে একটি হাদীস শোনান, যা আপনি রাসূল (সা) থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি খুব সুন্দর একটি হাদীস তোমাদের শোনাচ্ছি। একদা প্রত্যূষে আমরা রাসূল (সা)-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। আমাদের সাথে আবূ উবাইদা ইবন্ আল-জার্‌রাহ ছিলেন। তিনি বললেন, আমাদের চেয়ে উত্তম আর কেউ আছে কি? আমরা আপনার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনার সাথে জিহাদে শরীক হয়েছি! তিনি বললেন, হ্যাঁ, (তোমাদের চেয়ে উত্তম) সেই সম্প্রদায়, যারা তোমাদের পরে আসবে তারা আমাকে না দেখেও আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

[এ হাদীস অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে সাঈদ ইবন্ মানসূর তাঁর সুনানে এ অর্থে অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

(٧٦) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْتُ اَنِّى لَقِيْتُ اِخْوَانِىْ قَالَ فَقَالَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ اِخْوَانُكَ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَلٰكِنْ اِخْوَانِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِىْ وَلَمْ يَرَوْنِىْ ـ

(৭৬) আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার মন চায় যেন আমি আমার ভাইদের সাথে মিলিত হই। সাহাবীগণ (রা) আরয করলেন, আমরাই তো আপনার ভাই। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা আমার সাহাবা। আর আমার ভাইয়েরা হচ্ছে সেই সকল ঈমানদার, যারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে অথচ তারা আমাকে দেখে নি।

[সুয়ূতী "আল জামি 'আল-সগীর গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করে তার পার্শ্বে সহীহ হবার প্রতীক ব্যবহার করেছেন।]

(٧٧) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوْبٰى لِمَنْ رَاٰنِىْ وَاٰمَنَ بِىْ وَطُوْبٰى لِمَنْ اٰمَنَ بِىْ وَلَمْ يَرَانِىْ سَبْعَ مَرَّاتٍ۔

(৭৭) হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, মুবারকবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যিনি আমাকে দেখেছেন এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। মুবারকবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যিনি আমাকে দেখেন নি অথচ আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন– এদের জন্য অভিনন্দন সাতবার।

[ইবন্ হাব্বান, হাফেজ, হাদীসটি সহীহ।]

(٧٨) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوْبٰى لِمَنْ اٰمَنَ بِىْ وَرَاٰنِىْ مَرَّةً وَطُوْبٰى لِمَنْ اٰمَنَ بِىْ وَلَمْ يَرَنِىْ سَبْعَ مَرَّاتٍ۔

(৭৮) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আমার দর্শন লাভ করেছে, তাঁর জন্য মুবারকবাদ একবার। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু আমাকে দেখেনি, তার জন্য মুবারকবাদ সাতবার।

[অন্যত্র এ হাদীসটি পাওয়া যায় নি। তবে ইমাম সুয়ূতী "জামে 'উস-সাগীরে হাদীসটি বর্ণনা করে তার পাশে সহীহ্ হবার প্রতীক ব্যবহার করেছেন।]

(٧٩) وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ رَاكِبَانِ فَلَمَّا رَاٰهُمَا قَالَ كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ حَتّٰى اَتَيَاهُ فَاِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ قَالَ فَدَنَا اِلَيْهِ اَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ قَالَ فَلَمَّا اَخَذَ بِيَدِهٖ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ مَنْ رَاٰكَ فَاٰمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ ۔ قَالَ طُوْبٰى لَهُ ۔ قَالَ فَمَسَحَ عَلٰى يَدِهٖ فَانْصَرَفَ ۔ ثُمَّ اَقْبَلَ الْاٰخَرُ حَتّٰى اَخَذَ بِيَدِهٖ لِيُبَايِعَهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ مَنْ اٰمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ طُوْبٰى لَهُ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلٰى يَدِهٖ فَانْصَرَفَ ۔

(৭৯) আবূ আব্দুর রহমান আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমরা রাসূল (সা)-এর সমীপে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় দুইজন আরোহীর আগমন ঘটল। রাসূল (সা) তাদেরকে দেখতে পেয়ে বললেন, এরা দু'জন কিন্দী (গোত্রীয়) মায্‌হিজ' (যারা পিতার বাঁদীর সন্তান, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে জন্মদাত্রী সেই বাঁদীর মালিক হওয়ার পর তার সাথে ব্যভিচার করেছে।) তারা নিকটবর্তী হওয়ার পর দেখা গেল, সত্যিই এরা 'মায্‌হিজ'। এদের দু'জনের মধ্যে একজন রাসূল (সা)-এর হাতে বাইয়াত হওয়ার জন্য তাঁর নিকটবর্তী হল। তিনি যখন (বাইয়াতের উদ্দেশ্যে) তার হাত ধরলেন, তখন সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অভিমত কী? ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে আপনাকে দেখলো, অতঃপর আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো আপনার সত্যায়ন করলো এবং আপনার অনুসরণ করলো। তার পুরস্কার কী? তিনি বললেন, অভিনন্দন বা সুসংবাদ তাঁর জন্য। অতঃপর লোকটি তাঁর হাত স্পর্শ করে

চলে এলো। এরপর দ্বিতীয়জন এগিয়ে গেল এবং বাইয়াতের জন্য তিনি তার হাত ধরলেন, তখন সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার অভিমত কী? সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো, আপনাকে সত্যয়ন করলো এবং আপনার অনুসরণ করলো, অথচ সে আপনাকে দেখে নি। তিনি বললেন, তাঁর জন্য অভিনন্দন, তাঁর জন্য অভিনন্দন, তাঁর জন্য অভিনন্দন, অতঃপর লোকটি রাসূল (সা)-এর হাত স্পর্শ করে চলে গেল।

[দাওলাবী ও বাগাবী। এই হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨٠) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَلَسْنَا اِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمًا فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ طُوْبٰى لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأَتَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لَوَدِدْنَا اَنَّنَا مَا رَاَيْتَ وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ فَاسْتُغْضِبَ فَجَعَلْتُ اَعْجَبُ مَا قَالَ الاَّ خَيْرًا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا يَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى اَنْ يَّتَمَنّٰى مَحْضَرًا غَيَّبَهُ اللّٰهُ عَنْهُ لَايَدْرِىْ لَوْشَهِدَهُ كَيْفَ يَكُوْنُ فِيْهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْوَامٌ اَكَبَّهُمُ اللّٰهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِىْ جَهَنَّمَ لَمْ يُجِيْبُوْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوْهُ، اَوَلاَ تَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ اِذْ اَخْرَجَكُمْ لاَتَعْرِفُوْنَ اِلاَّ رَبَّكُمْ مُصَدِّقِيْنَ لِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ قَدْ كُفِيْتُمُ الْبَلاَءَ بِغَيْرِكُمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ بَعَثَ اللّٰهُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَشَدِّ حَالٍ بَعَثَ عَلَيْهَا نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فِىْ فَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ مَايَرَوْنَ اَنَّ دِيْنًا أَفْضَلَ مِنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ حَتّٰى اِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرَى وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ وَاَخَاهُ كَافِرًا وَقَدْ فَتَحَ اللّٰهُ قُفْلَ قَلْبِهِ لِلْاِيْمَانِ يَعْلَمُ اَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ فَلاَتَقَرُّ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ حَبِيْبَهُ فِى النَّارِ وَاَنَّهَا الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ)۔

(৮০) আবদুর রহমান বিন জুবাইর বিন নুফাইর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমরা হযরত আল-মিকদাদ বিন আল-আসওয়াদ (রা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি অতিক্রম করে যাচ্ছিল। সে বললো, মুবারকবাদ সেই দুই নয়নের প্রতি যা অবলোকন করেছে আল্লাহর রাসূলকে। আল্লাহ্র শপথ! আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা হয় অবলোকন করি যা আপনি অবলোকন করেছেন। প্রত্যক্ষ করি যা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এতে মিকদাদ (রা) ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আর এতে আমি বিস্মিত হলাম। কারণ লোকটি যা বলেছে তা তো ভালই। (যা হোক) এরপর তিনি আগন্তুকের প্রতি মুখ করে বললেন, কী করে একজন ব্যক্তি এমন একটি দৃশ্য কামনা করতে পারে যা আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকে অদৃশ্য করে রেখেছেন! অথচ সে জানে না ঐ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলে তার অবস্থা কেমন হত? আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্র রাসূলের সান্নিধ্যে বহুসংখ্যক সম্প্রদায় এসেছে, কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করে নি এবং তাঁর সত্যয়ন করে নি, ফলে তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হয়েছে। (অতএব, তুমি যেসব লোকের দলভুক্ত হতে না এর নিশ্চয়তা তোমার কাছে আছে কি?)

তোমরা আল্লাহর দরবারে হাম্দ (প্রশংসা) করছো না কেন? আল্লাহ তোমাদেরকে এমন করে নির্বাচন করেছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রভুকে জানতে পেরেছ– তোমাদের নবী (সা)-এর আনীত বিষয়সমূহের সত্যয়ন করে এবং অন্যের উপরে গযবের দায় চাপিয়ে তোমরা মুক্ত থেকেছ। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা)-কে কঠিনতম এক সময়ে প্রেরণ করেছিলেন (সাধারণত অন্যান্য নবীগণকে যেসব সময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল, তার তুলনায় কঠিনতম)। সেটি ছিল জাহেলী যুগ, যখন মূর্তিপূজার চেয়ে উত্তম কোন মতবাদ বা দীন ছিল না। এমনি এক সময়ে

রাসূল (সা) আগমন করলেন সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড নিয়ে। তিনি পৃথক করে দিলেন সত্যকে মিথ্যা থেকে। পার্থক্য নির্ণয় করলেন পিতা ও সন্তানের মধ্যে। (এমতাবস্থায়) কেউ দেখতে পেল তার পিতা, সন্তান ও ভাই কাফির রয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ (দয়াপরবশ হয়ে) ঈমানের জন্য তার অন্তরের তালা খুলে দিলেন, সে জানে, তার প্রিয়জনরা ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, নিশ্চিত দোযখে প্রবেশ করবে। সুতরাং এই অবস্থায় তার চক্ষু স্থির থাকতে পারে না।

এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

"اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاهَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ"

"যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর হবে।"

(١١) بَابٌ فِىْ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ وَصِفَتِهِ وَمَثَلِهِ

(১১) পরিচ্ছেদ ঃ মু'মিনের মর্যাদা, তাঁর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে

(٨١) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِى النَّاسِ اَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ -

(৮১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন (এবং) সেমতে তিনি মানুষের মধ্যে এই মর্মে আহ্বান রাখলেন যে, মুসলিম (সমর্পিত) আত্মা ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [বুখারী ও মুসলিম]

(٨٢) وَعَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) عَنِ الْقَتِيْلِ الَّذِىْ قُتِلَ فَاَذَّنَ فِيْهِ سُحَيْمٌ قَالَ كُنَّا بِحُنَيْنٍ فَأَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحَيْمًا اَنْ يُؤَذِّنَ فِى النَّاسِ اَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ (وَفِى رِوَايَةٍ اَلاَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) اِلاَّ مُؤْمِنٌ قَالَ وَلاَ اَعْلَمُهُ قُتِلَ اَحَدٌ قَالَ مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قُتِلَ اَحَدًا -

(৮২) আবূ যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে সেই নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে নিহত হওয়ার পর সুহাইম (রা) ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি (এ ব্যাপারে) বলেন, আমরা হুনাইনে অবস্থান করছিলাম, তখন নবী করীম (সা) সুহাইম (রা)-কে এই মর্মে নির্দেশ দেন– যেন তিনি মানুষের মধ্যে ঘোষণা দেন যে, মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না (অন্য বর্ণনায়, সাবধান জান্নাতে প্রবেশ করবে না)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না কেউ একজন নিহত হয়েছিল কি না। মূসা ইবন্ দাউদ বলেন, একজনকে হত্যা করা হয়েছিল। [এ গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র হাদীসটি পাওয়া যায় নি। এ হাদীসের সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(٨٣) وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَحْمِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ - كَمَا تَحْمُوْنَ مَرِيْضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَخَافُوْنَهُ عَلَيْهِ.

(৮৩) মাহমূদ বিন লবীদ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাকে দুনিয়ার মোহ থেকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। কারণ তিনি তাকে ভালবাসেন। ঠিক তোমরা যেমন তোমাদের রুগ্ন ব্যক্তিকে ক্ষতিকারক খাবার ও পানীয় থেকে বিরত রাখ। (হাকিম-এর সনদ উত্তম)

(٨٤) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُوْنَ فِى الدُّنْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ اَجْزَاءِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ يَاْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ الَّذِىْ اِذَا اَشْرَفَ عَلَى طَمَعٍ تَرَكَهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(৮৪) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, মু'মিনগণ দুনিয়াতে তিনটি অংশে অথবা অবস্থায় থাকেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাতে কোন প্রকার সংশয় বা সন্দেহ করে না। তাঁরা তাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেন এবং মানুষ যার (থাবা থেকে) তাদের সম্পদ ও জীবন নিরাপদ মনে করে। এরপর সে যদি কোন লোভে পতিত হয়, তবে তা আল্লাহ্র ওয়াস্তে পরিত্যাগ করবে। (হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, এর সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন।)

(٨٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَاِنَّ الْفَاجِرَ خَبٌّ لَئِيْمٌ -

(৮৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয় মু'মিন ব্যক্তি মহৎপ্রাণ ও সহজ-সরল এবং ফাজির (বে-ঈমান ও গোনাহগার) হচ্ছে সংকীর্ণমনা, পাপিষ্ঠ ও লোভী। (হাকিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী। মানাবী বলেন, এর সনদ উত্তম।]

(٨٦) وَعَنْهُ اَيْضًا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنُ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَحْمَدُنِىْ وَاَنَا اَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ -

(৮৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, মু'মিন ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাবস্থায় ভাল থাকে। আমি তার দুই পার্শ্ব থেকে তার প্রাণ হরণ করি। অথচ সে (ঐ অবস্থাতেও) আমার প্রশংসা করে। [নাসাঈ, হাকিম ও তিরমিযী তাঁর "নাওয়াদিরিল উসূল" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।]

(٨٧) وَعَنْهُ فِى اُخْرَى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِى شَيَاطِيْنَهُ كَمَا يُنْضِى اَحَدُكُمْ بَعِيْرَهُ فِى السَّفَرِ.

(৮৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) বলেছেন, নিশ্চয় মু'মিন ব্যক্তি তার শয়তানসমূহকে এমন দুর্বল করে ফেলে যেমন তোমরা সফরে উটকে দুর্বল করে ফেল। (হাকিম ও তিরমিযী)

(٨٨) وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ -

(৮৮) ফাদালা ইবন্ উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে মু'মিনের সংজ্ঞা জানিয়ে দেব না? (মু'মিন সেই ব্যক্তি) যাকে মানুষ তাদের সম্পদ ও জীবনের জন্য নিরাপদ মনে করে। আর মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মানুষ শান্তিতে থাকে, মুজাহিদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র অনুসরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। আর মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে অন্যায়-অপরাধ ও গোনাহ পরিত্যাগ করে। [বায়হাকী, নাসায়ী, হাকিম ও তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(٨٩) وَعَنْ عَمْروبْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَدْرُوْنَ مَنِ الْمُسْلِمُ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، قَالَ تَدْرُوْنَ مَنِ الْمُؤْمِنُ، قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ فَاجْتَنَبَهُ (وَعَنْهُ فِىْ اُخْرَى) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ.

(৮৯) 'আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা কি জান মুসলিম কে? লোকজন বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলেন, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ। তিনি বললেন, তোমরা কি জান মু'মিন কে? তারা বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলেন, যাকে মু'মিনগণ তাদের সম্পদ ও জীবনের জন্য নিরাপদ মনে করেন এবং মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে মন্দকে পরিত্যাগ করে এবং তা পরিহার করে চলে।

(অন্য বর্ণনায় আছে আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ এবং মুহাজির সেই, যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ (বিষয় বা বস্তু) পরিহার করে।

(বুখারী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী।)

(٩٠) وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مُؤْلِفٌ وَلَاخَيْرَ فِيْمَنْ لَايَاْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ ـ

(৯০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি বন্ধু বৎসল ও আকর্ষণকারী, আর যে বন্ধুবৎসল আকর্ষণকারী নয় এবং নিজেও আকর্ষিত হয় না, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। (বায়হাকী)

(٩١) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخَذَ بِيَدِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ يَا اَبَا اُمَامَةَ اِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ يَلِيْنُ لِىْ قَلْبُهُ ـ

(৯১) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমার হাত ধরে বললেন, হে আবূ উমামা! আমার জন্য যার অন্তর বিগলিত হয় সেই মু'মিন।

(হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। হাইছুমী বলেছেন, হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।)

(٩٢) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَقْرَاءُ الْقُرْاٰنَ فَلَا اَجِدُ قَلْبِىْ يَعْقِلُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ قَلْبَكَ حُشِىَ الْاِيْمَانُ وَاِنَّ الْاِيْمَانَ يُعْطَى الْعَبْدُ قَبْلَ الْقُرْاٰنِ ـ

(৯২) আবদুল্লাহ ইবন্‌ 'আমর বিন আল'আস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি পবিত্র কুরআন পাঠ করি বটে, কিন্তু আমার অন্তর তা হৃদয়ঙ্গম করে না। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বললেন, নিশ্চয় তোমার অন্তরে ঈমান নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কুরআনের পূর্বে বান্দাকে ঈমান প্রদান করা হয়। (অর্থাৎ কুরআনের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ঈমান হচ্ছে পূর্ব শর্ত। (এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।)

(৯৩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى أُحَدِّثُ نَفْسِى بِالْحَدِيْثِ لاَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ (وَعَنْهُ بِلَفْظٍ اُخَرَ) قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَجِدُ فِى اَنْفُسِنَا مَا يَسُرُّنَا نَتَكَلَّمُ بِهِ وَإِنَّ لَنَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ اَوَجَدْتُمْ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ ـ

(৯৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমি মনে মনে এমন কিছু কথা চিন্তা করি (অর্থাৎ তাকদীর সংক্রান্ত কিছু জটিল ও ভ্রান্ত চিন্তা), যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আমি আকাশ থেকে পতিত হওয়াকেই বেশী পছন্দ করি (অর্থাৎ ঐ ধরনের বিশ্বাস তো আমার নেই, উপরন্তু সেটা মুখে উচ্চারণ করতেও সাহস পাই না।) রাসূল (সা) বলেছেন, এই হচ্ছে ঈমানের স্পষ্টতা, (অর্থাৎ তুমি স্পষ্টতই মু'মিন।)

(অন্য কথায় এভাবে এসেছে) লোকজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমরা আমাদের হৃদয়ে এমন কিছু বিষয় পাই, যা আমাদের মুখে বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তা কখনই সূর্যের মুখ দেখে নি (অর্থাৎ আমরা তা মুখে উচ্চারণ করি না।) রাসূল (সা) বললেন, তোমরা কি সত্যি এরকম কিছু পেয়ে থাক? তারা বলল, হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন, এটিই হচ্ছে সুস্পষ্ট ঈমান। (মুসলিম ও নাসাঈ)

(৯৪) وَاَيْضًا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَقُلْ اَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمُ اِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ (وَعَنْهُ فِىْ أُخْرَى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُوْنَ الْكَرْمُ وَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ـ

(৯৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আঙ্গুরের তৈরী মদকে 'আল-কারামু' (সম্ভ্রান্ত) না বলে। কারণ, সম্ভ্রান্ত হচ্ছে মূলত মুসলিম ব্যক্তি। (অন্য বর্ণনায় এসেছে) রাসূল (সা) বলেন, মানুষ 'আল-কারামু' বলে থাকে (এটা ঠিক না), কারণ 'আল-কারামু (সম্ভ্রান্ত) হচ্ছে (প্রকৃতপক্ষে) মু'মিনের অন্তর। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(৯৫) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ الْقِطْعَةِ مِنَ الذَّهَبِ نَفَخَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَغَيَّرْ وَلَمْ تَنْقُصْ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ اَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ ـ

(৯৫) আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন আল'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন; মুহাম্মদের জীবন যে সত্তার হাতে-সেই সত্তার শপথ! নিশ্চয় মু'মিনের উপমা হচ্ছে খাঁটি সোনার টুকরার ন্যায়, সেই টুকরার মালিক তাতে অগ্নি ফুঁৎকার করলো, কিন্তু তাতে কোনরূপ পরিবর্তন কিংবা হ্রাস সংঘটিত হলো না, এবং সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন, নিশ্চয় মু'মিনের উপমা মধুমক্ষিকার ন্যায়। সে ভক্ষণ করে উৎকৃষ্ট (বস্তু) এবং উৎপাদন করে উৎকৃষ্ট (বস্তু অর্থাৎ মধু), কিন্তু সে যখন আছাড় কিংবা ধাক্কা খায়, তখন ভেঙ্গে পড়ে না এবং তার কোন ক্ষতিও সাধিত হয় না। (ইমাম সুয়ূতী "জামে উস্ সাগীরে" বলেন, মানাবী বলেছেন, আহমদের সনদ সহীহ্।)

(٩٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ السُّنْبُلَةِ تَخِرُّ مَرَّةً وَتَسْتَقِيْمُ مَرَّةً وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزِ (وَفِي رِوَايَةٍ الْأَرْزَةِ) لَايَزَالُ مُسْتَقِيْمًا حَتَّى يَخِرُّ وَلَا يَشْعُرُ ـ

(৯৬) জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সা) বলেছেন, মু'মিনের উপমা হচ্ছে গমের চারার ন্যায়- (হেলেদুলে) একবার পতিত হয় (বাতাসে,) আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আর কাফিরের উপমা হচ্ছে 'আর্‌য' বৃক্ষের ন্যায়। যা সর্বদা সোজা হয়ে থাকে, যতক্ষণ না অজান্তে হঠাৎ পতিত হয়। (সুয়ূতী হাদীসটি জামে উস্ সাগীরে বর্ণনা করার পর তার পাশে হাসান হবার প্রতীক ব্যবহার করেছেন।)

(٩٧) وَعَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلَى آخِيَّتِهِ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى آخِيَّتِهِ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيْمَانِ ـ

(৯৭) আবূ সাঈদ আল–খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, মু'মিনের উপমা হচ্ছে– খুঁটির সাথে বাঁধা ঘোড়ার ন্যায়। সে খুঁটির চারদিকে ঘুরতে থাকে এবং অবশেষে তার খুঁটির কাছেই ফিরে আসে। মু'মিন ভুল করে থাকে কিন্তু পরে সে ঈমানের দিকে ফিরে আসে। (জিয়া মাকদাসী ও সুয়ূতী বর্ণনা করেছেন, হাদীসটির সনদ উত্তম।)

(٩٨) ز– وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ قَالَ اَلْاِسْلَامُ ذَلُوْلٌ لَايَرْكَبُ اِلَّا ذَلُوْلًا ـ

(৯৮) 'যা' আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ইসলাম হচ্ছে– সহজ-সরল ও অনুকরণযোগ্য। (এবং সেই ইসলাম তার ন্যায়) সহজ-সরল ও অনুকরণযোগ্যের উপরই আরোহণ করে। (এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদে আবূ খালাফ নামে একজন মাত্‌রুক রাবী আছে, কাজেই গ্রহণযোগ্য নয়।)

(١٢) بَابٌ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ يَضْمَحِلُ فِيْهِ الْاِيْمَانُ ـ

(১২) পরিচ্ছেদ ঃ যে সময় ঈমান দুর্বল হয়ে পড়বে

(٩٩) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ الْاِيْمَانَ بَدَا غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَا فَطُوْبَى يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ اِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيَأْرِزَنَّ الْاِيْمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِيْ جُحْرِهَا ـ

(৯৯) সা'দ ইবন্ আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নিশ্চয় ঈমান উৎপত্তি লাভ করেছে পরবাসী হয়ে (দুর্বল অবস্থায়) এবং তা অচিরেই প্রত্যাবর্তন করবে সেই অবস্থায়, যে অবস্থায় উৎপত্তি লাভ করেছিল। সুতরাং মোবারকবাদ ঐ দিন সেইসব গরীবদের (পরবাসীদের) জন্য, যখন যমানা বিনষ্ট হয়ে যাবে। যাঁর হাতে আবুল কাসিমের জীবন! সেই সত্তার শপথ! ঈমান এই দুই মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করবে, সর্প যেমন তার গর্তে প্রবেশ করে থাকে। (মুসলিম)

(١٠٠) ز وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَنَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَدَاَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا ثُمَّ يَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَابَدَا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ اِذَا فَسَدَ النَّاسُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيَنْحَازَنَّ الْإِيْمَانُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا يَجُوْزُ السَّيْلُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيَأْرِزَنَّ الْاِسْلَامُ إِلَى مَابَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ـ

(১০০) আবদুর রহমান বিন সান্নাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছেন, ইসলাম গরীব বা দুর্বল অবস্থায় সূচিত হয়েছিল। অতঃপর তা পুনরায় দুর্বল অবস্থায় ফিরে যাবে। সুতরাং অভিনন্দন সেই দুর্বলদের জন্য। জিজ্ঞেস করা হলো, সেই দুর্বল কারা? নবী (সা) বললেন, মানুষ যখন পথভ্রষ্ট হবে, তখন তাদেরকে যাঁরা সংশোধন করবেন (তারাই সেই দুর্বলের দল)। এবং যে সত্তার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ! ঈমান মদীনায় প্রবেশ করবে পানির স্রোতের ন্যায় (দ্রুত বেগে) এবং আমার জীবন যে সত্তার হাতে তাঁর শপথ! ইসলাম প্রবেশ করবে এই দুই মসজিদের মধ্যখানে (মক্কা ও মদীনার মসজিদদ্বয়)। সর্প যেমন তার গর্তে প্রবেশ করে (দ্রুতলয়ে) (এ সূত্রে হাদীসটি দুর্বল তবে ইমাম মুসলিম হাদীসটির কিয়দাংশ বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে।)

(١٠١) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَاَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَاَ فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ ـ

(১০১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দীনের সূচনা হয়েছে দুর্বল অবস্থায় এবং তা অচিরেই দুর্বল হয়ে পড়বে, যেমনটি সূচনায় ছিল। সুতরাং অভিনন্দন সেই দুর্বলদের জন্য। (মুসলিম)

(١٠٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِلَفْظِ) اِنَّ الْاِسْلَامَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ قِيْلَ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ"

(১০২) ইবন্ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর বর্ণনায়– (اِنَّ الدِّيْنَ) -এর পরিবর্তে (اِنَّ الْاِسْلَامَ) শব্দটি এসেছে এবং لِلْغُرَبَاءِ-এরপর অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে– "قِيْلَ وَمَنِ الْغُرَبَاءِ قال النزاع من القبائل" (অর্থাৎ জিজ্ঞেস করা হলো, গরীব কারা? তিনি বললেন, স্বীয় গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যারা তারা। (মুসলিম)

(١٠٣) وَعَنْ عَلْقَمَةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ قَالَ كُنْتُ فِيْ مَجْلِسِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الْإِسْلَامَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْاِسْلَامَ بَدَاَ جَذَعًا ثُمَّ ثَنِيًّا ثُمَّ رُبَاعِيًا ثُمَّ سُدَاسِيًا ثُمَّ بَازِلاً فَقَالَ عُمَرُ فَمَا بَعْدَ الْبُزُوْلِ إِلاَّ النُّقْصَانُ.

(১০৩) আলকামা মুযানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমাকে এক লোক বলেন, আমি উমর উব্ন খাত্তাব (রা)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। উমর (রা) গোত্রের একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, হে অমুক! বলতো, তুমি রাসূল (সা)-কে আল-ইসলামের সংজ্ঞা কীরূপ দিতে শুনেছ? লোকটি জবাব দিলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় ইসলাম সূচনা লাভ করেছে শিশু অবস্থায়। (শূন্য থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত), এরপর কিশোর অবস্থায় (ছয় বছর পর্যন্ত), এরপর 'রুবায়ী' বা সপ্তম বর্ষীয়। এরপর অষ্টম বর্ষীয় এবং সর্বশেষে নবম বর্ষীয় অবস্থায় (অর্থাৎ

পূর্ণাঙ্গরূপে)। হযরত উমর (রা) বললেন, পূর্ণতার পর তো পতনের শুরু। (এ হাদীসটি অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নি, এর সনদেও একজন অজ্ঞাত রাবী আছেন।)

(١٠٤) وَعَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَعْرَابِيٌّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِلْاِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهَى قَالَ نَعَمْ اَيُّمَا اَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ اَوِ الْعَجَمِ اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمْ خَيْرًا اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الاِسْلَامَ قَالَ ثُمَّ مَاذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ تَقَعُ فِتَنٌ كَاَنَّهَا الظُّلَلُ، قَالَ الاَعْرَابِيُّ كَلَّا (وَفِي رِوَايَةٍ كَلَّا وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَعُوْدُنَّ فِيْهَا اَسَاوِدَ صُبًّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَقَرَا عَلَيَّ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَسَاوِدَ صُبًّا قَالَ سُفْيَانُ الْحَيَّةُ السَّوْدَاءُ تَنْصَبُّ اَيْ تَرْتَفِعُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ بِنَحْوِهِ) وَزَادَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَفْضَلُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِيْ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ۔

(১০৪) কুরয বিন আলকামা আল-খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) এক বেদুঈন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), ইসলামের কি কোন শেষ পরিণতি আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন আল্লাহ তা'আলা আরব অথবা আজমের কোন পরিবার পরিজনের কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তখন তাদের মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দেন। বেদুঈন বললো, এরপর কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! রাসূল (সা) বললেন, এরপর শুরু হবে ফিৎনা, কাল সাপের ন্যায়। বেদুঈন বললো, কখনও না। (অন্য বর্ণনায়– আল্লাহ্‌র শপথ! কখনও না ইনশাআল্লাহ)। নবী করীম (সা) বলেন, হ্যাঁ, যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! তোমরা অবশ্যই সেই কালসাপের যুগে প্রত্যাবর্তন করবে, যেখানে একজন অপরজনের ঘাড় মট্‌কে দেবে। (দ্বিতীয় বর্ণনায় এরূপই এসেছে) তবে এখানে يضرب بعضكم এরপর رقاب بعض অতিরিক্ত আছে, অর্থাৎ সুফিয়ান আমাকে পড়ে শোনান। যুহরী বলেন, اَساوِدَصُبًّا হচ্ছে কাল বিষাক্ত সর্প যা দংশন করে।

(তৃতীয় বর্ণনায় অনুরূপ বক্তব্যই এসেছে। তবে এতে অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে– আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, ঐ দুঃসময়ে সেই ব্যক্তি হবেন সর্বোত্তম, যে মু'মিন গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করবে আর আল্লাহকে ভয় করবে, এবং মানুষকে পরিত্যাগ করবে অনিষ্টের আশঙ্কায়। (হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে এ হাদীসটির সনদ উত্তম।)

(١٠٥) وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِيْ تَلِيْهَا وَاَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَاٰخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ۔

(১০৫) আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ইসলামের রজ্জু একটা একটা করে ছিঁড়ে যাবে, অর্থাৎ ইসলামের বিধান একটা একটা করে ছেড়ে দেয়া হবে। যখনই কোন একটি রজ্জু ছিঁড়ে

টীকা ঃ অর্থাৎ এমন দুঃসময় আসবে যে, মানুষ ইসলামী বিধি-বিধান ও আমলসমূহ কল্পিত বাহানায় একটির পর একটি পরিহার করে চলবে। সবশেষে তারা 'সালাত' পরিহার করবে।

যাবে, তখনই মানুষ এর পরবর্তী রজ্জু আঁকড়ে ধরবে। সর্বপ্রথম ছিড়ে যাবে 'হুকুম' বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। আর সর্বশেষ ছিড়ে পড়বে সালাত। (ইবন হাব্বান হাকিম, হাকিম বলেন, হাদীসটি সনদ সহীহ্।)

(١٠٦) وَعَنْ اِبْنِ فَيْرُوْزِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُنْقَضَنَّ الْاِسْلَامُ عُرْوَةً عُرْوَةً كَمَا يُنْقَضُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً ـ

(১০৬) ইবন্ ফাইরুয আল-দাইলামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইসলাম একটু একটু করে অবশ্য সংকুচিত হবে। যেমন রশি সংকুচিত হয় পাঁকের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে। (এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি।)

(١٠٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيْثًا مُنْذُ زَمَانٍ اِذَا كُنْتَ فِى قَوْمٍ عِشْرِيْنَ رَجُلًا أَوْ اَقَلَّ اَوْ اَكْثَرَ فَتَصَفَّحْتَ فِىْ وُجُوْهِهِمْ فَلَمْ تَرَ فِيْهِمْ رَجُلًا يُهَابُ فِى اللّٰهِ فَاْعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ رَقَّ ـ

(১০৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ বুসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ দিন পূর্বে একটি হাদীস শুনেছি, যখন তুমি বিশ জনের একটা দলে থাকবে অথবা তার কম বা বেশী লোকের মধ্যে থাকবে, তখন তাদের মুখের দিকে তাকাবে। তখন যদি তাদের মধ্যে এমন কোন লোক দেখতে না পাও যাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভয় করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। (হাকিম, তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন। যাহাবী তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন।)

(١٣) بَابُ فِيْمَا جَاءَ فِى رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْاِيْمَانِ ـ

(১৩) পরিচ্ছেদ ঃ ঈমান ও আমানত উঠে যাওয়া প্রসঙ্গে

(١٠٨) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا اَنْتَظِرُ الْأُخَرَ، حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِى جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِن قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْوَكْتِ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَئٍ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ قَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ لَايَكَادُ أَحَدُ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ حَتَّى يُقَالُ اِنَّ فِى بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِيْنًا حَتَّى يُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا اَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَاَعْقَلَهُ وَمَافِىْ قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ، وَلَقَدْ اَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِىْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِيْنُهُ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا أَوْ يَهُوْدِيًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيْهِ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتَ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ اِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا ـ

(১০৮) হুযাইফা ইবন আল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে দু'টি বিষয় সম্বন্ধে বলেছেন। আমি তার একটি দেখেছি অপরটির জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি আমাকে বলেছেন, আমানত লোকদের অন্তরের অন্তঃস্থলে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়। তখন লোকেরা আল-কুরআনের জ্ঞান এবং সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে। অতঃপর আমাদেরকে আমানত উঠে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেন। কোন লোক ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার অন্তর হতে আমানত তুলে নেয়া হয়। তখন তার প্রভাব থাকে কেবল ফোস্কার প্রভাবের মত। যেমন

তোমার পায়ের উপর কোন জ্বলন্ত অঙ্গার ফেললে তখন তাতে উঁচু ফোস্কা দেখতে পাও। অথচ তাতে তেমন কিছু নেই। অতঃপর কিছু পাথর নিলেন তারপর তা তার পায়ের উপর ফেললেন, তিনি আরও বলেন এমতাবস্থায় লোকেরা বেচা-কেনা করবে। কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। এমন এক পর্যায়ে উপনীত হবে যে, তখন বলা হবে অমুক গোত্রে একজন আমানতদার লোক আছেন এবং সে লোকটাকে বলা হবে লোকটি না কতই কঠিন, বুদ্ধিমান, কতই না জ্ঞানী। অথচ তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও নেই। (হুযাইফা বলেন, আমি এমন এক সময়ে উপনীত যে, এখন আমি আমার পরোয়া নেই। যদি সে মুসলমান হয় তাহলে তার দীন তাকে আমার হক আদায় করতে বাধ্য করবে। আর খ্রিস্টান বা ইহুদী হয় তাহলে তার শাসক আমার হক আদায় করতে বাধ্য করবে। তবে বর্তমানে আমি তোমাদের মধ্যে অমুক অমুক ছাড়া আর কারো সাথে বেচা-কেনা করবো না। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্)

(١٠٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (يَعْنِى بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدُوْرُ رَحَى الْاِسْلَامِ بِخَمْسٍ (وَفِى رِوَايَةٍ عَلٰى رَأْسِ خَمْسٍ) وَثَلَاثِيْنَ أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ أَوْسَبْعٍ وَثَلَاثِيْنَ فَاِنْ يَهْلِكُوْا فَسَبِيْلُ مَنْ قَدْ هَلَكَ وَاِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ عَامًا قَالَ قُلْتُ مِمَّا مَضَى قَالَ مِمَّا بَقِىَ (وَعَنْهُ اَيْضًا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَامَضَى أَمْ مَابَقِىَ (وَعَنْهُ أَيْضًامِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَحَى الْاِسْلَامِ سَتَزُوْلُ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ اَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِيْنَ فَاِنْ يَهْلِكُوْا فَكَسَبِيْلِ مَنْ هَلَكَ وَاِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ عَامًا قَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَبِمَامَضَى اَمْ بِمَا بَقِىَ قَالَ بَلْ بِمَابَقِىَ ـ

(১০৯) আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইসলামের চাক্কি পাঁচটি জিনিসের উপর ঘুরবে। (অপর এক বর্ণনায় আছে পঁয়ত্রিশটি বা ছত্রিশ বা সাঁইত্রিশ বছর পর্যন্ত (সুস্থ ও অটুট) থাকবে। (অর্থাৎ ইসলামের অগ্রযাত্রা অটুট থাকবে।) এর মধ্যে যারা মারা যাবে তারা ইতিপূর্বে যারা মারা গেছে তাদের পথ অনুসরণ করবে, আর যদি তারা তাদের দীন কায়েম করে তাহলে তা সত্তর বছর পর্যন্ত কায়েম থাকবে। তিনি (ইবন্ মাসউদ) বলেন, আমি বললাম, তা কি অতীতের বছরগুলো থেকে হবে নাকি যা ভবিষ্যতে বাকি আছে তা থেকে? তিনি (নবী (সা)) বলেন, ভবিষ্যত থেকে। (দ্বিতীয় এক সূত্রে তার থেকে বর্ণিত আছে।) তিনি নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে তিনি তাতে আরও বলেন, তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কি অতীত থেকে নাকি ভবিষ্যৎ থেকে? তিনি বলেন ভবিষ্যৎ থেকে। (তাঁর থেকে তৃতীয় এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ইসলামের চাক্কি পঁয়ত্রিশ বছর বা ছত্রিশ বছর অথবা সাঁইত্রিশ বছর পর্যন্ত সঠিকভাবে অগ্রসর হতে থাকবে। এতে যদি মারা যায় তাহলে যারা ইতিপূর্বে মারা গেছেন তাদের পথ অনুসরণ করবে। আর যদি তাদের দীন কায়েম হয় তাহলে তা সত্তর বছর পর্যন্ত কায়েম থাকবে। তখন উমর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি অতীত সমেত না কি ভবিষ্যত সহ? তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ থেকে। (হাদীসটি কিছু পরিবর্তনসহ আবূ দাউদ তায়ালিসী বর্ণনা করেছেন, এ হাদীসের সনদের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য)।

كِتَابُ الْقَدْرِ

তাকদীর অধ্যায়

(١) بَابٌ فِىْ ثُبُوْتِ الْقَدْرِ وَحَقِيْقَتِه

(১) পরিচ্ছেদ ঃ তাকদীরের বাস্তবতা ও এর তাৎপর্য প্রসঙ্গে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَدَّرَ اللّٰهُ الْمَقَادِيْرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ

(১) 'আবদুল্লাহ ইবন্ 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহপাক আকাশমণ্ডলী ও ভূখণ্ড সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাক্দীরসমূহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। (মুসলিম, তাবারানী ও তিরমিযী, তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।)

(٢) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِىْ ظُلْمَةٍ (١) ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ يَوْمَئِذٍ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُوْرِهِ يَوْمَئِذٍ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِذٰلِكَ أَقُوْلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

(২) উপরোক্ত বর্ণনাকারী থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের ওপর তাঁর নূর বা জ্যোতি বিকিরণ করেন। অনন্তর যে সৃষ্টি বা যারা ঐ সময় তাঁর নূর প্রাপ্ত হয়েছে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে, অপরদিকে যে বা যারা তা (নূর) পায় নি, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ কারণে আমি বলছি যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কলম শুকিয়ে গিয়েছে।

অর্থাৎ হিদায়াত প্রাপ্তি কিংবা ভ্রষ্টতা যার তাকদীরে যা কিছু আছে, তা আল্লাহর ইল্মের আওতাধীন। এই হাদীসে বর্ণিত 'অন্ধকার' বলতে তাকদীর সৃষ্টির পূর্বেকার ভাগ্য-সমতাকে বোঝানো হয়েছে। (তাবারানী, বায়হাকী ও তিরমিযী, তিনি হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেন।)

(٣) وَعَنْ طَاوُسِ بْنِ الْيَمَانِى قَالَ اَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُوْنَ كُلُّ شَئٍ بِقَدَرٍ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَئٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ الْكَيْسُ -

(৩) তা'উস ইবন্ য়ামানী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে বহু লোককে বলতে শুনেছি যে, প্রতিটি বস্তু (অস্তিত্ব লাভ করে) সুনির্দিষ্ট কদর (তাকদীর) নিয়ে। বর্ণনাকারী বলেন, আর আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন্ 'উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রতিটি বস্তু সুনির্দিষ্ট কদর (তাকদীর)-এর সাথে যুক্ত। এমনকি অপারগতা ও সক্ষমতা (অর্থাৎ কোন কিছু করার শক্তি-সামর্থ এবং না পারার অপারগতাও তাকদীরের সাথে সংযুক্ত।) (মুসলিম, মালিক)

(٤) وعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ حِيْنَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَاَنَّهُمُ الذَّرُّ وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَاَنَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَمِيْنِهِ اِلَى الْجَنَّةِ وَلاَ اُبَالِى وَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ كَفِّهِ الْيُسْرٰى اِلَى النَّارِ وَلاَ اُبَالِىْ.

(৪) আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে যখন সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর (আদমের) ডান কাঁধে মৃদু আঘাত করলেন এবং তাঁর একদল শুভ্র বংশধরকে বের করে আনলেন– তাঁরা যেন পিপীলিকা সদৃশ (উজ্জ্বল) আবার আল্লাহ তাঁর (আদমের) বাম কাঁধে মৃদু আঘাত করলেন এবং একদল কৃষ্ণ বর্ণের বংশধর বের করে আনলেন তারা যেন কয়লা সদৃশ। অতঃপর আল্লাহ ডান দিকের বংশধরদের উদ্দেশ্যে বললেন, এরা জান্নাতী এবং আমি তাতে বেপরোয়া! আর বাম কাঁধের বংশধরদের উদ্দেশ্যে বললেন, এরা দোযখী এবং আমার তাতে কিছু যায় আসে না। (তাবারানী, ইবন্ আসাকির, আহমদ হাইছুমী ও তানকীহ গ্রন্থের লেখক আহমদের বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।)

(٥) وعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيْلَ بِاَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَخْتِمُ اللّٰهُ لَهُ بِاَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيَجْعَلُهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيْلَ بِاَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يَخْتِمُ اللّٰهُ لَهُ عَمَلَهُ بِاَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَجْعَلُهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

(৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : নিশ্চয় কোন লোক (এমন দেখা যায় যে,) দীর্ঘ কালব্যাপী জান্নাতবাসীগণের ন্যায় আমল করতে থাকবে, কিন্তু আল্লাহ তার পরিসমাপ্তি ঘটাবেন দোযখবাসীদের আমলের মাধ্যমে এবং তাকে দোযখবাসী করে দিবেন এবং নিশ্চয় কোন লোক দীর্ঘকালব্যাপী দোযখবাসীদের আমলের ন্যায় আমল করবে, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আমলের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন জান্নাতবাসীগণের আমল দ্বারা। (পরিশেষে) তাকে জান্নাতীগণের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(٦) وعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَعَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تُعْجَبُوْا بِأَحَدٍ حَتّٰى تَنْظُرُوْا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ، فَاِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا طَوِيْلاً مِنْ عُمْرِهِ اَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْمَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلاً سَيِّئًا وَاَنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ لَوْمَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا، وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اِسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ،

(৬) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শেষ পরিণতি কী হয় তা না দেখে কারো সম্পর্কে তোমাদের পুলকিত কিংবা অবাক হওয়া উচিত নয়। কেননা, (এটা সত্য যে,) কোন আমলকারী তার জীবনের সুদীর্ঘকাল অথবা তার সময়কালের বিরাট অংশ নেক আমল করে কাটিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারতো। কিন্তু (পরবর্তীতে) সে উল্টে যায় এবং বদ আমল করতে থাকে। (অবশেষে তার পরিণতি হয় দোযখ), অপরদিকে (দেখা যায় যে,) আল্লাহ্র কোন বান্দা তার সময়কালের বিরাট অংশ

বদ আমল করলো, যদি ঐ সময়ে তার মৃত্যু হতো, তবে সে দোযখে প্রবেশ করতো। (কিন্তু না) পরে সে প্রত্যাবর্তন করে এবং নেক আমল করতে থাকে এবং যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার জন্য কল্যাণ চান তখন সেই বান্দাকে মৃত্যুর পূর্বে কল্যাণে নিয়োজিত করেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! কিভাবে তাকে কল্যাণে নিয়োজিত করবেন? উত্তরে তিনি বললেন, তাকে সৎ কর্মের তওফীক দান করবেন। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান। (তিরমিযী, এই হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। হাদীসটি আবূ ইয়ালা সাঈদ ইবন্ মানসূর, আব্দ ইবন্ হুমাইদ প্রমুখও বর্ণনা করেছেন।)

(٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ لَمَكْتُوْبٌ فِى الْكِتَابِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّهُ لَمَكْتُوْبٌ فِى الْكِتَابِ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَاتَ فَدَخَلَهَا ـ

(৭) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : নিশ্চয় কোন ব্যক্তি (এরূপ আছে যে,) জান্নাতবাসী লোকদের ন্যায় সৎ আমল করছে, অথচ সে (আল্লাহ্‌র) কিতাবে (তাকদীরে) দোযখবাসীদের অন্তর্গত। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে সে (তার পূর্ববর্তী আমল থেকে) প্রত্যাবর্তন করে এবং দোযখবাসীদের ন্যায় আমল করে। অতঃপর তার মৃত্যু হয় এবং দোযখে প্রবেশ করে এবং অবশ্যই কোন ব্যক্তি (এরূপ রয়েছে যে,) দোযখবাসীদের ন্যায় আমল করে যাচ্ছে, অথচ সে (আল্লাহ্‌র) কিতাবে (ইল্‌মে অথবা তাকদীরে) জান্নাতবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন সে (তার পূর্ববর্তী আমল থেকে) প্রত্যাবর্তন করে আর জান্নাতবাসীদের ন্যায় আমল শুরু করে। অতঃপর তার মৃত্যু হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।

(এই হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, তবে এ হাদীসটির পক্ষে বুখারী ও মুসলিমে ইব্‌নে মাসউদ ও সাহ্‌ল ইবন্ সা'দ থেকে এবং ইমাম মালিক ও তিরমিযীর কিতাবে উমর (রা) থেকে সাক্ষ্য পাওয়া যায়।)

(٨) وَعَنْ اَبِى نَضْرَةَ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهُ يَعُوْدُوْنَهُ فَبَكَى فَقِيْلَ لَهُ مَا يُبْكِيْكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِىْ، قَالَ بَلَى وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبَضَ قَبْضَةً بِيَمِيْنِهِ فَقَالَ هٰذِهِ لِهٰذِهِ وَلاَ اُبَالِىْ وَقَبَضَ قَبْضَةً اُخْرَى يَعْنِى بِيَدِهِ الْاُخْرَى فَقَالَ هٰذِهِ لِهٰذِهِ وَلاَ اُبَالِى فَلا اَدْرِىْ فِىْ اَىِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا.

(৮) আবূ নাদ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাহাবীগণ তাঁর সেবা ও পরিচর্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন। লোকটি কেঁদে ফেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কাঁদছ কেন? আল্লাহ্‌র রাসূল কি তোমাকে বলেন নি যে, তুমি তোমার মোছ কাটতে থাক এবং (তোমার মৃত্যুর পর) আমার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, এ অবস্থায় দৃঢ়ভাবে থাক, উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ (আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)) বলেছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর দক্ষিণ হস্তের পাঞ্জা দিয়ে একটি মুষ্টি ধারণ করেছেন এবং বলেছেন, এটি (অর্থাৎ এই মুষ্টির অর্ন্তগত সব আত্মা) এর জন্য (অর্থাৎ জান্নাতের জন্য) এবং আমি কোন পরোয়া করি না। এমনিভাবে তিনি তাঁর অপর হস্তের পাঞ্জা দিয়ে অপর একটি মুষ্টি ধারণ করলেন এবং বললেন, এটি (অর্থাৎ এর

মধ্যস্থিত যাবতীয় আত্মা) এর জন্য (অর্থাৎ দোযখের জন্য) এবং এতে আমি (কাউকে) পরোয়া করি না। সুতরাং আমার তো জানা নেই যে, আমি আল্লাহ্‌র সেই মুষ্টিদ্বয়ের কোন্‌টিতে আছি?

(এ হাদীসটিও অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ এই হাদীসের পক্ষে আব্‌দুর রহমান ইবন্ কাতাদাহ্ আস-সল্‌মী থেকে বর্ণনা করেছেন। আহমদের রাবীগণ হাসান পর্যায়ের।)

(٩) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ فَقَبَضَ بِيَدَيْهِ قَبْضَتَيْنِ فَقَالَ هٰذِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلاَ أُبَالِيْ وَهٰذِهِ فِي النَّارِ وَلاَ أُبَالِيْ -

(৯) মু'আয বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, (আল্লাহ তা'আলা) তাঁর দুই হস্ত দ্বারা দুইটি মুষ্টি ধারণ করলেন এবং বললেন, এটি জান্নাতের জন্য এবং আমি পরোয়া করি না এবং এইটি দোযখের জন্য এবং আমি পরোয়া করি না।

(এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তানকীহ গ্রন্থের লেখক ইমাম আহমদ এ হাদীসকে হাসান বলেছেন।)

(١٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ أٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَهُ لاَمَحَالَةَ وَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِيْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ،

(১০) 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ছোট গুনাহ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (সা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন। তা থেকে অধিক মিল আর কোন বস্তুতে দেখি না। (বর্ণনাটি এরূপ) রাসূল (সা) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের ভাগ্যে যিনা বা ব্যভিচারের অংশ লিখে রেখেছেন যা সে অবশ্যই লাভ করবে। (যেমন) চোখের যিনা দৃষ্টিপাত, জিহ্বার যিনা কথন, অন্তর কামনা-বাসনা করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী।)

(١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ خُزَاعَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهِ وَرُقًى نَسْتَرْقِيْ بِهَا وَتُقًى نَتَّقِيْهَا تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ إِنَّهَا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى -

(১১) ইমাম যুহ্‌রী (রহ)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় ---- তিনি আবূ খুযা'আর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি (একদা) রাসূল (সা)-কে বললাম এবং সুফিয়ান বলেন, (মধ্যবর্তী একজন বর্ণনাকারী) একদা আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ঔষধ ব্যবহার করি, ঝাড়ফুঁক ব্যবহার করি এবং তাবিয তুমার গ্রহণ করে কষ্ট থেকে বাঁচতে চাই এসবের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? এটা কি আল্লাহ্‌র ভাগ্যলিপি থেকে কিছু পরিবর্তন সাধন করতে পারে? রাসূল (সা) বললেন : এটাও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কদরে (লিপিতে) বিদ্যমান।

(ইবন্ মাজাহ, তিরমিযী তিনি এ হাদীসটিকে সহীহ্ ও হাসান আখ্যায়িত করেছেন। হাকিমও হাদীসটি বর্ণনা করে সহীহ্ বলে দাবী করেছেন, আর যাহাবী তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেছেন।)

(١٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ رَكِبَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاغُلَامُ اِنِّىْ مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ (يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهِنَّ) اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَاِذَا سَاَلْتَ فَلْتَسْاَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوْا عَلَى اَنْ يُنْفَعُوْكَ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى اَنْ يَضُرُّوْكَ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ زِيَادَةٌ (تَعَرَّفْ اِلَى اللّٰهِ فِى الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِى الشِّدَّةِ (وَفِيْهِ اَيْضًا) فَلَوْ اَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيْعًا اَرَادُوْ اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَيْهِ وَاِنْ اَرَادُوْا اَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَاَعْلَمْ اَنَّ فِى الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيْرًا وَاَنَّ النَّصْرَ مَعَ وَالصَّبْرِ وَاَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -

(১২) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে সওয়ারীতে উপবিষ্ট হন। তখন রাসূল (সা) তাঁকে বলেন, ওহে বৎস! আমি তোমাকে কিছু সংখ্যক কালেমা (উপদেশ বাণী) শিক্ষা দিচ্ছি (এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তোমার মঙ্গল করবেন) আল্লাহর বিধান মেনে চলবে আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করবেন। আল্লাহর বিধান মেনে চলবে তাতে আল্লাহকে তোমার দিকে সদয় পাবে। যখন কোন কিছু যাঞ্চা করবে, তখন আল্লাহর নিকটই যাঞ্চা করবে। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ্রই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। জেনে রাখ, সমগ্র উম্মত যদি তোমার উপকার করার নিমিত্ত একত্রিত হয়, তবুও আল্লাহ যা তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার বাইরে তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। অপরদিকে তারা যদি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়, তবু আল্লাহ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন তার বাইরে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (মনে রাখবে) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং (রেজিস্টার) বহিসমূহ শুকিয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ উপকার বা অপকার যা কিছু হওয়ার তা আল্লাহ্র রেকর্ডে লেখা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে।)

(ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে দ্বিতীয় একটি বর্ণনা ধারায়) এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে অতিরিক্ত আছে (তোমার সুসময়ে আল্লাহকে চিনার চেষ্টা কর, আল্লাহ তোমাকে তোমার কষ্টের সময়ে চিনে নিবেন)। (এতে আরও আছে) যদি সমগ্র সৃষ্টিকুল তোমার সামান্য উপকার করতে ইচ্ছুক হয়, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করেন নি, তবে তারা তা করতে সক্ষম হবে না এবং যদি তারা তোমার এমন কোন অনিষ্ট করতে চায়, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখেন নি, তবে তারা তা করতে পারবে না। জেনে রাখ! দুঃসময়ে ধৈর্যধারণ করার মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত এবং ধৈর্যের সাথেই থাকে (আল্লাহ্র) সাহায্য আর বিজয়। বিপদের সাথেই থাকে প্রশান্তি এবং কষ্টের পরেই আসানী বা সুখ।

(হাকিম ও তিরমিযী, তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।)

فَصْلٌ مِنْهُ فِىْ مَحَاجَةِ اٰدَمَ وَمُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আদম ও মূসা (আ)-এর মধ্যকার এতদ্‌বিষয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে

(١٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقَالَ مُوْسَى يَاٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ (وَفِى رِوَايَةٍ

اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِى اَخْرَجَتْكَ خَطِيْئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ) فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ يَامُوْسٰى اَنْتَ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِرِسَالَتِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ اَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللّٰهُ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ حَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى حَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى -

(১৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আদম ও মূসা (আ) আপোষে বিতর্কে লিপ্ত হন। মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছেন এবং জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছেন। (অন্য বর্ণনায় এসেছে আপনি সেই আদম, আপনার বিচ্যুতি বা ভুল আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে)। আদম উত্তরে বললেন, হে মূসা, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামের জন্য (অথবা কালামের মাধ্যমে) নির্বাচিত করেছেন। আর একবার (আদম) বললেন, তাঁর রিসালাতের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং স্বয়ং নিজ হাতে লিখেছেন আপনার জন্য আর আপনি (মূসা) কি না এমন একটি বিষয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করছেন, যে বিষয়টি আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন। রাসূল (সা) বলেন, আদম বিজয়ী হলেন মূসার ওপর, আদম বিজয়ী হলেন মূসার ওপর।

(বুখারী, মুসলিম, হাকিম, ও চার সুনান গ্রন্থ)

فَصْلٌ أٰخَرُ فِى الرِّضَاءِ بِالْقَضَاءِ وَفَضْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাকদীরে সন্তুষ্টি ও এর ফযীলত প্রসঙ্গে।

(١٤) عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللّٰهَ وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَاهُ اللّٰهُ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سُخْطُهُ بِمَا قَضَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ -

(১৪) সা'দ ইবন্ আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহর নিকট 'ইস্তিখারা করা (ভাল চাওয়া) করা বনী আদমের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহর ক্বদরে (ভাগ্যলিপি) সন্তুষ্ট থাকা আদম সন্তানের জন্য কল্যাণকর। (অপরদিকে) আল্লাহর নিকট 'ইস্তিখারা' করা পরিত্যাগ করা তার জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ক্বদরে অসন্তুষ্ট থাকায় তার অকল্যাণ। (তিরমিযী, হাকিম হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণিত।)

(١٥) وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللّٰهِ لِلْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ - وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ -

(১৫) সুহাইব ইবন্ সিনান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : মু'মিন বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র ফয়সালা (তাকদীর) দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত (বা খুশী) হই। কেননা মু'মিনের সব কাজ কর্মই ভাল (মঙ্গলময়)। আর তা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। (যেমন) যদি সে (মু'মিন) কোন কল্যাণ লাভ করে, তবে আল্লাহর শুক্র করে, যা তার জন্য (পরিণামের বিচারে) উত্তম। আর যদি সে কোন অকল্যাণ বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তবে সে সবর করে যা তার জন্য কল্যাণকর। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(١٦) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لاَيَقْضِى اللّٰهُ لَهُ شَيْئًا اِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ -

(১৬) আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মু'মিনের জন্য আনন্দ সংবাদ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য যা কিছুই লিপিবদ্ধ করুন না কেন তাতেই তার কল্যাণ।

(সুয়ূতী, আবূ ইয়া'লা আবূ নাঈম, সুয়ূতী হাদীসটির পাশে হাসান হবার প্রতীক ব্যবহার করেছেন।)

(٢) بَابٌ فِيْ تَقْدِيْرِ حَالِ الْاِنْسَانِ وَهُوَفِيْ بَطْنِ اُمِّهِ -

(২) পরিচ্ছেদ ঃ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন সময়ে মানুষের অবস্থা প্রসঙ্গে

(١٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصَدَّقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ اُمِّهِ فِى اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ اِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ رِزْقِهِ وَاَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ - فَوَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا -

(১৭) আবদুল্লাহ ইবন্ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদেরকে বলেছেন–যিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদীর সত্যবাদী (মাতৃগর্ভে তোমাদের সৃষ্টি চল্লিশ দিন (প্রথম চল্লিশ) পর্যন্ত জমা করা হয়। এরপর চল্লিশ দিন থাকে ঝুলন্ত রক্তপিণ্ড অবস্থায়। এরপর চল্লিশ দিন থাকে মাংসপিণ্ড অবস্থায়। এরপর তার কাছে একজন ফেরেশ্তা প্রেরণ করা হয়, যিনি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন এবং তাঁকে চারটি বিষয় (লিপিবদ্ধ করার জন্য) নির্দেশ প্রদান করা হয় অর্থাৎ তার রিযিক, আয়ুস্কাল, আমল ও নেককার কিংবা বদকার হওয়ার বিষয়।

সুতরাং সেই সত্তার শপথ! যিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে কেউ (অথবা অনেকে) জান্নাতবাসীগণের আমলের ন্যায় আমল করতে থাকে, এমনকি ঐ ব্যক্তি ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক বিঘত বা এক গজ দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমতাবস্থায় তার ভাগ্যলিপি বিজয়ী হয়, আর সে দোযখবাসীর ন্যায় আমল করে এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, সে সেখানে প্রবেশ করে। অপরদিকে তোমাদের কেউ দোযখবাসীদের আমলের ন্যায় আমল করতে থাকে– এমনকি সেই ব্যক্তি ও দোযখের মধ্যে মাত্র এক বিঘত ব্যবধান বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এ সময় তার ভাগ্যলিপি এগিয়ে আসে, তার পরিসমাপ্তি (মৃত্যু) ঘটানো হয় জান্নাতবাসীগণের আমলের মাধ্যমে। অতঃপর সে জান্নাতে প্রবেশ করে। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্)

(١٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَقَرَّتِ النُّطْفَةُ فِى الرَّحِمِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ مَارِزْقُهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ مَا اَجَلُهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ ذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى فَيُعْلَمُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ شَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ فَيُعْلَمُ -

(১৮) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীলোকের জরায়ুতে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত্রি স্থিতি লাভ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার কাছে (জরায়ুতে) একজন ফেরেশ্তা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন প্রভু হে, এর রিযিক কী? (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) তখন তাকে তা বলে দেওয়া হয়। আবার জিজ্ঞেস করেন, এর আয়ুস্কাল কী? তাও তাকে বলে দেওয়া হয়। আবার জিজ্ঞেস

করেন, প্রভু হে! ছেলে না মেয়ে? তখন তাও তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। পুনরায় প্রশ্ন করেন, প্রভু হে! বদকার না নেককার? তখন তাও তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। (আর সেই ফিরিশতা আল্লাহর নির্দেশ মত তার ভাগ্যলিপিতে এ সবই লিখে রাখেন।) (হাদীসটি এ গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এতে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।)

(١٩) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَاتَسْتَقِرُّ فِى الرَّحِمِ بِاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً اَوْ خَمْسَةٍ وَاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَيَقُوْلُ يَارَبِّ مَاذَا؟ اَشَقِيٌّ اَمْ سَعِيْدٌ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثَى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيُكْتَبَانِ، فَيَقُوْلُ مَاذَا أَذَكَرٌ اَمْ اُنْثَى؟ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُكْتَبَانِ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَمُصِيْبَتُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصَّحِيفَةُ فَلَايُزَادُ عَلَى مَافِيْهَا وَلَايُنْقَصُ -

(১৯) হুযায়ফা ইবন্ আসীদ আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি অথবা আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, (মায়ের) জরায়ুতে বীর্য চল্লিশ রাত্রি পর্যন্ত স্থিতি লাভ করার পর তাতে একজন ফিরিশতা প্রবেশ করেন। (হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) সুফিয়ান বলেন, অথবা পঁয়তাল্লিশ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর ফিরিশতা প্রবেশ করেন এবং প্রশ্ন করেন হে প্রভু! কী (লিখবো)? বদকার না নেককার? পুরুষ না স্ত্রী? তখন তাঁকে আল্লাহ যা বৃত্তান্ত বলে দেন, তা-ই লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ফিরিশ্তা প্রশ্ন করেন— পুরুষ না স্ত্রী? আল্লাহ উত্তর বলে দেন এবং তা লিখে নেয়া হয়। এরপর তার আমল, মৃত্যুর স্থান, তার বিপদাপদ, তার রিযিক ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়, এরপর 'সহীফা' বা রেজিস্টার বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এরপরে আর কোন কিছু বৃদ্ধি করা হয় না এবং হ্রাসও করা হয় না। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(٢٠) وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَرَغَ اللّٰهُ اِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ، مِنْ اَجَلِهِ وَرِزْقِهِ وَاَثَرِهِ وَشَقِيٍّ اَمْ سَعِيْدٍ -

(২০) আবূদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি; প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় আল্লাহ পাক স্থির করে রেখেছেন; (সেগুলো হচ্ছে) তার আয়ুষ্কাল, তার রিযিক, তার মৃত্যুর স্থান এবং সে বদকার অথবা নেককার (হওয়ার বিষয়টি)।

(তাবারানী, "তানকীহ" গ্রন্থে বলা হয়েছে আহমদের সনদের রাবীগণ হাসান পর্যায়ের।)

(٢) بَابٌ فِى الْاِيْمَانِ بِالْقَدَرِ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ তাকদীরে বিশ্বাস প্রসঙ্গে

(٢١) عَنْ يَحْيَ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) اِنَّا نُسَافِرُ فِى الْاٰفَاقِ فَنَلْقَى قَوْمًا يَقُوْلُوْنَ لَا قَدَرَ، فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاخْبِرُوْهُمْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِئٌ وَاَنَّهُمْ مِنْهُ بُرَاءُ ثَلَاثًا ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُ، بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَ مِنْ هَيْئَتِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُدْنُهُ فَدَنَا فَقَالَ اُدْنُهُ فَدَنَا فَقَالَ اُدْنُهُ فَدَنَا حَتَّى كَادَ رُكْبَتَاهُ تَمَسَّانِ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِى مَاالْاِيْمَانُ اَوْ عَنِ الْاِيْمَانِ، قَالَ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ، قَالَ سُفْيَانُ

أُرَاهُ قَالَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ فَمَا الْإِسْلَامُ - قَالَ اِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغُسْلٌ مِنَ الْجَنَابَةِ كُلُّ ذٰلِكَ قَالَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ، قَالَ الْقَوْمُ مَارَأَيْنَا رَجُلاً اَشَدَّ تَوْقِيْرًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا كَاَنَّهُ يُعَلِّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِى عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ اَوْ تَعْبُدَهُ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِلاَّ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ، كُلُّ ذٰلِكَ نَقُوْلُ مَارَأَيْنَا رَجُلاً اَشَدَّ تَوْقِيْرًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا فَيَقُوْلُ صَدَقْتَ صَدَقْتَ، قَالَ اَخْبِرْنِى عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَقَالَ صَدَقْتَ قَالَ ذَاكَ مِرَارًا مَا رَأَيْنَا رَجُلاً اَشَدَّ تَوْقِيْرًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا ثُمَّ وَلَّى قَالَ سُفْيَانُ فَبَلَغَنِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ، مَا اَتَانِى فِىْ صُوْرَةٍ اِلاَّ عَرَفْتُهُ غَيْرَ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ -

(২১) ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন্ উমর (রা)-কে বললাম, আমরা বিভিন্ন দূর-দূরান্তের গন্তব্যে সফর করে থাকি, তখন আমরা এমন সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ লাভ করি যারা বলে থাকে যে, 'তাকদীর' বলে কিছু নেই। ইবন্ উমর (রা) আমার কথা শুনে বললেন, যদি তোমরা এ ধরনের সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাও, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আবদুল্লাহ্ বিন উমর তাদের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং তারাও তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্ত। (একথাটি তিনি তিনবার বললেন, এরপর তিনি বলতে থাকেন, একবার আমরা রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, তখন জনৈক ব্যক্তি আগমন করেন (রাসূল (সা)-এর কাছে) এবং তাঁর অবস্থা বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, কাছে এসো, তখন তিনি কিছুটা কাছে এলেন, রাসূল (সা) পুনরায় বলেন, কাছে এসো, তিনি আরও কাছে গেলেন এবং অবস্থা এমন হল যে আগন্তুকের হাঁটু রাসূল (সা)-এর হাঁটু ছুঁই ছুঁই করছে। অতঃপর আগন্তুক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! ঈমান কী? অথবা আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন, রাসূল (সা) বললেন, আপনি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করবেন আল্লাহর সত্তায়, তাঁর ফেরেশ্‌তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণে, শেষ দিবসে এবং বিশ্বাস স্থাপন করবেন তাকদীরে। সুফিয়ান বলেন, আমার মনে হল যে, তিনি এও বলেছিলেন, ভাল হউক কিংবা মন্দ হোক। আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কী? উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান, বায়তুল্লাহর হজ্ব পালন, রমযানের সিয়াম পালন, অপবিত্রতা থেকে গোসল (ফরয গোসল) করা (ইত্যাদি) প্রতিটি বিষয়। আগন্তুক বললেন, সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ বলেন, কোন ব্যক্তিকে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মান প্রদর্শন করতে আমরা দেখি নি। তিনি যেন রাসূল (সা)-কে (প্রশ্নের মাধ্যমে) শিক্ষা দিচ্ছেন। এরপর আগন্তুক আবার প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা), আমাকে 'ইহ্‌সান' সম্পর্কে কিছু বলুন, উত্তরে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন : আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এমনভাবে যেন আপনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন। আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পারেন, তিনি তো (অবশ্যই) আপনাকে দেখছেন (এই আন্তরিক অনুভূতির নাম হচ্ছে 'ইহসান') আগন্তুকের চাইতে অধিক সম্মান প্রদর্শনকারী রাসূলের প্রতি অন্য কাউকে দেখিনি, আগন্তুক বললেন– সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন। এবার আমাকে 'কিয়ামত' সম্পর্কে কিছু বলুন, রাসূল (সা) বললেন, (এ বিষয়ে) যাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক কিছু অবগত নন। এবারও (প্রশ্নকারী) কয়েকবার বললেন, 'সত্য বলেছেন' আর আমরা আবারও বলছি যে, রাসূলকে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে এর চেয়ে অধিক কাউকে দেখি নি।

এ পর্যায়ে প্রশ্নকারী (আগন্তুক) প্রস্থান করলেন, সুফিয়ান বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আল্লাহর রাসূল (সা) (আগন্তুকের প্রস্থানের পর) দর্শকদের বলেছিলেন যে, তোমরা তাঁকে খুঁজে বের কর, কিন্তু তাঁরা তাঁকে খুঁজে

পায় নি। তখন তিনি (রাসূল (সা) বললেন, ইনি হচ্ছেন জিব্রাঈল (আ), তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে (আজ) এসেছিলেন, তিনি যে কোন আকৃতি ধারণ করেই আসুন না কেন, আমি তাঁকে চিনতে পারি, কিন্তু—এরূপে তাঁকে চিনতে পারি নি।

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ عِنْدَنَا رِجَالاً يَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْاَمْرَ بِأَيْدِيْهِمْ فَإِنْ شَاؤُا عَمِلُوا وَاِنْ شَاؤُ وَلَمْ يَعْمَلُوا فَقَالَ أَخْبِرْهُمْ اَنِّىْ مِنْهُمْ بَرِىءٌ وَاَنَّهُمْ مِنِّىْ بُرَاءٌ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَاتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَالِكَ فَاَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ صَدَقْتَ، قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ تَخْشَى اللّٰهَ تَعَالَى كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَاتَكُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَنَا مُحْسِنٌ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ صَدَقْتَ، قَالَ فَمَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْقَدْرِ كُلِّهِ، قَالَ فَاِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ صَدَقْتَ (زَادَ فِى رِوَايَةٍ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَاتِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صُوْرَةِ دِحْيَةَ -

(এই বর্ণনাকারী থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, আমি ইবন্ উমর (রা)-কে বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছেন যে, তারা মনে করে থাকে যে, কর্ম ও ফলাফল তাদের নিজের হাতে, যদি তারা ইচ্ছা করে কর্ম করবেন, আর যদি ইচ্ছা না করে কর্ম করবে না (এরূপ ধারণা তারা লালন করে থাকে)। তিনি বললেন, ঐরূপ লোকদের জানিয়ে দিও যে, আমি তাদের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং তারাও আমার দায় থেকে মুক্ত (অর্থাৎ তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই)। অতঃপর বলেন, একদা জিব্রাঈল (আ) নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ, ইসলাম কী? তিনি বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবেন তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, যাকাত প্রদান করবেন, রমযানের সিয়াম পালন করবেন, বায়তুল্লাহ্র হজ্ব পালন করবেন। জিব্রাঈল (আ) বললেন, যদি আমি এরূপ করি, তবে আমি কি মুসলিম? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন, জিব্রাঈল (আ) আবার প্রশ্ন করলেন, 'ইহসান' কী? বললেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবেন, যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, যদিও আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু তিনি তো আপনাকে দেখছেন। জিব্রাঈল (আ) বললেন যদি আমি এরূপ করি তবে কি আমি 'মুহসিন'? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। এবার বলুন ঈমান কী? বললেন, আন্তরিক বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর ওপর, তাঁর ফিরিশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসূলগণের ওপর, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর, জান্নাত ও দোযখের ওপর এবং সামগ্রিকভাবে তাকদীরের ওপর। জিব্রাঈল (আ) বললেন, এরূপ করলে কি আমি মু'মিন? রাসূল (সা) উত্তর করলেন, হ্যাঁ, জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। (অন্য একটি বর্ণনায় এ কথাটি অতিরিক্ত এসেছে যে, জিব্রাঈল (আ) রাসূল (সা)-এর কাছে দাহিয়্যা (আল-কাল্বী)-এর আকৃতি ধারণ করে আগমন করতেন।

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَدَقْتَ قَالَ فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ -

(একই বর্ণনাকারী থেকে তৃতীয় একটি সূত্রে বর্ণিত) হযরত ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, (একদা) জিব্রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কী? তিনি বললেন, আন্তরিক বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর ওপর, তাঁর ফিরিশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসূলগণের ওপর, শেষ দিবসের ওপর এবং ভাল-মন্দ তাকদীরের ওপর। তখন জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। তখন আমরা তাঁর আচরণে বিস্মিত হলাম। (কারণ) তিনি প্রশ্নও করছেন, আবার (প্রশ্নের উত্তর) সত্যয়নও করছেন। বর্ণনাকারী বলছেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, ইনি হচ্ছেন জিব্রাঈল (আ) তোমাদেরকে তোমাদের দীনের প্রধান বিষয়গুলো (চিহ্নসমূহ) শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন।

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ رَابِعٍ) أَىْ عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ قَالَ لَقِيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُوْلُوْنَ فِيْهِ فَقَالَ لَنَا اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ فَقُوْلُوْا اِنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْكُمْ بَرِئٌ وَاَنْتُمْ مِنْهُ بُرَاءُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُمْ بَيْنَاهُمْ جُلُوْسٌ اَوْ قُعُوْدٌ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَمْشِىْ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ مَانَعْرِفُ هٰذَا اَوْ مَا هٰذَا بِصَاحِبِ سَفَرٍ ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اٰتِيْكَ؟ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ فَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ وَيَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ (وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ مَاتَقَدَّمَ فِى الْبَابِ الثَّانِىْ مِنْ كِتَابِ الْاِيْمَانِ وَفِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَ اَنْ ذَهَبَ السَّائِلُ) عَلَىَّ بِالرَّجُلِ فَطَلَبُوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَمَكَثَ يَوْمَيْنِ اَوْثَلَاثَةً ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ عَنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ جَائَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ، قَالَ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ اَوْ مُزَيْنَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَا نَعْمَلُ اَفِى شَئٍ قَدْ خَلَا اَوْ مَضَى اَوْفِى شَئٍ يُسْتَاْنَفُ الاٰنَ، قَالَ فِى شَئٍ قَدْ خَلَا اَوْ مَضَى، فَقَالَ رَجُلٌ اَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا نَعْمَلُ قَالَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ قَالَ يَحْيَى قَالَ هُوَ هٰكَذَا يَعْنِىْ كَمَا قَرَأْتَ عَلَىَّ -

(একই বর্ণনাকারী থেকে চতুর্থ একটি সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একদা) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাকদীর প্রসঙ্গে লোকদের (ভ্রান্ত) ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করি। তখন তিনি আমাদেরকে বলেন, তোমরা ঐসব লোকদের কাছে যখন প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে বলে দেবে যে, ইবন্ উমর তোমাদের (দায়-দায়িত্ব) থেকে মুক্ত এবং তোমরাও তাঁর (দায়) থেকে মুক্ত। তিনি তিনবার বললেন। এরপর বললেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, (একদা) তাঁরা রাসূল (সা)-এর দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় জনৈক ভদ্রলোক পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে আগমন করলেন, তাঁর চেহারা সুন্দর, কেশরাজি সুন্দর, তাঁর পরিধেয় বস্ত্র শুভ্র সুন্দর। উপস্থিত জনতা পরস্পর মুখ দেখাদেখি করতে লাগলেন। (কেননা) আমরা কেউ তাঁকে চিনতে পারছিলাম না, অথবা তিনি সফরকারীও (মুসাফির) নন। অতঃপর আগন্তুক বললেন, আসতে পারি ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি (তাঁর) কাছে এলেন এবং এমনভাবে উপবিষ্ট হলেন যে, তাঁর হাঁটুদ্বয় রাসূল (সা)-এর হাঁটুদ্বয়ের সাথে রাখলেন এবং হস্তদ্বয় রাখলেন তার (স্বীয়) রানের (উরুর) ওপর। (এভাবেই এ হাদীস অগ্রসর হয়েছে, যেমনটি কিতাবুল ঈমানের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এসেছে। তাতে আরও রয়েছে যে,

প্রশ্নকারী আগন্তুক চলে যাওয়ার পর) রাসূল (সা) বলেন, ঐ ব্যক্তিকে খুঁজতে হবে, জনতা (তাঁকে অনুসরণ করে) তালাশ করল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। অতঃপর রাসূল (সা) দুই দিন অথবা তিনদিন অতিবাহিত করলেন। এরপর বললেন, হে খাত্তাব পুত্র (উমর), আপনি জানেন কি ঐসব বিষয়ে প্রশ্নকর্তা কে ছিলেন? (উমর (রা) বললেন, আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ভাল জানেন। রাসূল (সা) বললেন, তিনি ছিলেন জিব্রাঈল (আ)। তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা)-কে এ পর্যায়ে জুহাইনা অথবা মুযাইনা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমরা তবে কিসের ভিত্তিতে আমল বা কর্ম করবো– এমন বিষয়ে যা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে বা অতীত হয়ে গিয়েছে; না কি এমন বিষয়ে যা এখন নতুনভাবে শুরু করা হবে? (অর্থাৎ আমরা তাকদীরে বিশ্বাস রেখে কাজ করবো, নাকি আমরা কর্মের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করবো?) রাসূল (সা) বললেন, যা অতিবাহিত হয়েছে বা অতীত হয়ে গিয়েছে (সেই তাকদীরে বিশ্বাস রেখে কর্ম করবে।)

অতঃপর অন্য একজন অথবা কয়েকজন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা কিসের ভিত্তিতে, কিভাবে কর্ম করবো? রাসূল বললেন, জান্নাতবাসীগণের জন্য জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য কর্মসমূহ সহজ ও সাবলীল হবে, আর দোযখবাসীদের জন্য দোযখবাসীর কাজ সহজ ও অনায়াসী হবে। ইয়াহইয়া বলেন, তিনি (রাসূল) এইভাবেই বলেছেন, যেমন তুমি এখন আমার সম্মুখে বর্ণনা করলে। (মুসলিম, তাবারানী, আবূ না'ঈম ও অন্যান্য)

(٢٢) وعَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ لَقِيْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هٰذَا الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِي قَالَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوَاتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ اَنْفَقْتَ جَبَلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَاَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذٰلِكَ وَاَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذٰلِكَ وَاَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذٰلِكَ -

(২২) ইবনুদ্ দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাই বিন কা'ব (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলি, হে আবুল মুন্যির, এই তাকদীর সংক্রান্ত কিছু বিষয় আমার অন্তরে খট্কার সৃষ্টি করে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাকে এমন কিছু উপদেশ বাণী শোনান, যাতে করে আমার অন্তরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিদূরিত হয়। তিনি বললেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু যদি তাঁর আকাশমণ্ডলী ও যমীনের বাসিন্দাদের (নির্বিশেষে সবাইকে) শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেন, তবে তিনি তাদের প্রতি (বিন্দুমাত্র) জুলুম ব্যতিরেকেই শাস্তি দিতে পারেন। (অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি প্রদান করার মত অপরাধ বা দোষ-ত্রুটি তাদের মধ্যে অবশ্যই বিদ্যমান), আর যদি তিনি তাদের প্রতি দয়া বর্ষণ করেন, তবে তাঁর সেই দয়া হচ্ছে তাদের যে কোন আমল বা কর্ম থেকে উত্তম। যদি তুমি উহুদ পর্বতসম স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর আল্লাহ তোমার কাছ থেকে তা কবূল করবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং জানবে যে, যা কিছু তুমি পেয়েছ (ভাল বা মন্দ, কল্যাণ অথবা অকল্যাণ) তা কখনই তোমাকে ভুল করতো না (অর্থাৎ তা ছিল অবশ্যম্ভাবী, কোন উপায় বা উপকরণের সাহায্যে তা রদ করা অসম্ভব)। আর যা কিছু তুমি প্রাপ্ত হও নি, তা কখনই তোমার প্রাপ্য ছিল না (অর্থাৎ হাজারো চেষ্টা-তদবীর কিংবা উপায়-উপকরণের মাধ্যমেও তুমি তা লাভ করতে পারতে না।) তুমি যদি এই বিশ্বাসের বিপরীত কিছু নিয়ে মৃত্যুবরণ কর, তবে অবশ্যই তুমি দোযখে প্রবশ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি হুযায়ফার কাছে এলাম, তিনিও আমাকে এ রকমই বললেন। এরপর আমি ইব

মাসউদের কাছে গেলাম, তিনিও আমাকে ঐ রকমই বললেন। পরিশেষে আমি যায়েদ বিন ছাবিত (রা)-এর কাছে গমন করলাম, তিনিও নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে আমাকে শুনালেন। (আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্ ও অন্যান্য, হাদীসটির সনদ হাসান পর্যায়ের।)

(٢٣) وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ شَىْءٍ حَقِيْقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا اَخْطَاَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ ـ

(২৩) আবূদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি হাকীকত বা স্বরূপ রয়েছে। কোন বান্দা ঈমানের স্বরূপ লাভ করবে না যতক্ষণ না সে জানবে এবং বিশ্বাস করবে যে, যা কিছু সে লাভ করেছে, তা থেকে সে কখনও বঞ্চিত হত না এবং যা কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তা কখনও তার প্রাপ্য ছিল না। (হাইছুমী বলেন, এ হাদীসটি বায্যার থেকে বর্ণিত এবং এটি হাসান।)

(٢٤) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ (يَعْنِى ابْنَ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) وَهُوَ مَرِيْضٌ اَتَخَايَلُ فِيْهِ الْمَوْتَ فَقُلْتُ يَا اَبَتَاهُ اَوْصِنِىْ وَاجْتَهِدْ لِىْ فَقَالَ اَجْلِسُوْنِىْ قَالَ يَابُنَىَّ اِنَّكَ لَنْ تَطْعَمَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ وَلَمْ تَبْلُغْ حَقِيْقَةَ الْعِلْمِ بِاللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا اَبَتَاهُ فَكَيْفَ لِى اَنْ اَعْلَمَ مَا خَيْرُ الْقَدْرِ وَشَرِّهِ، قَالَ تَعْلَمُ اَنَّ مَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَمَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ يَابُنَىَّ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ اُكْتُبْ فَجَرَى فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَابُنَىَّ اِنْ مُتَّ وَلَسْتَ عَلَى ذٰلِكَ دَخَلْتَ النَّارَ ـ

(২৪) 'উবাদাহ ইবন্ ওলীদ বিন 'উবাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আমি উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা)-এর কাছে গেলাম, তিনি তখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। আমি তাঁকে বললাম, চাচাজী আমাকে উপদেশ দান করুন এবং আমার জন্য 'ইজতিহাদ' (দো'আ) করুন। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে (শয়ন থেকে) বসাও। (বসানো হলে) তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি ঈমানের স্বাদ কখনও লাভ করতে পারবে না এবং আল্লাহ তা'আলার মা'রিফাতের (জ্ঞানের) স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে না– যতক্ষণ না তুমি ভাল ও মন্দ সংক্রান্ত তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপন করবে। তখন আমি বললাম, চাচাজী, আমি কিভাবে জানতে পারবো তাকদীরের ভাল-মন্দ কোন্টা? তিনি বললেন, জেনে রাখ যা তোমাকে ভুল করেছে (অর্থাৎ যা কিছু তুমি পাও নি), তা কখনই তোমার প্রাপ্য ছিল না এবং যা কিছু তুমি প্রাপ্ত হয়েছ তা কখনই তোমাকে ভুল করতো না (অর্থাৎ অবশ্যই তোমাকে পেত)। হে বৎস! আমি আল্লাহ্র রাসূলের কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছিলেন, তা হচ্ছে কলম, অতঃপর তিনি কলমকে বললেন, লিখ। তখন থেকেই কলম লিখতে শুরু করেছে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হওয়ার (এবং তার সবই লেখা সমাপ্ত)। হে বৎস! তুমি যদি এই বিশ্বাস ছাড়া মৃত্যু মুখে পতিত হও, তবে তুমি দোযখে প্রবেশ করবে। (আবূ দাউদ হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। আর তিবরানী ও তায়ালেসী পূর্ণ বর্ণনা করেছেন।)

(٢٥) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقُ بِهِ وَجِهَادٌ فِى سَبِيْلِهِ قَالَ اُرِيْدُ

اَهْوَنَ مِنْ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ السَّمَاحَةُ وَالصَّبْرُ، قَالَ اُرِيْدُ اَهْوَنَ مِنْ ذَالِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ لَاتَتَّهِمِ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ شَيْءٍ قَضٰى لَكَ بِهٖ ـ

(২৫) উবাদাহ বিন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, (একদা) জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ (সা)! কোন্ আমল বা কর্ম উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন ও এর সত্যয়ন করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আগন্তুক বললেন, আমি এর চেয়ে সহজ কিছু চাই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বললেন, ক্ষমা ও ধৈর্যধারণ। আগন্তুক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এর চেয়ে সহজতর কিছু চাই। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমার জন্য যা কিছু মঞ্জুর করে রেখেছেন তার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করবে না।

(অন্য কোন কিতাবে এ হাদীসটি পাওয়া যায় নি। এর সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছে।)

(٢٦) وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ، قَالَ اَبُوْحَازِمٍ لَعَنَ اللّٰهُ دِيْنًا اَنَا اَكْبَرُ مِنْهُ يَعْنِى التَّكْذِيْبَ بِالْقَدَرِ ـ

(২৬) হযরত আমার ইবন্ শু'য়াইব, তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন মানুষ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না সে বিশ্বাস স্থাপন করবে তাকদীরের ভাল ও মন্দের ওপর। আবূ হাযিম বলেন, তাকদীরে অবিশ্বাস করা বা মিথ্যারোপকারী হলো এমন এক মতবাদ যাকে আল্লাহ পাক অভিসম্পাত করেন, আমি এ মতবাদের চেয়ে বড় বা উর্দ্ধে।

(হাদীসটিও অন্য কোন কিতাবে পাওয়া যায় নি। তবে তিরমিযীতে হযরত জাবির (রা)-এর হাদীসের মাধ্যমে-এর সাক্ষ্য বিদ্যমান এবং বুখারী ও মুসলিমে সমার্থবোধক বিদ্যমান।)

بَابٌ فِى الْعَمَلِ مَعَ الْقَدَرِ

পরিচ্ছেদ ঃ তাকদীরে বিশ্বাস রেখে কাজ করা প্রসঙ্গে

(٢٧) عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْعَمَلُ عَلٰى مَا فُرِغَ مِنْهُ اَوْ عَلٰى اَمْرٍ مُؤْتَنَفٍ قَالَ بَلْ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، قَالَ قُلْتُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهٗ ـ

(২৭) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আমল কিসের ভিত্তিতে হবে যা বিগত হয়েছে অর্থাৎ তাকদীর অনুযায়ী, নাকি এখন (বর্তমান সময়ে) যা সৃষ্টি হচ্ছে (কার্যকরণ সম্পর্কের তার ভিত্তিতে?) তিনি বললেন, বরং যা সম্পন্ন হয়ে বিগত হয়েছে তার ভিত্তিতে, আমি বললাম, তাহলে আমল বা কর্মের তাৎপর্য কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ? বললেন, যে কর্মের জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তার জন্য সহজ। (এতটুকু উপলব্ধি করেই কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে)। (তিবরানী ও বায্যার)

(٢٨) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ اَوْ مُزَيْنَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا نَعْمَلُ فِىْ شَيْءٍ قَدْ خَلَا اَوْ مَضٰى اَوْفِىْ شَيْءٍ يُسْتَانَفُ الْاٰنَ قَالَ فِىْ شَيْءٍ قَدْ خَلَا وَمَضٰى فَقَالَ رَجُلٌ اَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَا نَعْمَلُ؟ قَالَ اَهْلُ الْجَنَّةِ يُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ يُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ ـ

(২৮) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, জুহাইনা অথবা মুযাইনা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা কিসের ভিত্তিতে (বা বিশ্বাসে) আমল বা কর্ম করবো যা অতীত বিগত হয়ে গিয়েছে (তাকদীর), অথবা (না কি) বর্তমান সময়ে শুরু হবে (কার্য কারণ)-এর ভিত্তিতে? রাসূল (সা) বললেন, কর্ম করবে যা অতীত বা বিগত হয়েছে (তাকদীর) তার ভিত্তিতে। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি অথবা কয়েকজন প্রশ্ন করল, তাহলে আমাদের আমলের তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ? বললেন, জান্নাতবাসীগণের জন্য জান্নাতবাসীর (উপযুক্ত) কাজ সহজ করা হবে এবং দোযখবাসীদের জন্য দোযখবাসীর (উপযোগী) কাজ সহজ করা হবে।

(এটি পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসের একটি অংশ বিশেষ।)

(٢٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنَ جُعْشُمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَ الْعَمَلُ؟ أَفِىْ شَىْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ اَوْ فِىْ شَىْءٍ نَسْتَأْنِفُهُ؟ فَقَالَ بَلْ فِىْ شَىْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ـ قَالَ فَفِيْمَ الْعَمَلُ اِذًا؟ قَالَ اَعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ بِمَا خُلِقَ لَهُ ـ

(২৯) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, সুরাকা ইবন্ মালিক বিন জু'শুম (রা) একদা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! কর্ম বা আমল কিসের ভিত্তিতে? যা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে না কি যা আমরা এখন শুরু করবো তার ভিত্তিতে? রাসূল (সা)! বললেন, বরং যা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে (তাকদীর), সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে। সুরাকা আবার প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমলের (কর্মের) তাৎপর্য কী? রাসূল (সা) বললেন, তোমরা আমল করে যাও, যে কর্মের জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজ হবে। (মুসলিম ও তাবারানী আউসাত গ্রন্থে।)

(٣٠) وَعَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَعْمَلُ لِاَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ اَمْ لِاَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ قَالَ لِاَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سُرَاقَةُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ اِذًا فَقَالَ؟ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ ـ

(৩০) জাবির ইবন্ আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (একদা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কর্ম বা আমল করবো সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে এমন বিষয়ের ভিত্তিতে, নাকি যা আমরা নতুন করে শুরু করছি এমন বিশ্বাসে? তিনি উত্তরে বললেন– যা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ তাকদীরের বিশ্বাসের ভিত্তিতে)। সুরাকা বললেন, তাহলে আমলের তাৎপর্য কোথায়? রাসূল (সা) বললেন, প্রত্যেক আমলকারীর জন্য তার আমল (কর্ম) সহজ হয়েছে। (অর্থাৎ যে কর্ম যার কাছে সহজ মনে হবে, ভাল হউক কিংবা মন্দ, তাকে সেই কর্মের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।) (মুসলিম)

(٣١) وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَفِىْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ اِلاَّ وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ قَالَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَلِمَ نَعْمَلُ، قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ـ اَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ـ

(৩১) আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী, আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা আল্লাহ্র রাসূল (সা) বসে আছেন, তাঁর হাতে ছিল একখণ্ড কাষ্ঠ, যা দিয়ে মাটি পেটানো যায় (মুগুর ধরনের)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি মস্তক উত্তোলন করে ইরশাদ করলেন, তোমাদের প্রত্যেকের আত্মাকে জান্নাত অথবা দোযখে নিজ নিজ ঠিকানা

অবগত করানো হয়েছে। হযরত আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমরা আমল করবো কেন? রাসূল (সা) বললেন, আমল করে যাও, যাকে যে কর্মের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তার কাছে সহজ করা হয়েছে। (অতঃপর রাসূল (সা) পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন– (اَمَّا مَنْ اَعْطٰى .... لِلْعُسْرٰى ـ)

"অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে; আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করবো; আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে; আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করবো।" (সূরা আল-লায়ল, ৫-১০)

(وَعَنْهُ فِى اُخْرٰى) عَنْ عَلِىٍّ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ كُنَّا مَعَ جِنَازَةٍ فِىْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ يَنْكُتُ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ الْقَوْمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشِّقْوَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى الشِّقْوَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشِّقْوَةِ فَانَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشِّقْوَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ، فَانَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، ثُمَّ قَرَأَ (فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى اِلَى قَوْلِهِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى) ـ

(একই বর্ণনাকারী থেকে অপর বর্ণনায় আছে) আলী (রা) বলেন, আমরা একদা 'বাকী'উল গারকাদ' নামক একটি জানাযার সাথে ছিলাম। এমন সময় সেখানে আমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল (সা) আগমন করলেন এবং বসলেন; আমরাও তাঁর চারপাশে বসে গেলাম। তাঁর সাথে ছিল একটি লাঠি যার উপর ভর করা যায়। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁর দৃষ্টি উত্তোলন করলেন এবং বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের আত্মার জন্য জান্নাত অথবা দোযখে তার ঠিকানা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; আরও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে– (প্রতিটি) আত্মার বদকার অথবা নেককার হওয়ার বিষয়। উপস্থিত জনতা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), তাহলে আমরা কি আমাদের কিতাবের (তাক্দীর) উপর ভরসা করে আমল বা কর্ম পরিত্যাগ করব না? কারণ যে নেককার হবে, সে নেকীর (কল্যাণ) দিকে ধাবিত হবে এবং যে বদকার হবে, সে বদির (অকল্যাণ, অশুভ ও ভয়াবহতার) প্রতি ধাবিত হবে? তখন রাসূল (সা) বললেন, না তোমরা আমল করে যাও, প্রত্যেকেই সহজ পন্থা পাবে। সুতরাং যে বদকার হবে, তার জন্য অশুভ ও বদকাজ সহজ করা হবে; আর যে কল্যাণকামী ও নেককার হবে, তার জন্য কল্যাণময় কর্ম সহজ করা হবে। অতঃপর রাসূল (সা) পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করেন– (فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى .. لِلْعُسْرٰى) (বুখারী, মুসলিম, আবূ ইয়া'লা।)

(৩২) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ مَانَعْمَلُ فِيْهِ اَفِى اَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ اَوْ مُبْتَدَءٍ اَوْ مُبْتَدَعٍ؟ قَالَ فِيْمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَاِنَّ كُلاًّ مُيَسَّرٌ ـ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَاِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ فَاِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَاِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ ـ

(৩২) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) উমর (রা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে আমল করি এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? (অর্থাৎ) যে বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে, নাকি শুরু থেকে নতুন করে করছি তার (ভিত্তিতে)? রাসূল (সা) বললেন, যা সম্পন্ন করা হয়েছে, (তার

ভিত্তিতে)। অতএব, ওহে খাত্তাব তনয়! তুমি আমল করতে থাক, কারণ, প্রত্যেকের জন্য কর্ম (ভাল কিংবা মন্দ) সহজ করা হয়েছে, সুতরাং যে ব্যক্তি নেককার হবে, সে কল্যাণের জন্য আমল করবে আর যে বদকার, সে অকল্যাণ ও বিপর্যয়ের জন্য কর্ম করবে। (তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ ও হাসান আখ্যায়িত করেছেন।)

(٣٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ كِتَابَانِ - فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاهٰذَا الْكِتَابَانِ؟ قَالَ قُلْنَا لَا اِلَّا اَنْ تُخْبِرَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنَى هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِاَسْمَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَسْمَاءِ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ لَايُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَسَارِهِ هٰذَا كِتَابُ اَهْلِ النَّارِ بِاَسْمَائِهِمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ لَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا - فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِاَىِّ شَيْءٍ اِذًا نَعْمَلُ اِنْ كَانَ هٰذَا اَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَاِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهٗ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ، وَاِنَّ صَاحِبَ النَّارِ لَيُخْتَمُ لَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَهَا - ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعِبَادِ ثُمَّ قَالَ بِالْيُمْنٰى فَنَبَذَبِهَا فَقَالَ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَنَبَذَ بِالْيُسْرٰى فَقَالَ فَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ -

(৩৩) আবদুল্লাহ ইবন 'আমর বিন আল'আস (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (সা) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে দু'টি কিতাব। বললেন, তোমরা জান কি এ দু'টো কিতাব কী? আমরা বললাম, জ্বি না, তবে আপনি যদি বলে দেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেন– এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর পক্ষ থেকে, এতে লিপিবদ্ধ আছে জান্নাতবাসীগণের নাম, তাদের পিতার নাম এবং তাদের গোত্রের নাম। জান্নাতবাসী সর্বশেষ ব্যক্তির নামে (এই কিতাব) শেষ করা হয়েছে; এদের সংখ্যা আর কখনও বৃদ্ধি করা হবে না এবং হ্রাসও করা হবে না। এরপর তিনি (রাসূল) তাঁর বাম হাতে রক্ষিত কিতাব সম্পর্কে বললেন, এটি নরকবাসীদের কিতাব। এতে লিপিবদ্ধ আছে তাদের নাম, পিতার নাম ও গোত্রের নাম এমনিভাবে সর্বশেষ ব্যক্তির নাম দিয়ে (এই কিতাব) সমাপ্ত করা হয়েছে। এদের সংখ্যাও আর কখনও বৃদ্ধি করা হবে না এবং হ্রাসও করা হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, বিষয়টি যদি এমনই নিষ্পত্তি (বা সম্পন্ন) হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আর আমরা আমল করবো কিসের জন্য? রাসূল (সা) বললেন, তোমরা দৃঢ় প্রত্যয় ও বাসনা নিয়ে কর্মে (আমল করতে) প্রবৃত্ত হও। (অর্থাৎ সৎকর্ম সম্পাদন করতে থাক)। কারণ, জান্নাতবাসীকে জান্নাতের কর্মের মাধ্যমে মৃত্যু দেওয়া হবে। যদিও সে অন্য কর্মও করে (অর্থাৎ কোন কোন সময় জান্নাতের পরিপন্থী কর্ম করলেও।) আর জাহান্নামবাসীকে নরকবাসীর কর্মের মাধ্যমে তুলে নেয়া হবে যদিও সে অন্য কর্মও করে থাকে। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁর হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে বললেন, তোমাদের মহাপ্রভু (আল্লাহ) বান্দাদের সম্পর্কে ফায়সালা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। এরপর তাঁর ডান হাত সম্প্রসারিত করে বললেন, "فريق فى الجنة" একদল প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং বাম হাত সম্প্রসারিত করে বললেন– "فريق فى السعير" অন্য একদল প্রবেশ করবে 'সায়ীর' জাহান্নামে। (বায্যার নাসাঈ, তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

(٣٤) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ اَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ وَقَالَ هٰؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا اُبَالِي وَهٰؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا اُبَالِي - قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلٰى مَاذَا نَعْمَلُ قَالَ عَلٰى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ -

(৩৪) আবদুর রহমান ইবন্ কাতাদাহ আস্-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যান্য সমগ্র সৃষ্টিকুল (মানব সন্তান) বের করে আনলেন এবং বললেন, এরা জান্নাতে যাবে এবং আমি কারো পরওয়া করি না। আর এরা জাহান্নামে যাবে এবং আমি কোন কিছুর পরওয়া করি না। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় জনৈক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমরা কিসের উপর ভরসা করে আমল করবো? ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তিনি বললেন, তাকদীরের প্রতিফলনের উপর (ভরসা রেখে)। (অর্থাৎ তোমার আমল বা কর্মই বলে দেবে কোন্ ধরনের তকদীর তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।) (হাকিম ও আহমদ-এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।)

(٣٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ اَوْقِيْلَ لَهُ اَيُعْرَفُ اَهْلُ النَّارِ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ نَعَمْ، قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ؟ قَالَ يَعْمَلُ كُلٌّ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَوْ لِمَا يُسِّرَلَهُ -

(৩৫) ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করা হয় অথবা বলা হয়, জান্নাতবাসীগণের মধ্য থেকে নরকবাসীদের কি চিনা যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রশ্নকারী বললেন, তাহলে আমলদার লোকগণ কেন আমল করবেন? রাসূল (সা) বললেন, প্রত্যেকে সেই আমলই করে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ।)

(٣٦) وَعَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ قَالَ غَدَوْتُ عَلٰى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمًا مِنَ الْاَيَّامِ فَقَالَ يَا اَبَا الْاَسْوَدِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ اَوْمِنْ مُزَيْنَةَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ مَايَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُوْنَ فِيْهِ، شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى عَلَيْهِمْ فِي قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ اَوْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ مِمَّا اَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّخَذَتْ عَلَيْهِمْ بِهِ الْحُجَّةُ؟ قَالَ بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى عَلَيْهِمْ - قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُوْنَ اِذًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ مَنْ كَانَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَهُ لِوَاحِدَةٍ مِنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ يُهَيِّئُهُ لِعَمَلِهَا، وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا)

(৩৬) আবূল আসওয়াদ আদ্ দুয়ালী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা প্রত্যুষে 'ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা)-এর কাছে গমন করি। তিনি 'ইয়া আবাল আসওয়াদ' বলে আমাকে সম্বোধন করে তারপর (সেই) হাদীস বর্ণনা করেন। (একদা) জুহাইনা অথবা মুযাইনা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে সমীপে উপস্থিত হন এবং জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ আজকের দিনে যে আমল করছে এবং তাকে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? অর্থাৎ এই আমল কি পূর্বে নির্ধারিত তাকদীরের ভিত্তিতে যা তাদের জন্য অতিবাহিত ও সম্পন্ন করা হয়েছে। নাকি তারা ভবিষ্যতে যা করবে তা-ই হবে এর ভিত্তিতে? (অর্থাৎ) যা তাঁদের নবী (সা) তাদের জন্য

নিয়ে এসেছেন এবং যে বিষয়ের উপর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল (আল্লাহর পক্ষ থেকে 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই' বিষয়ক) সেই ভিত্তিতে (আমল করবে এবং তদানুসারে ফলাফল ভোগ করবে)?

রাসূল (সা) বললেন, বরং যা তাদের জন্য বিগত ও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে– সেই বিষয়ের উপর (বিশ্বাস রেখে কর্ম করবে)। প্রশ্নকারী বললেন, তা-ই যদি হয় তবে তারা কেন কর্ম বা আমল করবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, রাসূল (সা) বললেন, দু'টি ঠিকানার (জান্নাত ও নরক) মধ্যে যাকে যেটির জন্য আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেটির জন্য কর্ম করার জন্য প্রস্তুত করে দেন। এ বিষয়টির সত্যয়ন রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কিতাবে فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا (বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ)।

(৩৭) وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ مَانَعْمَلُ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ أَمْرٌ نَسْتَأْنِفُهُ؟ قَالَ بَلْ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، قَالُوْا فَكَيْفَ بِالْعَمَلِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كُلُّ امْرِءٍ مُهَيَّئٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ـ

(৩৭) আবূদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা লোক সকল জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমরা যে আমল করছি এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? এটা কি নিস্পন্ন হওয়া কোন বিষয়, না কি যা আমরা এখন শুরু থেকে করছি? রাসূল (সা) বললেন, বরং তা (আমল) নিস্পন্ন হওয়া বিষয়ের ভিত্তিতে। তারা বললো, তাহলে কর্মের বিষয়টি কীভাবে (দেখা হবে)? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, প্রত্যেক মানুষ প্রস্তুত (এমন কর্ম করার জন্য) যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (হাকিম ও তাবরানী। হাদীসটির পাশে সহীহ্ হবার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।)

(৫) بَابٌ فِى هَجْرِ الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدْرِ وَالتَّغْلِيْظِ عَلَيْهِمْ

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিত্যাগ করা এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

(৩৮) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوْسٌ، وَمَجُوْسُ أُمَّتِى الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا قَدَرَ، إِنْ مَرِضُوْا فَلَاتَعُوْدُوْهُمْ وَإِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ (وعَنْهُ بِلَفْظٍ أُخَرَ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوْسًا وَإِنَّ مَجُوْسَ أُمَّتِى الْمُكَذِّبُوْنَ بِالْقَدْرِ فَإِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ وَإِنْ مَرِضُوْا فَلَاتَعُوْدُوْهُمْ ـ

(৩৮) আবদুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সা) বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একদল 'মাজূস' বা (অগ্নি উপাসক) রয়েছে আমার উম্মতের মধ্যে 'মাজূস'- হচ্ছে ঐসব লোক যারা বলে থাকে 'তাকদীর নেই'। ঐ সব লোক পীড়িত হলে তোমরা দেখতে যাবে না। মৃত্যু হলে জানাযায় হাযির হবে না। (একই বর্ণনাকারী থেকে অন্যভাবে) রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক উম্মতে অগ্নিপূজকদল রয়েছে, আমার উম্মতের অগ্নিপূজক হচ্ছে তাকদীরকে অস্বীকারকারীর দল। এরা মৃত্যুমুখে পতিত হলে, তোমরা জানাযায় শরীক হবে না এবং পীড়িত হলে তাদের দেখতে যাবে না।

অর্থাৎ অগ্নিপূজা বা সূর্য উপাসনা যেমন শিরকের মধ্যে অন্যতম নিকৃষ্ট বা গর্হিত কাজ, তাকদীর অস্বীকার করাও মূলত যারপর নাই গর্হিত কাজ ও বেঈমানীর প্রধান লক্ষণ।) (আবূ দাউদ, হাকিম, হাদীসটি সহীহ্)

(৩৯) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَيَكُوْنُ فِى هٰذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ، أَلَاوَذَاكَ فِى الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدْرِ وَالزِّنْدِيْقِيَّةِ.

(৩৯) আবদুল্লাহ (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, এই উম্মতের মধ্যে অচিরেই মাস্‌খ (বা আকৃতিগত বিকৃতি) দেখা দিবে। সাবধান, জেনে রাখ, ওরা হচ্ছে তাকদীর অস্বীকারকারীর দল ও যিন্দীকের দল (যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, অথবা বাহ্যত ঈমানদার বলে দাবী করলেও অন্তরে কুফর লালন করে।) (আবূ দাউদ ও তিরমিযী, তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ, গরীব।)

(٤٠) وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ مَجُوْسًا۔ وَمَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا قَدَرَ فَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُوْدُوْهُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوْهُ، وَهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ، حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِ۔

(৪০) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের মাজূস (বা অগ্নি উপাসক) বিদ্যমান। আর আমার উম্মতের মধ্যে মাজূস-হচ্ছে যারা বলে, 'তাকদীর নেই'। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে তোমরা তার পরিচর্যা করবে না এবং তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায়ও শরীক হবে না। এরা হচ্ছে দাজ্জালের অনুসারী। আল্লাহর দায়িত্ব হচ্ছে এদেরকে দাজ্জালের সাথে মিলিয়ে দেয়া (অর্থাৎ রোজ হাশরে এরা দাজ্জালের দলভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে।) (আবূ দাউদ, এ হাদীসের সনদে অপরিচিত এক রাবী আছে।)

(٤١) وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَامُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَامُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ۔

(৪১) আবূদ্ দারদা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নবী) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করবে না ঐ ব্যক্তি, যে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, আর যে মদ্য তৈরী করে এবং যে তাকদীরকে অস্বীকার করে। (তাবরানী, আউসাত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

(٤٢) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُوْنَ فِى الْقَدْرِ قَالَ وَكَاَنَّمَا تَفَقَّأَ فِى وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ فَقَالَ لَهُمْ مَالَكُمْ تَضْرِبُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ بِهٰذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالَ فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِى بِمَجْلِسٍ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اَشْهَدْهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِى بِذَالِكَ الْمَجْلِسِ اَنِّى لَمْ اَشْهَدْهُ ۔

(৪২) 'আমর ইবন শু'আইব তাঁর পিতা থেকে, এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। একদা রাসূল (সা) জনসম্মুখে উপস্থিত হন। ঐ সময় লোকজন তাকদীর বিষয়ে কথাবার্তা (বা তর্ক-বিতর্ক) করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, (লোকজনের কথাবার্তা শুনে) রাসূল (সা)-এর চেহারা মুবারকে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে ওঠে। যেন তাঁর চেহারায় আনারের দানার ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে। (এমতাবস্থায়) তিনি ইরশাদ করলেন, তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ্র কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের দ্বারা ঘায়েল করার চেষ্টা করছো! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এই (কাজ) করেই ধ্বংস হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র রাসূল কোন মজলিসে উপস্থিত আছেন, অথচ আমি সেখানে উপস্থিত হতে পারি নি এমন মজলিসের জন্য সর্বদা আমার আক্ষেপ হত, কিন্তু এই মজলিসের জন্য আক্ষেপ হয় নি। (ইবন্ মাজাহ্ ও তিরমিযী। বুসরী বলেন, ইবন্ মাজাহ্র সনদ সহীহ।)

(٤٣) وَعَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُجَالِسُوْا اَهْلَ الْقَدْرِ لَا تُفَاتِحُوْهُمْ وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَرَّةً سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(৪৩) উমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা 'আহলে কদর' বা তাকদীর অস্বীকারকারীদের সাথে মেলামেশা করো না, এবং তাদের সাথে প্রথমে কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না। আবূ আব্দুর রহমান (রা) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর কাছে আমিও একবার এরূপ শ্রবণ করেছি। (আবূ দাউদ, হাকিম। হাদীসটি সহীহ।)

(٤٤) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) صَدِيْقٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ اِلَيْهِ مَرَّةً عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِىْ شَيْءٍ مِنَ الْقَدرِ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكْتُبَ اِلَىَّ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالْقَدْرِ ـ

(৪৪) নাফির' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবন্ উমর (রা)-এর সিরিয়ার অধিবাসী একজন বন্ধু ছিলেন। তাঁরা পরস্পর পত্র বিনিময় করতেন। একবার আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তাঁর সেই বন্ধুর কাছে এই মর্মে পত্র লিখলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, তুমি তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়ে বিরূপ কথাবার্তা বলেছ। সুতরাং, এরপর তুমি কখনও আমার কাছে (পত্র) লিখবে না। কারণ আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনছি– অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে কিছু দল সৃষ্টি হবে, যারা তাকদীরকে অস্বীকার করবে। (হাকিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী তিনি বলেন এ হাদীসটি হাসান সহীহ।)

(٤٥) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْمَكِّىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) اِنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَيْنَا يُكَذِّبُ بِالْقَدْرِ فَقَالَ دُلُّوْنِىْ عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْعَمِىَ قَالُوْا وَمَاتَصْنَعُ بِهِ يَا اَبَا عَبَّاسٍ ـ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَئِنْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ لَاَعُضَّنَّ اَنْفَهُ حَتَّى اَقْطَعَهُ وَلَئِنْ وَقَعَتْ رَقَبَتُهُ فِىْ يَدَىَّ لَاَدُقَّهَا، فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَاَنِّىْ بِنِسَاءِ بَنِىْ فِهْرٍ يَطُفْنَ بِالْخَزْرَجِ تَصْطَفِقُ اَلْيَاتُهُنَّ مُشْرِكَاتٍ هٰذَا اَوَّلُ شِرْكِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ بِهِمْ سُوْءُ رَاْيِهِمْ حَتَّى يُخْرِجُوْا اللّٰهَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ قَدَّرَ خَيْرًا كَمَا اَخْرَجُوْهُ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ قَدَّرَ شَرًّا ـ

(৪৫) মুহাম্মদ বিন-উবাইদ আল-মাক্কী আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। (একদা) ইবন আব্বাস (রা)-কে বলা হলো যে, আমাদের মাঝে জনৈক ব্যক্তির আগমন ঘটেছে, সে তাকদীরকে অস্বীকার করে থাকে। ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো, (তিনি একথা বলার কারণ) ঐ সময় তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। লোকেরা বলল, ইয়া আবূ আব্বাস (রা) আপনি তাকে পেয়ে কী করবেন? তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি তাকে বাগে পাই, তবে আমি অবশ্যই তার নাক কামড়ে কেটে ফেলবো। আর যদি তার গর্দান আমার হস্তগত হয়, তবে আমি অবশ্যই তা মট্কে দেব। কারণ, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমি যেন বনী ফিহ্রের নারীদের দেখতে পাচ্ছি তারা তাদের পশ্চাৎদেশ দুলিয়ে পরস্পরে সংযুক্ত হয়ে খাযরাজে (স্থান) তাওয়াফ করছে (বা নাচানাচি করছে)। এরা মুশরিক। এটিই হচ্ছে এই উম্মতের প্রথম শিরক্। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে, তাঁর শপথ! এদের এই ভ্রান্ত অভিমত (তাকদীরকে অস্বীকার করা) চূড়ান্তরূপ লাভ করবে তখনই, যখন তারা (সক্ষম হবে) আল্লাহ কল্যাণের নির্ধারক এই বিশ্বাস থেকে আল্লাহকে সরিয়ে দেবে। যেমন তারা (ইতিমধ্যে) নিজেকে আল্লাহ অকল্যাণের নির্ধারক– এই বিশ্বাস থেকে সরিয়ে (বের করে) নিয়েছে।

(এই কিতাব ভিন্ন অন্য কোথাও এ হাদীসটির সন্ধান পাওয়া যায় নি এবং এই হাদীস সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা আছে।)

(٤٦) وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ اَنَا رَاَيْتُ غَيْلاَنَ يَعْنِى الْقَدَرِىَّ مَصْلُوْبًا عَلٰى بَابِ دِمَشْقٍ -

(৪৬) ইবন্ 'আউন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গাইলান নামক কাদারী অবিশ্বাসীকে দামেস্কের প্রবেশ দ্বারে 'মাসলুব' (শুলিবিদ্ধ) অবস্থায় দেখেছি।

(**গাইলানের পরিচিতি ঃ** দামেস্কের অধিবাসী, গাইলান ইবন আবী গাইলান। বলা হয়ে থাকে, তাকদীর সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার সূত্রপাত করে এই ব্যক্তি। হযরত উসমান (রা)-এর কৃতদাস ছিল বলে জানা যায়। উমাইয়্যা খলীফা হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর শাস্তির ব্যবস্থা করলে কিছুদিন সে তার মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর আবারও সে তাকদীর না মানার ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে ওঠে। খলীফা হিশাম ইবন্ আবদুল মালিকের নির্দেশে অবশেষে তার দু' হাত, দু'পা কর্তন করা হয় এবং শূলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় না। তবে এর সনদ উত্তম।)

كِتَابُ الْعِلْمِ
ইল্‌ম অধ্যায়

(١) بَابٌ فِى فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ ـ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ ইলম ও উলামার ফযীলত বা মর্যাদা প্রসঙ্গে

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَحَسَدَ اِلاَّفِىْ اِثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ ـ

(১) ইবন্ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায়। (এক) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে সেই সম্পদ ব্যয় করার ক্ষমতাও প্রদান করেছেন এবং (দুই) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা 'হিকমত' দান করেছেন, আর সে সেই হিকমত অনুযায়ী ফায়সালা করেন এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেন।

(হাদীসে বর্ণিত 'হাসাদ' বা ঈর্ষা বলতে 'গিব্‌তা' বোঝানো হয়েছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধ। যেমন কোন মানুষের উপর আল্লাহ্‌র কোন বিশেষ নেয়ামত দেখে মনে মনে নিজের জন্য ঐরূপ নেয়ামতের কামনা করা অথবা আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্।)

(٢) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِى الْاَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُوْمِ فِى السَّمَاءِ يُهْتَدَىْ بِهِمْ فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَاِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُوْمُ يُوْشَكُ اَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةَ ـ

(২) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, যমীনে আলিমগণের উদাহরণ হচ্ছে আকাশে নক্ষত্ররাজির ন্যায়। এদের সাহায্যে জল ও স্থলের অন্ধকারে পথের দিশা পাওয়া যায়। আর যদি তারকারাজি নির্মিলিত হয়ে যায়, তবে পথ নির্দেশকদের ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, সুয়ূতী জামি'উস্ সাগীরে হাদীসটি বর্ণনা করে তার পাশে হাসান-এর প্রতীক ব্যবহার করেছেন।)

(٣) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَعَثَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهِ فِىْ بَعْضِ اَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلاَتُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوا ـ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ

غَيْثٍ اَصَابَ الْاَرْضَ فَكَانَتْ مِنْهُ طَائِفَةٌ قَبِلَتْ فَاَنْبَتَتِ الْكَلاَءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ - وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوْا فَرَعَوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَأَسْقَوْا، وَاَصَابَتْ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى اِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَاتُنْبِتُ كَلاَءً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَنِيْ بِهِ وَنَفَعَ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَالِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ -

(৩) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন তাঁর সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে কোন বিশেষ কাজে প্রেরণ করতেন, তখন তিনি (তাদেরকে উপদেশ দিয়ে) বলতেন, তোমরা সুসংবাদ প্রদান করবে, লোকদেরকে দূরে সরিয়ে দিবে না। সহজ করে উপস্থাপন করবে, কঠিন করবে না (অর্থাৎ ইসলামী দাওয়াহ্র ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এ বিষয়গুলো অনুসরণ করবে) এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত ও ইল্ম যা প্রদান করে প্রেরণ করেছেন, এর উদাহরণ হচ্ছে প্রবল বৃষ্টিপাতের ন্যায় যা যমীনে পতিত হয়। এক প্রকার যমীন বৃষ্টির পানি গ্রহণ করে এবং প্রচুর পরিমাণে তরুলতা ও ঘাস ইত্যাদি জন্মায়। তন্মধ্যে কিছু রয়েছে জলাধার যা পানি ধরে রাখে, সেই পানি দ্বারা আল্লাহ মানুষের উপকার সাধন করেন, তারা সেই পানি পান করে, এবং চতুষ্পদ জন্তু চরায়, কৃষি কাজ করে, পানি পান করায়। অন্য আর এক প্রকার (যমীন আছে) যাকে বলে বিরাণ ভূমি; তা পানি ধরে রাখতে পারে না এবং তরুলতাও জন্মায় না। সুতরাং (প্রথমটি) হচ্ছে ঐ ব্যক্তির উদহারণ, যিনি আল্লাহ তা'আলার দীনকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার উপকার সাধন করেছেন ঐ বিষয়ের মাধ্যমে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন (হিদায়াত ও ইল্ম)। তিনি তা দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হন, তেমনি অন্যকে শিক্ষা দেন এবং শিখান। (আর দ্বিতীয় প্রকারের যমীন হচ্ছে) ঐ লোকের উদাহরণ, যে এ ব্যাপারে মস্তক উত্তোলন করে নি (সাড়া দেয় নি) এবং আল্লাহ তা'আলার সেই হিদায়াতও গ্রহণ করে নি– যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী)

টীকা ঃ এ হাদীসে রাসূল (সা) তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দীন ও ইল্মের উদাহরণ দিয়েছেন বৃষ্টিপাতের সাথে। যে বৃষ্টি মানুষের প্রয়োজনের সময় আসে এবং মৃত প্রায় ভূমিকে পুনর্জীবন দান করে। ইলমে দীনও ঠিক অনুরূপ। এর দ্বারা মৃত আত্মা জীবন লাভ করে। অতঃপর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল (সা) বিভিন্ন প্রকার ভূমির সাথে তুলনা করেছেন। আলিমগণের মধ্যে যেমন আমিল, মুয়াল্লিম আছেন, তাঁরা হচ্ছে উত্তম ভূমির ন্যায়, যা বৃষ্টি পানি গ্রহণ করে শস্যাদি উৎপাদন করে থাকে, আবার আলিমদের মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক এমন যে, তারা ইল্ম অর্জন করেন, কিন্তু তদানুসারে আমল করেন না, তবে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়ে থাকে। এঁদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ জলাধারের ন্যায়, যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখে, এর দ্বারা শস্য উৎপন্ন না হলেও এর পানি পান করা যায়। অন্য আর এক প্রকার এমন, যারা আদতেই আল্লাহ্র হিদায়াত গ্রহণ করে না, এরা হচ্ছে সেই ভূমির ন্যায় যা পানি ধারণও করে না, ফলে শস্য উৎপাদনও করতে পারে না এবং পানীয় সরবরাহ করতে পারে না। আল্লাহ সর্বোত্তম জ্ঞাত।

(٤) وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَرْثِ اَنَّهُ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مُلْكِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى اَهْلِ الْوَادِيْ؟ قَالَ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ اَبْزَى، قَالَ وَمَا ابْنُ أَبْزَى؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيْنَا فَقَالَ عُمَرُ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى، فَقَالَ اِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللّٰهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَمَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ -

(৪) নাফি'ইবন্ আব্দিল হারছ্ থেকে বর্ণিত, তিনি একদা 'উসফান' নামক স্থানে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। (উল্লেখ্য) উমর (রা) তাঁকে তাঁর এলাকার গভর্নরের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি উপত্যকা এলাকার জনগণের দায়িত্বে কাকে ভারপ্রাপ্ত করে রেখে এসেছ? তিনি বললেন, ইবন্ আব্যাকে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বে রেখে এসেছি। উমর (রা) বললেন, ইবন্ আব্যা কে? তিনি বললেন, ইবন্ আব্যা হচ্ছে আমাদের আশ্রিত সম্প্রদায়ের একজন। উমর (রা) বললেন, একজন আশ্রিতকে তুমি জনগণের দায়িত্বে রেখে এসেছ! তিনি বললেন, ইবন্ আব্যা একজন কিতাবুল্লাহ্‌র ক্বারী (বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠকারী), ফারাইয বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিম ও ন্যায় বিচারক। উমর (রা) এসব বিষয় অবগত হওয়ার পর বললেন, জেনে রাখ, তোমাদের নবী (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক এই কিতাবের মাধ্যমে কোন কোন দলের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, আবার এর মাধ্যমেই অন্যদেরকে হেয় করেন। (মুসলিম ও ইবন্ মাজাহ্)

(٥) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلِّمُنَا فَاَخَذَ بِيَدِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَرْسَلَهُ مَعَهُمْ فَقَالَ هٰذَا اَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ.

(৫) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, একবার ইয়ামেনবাসী কিছুসংখ্যক লোক রাসূল (সা)-এর সমীপে আগমন করেন এবং রাসূল (সা)-কে বলেন যে, আমাদের সাথে এমন একজনকে প্রেরণ করুন, যিনি আমাদেরকে (দীনের যাবতীয় বিষয়) শিক্ষা প্রদান করতে পারেন। তখন রাসূল (সা) আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর হাত ধরলেন এবং তাঁকেই তাদের সাথে প্রেরণ করলেন; আর বললেন, ইনি হচ্ছেন এই উম্মতের আমীন বা আমানতদার। (বুখারী ও মুসলিম)

(٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَسَمِعْتُهُ اَنَا مِنْ هَارُوْنَ -

(৬) 'উবাদা ইবনুস্ সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সেই ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়দের (মুরব্বীগণের) শ্রদ্ধা করে না, ছোটদের স্নেহ বা সহানুভূতি প্রদর্শন করে না এবং আমাদের আলিমগণের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে না। আবদুল্লাহ বলেন, এ হাদীসটি আমিও হারূনের কাছে শুনেছি। (আহমদ, তাবরানী, হাইছুমী বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান।)

فَصْلٌ مِنْهُ فِى قَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرً يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর বাণী 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীন বিষয়ে গভীর জ্ঞান দান করেন প্রসঙ্গে

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

(৭) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীন বিষয়ে গভীর জ্ঞান দান করেন।

(তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। তা ছাড়া হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, ইবন্ মাজাহ ও আবূ ইয়ালা মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।)

(৮) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(৮) মু'আবিয়া ইবন্ আবু সুফিয়ান (রা) থেকে (উপরোক্ত হাদীসের) অনুরূপ (হাদীস) বর্ণিত আছে। (বুখারী ও মুসলিম)

(৯) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ وَزَادَ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন, তাতে আরও অতিরিক্ত আছে "وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ ... وَجَلَّ" অবশ্য আমি হচ্ছি বণ্টনকারী আর (মূল) দাতা হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

(ইবন্ মাজাহ্ ও আবূ ইয়ালা-এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। মুসলিমে এ ধরনের হাদীস মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত আছে।)

(১০) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُ اَبِى سُفْيَانَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ وَجَدْتُ هٰذَا الْكَلَامَ فِى كِتَابِ اَبِى بِخَطِّ يَدِهِ مُتَّصِلاً بِهِ ـ وَقَدْ خَطَّ عَلَيْهِ فَلاَ اَدْرِىْ اَقَرَاَهُ عَلَىَّ اَمْ لاَ ـ وَاِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيْعَ لاَ حُجَّةَ عَلَيْهِ وَاِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِى لاَحُجَّةَ لَهُ ـ

(১০) মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন আল্লাহ কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। 'আবদুল্লাহ বলেন, আমি এ বাক্যটি আমার পিতার লেখায় পেয়েছি। লেখাটি তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন এবং তার উপর রেখা টেনে দিয়েছিলেন। তবে তা তিনি আমাকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন কি না তা আমার মনে নেই। নিশ্চয় শিষ্টাচার সম্পন্ন শ্রোতার বিপক্ষে কোন দলীল নেই, আর অবশিষ্ট শ্রোতার পক্ষে কোন দলীল নেই। (অর্থাৎ কোন দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।) (বুখারী ও মুসলিম)

(১১) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فَخِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ـ

(১১) জাবির ইবন্ আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, মানুষ হচ্ছে খনি (খনির ন্যায়, যার মধ্যে ভাল ও মন্দের সমাহার দেখা যায়)। অতএব, জাহিলিয়াত যুগে যাঁরা উত্তম ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরা উত্তম। যদি তাঁরা দীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। (মুসলিম)

(১২) وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ اِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ لَمْ يَرِثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرِثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ـ

(১২) আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'আবিদ'-এর উপর 'আলিম' এর মর্যাদা হচ্ছে সমগ্র তারকারাজির উপর চন্দ্রের মর্যাদার ন্যায়। নিশ্চয় আলিমগণ হচ্ছে নবী (আ)-গণের উত্তরাধিকারী। তাঁরা (নবীগণ) কোন দীনার কিংবা দিরহাম ওয়ারেসী সম্পত্তি হিসেবে রেখে যান না। বরং তাঁরা রেখে যান 'ইল্‌ম'। সুতরাং যাঁরা এই ইল্‌ম গ্রহণ করলেন, তাঁরা পরিপূর্ণ অংশই গ্রহণ করলেন। (এ হাদীসটি পরে আগত হাদীসের একটা অংশবিশেষ মাত্র এ সম্পর্কে বক্তব্য পরে আসছে।)

(٢) بَابٌ فِى الرِّحْلَةِ اِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَفَضْلُ طَالِبِهِ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌মের অন্বেষায় সফর ও অন্বেষণকারীর মর্যাদা প্রসঙ্গে।

(١٣) عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ بِدِمَشْقَ ـ فَقَالَ مَا اَقْدَمَكَ اَىْ اَخِىْ قَالَ حَدِيْثٌ ـ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ؟ قَالَ لاَ قَالَ اَمَا قَدِمْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ لاَ قَالَ مَا قَدِمْتَ اِلاَّ فِىْ طَلَبِ هٰذَا الْحَدِيْثِ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ ـ وَاِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ لَمْ يَرِثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ـ

(১৩) কায়স ইবন্ কাছীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূদ্ দারদা (রা)-এর কাছে মদীনা থেকে জনৈক ব্যক্তি আগমন করেন। তিনি তখন দামেস্কে অবস্থান করছিলেন। আবুদ্ দারদা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ভাই সাহেব, আপনি কেন এসেছেন? বললেন, একটি হাদীস, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে তা বর্ণনা করেছেন। আবুদ্ দারদা (রা) বললেন, আপনি কোন প্রকার বাণিজ্য করতে আসেন নি? বললেন, জ্বি না। আবুদ্ দারদা (রা) বললেন, আপনি অন্য কোন প্রয়োজনে আসেন নি? তিনি বললেন, জ্বি না। আবুদ্ দারদা বললেন, আপনি শুধু এই হাদীস অন্বেষণে এসেছেন? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। আবুদ্ দারদা (রা) বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইল্‌মের অন্বেষায় রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা অতিক্রম করিয়ে দেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ ইল্‌ম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের পাখা বিস্তার করে রাখেন এবং আলিমের জন্য আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবাই দু'আ ও ইস্তেগফার করে থাকে। এমনকি পানিতে অবস্থানরত মৎস্যকুলও। আর আবিদ (অর্থাৎ এমন ইবাদতকারী যিনি আলিম নন।) এর উপর আলিমের মর্যাদা এরূপ যেমন চন্দ্রের মর্যাদা সমগ্র তারকারাজির উপর। নিশ্চয় আলিমগণ হচ্ছে নবীগণের উত্তরাধিকারী, তাঁরা কোন দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান না, বরং তাঁরা রেখে যান ইল্‌ম। সুতরাং যিনি তা গ্রহণ করবেন, তিনি এক বিরাট অংশই গ্রহণ করবেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন্ হিব্বান, বায়হাকী, হাকিম প্রমুখ। হাদীসটি সহীহ।)

(١٤) وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ غَدَوْتُ اِلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ـ فَقَالَ مَاجَاءَبِكَ قُلْتُ اِبْتِغَاءَ الْعِلْمِ قَالَ اَلاَ اُبَشِّرُكَ وَرَفَعَ الْحَدِيْثَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَايَطْلُبُ.

(১৪) যির ইবন্ হুবাইশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা প্রত্যুষে সাফওয়ান ইবন্ আস্‌সাল (রা)-এর সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁকে পায়ের মোজার উপর মাস্‌হ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি (অর্থাৎ ওযূর সময় পা ধৌত না করে মোজার উপর মাসেহ করার মাসআলা জিজ্ঞেস করি)। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কী উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? আমি বললাম, ইল্‌ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে সুসংবাদ প্রদান করবো না? অতঃপর তিনি রাসূল (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেন, নিশ্চয় ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের পাখা বিস্তার করে রাখেন ইল্‌ম অন্বেষণকারীর জন্য তার ইল্‌ম অন্বেষণে সন্তুষ্ট হয়ে। (ইবন্ হিব্বান ও হাকিম ইরাকী হাদীসটিকে সহীহ্ সাব্যস্ত করেছেন সাফওয়ান ইবন্ আস্‌সালের হাদীস হিসেবে।)

(١٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ اِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمُدُّ نَاقَةً لَهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ اٰتِكَ زَائِرًا اِنَّمَا اَتَيْتُكَ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِي عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ اَنْ يَكُوْنَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ فَرَآهُ شَعِثًا فَقَالَ مَالِي اَرَاكَ شَعِثًا وَاَنْتَ اَمِيْرُ الْبَلَدِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاِرْفَاهِ وَرَآهُ حَافِيًا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنَا اَنْ نَحْتَفِيَ اَحْيَانًا ـ

(১৫) আবদুল্লাহ ইবন্ বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন সাহাবী (রা) ফাদালা বিন 'উবাইদ (রা)-এর নিকট গমন করেন, তিনি তখন মিশরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর উটনি চরাচ্ছিলেন। আগন্তুক বললেন, আমি আপনার কাছে বেড়াতে আসি নি (অর্থাৎ কেবল সেই জন্য সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসি নি) বরং এসেছি একটি হাদীসের জন্য যা রাসূল (সা) থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি আশা করি সেই বিষয়ে আপনার কাছে কোন ইল্‌ম থাকতে পারে। আগন্তুক ফাদালাকে মলিন ও উস্কু-খুশ্‌কু কোণ বাজি সম্বলিত দেখতে পেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার, আমি আপনাকে মলিন দেখতে পাচ্ছি! অথচ আপনি তো শহরের (আপনার এলাকার) আমীর বা ধনাঢ্য ব্যক্তি। ফাদালা উত্তর করলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে অধিক পরিমাণে সাজ-সজ্জা করতে নিষেধ করতেন। আগন্তুক ফাদালা (রা) তাঁকে নগ্নপদ দেখতে পেলেন; ফাদালা (রা) বললেন, রাসূল (স) আমাদেরকে কখনও কখনও নগ্নপদে চলাফেরা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(হাদীসটি অন্য কোন কিতাবে পাওয়া যায় না, তবে হাদীসটির সনদ ভাল।)

(١٦) وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ـ

(১৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইল্‌ম অন্বেষণের জন্য কোন রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।

(মুসলিম, ইবন্ হিব্বান, হাকিম, তিনি বলেন হাদীসটি সহীহ, বুখারী, মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ।)

(٣) بَابٌ فِي الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيْمِ الْعِلْمِ وَآدَابِ الْمُعَلِّمِ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম শিক্ষা দানে উৎসাহ প্রদান এবং শিক্ষকের সম্মান প্রসঙ্গে

(١٧) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَنِيْ اَنْ اُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هٰذَا وَاَنَّهُ قَالَ اِنَّ كُلَّ مَا نَحَلْتُهُ عِبَادِيْ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ ـ

(১৭) 'ইয়াদ' বিন হিমার আল-মুজাশিয়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে তা শিক্ষা দিই যা তোমরা জান না। আজকের দিনে আল্লাহ আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তন্মধ্যে আছে, আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাগণকে যা কিছু উপঢৌকন, ও হিবা হিসেবে দান করেছি তা তাদের জন্য হালাল। (অর্থাৎ যদি তা হারাম বা নিষিদ্ধ না করা হয়ে থাকে)। (এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ, মুসলিমে হাদীসটি পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে।)

(١٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ عَلِّمُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ (وَعَنْهُ بِلَفْظٍ اُخَرَ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوا وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ ـ

(১৮) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সুসংবাদ প্রদান কর, কাঠিন্য আরোপ করো না। তোমাদের কেউ যদি রাগান্বিত হয়ে ওঠে, তবে যেন চুপ থাকে। (একই বর্ণনাকারী থেকে অন্যভাবে) রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, তোমরা শিক্ষা দাও, সুসংবাদ প্রদান কর এবং সহজ কর। কঠিন করো না। আর যদি রাগান্বিত হয়ে যাও, তবে চুপ থাক, যদি রাগান্বিত হও, তবে চুপ থাক, যদি রাগান্বিত হও তবে চুপ থাক। (আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর এ শিক্ষা বিশেষ করে দাওয়াতী কাজে এবং শিক্ষা দানকালীন সময়ে অবশ্য পালনীয়।) (বুখারী ও মুসলিম)

(١٩) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا ـ

(১৯) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা সহজ (করে উপস্থাপন) কর, কঠিন করো না এবং সুসংবাদ (প্রদানের মাধ্যমে) তাদের প্রশান্ত কর এবং তাদের দূরে ঠেলে দিও না। (বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী)

(٢٠) وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِى السَّمَاءِ اِلَّا اَذْكَرْنَا مِنْهُ عِلْمًا ـ

(২০) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে এমন অবস্থায় রেখে গিয়েছেন যে, আকাশে কোন পাখি পাখা নাড়াচাড়া করলে তার সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান দান করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমাদের) জীবন চলার পথের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষা তাঁর ওফাতের পূর্বে সম্পন্ন করে গিয়েছেন। কোন কিছুই বাদ রাখেন নি।)

(এ হাদীসটি অন্য কোন কিতাবে পাওয়া যায় নি। এর সনদেও তাইম গোত্রের কিছু বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাদের নাম উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং হাদীসটি সহীহ্ নয়।)

(٢١) وَعَنْ اَبِيْ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبْنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبْنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبْنَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَحَدَّثَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا ـ

(২১) আবূ যায়দ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে মিম্বরে আরোহণ করেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে থাকেন। এদিকে জোহরের সময় ঘনিয়ে আসে। তখন তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করেন এবং জোহরের সালাত আদায় করেন এবং পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করে বক্তৃতা করতে থাকেন, এমনকি আসরের সময় ঘনিয়ে আসে। তখন তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে আসর আদায় করেন এবং আবারো মিম্বরে আরোহণ করে ভাষণ দিতে থাকেন এবং যতক্ষণ না সূর্য

অস্তমিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা চালিয়ে যান। (তিনি তাঁর এই সুদীর্ঘ ভাষণে) আমাদেরকে যা কিছু হয়েছে (অতীতে) এবং যা কিছু সংঘটিত হবে (ভবিষ্যতে) তার সবই সবিস্তারে বর্ণনা করেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে যিনি যত বেশী জ্ঞানী তিনি তত বেশী স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছেন। (মুসলিম)

(٢٢) وَعَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَانَا رَأىَ الْعَيْنِ فَقُمْتُ إِلَى اَهْلِىْ فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ مَعَ اَهْلِىْ وَوَلَدِىْ فَذَكَرْتُ مَاكُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيْتُ اَبَابَكْرٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) فَقُلْتُ يَا اَبَا بَكْرٍ نَافَقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَانَا رَأىَ عَيْنٍ فَذَهَبْتُ اِلَى أَهْلِىْ فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ مَعَ وَلَدِىْ وَاَهْلِى فَقَالَ اِنَّا لَنَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَذَهَبْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَاحَنْظَلَةُ لَوْكُنْتُمْ تَكُوْنُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ (وَفِى رِوَايَةٍ بِاَجْنِحَتِهَا) وَاَنْتُمْ عَلَى فُرُشِكُم وَبِالطُّرُقِ يَاحَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ـ

(২২) হানযালা আল কাতিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলাম। ঐ সময় তিনি আমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেন (এমনভাবে এর বর্ণনা আমাদের সামনে তুলে ধরেন) এ দু'টি যেন আমাদের দৃষ্টিরগোচরে এসে গিয়েছে। এরপর আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসি, আমার ছেলে ও পরিজনের সাথে হাসাহাসি ও খেলা-তামাশা করি। পরে রাসূল (সা)-এর সাথে থাকাকলীন সময়ের অবস্থার কথা স্মরণে আসে এবং বের হয়ে পড়ি। (প্রথমেই) সাক্ষাত পাই আবূ বকর (রা)-এর এবং তাঁকে বলি, হে আবূ বকর! আমি (হানযালা) মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তা কি করে? আমি বললাম, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও নরকের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন (এবং এমন নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিলেন) যে, তা যেন আমাদের দৃষ্টিরগোচরে এসে গিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন আমার পরিবারের কাছে ফিরে যাই, (তখন সবকিছু ভুলে গিয়ে) এবং আমার ছেলে ও পরিজনের সাথে হাসি-তামাশা করি। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমরা তো অবশ্যই এইরূপ করে থাকি। হানযালা (রা) বলেন, এরপর আমি (পুনরায়) নবীজী (সা)-এর কাছে যাই এবং ঘটনা খুলে বলি। তখন রাসূল (সা) বলেন, শোন হানযালা, তোমরা আমার কাছে থাকাকালীন সময়ে (মন-মানসিকতার দিক থেকে) যে অবস্থায় থাক, সে অবস্থায় যদি তোমরা তোমাদের ঘরে থাকতে (জান্নাত প্রাপ্তি ও নরকের ভীতি নিয়ে), তাহলে ফিরিশতাগণ তোমাদের সাথে মুসাহাফা করতেন (অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁদের পাখা দ্বারা) তোমরা বিছানায় কিংবা রাস্তায় যেখানে যে অবস্থায়ই থাক না কেন। (মুসলিম ও তিরমিযী)

(٢٣) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا اِذَا كُنَّا عِنْدَكَ فَحَدَّثْتَنَا رَقَّتْ قُلُوْبُنَا فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانِ وَفَعَلْنَا وَفَعَلنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَيْهَا لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ ـ

(২৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণ (একদা) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমরা যখন আপনার সান্নিধ্যে থাকি এবং আপনি আমাদের সাথে কথা-বার্তা বলেন (হাদীস বর্ণনা করেন), তখন আমাদের অন্তঃকরণ বিনম্র থাকে। (কিন্তু) আমরা যখন আপনার দরবার থেকে বের হয়ে যাই,

তখন আমরা স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানদের সাথে (কথা-বার্তায়) বিভোর হয়ে যাই, আমরা এই করি, সেই করি (নানাবিধ কাজ-কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং অন্তরের সেই নম্রতা বিদূরিত হয়ে যায়)। তখন নবী করীম (সা) বলেন, যদি তোমরা ঐ সময়ের ন্যায় (আমার সান্নিধ্যে থাকাকালীন সময়ের ন্যায়) সর্বদা থাকতে পারতে, তাহলে ফিরিশতাগণ তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতেন, (তোমাদের সম্মানার্থে)। (এ হাদীসটি অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম। পূর্বোক্ত হাদীস এর সমর্থন করে।)

(٤) بَابٌ فِى مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَآدَابِهَا وَآدَابِ الْمُتَعَلِّمِ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌মের বৈঠক ও তার শিষ্টাচার এবং ইল্‌ম শিক্ষার্থীদের আদব প্রসঙ্গে

(٢٤) عَنْ اَبِى وَاقِدِ اللَّيْثِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ مَرَّ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَجَاءَ اَحَدُهُمْ فَوَجَدَ فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ وَ جَلَسَ الْاٰخَرُ مِنْ وَرَائِهِمْ وَانْطَلَقَ الثَّالِثُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا خَبِرُكُمْ بِخَبَرٍ هٰؤُلَاءِ النَّفَرِقَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ـ قَالَ اَمَّا الَّذِىْ جَاءَ فَجَلَسَ فَاَوٰى فَاٰوَاهُ اللّٰهُ وَالَّذِىْ جَلَسَ مِنْ وَرَائِكُمْ فَاسْتَحٰى فَاسْتَحٰى اللّٰهُ مِنْهُ، وَاَمَّا الَّذِىْ اَنْطَلَقَ رَجُلٌ اَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

(২৪) হযরত আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (সা)-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। এমন সময় তিনজন লোক আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একজন আমাদের কাছে এলেন এবং বৈঠকের মধ্যে বসার স্থান পেয়ে সেখানে বসে গেল। অন্য একজন সবার পেছনে বসে গেল এবং তৃতীয়জন (পাশ কাটিয়ে) চলে গেল। তখন রাসূল (সা) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই তিনজনের অবস্থার খবর জানাব না? তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তিনি বললেন, যে লোকটি এখানে আসল, বসল এবং স্থান করে নিল, আল্লাহ তাকে তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছেন এবং যে লোকটি তোমাদের পেছনে বসেছিল, সে (সম্মুখে আসতে) লজ্জা পাচ্ছিল, আল্লাহও তার কাছে লজ্জা বোধ করছেন। (সুতরাং সে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে বেঁচে গেল) কিন্তু যে লোকটি চলে গেল, সে তার মুখ ফিরিয়ে নিল, আল্লাহও তাকে (তাঁর রহমত থেকে) বিমুখ করলেন। (বুখারী, মুসলিম, মালিক, তিরমিযী ও নাসায়ী)

(٢٥) وَعَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (بْنِ الْيَمَانِ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الَّذِىْ يَقْعُدُ فِىْ وَسَطِ الْحَلْقَةِ قَالَ مَلْعُوْنٌ عَلٰى لِسَانِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২৫) হুযায়ফা বিন আল-ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বৈঠকের মধ্যস্থলে বসে, সে আল্লাহর নবী (সা)-এর অথবা মুহাম্মদ (সা)-এর ভাষায় অভিশপ্ত। (অর্থাৎ সভাস্থলের মধ্যস্থানে বসে অপরের জন্য স্থান করে দিতে অস্বীকার করে, কিংবা অন্যের কষ্টের কারণ হয়, সে অভিশপ্ত।)

(হাকিম, তিরমিযী। তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। আবূ দাউদও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হুযায়ফা (রা) থেকে।)

(٢٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ لُقْمَانَ كَانَ يَقُوْلُ يَابُنَىَّ لَاتَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ تُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَتُرَائِىَ بِهِ فِى الْمَجَالِسِ.

(২৬) আবদুল্লাহ বিন আব্দির রহমান বিন আবী হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, লুকমান বলতেন, হে বৎস! (পুত্র) তুমি ইল্‌ম শিক্ষা করো না আলিমগণের সাথে গর্ব করার উদ্দেশ্যে। অথবা

মূর্খদের সাথে বিতর্ক কিংবা বিভিন্ন বৈঠকে ইল্‌মের অহংকার প্রদর্শন করতে। [তাবারানী আবূ দাউদ, ও দারুকুতনী। এর সবগুলো সনদ সম্বন্ধে নানা কথা আছে। তবে একে অপরকে শক্তিশালী করে।]

(٢٧) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِىْ يَجْلِسُ فَيَسْمَعُ الْحِكْمَةَ ثُمَّ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ اِلاَّ بِشَرٍّ مَا سَمِعَ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى رَاعِيًا فَقَالَ يَا رَاعِىَ اَجْزِرْنِىْ شَاةً مِنْ غَنَمِكَ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ بِاُذُنِ خَيْرِهَا فَذَهَبَ فَاَخَذَ بِاُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ ـ

(২৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি (ইল্‌মের) মজলিসে বসে এবং হিকমত (বা তত্ত্বজ্ঞানের কথা) শ্রবণ করে, কিন্তু পরে তার সঙ্গী-সাথীকে সে কথা বর্ণনা না করে কেবল তার শ্রুত খারাপ বিষয়গুলো তুলে ধরে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন একজন রাখালের কাছে গিয়ে তার ছাগলের পাল থেকে একটি বক্‌রি প্রার্থনা করে, এবং রাখাল তাকে বলে, তুমি পাল থেকে সর্বোত্তম একটি বক্‌রি কান ধরে নিয়ে যাও। কিন্তু সে পালে গিয়ে পালের (পাহারায় নিয়োজিত) কুকুরের কান ধরে নিয়ে যায়।

[ইবন্ মাজাহ্ ও আবূ ইয়া'লা। সুয়ূতী হাদীসটি জামে আস্ সাগীরে" বর্ণনা করে তার পাশে হাসানের প্রতীক ব্যবহার করেছেন।]

فَصْلٌ فِيْمَا جَاءَ فِىْ تَعَلُّمِ لُغَةِ غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শেখা প্রসঙ্গে

(٢٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْسِنُ السُّرْيَانِيَّةَ؟ اِنَّهَا تَأْتِيْنِىْ كُتُبٌ ـ قَالَ قُلْتُ لاَ ـ قَالَ فَتَعَلَّمْهَا ـ فَتَعَلَّمْتُهَا فِىْ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ـ

(২৮) যায়েদ ইবন্ ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) (একদা) আমাকে বললেন, তুমি কি সুরইয়ানী ভাষা জান? আমার কাছে (ঐ ভাষায়) পত্রাদি এসে থাকে। আমি বললাম, জ্বি না (জানি না)। তিনি বললেন, তাহলে শিখে ফেল। এরপর আমি সতের দিনে ঐ ভাষা শিখে ফেলি। (বুখারী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী।)

(٥) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِىْ ذَمِّ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فِى الْعِلْمِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম শিক্ষায় বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা নিন্দনীয়

(٢٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ مَانَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَمَا اَمَرْتُكُمْ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

(২৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা অধিক প্রশ্ন করা থেকে আমাকে রেহাই দাও এবং যা তোমাদেরকে (শিক্ষা) দিয়েছি, তাকে যথেষ্ট মনে করো। নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো অধিক প্রশ্ন করার কারণে এবং তাদের নবীগণের সাথে মত বিরোধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি যা করতে নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকবে এবং যে বিষয়ে আদেশ করেছি, যথাসাধ্য তা পালন করবে। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্।)

(٣٠) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا رَجُلاً سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ حَتَّى اُنْزِلَ فِىْ ذُلِكَ الشَّىْءِ تَحْرِيْمٌ مِنْ أَجَلِ مَسْأَلَتِهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ أُخَرَ) يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَمُ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جَرَمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يَحْرُمْ فَحَرُمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ اَجَلِ مَسْأَلَتِهِ ـ

(৩০) সা'দ ইবন্ আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুসলিমগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহগার (অপরাধী) হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করেছে এবং তাতে খুঁটিনাটি অনুসন্ধানী প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, তার সেই (সব) প্রশ্নের কারণে ঐ বিষয়টি হারাম হওয়া প্রসঙ্গে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। (একই বর্ণনাকারী থেকে অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে,) রাসূল (সা) বলেছেন, গোনাহর বিচারে মুসলমানদের মধ্যে সেই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী অপরাধী, যে এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে গিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ।)

(٣١) وَعَنْ عَمْرِوبْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَزَالُوْنَ يَسْأَلُوْنَ حَتَّى يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ خَلَقْنَا فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَجَالِسٌ يَوْمًا اِذْ قَالَ لِىْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ هَذَا اللّٰهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ اَبُوهُرَيْرَةَ فَجَعَلْتُ اِصْبَعِىْ فِىْ اُذُنِىْ ثُمَّ صِحْتُ فَقُلْتُ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

(৩১) 'আমর বিন আবী সালামা তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, (মানুষজন) প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে, এক পর্যায়ে তারা বলে, তিনি (আল্লাহ) আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করলো? হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি একদিন বসেছিলাম, এমন সময় ইরাকবাসী এক লোক আমাকে বললো, এ আল্লাহই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন! কিন্তু আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন আমি আমার কানে অঙ্গুলি দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন, আল্লাহ এক ও একক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তিনিও কারো জাতক নন এবং কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। (বুখারী ও আবূ দাউদ)

(٣٢) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ لَمْ اَدْرِ مَا هُوَ قَالَ فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ اللّٰهُ اَكْبَرُ سَأَلَ عَنْهَا اِثْنَانِ وَهٰذَا الثَّالِثُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالاً سَتَرْتَفِعُ بِهِمُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَقُوْلُوْا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَهُ ـ

(৩২) মুহাম্মদ বিন সীরীন বলেন, আমি একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে ছিলাম, তখন তাঁকে জনৈক প্রশ্নকারী একটি প্রশ্ন করলো, প্রশ্নটি কী তা আমি জানতে পারি নি, তবে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহু আক্বার! এ বিষয়ে ইতিমধ্যে দু'জন প্রশ্ন করেছে, এ তৃতীয়। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, কিছু লোকের মধ্যে প্রশ্ন করার প্রবণতা এত বৃদ্ধি পাবে যে, শেষ পর্যন্ত তারা বলবে, আল্লাহ সমগ্র সৃষ্ট সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে? (বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ)

(٣٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ لَاتَسْأَلُوْنِىْ عَنْ شَئٍ اِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ بِهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ مَنْ اَبِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ- فَرَجَعَ اِلَى اُمِّهِ فَقَالَتِ وَيُحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِىْ صَنَعْتَ فَقَد كُنَّا اَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ وَأَهْلِ اَعْمَالٍ قَبِيْحَةٍ فَقَالَ لَهَا اِنْ كُنْتُ لَاحِبُّ اَنْ اَعْلَمَ مَنْ اَبِىْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ -

(৩৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের প্রশ্নের আধিক্য এবং তাদের নবীগণের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি তোমাদেরকে (প্রয়োজনীয় বিষয়ে) অবগত করানোর বাইরে তোমরা আমাকে কোন প্রশ্ন করবে না। আব্দুল্লাহ ইবন্ হুযায়ফা (রা) তখন প্রশ্ন করেন, আমার পিতা কে ইয়া রাসূলাল্লাহ্? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার পিতা হচ্ছেন হুযায়ফা ইবন্ কায়স। অতঃপর সে তাঁর মাতার কাছে ফিরে গেলে, তাঁর মা তাকে বলেন, ধ্বংস হও– কেন তুমি এরূপ (প্রশ্ন) করতে গেলে? আমরা জাহিলিয়্যাহ যুগে ছিলাম, অনেক নীচ কাজ আমরা করতাম, তখন আবদুল্লাহ বলেন, আমি আসলে জানতে চেয়েছিলাম আমার পিতা কে, তিনি কেমন লোক। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)

(٣٤) وَعَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسْأَلُوْنِىْ عَنْ شَئٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ، قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ حُذَيْفَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبِىْ؟ قَالَ اَبُوْكَ حُذَيْفَةَ؟ فَقَالَتْ اُمُّهُ مَا اَرَدْتَ اِلَى هٰذَا؟ قَالَ اَرَدْتُ اَنْ اَسْتَرِيْحَ، قَالَ وَكَانَ يُقَالُ فِيْهِ قَالَ حُمَيْدُ وَاَحْسَبُ هٰذَا عَنْ اَنَسٍ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(৩৪) হুমাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে যা কিছু বর্ণনা করেছি এর বাইরে কিয়ামত পর্যন্ত কোন প্রশ্ন করবে না। এই সময় আবদুল্লাহ বিন হুযায়ফা (রা) প্রশ্ন করেন, আমার পিতা কে, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বলেন, তোমার পিতা হুযায়ফা, তখন তাঁর মাতা বললেন, এ প্রশ্নের তোমার উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশান্তি লাভ করা। (বর্ণনাকারী) বলেন, আব্দুল্লাহ সম্পর্কে (তাঁর পিতার) কিছু বিরূপ কথাবার্তা চালু ছিল।

(হুমাইদ বলেন, আমি মনে করি আনাস (রা) থেকে বর্ণিত) বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। (অর্থাৎ এ সব অবাঞ্ছিত প্রশ্ন ও কথাবার্তা শুনে রাসূল (সা) রাগান্বিত হন)। তখন হযরত উমর (রা) বলে উঠেন, আমরা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি আল্লাহকে রব হিসেবে, আল-ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের নবী হিসেবে। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর ক্রোধ থেকে মুক্তি চাই। (বুখারী ও অন্যান্য)

(٣٥) وَعَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُلُوْطَاتِ قَالَ الْاَوْزَاعِىُّ الْغُلُوْطَاتُ شِدَادُ الْمَسَائِلِ وَصِعَابُهَا.

(৩৫) আল-আওযা'য়ী থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ বিন সা'দ, আস্-সুনাবিহী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা)-এর জনৈক সাহাবী (অন্য বর্ণনায়, হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তীর্যক ও নিরর্থক প্রশ্ন উত্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। আল-আওযা'য়ী বলেন, 'গুলুতাত' হচ্ছে কঠিন ও নিরর্থক প্রশ্ন। (আবূ দাউদ, এ হাদীসের সনদ উত্তম।)

فَصْلُ فِيْ وُجُوْبِ السُّوَالِ عَنْ كُلِّ مَايَحْتَاجُهُ لِدِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ

অনুচ্ছেদ ঃ দীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনে প্রশ্ন করা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

(٣٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً اَصَابَهُ جُرْحٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ، اَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِىِّ السُّوَالَ ـ

(৩৬) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূলের সময়কালে একদা এক ব্যক্তি আহত (আঘাতপ্রাপ্ত) হয়। আহতকে গোসল করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। (গোসলের পরে) লোকটি মৃত্যুবরণ করে। এ সংবাদ রাসূল (সা)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন, ওরা (যারা গোসলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল) লোকটিকে হত্যা করেছে। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন। এই অজ্ঞতার প্রতিকার কি প্রশ্ন ছিল না? (অর্থাৎ ওরা যা জানে না, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে জেনে নেয়া ছিল তাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্যে অবহেলার কারণেই আহত লোকটির মৃত্যু হয়।) (দারুকুতনী, বায়হাকী ও ইবন্ মাজাহ। ইবন্ সাফান হাদীসটি সহীহ বলে দাবী করেন।)

(٦) بَابٌ فِىْ وَعِيْدِ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا فَكَتَمَهُ اَوْلَمْ يَعْمَلْ بِهِ اَوْتَعَلَّمُهُ لِغَيْرِ اللّٰهِ ـ

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ ইল্ম শিক্ষার পর তা গোপন করা, কিংবা তদানুসারে আমল না করা অথবা গায়রুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইল্ম হাসিল করার পরিণতি প্রসঙ্গে

(٣٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اَلْجِمَ (وَفِى رِوَايَةٍ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ) بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(৩৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যদি কাউকে কোন 'ইল্ম' বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় (সে তা জানা সত্ত্বেও) তা গোপন করে, তবে কিয়ামতের দিনে তার মুখে আগুনের তৈরী লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে। (অন্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা লাগাম পরিয়ে দিবেন)। (বায়হাকী ও ইবন্ হিব্বান। হাদীসটি সহীহ।)

(٣٨) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَثَلَ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ كَمَثَلِ كَنْزٍ لاَ يُنْفَقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(৩৮) তাঁর [আবূ হুরায়রা (রা)] থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ইল্ম দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না, সেই ইলমের উদাহরণ হচ্ছে সেই খনির ন্যায়, যা থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা হয় না। (এ হাদীসটি তাবারানী আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

(٣٩) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اُسْرِىَ بِىْ مَرَرْتُ بِرِجَالٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ يَاجِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلاَءِ خُطَبَاءُ مِنْ اُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ، اَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ ـ

(৩৯) আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, যখন আমাকে উর্ধ্বলোকে নিয়ে যাওয়া হয়, (মি'রাজ রজনীতে), আমি (এক সময়) এমন একদল লোককে অতিক্রম করছিলাম, যাদের মুখ আগুনের করাত দিয়ে কর্তন করা হচ্ছে। তখন আমি বললাম, এরা কারা হে জিব্রাঈল! তিনি বললেন, এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের খতীব বা ওয়ায়িয, যারা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু তা নিজেরা করতো না, অথচ তারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করতো, তবু কি তারা বুঝতে পারে না? (ইবন্ হিব্বান ও বায়হাকী)

(٤٠) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّكُمْ فِىْ زَمَانٍ عُلَمَائُهُ كَثِيْرٌ خُطَبَائُهُ قَلِيْلٌ مَنْ تَرَكَ فِيْهِ عُشَيْرَ مَا يَعْلَمُ هَوَى اَوْ قَالَ هَلَكَ وَسَيَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقِلُّ عُلَمَائُهُ وَيَكْثُرُ خُطَبَائُهُ، مَنْ تَمَسَّكَ فِيْهِ بِعُشَيْرِ مَايَعْلَمُ نَجَا -

(৪০) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছ যে, এখন 'উলামার সংখ্যা অনেক, খতীবের সংখ্যা কম, তাই (এই সময়ে) এখন যদি কেউ যা জানে তার এক দশমাংশ ছেড়ে দেয় (আমল না করে) তবে সে পথভ্রষ্ট হবে অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং (ভবিষ্যতে) এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের মধ্যে আলিমগণের সংখ্যা কমে যাবে, আর খতীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সেই সময় যদি কেউ যা সে জানে তার এক দশমাংশ ধারণ করতে পারে (অর্থাৎ তার ইল্‌মের দশ ভাগের একভাগও আমল করতে পারে) তবে সে কৃতকার্য হবে।

(এ বিষয়টি বিশেষ করে আমর বিল-মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার– অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ-এর ন্যায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।)

(٤١) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيْلَ لَهُ اَلاَتَدْخُلُ عَلَى هٰذَا الرَّجُلِ (وَفِىْ رِوَايَةِ اَلاَتُكَلِّمُ عُثْمَانَ) قَالَ فَقَالَ اَلاَ تَرَوْنَ اَنِّىْ لاَ اُكَلِّمُهُ اِلاَّ مَا اُسْمِعُكُمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ مَادُوْنَ اَنْ اَفْتَحَ اَمْرًا لاَاُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا اَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ اَقُوْلُ لِرَجُلٍ اَنْ يَكُوْنَ عَلَىَّ اَمِيْرًا إِنَّهُ خَيْرَ النَّاسِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلاَ اَقُوْلُ لِرَجُلٍ اِنَّكَ خَيْرُ النَّاسِ وَاِنْ كَانَ عَلَىَّ أَمِيْرًا) بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُوْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِىْ النَّارِ، فَتَنْدَلِقَ اَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُوْرُبِهَا فِى النَّارِ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، قَالَ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ اِلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ يَافُلاَنُ اَمَا كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ فَيَقُوْلُ بَلَى قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ فَلاَ اٰتِيْهِ وَاَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ"

(৪১) উসামা বিন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে একদা বলা হলো, আপনি কি এই ব্যক্তির নিকট প্রবেশ করবেন না? (অন্য বর্ণনায় আপনি কি উসমানের সাথে কথা বলবেন না)? যায়েদ (রা) বললেন, তোমরা কি দেখ না, যখনই আমি তাঁর সাথে কথা বলি, তাঁর সবই তোমাদেরকে খুলে বলি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি সন্তর্পণে, যাতে আমার দ্বারা এমন কোন বিষয়ের সূচনা না হয়, যার আমিই হই প্রথম সূচনাকারী এবং কাউকে এও বলতে চাই না যে, সে আমার আমীর হোক কারণ তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। (অন্য বর্ণনায় আছে, আমি কাউকে বলি না যে, আপনি মানুষের মধ্যে উত্তম, যদিও তিনি আমার আমীর হোন না কেন)। (আর আমি এই নীতি অবলম্বন করে চলেছি)। রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে এই হাদীসটি শোনার পর থেকে; রাসূল (সা) বলেন, কিয়ামতের দিবসে বিশেষ ধরনের লোককে ধরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার পেটের নাড়িভূঁড়ি বের হয়ে আসবে এবং

আগুনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে গর্দভ যেমন চাকির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। এ অবস্থা দেখে নরকবাসীরা একত্রিত হয়ে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে, কি হে, তুমি না সেই ব্যক্তি, যে আমাদের সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎ কর্মের নিষেধ প্রদান করতে? সে বলবে, হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই বলছ; আমি তোমাদের সৎকর্মের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না এবং অসৎ কর্ম করতে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

টীকা ঃ হাদীসের উপরের অংশটুকু হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষ দিককার কথা। তখন অনেকে কানাঘুষা করছিল যে, উসমান (রা) তাঁর আত্মীয়গণের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করছেন। তিনি যেন তা না করেন সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(٤٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَايَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى رِيْحَهَا ـ

(৪২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এমন ইল্‌ম শিক্ষা করলো, কিন্তু সে তা শিক্ষা করেছে দুনিয়ার উপকরণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে, সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করবে না (জান্নাতে প্রবেশ তো দূরের কথা)।

(আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, ইবন্ হিব্বান, ও হাশিম, তিনি বলেন হাদীসটি সহীহ, বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ।)

(٧) بَابٌ فِىْ فَضْلِ تَبْلِيْغِ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقْلِهٖ كَمَا سَمِعَ

(৭) পরিচ্ছেদ ঃ রাসূল (সা)-এর হাদীসের প্রচার-প্রসার ও তা যথাযথভাবে বর্ণনার ফযীলত প্রসঙ্গে

(٤٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نَحْوًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ ـ فَقُلْنَا مَابَعَثَ اِلَيْهِ السَّاعَةَ اِلاَّ لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ ـ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَجَلْ سَأَلَنَا عَنْ اَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ أَمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَاِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ اَبَدًا ـ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْاَمْرِ، وَاُلزُوْمُ الْجَمَاعَةِ فَاِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَقَالَ مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْاٰخِرَةَ جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهٖ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهٖ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّمَاكُتِبَ لَهُ وَسَأَلْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَهِىَ الظُّهْرُ ـ

(৪৩) আবদুর রহমান বিন ইব্বান বিন উসমান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যায়েদ বিন ছাবিত (রা) (একদা) প্রায় মধ্যাহ্নের সময় মারওয়ানের দরবার থেকে বের হন। তখন আমরা বলাবলি করলাম, এই সময়ে তিনি এসেছিলেন (নিশ্চয়) ইল্‌ম বিষয়ে কোন প্রশ্নের সমাধান করতে। তাই আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম (অর্থাৎ এই অসময়ে তাঁর আগমনের হেতু জানতে চাইলাম)। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কিছু বিষয় প্রশ্ন করেছেন যা আমি রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে শুনেছি। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন, যিনি আমার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তা অন্যের কাছে

পৌঁছানো পর্যন্ত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন। কারণ (এটা সত্য বটে) অনেক ফিক্হ বহনকারী নিজে ফকীহ্ হয় না এবং অনেক ফিক্হ-বহনকারীর চেয়ে যার কাছে পৌঁছানো হয় সে অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকে। (তাই হাদীস শোনার পর তা যথাযথভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে শ্রোতার অবশ্য কর্তব্য)। তিনটি বিষয়ে মু'মিনের অন্তর কখনও খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করে না। (এক) আল্লাহর তরে (ওয়াস্তে) তার কর্মের একনিষ্ঠতা, (দুই) পদস্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য তার সদুপোদেশ, এবং (তিন) সর্বক্ষণ জামা'আতের সাথে থাকা। কারণ তাঁদের দাওয়াত অনুসারীদের ঘেরাও করে রাখে। (অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ এ ধরনের দা'ঈগণের অসংখ্য শ্রোতা ও ভক্ত অনুসারীর দল উল্লেখিত তিনটি বিষয় থেকে তাদেরকে বিচ্যুতির কবল থেকে রক্ষা করে থাকে। তিনি আরও বলেন, যিনি সর্বদা আখিরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকেন, আল্লাহ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং তাঁর অন্তরে অমুখাপেক্ষীতা প্রদান করেন, আর দুনিয়া তাঁর সম্মুখে মলিন ও নিরানন্দ হয়ে দেখা দেয়। আর যে ব্যক্তির নিয়্যত হয় দুনিয়া প্রাপ্তি, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তি জীবিকার উপকরণ বিস্তৃত করে দেন (বটে), কিন্তু তার দুই চোখের সম্মুখে সর্বদা দারিদ্র বিরাজ করতে থাকে। বস্তুত দুনিয়ার প্রাপ্তি যা তার ভাগে লিপিবদ্ধ আছে, তার বাইরে সে কিছু লাভ করতে পারে না। এছাড়া তিনি (মারওয়ান) আমাকে 'সালাতুল উস্তা' বা মধ্যবর্তী সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন, সেই সালাত হচ্ছে জোহরের সালাত। (আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, দারেমী ও তিরমিযী, তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।)

(٤٤) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ نَضَّرَ اللّٰهُ اَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَوَعَاهَا ثُمَّ اَدَّاهَا اِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ وَالنَّصِيْحَةُ لِوَلِىِّ الْاَمْرِ وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ، فَاِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُوْنُ مِنْ وَرَائِهِ -

(৪৪) জুবাইর বিন মুত'য়িম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) রাসূল (সা) মিনায় অবস্থিত আল-খাইফ মসজিদে দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে আলোকিত করুন, যিনি আমার কথা শ্রবণ করে তা যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে এবং যিনি তা শোনেন নি, তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ, অনেক ফিক্হ (ইল্মে দীন) বহনকারীর মধ্যে জ্ঞানের গভীরতা থাকে না; আবার অনেক ফিক্হবহনকারীর চেয়ে যার কাছে তা পৌঁছানো হয় তিনি অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকেন। তিনটি বিষয়ে মু'মিনের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করে না। (এক) ইখলাসুল আমল বা কর্মে ন্যায়নিষ্ঠতা (আল্লাহর তরে), (দুই) পদস্থ ব্যক্তির প্রতি উপদেশ ও (তিন) সর্বাবস্থায় জামা'আতকে ধারণ করা। কেননা, দাওয়াতে অবস্থান করে তাঁদের পেছনে (যা তাদেরকে সারাক্ষণ সতর্ক রাখে)। (ইবন্ মাজাহ্ ও তাবারানী, এই হাদীসের সনদ উত্তম।)

(٤٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَحْفَظُ لَهُ مِنْ سَامِعٍ -

(৪৫) ইবন্ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে আলোকিত করুন, যিনি আমার কাছ থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করে তা যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে এবং তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ, অনেক শ্রোতার চেয়ে যার কাছে পৌঁছানো হয় সে (ঐ হাদীসের) অধিক যত্নশীল (সংরক্ষক) হয়ে থাকেন।)

(ইবন্ মাজাহ্, আবূ দাউদ ও তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।)

(٤٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُوْنَ يُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ ـ

(৪৬) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা (আমার কাছ থেকে দীনের ইল্ম) শ্রবণ করে থাক; (পরে তা) তোমাদের কাছ থেকে (অন্য শ্রোতা কর্তৃক) শোনা হয়ে থাকে, (এবং তারও পরে) তোমাদের কাছ থেকে যারা শ্রবণ করেছিল, তাদের কাছ থেকেও শোনা হয় (অন্যেরা শোনে)। (এইভাবেই ইল্মে হাদীসের চর্চার ধারা অব্যাহত থাকে। সুতরাং, যা বর্ণনা করবে, সেই ব্যাপারে কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।) (বায্যার, তাবারানী-এর সনদ উত্তম।)

(٨) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِى الْاِحْتِرَازِ فِى رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَتَجْوِيْدِ اَلْفَاظِهِ كَمَا صَدَرَ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা এবং হাদীসের শব্দাবলী যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে উচ্চারিত হয়েছে সেভাবে সঠিক উচ্চারণ ও বর্ণনা করা প্রসঙ্গে

(٤٧) عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا جِئْنَاهُ قُلْنَا حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اَللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّا قَدْ كَبِرْنَا وَنَسِيْنَا وَالْحَدِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(৪৭) ইবন্ আবী লায়লা হযরত যায়েদ ইবন্ আরকাম (রা) থেকে এভাবে বর্ণনা করেন, আমরা যখন যায়েদ ইবন্ আরকামের কাছে গমন করতাম, তখন আমরা তাঁকে বলতাম, আমাদেরকে রাসূল (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করে শোনান। উত্তরে তিনি বলতেন, আমরা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি এবং ভুলে গিয়েছি। আর রাসূল (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করা বড় কঠিন কাজ। (অর্থাৎ এ বয়সে আমার পক্ষে হুবহু কোন হাদীস বর্ণনা করা নিরাপদ নয়। সুতরাং ভুল কিংবা সন্দেহজনক বর্ণনার চেয়ে বর্ণনা না করাই উত্তম মনে করেছেন।) (ইবন্ মাজাহ্)

(٤٨) عَنْ مُطَرِّفٍ (بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ) قَالَ قَالَ لِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَىْ مُطَرِّفُ وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَاَرَى اَنِّىْ لَوْ شِئْتُ حَدَّثْتُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَا اُعِيْدُ حَدِيْثًا ـ ثُمَّ لَقَدْ زَادَنِىْ بُطَأً عَنْ ذٰلِكَ وَكَرَاهِيَةً لَهُ اَنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْمِنْ بَعْضِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدْتُ كَمَا شَهِدُوا وَسَمِعْتُ كَمَاسَمِعُوْا يُحَدِّثُوْنَ اَحَادِيْثَ مَا هِىَ كَمَا يَقُوْلُوْنَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّهُمْ لَايَأْلُوْنَ عَنِ الْخَيْرِ فَاَخَافُ اَنْ يُشَبَّهَ لِىْ كَمَا شُبِّهَ لَهُمْ، فَكَانَ اَحْيَانًا يَقُوْلُ لَوْحَدَّثْتُكُمْ اَنِّىْ سَمِعْتُ مِنْ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا اَوكَذَا رَأَيْتُ اَنِّىْ قَدْ صَدَقْتُ وَاَحْيَانًا يَعْزِمُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ اَبُوْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِىْ نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ اَبِىْ هَرُوْنَ الْغَنَوِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ هَانِئُ الْاَعْوَرُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ هُوَ ابْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا الحَدِيْثِ فَحَدَّثْتُ بِهِ اَبِىْ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى، فَاَسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ زَادَ فِيْهِ رَجُلاً ـ

(৪৮) মুতাররিফ (ইবন্ আবদিল্লাহ) বলেন, আমাকে ইমরান ইবন হুসাইন (রা) বলেছেন, হে মুতাররিফ, আল্লাহর শপথ! আমি মনে করি আমি ইচ্ছা করলে পরপর দুইদিন অব্যাহতভাবে নবী করীম (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করতে পারবো এবং তাতে কোন হাদীসকে পুনঃ পুনঃ (দ্বিতীয়বার) বলতে হবে না। কিন্তু তাতে আমার ভয় হয় এবং অপছন্দও করি যা আমি দেখে থাকি যে, মুহাম্মদ (সা)-এর কিছুসংখ্যক সাহাবীকে দেখেছি এমন যে, রাসূলের সান্নিধ্যে এসেছেন আমিও এসেছি, আমিও শুনেছি যেমন তাঁরাও শুনেছেন। কিন্তু তাঁরা কিছু হাদীস বর্ণনা করেন, প্রকৃতপক্ষে হাদীসগুলো ঐরূপ নয়। আমি এও জানি যে, তাঁরা কল্যাণ থেকে বিচ্যুত নন। তাই আমি আশঙ্কা করি, হাদীস বর্ণনা করতে গেলে তাঁদের ন্যায় আমিও সন্দেহ ও ভ্রান্তিতে পতিত হতে পারি।

তিনি কোন কোন সময় বলতেন, আমি যদি তোমাদের কাছে এইভাবে হাদীস বর্ণনা করি যে, আমি রাসূল (সা)-কে এইরূপ.... এইরূপ বলতে শুনেছি; তাহলে আমার মনে হয় সত্যই বলা হবে। আবার কোন কোন সময় তিনি দৃঢ়চিত্তে বলতেন, আমি রাসূল (সা)-কে এইরূপ এইরূপ বলতে শুনেছি ....।

আবূ আব্দির রহমান বলেন, আমি নসর বিন আলী থেকে, তিনি বিশ্র বিন আল-মুফাদ্দাল থেকে, তিনি আবূ হারুন আল-গানভী থেকে, তিনি হানী আল-আওয়ার থেকে, তিনি মুতাররিফ থেকে, তিনি 'ইমরান ইবন্ হুসাইন থেকে, তিনি নবী করীম (সা) থেকে এই হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, আমি আমার পিতার কাছে বর্ণনা করি, তিনি এটিকে 'হাসান' (ভাল) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি বললেন, এতে একজন ব্যক্তি (বর্ণনাকারী) অতিরিক্ত এসেছে। (অন্যত্র এ হাদীস পাওয়া যায় নি। মুহাদ্দিসদের বক্তব্য হতে হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।)

(٤٩) عَنْ مُحَمَّدٍ (يَعْنِى ابْنِ سِيْرِيْنَ) قَالَ كَانَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا حَدَّثَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَغَ مِنْهُ قَالَ اَوْكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৪৯) মুহাম্মদ ইবন্ সীরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আনাস বিন মালিক (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তা বর্ণনা শেষে বলতেন, "اوكما قالَ رسول الله" (আমি যেরূপ বললাম অথবা আল্লাহ্র রাসূল যে রকম বলেছেন।) (আবূ ইয়ালা, বায়হাকী, ও ইবন্ আসাকির। এ হাদীসের সনদ উত্তম বলে জানা গিয়েছে।)

(٥٠) عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ فِى الْوَهْمِ يَتَوَخَّى قَالَ لَهُ رَجُلٌ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا اَعْلَمُ -

(৫০) সুলাইমান আল্ ইয়াশকুরী থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, সন্দেহজনক বিষয়ে অনুসন্ধান (করা আবশ্যক।) জনৈক লোক তাকে নবী (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তিনি বলেন, তা আমার জানা মতে (সঠিক)। (এ হাদীসটিও অন্যাত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম।)

(٥١) وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اَلاَ يُعْجِبُكَ اَبُوهُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ اِلَى جَانِبِ حُجْرَتِى يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِىْ ذَلِكَ وَكُنْتُ اُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ اَنْ اَقْضِىَ سُبْحَتِى وَلَوْ اَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ - اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ.

(৫১) 'উরওয়াহ থেকে বর্ণিত' তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তুমি বিস্মিত হবে না যে, আবূ হুরায়রা (একদা) আমার প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে এসে বসে রাসূল (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে তা আমাকে

শোনাচ্ছেন। তবে ঐ সময় আমি তাসবীহ পাঠ করছিলাম, (নফল সালাত আদায় করছিলাম)। (বর্ণনা শেষে) তিনি আমার তাসবীহ শেষ হওয়ার পূর্বেই চলে গেলেন। যদি আমি (তাসবীহ শেষ করে) তাকে পেতাম, তাহলে আমি তার উপর রদ করে দিতাম (তাকে একটি শিক্ষা দিতাম)। নিশ্চয় রাসূল (সা) হাদীস বর্ণনার সময় তোমাদের ন্যায় দ্রুত করতেন না। (বরং শ্রোতার সুবিধার্থে ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বলতেন। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দুই-তিনবার করে উচ্চারণ করতেন যাতে কারো অসুবিধা না হয়।) (বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ)

(٥٢) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَاكُلُّ الْحَدِيْثِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُنَا اَصْحَابُنَا عَنْهُ، كَانَتْ تَشْغَلُنَا عَنْهُ رِعْيَةُ الْاِبِلِ ـ

(৫২) বারা ইবন্ আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সব হাদীস আমরা (সরাসরি) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শ্রবণ করি নি (অর্থাৎ সরাসরি শোনার সুযোগ পাইনি)। আমাদের সঙ্গী-সাথীগণ তাঁর (রাসূলের) কাছ থেকে বর্ণনা করে থাকেন। উট চরানোর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আমরা (অনেক সময় সরাসরি হাদীস শ্রবণ করা থেকে) বঞ্চিত হই। (এ হাদীসটি আমরা অন্যত্র পাই নি। আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।)

(٩) بَابٌ فِيْ مَعْرِفَةِ اَهْلِ الْحَدِيْثِ بِصَحِيْحِهِ وَضَعِيْفِهِ وَحَمْلِ مَاثَبَتَ مِنْهُ عَلَى اَكْمَلِ وُجُوْهِهِ ـ

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ হাদীসবেত্তাগণের হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার সম্বন্ধে জানা এবং নির্ভরযোগ্য পরিপূর্ণভাবে ধারণ করা প্রসঙ্গে

(٥٣) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ وَعَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَتَلِيْنُ لَهُ اَشْعَارُكُمْ وَاَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبٌ فَاَنَا اَوْلَاكُمْ بِهِ وَاِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تُنْكِرُهُ قُلُوْبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اَشْعَارُكُمْ وَاَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدُكُمْ مِنْهُ ـ

(৫৩) আবদুল মালিক বিন সা'ঈদ বিন সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ হুমাইদ (রা) ও আবূ আসীদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমরা আমার হাদীস শ্রবণ কর তখন তোমাদের অন্তর তা চিনতে পারে এবং তোমাদের কেশ ও ত্বক তাতে বিনম্র হয়ে ওঠে এবং তোমরা অনুভব করতে পার যে, তা তোমাদের নিকটবর্তী। তাহলে তোমরা মনে করবে যে, আমি সেই হাদীস বলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত।

আর যখন তোমরা আমার বরাতে এমন হাদীস শ্রবণ কর, যা তোমাদের অন্তর বর্জন করে এবং তোমাদের কেশ ও ত্বক তা ঘৃণা করে আর তোমরা বুঝতে পার তা তোমাদের বোধগম্য থেকে বহুদূরে, তাহলে বুঝতে হবে আমি সেই কথিত হাদীস থেকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী দূরে।

টীকা ঃ যারা সত্যিকার মু'মিন তাঁরা রাসূল (সা)-এর সঠিক হাদীস সহজেই চিনতে পারেন। তাঁদের হৃদয়-মন, ত্বক ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশুদ্ধ ও জাল হাদীস বাছাই করতে সাহায্য করে।

(٥٤) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا حُدِّثْتُمْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا فَظُنُّوْا بِهِ الَّذِيْ هُوَ اَهْدَى وَالَّذِيْ هُوَ اَهْنَا وَالَّذِيْ هُوَ اَتْقَى (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ فَظُنُّوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْنَاهُ وَاَتْقَاهُ وَاَهْدَاهُ ـ

(৫৪) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন হাদীস শোনানো হয় (অন্য বর্ণনায় আছে যখন আমি তোমাদের কোন হাদীস বর্ণনা করি), তখন তোমরা তাঁকেই হাদীস মনে করবে যা

সবচেয়ে বেশী হিদায়াতদানকারী, সবচেয়ে উপযোগী এবং সবচেয়ে বেশী তাক্ওয়া সম্পন্ন। (একই বর্ণনাকারী থেকে অন্য সূত্রে এই হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে সেখানে বলা হয়েছে– তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্যকে মনে করবে সবচেয়ে উপযোগী, সবচেয়ে তাকওয়া সম্পন্ন ও সবচেয়ে বেশী হিদায়াত প্রদানকারী। (ইবন্ মাজাহ্ ও দারেমী, এর সনদ উত্তম।)

(١٠) بَابُ فِى النَّهْيِ عَنْ كِتَابَةِ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرُّخْصَةِ فِى ذَالِكَ ـ

(১০) পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস লেখার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে

(٥٥) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّى شَيْئًا سِوَى الْقُرْاٰنِ مَنْ كَتَبَ شَيْئًا سِوَى الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ ـ

(৫৫) আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখবে না। যদি কেউ কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখে থাকো, তাহলে সে যেন তা মুছে ফেলে।* [হাকিম, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٥٦) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : مَا هٰذَا تَكْتُبُوْنَ ؟ فَقُلْنَا : مَا نَسْمَعُ مِنْكَ فَقَالَ : أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللّٰهِ؟ أَمْحِضُوا كِتَابَ اللّٰهِ. أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللّٰهِ؟ اَمْحِضُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَخَلِّصُوْهُ. قَالَ فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِى صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ. قُلْنَا : أَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَنَتَحَدَّثُ عَنْكَ؟ قَالَ نَعَمْ، تَحَدَّثُوْا عَنِّى وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ نَعَمْ تَحَدَّثُوْا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ وَلاَحَرَجَ، فَإِنَّكُمْ لاَ تُحَدِّثُوْنَ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ وَقَدْ كَانَ فِيْهِمْ أَعْجَبُ مِنْهُ ـ

(৫৬) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা বসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনে ছিলাম, তা লিখছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, তোমরা এসব কি লিখছ? আমরা বললাম, আপনার নিকট থেকে যা কিছু আমরা শ্রবণ করেছি তা লিখছি। তিনি বলেন, আল্লাহর গ্রন্থের (কুরআনের) পাশাপাশি আরেকটি গ্রন্থ? তোমরা শুধুমাত্র বিশুদ্ধরূপে আল্লাহর গ্রন্থই লিখবে। আল্লাহর গ্রন্থের পাশাপাশি আরেকটি গ্রন্থ? তোমরা শুধুমাত্র বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর গ্রন্থই লিখবে এবং একমাত্র আল্লাহর গ্রন্থই লিখবে। তিনি বলেন, তখন আমরা যা কিছু লিখেছিলাম তা সবই একস্থানে জমা করে তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলি। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার কথাগুলি অন্যদের কাছে বর্ণনা করতে পারব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা আমার কথা বর্ণনা করবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলবে সে জাহান্নামকে তার আবাসস্থল হিসাবে গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি বনু ইসরাঈল (ইহুদীদের) থেকে (তাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী বা তাদের ধর্মগ্রন্থের কথা) বর্ণনা করতে

টীকা ঃ হাদীস লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতি উভয় প্রকার নির্দেশনা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী অনুমতি দ্বারা রহিত হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, হাদীস লেখার নিষেধাজ্ঞা দ্বারা একই কাগজ বা পত্রে কুরআনের পাশাপাশি হাদীস লিখতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে কুরআনের সাথে হাদীস মিশে যাওয়ার ভয় ছিল।

পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমরা বনু ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করতে পার। তোমরা তাদের থেকে যা কিছু বর্ণনা কর না কেন, তাদের মধ্যে তার চেয়েও আশ্চর্য ঘটনাদি সংঘটিত হয়েছিল।

(এই হাদীসটি পূর্ণরূপে ইমাম আহমদ ছাড়া আর কেউ সংকলন করেন নি। তবে এর কিয়দাংশ বুখারী, নাসায়ী ও তিরমিযী সংকলন করেছেন।)

(٥٧) وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ فَحَدَّثَهُ حَدِيْثًا فَأَمَرَ إِنْسَانًا أَنْ يَكْتُبَ فَقَالَ زَيْدٌ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيْثِهِ فَمَحَاهُ ـ

(৫৭) আবদুল মুত্তালিব ইবন্ আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়িদ ইবন্ সাবিত (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে একটি হাদীস বলেন। তখন মু'আবিয়া (রা) এক ব্যক্তিকে উক্ত হাদীসটি লিখে রাখতে নির্দেশ দেন। তখন যায়িদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদীস লিখে রাখতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তখন তিনি (মু'আবিয়া (রা)) উক্ত হাদীসটি মুছে ফেলেন। (আবূ দাউদ, হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।)

فَصْلٌ فِى الرُّخْصَةِ فِىْ كِتَابَةِ الْحَدِيْثِ

হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি বিষয়ক অনুচ্ছেদ

(٥٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (يَعْنِى بْنَ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) قَالَ : كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِى قُرَيْشٌ فَقَالُوْا إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :اُكْتُبْ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ مَاخَرَجَ مِنِّىْ إِلاَّ حَقٌّ ـ

(৫৮) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু শুনতাম তা সবই লিখে রাখতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তা মুখস্থ করা। তখন কুরাইশ বংশের লোকেরা আমাকে এভাবে লিখতে নিষেধ করেন এবং বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনছ সবই লিখছ, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ। তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় ও সন্তুষ্টির অবস্থায় কথা বলেন। তখন আমি লেখা বন্ধ করে দিলাম এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বলেন, তুমি (আমার নিকট থেকে যা কিছু শুন তা) লিখতে থাক। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমার মুখ থেকে যা কিছু বের হয়, তা সবই সত্য। (আবূ দাউদ ও হাকিম, হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।)

(٥٩) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَا سَمِعْنَا يَقُوْلُ مَاكَانَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّىْءِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (يَعْنِى ابْنَ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بِيَدِهِ وَيَعِيْهِ بِقَلْبِهِ وَكُنْتُ أَعِيْهِ بِقَلْبِى وَلاَ أَكْتُبُ بِيَدِى وَاَسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الْكِتَابِ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّىْ إِلاَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لاَ أَكْتُبُ.

(৫৯) ইবন্ হাকীম বলেন, আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর (অর্থাৎ ইবনুল 'আস) (রা) ছাড়া আর কেউ আমার চেয়ে বেশি জ্ঞাত ছিলেন না। (তিনি আমার চেয়ে হাদীস বেশি জানতেন) কারণ তিনি তা হাত দিয়ে লিখতেন এবং হৃদয় দিয়ে মুখস্থ করতেন। আর আমি হৃদয় দিয়ে মুখস্থ করতাম তবে লিখতাম না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন রাসূল (সা) অনুমতি প্রদান করেন।

(অন্য এক বর্ণনায় আবূ হুরায়রা (রা) বলেন) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর (রা) ছাড়া আর কেউই আমার চেয়ে বেশি হাদীস জানতেন না; কারণ তিনি হাদীস লিখতেন আর আমি লিখতাম না। [বুখারী, তিরমিযী ও অন্যান্য]

(٦٠) ز وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ لِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أكْتُبُ عَنِّىْ وَلَوْ حَدِيْثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ فَقُلْتُ لاَ وَلاَ حَرْفًا ـ

(৬০) যা (ইমাম আহমদ ইবন্ হাম্বালের পুত্র) আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবন্ মু'ঈন বলেন, আব্দুর রায্যাক আমাকে বলেন, তুমি আমার নিকট থেকে অন্তত একটি হাদীস লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাড়া গ্রহণ কর। আমি বললাম, কখনোই না, আমি (লিখিত পাণ্ডুলিপির প্রমাণ ছাড়া মৌখিক বর্ণনার ওপর নির্ভর করে) একটি অক্ষরও গ্রহণ করতে রাযী নই।* [এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় নি।]

(١١) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّحْدِيْثِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالرُّخْصَةُ فِيْ ذَالِكَ

(১১) পরিচ্ছেদ ঃ ইহুদী-নাসারাদের কথাবার্তা বর্ণনা করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং তার অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে

(٦١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوْكُمْ وَقَدْ ضَلُّوْا فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوْا بِبَاطِلٍ أَوْ تُكَذِّبُوْا بِحَقٍّ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَاحَلَّ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِىْ.

(৬১) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাদেরকে) কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে, কাজেই তারা তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারবে না। (তাদেরকে প্রশ্ন করার ফলাফল হবে), হয় তোমরা তাদের বলা মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে অথবা তাদের বলা সত্যকে মিথ্যা বলে মনে করবে। যদি মূসা (আ)-ও তোমাদের মধ্যে বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁর জন্যও আমার অনুসরণ করা অত্যাবশ্যকীয় হতো।

[ইবন্ আবী শাইবাহ, বায্যার। সহীহ্ বুখারী ও নাসায়ীতে এই মর্মে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস রয়েছে।]

টীকা ঃ তাবেয়ীগণের যুগ থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস শিক্ষার সাথে সাথে তা লিখে রাখতেন। হাদীস শিক্ষাদানের সময় তাঁরা সাধারণত পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস পড়ে শেখাতেন। কখনো বা মুখস্থ পড়ে হাদীস শেখাতেন তবে পাণ্ডুলিপি নিজের হিফাজতে রাখতেন যেন প্রয়োজনের সময় তা দেখে নেয়া যায়। এই যুগে ও পরবর্তী যুগে মুহাদ্দিসগণ হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ে সমন্বয়কে অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন, প্রথমত হাদীসটি উস্তাদের মুখ থেকে শাব্দিকভাবে শোনা বা তাকে মুখে পড়ে শোনানো, দ্বিতীয়ত পঠিত হাদীসটি নিজ হাতে লিখে নেয়া, তৃতীয়ত উস্তাদের পাণ্ডুলিপির সাথে নিজের লেখা পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে সংশোধন করে নেয়া। কোনো মুহাদ্দিস স্বকর্ণে শ্রবণ ব্যতীত শুধু পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস শেখালে বা পাণ্ডুলিপি ছাড়া শুধু মুখস্থ হাদীস শেখালে তা গ্রহণ করতে তাঁরা আপত্তি করতেন। এই জন্যই ইমাম আব্দুর রায্যাক সান'আনীর মত সুপ্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসের নিকট থেকেও ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবন্ মুঈন লিখিত ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সমন্বয় ব্যতিরেকে একটি হাদীস গ্রহণ করতেও রাযী হন নি।

(٦٢) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ فَقَالَ أَمُتَهَوِّكُوْنَ فِيْهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَا تَسْأَلُوْهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوْكُم بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوْا بِهِ أَوْبِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوْا بِهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوْسَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّامَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعْنِيْ.

(৬২) তাঁর (জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা)) থেকে আরো বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন। গ্রন্থটি তিনি আহলে কিতাব (ইহুদী) সম্প্রদায়ের কারো নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি গ্রন্থটি পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোনাতে থাকেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হন। তিনি বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র, তোমরা কি তোমাদের (দীনের) বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতা ও সন্দেহে ভুগছ? যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি শ্বেত-শুভ্র সুস্পষ্ট ও পবিত্র দীন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। (এতে এমন কোনো বিষয় নেই যা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।) তোমরা যদি তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করো তাহলে তারা হয়ত তোমাদেরকে সঠিক কথা বলবে আর তোমরা তাকে মিথ্যা বলে মনে করবে। অথবা তারা হয়ত তোমাদেরকে মিথ্যা তথ্য প্রদান করবে আর তোমরা তাকে সত্য বলে মনে করবে। যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ, যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর জন্যও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। (ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হাব্বান, হাকিম, তাবারানী, হাকিম, বায়হাকী। হাদীসটির সনদ সহীহ্।)

(٦٣) عَنْ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ مَرَرْتُ بِأَخٍ لِيْ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَتَبَ لِيْ جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ أَلاَ أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُلْتُ لَهُ أَلاَتَرَى مَابِوَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً قَالَ فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَصْبَحَ فِيْكُمْ مُوْسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ إِنَّكُمْ حَظِّيْ مِنَ الْأُمَمِ وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ ـ

(৬৩) শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি কুরাইযা গোত্রের এক ইহুদী ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার জন্য তাওরাত থেকে কিছু মূলনীতি লিখে দিয়েছেন। আমি কি তা আপনাকে পড়ে শোনাব? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারক (ক্রোধ ও বিরক্তির অভিব্যক্তিতে) পরিবর্তিত হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ বলেন, তখন আমি তাঁকে (উমরকে) বললাম ঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারকের পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন না? তখন উমর (রা) বলেন, আমরা আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রাসূল হিসাবে গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরক্তি ও ক্রোধ দূরীভূত হয়। অতঃপর তিনি বলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, যদি

মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হতে। জাতিগণের মধ্য থেকে তোমরা আমার ভাগে পড়েছ, আর নবীগণের মধ্য থেকে আমি তোমাদের ভাগে। [দারিমী ও ইবন্ হিব্বান। হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(٦٤) عَنْ أَبِى نَمْلَةَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هٰذِهِ الْجَنَازَةُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُ أَعْلَمُ قَالَ الْيَهُوْدِىُّ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوْهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوْهُمْ وَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوْهُمْ.

(৬৪) আবূ নামলাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় এক ইহুদী তাঁর নিকট আগমন করে এবং বলে, হে মুহাম্মদ, এই মৃতদেহ কি (কবরের মধ্যে) ফিরিশতাদের প্রশ্নের উত্তরে কথা বলবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহই ভাল জানেন। ঐ ইহুদী ব্যক্তি বলে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, সে কথা বলবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আহলে কিতাবগণ (ইহুদী-খ্রিষ্টানগণ) তোমাদেরকে কিছু বললে তাকে সত্য বলে মনে করবে না বা মিথ্যা বলেও মনে করবে না। বরং বলবে, আমরা আল্লাহর ওপর, তাঁর গ্রন্থসমূহের ওপর এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যদি তাদের কথা সত্য হয় তাহলে তোমরা তা অবিশ্বাস করলে না। আর যদি তা মিথ্যা হয় তাহলে তোমরা তা সত্য বলে মনে করলে না। [আবূ দাউদ, হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।]

فَصْلٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي التَّحْدِيْثِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

পরিচ্ছেদ ঃ আহলে কিতাবের (ইহুদী-খ্রিষ্টানদের) কথা বর্ণনার অনুমতির বিষয়ক

(٦٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(৬৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি; তোমরা অন্তত একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর। তাছাড়া তোমরা বনূ ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করবে, এতে অসুবিধা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা বলে, সে যেন জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করে। [বুখারী, নাসায়ী ও তিরমিযী]

(٦٦) وَعَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ تَحَدَّثُوْا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ فَإِنَّكُمْ لَا تُحَدِّثُوْنَ عَنْهُمْ بِشَىْءٍ اِلَّاوَقَدْ كَانَ فِيْهِمْ أَعْجَبُ مِنْهُ.

(৬৬) আবূ সাঈদ আল খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি বনূ ইসরাঈলদের (ইহুদীদের) থেকে (তাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী বা তাদের ধর্মগ্রন্থের কথা) বর্ণনা করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা বনূ ইসরাইলদের থেকে বর্ণনা করতে পার। তোমরা তাদের থেকে যা কিছু বর্ণনা কর না কেন তাদের মধ্যে তার চেয়েও আশ্চর্য ঘটনাদি সংঘটিত হয়েছিল। [পূর্বোক্ত ৫৬ নং হাদীসটি দেখুন।]

(١٢) باب فى تغليظ الكذب على رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(১২) পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা বলার ভয়াবহতা

(٦٧) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُوْنُ فِى أُمَّتِى دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِبِدْعٍ مِنَ الْحَدِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَفْتِنُوْنَكُمْ.

(৬৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মিথ্যাবাদী ভণ্ড-প্রতারকগণের আবির্ভাব হবে, যারা তোমাদেরকে নব-উদ্ভাবিত এমন সব কথা শোনাবে যা কখনো তোমরা বা তোমাদের পিতা, পিতামহগণ শোনে নি। অতএব, সাবধান! এ সকল মানুষদের থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করবে এবং দূরে থাকবে, যেন তারা তোমাদেরকে ফিত্নার মধ্যে নিপতিত করতে না পারে।

[হাকিম, তিনি বলেন হাদীসটি সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় সংকলিত। তা ছাড়া হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের মানে উত্তীর্ণ। ইমাম যাহাবী তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন।]

(٦٨) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَوَى عَنِّىْ حَدِيْثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ (فِى رِوَايَةٍ : الْكَذَّابِيْنَ).

(৬৮) সামূরাহ ইবনু জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করবে যা তার কাছে মিথ্যা বলে মনে হবে, সেই ব্যক্তি একজন মিথ্যাবাদী। [অপর বর্ণনায় আছে, সে দু' মিথ্যুকের একজন। মুসলিম, ইবন্ মাজাহ ও অন্যান্য]

অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার সময় হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহজনক সনদের হাদীস যে ব্যক্তি বর্ণনা করেন তিনি নিজে মিথ্যা তৈরি না করলেও মিথ্যা বর্ণনা ও প্রচলনের কারণে তিনিও মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যাচারী বলে গণ্য হবেন।

(٦٩) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(৬৯) মুগীরা ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও রাসূল (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম, ইব্নে মাজাহ, তিরমিযী)

(٧٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِتَّقُوْا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ مَاعَلِمْتُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(৭০) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খবরদার! তোমরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে। তবে যে হাদীস আমার বলে নিশ্চিত হবে সে হাদীস বর্ণনা করতে পার। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলে সে যেন জাহান্নামকে তার আবাসস্থল হিসাবে গ্রহণ করে।

(٧١) عَنْ أَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّىْ مَنْ قَالَ عَلَىَّ فَلَا يَقُوْلَنَّ إِلَّا حَقًّا أَوْ صِدْقًا فَمَنْ قَالَ عَلَىَّ مَالَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

(৭১) আবূ কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মিম্বারের উপরে বসে বলতে শুনেছি, হে মানুষেরা, সাবধান! তোমরা আমার থেকে বেশি হাদীস বলা থেকে বিরত থাকবে। যদি কেউ আমার নামে কিছু বলে তাহলে সে যেন কেবল সত্য কথা বলে। আর আমি যা বলি নি এমন কথা যদি কেউ আমার নামে বলে, তাহলে সে যেন জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করে।

[দারিমী, ইবন্ মাজাহ ও হাকিম। তিনি হাদীসটি মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٧٢) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَدِّثُوْا عَنِّىْ وَلاَ تَكْذِبُوْا عَلَىَّ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَحَرَجَ.

(৭২) আবূ সাঈদ আল্ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করবে, তবে আমার নামে মিথ্যা বলবে না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলবে সে জাহান্নামকে তার আবাসস্থল হিসাবে গ্রহণ করবে। আর তোমরা বনূ ইসরাঈলের নিকট থেকে কথাবার্তা বর্ণনা করতে পার, এতে অসুবিধা নেই। (ইবন্ মাজাহ, এর সনদ শক্তিশালী।)

(٧٣) عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُوْنِ الْحَضْرَمِىِّ أَنَّ أَبَا مُوْسَى الْغَافِقِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيْثَ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى : إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا الْحَافِظُ أَوْ هَالِكٌ. إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ قَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسَتَرْجِعُوْنَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّوْنَ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ فَمَنْ قَالَ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ حَفِظَ عَنِّىْ شَيْئًا فَلْيُحَدِّثْهُ.

(৭৩) ইয়াহ্ইয়া ইবন্ মাইমূন হাদরামী থেকে বর্ণিত। আবূ মূসা আল-গাফিকী শুনেন যে, উকবাহ ইবন্ আমির আল-জুহানী (রা) মিম্বারের উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন। তখন আবূ মূসা বলেন, তোমাদের এই সাথী হয় হাদীস মুখস্থকারী অথবা ধ্বংসগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সর্বশেষ যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দায়িত্ব প্রদান করেন তাতে তিনি বলেনঃ তোমরা আল্লাহর গ্রন্থ আঁকড়ে ধরে থাকবে। অচিরেই তোমরা এমন মানুষদের নিকট গমন করবে, যারা আমার নিকট থেকে হাদীস বলতে ভালবাসবে। আর যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলবে যা আম বলি নি, সে যেন জাহান্নামকে তার আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করে। তবে যদি কেউ আমার কোনো কথা মুখস্থ করে তাহলে সে তা বর্ণনা করতে পারে।

(বায্যার, তাবারানী ও হাকিমের 'মাদখালে' বর্ণিত। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।)

(٧٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُوْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا فَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوْهُ! أَتَدْرُوْنَ مَاتَقُوْلُوْنَ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ قَالَ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(৭৪) মুহাম্মাদ ইবন কা'ব ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (মজলিসে বসে) 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক কথা বলেছেন', 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তমুক কথা বলেছেন' ইত্যাদি বলছিলাম, এমতাবস্থায় সাহাবী আবূ কাতাদা (রা) আমাদের নিকট আগমন করেন। তিনি (আমাদের এরূপ

হাদীস শুনে) বলেন, বিকৃত হয়ে যাক এ সব চেহারা! তোমরা কি জান তোমরা কি বলছ? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলে যা আমি বলি নি সে যেন জাহান্নামকে তার অবস্থান হিসেবে গ্রহণ করে।

(আহমদ ইবন্ আবদুর রহ্মান বলেন, এ হাদীসটি সম্বন্ধে আমি অবগত হতে পারি নি। এ অর্থে উসমান (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুয়ূতী এর সনদ সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।)

(٧٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الَّذِىْ يَكْذِبُ عَلَىَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِى النَّارِ.

(৭৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার জন্য জাহান্নামের একটা বাড়ি বানানো হবে।"

(বায্যার, তাবারানী, ও হাকিম-এর "মাদখালে" বর্ণিত।)

(١٣) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِى رَفْعِ الْعِلْمِ .

(১৩) পরিচ্ছেদঃ ইল্‌ম উঠে যাওয়া বিষয়ে আগত হাদীস প্রসঙ্গে

(٧٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرِكْ عَالِمًا اَتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّٰهَ لاَيَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيْهُمْ إِيَّاهُ وَلَكِنْ يَذْهَبُ بِالْعُلَمَاءِ وَكُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِمَامَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى يَبْقَى مَنْ لاَ يَعْلَمُ فَيَتَّخِذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً فَيَسْتَفْتَوْا فَيُفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّوْا وَيُضِلُّوْا .

(৭৬) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে ইল্‌ম (জ্ঞান) ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নিবেন না। তবে তিনি আলিমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবেন না তখন মানুষ মূর্খ লোকদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর এ সকল মূর্খ নেতাদেরকে প্রশ্ন করা হবে এবং তারা জ্ঞান ছাড়াই ফাতওয়া বা সমাধান প্রদান করবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

(অপর এক বর্ণনায় তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ মানুষকে ইল্‌ম (জ্ঞান) দান করার পর সে ইলম (জ্ঞান) তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিবেন না। তবে তিনি আলিমগণকে নিয়ে যাবেন। যখনই কোনো আলিম চলে যাবেন, তখন তিনি তাঁর ইলম সাথে নিয়ে যাবেন। অবশেষে সমাজে জ্ঞানহীন মানুষেরা অবশিষ্ট থাকবে। তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং তাদের নিকট ফাতওয়া বা সমাধান চাইবে। তারা ইলম বা জ্ঞান ছাড়া ফাতওয়া প্রদান করবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।)

(٧٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَتُشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

(৭৭) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম আলামত হল, ইলম উঠে যাবে, অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে, মদ পান করা হবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে। (বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী)

(٧٨) عَنْ قَابُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : آخِرُ شِدَّةٍ يَلْقَاهَا الْمُؤْمِنُ الْمَوْتُ وَفِى قَوْلِهِ (يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ) قَالَ كَدُرْدِىِّ الزَّيْتِ وَفِى قَوْلِهِ (آنَاءَ اللَّيْلِ) قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ وَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَهَابُ الْعِلْمِ قَالَ هُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْأَرْضِ.

(৭৮) কাবূস থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর বাবার সূত্রে ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, মু'মিন সর্বশেষ যে কষ্টের মুকাবিলা করবে তা মৃত্যু। আল্লাহর বাণী ঃ "যেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত" (৭০ নং সূরা, মা'আরিজ-এর ৮ নং আয়াত)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তেলের পাত্রের নিচে যে তলানি জমে তার মত। তিনি বলেনঃ কুরআন কারীমে (آنَاءَ اللَّيْلِ) বা 'রাত্রিকালে' (আল-ইমরানঃ ১১৩, তাহাঃ ১৩০, যুমারঃ ৯) বলতে রাত্রের মধ্যভাগকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেনঃ তোমরা কি জান, ইলম বা জ্ঞানের প্রস্থান কি? তিনি বলেন, পৃথিবী থেকে জ্ঞানীগণ বা আলিমগণের প্রস্থানই হল জ্ঞানের প্রস্থান।

(হাদীসটি ইমাম আহমদ ছাড়া আর কেউ সংকলন করেন নি। সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।)

(٧٩) وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لَبِيْدٍ إِنْ كُنْتُ لَأُرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ أَوْ لَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ لَا يَنْتَفِعُوْنَ مِمَّا فِيْهِمَا بِشَيْءٍ.

(৭৯) যিয়াদ ইবন্ লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক বিষয় উল্লেখ করে বলেনঃ তা ইল্‌ম চলে যাওয়ার সময়ে ঘটবে। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো কুরআন পাঠ করছি, আমরা আমাদের সন্তানদেরকেও কুরআন শিক্ষাদান করছি। এরপর আমাদের সন্তানগণ তাদের সন্তানদেরকে তা শিক্ষা দেবে। এভাবেই এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। (এরপরেও কিভাবে জ্ঞান চলে যাবে?) তিনি বলেন, হে লাবীদের মায়ের ছেলে, পোড়া কপাল তোমার, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে মনে করতাম। এ সকল ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা কি তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করছে না? কিন্তু এগুলোর মধ্যে যে শিক্ষা ও নির্দেশনা রয়েছে তা থেকে তারা উপকৃত হচ্ছে না। [(অর্থাৎ ইল্‌ম বা জ্ঞান চলে যাওয়া বলতে জ্ঞান অনুসারে কর্ম ও জ্ঞানের বাস্তবায়ন চলে যাওয়া বুঝানো হচ্ছে।)]

(হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। আর যাহাবী তাঁর অভিমতকে সমর্থন করেছেন।)

(٨٠) وَعَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرَشِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (الْأَشْجَعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا أَوَانُ الْعِلْمِ أَنْ يُرْفَعَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ

زِيَادُ بْنُ لَبِيْدٍ أَيُرْفَعُ الْعِلْمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَفِيْنَا كِتَابُ اللّٰهِ وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّكَ مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ ذَكَرَ ضَلَالَةَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَعِنْدَهُمَا مَاعِنْدَهُمَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَقِىَ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْمُصَلَّى فَحَدَّثَهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَوْفٍ فَقَالَ صَدَقَ عَوْفٌ ثُمَّ قَالَ وَهَلْ تَدْرِى مَا رَفْعُ الْعِلْمِ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِى قَالَ ذَهَابُ أَوْعِيَتِهِ قَالَ وَهَلْ تَدْرِى أَىُّ الْعِلْمِ أَوَّلُ أَنْ يُرْفَعَ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِى قَالَ الْخُشُوْعُ حَتَّى لَاتَكَادُ تَرَى خَاشِعًا.

(৮০) ওলীদ ইবন্ আব্দুর রহমান আল-জুরাশী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুবাইর ইবন নুফাইর আমাদেরকে বলেন, আউফ ইবন্ মালিক আল-আশজায়ী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর বলেন, এ হলো ইল্‌ম উঠে যাওয়ার সময়। তখন আনসারগণের মধ্য থেকে যিয়াদ ইবন্ লাবীদ নামক এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর গ্রন্থ বিদ্যমান। আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীগণকে তা শিক্ষা দিয়েছি। (তা সত্ত্বেও কি ইল্‌ম উঠে যাবে?) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাকে মদীনার অন্যতম বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে ভাবতাম। এরপর তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল দুই গ্রন্থের অনুসারীদের পথভ্রষ্টতার কথা উল্লেখ করেন, অথচ তাদের কাছে আল্লাহর গ্রন্থ বিদ্যমান।

এরপর হাদীসের বর্ণনাকারী জুবাইর ইবন্ নুফাইর শাদ্দাদ ইবন্ আউস (রা) নামক অন্য একজন সাহাবীর সাথে (ঈদের) সালাতের মাঠে মিলিত হন। তিনি তাকে আউফ ইবন্ মালিক বর্ণিত হাদীসটি শোনান। তখন তিনি বলেন, আউফ ঠিকই বলেছেন। এরপর তিনি বলেন, তুমি কি জান জ্ঞানের তিরোধান কি? তিনি বলেনঃ আমি বললাম, আমি জানি না। তিনি বলেন, জ্ঞানীগণের তিরোধানই জ্ঞানের তিরোধান। এরপর তিনি বলেন, তুমি কি জান সর্বপ্রথম কোন ইল্‌ম (জ্ঞান) উঠে যাবে তিনি (জুবাইর) বলেন, আমি বললাম, আমি জানি না। তিনি বলেন, (আল্লাহর ভয়ে) বিহ্বলতা। ফলে, তুমি কোনো (আল্লাহর ভয়ে) ভীত-বিহ্বল মানুষ দেখতে পাবে না।

[তিরমিযী ও হাকিম। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব। আর হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহ্। যাহাবী তাঁর অভিমত সমর্থন করেন।]

(٨١) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُرْدِفٌ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ عَلَى جَمَلٍ اٰدَمَ فَقَالَ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوْا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَقَدْ كَانَ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ) قَالَ فَكُنَّا نَذْكُرُهَا كَثِيْرًا مِنْ مَسْأَلَتِهِ وَاتَّقَيْنَا ذَاكَ حِيْنَ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَا أَعْرَابِيًّا فَرَشَوْنَاهُ بِرِدَائِنَا قَالَ فَاعْتَمَّ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ حَاشِيَةَ الْبُرْدِ خَارِجَةً مِنْ حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ قَالَ ثُمَّ قُلْنَا لَهُ سَلِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَهُ : يَانَبِىَّ اللّٰهِ كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا وَبَيْنَ أَظْهُرِنَا الْمَصَاحِفُ وَقَدْ تَعَلَّمْنَا مَا فِيْهَا وَعَلَّمْنَاهَا نِسَاءَنَا وَذَرَارِيَّنَا وَخَدَمَنَا قَالَ فَرَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَقَدْ

عَلَتْ وَجْهَهُ حُمْرَةٌ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَقَالَ أَىْ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ الْمَصَاحِفُ لَمْ يُصْبِحُوْا يَتَعَلَّقُوْا بِحَرْفٍ مِمَّا جَاءَتْهُمْ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُمْ. أَلاَ وَإِنَّ مِنْ ذَهَابِ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ ثَلاَثَ مِرَارٍ۔

(৮১) আবূ উমামা আল্ বাহেলী (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযল ইবন্ আব্বাস (রা)-কে পিছে বসিয়ে একটি ধবধবে সাদা রঙের উটের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, হে মানুষেরা, তোমরা ইল্ম উঠিয়ে নেয়ার আগেই ইল্ম শিক্ষা কর। মহিমাময় আল্লাহ কুরআনুল করীমে ইতিপূর্বে নাযিল করেছিলেন, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। কুরআন অবতরণের কালে তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ সে সব ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল সহনশীল।" (সূরা মায়িদাঃ ১০১) এ কারণে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি প্রশ্ন করার বিষয়ে সতর্ক থাকতাম। আল্লাহ যখন তাঁর নবীর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপরে এই আয়াত নাযিল করলেন। তখন থেকে আমরা তাঁকে প্রশ্ন করা পরিহার করি, তিনি বলেন, এজন্য আমরা একজন বেদুঈনের নিকট গমন করলাম এবং তাকে একটি চাদর ঘুষ প্রদান করলাম (যেন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের পরামর্শ মত প্রশ্ন করে) লোকটি চারদটি মাথায় পাগড়ী হিসাবে জড়িয়ে নিল। আমি দেখলাম যে, চাদরের ঝালরগুলো তার ডান ভ্রুর পাশ দিয়ে বের হয়ে রয়েছে। আমরা তাকে বললাম, তুমি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করবে। সে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে আল্লাহর নবী, আমাদের মধ্যে সংকলিত কুরআন করীম সংরক্ষিত রয়েছে। আমরা কুরআনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা শিক্ষা করেছি এবং আমাদের স্ত্রী, সন্তান ও চাকর-বাকরদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছি। এরপরেও ইলম কিভাবে আমাদের মধ্য থেকে উঠে যাবে? আবূ উমামা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা ওপরে উঠালেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারক ক্রোধ ও বিরক্তিতে লাল হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, পোড়া কপাল, হতভাগা, এই সব ইহুদী ও খৃষ্টানদের মাঝেও তো তাদের গ্রন্থগুলো লিখিতরূপে বিদ্যমান, কিন্তু তাদের নবীগণ যে শিক্ষা তাদের দিয়ে গিয়েছেন তারা তার এক বর্ণও নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করছে না। তোমরা জেনে রাখ! জ্ঞান বা ইল্মের তিরোধানের অন্যতম পথ হলো জ্ঞানের বাহকদের তিরোধান। তিনি এই কথাটি তিনবার বলেন।

[তাবারানী, হাদীসটির সনদ দুর্বল। সনদের একজন বর্ণনাকারী (আলী ইবন্ ইয়াযিদ আল-হানী) যিনি হাদীসটিকে কাসিম নামক এক ব্যক্তির সূত্রে আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবন্ হাজর ও অন্য মুহাদ্দিসগণ তাকে যয়ীফ বা দুর্বল বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٥) كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

পঞ্চম অধ্যায়ঃ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ অনুসরণ

(١) باب فى الاعتصام بكتاب الله عز وجل ـ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ মহিমাময় পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র গ্রন্থ সুদৃঢ় ও পরিপূর্ণরূপে মান্য করা

(١) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتَ حَدِيْثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ مَعَهُ لَقَدْ رَأَيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي وَاللّٰهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّيْ وَقَدُمَ عَهْدِيْ وَنَسِيْتُ بَعْضَ الَّذِيْ كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوْهُ وَمَالاَ فَلاَتُكَلِّفُوْنِيْهِ ثُمَّ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطِيْبًا فِيْنَا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا يَعْنِى بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَابَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِىْ رَسُوْلُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَأُجِيْبَ وَإِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِىْ أُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ أَهْلِ بَيْتِىْ أُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ أَهْلِ بَيْتِىْ أُذَكِّرُ كُمُ اللّٰهَ فِىْ أَهْلِ بَيْتِىْ، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَازَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ اٰلُ عَلِيٍّ وَاٰلُ عَقِيْلٍ وَاٰلُ جَعْفَرَ وَاٰلُ عَبَّاسٍ قَالَ أَكُلُّ هٰؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ .

(১) ইয়াযিদ ইবন্‌ হাইয়ান আত-তাইমী, (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হুসাইন ইবন্‌ সাবরাহ এবং উমর ইবন্‌ মুসলিম (তিনজন) যাইদ ইবন্‌ আরকাম (রা)-এর নিকট গমন করি। আমরা তাঁর কাছে বসার পরে হুসাইন তাঁকে বলে, হে যাইদ, আপনি অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনেছেন তা আমাদেরকে বলুন। তখন যাইদ ইবন্‌ আরকাম (রা) বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, আল্লাহর কসম! আমার বয়স বেড়ে গিয়েছে এবং দিনও ঘনিয়ে এসেছে। এজন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু মুখস্থ করেছিলাম তার কিছু কিছু ভুলে গিয়েছি। অতএব, আমি যা তোমাদেরকে বলেছি তা গ্রহণ কর এবং (বিস্মৃতি বা দ্বিধার কারণে) যা বলছি না সে বিষয়ে তোমরা আমাকে চাপাচাপি করিও না।

এরপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মক্কা ও মীনার মধ্যবর্তী 'খুম্মা' নামক জলাশয়ের পাশে আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। এরপর

তিনি ওয়ায করলেন ও উপদেশ প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে মানুষেরা! তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি একজন মানুষ মাত্র। হয়ত শীঘ্রই আমার মহিমাময় মহাসম্মানিত প্রভুর দূত এসে পড়বেন এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথের দিশা ও আলো। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাব সুদৃঢ়রূপে ধারণ ও পালন করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এরপর তিনি বললেন, এবং আমার পরিবার–পরিজন! আমি আমার পরিবার-পরিজনের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে রাখতে উপদেশ প্রদান করছি।, আমি আমার পরিবার-পরিজনের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে রাখতে উপদেশ প্রদান করছি, আমি আমার পরিবার-পরিজনের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে রাখতে উপদেশ প্রদান করছি।

তখন হুসাইন বলেন ঃ হে যাইদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি তাঁর পরিবার-পরিজন নন? উত্তরে যাইদ বলেন, তাঁর স্ত্রীগণও তাঁর পরিবার-পরিজন। তবে প্রকৃত অর্থে তাঁর পরিবার-পরিজন তাঁরাই তাঁর পরে যাঁদের জন্য সাদকা বা যাকাত গ্রহণ হারাম করা হয়েছে। হুসাইন বলেন, তাঁরা কারা? যাইদ বলেনঃ তাঁরা আলী, আকীল, জাফর ও আব্বাসের বংশধরগণ। হুসাইন বলেন, এঁদের সকলের জন্যই কি যাকাত গ্রহণ হারাম করা হয়েছে? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ।

(২) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ كِتَابُ اللّٰهِ حَبَلٌ مَمْدُوْدٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِيْ أَهْلُ بَيْتِيْ وَأَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ـ

(২) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি, যে দুইটির একটি আরেকটির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর গ্রন্থ (কুরআন), যা আকাশ থেকে যমিন পর্যন্ত বিস্তৃত আল্লাহর রজ্জু এবং আমার নিকটতম পরিজন, আমার বাড়ির মানুষ। আমার হাউযে (কাওসারে) ফিরে যাওয়া পর্যন্ত এই দুইটি জিনিস কখনই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।

[হাদীসটি তিরমিযী ও অন্য মুহাদ্দিসগণ সংকলন করেছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব। এই অর্থে অন্যান্য সাহাবী থেকেও গ্রহণযোগ্য সনদে হাদীস সংকলিত হয়েছে। সুয়ূতী, আল-জামিউস্-সাগীর।]

(৩) عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَاجِبْرِيْلُ، قَالَ : فَقَالَ : كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالَى بِهِ يَقْصِمُ اللّٰهُ كُلَّ جَبَّارٍ مَنْ اَعْتَصَمَ بِهِ نَجَا، وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ مَرَّتَيْنِ قَوْلُهُ فَصْلٌ وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ لَا تَخْتَلِقُهُ الْأَلْسُنُ وَلَا تَفْنَى أَعَاجِيْبُهُ فِيْهِ نَبَا مَاكَانَ قَبْلَكُمْ وَفَصْلُ مَابَيْنَكُمْ وَخَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ ـ

(৩) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আগমন করেন এবং বলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মত আপনার পরে মতবিরোধ করবে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল, এ মতভেদ থেকে বাঁচার উপায় কি? তিনি উত্তরে বলেন, মহান আল্লাহর গ্রন্থ। গ্রন্থ দিয়েই আল্লাহ সকল প্রতাপশালীর প্রতাপ চূর্ণ করেন। যে গ্রন্থকে সুদৃঢ়রূপে আঁকড়ে ধরবে সে মুক্তি লাভ করবে এবং যে একে পরিত্যাগ করবে সে ধ্বংসগ্রস্ত হবে। তিনি দু'বার এ বাক্যটি বলেন। এ গ্রন্থটি চূড়ান্ত মীমাংসাকারী

বাণী সম্বলিত, যা নিরর্থক নয়। জিহ্বা যাকে সৃষ্টি করতে পারে না এবং যার অত্যাশ্চর্য বিষয়াদি কখনো শেষ হবে না। এ গ্রন্থের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের সংবাদ, তোমাদের মধ্যকার সকল মীমাংসার উপায়-উপকরণ, এবং তোমাদের পরে যা সংঘটিত হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী।

[তিরমিযী। ইবন্ কাছির ফাযাইলুল কুরআন গ্রন্থে হাদীসটির সনদের দুর্বলতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।]

(٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ وَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّنَنَ ثُمَّ قَالَ اتَّبِعُوْنَا فَوَاللّٰهِ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا تَضِلُّوْا ـ

(৪) ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাতসমূহের প্রচলন করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা আমাদের (সাহাবীগণের) অনুসরণ কর। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি তা না কর তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে।

[টীকাঃ অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর অনুধাবন ও পালনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণই আদর্শ। ইসলামের বিষয়ে তাঁদের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণই মুক্তির নিশ্চয়তা দান করে। তাঁদের পথ থেকে বিচ্যুতি বিভ্রান্তির কারণ। হাদীসটি ইমাম আহমদ ছাড়া কেউ সংকলন করেন নি। হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।]

(٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا هٰكَذَا أَمَامَهُ فَقَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَطَّيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَخَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ هٰذِهِ سَبِيْلُ الشَّيْطَانِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِى الْخَطِّ الْأَوْسَطِ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.)

(৫) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে ছিলাম। তখন তিনি এভাবে তাঁর সামনে একটি সরল রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এটি মহিমাময় পরাক্রমশালী আল্লাহর পথ। তিনি সেই রেখার ডানে দুইটি রেখা ও বামে দুইটি রেখা আঁকলেন। তিনি বললেন, এগুলো শয়তানের পথ। এরপর তিনি মাঝের সরল রেখার ওপর নিজের হাত রাখলেন এবং কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, "এবং এই পথই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।" (সূরা-৬ আন'আমঃ আয়াত ১৫৩)। (ইবন্ মাজাহ, বাযযার, ও আব্দ ইবন্ হুমাইদ)]

(٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَنْ يَزَالَ عَلَى هٰذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ خِلاَفُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَالِكَ ـ

(৬) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, সকল যুগেই কিছু মানুষ এই দীনের সত্য ও সঠিক মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁদের বিরোধীদের বিরোধিতা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। এভাবেই তাঁদের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থাতেই আল্লাহর নির্দেশ বা কিয়ামত উপস্থিত হবে। [উম্মতের মধ্যে সঠিক মতের অনুসারী একটি দল সকল যুগেই থাকবেন।] (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٢) بَابٌ فِى الْاِعْتِصَامِ بِسُنَّتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاِهْتِدَاءُ بِهَدْيِهِ ـ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সুন্নাত সুদৃঢ়রূপে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর রীতিনীতির অনুকরণ করা প্রসঙ্গে

(٧) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍوالسُّلَمِىُّ وحَجَرُ بْنِ حُجْرُ الْكَلَاعِىُّ قَالَ أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيْهِ : (وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ، عَلَيْهِ)، فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِيْنَ وَعَائِدِيْنَ وَمُقْتَبِسِيْنَ فَقَالَ عِرْبَاضٌ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظْنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ حَبْشِيًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى أُخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةَ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ بِنَحْوِهِ)، وَفِيْهِ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِىْ إِلاَّ هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ (فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ، وَفِيْهِ) فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِىْ (وَفِيْهِ أَيْضًا) عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا أُنْقِيْدَ انْقَادَ ـ

(৭) খালিদ ইবন্ মা'দান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবন্ আমর আস-সুলামী ও হুজর ইবন্ হুজর দু'জনে আমাদেরকে বলেছেনঃ আমরা সাহাবী 'ইরবায ইবন সারিয়া (রা)-এর নিকট গমন করি। তিনি সে সকল সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন যাঁদের সম্পর্কে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল, "তাদেরও কোনো অপরাধ নেই যারা আপনার নিকট বাহনের জন্য আসলে আপনি বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্য কোনো বাহন আমি পাচ্ছি না'; (তারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নয়নে ফিরে গেল)।" (সূরা তাওবাঃ আয়াতঃ ৯২)। আমরা তাঁকে সালাম করে বললাম, আমরা বাড়িতে আপনার অসুস্থতার খোঁজ নিতে এবং আপনার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য আগমন করেছি। তখন 'ইরবায (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নসীহত করেন। যে ওয়ায শুনে (শ্রোতাদের) চক্ষুসমূহ অশ্রুশিক্ত হয়ে যায় এবং হৃদয়গুলো ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। তখন এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এই ওয়ায যেন বিদায়ী ওয়ায। তাহলে আপনি আমাদেরকে কি দায়িত্ব প্রদান করছেন? তিনি বলেন, আমি তোমাদের ওসীয়ত করছি, আল্লাহকে ভয় করতে বা তাকওয়া অবলম্বন করতে ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের আনুগত্য করতে, যদিও সেই প্রশাসক হাবশী হয়। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা আমার পরেও বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। কাজেই তোমরা আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে সুদৃঢ়রূপে অনুসরণ করবে। তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং দাঁত

দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। খবরদার! তোমরা নব-উদ্ভাবিত বিষয়াবলী থেকে আত্মরক্ষা করবে। কারণ প্রত্যেক নব-উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

(অন্য এক বর্ণনায়ও ইরবায (রা) অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন।) এই বর্ণনায় তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এই বক্তব্য একজন বিদায়ীর বক্তব্যের মত। তাহলে আপনি আমাদেরকে (দায়িত্ব হিসাবে) কি নির্দেশ প্রদান করছেন? তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে ধবধবে সাদা পরিষ্কার রাজপথের উপর রেখে যাচ্ছি। যে পথের রাতও দিনের মত আলোকিত। এই পথ থেকে যে এদিক সেদিক সরে যাবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরেও বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। .. কাজেই তোমরা আমার যে সুন্নাত ও রীতি জান সেই সুন্নাতকে সুদৃঢ়রূপে পালন করবে... দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে; কারণ মু'মিন ব্যক্তি একান্ত অনুগত ও বাধ্যগত উটের মত, যেভাবে যেদিকে তাকে টেনে নেয়া হয় সেদিকেই সে চলে।

(অর্থাৎ মু'মিনের নিজস্ব কোনো মত নেই। অনুগত উট যেমন নিজের অসুবিধা বা কষ্ট বিবেচনা না করে মালিকের নির্দেশনা মত চলতে থাকে, মু'মিনেরও দায়িত্ব হলো তেমনি নিজের পছন্দ-অপছন্দ বা সুবিধা-অসুবিধার তোয়াক্কা না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত বা রীতির হুবহু অনুকরণ করতে থাকা।)

(তিরিমিযী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হিব্বান, হাকিম। তিরমিযী, হাকিম ও অন্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।)

(৮) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَامِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ أُمَّةٍ قَبْلِىْ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ، وَيَفْعَلُوْنَ مَالاَ يُؤْمَرُوْنَ ـ

(৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার আগে যে কোনো উম্মতের মধ্যে যখনই আল্লাহ কোন নবী প্রেরণ করেছেন তখনই তাঁর উম্মতের মধ্যে তাঁর কিছু একান্ত আপন সাহায্যকারী সহচর ও সঙ্গী ছিলেন। যাঁরা তাঁর সুন্নাত আঁকড়ে ধরে ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলেন। অতঃপর তাঁদের পরে উম্মতের মধ্যে এমন কিছু খারাপ মানুষের উদ্ভব ঘটে, যারা যা বলে তা করে না, আর এমন কাজ করে যা করতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় নি।

[হাদীসটি সহীহ মুসলিমে সংকলিত। সেখানে হাদীসটির শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মু'মিন। যে ব্যক্তি জিহ্বা দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। এরপরে আর সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।"]

(৯) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) فِىْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰذَا فَفَعَلْتُ ـ

(৯) মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে ইবন্ উমর (রা)-এর সঙ্গী ছিলাম। তিনি এক স্থানে পথ থেকে একটু সরে ঘুরে গেলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলোঃ আপনি এমন করলেন কেন? তিনি বললেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি, তাই আমিও এরূপ করলাম।" (বায্যার। এর সনদ শক্তিশালী।)

(١٠) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ : يُوْشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيْثِي فَيَقُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ. أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ـ

(১০) হাসান ইব্‌ন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মিকদাম ইব্‌ন্ মা'দিকারিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধের সময়ে অনেক জিনিস হারাম বলে ঘোষণা করেন। এরপর বলেন, অচিরেই এমন হতে পারে যে, তোমাদের কেউ হয়ত তার আসনে আয়েশ করে বসে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। তাকে আমার হাদীস শোনানো হবে কিন্তু সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর গ্রন্থ কুরআন রয়েছে। কুরআনে আমরা যা হালাল হিসাবে দেখতে পাব, তাকে হালাল বলে মানব এবং কুরআনে যা হারাম হিসাবে দেখতে পাব তাকে হারাম হিসাবে গ্রহণ করব। তোমরা মনোযোগ সহকারে জেনে রাখ! আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারই মত।

(ইবন্ মাজাহ। এই অর্থে অন্য সাহাবী আবূ রাফি' বর্ণিত হাদীস হাকিম ও তিরমিযী সংলকন করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।)

(١١) وَعَنْهُ أَيْضًا : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ إِنِّي أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانَ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ. أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. أَلاَ وَلاَلُقَطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ صَاحِبُهَا. وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوْهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوْهُمْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعْقِبُوْهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ ـ

(১১) মিকদাদ ইবন মা'দিকারিব (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মনোযোগ সহকারে জেনে রাখ! নিশ্চয় আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ বিধান (হাদীস) প্রদান করা হয়েছে। সাবধান! অচিরেই এমন হতে পারে যে, কোনো মানুষ ভরপেটে পরিতৃপ্ত হয়ে তার আসনে আয়েশ করে বসে বলবে, তোমরা কুরআন অবলম্বন করে চলবে। তাতে (কুরআনে) যা হালাল বলা হয়েছে তাকে হালাল বলে মানবে এবং যা হারাম বলা হয়েছে তাকে হারাম বলে মানবে। তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর! তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত হালাল নয়। অনুরূপভাবে দাঁত দিয়ে শিকারকারী (মাংশাসী) হিংস্র কোনো জীবজন্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়। সাবধান, কোনো অমুসলিম নাগরিকের ফেলে যাওয়া বা পড়ে পাওয়া দ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল নয়, তবে যদি সেই দ্রব্যের মালিক তা ইচ্ছাকৃতভাবে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে ফেলে দেয় (তাহলে তা গ্রহণ করা হালাল হবে)। যদি কোনো পথচারী কাফেলা কোনো জনপদে অবতরণ করে তাহলে তাদের (পথচারীদের) আতিথেয়তা করা এলাকাবাসীদের জন্য বাধ্যতামূলক। যদি তারা তাদের মেহমানদারী না করে তাহলে তাদের জন্য জোরপূর্বক তাদের থেকে মেহমানদারীর পরিমাণ খাদ্য আদায় করে নেয়া বৈধ।

(আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ ও দারিমী। আল্লামা শাওকানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।)

(١٢) عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَأَعْرِفَنَّ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيْكَتِهِ فَيَقُوْلُ مَا أَجِدُ هٰذَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ ـ

(১২) আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জানি, তোমাদের কারো কাছে হয়ত আমার কিছু হাদীস পৌছাবে, সে তখন তার আসনে আয়েশ করে বসে থাকবে এবং বলবেঃ এ কথাতো আমি আল্লাহর গ্রন্থে পাচ্ছি না।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ। তিরমিযী এবং অন্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।)

(١٣) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَتَاهُ عَنِّىْ حَدِيْثٌ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِىْ أَرِيْكَتِهِ فَيَقُوْلُ اُتْلُوْا عَلَىَّ بِهِ قُرْآنًا، مَاجَاءَكُمْ عَنِّىْ مِنْ خَيْرٍ قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ فَأَنَا أَقُوْلُهُ وَمَا أَتَاكُمْ مِنْ شَرٍّ فَأَنَا لَا أَقُوْلُ الشَّرَّ ـ

(১৩) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি জানি, তোমাদের কেউ হয়ত তার আসনে আয়েশ করে বসে থাকবে, এমতাবস্থায় তার কাছে আমার একটি হাদীস পৌছাবে, তখন সে বলবেঃ 'তোমরা আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও।" আমার পক্ষ থেকে যদি কোনো কল্যাণকর বক্তব্য তোমাদের কাছে পৌছে তাহলে আমি তা বলি অথবা না বলি, আমি তা বলছি বলে মনে করতে হবে। আর আমার পক্ষ থেকে যদি কোনো অকল্যাণকর বক্তব্য তোমাদের নিকট পৌছে তাহলে মনে করতে হবে যে, আমি অকল্যাণ কর কিছু বলি না।* [ইবন্ মাজাহ, বায্যার। হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

(٣) باب فى التحذير من الابتداع فى الدين وإثم من دعا إلى ضلالة

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ দীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি সম্পর্কে সাবধান বাণী এবং বিভ্রান্তির দিকে আহ্বানের পাপ প্রসঙ্গে

(١٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَاهُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

(১৪) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তাতে তিনি আল্লাহ যেরূপ প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার যোগ্য সেরূপ প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেন, অতঃপর, সত্যতম কথা হল, আল্লাহর গ্রন্থ এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হল মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর্শ। আর নিকৃষ্টতম বিষয় হল নব-উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ বা বিদ'আত। আর সকল বিদ'আত হল পথভ্রষ্টতা। [মুসলিম ও অন্যান্য। বুখারী ও অন্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে পৃথক সনদে সংকলন করেছেন।]

(١٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَنَّ سُنَّةَ ضَلَالٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ هُدًى فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُوْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ.

টীকা ঃ হাদীসটির শিক্ষা হলো, বিশুদ্ধ ও নিশ্চিতরূপে আমার কোনো কথা তোমাদের কাছে পৌছানোর পরেও তোমরা তার অর্থ ও ভাবগত দিক বিবেচনা করবে। দীর্ঘদিন আমার সাহচর্যের ফলে তোমরা আমার কথার ভাষা ও অর্থ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছ।

(১৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোনো বিভ্রান্ত সুন্নাতের (রীতির) প্রচলন করে এবং সেই রীতি অন্য মানুষেরা অনুসরণ করে, তাহলে ঐসকল অনুসারীদের সমপরিমাণ পাপ ঐ ব্যক্তিও লাভ করবে এবং এতে অনুসারীদের পাপের পরিমাণে কোনো কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো হিদায়াতমূলক সুন্নাতের (রীতির) প্রচলন করে এবং সেই রীতি অন্য মানুষেরা অনুসরণ করে, তাহলে এ ব্যক্তি সকল অনুসারীর সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, তবে এতে অনুসারীদের সাওয়াবের কোনো কমতি হবে না। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(١٦) عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فَقَالَ : يَا أَبَا أَسْمَاءَ إِنَّا قَدْ أَجْمَعْنَا النَّاسَ عَلَى أَمْرَيْنِ، قَالَ : وَمَا هُمَا؟ قَالَ : رَفْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْقَصَصُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُمَا أَمْثَلُ بِدْعَتِكُمْ عِنْدِي وَلَسْتُ مُجِيْبُكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا. قَالَ : لِمَ؟ قَالَ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلاَّ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ.

(১৬) গুদাইফ ইবনুল হারিস আছ-ছুমালী (রা.) বলেন, (উমাইয়া খলীফা) আব্দুল মালিক ইবন্ মারওয়ান আমার কাছে দূত প্রেরণ করে ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, হে আবূ আসমা, আমরা দুইটি বিষয়ের ওপর মানুষদেরকে সমবেত করেছি (এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি)। গুদাইফ (রা) বললেন, বিষয় দুইটি কী কী? খলীফা আব্দুল মালিক বললেন, বিষয় দুইটি হলো ঃ (১) শুক্রবারের দিন (জুম'আর খুত্‌বার মধ্যে) মিম্বরে ইমামের খুৎবা প্রদানের সময় হাত তুলে দোয়া করা, এবং (২) ফজর এবং আসরের নামাযের পরে গল্প কাহিনীর মাধ্যমে ওয়ায করা। তখন গুদাইফ বললেন, নিঃসন্দেহে এ দুইটি বিষয় আমার মতে আপনাদের বিদ'আতগুলোর থেকে ভালো বিদ'আত তবে আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব না। কেননা রাসূল (সা) বলেছেন, যখন কেউ এ ধরনের বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। কাজেই একটি সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকা একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করার থেকে উত্তম।"

[(বায্‌যার, তাবারানী। হাফেয হায়সামী (৮০৭হি) মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে ১/১৮৮ হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তবে হাফেজ ইবন্ হাজর আসকালানী (৮৫২ হি) হাদীসটির সনদের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। ফতহুল বারী ১৩/১৫৩-১৫৪।)

(١٧) عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى فِيْ مَسَاكِنَ لَهُ بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لِإِنْسَانٍ فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ : اَجْمَعْ ثَلَاثَةً فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا) تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ. (وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَهُوَ رَدٌّ).

(১৭) সা'দ ইবন্ ইবরাহীম (মৃত্যুঃ ১২৫ হি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি তার তিনটি বাড়ির প্রত্যেক বাড়ির এক-তৃতীয়াংশ এক ব্যক্তিকে (ওসীয়ত করে) প্রদান করেন। আমি এ বিষয়ে প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ কাসিম ইবন্ মুহাম্মাদ (ইবন্ আবূ বকর সিদ্দীক (মৃ ১০৬ হি)-কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তিনটি বাড়ির এক-তৃতীয়াংশ একস্থানে একত্রিত কর। কারণ আমি আয়িশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের কার্যক্রমের বাইরে কোনো কর্ম করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত। (অন্য বর্ণনায় আছে, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।)

[এ ব্যক্তি এমন পদ্ধতিতে ওসীয়ত করেছে যে পদ্ধতিতে ওসীয়ত করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমাজে প্রচলিত ছিল না। ওসীয়ত করতে হলে মূল সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হিসাবে একটি বাড়ি ওসীয়ত করাই ছিল রীতি। কাজেই তার ওসীয়তের নতুন পদ্ধতি বাতিল হবে এবং মূল ওসীয়ত গৃহীত হবে। যার জন্য ওসীয়ত করা হয়েছে সে একটি বাড়ি পাবে এবং অন্য ওয়ারিসগণ অন্যান্য বাড়ি পাবে।) [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

فَصْلٌ مِنْهُ فِي وَعِيْدِ مِنْ بَدَّلَ اَوْ اَحْدَثَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর দীনি বিষয়ে পরিবর্তন বা নব-উদ্ভাবনের শাস্তি প্রসঙ্গে

(১৮) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِمَّنْ صَحِبَنِيْ وَرَآنِيْ حَتَّى إِذَا رُفِعُوْآ إِلَيَّ وَرَأَيْتُهُمْ اخْتُلِجُوْا دُوْنِيْ، فَلَأَقُوْلَنَّ : رَبِّ أَصْحَابِيْ! فَيُقَالُ : إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ ـ

(১৮) আবূ বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার সাহচর্য লাভ করেছে এবং আমাকে দেখেছে এমন কিছু মানুষ হাউযে (কাউসারে) আমার কাছে আগমন করবে। যখন তাদেরকে আমার কাছে উঠানো হবে এবং আমি তাদের দেখতে পাব তখন আবার তাদেরকে আমার নিকট থেকে হটিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! ওরা আমার সাথী! তখন বলা হবে, আপনার পরে এরা কী নব উদ্ভাবন করেছিল তা আপনি জানেন না। [বুখারী ও মুসলিম]

(১৯) عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً (يَعْنِيْ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ، قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ فَسَمِعَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِيْ عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ : هٰكَذَا سَمِعْتَ سَهْلاً يَقُوْلُ؟ قَالَ فَقُلْتُ : نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيْدُ فَيَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِيْ ـ

(১৯) আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (সাহাবী) সাহ্‌ল ইবন্ সা'দ আস-সাঈদী (রা)-কে বলতে শুনেছি; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি তোমাদের অগ্রগামী হিসাবে (হাউযে কাউসারে) অপেক্ষা করব। যে ব্যক্তি হাউযে উপস্থিত হবে সে পান করবে। আর যে পান করবে সে এরপর আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ (হাউযে) আমার নিকট আগমন করবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনবে। এরপর আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করে দেয়া হবে। আবু হাযিম বলেন, আমি যখন এই হাদীস বলছিলাম তখন নু'মান ইবন্ আবি আইয়াশ তা শুনতে পান। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেনঃ আপনি কি এভাবেই সাহ্‌ল (রা)-কে বলতে শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে আরেকটু বেশি বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন, এরা তো আমার উম্মত। তখন তাঁকে বলা হবে, আপনার পরে এরা কি কর্ম করেছিল তা আপনি জানেন না। তখন আমি বলব, দূর হয়ে যাক! দূর হয়ে যাক!! যারা আমার পরে (দীনে) পরিবর্তন করেছে।

[বুখারী ও মুসলিম। এছাড়া মুসলিম আবূ হুরাইরা (রা) থেকে এ অর্থে আরেকটি বর্ণনা সংকলন করেছেন।]

(٢٠) وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(২০) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [বুখারী ও মুসলিম)]

(٢١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(২১) আয়িশা (রা)-ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(٢٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ الْمَخْزُومِىِّ قَالَ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِىَ تَمْتَشِطُ : أَيُّهَا النَّاسُ، فَقَالَتْ لِمَا شَطَتْهَا : لُفِّى رَأْسِى، قَالَتْ : فَقَالَتْ فَدَيْتُكِ إِنَّمَا يَقُوْلُ أَيُّهَا النَّاسُ، قُلْتُ : وَيْحَكِ! أَوَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ فَلَفَّتْ رَأْسَهَا وَقَامَتْ فِىْ حُجْرَتِهَا فَسَمِعَتْهُ يَقُوْلُ : أَيُّهَا النَّاسُ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى الْحَوْضِ جِىْءَ بِكُمْ زُمَرًا فَتَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَنَادَيْتُكُمْ أَلاَ هَلُمُّوْا إِلَى الطَّرِيْقِ فَنَادَانِى مُنَادٍ مِنْ بَعْدِى فَقَالَ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ فَقُلْتُ : أَلاَسُحْقًا! أَلاَ سُحْقًا!!

(২২) আব্দুল্লাহ ইবন্ রাফি' (নামক তাবিয়ী) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মু সালামাহ (রা) বলতেন, একদিন তিনি তাঁর চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি শুনতে পান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারের ওপরে উঠে বলছেন, হে মানুষেরা! তখন তিনি যে মহিলা তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন তাকে বলেন, আমার মাথা জড়িয়ে দাও। সেই মহিলা বলেন, আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করা হোক! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলছেন, হে মানুষেরা! (এ কথায় আপনার ব্যস্ত হয়ে চুল আঁচড়ানো বন্ধ করার প্রয়োজন কি?) উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হতভাগিনী! আমরা কি মানুষদের অন্তর্ভুক্ত নই? তখন সে মহিলা তাঁর মাথা জড়িয়ে দেন এবং তিনি তাঁর ঘরের মধ্যে দাঁড়ান। তখন তিনি শুনতে পান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন! হে মানুষেরা আমি যখন হাউযে (কাউসারের) নিকট অবস্থান করব তখন তোমাদেরকে দলে দলে আনয়ন করা হবে আর তোমরা বিভিন্ন পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ হাউযে পৌঁছাবে, কেউ অন্য পথে দূরে চলে যাবে)। তখন আমি তোমাদেরকে ডাক দিয়ে বলব, শোনো! তোমরা এদিকে এস। তখন একজন আহ্বানকারী আমার পিছন থেকে আমাকে আহ্বান করে বলবেন, এরা আপনার পরে (দীনে) পরিবর্তন করেছিল তখন আমি বলব, খবরদার! দূর হয়ে যাও!! খবরদার! দূর হয়ে যাও!!

[হাদীসটি ইমাম আহমদ ছাড়া কেউ সংকলন করেছেন বলে জানা যায় নি। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।)

(٤) بَابٌ فِىْ قَوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীঃ "তোমরা পূর্ববর্তী জাতিগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে"

(٢٣) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ : فَمَنْ؟

(২৩) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা (উম্মতে মুহাম্মদী) অবশ্যই পূর্ববর্তী জাতিদের সুন্নাত (রীতি-নীতি) পদে পদে, বিঘতে বিঘতে অনুসরণ করবে। এমনকি যদি তাদের কেউ সান্ডার গর্তে প্রবেশ করে তাহলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করে তা করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, (উম্মতে মুহাম্মাদী যাদের অনুসরণ করবে) তারা কি ইহুদী ও খ্রিষ্টান? তিনি বলেন, তাহলে আর কারা? [বুখারী,মুসলিম]

(٢٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِثْلَهُ، وَفِيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالَ : وَبَاعًا فَبَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوْهُ قَالُوْا : وَمَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ أَهْلُ الْكِتَابِ؟ قَالَ فَمَنْ.

(২৪) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের শেষের বাক্যগুলোর সামান্য ব্যতিক্রম নিম্নরূপঃ তোমরা বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে এবং বাজুতে বাজুতে তাদের অনুসরণ করবে। এমনকি যদি তাদের কেউ সান্ডার গর্তে প্রবেশ করে তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তারা কি পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারীগণ? তিনি বলেন, তাহলে আর কারা? (বুখারী, মুসলিম)

(٢٥) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِثْلاً بِمِثْلٍ.

(২৫) সাহ্ল ইবন্ সা'দ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (রাসূল) বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগণের সুন্নাত বা রীতিসমূহ হুবহু অনুসরণ করবে। [বুখারী]

(٢٦) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سُنَنِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ .

(২৬) শাদ্দাদ ইবন্ আউস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, উম্মতের নিকৃষ্ট মানুষেরা পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারীগণের রীতি-পদ্ধতি পদে পদে হুবহু অনুসরণ করবে। [হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।]

(٢٧) عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنَ قَالَ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُوْنَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُوْنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ قَالَ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ خَضْرَاءَ عَظِيْمَةٍ قَالَ فَقُلْنَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ فَقُلْتُ) يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ (وَفِيْ رِوَايَةٍ كَمَا لِلْكُفَّارِ ذَاتُ أَنْوَاطٍ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْتُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى (اَجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ) إِنَّهَا لَسُنَنٌ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً.

(وَعَنْهُ فِيْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ بِنَحْوِهِ)، وَفِيْهِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ! هٰذَا كَمَا قَالَتْ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ لِمُوْسَى (اَجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ) إِنَّكُمْ تَرْكَبُوْنَ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

(২৭) আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কা থেকে হুনাইনের পথে যাত্রা শুরু করেন। তিনি বলেনঃ কাফিরদের একটি বরই গাছ ছিল, যে গাছের পাশে তারা ইবাদত বা ধ্যান করত এবং (বরকতের জন্য) তাদের অস্ত্রশস্ত্র সেখানে ঝুলিয়ে রাখত। এই গাছটির নাম ছিল "যাতু আনওয়াত" (অবলম্বন বা ঝুলানো গাছ)। আমরা হুনাইনের পথে যাত্রার সময় একটি বিশাল সবুজ বরই গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা বললাম ঃ (অপর এক বর্ণনায় আছে, তখন আমি বললাম,) হে আল্লাহর রাসূল, আমাদেরও একটি "যাতু আনওয়াত" নির্ধারণ করে দিন। (অপর এক বর্ণনায় আছে যেমন কাফিরদের যাতু আনওয়াত আছে) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ। তোমরা তেমন কথা বললে যেমন কথা মূসার সম্প্রদায়ের মানুষেরা মূসাকে বলেছিল, (হে মূসা, তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও একটি দেবতা গড়ে দাও।' মূসা বলেন, 'তোমরা তো এক মুর্খ সম্প্রদায়'।) নিশ্চয় এগুলো (মানবীয়) সুন্নাত বা রীতি। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীগণের এ সকল বিভ্রান্ত রীতির একটি একটি করে সবই অনুসরণ করবে।

অন্য এক বর্ণনায়ও অনুরূপ আছে, তাতে আরও আছে, তখন নবী (সা) বলেন, আল্লাহু আকবার! এ কথা তো ঠিক তেমন কথা হলো যেমনটি বনূ ইসরাঈল মূসাকে বলেছিল, (তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও একটি দেবতা গড়ে দাও।) নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীগণের রীতি ও পথেই চলবে। [শাফিয়ী। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।]

خَاتِمَةٌ فِيْمَا وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِيْ تَغَيُّرِ الْحَالِ فِي عَصْرِ التَّابِعِيْنَ :

উপসংহার ঃ তাবেয়ীগণের যুগ থেকে অবস্থার পরিবর্তন বিষয়ে কোনো কোনো সাহাবীর বাণী

(٢٨) عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : مَا أَعْرِفُ شَيْئًا الْيَوْمَ مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قُلْنَا فَأَيْنَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ : أَوَ لَمْ تَصْنَعُوْا فِي الصَّلَاةِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ؟

(২৮) আবূ ইমরান আল-জূনী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যার উপর ছিলাম তার কিছুই আজকাল পাচ্ছি না। আবূ ইমরান বলেন, আমরা বললাম, তাহলে সালাত কোথায় গেল? (তা তো আমরা সে যুগের মতই আদায় করি) তিনি বলেন, সালাত নিয়ে তোমরা কি করেছ তা তো তোমরা জানই। [তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব)]

(٢٩) عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا أَعْرِفُ فِيْكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا كُنْتُ أَعْهَدُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قَوْلَكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ، اَلصَّلَاةُ؟ قَالَ : قَدْ صَلَّيْتَ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ أَفَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : فَقَالَ : عَلَيَّ أَنِّيْ أَمْ أَرَ زَمَانًا خَيْرًا لِعَامِلٍ مِنْ زَمَانِكُمْ هٰذَا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ زَمَانًا مَعَ نَبِيٍّ.

টীকাঃ ইবাদত বন্দেগী ও ধর্মপালনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুবহু অনুকরণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ ছিলেন আপোষহীন। সুন্নাতের সামান্য ব্যতিক্রমকেও তাঁরা ঘৃণা করেছেন। কোনো যুক্তিতে, কোনো অজুহাতে বা কোনো প্রয়োজনেই তাঁর পদ্ধতির বাইরে যেতে তাঁরা ইচ্ছুক ছিলেন না। তাবেয়ীগণের যুগের অবস্থাও একইরূপ ছিল। তবে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম কোথাও দেখা দিয়েছিল। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেঁচে ছিলেন তাঁরা অনেক সময় এ সকল সামান্য ব্যতিক্রমের জন্যও আফসোস করতেন।

(২৯) সাবিত আল-বানানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আনাস ইবন্ মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমি যা কিছুর সাথে পরিচিত ও অভ্যস্থ ছিলাম তার কিছুই আর আজকাল তোমাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না, শুধুমাত্র তোমাদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা ছাড়া। সাবিত বলেন, আমি বললাম, হে আবূ হামযা! তাহলে সালাত? তিনি বলেনঃ এখন তো সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত কি এরূপ ছিল? এরপর তিনি বলেনঃ এ সত্ত্বেও আমি মনে করি না যে, কোনো সৎকর্মে উৎসাহী মানুষের জন্য তোমাদের যুগের চেয়ে ভাল কোনো যুগ আছে। তবে কোনো নবীর যুগ হলে তা সে ভিন্ন।

[ইমাম বুখারী এই হাদীসটির অনুরূপ একটি হাদীস সংকলন করেছেন।]

(٣٠) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ أَعْرِفُ فِيْهِمْ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلاَّ إِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيْعًا. (وَفِىْ رِوَايَةٍ : إِلاَّ الصَّلاَةَ)

(৩০) উম্মু দারদা (রা.) বলেন, একদিন আবূদ্ দারদা (রা.) রাগান্বিত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে আপনাকে রাগালো? তিনি বললেন, "আমি এদের মধ্যে (তাঁর সমসাময়িক মানুষদের মধ্যে) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো নিয়ম-রীতি দেখতে পাচ্ছি না। শুধু এতটুকু দেখতে পাচ্ছি যে, এরা জামাতে নামায আদায় করে।"

[হাদীসটি ইমাম আহমদ ছাড়া কেউ সংকলন করেছেন বলে জানা যায় নি। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।]

اَلْقِسْمُ الثَّانِيُّ مِنَ الْكِتَابِ : قِسْمُ الْفِقْهِ.

(وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ : اَلنَّوْعِ الْأَوَّلُ : اَلْعِبَادَاتِ)

দ্বিতীয় অংশ ঃ ফিকহ্

(এ অংশ চার পর্বে বিভক্ত ঃ প্রথম পর্ব ঃ ইবাদাত)

প্রথম পরিচ্ছেদ

كِتَابُ الطَّهَارَةِ ঃ পবিত্রতা অধ্যায়

أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

পানির বিধান বিষয়ক পরিচ্ছেদসমূহ

(١) اَلْبَابُ الْأَوَّلُ : طُهُوْرِيَّةُ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْبِئْرِ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ কূপ ও সমুদ্রের পানির পবিত্রতা প্রসঙ্গে

(١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) أَنَّ نَاسًا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا : إِنَّا نَبْعُدُ فِى الْبَحْرِ وَلَا نَحْمِلُ مِنَ الْمَاءِ الاَّ الْإِدَاوَةَ وَالْإِدَاوَتَيْنِ لِأَنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْدَ حَتَّى نَبْعُدَ أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَإِنَّهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتَهُ اَلطَّهُوْرُ مَاؤُهُ ـ

(১) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে বলে, আমরা সমুদ্রযানে আরোহণ করে সমুদ্রে গমন করি। আমাদের সাথে সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে যাই। যদি আমরা সেই পানি দিয়ে ওযূ করি তাহলে আমাদেরকে পিপাসার্ত হতে হবে। এমতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল। তাঁর (আবূ হুরাইরা (রা)) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কিছু মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেঃ আমরা গভীর সমুদ্রে চলে যাই আর সাথে এক পাত্র বা দুই পাত্র মাত্র পানি থাকে। আবার গভীর সমুদ্রে না গেলে শিকার পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, করবে; কারণ সমুদ্রের মৃত প্রাণী হালাল এবং তার পানি পবিত্র। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ أَنَّ بَعْضَ بَنِى مُدْلِجٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَرْكَبُوْنَ الْأَرْمَاثَ فِى الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ فَيَحْمِلُوْنَ مَعَهُمْ مَاءً لِلسِّقَاةِ، فَتُدْرِكُهُمُ الصَّلَاةُ وَهُمْ فِى الْبَحْرِ وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا : إِنْ نَتَوَضَّأْ بِمَائِنَا عَطِشْنَا وَأَنْ نَتَوَضَّأَ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدْنَا فِى أَنْفُسِنَا، فَقَالَ لَهُمْ : هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

(২) আব্দুল্লাহ ইবন্ মুগীরাহ ইবন্ আবী বুরদাহ আল-কিনানী (রা) থেকে বর্ণিত, বনূ মুদলিজ গোত্রের কিছু মানুষ তাঁকে বলেছেন যে, তাঁরা শিকারের জন্য কাঠের ভেলা ইত্যাদিতে চড়ে সমুদ্রে গমন করতেন এবং তাদের সাথে পান করার জন্য কিছু পানি রাখতেন। তারা সমুদ্রের মধ্যে থাকা অবস্থায় সালাতের সময় উপস্থিত হয়। তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উল্লেখ করেন এবং বলেন, আমরা যদি আমাদের নিকট রক্ষিত পানি দিয়ে ওযু করি তাহলে পিপাসায় পড়তে হয়। আর যদি আমরা সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করি তাহলে আমাদের মনে মধ্যে দ্বিধা ও খটকা লাগে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বলেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল।

[হাদীসটি ইমাম আহমদ ছাড়া কেউ সংকলন করেছেন বলে জানা যায় না। হাদীসটির সনদ সহীহ্।)]

(٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ـ

(৩) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন সমূদ্রের পানির বিষয়ে "সমুদ্রের পানি পবিত্র ও তার মৃত হালাল।"

[ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হিব্বান, দারুকুতনী, হাকিম প্রমূখ। হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(٤) عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ : مَآءُ الْبَحْرِ طَهُوْرٌ ـ

(৪) মূসা ইবন্ সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সিনান ইবন্ সালামাহ আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি উত্তরে বলেনঃ "সমুদ্রের পানি পবিত্র।" (দারাকুতনী, হাকিম। হাদীসটির সনদ সহীহ্।)

(٥) ز عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ صِفَةِ حَجِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ : أَنْزِعُوْا يَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوْا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ ـ

(৫) আলী ইবন্ আবূ তালিব (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জের বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফে ইফাদাহ আদায় করেন। এরপর এক বালতি যমযমের পানি চেয়ে নিয়ে তা পান করেন এবং তা দিয়ে ওযূ করেন। এরপর তিনি বলেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরেরা! তোমরা যমযমের পানি উঠাও। যদি মানুষের চাপে যমযমের পানি উঠানো ও পান করানোর সম্মান থেকে তোমাদের বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত তাহলে আমি নিজ হাতে যমযমের কূপ থেকে পানি উঠাতাম। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(٢) بَابُ فِيعِ حُكْمِ الطَّهَارَةِ بِالنَّبِيْذِ إِذَا لَمْ يُوْجِدِ الْمَاءَ ـ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ পানি না পাওয়া গেলে 'নাবীয' [১]দ্বারা ওযূ করার বিধান

(٦) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْجِنِّ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ وَقَالاَ نَشْهَدُ الْفَجْرَ مَعَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ لَيْسَ

(১) "নাবীয" অর্থ পানি মিশ্রিত ফলের রস। খেজুর, কিসমিস, মধু, গম, যব ইত্যাদি ফল বা খাদ্য শস্য পানিতে ভিজিয়ে যে 'পানীয়' তৈরী করা হয় তাকে আরবীতে নবীয বলা হয়।

مَعِی مَاءٌ وَلَكِنْ مَعِى إِدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّأَ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) : قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَعَكَ طَهُورٌ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ : فَمَا هَذَا فِي الْإِدَاوَةِ؟ قُلْتُ : نَبِيذٌ. قَالَ : أَرِنِيهَا، ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وَصَلَّى.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ) أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قَالَ : مَعِي نَبِيذٌ فِي إِدَاوَةٍ، فَقَالَ : أُصْبُبْ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ، قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قَالَ : مَعِي نَبِيذٌ فِي إِدَاوَةٍ، فَقَالَ : أُصْبُبْ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ، قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، شَرَابٌ طَهُورٌ -

(৬) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রাত্রিতে জিনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে সেই রাত্রিতে সাহাবীগণের মধ্য থেকে দুই জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাত্রি যাপন না করে পিছনে থেকে যান। তাঁরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা ফজরের সালাত আপনার সাথে আদায় করব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি বললাম, আমার কাছে পানি নেই, তবে একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। তখন তিনি বললেন, ফল পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। এরপর তিনি সেই নাবীয দিয়ে ওযূ করলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে দ্বিতীয় এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, (জিনদের রাত্রিতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার কাছে কি ওযূর পানি আছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে এই পাত্রে কি আছে? আমি বললাম, "নাবীয।" তিনি বললেন, আমাকে দেখাও। ফল পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। এরপর তিনি তা দিয়ে ওযূ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে তৃতীয় এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জিনদের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেনঃ আব্দুল্লাহ! তোমার সাথে কি পানি আছে? তিনি বলেন, আমার কাছে একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। তিনি বলেনঃ সেটাই আমাকে ঢেলে দাও। এভাবে তিনি তা দিয়ে ওযূ করেন। আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ! পবিত্র পানীয়।*

(٣) بَابٌ فِي أَنَّ غسل الرجل مع زوجته من إناء واحد لا يسلب طهورية الماء -

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রী একত্রে একই পাত্রের পানিতে গোসল করলে পানির পবিত্রতা নষ্ট হয় না

(٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَإِنَّا لَجُنُبَانِ وَلَكِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ -

* টীকা (১) এই হাদীসটি তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, তাবারানী, বায্যার প্রমুখ সংকলন করেছেন। হাদীসটির সকল বর্ণনার সনদ অত্যন্ত দুর্বল। উপরোক্ত সংকলকগণ এর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম তাহাবী (র) বলেছেন, এই হাদীস এমন সব সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার কোনটিই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

(৭) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ে একত্রে একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। আমরা দু'জনেই নাপাক অবস্থায় গোসল করতাম, কিন্তু এতে পানি তো আর নাপাক হয় না। (মুসলিম)

(٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدْحِ وَهُوَ الْفَرَقُ ـ

(৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ে একত্রে একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। তিনি বড় গামলা জাতীয় পাত্রে পানি রেখে গোসল করতেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٩) عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدُوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَأَنَا أَقُوْلُ لَهُ : اَبْقِ لِيْ ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ اُخَرَ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ : فَأُبَادِرُهُ وَأَقُوْلُ : دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ ـ

(৯) মু'আযাহ আল-আদাবীয়্যাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা) আমাকে বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ে একত্রে একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। আমি তাঁকে বলতাম, আমার জন্য কিছু পানি রাখুন! আমার জন্য কিছু পানি রাখুন!! (দ্বিতীয় এক বর্ণনায় তিনি বলেন,) আমি তাঁর সাথে পাল্লা দিয়ে আগে আগে পানি তুলে নিতাম এবং বলতাম, আমার জন্য রাখুন! আমার জন্য রাখুন!! (মুসলিম ও অন্যান্য)

(١٠) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَغْرِفُ قَبْلَهَا وَتَغْرِفُ قَبْلَهُ. (وَفِي لَفْظٍ) كَانَ يَبْدَأُ قَبْلَهَا ـ

(১০) উরওয়া ইবন্ যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতেন। (কখনো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আগে আঁজলা ভরে পাত্র থেকে পানি নিতেন। আবার কখনো তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে আঁজলা ভরে পাত্র থেকে পানি নিতেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আগেই শুরু করতেন। (তাহাবী, শারহু মা'আনী আল আসার। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।)

(١١) عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ـ

(১১) মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(١٢) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ـ

(১২) যাইনাব বিন্ত উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (তাঁর আম্মা, নবী-পত্নী) উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একত্রে একই পাত্র থেকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য (ফরয) গোসল করতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়াম পালন অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(١٣) عَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أُمِّ سَلْمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سُئِلَتْ أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ كَيِّسَةً رَأَيْتُنِي وَرَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ نُفِيْضُ عَلَى أَيْدِيْنَا حَتَّى نُنْقِيَهَا ثُمَّ نُفِيْضُ عَلَيْنَا الْمَاءَ ـ

(১৩) উম্মু সালামার খাদিম নাইম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উম্মু সালামাহ (রা)-কে প্রশ্ন করা হয়, মহিলা কি পুরুষের সাথে একত্রে গোসল করতে পারে? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, তা পারে, যদি সে বুদ্ধিমতী হয়। আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একত্রে একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। প্রথমে আমরা আমাদের হাতগুলোর ওপর পানি ঢেলে ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতাম। এরপর আমরা পাত্র থেকে নিজের দেহের ওপর পানি ঢালতাম। (নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ, তাহাবী। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।)

(١٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ.

(১৪) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রীদের যে কোন এক জন এক সাথে একই পাত্র থেকে গোসল করতেন। তিনি পাঁচ মাক্কুক (প্রায় ৫ লিটার) পানি দ্বারা গোসল করতেন এবং এক মাক্কুক পানি দ্বারা ওযূ করতেন। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(١٥) عَنْ سَالِمِ بْنِ سَرْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهْنِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ : اِخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوْءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ـ

(১৫) সালিম ইবন্ সারজ বলেন. আমি উম্মু সুবাইয়াহ আল-জুহানিয়্যাহ (রা) (মহিলা সাহাবী)-কে বলতে শুনেছিঃ আমার হাত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত একই পাত্রের পানিতে ওযূ করতে উঠা-নামা করেছে। (আমি তাঁর সাথে একই পাত্রের পানি দিয়ে ওযূ করেছি)।*

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, দারুকুতনী, বাইহাকী। হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।)

(١٦) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّؤُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوْا يَتَوَضَّؤُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيْعًا.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) قَالَ كَانَ النِّسَاءُ الرِّجَالُ يَتَوَضَّؤُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَيَشْرَعُوْنَ فِيْهِ جَمِيْعًا.

(১৬) আব্দুল্লাহ ইব্নে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে পুরুষ ও মহিলাগণ একত্রে একই পাত্রের পানি দিয়ে ওযূ করতেন।

* টীকা ঃ এখানে প্রশ্ন উঠে, ওযূর সময় মুখ, মাথা, হাত ইত্যাদি অংশ অনাবৃত করে ধৌত করতে হয়। উম্মু সুবাইয়াহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'মাহরাম' বা নিকটাত্মীয় ছিলেন না। তিনি কিভাবে তাঁর সাথে একত্রে ওযূ করলেন? এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, সম্ভবত পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে মহিলারা পুরুষদের সাথে ওযূ করেছেন। অথবা পাত্রের মাঝে পর্দা ছিল, ফলে শরীরের প্রয়োজনীয় অংশ অনাবৃত করতে অসুবিধা ছিল না।

তাঁর (আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) দ্বিতীয় এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে পুরুষ ও মহিলাগণ একত্রে একই পাত্রের পানি দিয়ে ওযূ করতেন।

(আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) তৃতীয় এক সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলাগণ ও পুরুষ একত্রে একই পাত্রের পানি দিয়ে ওযূ করতেন। তাঁরা সকলেই একত্রে ওযূ শুরু করতেন।* [বুখারী ও অন্যান্য।]

(٤) بَابَ طَهَارَةُ الْمَاءِ الْمُتَوَضَّأُ بِهِ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ ওযূতে ব্যবহৃত পানি পবিত্র

(١٧) عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَأَتَانِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا شِيَيْنِ وَقَدْ أُغْمِىَ عَلَىَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّهُ عَلَىَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِى وَلِىْ أَخَوَاتٌ قَالَ فَنَزَلَتْ أٰيَةُ الْمِيْرَاثِ (يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ) كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ)۔

(১৭) (মুহাম্মাদ) ইবন্ আল্ মুনকাদির থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবূ বকর (রা) আমাকে দেখতে আসেন। তাঁরা দু'জনই হেঁটে আসেন। সে সময়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ফলে তাঁর সাথে কথা বলতে পারি নি। তিনি তখন ওযূ করেন এবং ওযূর পানি আমার দেহে ঢেলে দেন। এতে আমি সংজ্ঞা ফিরে পাই। তখন আমি বলি, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার তো কয়েকজন বোন ছাড়া কেউ নেই, এক্ষেত্রে আমি আমার সম্পদের কি করব? তখন উত্তরাধিকার বিষয়ক নিম্নের আয়াত নাযিল হয়। "লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, 'পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে .... (সূরা ৪০ নিসাঃ ১৭৬ আয়াত।) [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(١٨) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِىْ حَدِيْثِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَّ رَسُوْلَ قُرَيْشٍ قَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَأٰى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ لَا يَتَوَضَّأُ وَضُوْءً إِلَّا أَبْتَدَرُوْهُ وَلَا يَبْسُقُ بِسَاقًا إِلَّا ابْتَدَرُوْهُ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئٌ إِلَّا أَخَذُوْهُ۔

(১৮) মিসওয়ার ইবন্ মাখরামাহ ও মারওয়ান ইব্নুল হাকাম থেকে হুদাইবয়ার সন্ধির বর্ণনায় বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন ঃ কুরাইশদের দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কেমন আদব ও ভক্তির সাথে আচরণ করেন। তিনি কখনো ওযূ করলে সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীগণ তাঁর ওযূতে ব্যবহৃত পানি গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছেন। তিনি যখনই থুথু নিক্ষেপ করছেন তখনই সাহাবীগণ সেই থুথু গ্রহণ করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছেন। তাঁর কোনো একটি চুল পড়লে তা তাঁরা নিয়ে নিচ্ছেন। (বুখারী ও অন্যান্য।)

(١٩) عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِفَضْلِ وَضُوْئِهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ

* টীকা ঃ এখানে পুরুষ ও মহিলা বলতে সম্ভবত স্বামী-স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে যুগে সকল পরিবারেই স্বামী-স্ত্রী একত্রে একই পাত্রে ওযূ করতেন।

(১৯) আবূ জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুপুরের সময়ে বেরিয়ে আসেন। তারপর তিনি ওযূ করেন। তখন (সমবেত) মানুষেরা তাঁর ওযূতে ব্যবহৃত পানির ছিঁটেফোঁটা হাতে-দেহে মুছতে থাকেন। এরপর তিনি দুই রাক'আত জোহরের সালাত (কসর) আদায় করেন। এ সময় তাঁর সামনে একটি বল্লম (সুতরা হিসাবে) ছিল। [বুখারী ও অন্যান্য]

(٥) بَابٌ فِى النَّهِى عَنِ الطَّهَارَةِ بِفَضْلِ الطُّهُوْرِ ـ

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ ওযূ-গোসলের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনে নিষেধাজ্ঞা

(٢٠) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً قَدْ صَحِبَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ وَأَنْ يَبُوْلَ فِىْ مُغْتَسَلِهِ وَأَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفُوْا جَمِيْعًا .

(২০) হুমাইদ ইবন্ আব্দুর রহমান আল-হিম্‌ইয়ারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয়। যিনি চার বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন, যেভাবে আবূ হুরাইরা (রা) চার বছর তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। উক্ত সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিষেধ করেছেন, যেন আমাদের কেউ প্রতিদিন চুল না আঁচড়ায়, যেন কেউ তার গোসলের স্থানে পেশাব না করে, পুরুষের (স্বামীর) গোসলের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে যেন মহিলা (স্ত্রী) গোসল না করে এবং মহিলার গোসলের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে যেন পুরুষ গোসল না করে। মহিলা এবং পুরুষ (স্বামী-স্ত্রী) একসাথে আঁজলা ভরে পানি নিবে।

(নাসায়ী, আবূ দাউদ, বাইহাকী)

(٢١) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو (الْغِفَارِىِّ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ ـ

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا، لاَيَدْرِى بِفَضْلِ وَضُوئِهَا أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا ـ

(وَعَنْهُ مِن طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ ـ

(وَمِنْ طَرِيْقٍ رَابِعٍ) عَنْ أَبِىْ حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِىْ غِفَارٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ.

(২১) হাকাম ইবন্ আমর আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহিলার (স্ত্রীর) ঝুটা পানি দিয়ে পুরুষদের (স্বামীর) ওযূ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।

তাঁর (হাকাম (রা)) থেকে দ্বিতীয় এক সনদে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলার অবশিষ্ট দিয়ে ওযূ করতে নিষেধ করেছেন। এখানে অবশিষ্ট বলতে ওযূর অবশিষ্ট পানি না পান করার পরে অবশিষ্ট ঝুটা পানি বুঝানো হয়েছে তা তিনি জানেন না।

তাঁর (হাকাম (রা)) থেকে তৃতীয় এক সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষকে মহিলার ওযূর পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে ওযূ করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি (হাকাম (রা)) চতুর্থ এক সূত্রে আবূ হাজিব (রা) (রা) থেকে, তিনি নবী (সা)-এর সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষকে মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে ওযূ করতে নিষেধ করেছেন।

[হাকাম (রা) বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আহমদ চারটি সনদে বর্ণনা করেছেন। এর কোনো কোন বর্ণনা তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দারুকুতনী প্রমুখও সংকলন করেছেন। তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।]

فَصْلٌ فِى الرُّخْصَةِ فِىْ ذَالِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ওযূ-গোসলের পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি প্রসঙ্গে

(٢٢) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقُلْتُ : إِنِّىْ قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ أَوْ لاَ يُنَجِّسُهُ شَئٌ فَاغْتَسَلَ مِنْهُ ـ

(২২) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) (তাঁর খালা) নবী-পত্নী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাপাক হই। তখন আমি একটি বড় গামলা জাতীয় পাত্র থেকে গোসল করি। গোসলের পরে কিছু পানি অবশিষ্ট থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে উক্ত পানি দিয়ে গোসল করতে উদ্যত হন। তখন আমি বললাম, আমি ঐ পানি থেকে গোসল করেছি। তিনি বলেন, এ পানিতে কোনো নাপাকী নেই বা পানিকে কিছু নাপাক করে না। (নাপাক ব্যক্তির ব্যবহারের ফলে অবশিষ্ট পানি নাপাক হয় না।) এরপর তিনি উক্ত পানি দিয়ে গোসল করেন।

[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, নাসায়ী, হাকিম, তিরমিযী, ইবন্ খুযাইমা, হাকিম, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٢٣) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِهِ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَالِكَ فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لاَيُنَجِسُهُ شَيْىءٌ.

(২৩) ইকরামা থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো স্ত্রী নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য (ফরয) গোসল করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশিষ্ট পানি দিয়ে ওযূ করেন। তখন উক্ত স্ত্রী তাঁকে বিষয়টি জানান। তখন তিনি বলেন, কিছুই এ ধরনের পানিকে নাপাক করতে পারে না।

[হাদীসটি চার সুনান গ্রন্থে সংকলিত। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٢٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.

(২৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নাপাকির (ফরয) গোসলের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযূ করেছেন। (মুসলিম)

(٦) بَابَ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِطَاهِرٍ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ ـ

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ কোনো পবিত্র দ্রব্য দ্বারা যে পানি পরিবর্তিত হয়েছে তার বিধান

(٢٥) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَجَاءَ أَبُوْ ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيْهَا مَاءٌ، قَالَتْ : إِنِّي لَأَرَى فِيْهَا أَثَرَ الْعَجِيْنِ، قَالَتْ : فَسَتَرَهُ يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَذَالِكَ فِي الضُّحَى.

(২৫) উম্মু হানী বিন্ত আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিনে মক্কার অপর প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করেন। তখন আমি তাঁর নিকট গমন করি। সে সময় আবূ যর (রা) একটি পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে আসেন যার মধ্যে আমি আটার খামীরার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর আবূ যর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পর্দা দিয়ে আড়াল করলেন এবং তিনি গোসল করলেন। এরপর তিনি আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এ ছিল দোহা বা চাশ্তের সময়।

[হাদীসটির সনদ সহীহ্। হাদীসের মূল বিষয় সহীহাইন ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত।]

(٢٦) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ : اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُوْنَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثَرُ الْعَجِيْنِ ـ

(২৬) উম্মু হানী (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মাইমূনা (রা) একটি পাত্র থেকে গোসল করেছেন, যে পাত্রের মধ্যে মাখানো আটার চিহ্ন ছিল।

[নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হিব্বান। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

(٧) بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَاءِ إِذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ وَمَا جَاءَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ ـ

(৭) পরিচ্ছেদ ঃ নাপাক দ্রব্য মিশ্রিত পানির বিধান এবং 'বুদা'আহ'[১] কূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে

(٢٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُلْقَى فِيْهَا النَّتَنُ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَايُنَجِّسُهُ شَيْئٌ.

(২৭) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে দেখি যে, তিনি বুদা'আহ নামক কূপ থেকে ওযূ করছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এই কূপের পানি দিয়ে ওযূ করছেন, অথচ এই কূপের মধ্যে দুর্গন্ধময় নোংরা আবর্জনা ফেলা হয়? তিনি বলেন, এ ধরনের পানিকে কোনো কিছুই অপবিত্র করতে পারে না।

[চার সুনান গ্রন্থ এবং শাফিয়ী, দারুকুতনী, বাইহাকী। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। আহমদ, ইয়াহ্ইয়া ইবন্ মুঈন, ইবন্ হায্ম প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

---

১. টীকা ঃ "বুদা'আহ" মদীনার একটি ছোট কূপ বা জলাশয়ের নাম। তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কুতাইবাহ ইব্ন সাঈদ (মৃত্যু ২৪০ হি) ও আবূ দাউদ (মৃত্যু : ২৭৫ হি) কূপটি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁদের বিবরণ অনুসারে কূপটির গভীরতা প্রায় কোমর পর্যন্ত প্রায় ২ হাত এবং প্রশস্ত তা ৬/৭ হাত। দৈর্ঘের কোনো বিবরণ তাঁরা দেন নি। জনবসতির মধ্যে এর অবস্থানের কারণে সম্ভবত বৃষ্টিজনিত ঢলে বাড়িঘরের আশপাশের ময়লা-আবর্জনা এই কূপের মধ্যে প্রবেশ করত। এ জন্য কোনো কোনো সাহাবী এর পানি ব্যবহারে দ্বিধাবোধ করতেন।

(٢٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيْ مِنْ بُضَاعَةَ.

(২৮) সাহ্‌ল ইবন্ সা'দ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নিজ হাতে বুদা'আহ কূপের পানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পান করিয়েছি।

[দারুকুতনী। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য। এই অর্থে অন্যান্য সাহাবী থেকেও বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে।]

(٨) بَابُ فِىْ حُكْمِ الْمَاءِ الَّذِىْ تَرِدُهُ الدَّوَابُّ وَالسِّبَاعُ وَحَدِيْثُ الْقُلَّتَيْنِ ـ

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ জীব-জানোয়ার যে জলাশয়ে আগমন করে তার বিধান এবং দুই 'কোলা' পানির হাদীস প্রসঙ্গে

(٢٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْئَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ أُخَرَ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِى بِالْقُلَّةِ الْجَرَّةَ.

(২৯) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়; যে জলাশয়ে জীব-জানোয়ার ও বন্য হিংস্র পশু আগমন করে সে পানির বিধান কি? তিনি বলেন, পানি যদি দুই 'কোলা' পরিমাণ হয় তা অপবিত্র হয় না।

আব্দুল্লাহ (রা) থেকে দ্বিতীয় এক সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পানি যদি দুই বা তিন 'কোলা' পরিমাণ হয় কোন কিছু তাকে নাপাক করতে পারে না। (হাদীসটির বর্ণনাকারী তাবে-তাবে'য়ী) ওকী' (ইবনুল জাররাহ (১৯৭হি)) বলেনঃ এখানে 'কোলা' বলতে 'কলস' বুঝানো হয়েছে। [চার সুনান, শাফেয়ী ও অন্যান্য। ইবন্ হুযাইফা, ইবন্ হিব্বান ও দারু কুতনী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٩) بَابٌ فِىْ حُكْمِ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَحُكْمُ الْوُضُوْءِ أَوِ الْاِغْتِسَالِ مِنْهُ ـ

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ পানিতে পেশাব করা এবং তা দিয়ে ওযূ বা গোসল করার বিধান

(٣٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : زَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

(৩০) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

(٣١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ. (وَفِى رِوَايَةٍ : ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) بَدَلَ يَتَوَضَّأَ ـ

وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ أُخَرَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَبُلْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لَا يَجْرِىْ، ثُمَّ تَغْتَسِلْ مِنْهُ ـ

(৩১) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনো অপ্রবাহমান স্থির পানিতে পেশাব না করে, অতঃপর তাতে ওযূ না করে। (দ্বিতীয় বর্ণনায় ওযূর বদলে গোসলের কথা বলা হয়েছে।)

অন্য সূত্রে তাঁর (আবূ হুরাইরা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে পানি প্রবাহমান নয় সেই স্থির পানিতে তুমি পেশাব করে অতঃপর গোসল করবে না।

(হাদীসটি বিভিন্ন সনদে ও ভাষায় বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সংকলন করেছেন।)

(١٠) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِيْ سُؤْرِ الْكَلْبِ -

(১০) পরিচ্ছেদ ঃ কুকুরের ঝুটার বিধান প্রসঙ্গে

(٣٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا وَلَغَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ إِذَا شَرِبَ) الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ -

(৩২) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, অপর বর্ণনায় পান করে তাহলে সে যেন সে পাত্রটি সাতবার ধোয়। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيْهِ الْكَلْبُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ -

(৩৩) আব্দুল্লাহ বলেন, আমাদেরকে আমার বাবা বলেছেন, তিনি (আহমদ ইবন্ হাম্বল) বলেন, কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তার বিধান কি হবে সে বিষয়ে মুহাম্মাদ ইবন্ জা'ফরকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি তাঁর সনদ উল্লেখ করে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ পাত্র সাত বার ধৌত করতে হবে। তার প্রথমবার মাটি দিয়ে ধুইতে হবে। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(٣٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَالَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِيْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِيْ كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوْهُ بِالتُّرَابِ.

(৩৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর তিনি বলেন, কুকুর নিয়ে এত সমস্যাই বা কি? অতঃপর তিনি শিকারের জন্য ও মেষপাল চারণের জন্য কুকুর পালনের অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন, যদি কুকুর পাত্রে মুখ দেয় তাহলে তা সাতবার ধুইবে এবং অষ্টমবার মাটি মাখিয়ে ধুইবে। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(٣٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طُهُرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

(৩৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো কোনো পাত্রে কুকুর মুখ লাগালে তা পবিত্র করার বিধান হলো তাকে সাতবার ধোয়া । (মুসলিম)

(٣٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ. قَالَ سُفْيَانُ : لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ -

(৩৬) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, (একজন রাবী) সুফিয়ান বলেন, আবূ হুরাইরা সম্ভবত তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, তাহলে সে যেন তাকে সাতবার ধোয়। (শুধুমাত্র আহমদ)

(٣٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ أَعْزَبَ شَابًّا أَبِيْتُ فِى الْمَسْجِدِ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا -

(৩৭) (আব্দুল্লাহ) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন অবিবাহিত যুবক ছিলাম। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মসজিদেই রাত যাপন করতাম। তখন কুকুরেরা মসজিদের মধ্যে আসা-যাওয়া করত। এজন্য সাহাবীগণ কখনো কুকুরের চলাচলের পথে পানি ছিটাতেন না। (বুখারী ও অন্যান্য)

(١١) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِى سُؤْرِ الْهِرَّةِ -

(১১) পরিচ্ছেদ ঃ বিড়ালের ঝুটার বিধান প্রসঙ্গে

(٣٨) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ بنِ أَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءَهُ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ أَخِى؟ قَالَتْ : نَعَمْ. فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ وَقَالَ إِسْحٰقُ أَوِ الطَّوَّافَاتِ -

(৩৮) আবূ কাতাদাহ্ (রা) ছেলের স্ত্রী কাবশাহ বিন্তে কা'ব ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ কাতাদাহ (রা) বাড়িতে আসলে আমি তাঁর জন্য ওযুর পানি দিলাম, তখন একটি বিড়াল এসে সে পানি পান করতে চাইল। তখন আবূ কাতাদাহ (রা) পানির পাত্রটি বিড়ালটির জন্য কাত করে দিলেন বিড়ালটি পানি পান করে নিল। কাবশাহ বলেন, আবূ কাতাদাহ (রা) দেখেন যে, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। তখন তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্রী, তুমি কি অবাক হচ্ছ? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিড়াল অপবিত্র নয়। স্ত্রী ও পুরুষ বিড়ালেরা তোমাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে (পারিবারিক সদস্যদের মতই)। (ইসহাক (একজন রাবী) বলেন, অথবা বললেন, স্ত্রী বিড়ালেরা।)

(٣٩) عَنْ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُصْغِى الْإِنَاءَ لِلهِرِّ فَيَشْرَبُ وَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ -

(৩৯) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবী তালহার স্ত্রী বলেন, আবূ কাতাদাহ (রা) পানির পাত্র বিড়ালের জন্য কাত করে ধরতেন। ফলে (বিড়াল) পান করে নিত এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে, বিড়াল অপবিত্র নয়। বিড়ালেরা তোমাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে।

(٤٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ وَضَعَ لَهُ وَضُوْءَهُ فَوَلَغَ فِيْهِ السِّنَّوْرُ فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فَقَالُوْا يَا أَبَا قَتَادَةَ قَدْ وَلَغَ فِيْهِ السِّنَّوْرُ. فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ : السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ.

(৪০) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কাতাদাহ তাঁর পিতা আবূ কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর জন্য ওযূর পানি রাখা হয়। একটি বিড়াল সে পানিতে মুখ দেয়। এরপর তিনি সে পানি দিয়ে ওযূ করতে শুরু করেন। তখন বাড়ির মানুষেরা বলেন, হে আবূ কাতাদাহ! এ পানিতে বিড়াল মুখ দিয়েছে। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ বিড়াল বাড়ির সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত। তারা তোমাদের চারপাশে ঘোরাঘুরিকারী ও ঘুরাঘুরিকারীদের মধ্যে।

[হাইছুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। সুনান গ্রন্থগুলোতেও তা বর্ণিত হয়েছে।]

أَبْوَابُ تَطْهِيْرُ النَّجَاسَةَ

অপবিত্র বস্তু পবিত্রকরণ বিষয়ক পরিচ্ছেদসমূহ

الباب الأول فى تطهير نجاسة دم الحيض

(১) পরিচ্ছেদ ঃ হায়েযের রক্তের অপবিত্রতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে

(٤١) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : أَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلْمَرْأَةُ يُصِيْبُهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِتَحُتَّهُ ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيْهِ.

(৪১) আসমা বিন্‌তে আবী বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন মহিলা এসে বলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, মহিলাদের (শরীর বা পোশাকে) হায়েযের রক্ত লাগলে (কি করতে হবে?) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সে তা ঢলে, খুঁচিয়ে উঠাবে, অতঃপর পানি দিয়ে পরিষ্কার করবে। তারপর তাতে সালাত আদায় করবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٤٢) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَ : أُغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيْهِ بِضِلَعٍ.

(৪২) উম্মু কাইস বিন্‌তে মুহসিন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হায়েযের রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করতে হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি বলেনঃ তুমি পানি ও বরই (বদরী) বৃক্ষের পাতা (Lote/Lotus) দিয়ে তা ধৌত করবে এবং কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে উঠাবে।

[নাসায়ী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হিব্বান প্রমুখ। হাদীসটির সনদ সহীহ্।)

(٤٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لِى إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أُحِيْضُ فِيْهِ قَالَ : فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِى مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّى فِيْهِ. قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ يَكْفِيْكَ الْمَاءُ وَلاَ يَضُرُّكَ أَثَرُهُ.

(৪৩) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, খাওলাহ্ বিন্‌ত ইয়াসার (রা) কোনো এক হজ্জ বা উমরাহ্‌র সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার একটিমাত্রই কাপড় আছে। এই কাপড়টি পরিহিত অবস্থাতেই আমার ঋতুস্রাব হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হবে তখন তোমার কাপড়টির যে স্থানে রক্ত লেগেছে সে স্থানটুকু ধুয়ে নিবে। এরপর সেই কাপড়ে সালাত আদায় করবে। খাওলাহ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এভাবে ধুয়ে রক্তের দাগ না যায়। উত্তরে তিনি বলেন, পানি দিয়ে ধোয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট। রক্তের দাগ থাকাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। [তিরমিযী, আবূ দাউদ, বাইহাকী। হাদীসটির সনদ দুর্বল বা যয়ীফ।]

(٢) باب فى تطهير ذيل المرأة إذا مرت بنجاسة

(২) পরিচ্ছেদ ঃ মহিলার পোশাকের প্রান্ত নাপাক স্থান অতিক্রম করলে তা পবিত্র করার বিধান

(٤٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ : كُنْتُ أَجُرُّ ذَيْلِى (وَفِى رِوَايَةٍ : كُنْتُ إِمْرَأَةً لِى ذَيْلٌ طَوِيْلٌ) وَكُنْتُ أَتِى الْمَسْجِدَ فَأَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ وَالْمَكَانِ الطَّيِّبِ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَالِكَ فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

(৪৪) মুহাম্মদ ইবন্ ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্‌রাহীম ইবন্ আব্দুর রাহমান ইবন্ 'আউফের দাসী-স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমার কাপড়ের নিচের ঝুলানো প্রান্তর মাটি দিয়ে টেনে নিয়ে চলতাম (অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি এমন এক নারী ছিলাম যার ঝুলন্ত দীর্ঘ আঁচল ছিল) আমি মসজিদে যেতাম এবং পথে নোংরা অপবিত্র ও পবিত্রস্থান অতিক্রম করতাম। আমি উম্মু সালামাহ (রা)-এর নিকট গমন করে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি; অপবিত্র স্থানের পর পবিত্র স্থানে চলার ফলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। [আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, দারুকুতনী প্রমুখ। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।]

(٤٥) عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّ لَنَا طَرِيْقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ : آلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِىَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ قَالَتْ : قُلْتُ : بَلَى قَالَ : فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ (وَفِى رِوَايَةٍ : قَالَ : إِنَّ هٰذِهِ تَذْهَبُ بِذَالِكَ) -

(৪৫) বনূ আশ্‌হল গোত্রের একজন মহিলা (সাহাবী) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। মসজিদে আগমনের জন্য আমাদের রাস্তাটি নোংরা। এমতাবস্থায় বৃষ্টি হল, আমরা কি করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ নোংরা রাস্তার পরে কি এরচেয়ে বেশী পরিষ্কার বা পবিত্র রাস্তা নেই? আমি বললামঃ হ্যাঁ, আছে। তিনি বলেনঃ তাহলে এ রাস্তা ঐ রাস্তার হবে। (অন্য বর্ণনায় আছে ,এ রাস্তা ঐ রাস্তার নোংরা দূর করবে। (আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ)

(٣) بَابٌ فِي تَطْهِيرِ أَسْفَلِ النَّعْلِ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ ـ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ জুতার নিচে নাপাকি লাগলে তা পবিত্র করার বিধান

(٤٦) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ : إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيْهِمَا فَإِنْ رَأَى بِهِمَا خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيْهِمَا ـ

(৪৬) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সালাত রত অবস্থায় তার জুতা জোড়া খুলে ফেলেন। তখন মুসল্লীগণও সকলেই নিজ নিজ জুতা খুলে ফেলেন। সালাত আদায় শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের জুতা খুললে কেন? সবাই বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে (সালাতের মধ্যে) জুতা খুলতে দেখলাম, সেজন্য আমরাও জুতা খুললাম। তিনি বললেন, জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দেন যে, আমার জুতায় নাপাকী আছে (এজন্য আমি সালাত রত অবস্থাতেই জুতা খুলেছি।) কাজেই তোমাদের কেউ মসজিদে আগমন করলে সে তার জুতা জোড়া উল্টে দেখবে। যদি তাতে কোনো নাপাকী থাকে তাহলে তা মাটিতে মুছে নিবে এবং এরপর জুতা জোড়া পরিধান করেই সালাত আদায় করবে। (আবূ দাউদ, ইবন্ হিব্বান, হাকিম। হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।)

(٤) بَابُ فِيْ تَطْهِيْرِ الْأَرْضِ مِنْ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ পেশাবের নাপাকি থেকে মাটি পবিত্র করার বিধান

(٤٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ أَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ ـ

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ أُخَرَ) دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِمُحَمَّدٍ وَلَاتَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَقَدْ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ وَلَّى حَتَّى إِذَا كَانَ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُوْلُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّمَا بُنِيَ هٰذَا الْبَيْتُ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَا يُبَالُ فِيْهِ ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَقُوْلُ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ : فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ فَلَمْ يَسُبَّ وَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَضْرِبْ.

(৪৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে। তারপর সে বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এবং মুহাম্মাদকে রহমত করুন, আমাদের সাথে অন্য কাউকে রহমত করবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ফিরে

তাকান এবং বলেন, তুমি প্রশস্তকে সীমাবদ্ধ করলে। এর একটু পরেই লোকটি মসজিদের মধ্যে পেশাব করতে আরম্ভ করে। তখন উপস্থিত মানুষেরা লোকটির দিকে দৌড়ে যেতে থাকেন (তাকে পেশাব থেকে বাধা দিতে)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন, (তোমরা তাকে বাধা দিও না।) তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে সহজ করার জন্য। কঠিন করার জন্য বা কষ্টদাতারূপে তোমাদের প্রেরণ করা হয় নি। তোমরা এক বালতি পানি পেশাবের উপর ঢেলে দাও।

তাঁর (আবূ হুরাইরা (রা)) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসে ছিলেন, এমতাবস্থায় একজন বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করে বলে, হে আল্লাহ। আপনি আমাকে এবং মুহাম্মদকে ক্ষমা করুন, আমাদের সাথে আর কাউকে ক্ষমা করবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেলেন এবং বলেন, তুমি প্রশস্তকে সীমিত করলে। এরপর লোকটি চলে গেল। সে যখন মসজিদের প্রান্তে পৌঁছাল তখন সে দু'পা ফাঁক করে পেশাব করতে শুরু করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির নিকট গিয়ে বললেন, এই ঘরটি তৈরি করা হয়েছে আল্লাহর যিকির এবং সালাত আদায়ের জন্য। এই ঘরের মধ্যে পেশাব করতে নেই। এরপর তিনি বড় এক বালতি পানি আনালেন এবং তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন। (আবূ হুরাইরা (রা)) বলেন ঃ ঐ বেদুঈন পরবর্তীতে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পর বলতেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আসলেন, আমার পিতা ও মাতা তাঁর জন্য কুরবানী হোক, তিনি আমাকে গালি দিলেন না, রাগ করলেন না, মার দিলেন না। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٤٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ ذَنُوْبًا أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ -

(৪৮) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে পেশাব করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বড় এক বালতি বা গামলা পানি পেশাবের উপর ঢেলে দাও। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٥) بَابٌ فِي تَطْهِيْرُ إِهَابِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ -

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ মৃত পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে পবিত্র করা

(٤٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ : إِنَّا نَغْزُوا فَنُؤْتى بِالْأَهَابِ وَالْأَسْقِيَةِ. قَالَ : مَا أَدْرِيْ مَا أَقُوْلُ لَكَ إِلاَّ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

(৪৯) আব্দুর রহমান ইবন্ ও'আলাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমরা যুদ্ধে গমন করি তখন আমাদের নিকট চামড়া ও ভিস্তি আনয়ন করা হয় (এগুলির বিধান কি)। তখন ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, আমি তোমাকে কি বলব জানি না, তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি; যে কোনো চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(٥٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

(৫০) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে কাজে লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(٥١) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ : دِبَاغُهَا طَهُوْرُهَا .

(৫১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মৃত পশুর চামড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন : প্রক্রিয়াজাতকরণই হল চামড়ার পবিত্রকরণ।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, মালিক, দারুকুতনী। দারুকুতনী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٥٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زُمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا .

(৫২) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী-পত্নী সাওদা বিন্ত যুম'আহ (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমাদের একটি ছাগী মারা যায়। তখন আমরা তার চামড়া প্রক্রিয়াজাত করি। উক্ত চামড়াটি পুরাতন হয়ে অব্যবহার্য হওয়া পর্যন্ত আমরা তাতে (খেজুর ইত্যাদি ফলের সাথে পানি মিশ্রিত করে) নাবীয তৈরী করতাম। (বুখারী ও অন্যান্য)

(٥٣) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَيْتٍ بِفِنَائِهِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَاسْتَسْقَى فَقِيْلَ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ ذَكَاةُ الْأَدِيْمِ دِبَاغُهُ. (وَفِي لَفْظٍ) دِبَاغُهَا طُهُوْرُهَا أَوْ ذَكَاتُهَا.

(৫৩) সালামাহ্ ইবন্ মুহাব্বিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাড়ির চত্বরে একটি চামড়ার পানি ভর্তি ভিস্তি ঝোলান ছিল। তিনি তথায় পানি পান করতে চান। তাঁকে বলা হয় যে, এই পাত্রটি মৃত পশুর চামড়া দিয়ে প্রস্তুত। তিনি বলেন, চামড়ার পবিত্রতা হলো তা প্রক্রিয়াজাত করা। (অন্য বর্ণনায়) চামড়া প্রক্রিয়াজাত করানোই চামড়ার পবিত্রতা।

(নাসায়ী, আবূ দাউদ, বাইহাকী, ইবন্ হিববান। ইবন্ হাজর হাদীসটির সনদ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।)

(٥٤) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتَيْتُ خِبَاءً فَإِذَا فِيْهِ امْرَأَةٌ أَعْرَابِيَّةٌ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيْدُ مَاءً يَتَوَضَّأُ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ قَالَتْ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللّٰهِ مَا تُظِلُّ السَّمَاءُ وَلَا تُقِلُّ الْأَرْضُ رُوْحًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رُوْحِهِ وَلَا أَعَزَّ وَلٰكِنْ هٰذِهِ الْقِرْبَةُ مَسْكُ مَيْتَةٍ وَلَا أُحِبُّ أُنَجِّسُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ دَبَغَتْهَا فَهِيَ طَهُوْرُهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَ أَيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ دَبَغْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ مِنْهَا وَعَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ وَعَلَيْهِ خُفَّانِ وَخِمَارٌ قَالَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ قَالَ مِنْ ضِيْقِ كُمِّهَا قَالَ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخُفَّيْنِ.

(৫৪) আবূ উমামা আল বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মুগীরাহ ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে পানি চাইলেন। তখন আমি একটি তাঁবুতে যাই। গিয়ে দেখি যে, তাঁবুতে একজন বেদুঈন মহিলা রয়েছেন। আমি তাকে বললাম, এখানে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছেন, তিনি ওযূ করার জন্য পানি চাচ্ছেন। আপনার কাছে কি কোনো পানি আছে? মহিলা বলেনঃ আমার পিতা ও মাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কুরবানী হউন। আল্লাহর কসম! আকাশের নিচে ও পৃথিবীর উপরে আমার কাছে তাঁর আত্মার চেয়ে প্রিয়তর এবং মর্যাদাময় কোন আত্মা নেই। তবে এই পাত্রের চামড়া মৃত পশুর আর আমি এই পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপবিত্র করতে চাই না। মুগীরাহ (রা) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ কথা জানালাম। তিনি বললেন, তুমি মহিলার কাছে ফিরে যাও। যদি ঐ চামড়া প্রক্রিয়াজাত হয়ে থাকে তা হলে তা পবিত্র হয়ে গিয়েছে। মুগীরাহ বলেন ঃ তখন আমি তার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে এ কথা বললাম। তখন মহিলা বললেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আমি চামড়াটি প্রক্রিয়াজাত করে নিয়েছিলাম। তখন আমি সেই পাত্রের কিছু পানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এনে দিলাম। তিনি ঐ সময় একটি সিরীয় জুব্বা পরিধান করে ছিলেন, তাঁর দুই পায়ে চামড়ার মোজা ছিল এবং মাথায় পাগড়ী ছিল। জুব্বাটির হাতা সংকীর্ণ ছিল। এ জন্য (জুব্বার হাতা গুটিয়ে ওযূ করতে অসুবিধা হওয়াতে) তিনি জুব্বার ভিতর থেকে হাত বের করে ওযূ করেন এবং পায়ের (চামড়ার) মোজা ও মাথার পাগড়ীর উপর মাস্‌হ করেন। [তাবারানী। হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল।]

(٥٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ قَالَ : إِنَّ دِبَاغَهُ قَدْ أَذْهَبَ نَجَسَهُ أَوْ رِجْسَهُ أَوْ خَبْثَهُ.

(৫৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) মৃত পশুর চামড়ার বিষয়ে বলেন, তা প্রক্রিয়াজাত করলেই তার অপবিত্রতা দূরীভূত হয়ে যাবে। [বাইহাকী, হাকিম প্রমুখ।]

(٥٦) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ دَاجِنَةً لِمَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَاتَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا، أَلاَّ دَبَغْتُمُوْهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ.

(৫৬) তাঁর (আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা)) থেকে আরও বর্ণিত, মাইমূনা (রা)-এর একটি ছাগী মারা যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা ছাগীটির চামড়া দ্বারা উপকৃত হলে না কেন? তোমরা চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে নিলে না কেন? এতেই তার পবিত্রতা অর্জিত হত। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(٥٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ مَيْمُوْنَةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُوْنَةَ مَيْتَةٍ فَقَالَ : أَلاَ أَخَذُوْا إِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ـ

(৫৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাইমূনা (রা)-এর দাসীর এক মৃত ছাগীর নিকট দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি বলেন, তারা এই ছাগীর চামড়া নিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করল না কেন? উপস্থিত মানুষেরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটি তো মৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (জবাই ছাড়া মৃত্যুর ফলে) তা ভক্ষণ করা হারাম হয়েছে মাত্র। (চামড়া ব্যবহার হারাম হয় নি।) (বুখারী, মুস্‌লিম ও অন্যান্য)

(٥٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا .

(৫৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মৃত ছাগীর পাশ দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা এর চামড়া কাজে লাগালে না কেন? তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল। এটি তো মৃত! তিনি বলেন, এর ভক্ষণ করাই শুধু হারাম হয়েছে। [বুখারী, মুসলিম]

(٥٩) عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا قَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ.

(৫৯) নবী-পত্নী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ বংশের কয়েক ব্যক্তিকে দেখেন যে, তারা তাদের একটি মৃত ছাগীকে গাধার মত টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা এর চামড়া রেখে দিচ্ছ না কেন? তারা বলেনঃ এটি তো মৃত। তিনি বলেনঃ পানি ও বাবলার গদ (Acacia nilotica) একে পবিত্র করবে।

[মুআত্তা, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবন হিব্বান, দারু কুতনী। হাকিম ও ইবনুস সাকান হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।)

فَصْلٌ فِي تَحْرِيْمِ أَكْلِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ طَهُرَتْ بِالدِّبَاغِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রক্রিয়াজাত করণের ফলে মৃত পশুর চামড়া পবিত্র হলেও তা ভক্ষণ করা হারাম

(٦٠) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَاتَتْ فُلاَنَةُ، تَعْنِي الشَّاةَ، فَقَالَ : فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا. فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : (قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ) فَإِنَّكُمْ لاَتَطْعَمُوْنَهُ إِنْ تَدْبُغُوْهُ فَتَنْتَفِعُوْا بِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا.

(৬০) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী-পত্নী সাওদা বিন্ত যুম'আ (রা)-এর একটি ছাগী মারা যায়। তখন তিনি ছাগীটির (নাম) উল্লেখ করে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, অমুক মারা গেছে। তিনি বলেন, তোমরা তার চামড়া নিচ্ছ না কেন? তিনি বলেন, একটি মৃত ছাগীর চামড়া নেব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেনঃ মহিমাময় আল্লাহ তো বলেছেন, "বল, 'আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকেরা যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না, মরা প্রাণী, বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস ব্যতীত..." আর তোমরা তো এই মৃত পশুর চামড়া ভক্ষণ করছো না। যদি তোমরা তা প্রক্রিয়াজাত কর তাহলে তা তোমরা কাজে লাগাতে পারবে। তখন সাওদা লোক পাঠিয়ে মৃত ছাগীটির চামড়া ছিলে আনেন, তারপর প্রক্রিয়াজাত করে নেন। অতঃপর তিনি সেই চামড়া দিয়ে একটি ভিস্তি বা পানির পাত্র তৈরী করেন যা পুরাতন হয়ে ছিঁড়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। (বুখারী ও অন্যান্য)।

فَصْلٌ فِي حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ شَعْرِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ الْجِلْدُ.

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করণের ফলে তার পশম পবিত্র হওয়া প্রসঙ্গে

(٦١) عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَى رَجُلٌ ضَخْمٌ فَقَالَ يَا أَبَا عِيْسَى قَالَ نَعَمْ قَالَ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتَ فِي الْفِرَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ كُنْتُ

جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، أُصَلِّىْ فِى الْفِرَاءِ؟ قَالَ : فَأَيْنَ الدِّبَاغُ؟ فَلَمَّا وَلَّى قُلْتُ : مَنْ هٰذَا قَالَ : هٰذَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ.

(৬১) সাবিত (আল-বানানী) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুর রাহমান ইবন্ আবী লাইলার সাথে মসজিদে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক বিশালবপু ব্যক্তি সেখানে আগমন করে আব্দুর রহমানকে সম্বোধন করে বলেন, হে আবূ ঈসা, তিনি বলেন, হ্যাঁ! লোকটি বললো, আপনি লোমশ চামড়ার (ফারের) পোশাকের বিষয়ে যা শুনেছেন তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (আবূ লাইলা আনসারী (রা))-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সেখানে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি পশম সম্বলিত চামড়ার পোশাকে সালাত আদায় করব? তিনি বলেন, তাহলে প্রক্রিয়াজাতকরণের কি মূল্য বলো? অর্থাৎ প্রক্রিয়াজাত করায় চামড়া পাক হয়ে গেল, কাজেই তাতে সালাত আদায় করতে অসুবিধা কি?) যখন লোকটি চলে গেলেন তখন আমি বললাম, লোকটি কে? আব্দুর রাহমান বললেন, তিনি সুওয়াইদ ইবন গাফ্লাহ। [বাইহাকী। হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

(٦) بَابٌ فِىْ عَدْمِ جَوَازِ الْاِنْتِفَاعِ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيْثِ الْجَوَازِ.

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ মৃত পশুর চামড়া বা অস্থি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও অনুমতি প্রদান বিষয়ক হাদীস এবং এতদুভয় প্রকার হাদীসে সমন্বয় সাধন

(٦٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهْنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ أَنْ لاَتَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لاَتَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَعَصَبٍ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) قَالَ أَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ قَالَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَعَصَبٍ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ رَابِعٍ) قَالَ جَاءَنَا أَوْ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَتَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ-

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ خَامِسٍ) أَنَّهُ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ .

(৬২) আব্দুল্লাহ ইবন্ উকাইম আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুহাইনা গোত্রের আবাসস্থলে আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি এসে পৌছাল, আমি তখন অল্পবয়স্ক যুবক (সে চিঠিতে ছিল) তোমরা মৃত পশুর চামড়া ও রগ কাজে লাগাবে না।

তাঁর (আব্দুল্লাহ ইবন্ উকাইম (রা)) থেকে দ্বিতীয় এক সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাতের একমাস আগে আমাদের কাছে পত্র পাঠান যে, তোমরা মৃত পশুর চামড়া ও রগ কাজে লাগাবে না।

(তাঁর থেকে এক তৃতীয় সনদে বর্ণিত হয়েছে,) তিনি বলেন ঃ আমি অল্পবয়স্ক যুবক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের একমাস বা দুইমাস পূর্বে জুহাইনা গোত্রের এলাকায় আমাদের নিকট তাঁর পত্র আসে যে, তোমরা মৃত পশুর চামড়া ও রগ কাজে লাগাবে না।*

(তাঁর থেকে চতুর্থ এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,) তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন বা আমাদের নিকট তাঁর চিঠি আসছিল যে, তোমরা মৃত পশুর চামড়া ও রগ কাজে লাগাবে না।

(তাঁর থেকে পঞ্চম এক সনদে বর্ণিত হয়েছে,) তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি পাঠ করে শোনানো হয় যে, তোমরা মৃত পশুর চামড়া ও রগ কাজে লাগাবে না।*

(চার সুনান। তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। আর ইবন্ হিব্বান হাদীসটি সহীহ্ বলে দাবী করেছেন।)

(٧) بَابٌ فِى تَطْهِيْرِ أَنِيَةِ الْكُفَّارِ وَجَوَازِ اسْتِعْمَالِهَا بَعْدَ غَسْلِهَا.

(৭) পরিচ্ছেদ ঃ কাফিরদের পাত্র পবিত্রকরণ এবং ধৌত করে ব্যবহার করা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে

(٦٣) عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوْسِ وَلاَ نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ أُخَرَ) قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُوْنَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَيَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُوْرِهِمْ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَارْحَضُوْهَا وَاطْبُخُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا.

(৬৩) আবূ সা'লাবাহ খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা সর্বদা সফরেই থাকি। চলার পথে ইহুদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নি-উপাসকদের এলাকা অতিক্রম করতে হয়। আমরা তখন তাদের ব্যবহৃত পাত্র ছাড়া অন্য কোনো পাত্র পাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যদি তোমরা অন্য কোনো পাত্র না পাও তাহলে তা পানি দিয়ে ধৌত করে তারপর তাতে তোমরা পানাহার করবে।

তাঁর থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমরা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের এলাকায় বসবাস করি। তারা শুকরের মাংস খায় এবং মদপান করে। আমি কিভাবে তাদের হাড়ি, পাতিল, পানপাত্র ইত্যাদি ব্যবহার করব? তিনি বলেনঃ যদি অন্য কিছু না পাও তাহলে সেগুলো পানি দিয়ে ধৌত করবে এবং তাতেই রান্না করবে ও পান করবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٦٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نُصِيْبُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْأَسْقِيَةَ وَالْأَوْعِيَةَ فَنَقْسِمُهَا وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ.

---

* টীকা ঃ পূর্বের হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, মৃত পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা বৈধ। কিন্তু উপরের এই হাদীস বাহ্যিক অর্থে তার বিপরীত। এজন্য কোনো কোনো ফকীহ্ মত প্রকাশ করেছেন যে, মৃতপশুর চামড়া ব্যবহারের অনুমতি শেষোক্ত এই হাদীসটি দ্বারা রহিত। কাজেই মৃত পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করলেও পবিত্র হবে না। ব্যবহার করাও বৈধ হবে না। ইমাম আহমদ ও কতিপয় ফকীহ শেষোক্ত হাদীসের ওপর নির্ভর করেছেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ বলেছেন যে, এই হাদীসের সাথে ওপরের হাদীসগুলোর কোনো বৈপরীত্য নেই। এই হাদীসে মৃত পশুর চামড়া দাবাগত বা প্রক্রিয়াজাত করা ছাড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর উপরের হাদীসগুলোতে মৃত পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পরে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

(৬৪) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে মুশরিকদের থেকে যে সব যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য (গনীমত) লাভ করতাম তার মধ্যে পানি রাখার ভিস্তি এবং বিভিন্ন পান পাত্র থাকত। এগুলি সবই মৃত পশুর চামড়ার তৈরী। [আবূ দাউদ, ইবন্ আবী শাইবা। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য]

(٦٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ يُهُوْدِيًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنْخَةٍ فَأَجَابَهُ.

(৬৫) আনাস ইবন্ মালিক (রা) বলেন, একজন ইহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরানো চর্বি দিয়ে যবের রুটি খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেন। তিনি তার দাওয়াত গ্রহণ করেন।

[শুধুমাত্র আহমদ। হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।]

(٨) بَابٌ فِيْ تَطْهِيْرِ مَا يُؤْكَلُ إِذَا وَقَعَتْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ.

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ খাদ্যের মধ্যে নাপাক দ্রব্য পতিত হলে তা পবিত্র করা প্রসঙ্গে

(٦٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ كُلُوْا مَابَقِىَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَأْكُلُوْهُ.

(৬৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়, একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছে, (এখন কী করণীয়)? তিনি বলেন, যদি ঘি জমাট বাঁধা হয় তাহলে ইঁদুরটি ও তার আশপাশের ঘি ফেলে দেবে এরপর বাকি ঘি খাবে। আর যদি ঘি তরল হয় তাহলে কিছুই খাবে না।

[আবূ দাউদ। হাদীসটির সনদ সহীহ।]

(٦٧) عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْفَارَةِ تَمُوْتُ فِى الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ قَالَ لاَزَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ. كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِى الْجِرَارِ فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ اَلْفَارَةُ فِيْهِ فَلاَ تَطْعَمُوْهُ.

(৬৭) আবূ যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (ইবন্ আব্দুল্লাহ) (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ইঁদুর যদি খাদ্য বা পানীয়ের মধ্যে মরে যায় তাহলে আমি সেই খাদ্য বা পানীয় খেতে পারি কি না? তিনি বলেন, না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা খেতে নিষেধ করেছেন। আমরা কলসের মধ্যে ঘি রাখতাম। তিনি রাসূল (সা) বলেন, যদি ইঁদুর এর মধ্যে মরে যায় তাহলে তোমরা তা খাবে না। [শুধুমাত্র আহমদ। হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

(٦٨) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ مَيْمُوْنَةَ (زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ (زَادَ فِى رِوَايَةٍ جَامِدٍ) فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَخُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَالْقُوْهُ وَكُلُوْهُ.

(৬৮) (আব্দুল্লাহ) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী-পত্নী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে (দ্বিতীয় বর্ণনায়ঃ জমাটবাঁধা ঘিয়ের মধ্যে) পড়ে মরে যায়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, ইঁদুরটি ও তার আশপাশের ঘি তুলে ফেলে দাও এবং বাকী ঘি খাও। (বুখারী ও অন্যান্য)

أَبْوَابُ حُكْمُ الْبَوْلِ وَالْمَذِىِّ وَالْمَنِىِّ وَغَيْرُ ذَالِكَ

পেশাব, বীর্যরস ও বীর্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহ

(١) بَابُ فِيْمَا جَاءَ فِىْ بَوْلِ الْآدَمِىِّ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের পেশাবের বিধান

(٦٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ ذَنُوْبًا أَوْ سِجْلاً مِنْ مَاءٍ.

(৬৯) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একজন বেদুঈন এসে মসজিদে পেশাব করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ পেশাবের ওপরে এক বালতি পানি ঢেলে দাও।
[এ হাদীসটি ইতিপূর্বে চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ পেশাবের নাপাকি থেকে মাটি পবিত্র করার বিধানে আলোচিত হয়েছে]

(٧٠) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : اَلْبَوْلُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ مَالَمْ يَكُنْ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

(৭০) (প্রখ্যাত তাবিয়ী ফকীহ) হাম্মাদ (ইবন্ আবূ সুলাইমান (মৃঃ ১২০ হি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মতে, পেশাব রক্তের মতই নাপাক। এক দিরহামের কম পরিমাপে হলে তাতে অসুবিধা নেই। [রক্ত, পেশাব ইত্যাদি নাপাক সামান্য পরিমাণে দেহে বা পোশাকে লাগলে তা ক্ষমার যোগ্য। কম ও বেশি পরিমাণের মধ্যে সীমারেখা দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রার আয়তন বা আকৃতি।]

(٧١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِىْ الْبَوْلِ.

(৭১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কবরের অধিকাংশ শাস্তি হবে পেশাবের কারণে। [ইবন্ মাজাহ, হাকিম, দারুকুতনী। ইবন্ হাজার বুলুগুল মারাম গ্রন্থে হাদীসটির সনদ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

فَصْلٌ مِنْهُ فِيْمَا جَاءَ فِىْ بَوْلِ الْغُلاَمِ وَالْجَارِيَةِ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধপোষ্য পুত্র ও কন্যা শিশুর পেশাব প্রসঙ্গে

(٧٢) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنِّىْ رَأَيْتُ فِىْ مَنَامِىْ فِىْ بَيْتِىْ أَوْ حُجْرَتِىْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ : فَجَزِعْتُ مِنْ ذَالِكَ). قَالَ : تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ غُلاَمًا فَتَكْفُلِيْهِ. فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمٍ وَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَزُوْرُهُ، فَأَخَذَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَىْ صَدْرِهِ فَأَصَابَ الْبَوْلُ إِزَارَهُ فَزَخَخْتُ بِيَدِىْ عَلَى كَتْفَيْهِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : فَضَرَبْتُ بَيْنَ كَتْفَيْهِ) فَقَالَ : أَوْجَعْتِ ابْنِىْ! أَصْلَحَكِ اللّٰهُ، أَوْ قَالَ : رَحِمَكِ اللّٰهُ، فَقُلْتُ : اَعْطِنِىْ إِزَارَكَ أَغْسِلُهُ. فَقَالَ : إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ.

(وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ : فَوَلَدَتْ حَسَنًا فَأَعْطَيْتُهُ فَارْضَعْتُهُ حَتَّى تَحَرَّكَ أَوْ فَطَمْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسْتُهُ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ فَضَرَبْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقَالَ أَرْفِقِيْ بِابْنِيْ رَحِمَكِ اللّٰهُ ...... (وَفِيْهِ قَالَ إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ.

(وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ لُبَابَةَ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْضِعُ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضْطَجَعَ فِيْ مَكَانٍ مَرْشُوْشٍ فَوَضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ فَبَالَ عَلَى بَطْنِهِ فَرَأَيْتُ الْبَوْلَ يَسِيْلُ عَلَى بَطْنِهِ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ لأَصُبَّهَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أُمَّ الْفَضْلِ، إِنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ وَقَالَ بَهْزٌ غَسْلاً ـ

(৭২) উম্মুল ফাদল (লুবাবা (রা)) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললাম, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার বাড়িতে বা আমার কক্ষে আপনার একটি অঙ্গ রয়েছে। (অন্য বর্ণনায় আছে, আমি এই স্বপ্ন দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়েছি।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (স্বপ্নের ব্যাখ্যায়) বলেনঃ ইন্‌শা আল্লাহ, ফাতিমা একটি বালক শিশু প্রসব করবে এবং তুমি তার লালন-পালনের দায়িত্ব পাবে। এরপর ফাতিমা (রা) হাসানের (রা) জন্ম দেন এবং তাঁকে উম্মুল ফাদল (রা)-এর নিকট সমর্পণ করেন। তিনি তাঁকে কুসাম-এর সাথে দুধ পান করান। একদিন আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বেড়াতে আসি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিয়ে তাঁর বুকের ওপরে রাখেন। তখন সে তাঁর বুকের ওপরে পেশাব করে দেয়। পেশাব তাঁর ইযার বা লুঙ্গিতে লাগে। তখন আমি তাঁর (শিশু হাসানের) কাঁধের ওপর আঘাত করলাম। (অপর বর্ণনায় আছে, আমি তাঁর কাঁধে মারলাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার ছেলেকে তুমি ব্যথা দিলে! আল্লাহ তোমাকে সংশোধিত করুন!! অথবা বলেনঃ আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন!! উম্মুল ফাদল বলেন, আমি বললাম, আপনার লুঙ্গিটা খুলে আমাকে প্রদান করুন আমি তা ধুয়ে দিই। তিনি বলেন, শিশু কন্যার পেশাব ধৌত করতে হয় আর শিশু পুত্রের পেশাবের ওপর পানি দিতে হয়।

তাঁর থেকে দ্বিতীয় এক সনদেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।) এই বর্ণনায় তিনি বলেন, ফাতেমা (রা) হাসানের জন্মদান করেন। এরপর আমাকে তাঁর দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং আমি তাঁর দুধপান করাই। যখন শিশু হাসান নড়াচড়া করতে শেখে বা তাঁর দুধ ছাড়ানো হয় তখন আমি তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাই এবং তাঁকে তাঁর কোলের ওপর বসাই। তখন সে পেশাব করে দেয়। তখন আমি তাঁর কাঁধে আঘাত করি। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তোমাকে রহম করুন! আমার ছেলের সাথে দয়াদ্র ও নরম আচরণ কর। ... এক বর্ণনায় তিনি বলেন, শিশু কন্যার পেশাব ধৌত করতে হয় এবং শিশু পুত্রের পেশাবের ওপর পানি ঢেলে দিতে হয়।

(এ হাদীসের তৃতীয় এক বর্ণনায়) 'আতা' খুরাসানী উম্মুল ফাদল লুবাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হাসান অথবা হুসাইনের দুধপান করাতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে আগমন করেন এবং একটি পানি ছিটানো (পরিষ্কার ঠাণ্ডা) স্থানে শয়ন করেন এবং শিশু হাসানকে তাঁর পেটের ওপর রাখেন। তখন সে পেটের উপর পেশাব করে। আমি দেখলাম যে, পেশাব তাঁর পেটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। তখন তাঁর গায়ে পানি ঢেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি উঠে একটি পানির পাত্র আনতে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ উম্মুল ফাদল। শিশু-পুত্রের পেশাবের ওপর পানি ঢেলে দিতে হয় আর শিশু-কন্যার পেশাব ধৌত করতে হয়। (অন্য বর্ণনায়, বিশেষ করে ধৌত করতে হয়।)

[সহীহ্ ইবন্ খুযাইমা, সহীহ্ ইবন্ হিব্বান, তাবারানী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, হাকিম। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٧٣) عَنْ أَبِى لَيْلَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ يَحْبُو حَتَّى صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ (وَفِى رِوَايَةٍ : حَتَّى رَأَيْتُ بَوْلَهُ عَلَى بَطْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ : فَابْتَدَرْنَاهُ لَنَا خُذْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنِى ابْنِى! (وَفِى رِوَايَةٍ : دَعُوْا ابْنِى لاَ تُفْزِعُوْهُ حَتَّى يَقْضِىَ بَوْلَهُ)، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ.

(৭৩) আবূ লাইলা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় হাসান ইবন্ আলী (রা) হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুকের ওপর উঠে পেশাব করেন। (অন্য বর্ণনায়, আমি তাঁর পেশাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেটের ওপর দেখতে পেলাম।) তিনি বলেন, তখন আমরা তাড়াহুড়ো করে তাঁকে (তাঁর বুক থেকে উঠিয়ে) নিতে উদ্যত হলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার ছেলে! আমার ছেলে!! (অন্য বর্ণনায়ঃ আমার ছেলেকে ছাড়। তাকে ভয় পাইয়ে দিও না। তাকে মূত্রত্যাগ শেষ করতে দাও।) এরপর তিনি পানি চেয়ে নেন এবং পেশাবের ওপর ঢেলে দেন। [তাবারানী। হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(٧٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْلَهُمْ وَأَنَّهُ أُتِىَ بِصَبِىٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا.

(وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِصَبِىٍّ لِيُحَنِّكَهُ فَأَجْلَسَهُ فِىْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاتْبَعَهُ إِيَّاهُ قَالَ وَكِيعٌ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

(৭৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শিশুদের আনা হতো এবং তিনি তাদের জন্য দু'আ করতেন। একবার এক শিশুকে তাঁর নিকট আনয়ন করা হয় তখন সে তাঁর দেহে পেশাব করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পেশাবের ওপরে ভাল করে পানি ঢাল।

তাঁর থেকে দ্বিতীয় এক বর্ণনায় আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি শিশুকে তাহনীক করানোর (জন্মের পরেই নবজাত্কের মুখে খাদ্যের ছোঁয়া লাগানো) জন্য আনয়ন করা হয়। তিনি শিশুকে তাঁর কোলে বসান। তখন সে তাঁর কোলে পেশাব করে দেয়। তিনি পানি চেয়ে নিয়ে পেশাবের স্থানে পানি ঢেলে দেন। (হাদীসের এক বর্ণনাকারী) ওকী' বলেনঃ তিনি পেশাবের স্থানে পানি ঢেলে দেন কিন্তু কাপড়টি পুরোপুরি ধৌত করেন নি। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।)

(٧٥) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِى لَمْ يَطْعَمْ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ.

(وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ أُخَرَ بِنَحْوِهِ)، وَفِيْهِ : فَوَضَعَهُ فِىْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِىُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ. قَالَ الزُّهْرِىُّ : فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِىِّ وَيُغْسَلَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ.

(৭৫) উম্মু কাইস বিন্‌তু মুহসিন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার এক শিশু-পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। শিশুটি তখনো খাদ্য খাওয়ার মত বড় হয় নি। (হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবন্ শিহাব) আল-যুহরী বল্লেন ঃ তখন থেকেই সুন্নাত বা রীতিতে পরিণত হয় যে, শিশু-পুত্রের পেশাবে পানি ছিটাতে হবে এবং শিশু-কন্যার পেশাব ধৌত করতে হবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

তাঁর থেকে অন্য এক বর্ণনায় অনুরূপ আছে। তাতে আরও আছে, তিনি শিশুটিকে তাঁর কোলে বসান। তখন সে তাঁর দেহে পেশাব করে দেয়। তখন তিনি পানি চেয়ে নিয়ে তা পেশাবের উপর ছিটিয়ে দেন। শিশুটি তখনো খাদ্য খাওয়ার মত বড় হয় নি। (হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবন্ শিহাব) আয-যুহরী বলেন, তখন থেকেই সুন্নাত বা রীতিতে পরিণত হয় যে, শিশু-পুত্রের পেশাবে পানি ছিটাতে হবে এবং শিশু-কন্যার পেশাব ধৌত করতে হবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٧٦) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ عَلَيْهِ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ. قَالَ قَتَادَةُ : هٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا.

(৭৬) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ শিশু-পুত্রের পেশাবের ওপর পানি ঢেলে দিতে হবে এবং শিশু-কন্যার পেশাব ধৌত করতে হবে (হাদীসের বর্ণনাকারী তাবে'য়ী) কাতাদাহ্ (মৃঃ ১১৫হি) বলেনঃ যদি শিশুরা খাদ্য গ্রহণ না করে তাহলে এই বিধান। আর যদি তারা খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে শিশু-পুত্র ও শিশু-কন্যা উভয়ের পেশাব ধুতে হবে। [ইবন খোযাইমা, ইবন্ হিব্বান, ইবন্ মাজাহ্, আবূ দাউদ, সহীহ্ সনদে বর্ণিত।)

(٧٧) عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ، وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ.

(৭৭) উম্মু কুর্‌য আল-খুযাইয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন শিশু-পুত্রকে আনয়ন করা হয়। শিশুটি তাঁর দেহে পেশাব করে। তখন তাঁর নির্দেশে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়া হয়। অন্য এক ঘটনায় একটি কন্যা-শিশুকে তাঁর নিকট আনয়ন করা হয়। মেয়েটি তাঁর দেহে পেশাব করে দেয়। তখন তাঁর নির্দেশে তা ধোয়া হয়।

[তাবারানী অনুরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

(٧٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ الْحَارِثِ بِأُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ عَبَّاسٍ فَوَضَعَتْهَا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَتْ فَاخْتَلَجَتْهَا أُمُّ الْفَضْلِ ثُمَّ لَكَمَتْ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ اخْتَلَجَتْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطِيْنِيْ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى مَبَالِهَا ثُمَّ قَالَ : أُسْلُكُوْا الْمَاءَ فِيْ سَبِيْلِ الْبَوْلِ.

(৭৮) (আব্দুল্লাহ) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী) উম্মুল ফাদল বিন্‌তে হারিস (রা) আব্বাস (রা)-এর মেয়ে উম্মু হাবীবাকে নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে রাখেন। মেয়েটি তখন পেশাব করে। তখন উম্মুল ফাদল (রা) মেয়েটিকে তাঁর কোল থেকে টেনে নেন এবং তার কাঁধে কিল মারেন। অতঃপর আবার টেনে নেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

আমাকে এক পাত্র পানি দাও। তিনি পানিটুকু পেশাবের স্থানে ঢেলে দেন। এরপর তিনি বলেনঃ পেশাবের স্থানে পানি বইয়ে দাও।* [শুধুমাত্র আহমদ। হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল রয়েছে।]

(٢) بَابٌ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الْإِبِلِ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ উটের পেশাব প্রসঙ্গে

(٧٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُكْلٍ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِذَوْدٍ لِقَاحٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا.

(৭৯) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, উক্ল গোত্রের কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন। কিন্তু মদিনার আব্হাওয়া তাদের অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (মদীনার বাইরে চারণ-ভূমিতে) কয়েকটি দুধেল উটনীর দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাদেরকে উটগুলির দুধ ও পেশাব পানের নির্দেশ দেন। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٣) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِي الْمَذِيِّ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ মযী বা যৌন উত্তেজনা জনিত রস প্রসঙ্গে

(٨٠) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذِيِّ شِدَّةً فَكُنْتُ أُكْثِرُ الْإِغْتِسَالَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا يَجْزِيْكَ مِنْهُ الْوَضُوْءُ فَقُلْتُ كَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِي فَقَالَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَمْسَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ.

(৮০) সাহ্ল ইবন্ (হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মযী যৌন উত্তেজনার কারণে নির্গত রসের জন্য খুব কষ্ট পেতাম এবং এ জন্য বেশি বেশি গোসল করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, এ জন্য তোমার ওযূ করাই যথেষ্ট। তখন আমি বললাম, আমার কাপড়ে যদি মযী লাগে তাহলে আমি সে কাপড়ের কি করব? তিনি বলেন, তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি এক হাতের তালুতে পানি নিয়ে তোমার কাপড়ের যেখানে তা লেগেছে সেই স্থানটুকু মুছে নেবে।

[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্।]

(٨١) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) زَ وَفِيْهِ : فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ.

---

* **টীকা ঃ** মুসলিম উম্মাহ্র সকল ফকীহ্ একমত যে, সকল শিশুর মূত্র অপবিত্র। তবে দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব থেকে পোশাক বা দেহে পবিত্র করার পদ্ধতির বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। উপরের হাদীসগুলির আলোকে ইমাম আহমদ, ইমাম শাফিয়ী ও অন্যান্য অনেক ফকীহ্ বলেন যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্রের পেশাবের স্থানে পানি ঢেলে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। আর শিশু-কন্যার পেশাব পানি ঢালার পরে ধুয়ে নিংড়াতে হবে। অপর দিকে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও অন্য অনেক ফকীহ্ বলেন যে, উভয়ের পেশাবই ধৌত করতে হবে। তাদের মতে বালক শিশুর পেশাব সাধারণভাবে নির্দিষ্ট ধারায় পতিত হয়। সেহেতু সেক্ষেত্রে পেশাবের স্থান চিহ্নিত করে সেই স্থানে পানি ঢেলে ধুয়ে নেওয়া যায়। আর বালিকা শিশুর পেশাবের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়; এই নির্দেশনাই দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বলেনঃ আরবীতে এভাবে 'পানি ছিটানো' বা 'পানি ঢালা' বলতে 'ধোয়া' বা 'হালকা ধোয়া' বুঝানো হয়ে থাকে। পরবর্তী 'মযী' সংক্রান্ত হাদীসগুলির মধ্যে আমরা এর কিছু উদাহরণ দেখতে পাব।

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ : فِيْهِ الْوُضُوْءُ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ رَابِعٍ بِنَحْوِهِ، وَفِيْهِ : فَأَمَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ : تَوَضَّأْ وَاَغْسِلْهُ.

(৮১) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খুব 'মযী' নির্গত হতো। আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতে লজ্জা পেতাম, কারণ তাঁর মেয়ে আমার স্ত্রী ছিলেন। এজন্য আমি মিকদাদ (রা)-কে বলি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তার জননেন্দ্রিয় ও অণ্ডকোষ দু'টি ধৌত করবে এবং ওযূ করবে।

তাঁর থেকে দ্বিতীয় এক বর্ণনায়ও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে আরও আছে, তখন দ্বিতীয় বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ওযূ করবে এবং তোমার জননেন্দ্রিয়ে পানি ঢালবে।

তাঁর থেকে তৃতীয় এক বর্ণনায়ও অনুরূপ আছে। তাতে আরও আছে "তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক্ষেত্রে ওযূ করতে হবে।"

তাঁর থেকে চতুর্থ এক বর্ণনায়ও অনুরূপ আছে। তাতে আরও আছে। আমি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলাম ফলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (এ বিষয়ে) প্রশ্ন করে। তখন তিনি বলেন, ওযূ কর এবং তা ধোও। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(৮২) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا خَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلاَتَغْتَسِلْ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ : فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ الْمَذِيْ فَتَوَضَّأْ وَاَغْسِلْ ذَكَرَكَ. وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ بِنَحْوِهِ) ز، وَفِيْهِ : فَقَالَ : فِيْهِ الْوُضُوْءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ.

(৮২) তাঁর (আলী (রা) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আমার খুব বেশী 'মযী' (যৌন-রস) নির্গত হতো। আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যদি প্রবল বেগে ছিঁটকে বের হয় তাহলে তুমি নাপাকীর গোসল করবে। আর যদি বেগের সাথে না বের হয় তাহলে গোসল করবে না।

তাঁর থেকে দ্বিতীয় এক বর্ণনায়ও অনুরূপ আছে। তাতে আরও আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যদি 'মযী' দেখ তাহলে ওযূ করবে এবং তোমার লিঙ্গ ধৌত করবে। আর যদি প্রবল বেগে ছিঁটকে পানি বের হতে দেখ তাহলে গোসল করবে।

তাঁর থেকে তৃতীয় এক বর্ণনায়ও অনুরূপ আছে, তাতে আরও আছে, তখন তিনি বলেন, এতে ওযূ করতে হবে আর বীর্যপাত হলে গোসল করতে হবে। (সহীহ্ ইবন্ খুযাইমাহ্)

(৮৩) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُلاَعِبُ اَهْلَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذِيُّ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ فَلَوْلاَ أَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِيْ لَسَأَلْتُهُ. فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، الرَّجُلُ يُلاَعِبُ أَهْلَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذِيُّ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ قَالَ : يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ)، وَفِيْهِ : فَقَالَ (يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ ذَالِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ. (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ : فَإِذَا وَجَدَ ذَالِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ يَعْنِي يَغْسِلُهُ.

(৮৩) মিকদাদ ইব্নুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আলী (রা) বললেনঃ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করুন, কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে শৃঙ্গার করে এবং এর ফলে তার মযী বের হয় কিন্তু বীর্যপাত না হয় তাহলে তার কী করণীয়, যদি তাঁর কন্যা আমার নিকট না থাকতেন তাহলে আমি নিজেই তাঁকে প্রশ্নটি করতাম। মিকদাদ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে শৃঙ্গার করে, ফলে তার মযী নির্গত হয় কিন্তু বীর্যপাত হয় না (তার কী করণীয়)? তিনি বলেনঃ সে তার লিঙ্গ ধৌত করবে এবং সালাতের ওযূর মত ওযূ করবে।

তাঁর থেকে দ্বিতীয় এক বর্ণনায়ও অনুরূপ আছে। তাতে আরও আছে তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যদি তোমাদের কেউ এরূপ দেখতে পায় তাহলে সে তার লিঙ্গে পানি ঢালবে এবং সালাতের ওযূর মত ওযূ করবে। তাঁর থেকে তৃতীয় এক বর্ণনায়ও অনুরূপ আছে। তাতে আরও আছে– 'যদি তোমরা কেউ এরূপ দেখতে পাও তাহলে সে যেন তার লিঙ্গে পানি ঢালে এবং সালাতের ওযূর মত ওযূ করে তা ধৌত করবে। [মালিক, আবূ দাঊদ, বাইহাকী। হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।]

(٨٤) عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ الْبَكْرِيِّ قَالَ تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ الْمَذْيَ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ تَحْتِي، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا لِعَمَّارٍ أَوِ الْمِقْدَادِ، قَالَ عَطَاءٌ : سَمَّاهُ لِي عَائِشٌ فَنَسِيتُهُ، سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ذَاكَ الْمَذْيُ لِيَغْسِلْ ذَاكَ مِنْهُ قُلْتُ مَا ذَاكَ مِنْهُ قَالَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِثْلَ وَضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ وَيَنْضَحُ فِي فَرْجِهِ أَوْ فَرْجَهُ.

(৮৪) 'আতা (ইবন্ আবী রাবাহ (১১৪ হি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে 'আইশ ইবন্ আনাস আল-বাকরী (নামক একজন তাবি'য়ী বলেছেনঃ আলী, আম্মার ও মিকদাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) 'মযী' বিষয়ে আলোচনা করেন। তখন আলী বলেনঃ আমার খুব বেশি 'মযী' নির্গত হয়। আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতে লজ্জা পাই। কারণ তাঁর কন্যা আমার কাছে রয়েছেন। এরপর আম্মার অথবা মিকদাদ দুইজনের একজনকে 'আতা বলেন, 'আইশ আমাকে তাঁর নাম বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি তিনি বলেনঃ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি বলেনঃ আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি (রাসূল সা) বলেনঃ এ তো 'মযী', তার থেকে তা ধৌত করবে। আমি বললামঃ তা থেকে তা' মানে কি? তিনি বললেনঃ তার লিঙ্গ। (তার লিঙ্গ থেকে 'মযী' ধুয়ে ফেলবে) এবং সুন্দররূপে ওযূ করবে বা সালাতের ওযূর মত ওযূ করবে। আর তার লিঙ্গে পানি ঢালবে। [নাসাঈ, ইবন্ হিব্বান। হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।)

(٤) بَابٌ فِيمَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ বীর্য বিষয়ক হাদীসসমূহ

(٨٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُ (وَفِي رِوَايَةٍ : أَحُتُّ) الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ.

(৮৫) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য ডলে (অন্য বর্ণনায়ঃ ঘষে) তুলে দিতাম। অতঃপর তিনি যেয়ে সেই কাপড়েই সালাত আদায় করতেন।

(মুসলিম ও অন্যান্য)

(٨٦) وَعَنْهَا أَيْضًا، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلِتُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّىْ فِيْهِ، وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّى فِيْهِ.

(৮৬) আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইযখার' গাছের শিকড় বা ডাল দিয়ে তাঁর পোশাক থেকে বীর্য মুছে ফেলতেন, অতঃপর সেই পোশাকেই সালাত আদায় করতেন। আর তিনি তাঁর পোশাক থেকে শুকনো অবস্থায় বীর্য ঘষে বা ডলে উঠাতেন এবং সেই পোশাকেই সালাত আদায় করতেন। (ইবন্ খুযাইমা। ইবন্ হাজার হাদীসটির সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।)

(٨٧) عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَأَتْنِىْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا) أَغْسِلُ أَثَرَ جَنَابَةٍ أَصَابَتْ ثَوْبِىْ فَقَالَتْ : مَا هٰذَا؟ قُلْتُ جَنَابَةٌ أَصَابَتْ ثَوْبِىْ. فَقَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَأَنَّهُ يُصِيْبُ ثَوْبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَزِيْدُ عَلَى أَنْ يَقُوْلَ بِهِ هٰكَذَا، وَوَصَفَهُ مَهْدِىٌّ حَكَّ يَدَهُ عَلَى الْأُخْرَى.

(وَمِنْ طَرِيْقٍ أٰخَرَ) عَنِ الْأَسْوَدِ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ، وَإِلاَّ فَرُشَّهُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : فَإِنْ خَفِىَ عَلَيْكَ فَأَرْشُشْهُ)

(৮৭) আসওয়াদ ইবন্ ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাপড়ে বীর্যের একটু চিহ্ন লেগেছিল যা আমি ধুচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) আমাকে দেখতে পান। তিনি বলেন, এটা কি? আমি বললাম, আমার কাপড়ে বীর্য লেগেছিল। তিনি বললেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড়ে তা লাগত, আর তিনি শুধুমাত্র এভাবে ডলে নেওয়া ছাড়া কিছুই করতেন না। হাদীসের বর্ণনাকারী মাহদী ডলার পদ্ধতি দেখাতে তাঁর এক হাতের উপর আরেক হাত রেখে ডলেন।

অপর এক সূত্রে আসওয়াদ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় থেকে তা ডলে উঠাতাম। যদি তুমি তা দেখতে পাও তাহল তা ধৌত করবে। আর তা না হলে তুমি তাতে পানি ছিটিয়ে দেবে। (অন্য বর্ণনায় ঃ আছে যদি তুমি তা বুঝতে না পার তবে তার ওপর পানি ছিটিয়ে দেবে।)

[হাদীসটির প্রথম বর্ণনা ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটি এভাবে ইমাম আহমদ ছাড়া কেউ সংকলন করেন নি।]

(٨٨) عَنْ هَمَّامٍ قَالَ نَزَلَ بِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيْهَا فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيْهَا أَثَرُ الْاِحْتِلَامِ قَالَ فَغَمَسَهَا فِى الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ لَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِى.

(৮৮) হাম্মাম (ইবন্ হারিস) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা)-এর বাড়িতে একজন মেহমান রাত্রিযাপন করেন। আয়িশা (রা) তাঁর একটি হলুদ চাদর তাকে প্রদানের নির্দেশ দেন। উক্ত মেহমান সেই চাদরে ঘুমান। রাত্রিতে তার স্বপ্নদোষ হয়। তিনি বীর্যের চিহ্নসহ চাদরটি আয়িশা (রা)-এর কাছে ফেরত দিতে লজ্জা বোধ করেন। ফলে তিনি চাদরটি পানির মধ্যে চুবিয়ে (ধুয়ে) এরপর তা আয়িশা (রা)-এর নিকট ফেরত পাঠান। তখন আয়েশা (রা) বলেন, লোকটি আমার কাপড়টি নষ্ট করল কেন? তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, বীর্যগুলো আঙুল দিয়ে ডলে তুলবে। অনেক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক থেকে আমার আঙুল দিয়ে তা ডলে তুলেছি। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(٨٩) عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَوَاءَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ.

(৮৯) কাইস ইবন্ ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বনূ সাওআহ্ (রা) গোত্রের জনৈক (অজ্ঞাত পরিচয়) ব্যক্তি থেকে আর তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ফলে তাদের মাঝে যে পানি ছড়িয়ে পড়ে সে বিষয়ে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানির (বীর্যের) ওপর পানি ঢেলে দিতেন।

[শুধুমাত্র আহমদ। সনদের অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটির কারণে হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

(٩٠) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৯০) সুলাইমান ইবন্ ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক থেকে বীর্য ধৌত করতেন।* [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٥) باب فى طهارة المسلم حيًّا و ميتًا

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ মু'মিনের দেহ জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পবিত্র

(٩١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ : أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَقِيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْلِسَ إِلَيْكَ وَأَنَا جُنُبٌ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ. فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ أُخَرَ) قَالَ : لَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَانْخَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ (فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَفِيْهِ) : فَقَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ.

(৯১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) নাপাক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তখন আমি তাঁর সাথে চলতে থাকি। এরপর যখন তিনি বসলেন, তখন আমি চুপিচুপি বেরিয়ে আমার বাড়ি চলে যাই এবং গোসল করি। এরপর আমি তাঁর কাছে আগমন করি। তিনি তখনও বসে ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম ঃ আমার সাথে যখন আপনার দেখা হয় তখন আমি নাপাক ছিলাম, নাপাক অবস্থায় আপনার কাছে বসতে আমার খারাপ লাগে। এজন্য আমি বেরিয়ে গিয়ে গোসল করলাম। তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! মু'মিন নাপাক হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

---

* **টীকাঃ** উপরের হাদীসগুলির কোনোটিতে বীর্য ধোয়া ও কোনোটিতে তা মুছে বা ডলে উঠানোর কথা বলা হয়েছে। এগুলোর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ফকীহ্গণের মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ্ বীর্য অপবিত্র নয় বলে মনে করেন। তাঁরা মোছা বা ডলার হাদীসগুলির উপর নির্ভর করেছেন।

অপরদিকে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র) সহ অন্য অনেক ফকীহ বীর্যকে নাপাক বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা ধোয়ার নির্দেশনা জ্ঞাপক হাদীসগুলোর ওপর নির্ভর করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) আরও বলেছেন যে, বীর্য নাপাক। তবে যদি শুকিয়ে যায় তাইলে তা ঘষে, ডলে বা মুছে উঠিয়ে দিলে পোশাক পবিত্র হয়ে যাবে। আর যদি তা আদ্র বা তরল হয় তাহলে তা অবশ্যই ধৌত করতে হবে। এভাবে তিনি এ বিষয়ক সকল হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ে প্রদান করেছেন।

তাঁর থেকে (আবূ হুরায়রা (রা) থেকে) অন্য এক সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মদীনার একটি রাস্তায় চলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন আমি চুপিচুপি সরে গেলাম এবং গোসল করলাম। এরপর আমি তাঁর কাছে আগমন করলাম। (তখন তিনি পূর্বের মত বললেন, তাতে আরও আছে যে,) মুসলমান নাপাক হয় না। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٩٢) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِىْ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ قَالَ : قُلْتُ : إِنِّى جُنُبٌ. قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.

(وَمِن طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ خَرَجَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : مَالَكَ؟ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.

(৯২) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার এক পথে তার সাক্ষাৎ পান। তখন তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে যান। তখন আমি বললাম, আমি নাপাক। তিনি বলেনঃ মু'মিন অপবিত্র হয় না। (মুসলিম)

দ্বিতীয় এক সনদে ইবন্ সীরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথে বের হলেন। এমতাবস্তায় হুযাইফা ইবন্ ইয়ামান (রা) তাঁর সাথে দেখা হয়। তখন হুযাইফা (রা) সেখান থেকে সরে যান এবং গোসল করেন। এরপর তিনি তাঁর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি বলেন, তোমার কি হয়েছিল? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নাপাক ছিলাম (গোসল ফরয ছিল), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলিম অপবিত্র হয়ে যায় না। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(٦) بَابُ فِىْ طَهَارَةِ مَالاَنَفْسٌ لَهُ سَائِلَةٌ حَيًّا وَمَيْتًا .

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ যে সকল প্রাণীর দেহে প্রবাহিত রক্ত নেই তাদের দেহ জীবিত ও মৃত অবস্থায় পবিত্র

(٩٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِىْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الْأُخَرِ شِفَاءً وَأَنَّهُ يَتَّقِىْ بِجَنَاحِهِ الَّذِى فِيْهِ الدَاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ.

(عَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِىْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِى الْأُخَرِ دَاءً.

(৯৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো (খাদ্য বা পানীয়ের) পাত্রের মধ্যে যদি মাছি পতিত হয়, তাহলে তার দুই ডানার এক ডানায় রোগ থাকে ও অপর ডানায় প্রতিষেধক থাকে। যে ডানায় রোগ থাকে মাছি সেই ডানার উপরেই ভর করে। এজন্য এই অবস্থায় সে যেন মাছিটিকে পুরোপুরি চুবিয়ে নেয়।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কারো পানীয়ের মধ্যে মাছি পতিত হয়, তাহলে সে যেন মাছিটিকে পুরোপুরি তাতে চুবিয়ে নেয়। কারণ, তার দুই ডানার এক ডানায় রোগ ও অন্য ডানায় প্রতিষেধক থাকে। (বুখারী ও অন্যান্য)

(٩٤) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِى طَعَامِ أَحَدِكُمْ فَأَمْقُلُوْهُ.

(৯৪) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খাদ্যের মধ্যে মাছি পতিত হলে তোমরা মাছিটিকে চুবিয়ে ফেলবে।*

(٩٥) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

(৯৫) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই প্রকারের মৃত প্রাণী ও দুই প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। বৈধ মৃত প্রাণী দুইটি হচ্ছে মাছ ও ফড়িং। (পঙ্গপাল) (Locust)। বৈধ দুই প্রকার রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা। [ইবন্ মাজাহ, শাফিয়ী, বাইহাকী, দারুকুতনী।]

أَبْوَابُ أَحْكَامُ التَّخَلِّى وَالْاِسْتِنْجَاءِ وَالْاِسْتِجْمَارِ وَاٰدَابِ ذَالِكَ

মলমূত্র ত্যাগ, শৌচ কর্ম ও ঢিলা ব্যবহার করার বিধান ও আদবসমূহ

(١) بَابٌ فِىْ اِرْتِيَادِ الْمَكَانِ الرَّخْوِ وَمَا لَايَجُوْزُ التَّخَلِّى فِيْهِ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ মলমূত্র ত্যাগের জন্য নরম স্থানে গমন ও যে সকল স্থানে মলমূত্র ত্যাগ বৈধ নয়।

(٩٦) عَنْ أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِى فَمَالَ إِلَى دَمْثٍ فِىْ جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيْلَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمْ فَأَصَابَهُ شَيْئٌ مِنْ بَوْلِهِ تَتَبَّعَهُ فَقَرَضَهُ بِالْمَقَارِيْضِ وَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ.

(৯৬) আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ চলছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি পথ থেকে সরে একটি বাগানের প্রাচীরের পাশে নরম বালুকাময় স্থানে গমন করেন এবং পেশাব করেন। এরপর তিনি বলেন, বনূ ইসরাঈলরা (বা ইহুদীগণ) তাদের কারো (দেহে বা পোশাকে) পেশাব লাগলে তা ঠিকমত দেখে কাঁচি দিয়ে কর্তন করত। তিনি আরো বলেন, তোমাদের কেউ মূত্রত্যাগ করতে চাইলে সে যেন মূত্রত্যাগের জন্য নরম স্থানে গমন করে। (আবূ দাউদ, সনদ দুর্বল।)

(٩٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اتَّقُوْا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ قِيْلَ مَا الْمَلَاعِنُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِى ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ فِيْهِ أَوْفِى طَرِيْقٍ أَوْ فِىْ نَقْعِ الْمَاءِ.

(৯৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা তিনটি অভিশাপের স্থান বর্জন করে চলবে। তখন বলা হলোঃ হে আল্লাহর রাসূল! অভিশাপের স্থানগুলো কি কি? তিনি বলেন, ১. মানুষ ছায়াগ্রহণ করে এরূপ স্থানে পেশাব করতে বসা, ২. রাস্তায় পেশাব করতে বসা এবং ৩. জলাশয়ে বা পানির মধ্যে পেশাব করতে বসা। [শুধুমাত্র আহমদ। হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

* টীকাঃ উপরের হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, খাদ্য বা পানীয়ের মধ্যে মাছি পতিত হলে বা মারা গেলে সেই খাদ্য বা পানীয় নাপাক হয়ে যায় না।

(٩٨) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اتَّقُوْا اللَّعَّانِيْنِ. قَالُوْا : وَمَا اللَّعَّانَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلَّى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْفِىْ ظِلِّهِمْ.

(৯৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অভিশাপ অর্জনের দুইটি বিষয় পরিহার করবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অভিশাপ অর্জনের বিষয় দুইটি কি? তিনি বলেনঃ মানুষের রাস্তায় অথবা তাদের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা। [মুসলিম]

(٢) بَابُ فِيْمَا جَاءَ فِى الْمَوَاضِعِ الَّتِىْ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِيْهَا .

(২) পরিচ্ছেদ ঃ যে সকল স্থানে মূত্রত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে

(٩٩) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْجُحْرِ وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الْفَارَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيْلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَوْكِؤُا الْأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ وَغَلِّقُوْا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ. قَالُوْا الْقَتَادَةَ : مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ ؟ قَالَ : يُقَالُ : إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

(৯৯) কাতাদাহ্ আব্দুল্লাহ ইবন্ সারজিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কখনো গর্তের মধ্যে পেশাব করবে না। আর যখন তোমরা ঘুমাবে তখন বাতি নিভিয়ে দেবে; কারণ ইঁদুর বাতির সলতে নিয়ে ঘরের বাসিন্দাদের পুড়িয়ে দেয়। তোমরা রাত্রে পানির মশকগুলো (চামড়ার পানিপাত্র) মুখ বেঁধে রাখবে, পানীয় ঢেকে রাখবে এবং দরজা বন্ধ করে রাখবে। হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদাহ্কে প্রশ্ন করা হয়ঃ গর্তের মধ্যে পেশাব করতে অপছন্দ করা হয় কেন? তিনি বলেনঃ বলা হয়, এগুলো জিনদের আবাসস্থল। [নাসাঈ, আবূ দাউদ, মুসতাদরাক হাকিম, বাইহাকী। ইবন্ খুযাইমা ও ইবনুস্ সাকান হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।]

(١٠٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ.

(১০০) আব্দুল্লাহ ইবন্ মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার গোসলের স্থানে পেশাব করে অতঃপর সেখানে ওযূ না করে, কারণ অধিকাংশ ওয়াসওয়াসা এর থেকেই হয়।

তাঁর থেকে অন্য বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন কোনো ব্যক্তিকে তার গোসলের স্থানে পেশাব করতে; কারণ অধিকাংশ ওয়াসওয়াসা এর থেকেই হয়।

[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ। তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। যিয়া মাকদিসী অনুরূপ একটি হাদীস গ্রহণযোগ্য হিসাবে সংকলিত করেছেন।]

(١٠١) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً قَدْ صَحِبَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُوْهُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَالَ : نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ وَأَنْ يَبُوْلَ فِى مُغْتَسَلِهِ وَأَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفُوْا (وَفِى رِوَايَةٍ وَلْيَغْتَرِفَا) جَمِيْعًا.

(১০১) হুমাইদ ইবন্ আব্দুর রাহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন সাহাবীর সাথে আমার সাক্ষাত হয় যিনি চার বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলেন, যেমন আবূ হুরায়রা (রা) চার বছর তাঁর সাথে ছিলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমাদের কেউ যেন প্রতিদিন চুল না আঁচড়ায়, কেউ যেন তার গোসলের স্থানে পেশাব না করে, স্ত্রী যেন পুরুষের গোসলের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল না করে এবং পুরুষ যেন স্ত্রীর গোসলের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল না করে। (অপর বর্ণনায় আছে) বরং তারা যেন উভয়ে একত্রে পাত্রের মধ্যে হাত চুবিয়ে পানি নেয়। [পানির বিধানের ৫ম পরিচ্ছেদ-এর ২০ নং হাদীস দেখুন।]

فَصْلٌ فِيْمَا جَاءَ فِى الْبَوْلِ مِنْ قِيَامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা প্রসঙ্গে

(١٠٢) عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا مُوْسَى كَانَ يَبُوْلُ فِى قَارُوْرَةٍ وَيَقُوْلُ إِنَّ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ كَانُوْا أَصَابَ أَحَدَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضَ مَكَانَهُ قَالَ حُذَيْفَةُ وَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هٰذَا التَّشْدِيْدَ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ نَتَمَاشَى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى سُبَاطَةٍ فَقَامَ يَبُوْلُ كَمَا يَبُوْلُ أَحَدُكُمْ فَذَهَبْتُ أَتَنَحَّى عَنْهُ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ.

(وَمِنْ طَرِيْقٍ أُخْرٰى) عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ طَرِيْقٍ فَتَنَحَّى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَتَبَاعَدْتُ مِنْهُ فَادْنَانِىْ حَتَّى صِرْتُ قَرِيْبًا مِنْ عَقِبَيْهِ فَبَالَ قَائِمًا وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

(১০২) আবূ ওয়াইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা ইবন্ ইয়ামান (রা)-কে বলা হয় যে, সাহাবী আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বোতলের মধ্যে পেশাব করেন। তিনি বলেন যে, ইসরাঈলের সন্তানগণ (ইহুদীগণ) যদি তাদের কারো (গায়ে বা পোশাকে) পেশাব লাগত তাহলে সেই স্থান কেটে ফেলত। হুযাইফা (রা) বলেন, তোমাদের সঙ্গী (আবূ মূসা আশ'আরী) যদি এইরূপ কড়াকড়ি না করতেন তাহলে খুবই ভাল হত বলে আমি মনে করি। আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটি ময়লা আবর্জনার স্থানে গমন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন, যেমন তোমাদের কেউ পেশাব করে। তখন আমি সরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, কাছে এস। আমি তাঁর একেবারে কাছে এসে পায়ের গোড়ালির কাছে দাঁড়ালাম। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(অন্য বর্ণনায় আছে) শাকীক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাস্তায় চলছিলাম এমতাবস্থায় তিনি একটু সরে আবর্জনা ফেলার স্থানে গমন করেন। তখন আমি সরে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে কাছে ডাকেন এমনকি আমি তাঁর পায়ের গোড়ালির কাছে দাঁড়ালাম। তিনি তখন দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। এরপর পানি চেয়ে নিয়ে ওযূ করেন এবং পায়ের (চামড়ার) মোজার ওপর মাস্‌হ করেন। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(١٠٣) عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ فَفَحَجَ رِجْلَيْهِ.

(১০৩) মুগীরাহ ইবন্ শু'বাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুক গোত্রের আবর্জনা ফেলার স্থানে যেয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। হাম্মাদ ইবন্ আবূ সোলাইমান বলেন, তিনি তাঁর দুই উরু ফাঁক করে দাঁড়ান। [বাইহাকী]

(١٠٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ، مَا بَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ.

(১০৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন তাহলে তা বিশ্বাস করবে না। কুরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর দাঁড়িয়ে পেশাব করেন নি।* [নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্]

(٣) بَابُ فِى التَّبَاعُدِ وَالْاِسْتِتَارِ عِنْدَ التَّخَلِّى فِى الْفَضَاءِ وَالْكَفُّ عَنِ الْكَلَامِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَفِتْئِذ.

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ মলমূত্র ত্যাগের জন্য, দূরে ও আড়ালে যাওয়া এবং কথাবার্তা ও সালামের উত্তর দান থেকে বিরত থাকা

(١٠٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى قُرَادٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًا فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَأَتْبَعْتُهُ بِالْاَدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيْقِ وَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَتَهُ أَبْعَدَ.

(১০৫) আব্দুর রাহমান ইবন্ আবী কুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জে গমন করেছিলাম। আমি তাঁকে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতে দেখলাম। তখন আমি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পিছে পিছে গেলাম। আমি তাঁর জন্য রাস্তায় বসে থাকলাম। তিনি যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে বের হতেন তখন বহুদূরে (লোকচক্ষুর আড়ালে) চলে যেতেন।

[ইবন্ মাজাহ ও নাসাঈ হাদীসটির অংশ বিশেষ সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(١٠٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَأَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيْبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِى آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ.

(১০৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, যে ব্যক্তি মলত্যাগের জন্য গমন করবে, সে যেন নিজেকে আড়াল করে। যদি কোনো আড়াল না পায় তাহলে যেন সে কিছু মাটি বা বালি দিয়ে টিপি বানিয়ে তাকে পেছনে রেখে বসে। কারণ শয়তান আদম সন্তানদের গুপ্তাঙ্গ নিয়ে খেলা করে। যদি কেউ তা করে তাহলে ভাল, আর না করলে অসুবিধা নেই।

[আবূ দাউদ, ইবন্ হিব্বান, হাকিম, বাইহাকী। হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

* টীকাঃ আয়িশা (রা)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাঁড়িয়ে পেশাব না করাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ রীতি। বাড়িতে সর্বদা তিনি বসে পেশাব করতেন। তবে হুযাইফা (রা)-এর হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কখনো কখনো তিনি প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, যে বিষয়ে আয়িশা (রা) জানতেন না।

(١٠٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُوبْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَالِسَيْنِ قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ أَوْشِبْهُهَا فَاسْتَتَرَبِهَا فَبَالَ جَالِسًا قَالَ فَقُلْنَا أَيَبُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَوْ مَاعَلِمْتُمْ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِى إِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا أَصَابَهُ الشَّئُ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَالِكَ فَعُذِّبَ فِى قَبْرِهِ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ)، وَفِيْهِ : فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أُنْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ قَالَ فَسَمِعَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْحَكَ أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِى إِسْرَائِيْلَ .... اَلْحَدِيْث.

(১০৭) আব্দুর রাহমান ইবন্ হাসানাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমর ইবনুল 'আস (রা) দু'জন বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন। তাঁর সাথে একটি ঢাল বা ঢালের মত বস্তু ছিল। তিনি সেই ঢালটির আড়ালে বসে পেশাব করেন। তখন আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি মেয়েদের মত (বসে ও আড়াল করে) পেশাব করছেন? অতঃপর তিনি আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেনঃ তোমরা কি জান না, ইহুদীদের সাথী লোকটির কি হয়েছিল? ইহুদীদের কারো (দেহে বা পোশাকে) পেশাব লাগলে তা তারা কেটে ফেলত। ঐ লোকটি তাদেরকে তা নিষেধ করে। ফলে তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়।

(দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঢালের আড়ালে পেশাব করতে বসলেন, তখন কেউ কেউ বললঃ তাঁকে দেখ! মহিলা যেমন পেশাব করে সেইরূপ (আড়াল করে বসে) পেশাব করছেন! তিনি এই কথা শুনতে পান। তিনি বলেন, হতভাগা পোড়া কপাল! তুমি কি জান না ইহুদীদের সাথী লোকটির কি হয়েছিল? [বাইহাকী, তাবারানী, নাসাঈ, আবূ দাউদ। ইমাম মুনযিরীর মতে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।]

(١٠٨) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَالِكَ.

(১০৮) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, দুই ব্যক্তি একত্রে তাদের গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত করে মলত্যাগরত অবস্থায় কথাবার্তা বলবে না। কারণ আল্লাহ তা অত্যন্ত ঘৃণা করেন। [আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ। হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।]

فَصْلٌ فِى كَرَاهَةِ رَدِّ السَّلَامِ أَوِ الْاِشْتِغَالِ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর সময় সালামের উত্তর দেওয়া বা আল্লাহর যিকির করা মাকরূহ

(١٠٩) عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللّٰهَ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ، قَالَ فَكَانَ الْحَسَنُ مِنْ أَجْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ أَوْ يَذْكُرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَتَطَهَّرَ۔

(১০৯) মুহাজির ইবন কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযূ করছিলেন এমতাবস্থায় তিনি তাঁকে সালাম প্রদান করেন। তিনি সালামের উত্তর না দিয়ে ওযূ করা সম্পন্ন করেন। এরপর সালামের উত্তর প্রদান করেন এবং বলেন ঃ তোমার সালামের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করায় আমার কোনো বাধা ছিল না, তবে আমি ওযূ বিহীন অবস্থায় আল্লাহর যিকির করতে অপছন্দ করলাম। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই হাদীসের কারণে হাসান বসরী ওযূ বিহীন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত বা আল্লাহর যিকির করতে অপছন্দ করতেন (মাকরূহ মনে করতেন)। [ইবন্ মাজাহ, আবূ দাউদ, নাসাঈ। হাদীসটির সনদ সহীহ]

(١١٠) عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جَدْعَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ وَضُوْئِهِ قَالَ : لَمْ يَمْنَعْنِىْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّىْ كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وَضُوْءٍ. (وَفِىْ رِوَايَةٍ) إِلاَّ إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُوْلُ أَوْقَدْ بَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ رَدَّ عَلَىَّ.

(১১০) মুহাজির ইবন্ কুনফুয ইবন্ উমাইর ইবন্ জাদ'আন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযূ করছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁকে সালাম করি তিনি আমার সালামের উত্তর প্রদান করেন নি। ওযূ শেষ হলে তিনি বলেন ঃ তোমার সালামের উত্তর দানে আমার একটিমাত্র অসুবিধা ছিল যে, আমি ওযূ বিহীন অবস্থায় ছিলাম। (অন্য বর্ণনায়) আমি ওযূ বিহীন অবস্থায় আল্লাহর যিকির করাকে অপছন্দ করেছি।

তাঁর থেকে অন্য এক সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশাব করছিলেন বা সবেমাত্র পেশাব শেষ করলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁকে সালাম করি। তিনি সালামের উত্তর না দিয়ে ওযূ করেন এবং এরপর আমার সালামের উত্তর প্রদান করেন। [ইবন্ মাজাহ। হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য।]

(١١١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ بِيَدِهِ إِلَى الْحَائِطِ، يَعْنِىْ أَنَّهُ تَيَمَّمَ.

(১১১) আব্দুল্লাহ ইবন্ হানযালাহ ইবন্র রাহিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবেমাত্র পেশাব করেছেন, এমতাবস্থায় একব্যক্তি তাঁকে সালাম দেয়। তিনি সালামের উত্তর না দিয়ে প্রাচীরের গায়ে হাত বুলিয়ে তায়াম্মুম করেন অতঃপর সালামের উত্তর প্রদান করেন।

[হাদীসটির সনদ দুর্বল। হাদীসটি ইমাম আহ্মদ ছাড়া কেউ সংকলিত করেছেন বলে জানা যায় না। ইবন্ মাজাহ সমার্থক একটি হাদীস সংকলন করেছেন।]

فَصْلٌ فِى جَوَازِ الذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ওযূ বিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে

(١١٢) عَنْ أَبِىْ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَلاَ شَيْأً مِنَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.

(১১২) আবূ সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন সাহাবী আমাকে বলেছেন, (তিনি দেখেন যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশাব করেন এবং এরপর পানি স্পর্শ করার পূর্বেই কুরআন থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করেন। [হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। হাদীসটি ইমাম আহমদ ছাড়া কেউ সংকলন করেছেন বলে জানা যায় না। তবে এই অর্থে সহীহ্ সনদে সালমান ফারসী থেকে একটি হাদীস সংকলন করেছেন বাইহাকী ও দারুকুতনী।]

(٤) بَابٌ فِيمَا يَقُوْلُ الْمُتَخَلِّي عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَخُرُوْجِهِ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ প্রকৃতির ডাকে সাড়াদানকারী শৌচাগারে প্রবেশের সময় ও বের হওয়ার সময় যা বলবে

(١١٣) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

(১১৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নির্জন স্থানে শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন (প্রবেশের পূর্বে) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র কর্ম এবং অপবিত্র শয়তানদের থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(١١٤) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيْثِ أَوِ الْخَبَائِثِ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيْعًا.

(১১৪) শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল আযীয ইবন্ সুহাইব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নির্জন স্থানে (মল-মূত্র ত্যাগের স্থানে) প্রবেশ করতেন তখন (প্রবেশের পূর্বে) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি নিন্দনীয়, অপবিত্র কর্ম এবং শয়তান (পুরুষ ও নারী) থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। শু'বা বলেনঃ দুইটিই তিনি বলতেন। [তিরমিযী।]

(١١٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ هٰذِهِ الْحَشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اَللّٰهُمَّ اَنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

(১১৫) যায়েদ ইবন্ আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মলমূত্র ত্যাগের স্থানগুলিতে শয়তান উপস্থিত থাকে। এজন্য তোমাদের কেউ এগুলিতে প্রবেশ করলে (প্রবেশের সময়) বলবে, "হে আল্লাহ! আমি অন্যায়-অপবিত্র কর্ম বা অপবিত্র পুরুষ ও অপবিত্র নারী (শয়তান) থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।" [আবূ দাউদ, বাইহাকী।]

(١١٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفْرَانَكَ.

(১১৬) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শৌচাগার বা মলত্যাগের স্থান থেকে বের হতেন তখন বলতেন, 'আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' [তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ। ইবন্ হিব্বান, হাকিম ও ইবন্ খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ্ বলে গণ্য করেছেন।]

(٥) بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ اسْتِدْبَارِهَا وَقْتُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিব্‌লার দিকে মুখ করা বা কিব্‌লাকে পিছনে রাখার নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে

(١١٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا يَبُوْلُ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَأَنَا اَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَالِكَ.

(১১৭) আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা) আয্‌যাবীদি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কেউ কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করবে না। আর আমিই কথাটি মানুষদেরকে প্রথম বলেছি। [ইবন্ হিব্বান, ইব্‌ন্ মাজাহ। বুসীরী বলেনঃ হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(١١٨) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ اَلْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.

(১১৮) মা'কিল ইবন্ আবী মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মল-মূত্র ত্যাগের সময় দুই কিব্‌লার দিকে মুখ করতে নিষেধ করেছেন।*

[ইবন্ মাজাহ্, আবূ দাউদ। ইমাম নববী হাদীসটির সনদ শক্তিশালী বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١١٩) عَنْ رَافِعِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ وَهُوَ بِمِصْرَ وَاللّٰهِ مَا أَدْرِيْ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْكَرَايِسِ يَعْنِي الْحُنُفَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَلَايَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَايَسْتَدْبِرْهَا.

(১১৯) রাফি' ইবন্ আবী ইসহাক থেকে বর্ণিত যে, তিনি মিশরে থাকা অবস্থায় সাহাবী আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না, এই সব শৌচাগারগুলো কি করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন, তোমাদের কেউ মলত্যাগ বা মূত্রত্যাগের জন্য গমন করলে সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং পিঠ না দেয়। [মালিক, শাফিয়ী]

(١٢٠) عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَايَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلَكِنْ لِيُشَرِّقْ أَوْلِيُغَرِّبْ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ جُعِلَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

(১২০) আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ মলত্যাগ বা মূত্রত্যাগের জন্য গমন করলে সে যেন কখনোই কিবলা সামনে করে না বসে। বরং সে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে বসবে। তিনি বলেনঃ এরপর আমরা যখন সিরিয়ায় গমন করলাম তখন দেখলাম সেখানকার শৌচাগারগুলি কিবলার দিকে মুখ করে তৈরী করা। তখন আমরা সেগুলির মধ্যে ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।** [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

---

* [টীকাঃ দুই কিব্‌লাহ বলতে বাইতুল মুকাদ্দিস ও মক্কাস্থ কা'বা শরীফকে বুঝানো হয়েছে। প্রথম কিবলা মদীনা শরীফ থেকে উত্তরে এবং দ্বিতীয় কিবলা দক্ষিণে। একটির দিকে মুখ করলে অন্যটি পিছনে দেওয়া হয়। সম্ভবত এজন্যই এতদুভয়ের দিকে মুখ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

**টীকা ঃ ক. মদীনা শরীফ থেকে কিব্‌লাহ দক্ষিণ দিকে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে বলেছেন, যেন কিবলাহ সামনে বা পিছনে না থাকে।

খ. কিবলামুখী করে বানানো শৌচাগারে ঘুরে বসার পরেও তাঁরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন; কারণ এভাবে বসার পরেও মনে সন্দেহ হয় যে, হয়তবা কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। এছাড়া এ ধরনের শৌচাগার ব্যবহার করতেও মু'মিনের মনে দ্বিধা অনুভব হয়। আর মু'মিন শরীয়তের বিধান পালনের সামান্যতম অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যও মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন

(١٢١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَالَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَلاَيَسْتَطِبُ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهِ -

(১২১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তো তোমাদের পিতার ন্যায়। তোমাদের কেউ যখন নির্জন স্থানে (মল-মূত্রত্যাগের স্থানে) গমন করবে, তখন সে কিবলার দিকে মুখ করবে না এবং কিবলাকে পিছনেও রাখবে না। (আবূ হুরায়রা বলেন) আর তিনি আমাদেরকে গোবর-ঘুটে ও শুকনো পঁচা হাড় শৌচকর্মের ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। আর কেউ তার ডান হাত শৌচকর্মে ব্যবহার করবে না।

[শাফিয়ী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ হিব্বান। ইমাম মুসলিম হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে সংকলিত করেছেন।]

(١٢٢) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ يَسْتَهْزِؤُنَ بِهِ إِنِّي لأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ سَلْمَانُ أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ (وَفِي رِوَايَةٍ : وَلاَنَسْتَدْبِرَهَا) لاَنَسْتَنْجِي بِأَيْمَانِنَا وَلاَنَكْتَفِي بِدُوْنِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَلاَعَظْمٌ.

(১২২) সালমান ফারিসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় মুশরিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি উপহাস করে বলে, আমরা দেখছি যে, তোমাদের সাথী তোমাদেরকে পায়খানা করতেও শেখায়! সালমান বলেনঃ আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ, তা তো বটেই। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ এ সময়ে কিবলাহ্র দিকে মুখ না দিতে (অন্য বর্ণনায়ঃ এবং কিবলার দিকে পিছন না দিতে)। আর শৌচকর্মে আমাদের ডান হাত ব্যবহার না করতে আর ঢিলা ব্যবহারে তিনটি পাথরের কম ব্যবহার না করতে এবং সেগুলোর মধ্যে গোবর-ঘুটে বা হাড় ব্যবহার না করতে। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(٦) بَابٌ فِي جَوَازِ ذَالِكَ فِي الْبُنْيَانِ

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ গৃহের মধ্যে কিব্লাহকে সামনে বা পিছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ জায়িয হওয়া প্রসঙ্গে

(١٢٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ أَنْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوْجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

(১২৩) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কিব্লাহর দিকে মুখ করে বা পিছনে ফিরে মূত্রত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর তাঁর ইন্তেকালের এক বৎসর পূর্বে তাঁকে কিব্লাহর দিকে মুখ করে পেশাব করতে দেখলাম।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, তিরমিযী, ইবন্ হিব্বান, হাকিম ও অন্যান্য। ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٢٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَقِيْتُ يَوْمًا فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِلَفْظٍ) لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

(১২৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি (আমার বোন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী) হাফসা (রা)-এর বাড়ির উপরে উঠি। তখন দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরিয়ার দিকে মুখ করে কিব্লাহর দিকে পিছন ফিরে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছেন।

(দ্বিতীয় এক বর্ণনায় তিনি বলেন,) আমি একদিন আমাদের বাড়ির উপরে উঠেছিলাম। তখন দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি ইটের ওপর বাইতুল মাকদিস-এর দিকে মুখ করে বসে আছেন। [বুখারী, মুসলিম, ও অন্যান্য]

(١٢٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّى عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

(১২৫) তাঁর (আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে) আরও বর্ণিত।-যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুইটি ইটের উপরে কিব্লাহর দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দেখেছি। [বাইহাকী, ইবন্ মাজাহ্। হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল।]

(١٢٦) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوْلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ-

(১২৬) আবূ কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিব্লাহ-এর দিকে মুখ করে পেশাব করতে দেখেছেন। [ইবন্ মাজাহ। হাদীসটির সনদ দুর্বল]

(١٢٧) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَنَّهُ قَالَ مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَ عِرَاكُ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُوْنَ ذَالِكَ. (وَفِي رِوَايَةٍ) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ فَعَلُوْهَا؟ اِسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ.

টীকাঃ প্রথম অনুচ্ছেদের হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলাহর দিকে মুখ করার বা পিছন ফেরা উভয়ই নিষিদ্ধ। অপরদিকে পরবর্তী হাদীসগুলো থেকে বিষয়টি বৈধ বলে জানা যায়। উভয় অর্থের হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রদানের ক্ষেত্রে ফকীহ্গণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী ও অন্যান্য অনেক ফকীহ্ বলেন, নিষেধ জ্ঞাপক হাদীসগুলোর অর্থ হলো, ফাঁকা মাঠে, মরুভূমিতে বা খোলা প্রান্তরে মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখি হওয়া বা কিবলাকে পিছনে রাখা নিষিদ্ধ। অপরদিকে অনুমতি জ্ঞাপক হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁরা বলেন যে, গৃহ বা শৌচাগারের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করার ক্ষেত্রে কিবলামুখী হওয়া বৈধ।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ (রা) ও অন্যান্য অনেক ফকীহ্ নিষেধাজ্ঞাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের মতে, প্রান্তরে বা গৃহাভ্যন্তরে সকল ক্ষেত্রেই মলমূত্র ত্যাগের সময় কিব্লাহ সামনে রাখা বা পিছনে রাখা নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক হাদীসগুলোর সুস্পষ্ট অর্থ কিবলাহ্কে সম্মান করা। এক্ষেত্রে প্রান্তর বা ঘরের মধ্যে পার্থক্য নেই। বৈধতা জ্ঞাপক হাদীসগুলোর তাঁরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে, এ সকল হাদীস সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম ভিত্তিক। এ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা যেমন সুস্পষ্ট, অনুমতি তেমন সুস্পষ্ট নয়। শুধুমাত্র জানা যায় যে, তিনি নিজে কখনো কখনো এ সময়ে কিবলাহ্কে পিছনে বা সামনে রেখেছেন। তাঁর নিজের কর্ম বিশেষ অনুমতির কারণে হতে পারে। এ জন্য সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে এগুলোর উপর নির্ভর করার চেয়ে প্রান্তর ও গৃহাভ্যন্তর সকল স্থানে মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলাহকে সামনে বা পেছনে রাখা পরিত্যাগ করাই উত্তম ও সাবধানতামূলক।]

(১২৭) উমর ইবন্ আব্দুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অমুক সময় থেকে কখনো নিজের গুপ্তাঙ্গকে কিব্লাহমুখী করি নি। (কিবলাহর দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগ করি নি) তখন ইরাক ইবন্ মালিক বলেন, আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারলেন যে, মানুষেরা মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলাহমুখী হওয়াকে অপছন্দ করছে (অপর বর্ণনায় আছে) আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) তা শুনে বললেন, সত্যিই কি লোকেরা তা অপছন্দ করছে? তখন তিনি তার শৌচাগারকে কিবলাহমুখী করার নির্দেশ প্রদান করেন।

[ইবন্ মাজাহ। আবুল হাসান কাত্তান প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٧) بَابُ فِيمَا جَاءَ فِي الْاسْتِجْمَارِ وَآدَابِهِ، وَفِيهِ فُصُوْلٌ.

(৭) পরিচ্ছেদ ঃ ঢিলা ব্যবহার এর নিয়মাবলী এতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ আছে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي آدَابِهِ :

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ ঢিলা ব্যবহারের আদব বা নিয়মাবলী

(١٢٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ، وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ.

(১২৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পাথর ব্যবহার করবে সে যেন তা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে। যদি কেউ তা করে তাহলে ভাল, আর না করলেও অসুবিধা নেই। [হাদীসটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত এই অধ্যায়ের (১০৬ নং) হাদীসের অংশ।]

(١٢٩) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَنْثُرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ.

(১২৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযূ করবে সে যেন নাক পরিষ্কার করে এবং যে ব্যক্তি পাথর ব্যবহার করবে সে যেন বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করে। [মুসলিম]

(١٣٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوْتِرْ.

(১৩০) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ পাথর ব্যবহার করে তাহলে সে যেন তা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِي فِي النَّهْيِ عَنِ الْاسْتِجْمَارِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার নিষেধাজ্ঞা

(١٣١) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَهُ الْمُشْرِكُوْنَ إِنَّا نَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ قَالَ : أَجَلْ، إِنَّهُ يَنْهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِيْنِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَيَنْهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ : لَايَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

(১৩১) সালমান ফারিসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় মুশরিক তাঁকে বলে, আমরা দেখছি যে, তোমাদের সাথী তোমাদেরকে শিক্ষা দেন, এমনকি তোমাদেরকে পায়খানা করতেও শেখান! সালমান বলেনঃ হ্যাঁ, তা তো বটেই। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, কেউ যেন তার ডান হাত শৌচকর্মে ব্যবহার না করে এবং কিবলাহর দিকে মুখ না করে। আর তিনি আমাদেরকে শৌচকর্মে গোবর-ঘুটে বা হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন ঢিলাতে তিনটি পাথরের কম ব্যবহার না করে। [মুসলিম ও অন্যান্য। পূর্বের ১২২ নং হাদীস দেখুন]

(١٣٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاَثًا .

(১৩২) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ পাথর ব্যবহার করে তাহলে সে যেন তিনটি পাথর ব্যবহার করে।

[হাদীসটি এই শব্দে ইমাম আহমদই সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।]

(١٣٣) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْاِسْتِطَابَةَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : الْاِسْتِنْجَاءَ) فَقَالَ : ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ .

(১৩৩) খুযাইমাহ ইবন্ সাবিত আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসতিন্জার (মলমূত্র ত্যাগের পরে পরিষ্কার হওয়ার) কথা উল্লেখ করেন। তখন তিনি বলেনঃ তিনটি পাথর ব্যবহার করবে, যেগুলির মধ্যে কোনো গোবর-ঘুটে থাকবে না। [আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ। সনদ শক্তিশালী]

(١٣٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِلْحَاجَةِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ .

(১৩৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি প্রাকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যায় তাহলে যেন সে তিনটি পাথর ব্যবহার করে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে। তিনটি পাথরই তার জন্য যথেষ্ট। [আবূ দাউদ, নাসাঈ। দারুকুতনী বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(١٣٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَتَسْتَقْبِلُوْهَا وَلاَتَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلاَيَسْتَنْجِىْ أَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ .

(১৩৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের পিতার মত, আমি তোমাদেরকে শিক্ষা-দান করি। যখন তোমাদের কেউ নির্জন স্থানে (শৌচাগারে) গমন করবে, সে যেন কিবলাহ্কে সামনে বা পিছনে না রাখে। আর তোমাদের কেউ যেন তিনটি পাথরের কমে পরিচ্ছন্নতা অর্জন না করে। [শাফিয়ী, নাসাঈ, ইবন্ হিব্বান। ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে সংকলন করেছেন।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَجُوْزُ الاسْتِجْمَار بِهِ وَمَالاَيَجُوْزُ :

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ কোন্ দ্রব্য ঢিলা হিসাবে ব্যবহার করা বৈধ ও কোন্ কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করা বৈধ নয়

(١٣٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ اَلْتَمِسْ لِي ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ قَالَ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) : فَقَالَ ائْتِنِي بِشَيْئٍ أَسْتَنْجِي بِهِ، وَلاَتَقْرَبْنِي حَائِلاً وَلاَرَجِيْعًا.

(১৩৬) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য বের হন। তখন তিনি আমাকে বললেনঃ আমাকে তিনটি পাথর এনে দাও। আমি দুইটি পাথর ও এক টুকরা গোবর এনে দিলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবরের টুকরাটি ফেলে দিলেন এবং বললেন, এটা অপবিত্র ও নোংরা।

তাঁর থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, তিনি (ইবন্ মাসঊদ (রা)) বলেনঃ তিনি আমাকে বললেন, আমাকে ইসতিন্জার জন্য কিছু এনে দাও, তবে কোনো গোবর এবং পুরাতন (শুকনো) হাড় আমার কাছে আনবে না।

[প্রথম বর্ণনা বুখারী (র) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনা ইবন্ খুযাইমাহ সংকলন করেছেন।]

(١٣٧) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ وَمَعَهُ عَظْمٌ حَائِلٌ وَبَعْرَةٌ وَفَحْمَةٌ فَقَالَ : لاَ تَسْتَنْجِيَنَّ بِشَيْئٍ مِنْ هٰذَا إِذَا خَرَجْتَ إِلَى الْخَلاَءِ.

(১৩৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের রাত্রিতে (যে রাত্রে তিনি জিনদের সাথে সমবেত হয়েছিলেন সে রাত্রে) তিনি আমার নিকট আগমন করেন। তখন তাঁর সাথে এক টুকরো পুরাতন হাড়, এক টুকরো ঘুটে ও এক টুকরো কয়লা ছিল। তিনি বললেন, যখন নির্জন স্থানে (মল-মূত্র ত্যাগে) গমন করবে তখন পরিষ্কার হওয়ার জন্য এগুলির কোনো কিছু ব্যবহার করবে না। (তাবারানী।)

(١٣٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَرَةٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

(১৩৮) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোবর-ঘুটে বা হাড় দিয়ে ইসতিন্জা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(١٣٩) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) : هَلْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَقَالَ : مَاصَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ وَلٰكِنَّا قَدْ فَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُلْنَا أُغْتِيلَ؟ اسْتُطِيرَ؟ مَا فَعَلَ؟ قَالَ : فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ أَوْ قَالَ فِي السَّحَرِ إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيئُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرُوْا الَّذِيْ كَانُوْا فِيْهِ. فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانِي آثَارَهُمْ وَآثَارَ

نِيْرَانِهِمْ. قَالَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ سَأَلُوْهُ الزَّادَ، قَالَ ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ عَامِرٌ فَسَأَلُوْهُ لَيْلَتَئِذٍ الزَّادَ وَكَانُوْا مِنْ جِنِّ الْجَزِيْرَةِ، فَقَالَ : كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ. فَلَاتَسْتَنْجُوْا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

(১৩৯) আলকামাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, জিনদের রাত্রিতে আপনাদের কেউ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন? তিনি বলেন, আমাদের কেউই তাঁর সাথে ছিল না। তবে আমরা একরাত্রে তাঁকে হারিয়ে ফেলি। তখন আমরা বলতে থাকি, তাঁকে কি গোপনে হত্যা করা হয়েছে? না কি তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে? তাঁর কি হলো? এভাবে (কঠিন দুশ্চিন্তা ও নানাবিধ দুর্ভাবনার মধ্যে) আমরা সবচেয়ে খারাপ ও কষ্টকর একটি রাত্রি কাটালাম। যখন প্রভাত হচ্ছিল, অথবা তিনি বলেন, রাতের শেষ প্রহরে আমরা হঠাৎ তাঁকে হেরা পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখলাম। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি! এরপর আমরা কি ভয়ানক দুশ্চিন্তার মধ্যে রাত কাটিয়েছি তা তাঁকে জানালাম। তিনি বলেন, জিনদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি আমাকে ডাকে। তখন আমি তাদের নিকট গমন করি এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাই। এরপর তিনি আমাকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে যান এবং তাদের পরিত্যক্ত চিহ্ন ও তাদের আগুনের চিহ্ন আমাকে দেখালেন। তিনি বলেনঃ শা'বী বলেন, তারা তাঁর কাছে তাদের খাবার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, ইবন্ আবূ যায়িদা বলেন, আমির বলেছেন, সেই রাতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাদের খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তারা ছিল উপদ্বীপের জিনদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাদেরকে বলেন, জবাইয়ের সময় আল্লাহ্র নাম যিকির করা হয়েছে এরূপ যে কোনো পশুর হাড় তোমাদের খাদ্য, যত বেশি মাংসই তাতে থাক। আর সকল গোবর বা ঘুটো তোমাদের পশুদের খাদ্য। (তিনি সাহাবীগণকে বলেন) কাজেই তোমরা এগুলো দিয়ে ইসতিন্জা করবে না। কারণ এগুলি তোমাদের জিন ভাইদের খাদ্য। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(٨) بَابٌ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَالنَّهْيِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ وَالْاِسْتِنْجَاءِ بِهَا

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ পানি দ্বারা ইসতিনজা করার বিধান এবং ডান হাত দ্বারা গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করা ও ইসতিন্জা করা নিষেধ

(١٤٠) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْيَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، أَوْيَسْتَطِيْبَ بِيَمِيْنِهِ.

(১৪০) আবূ কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানপাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান হাত দিয়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করতে এবং ডান হাত দিয়ে ইসতিন্জা করতে নিষেধ করেছেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(١٤١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيُسْرٰى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى وَكَانَتِ الْيُمْنٰى لِوُضُوْئِهِ وَلِمَطْعَمِهِ.

(১৪১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম হাত ছিল ইসতিন্জা ও ময়লা বা নোংরা বস্তু পরিষ্কারে ব্যবহারের জন্য। আর তাঁর ডান হাত ছিল ওযূ এবং খাদ্য গ্রহণের জন্য। [আবূ দাউদ, তাবারানী। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।]

টীকা ঃ এসকল হাদীসের আলোকে হাড়, গোবর, নোংরা ও অপবিত্র দ্রব্য, ক্ষতিকারক বা ময়লা পরিষ্কার করে না এরূপ দ্রব্য, যেমন কাঁচ ইত্যাদি ইসতিন্জার জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

(١٤٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَامَسَسْتُ فَرْجِي بِيَمِيْنِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(১৪২) ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি ডান হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণের পর থেকে কোনো দিন আমি তা দিয়ে আমার গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করি নি। (হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।]

(١٤٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَنَحْمِلُ وَأَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

(১৪৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে) নির্জনস্থানে গমন করলে আমি এবং আমার মত আরেকজন বালক দু'জনে একপাত্র পানি ও একটি বল্লম বা বর্শা নিয়ে গমন করতাম। তিনি পানি দিয়ে ইসতিনজা করতেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(١٤٤) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

(১৪৪) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁকে পানি এনে দিতাম। তখন তিনি সেই পানি দিয়ে ধৌত করতেন। [বুখারী]

(١٤٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلَاءَ فَأَتَيْتُهُ بِتَوْرٍ فِيْهِ مَاءٌ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ غَسَلَهُمَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَوْرٍ أُخَرَ فَتَوَضَّأَ بِهِ.

(১৪৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্জনস্থানে (শৌচাগারে) গমন করলে আমি তাঁকে এক বদনা পানি এনে দিই। তখন তিনি ইসতিন্জা করেন। এরপর তাঁর দুই হাত মাটিতে ডলেন এবং পানি দিয়ে ধৌত করেন। এরপর আমি তাঁকে আরেক বদনা পানি এনে দেই। তিনি সেই পানি দিয়ে ওযূ করেন। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ, বাইহাকী, দারিমী]

(١٤٦) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ دَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ.

(১৪৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে নির্জনস্থানে গমন করলে পানি চেয়ে নিতেন। অতঃপর তিনি সেই পানি দিয়ে ইস্তিন্জা করতেন। এরপর তিনি মাটিতে হাত ডলে পরিষ্কার করতেন। তারপর ওযূ করতেন।

[আবূ দাউদ, ইবন্, মাজাহ। ইমাম নববী হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٤٧) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا يَعْنِي قُبَاءَ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُوْرِ خَيْرًا أَفَلَا تُخْبِرُوْنِي، قَالَ : يَعْنِي قَوْلَهُ : فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ. قَالَ : فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوْبًا عَلَيْنَا فِي التَّوْرَاةِ الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ.

(১৪৭) মুহাম্মদ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট কুবায় আগমন করলেন তখন বললেনঃ মহামহিম আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমরা বলতো কি বিষয়? একথা দ্বারা তিনি আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীর কথা বুঝানঃ (তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। সূরা তাওবাঃ ১০৮ আয়াত) তখন তারা বলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দেখেছি যে, এই বিষয়ে আমাদেরকে তাওরাতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হলোঃ পানি দিয়ে ইসতিন্জা করা। [তাঁরা যেহেতু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদী ছিলেন, সেহেতু পানি দিয়ে ইসতিন্জার অভ্যাস তাঁদের ছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও তাঁরা এভাবে পানি দিয়ে ইসতিন্জা করতেন। এজন্যই আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন।) [তাবারানী। হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল।]

(١٤٨) عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَقَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُوْرِ فِيْ قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ فَمَا هٰذَا الطُّهُوْرُ الَّذِيْ تَطَّهَّرُوْنَ بِهِ؟ قَالُوْا : وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَانَعْلَمُ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَكَانُوْا يَغْسِلُوْنَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوْا.

(১৪৮) উআইম ইবন্ সাইদাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কুবায় তাঁদের নিকট গমন করেন। তিনি বলেনঃ মহিমাময় আল্লাহ তোমাদের মসজিদের আলোচনা প্রসঙ্গে পবিত্রতার বিষয়ে তোমাদের সুন্দর প্রসংসা করেছেন। তোমাদের পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি কি? তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আমরা এ বিষয়ে কিছুই জ্যনি না, তবে আমাদের কিছু ইহুদী প্রতিবেশী ছিলেন। তারা মলত্যাগের পর তাদের পায়ু পথ পানি দিয়ে ধৌত করতেন। আর তাদের মত আমরাও ধৌত করি।

[তাবারানী। হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

(١٤٩) عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَدَّادٌ أَبُوْ عَمَّارٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلْنَ عَلَيْهَا فَأَمَرَتْهُنَّ أَنْ يَسْتَنْجِيْنَ بِالْمَاءِ وَقَالَتْ مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ بِذَالِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَهُوَ شِفَاءٌ مِنَ الْبَاسُوْرِ تَقُوْلُهُ عَائِشَةُ أَوْ أَبُوْ عَمَّارٍ.

(وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) قَالَتْ : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ يَغْسِلُوْا عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلاَءِ وَالْبَوْلِ، فَإِنَّا نَسْتَحْيِ أَنْ نَنْهَاهُمْ عَنْ ذَالِكَ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.

(১৪৯) আওযায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আবূ আম্মার শাদ্দাদ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, বসরার কিছু মহিলা তাঁর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি তাদেরকে পানি দিয়ে ইসতিন্জা করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেনঃ তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকেও এ নির্দেশ প্রদান করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে পানি দিয়ে ইসতিন্জা করতেন। আওযায়ী বলেনঃ আবূ আম্মার শাদ্দাদ অথবা আয়িশা বলেন, পানি দিয়ে ইসতিন্জা করা অর্শ রোগের প্রতিষেধক।

তাঁর থেকে (অন্য বর্ণনায়) বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে মলমূত্রের প্রভাব পানি দিয়ে ধৌত করতে নির্দেশ দেবে। কারণ আমরা তাদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিতে লজ্জা বোধ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এভাবে পানি দিয়ে ধৌত করতেন। [নাসাঈ, তিরমিযী, বাইহাকী। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্।]

(١٥٠) وَعَنْهَا أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا.

(১৫০) আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পশ্চাতদেশ তিনবার ধৌত করেন।* [হাদীসটি ইমাম আহমদ ছাড়া কেউ সংকলন করেছেন বলে জানা যায় না।]

(٩) بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْاِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ পেশাব থেকে সতর্ক হওয়া বিষয়ে

(١٥١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَقَالَ وَكِيْعٌ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ.

(১৫১) ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি বলেন, এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কোনো কঠিন বা বৃহৎ বিষয়ের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে বা নিজের পেশাব থেকে সাবধান থাকতো না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কূটনামী করত (একজনের কথা আরেকজনকে বলে পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট করত।) [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٥٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ.

(১৫২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের কারণে হয়। [ইবন্ মাজাহ, হাকিম। ইবন্ হাজার হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٥٣) عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ بْنِ فَسَاءَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (وَمِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ بِنَحْوِهِ) وَزَادَ : فَإِنْ ذَالِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

(১৫৩) ঈসা ইবন্ ইয়াযদাদ ইবন্ ফাসাআহ তাঁর পিতা ইয়াযদাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ পেশাব করলে সে যেন তার পুরুষাঙ্গ তিনবার টান দেয়।** (দ্বিতীয় বর্ণনায়ও অনুরূপ আছে, তাতে আরও আছে, এভাবে তিনবার টান দেওয়াই তার জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য হবে। [বাইহাকী, ইবন্ মাজাহ, আবূ দাউদ তাঁর মারাসীল গ্রন্থে। হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

*টীকাঃ আরববাসীগণ সাধারণত মলমূত্র ত্যাগের পরে শুধুমাত্র পাথর ব্যবহার করে পরিষ্কার হতেন। ইসলামে এভাবে পরিষ্কার হওয়া বৈধ। তবে পানি ব্যবহার উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সর্বদা পানি ব্যবহার করতেন বলেই হাদীসের আলোকে বুঝা যায়। উপরন্তু তিনি পানি দিয়ে ইসতিন্জা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, পানি ব্যবহারের পূর্বে পাথর বা এই জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে ময়লা মুছে ফেলা এবং এরপর পানি দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করাই সর্বোত্তম। এতে পাথর ও পানি উভয়ের সমন্বয় হয়।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন, মুসলিম উম্মাহ্র অধিকাংশ ফকীহ্ একমত যে, প্রথমে পাথর ব্যবহার করা এবং এরপর পানি ব্যবহার করা ইসতিন্জার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি। যদি কেউ শুধুমাত্র একটি দিয়ে ইসতিন্জা করতে চান তাহলে তার জন্য উত্তম শুধুমাত্র পানি দিয়ে ইসতিন্জা করা। তবে শুধুমাত্র পাথর ব্যবহার করে পরিষ্কার হওয়া বৈধ এবং এভাবে ইসতিনজা করলেও সালাত ইত্যাদি বৈধ হবে।

**টীকাঃ উপরের হাদীসের আলোকে পেশাব থেকে সাবধানতার উদ্দেশ্যে পেশাব শেষে উঠে চলে যাওয়ার আগে পুরুষাঙ্গ তিনবার টান দেওয়া মুস্তাহাব বলে গণ্য করেছেন ফকীহ্গণ। ইমাম নববী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন, পেশাব শেষ হলে বসা অবস্থায় গলা খাকরী দেওয়া বা পুরুষাঙ্গ তিনবার টান দেওয়া উত্তম। এরপর পানি ঢেলে পরিষ্কার হবে। তবে যদি কেউ এগুলি কিছুই না করে, পেশাব শেষ হলেই পানি দিয়ে ধুয়ে নেয় এবং এরপর ওযূ করে তাহলে তার ইসতিন্জা বিশুদ্ধ ও ওযূ পরিপূর্ণ বলে গণ্য হবে। কারণ পেশাব শেষে আর কিছু বের হবে না বলেই মনে করতে হবে।

(١٥٤) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَقُوْمَنَّ اَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِهِ أَذًى مِنْ غَائِطٍ أَوْبَوْلٍ •

(১৫৪) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, পেশাব-পায়খানার কষ্ট (বেগ) নিয়ে তোমাদের কেউ যেন নামাযে কখনো না দাঁড়ায়। (আহমদ, আবূ দাউদ)

فَصْلٌ فِى نَضْحِ الْفَرْجِ بِالْمَاءِ بَعْدَ الْإِسْتِنْجَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিন্জার পর গুপ্তাঙ্গের ওপর পানি ছিটানো প্রসঙ্গে

(١٥٥) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِى حَدِيْثِهِ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَقَالَ يَحْيَى فِى حَدِيْثِهِ إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ (وَفِى لَفْظٍ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ) (وَمِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.

(১৫৫) মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি হাকাম ইবন্ সুফিয়ান বা সুফিয়ান ইবন্ হাকাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান তাঁর হাদীসে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি পেশাব করে ওযূ করলেন এবং নিজের গুপ্তাঙ্গের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। (অন্য বর্ণনায় আছে) তিনি পেশাব করেন এবং তাঁর গুপ্তাঙ্গে পানি ছিটিয়ে দেন। (তৃতীয় বর্ণনায়) আছে, মুজাহিদ বলেন, আমাকে সাকীফ গোত্রের একব্যক্তি তাঁর পিতার সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশাব করেন এবং তাঁর গুপ্তাঙ্গের ওপর পানি ছিটিয়ে দেন।* [নাসাঈ, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, তিরমিযী।]

টীকা ঃ উপরের হাদীস ও এই অর্থের অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশাবের পরে বা পেশাব পরবর্তী ওযূর পরে গুপ্তাঙ্গের ওপরে বা কাপড়ের ওপরে কিছু পানি ছিটিয়ে দিতেন। এতে পেশাব বের হওয়া বা পেশাব লেগে যাওয়ার ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ দূরীভূত হয়। কোনো আদ্রতার সন্দেহ হলে বুঝা যাবে যে, তা ছিটানো পানির আদ্রতা। এভাবে পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন ফকীহ্গণ।

أَبْوَابُ السِّوَاكِ

'মিসওয়াক' সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

اَلْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَا جَاءَ فِي فَضْلِهِ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ মিসওয়াক করার ফযীলত বা মর্যাদা সম্পর্কে

(١٥٦) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

(১৫৬) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মিসওয়াক দাঁত পরিষ্কার করে, মুখের পবিত্রতা আনয়ন করে এবং প্রভুর সন্তুষ্টি আনয়ন করে।

[আবূ ইয়ালা। হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।]

(١٥٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ.

(১৫৭) আয়িশা (রা) ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস (দাঁত পরিষ্কার করা মুখের পবিত্রতা আনয়ন করে এবং প্রভুর সন্তুষ্টি আনয়ন করে) বর্ণনা করেছেন।

[শাফিয়ী, নাসাঈ, ইবন্ হিব্বান, ইবন্ খুযাইমাহ, বাইহাকী। বুখারী তা'লীক হিসাবে। ইমাম নববী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٥٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

(১৫৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অবশ্যই দাঁত পরিষ্কার করবে; কারণ তা মুখের পবিত্রতা আনয়নকারী এবং প্রভুর সন্তুষ্টি আনয়নকারী।

[তাবারানী। সনদ দুর্বল।]

(١٥٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَوْ حَسِبْتُ أَنْ سَيَنْزِلُ فِيْهِ قُرْآنٌ.

(১৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে দাঁত-মুখ পরিষ্কার করার এত বেশি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, আমি ধারণা করে নিয়েছিলাম যে, এ বিষয়ে কুরআন অবতীর্ণ হবে। [আবূ ইয়ালা। সনদ সহীহ্।]

(١٦٠) وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ السِّوَاكَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَوْ رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيْهِ.

(১৬০) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি বেশি দাঁত-মুখ পরিষ্কার করতেন, ফলে আমরা ধারণা করেছিলাম যে, এ বিষয়ে তার ওপর কুরআন অবতীর্ণ হবে। [আবূ ইয়ালা। সনদ শক্তিশালী।]

(١٦١) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ.

(১৬১) ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে দাঁত-মুখ পরিষ্কার করার বিষয়ে (এত বেশি) নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, এমনকি আমি ভয় করতেছিলাম যে, এই কাজটি আমার ওপর ফরয করে দেওয়া হবে। [তাবারানী। সনদ দুর্বল।]

(١٦٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ.

(১৬২) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি দাঁত পরিষ্কারের বিষয়ে তোমাদেরকে খুব বেশি বেশি নির্দেশ প্রদান করেছি। [বুখারী ও অন্যান্য।]

(١٦٣) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا جَاءَنِيْ جِبْرَيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِيْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أُحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ.

(১৬৩) আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জিবরাঈল (আ) যতবারই আগমন করেছেন ততবারই তিনি আমাকে দাঁত পরিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে আমার ভয় হতে থাকে যে, আমার মুখের সম্মুখভাগ (দাঁতের মাড়ি ইত্যাদি) ক্ষয় হয়ে যাবে। [তাবারানী। সনদ সহীহ্]

(١٦٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَنُّ فَأَعْطَى أَكْبَرَ الْقَوْمِ وَقَالَ : إِنَّ جِبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَنِيْ أَنْ أُكَبِّرَ.

(১৬৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসওয়াক করছেন। তখন তিনি (তাঁর ব্যবহৃত মিসওয়াকটি উপস্থিত) মানুষদের মধ্যে যিনি বয়সে সবচেয়ে বড় তাকে প্রদান করলেন এবং বললেনঃ জিবরীল (আ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন বড়কে দেওয়ার জন্য। (বুখারী ও মুসলিম।)

(١٦٥) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُتِيَ فَقَالَ : مَالِيَ أَرَاكُمْ تَأْتُوْنِيْ قُلْحًا؟ اِسْتَاكُوْا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوْءَ.

(১৬৫) জা'ফর ইবন্ তাম্মাম ইবন্ আব্বাস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন। বা তাদেরকে আনয়ন করা হয়। তখন তিনি বলেনঃ তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা ময়লা বা হলদে দাঁত নিয়ে আমার কাছে আগমন কর? তোমরা দাঁত পরিষ্কার করবে। যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে আমার মনে না হত, তাহলে আমি যেভাবে তাদের জন্য ওযু ফরয করেছি সেভাবে দাঁত পরিষ্কার করাও তাদের জন্য ফরয করে দিতাম। [বায্যার, তাবারানী, আবূ ইয়ালা, বাইহাকী। হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

(٢) بَابُ فِيْمَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ عِنْدَ الصَّلاَةِ –

(২) পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের সময় দাঁত পরিষ্কার করা প্রসঙ্গে

(١٢٢) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْأَخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ هَبَطَ اللّٰهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَيَقُوْلُ قَائِلٌ : إِلاَ سَائِلٌ يُعْطَى أَلاَ دَاعٍ يُجَابُ أَلاَ سَقِيْمٌ يَسْتَشْفِي فَيُشْفَى أَلاَ مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ.

(১৬৬) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যদি আমি আমার উম্মতের কষ্ট হবে বলে ভয় না পেতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় দাঁত পরিষ্কার করতে নির্দেশ প্রদান করতাম এবং ইশার সালাত রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করতাম। কারণ যখন রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন মহিমাময় আল্লাহ প্রথম আকাশে অবতরণ করেন। প্রভাতের (ফজরের) আবির্ভাব পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন। তখন একজন ঘোষক বলেনঃ যাঞ্চাকারী কে? তাকে প্রদান করা হবে। প্রার্থনাকারী কে? তার প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া হবে। রোগমুক্তিকামী রোগী কে? তাকে সুস্থতা প্রদান করা হবে। ক্ষমা প্রার্থনাকারী পাপী কে? তাকে ক্ষমা করা হবে। [বায্যার। সনদ শক্তিশালী]

(١٦٧) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. قَالَ : فَكَانَ زَيْدٌ يَرُوْحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ بِمَوْضِعِ قَلَمِ الْكَاتِبِ مَا تُقَامُ صَلاَةٌ إِلاَّ أَسْتَاكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى.

(১৬৭) আবূ সালামাহ ইবন্ আব্দুর রাহমান ইবন্ 'আউফ থেকে বর্ণিত, তিনি যাইদ ইবন্ খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যদি আমি আমার উম্মতের কষ্ট হবে বলে ভয় না পেতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় দাঁত পরিষ্কার করতে নির্দেশ প্রদান করতাম। হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী যাইদ ইবন্ খালিদ যখন মসজিদে গমন করতেন তখন তাঁর কানে মিসওয়াক থাকত, যেমন লেখকের কলম তার কানের উপর থাকে। যখনই সালাতের ইকামত দেওয়া হত তখনই তিনি সালাত শুরুর পূর্বে মিসওয়াক করতেন। [আবূ দাউদ, তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।]

(١٦٨) ز عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ.

(১৬৮) আলী (রা)-ও নবী (সা) থেকে একই অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(١٦٩) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فَضْلُ الصَّلاَةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلاَةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا.

(১৬৯) নবী পত্নী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দাঁত পরিষ্কারপূর্বক আদায় করা সালাত-এর মর্যাদা, দাঁত পরিষ্কার না করে আদায় করা সালাতের সত্তর গুণ বেশি।

[বায্যার, আবূ ইয়ালা, ইবন্ খুযাইমাহ। হাদীসটির সনদ দুর্বল। তবে এই অর্থে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন।]

(١٧٠) عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ كَمَا يَتَوَضَّؤُنَ.

(১৭০) নবী পত্নী উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি আমি আমার উম্মতের কষ্ট হবে বলে ভয় না পেতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় দাঁত পরিষ্কার করতে নির্দেশ প্রদান করতাম, যেমন তারা (প্রতি সালাতের জন্য) ওযু করে। [আবূ ইয়ালা। সনদ সহীহ।]

(٣) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِى السِّوَاكِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ ওযূর সময় দাঁত পরিষ্কার করা প্রসঙ্গে

(١٧١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ (وَفِى رِوَايَةٍ : لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوْءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ سِوَاكٌ) وَلأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ.

(১৭১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক হবে বলে ভয় না পেতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক ওযূর সময় দাঁত পরিষ্কার করার নির্দেশ প্রদান করতাম। (অন্য বর্ণনায় আছে আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতে এবং প্রত্যেক ওযূর সাথে দাঁত পরিষ্কার করতে নির্দেশ দিতাম।) আর আমি ইশার সালাতকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বা মধ্যরাত পর্যন্ত দেরী করতাম।

[আবূ দাউদ,ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হিব্বান, ইবন্ খুযাইমাহ, হাকিম। ইবন্ খুযাইমা ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী হাদীসটিকে তা'লীক হিসাবে সংকলন করেছেন। তার ভাষার আলোকে হাদীসটি তাঁর মতে সহীহ্। ইবন্ মানদাহ বলেনঃ সকল মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে সহীহ্ বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।]

(١٧٢) وَعَنْهُ أَيْضًا بِنَحْوِهِ، وَفِيْهِ : قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَبَعْدَ مَا أَسْتَيْقِظُ، وَقَبْلَ مَا آكُلُ، وَبَعْدَ مَا آكُلُ، حِيْنَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا قَالَ.

(১৭২) তাঁর (আবূ হুরায়রা) থেকে অন্য সনদে একই অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের শেষে তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে এই কথা শোনার পরে আমি ঘুমানোর আগে, ঘুম থেকে উঠে, খাওয়ার আগে ও খাওয়ার পরে দাঁত পরিষ্কার করতাম। [শুধুমাত্র আহমদ। সনদ সহীহ্।]

(٤) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِى كَيْفِيَّةِ التَّسَوُّكِ بِالْعُوْدِ، وَتَسَوُّكِ الْمُتَوَضِّئِ بِأُصْبُعِهِ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ.

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ গাছের মিসওয়াক ব্যবহারের পদ্ধতি এবং ওযূকারীর কুল্লি করার সময় আঙ্গুল দিয়ে মিসওয়াক করা প্রসঙ্গে

(١٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِى ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا غَيْلاَنُ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوْسَى الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَهُوَ وَاضِعٌ طَرَفَ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلٰى فَوْقَ فَوَصَفَ حَمَّادٌ كَأَنَّهُ يَرْفَعُ سِوَاكَهُ قَالَ حَمَّادٌ وَوَصَفَهُ لَنَا غَيْلَانُ قَالَ كَانَ يَسْتَنُّ طُوْلاً.

(১৭৩) আব্দুল্লাহ আমাদের বলেন যে, আমাকে আমার বাবা (ইমাম আহমদ) বলেন, আমাকে ইউনুস ইবন্ মুহাম্মাদ বলেছেন, তাঁকে হাম্মাদ ইবন্ যাইদ বলেছেন, তাঁকে গাইলান ইবন্ জারীর বলেছেন, তাঁকে আবূ বুরদাহ বলেছেন, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করে দেখি তিনি দাঁত পরিষ্কার করছেন। তিনি তাঁর মিসওয়াকের প্রান্ত তাঁর জিহ্বার ওপর রেখে উপরের দিকে মিসওয়াক করছিলেন। হাদীসের বর্ণনাকারী হাম্মাদ বলেন, যেন তিনি মিসওয়াক ওপরে উঠাচ্ছিলেন। হাম্মাদ আরও বলেন, গাইলান বিষয়টি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেনঃ তিনি লম্বাভাবে (উপর-নীচে) মিসওয়াক করছিলেন।
[মুসলিম ও বুখারী]

(١٧٤) عَنْ أَبِيْ مَطَرٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ فِيْ الْمَسْجِدِ عَلٰى بَابِ الرَّحْبَةِ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَرِنِيْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الزَّوَالِ فَدَعَا قَنْبَرًا فَقَالَ ائْتِنِيْ بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِيْ فِيْهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا (اَلْحَدِيْثُ سَيَأْتِيْ بِطُوْلِهِ فِيْ بَابِ صِفَةِ الْوُضُوْءِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى)-

(১৭৪) আবূ মাতার তাবিয়ী বলেনঃ আমরা আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)-এর সাথে মসজিদের মধ্যে বাবুর রাহবাহ-এর পাশে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় একব্যক্তি সেখানে আগমন করে। সে বলেঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওযূ দেখান। সময়টি ছিল দ্বিপ্রহর। তখন তিনি তাঁর খাদিম কানবারকে ডেকে বলেনঃ আমাকে একপাত্র পানি এনে দাও। এরপর তিনি তাঁর দুই হাতের তালু ও মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন। তিনবার কুল্লি করেন এবং তাঁর কয়েকটি আঙ্গুল মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন (দাঁত ও মুখের অভ্যন্তর পরিষ্কার করার জন্য)। তিনি তিনবার নাকে পানি নিয়ে নাক পরিষ্কার করেন।* (হাদীসটির বাকি অংশ ইনশা আল্লাহ পরবর্তীতে ওযুর বিবরণের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে।) [এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ, ইবন্ হাজর এ ধরনের হাদীসের মধ্যে এ হাদীসটিই বেশী সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٥) بَابُ السِّوَاكِ عِنْدَ الْاِسْتِيْقَاظِ مِنَ النَّوْمِ وَعِنْدَ التَّهَجُّدِ وَدُخُوْلِ الْمَنْزِلِ.

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ ঘুম থেকে উঠার সময়, তাহাজ্জুদের সময় ও বাড়িতে প্রবেশের সময় দাঁত-মুখ পরিষ্কার করা প্রসঙ্গে

(١٧٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايَنَامُ اِلاَّ وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ -

(১৭৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই ঘুমাতে যেতেন তখনই মিসওয়াক পাশে রেখে ঘুমাতেন। ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম মিসওয়াক ব্যবহার করতেন।
[আবূ ইয়ালা। সনদ দুর্বল।]

* টীকা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, হাতের আঙুল বা অন্য যে কোনো বস্তু দিয়ে দাঁত-মুখ পরিষ্কার করলেই মিসওয়াকের বিধান পালন করা হবে। এ বিষয়ে কিছু হাদীসও বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সে সকল হাদীসে বলা হয়েছেঃ "আঙুলই মিসওয়াক হিসাবে যথেষ্ট।" ইবন্ হাজার আসকালানী বলেনঃ হাদীসটির সনদ আপত্তিজনক নয়। অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।

(١٧٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرْقُدُ لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظَ إِلاَّ تَسَوَّكَ.

(১৭৬) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনে বা রাতে যখনই ঘুমাতেন, ঘুম থেকে উঠে তিনি দাঁত-মুখ পরিষ্কার করতেন (মিসওয়াক করতেন।)

[আবূ দাউদ, ইবন্ আবী শাইবা। হাদীসটির সনদ দুর্বল]

(١٧٧) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ) يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

(১৭৭) হুযাইফা ইবন্ ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে ঘুম থেকে উঠতেন (অন্য বর্ণনায় ঃ যখন তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন) তখন তিনি মিসওয়াক দ্বারা নিজের মুখ পরিষ্কার করতেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٧٨) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا قَالَ وَسَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ.

(১৭৮) মিকদাম ইব্ন শুরাইহ্ তাঁর পিতা তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টি দেখলে বলতেন ঃ হে আল্লাহ! একে কল্যাণকারী প্রবল বারিধারায় পরিণত করুন। আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে আগমন করলে সর্বপ্রথম কি করতেন? তিনি বলেনঃ তিনি সর্বপ্রথম মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। [মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٦) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِى السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ وَالْجَائِعِ.

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ সিয়াম পালনকারী এবং ক্ষুধার্তের জন্য দাঁত পরিষ্কার করা সম্পর্কে

(١٧٩) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالاَ أَعُدُّ وَمَا لاَ أُحْصِىْ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(১৭৯) আমির ইবন্ রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি অগণিত ও অসংখ্যবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিয়াম পালন অবস্থায় দাঁত পরিষ্কার করতে (মিসওয়াক ব্যবহার করতে) দেখেছি।

[তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ খুযাইমাহ। ইবন্ খুযাইমাহ হাদীসটিকে যয়ীফ বা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম তিরমিযী, ইবন্ হাজর আসকালানী (র) প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٨٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ حَاجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ فَتَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَوَجَدَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِيْهِ اِخْلاَفًا فَقَالَ لَهُ أَلاَ تَسْتَاكُ؟ فَقَالَ إِنِّىْ لأَفْعَلُ وَلَكِنِّىْ لَمْ أَطْعَمْ طَعَامًا مُنْذُ ثَلاَثٍ فَأَمَرَبِهِ رَجُلاً فَاوَاهُ وَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ

(১৮০) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। তাদের উভয়ের প্রয়োজন একই। তাদের একজন তাঁর সাথে কথা বলেন। তখন তিনি তার মুখে দুর্গন্ধ পান। তিনি বলেনঃ তুমি দাঁত-মুখ পরিষ্কার (মিসওয়াক ব্যবহার) কর না? তিনি বলেনঃ আমি তা করি, তবে আমি তিনদিন যাবৎ কোনো কিছুই খাই নি। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন। যিনি ঐ ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। [বাইহাকী]

أَبْوَابُ الْوُضُوْءِ

ওযূ বিষয়ক পরিচ্ছেদসমূহ

اَلْبَابُ الْأَوَّلُ فِيْمَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهِ وَأَسْبَاغِهِ.

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ওযূর ফযীলত ও পূর্ণরূপে ওযূ প্রসঙ্গে

(١٨١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ اَلصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ.

(১৮১) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। জান্নাতের চাবি সালাত। আর সালাতের চাবি পবিত্রতা।

[বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতী হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। [যায়ীফুল জামি' ৭৬১ পৃ)]

(١٨٢) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَاسًا دَخَلُوْا عَلَى (عَبْدِ اللّٰهِ) بْنِ عَامِرٍ فِيْ مَرَضٍ فَجَعَلُوْا يُثْنُوْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَا إِنِّيْ لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَايَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ وَلَاصَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.

(১৮২) মুস'আব ইবন্ সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবন্ আমির (ইবন্ কুরাইয (মৃঃ ৭৮ হি) অসুস্থ হলে অনেক মানুষ তাঁকে দেখতে যান। তারা তাঁর প্রশংসা করতে থাকেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (মৃঃ ৮৩ হি) বলেনঃ আমি এ সকল মানুষের চেয়ে বেশি ধোঁকা আপনাকে দিতে পারব না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মহামহিম বরকতময় আল্লাহ অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদের দান কবুল করেন না। আর না ওযূ ছাড়া সালাত কবুল করেন না। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(١٨٣) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ. قَالَ : مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فَمِهِ وَخَيَاشِيْمِهِ مَعَ الْمَاءِ حِيْنَ يَنْتَثِرُ ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّاخَرَجَتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِيْ عَلَيْهِ بِالَّذِيْ

هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذَنْبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. قَالَ أَبُوْ أُمَامَةَ يَاعَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ أُنْظُرْ مَا تَقُولُ أَسَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعْطَى الرَّجُلُ هٰذَا كُلَّهُ فِيْ مَقَامِهِ؟ قَالَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّيْ وَرَقَّ عَظْمِيْ وَاقْتَرَبَ أَجَلِيْ وَمَا بِيْ مِنْ حَاجَةٍ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا لَقَدْ سَمِعْتُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ.

(১৮৩) আবূ উমামাহ (রা) আমর ইবন্ আবাসাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ওযূর বিষয়ে বলুন। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ ওযূর পানি কাছে নেয়, এরপর কুলি করে এবং নাকের মধ্যে পানি নিয়ে নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করে তখন তার মুখ ও নাকের পাপরাশী পানির সাথে বের হয়ে যায়। এরপর যখন সে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ মত তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার মুখমণ্ডলের পাপরাশী তার দাড়ির প্রান্ত দিয়ে পানির সাথে বের হয়ে যায়। এরপর যখন সে কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করে তখন তার হাতের পাপরাশী তার নখের প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর সে যখন তার মাথা মাসহ্ করে তখন তার মাথার পাপরাশী চুলের প্রান্ত দিয়ে পানির সাথে বের হয়ে যায়। এরপর সে যখন মহিমাময় মহান আল্লাহর নির্দেশ মত তার দুই পা গোড়ালি (টাখনু) পর্যন্ত ধৌত করে, তখন তার পায়ের পাপসমূহ পানির সাথে আঙুলের প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর যখন সে দাঁড়িয়ে মহামহিম মহাশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাঁর গুণ বর্ণনা করে, যেরূপ প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা তাঁর প্রাপ্য, তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করে, তখন সে এমনভাবে পাপমুক্ত হয়ে যায়, যেমন সদ্যপ্রসূত নবজাতক শিশু পাপমুক্ত।

আবূ উমামাহ বলেন, হে আমর ইবন্ আবাসাহ! আপনি যা বলছেন তা ভাল করে ভেবে দেখুন! আপনি কি এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন? এ লোকটি তার অবস্থানে থেকেই এত পুরস্কার পাবে? তখন আমর ইবন্ আবাসাহ বলেন, হে আবূ উমামাহ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার অস্থি নরম হয়ে গিয়েছে এবং আমার মৃত্যুও অতি নিকটবর্তী এমতাবস্থায় মহিমাময় মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর নামে এবং তাঁর রাসূলের নামে মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। যদি আমি এই কথাগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একবার, দুইবার বা তিনবার শুনতাম তাহলে কথা ছিল। আমি এই কথাগুলো সাত বার বা তার চেয়ে বেশি বার শুনেছি।* (মুসলিম)

(١٨٤) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوْئِهِ يُرِيْدُ الصَّلاَةَ ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ نَزَلَتْ خَطِيْئَتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ نَزَلَتْ خَطِيْئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيْئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لَهُ وَمِنْ كُلِّ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، قَالَ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَتَهُ وَإِنْ قَعَدَ سَالِمًا.

* টীকাঃ এই হাদীস ও অনুরূপ হাদীসে ওযূ, সালাত ইত্যাদির কারণে যে ক্ষমা ও পাপক্ষয়ের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি মূলত সগীরাহ গোনাহ বা ছোটখাট পাপের বিষয়ে বলা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, কবীরা বা বৃহৎ পাপগুলি বর্জন করা হলে এ সকল কর্মের কারণে আল্লাহ ছোটখাট পাপ ক্ষমা করে দেন।

(১৮৪) আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি সালাতের উদ্দেশ্যে ওযূর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অতঃপর সে তার দুই হাতের তালু ধৌত করে তখন পানির প্রথম ফোঁটার সাথে তার দুই হাত থেকে তার পাপ পড়ে যায়। এরপর যখন সে কুল্লি করে, নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করায় এবং নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করে তখন পানির প্রথম ফোঁটার সাথে তার জিহ্বা ও দুই ঠোঁট থেকে তার পাপ পড়ে যায়। এরপর যখন সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন পানির প্রথম ফোঁটার সাথে তার কান ও চোখের পাপ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে কুনই পর্যন্ত দু' হাত এবং গোড়ালি পর্যন্ত দুই পা ধৌত করে তখন সে তার সকল গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং তার মা যেদিন তাকে প্রসব করে সে দিনের মত সে নিষ্পাপ হয়ে যায়। এরপর যখন সে সালাতে দণ্ডায়মান হয় তখন আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর যদি সে বসে থাকে তাহলে সে পাপমুক্ত হয়ে বসে থাকে। [তাবারানী। হাইসুমী হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন।]

(١٨٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوْبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُوْرًا لَهُ.

(১৮৫) আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তি ওযূ করেন তখন তার কান, তার চোখ, তার দু' হাত ও তার পা থেকে তার পাপরাশী বের হয়ে যায়। এরপর যদি সে বসে থাকে তাহলে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় বসে থাকে।

[তাবারানী। হাইসুমী হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٨٦) عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ أَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يَتَفَلَّى فِيْ جَوْفِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قَالَ فَجَاءَ أَبُوْظَبْيَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ مَاحَدَّثَكُمْ؟ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِيْ حَدَّثَنَا قَالَ فَقَالَ أَجَلْ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنِ عَبَسَةَ ذَكَرَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ رَجُلٍ يَبِيْتُ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ يَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ وَيَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِلاَّ أَتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ.

(১৮৬) শাহ্‌র ইবন্ হাওশাব আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা আবূ উমামার নিকট গমন করি। তিনি তখন মসজিদের মাঝে বসে চুলের উকুন বের করছিলেন। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মুসলিম ওযূ করে তখন তার কান, চোখ, দু' হাত ও দু' পায়ের পাপ চলে যায়। শাহ্‌র বলেনঃ তিনি যখন আমাদেরকে এ হাদীস বলছিলেন তখন আবূ যাবইয়া (একজন তাবেয়ী) আগমন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ তিনি আপনাদেরকে কি হাদীস বলেছেন? আমরা উপরোক্ত হাদীসটির কথা উল্লেখ করি। তখন তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, আমি আমর ইবন্ আবাসাহ (রা)-কে এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি। তিনি অতিরিক্ত আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি ওযূ অবস্থায় ঘুমাতে যায়, অতঃপর রাত্রে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে আল্লাহর যিকির করে এবং আল্লাহর কাছে দুনিয়া বা আখিরাতের কোনো কল্যাণ বা মঙ্গল প্রার্থনা করে তাহলে অবশ্যই মহিমাময় পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁকে তা প্রদান করবেন। [তাবারানী। হাইসুমী হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٨٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ

خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ وَأُذُنَيْهِ) خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخَرَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَأَنْفِهِ، وَمَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْمِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ، وَمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ، وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْمِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ، وَمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْشَعْرِ أُذُنَيْهِ، وَمَنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ، ثُمَّ كَانَتْ خُطَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

(وَمِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ) مَنْ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ اَنْفِهِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(১৮৭) আব্দুল্লাহ আস-সানাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো বান্দা ওযূ করেন, তখন তিনি কুল্লি করলে পাপ-অন্যায় তার মুখ থেকে বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন তিনি নাক পরিষ্কার করেন তখন পাপ-অন্যায় তার নাক থেকে বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন তিনি তার মুখমণ্ডল ধৌত করেন তখন পাপ-অন্যায় তার মুখ থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই চোখের পাপড়ির নিচে থেকেও বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন তিনি হাত ধোন তখন তার পাপ-অন্যায় দু' হাত থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু' হাতের নখগুলোর নিচে থেকেও বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন তার মাথা মাসহ্ করেন (অন্য বর্ণনায় মাথা ও কান মাসহ্ করেন) তখন পাপ-অন্যায় তার মাথা থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু' পায়ের নখের নিচে থেকেও বের হয়ে যায়। এরপর তার মসজিদে গমন করা এবং সালাত আদায় করা তার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত বলে গণ্য হয়।

(অন্য বর্ণনায় আছে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ কুল্লি করলে ও নাক পরিষ্কার করলে তার পাপ-অন্যায় তার মুখ ও নাক থেকে বের হয়ে যায়। আর কেউ তার মুখমণ্ডল ধৌত করলে তার পাপ-অন্যায় তার দুই চোখের পাপড়ি দিয়ে বের হয়ে যায়। আর কেউ তার দুই হাত ধৌত করলে তার নখ দিয়ে বা নখের নিচে দিয়ে তার পাপ-অন্যায় বের হয়ে যায়। আর কেউ মাথা ও দুই কান মাসহ্ করলে তার পাপ-অন্যায় তার মাথা দিয়ে বা তার কানের চুল দিয়ে বের হয়ে যায়। আর কেউ তার দুই পা ধৌত করলে তার পাপ-অন্যায় তার নখ দিয়ে বা নখের নিচে দিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর মসজিদের দিকে তার পদক্ষেপগুলো নফল বা অতিরিক্ত কর্মে পরিণত হয়। (তৃতীয় বর্ণনায় আছে) যে ব্যক্তি কুল্লি করবে এবং নাক পরিষ্কার করবে তার পাপ ও গুনাহ্ তার নাক দিয়ে বের হয়ে যায়। (মালিক, নাসাঈ, হাকিম। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٨٨) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ -

(১৮৮) উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দররূপে ওযূ করবে তার পাপ-অন্যায়গুলো তার দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে, এমনকি তার নখগুলোর নিচে থেকেও বেরিয়ে যাবে। (মুসলিম)

(١٨٩) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لاَ أَقُوْلُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمْ يَقُلْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رَجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِى يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا مِنَ اللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُوْرِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَتَوَضَّأُ، فَاِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَيَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ أُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ، مَاسَأَلَنِى عَبْدِى هٰذَا فَهُوَ لَهُ ـ

(১৮৯) উকবাহ্ ইবন্ আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে এমন কিছু বলব না যা তিনি বলেন নি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলবে যা আমি বলি নি, তাকে জাহান্নামের মধ্যে একটি বাড়িতে অবস্থান করতে হবে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের দুই ব্যক্তির একজন রাত্রে কষ্ট করে ঘুম থেকে নিজেকে উঠায় এবং (ঘুমজনিত) কষ্টের মধ্যেই ওযূ করতে যায়। এসময়ে তার ওপর শয়তানের কয়েকটি গিঁট দেওয়া থাকে। যখন সে ওযূ করতে বসে তার দুই হাত ধৌত করে তখন একটি গিট খুলে যায়। আর যখন সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন একটি গিঁট খুলে যায়। আর যখন সে মাথা মাসহ্ করে তখন একটি গিঁট খুলে যায়। আর যখন সে তার দুই পা ধৌত করে তখন একটি গিট খুলে যায়। তখন মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রভু পর্দার অন্তরালে যারা আছেন তাঁদেরকে (ফেরেশতাগণকে) বলেনঃ আমার এই বান্দাকে দেখ! সে কিভাবে নিজেকে ক্রমান্বয়ে কষ্ট করে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করছে। এই বান্দা আমার কাছে যা প্রার্থনা করবে তা-ই তাকে দেওয়া হবে। [তাবারানী। হাইসুমী বলেন, হাদীসটির দুইটি সনদের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য।]

(١٩٠) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ» وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ أَلاَتَسْأَلُوْنِى عَمَّا أَضْحَكَنِى، فَقَالُوْا مِمَّ ضَحِكْتَ يَاأَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ قَرِيْبًا مِنْ هٰذِهِ الْبُقْعَةِ فَتَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَ أَلاَتَسْأَلُوْنِى مَا أَضْحَكَنِىْ - فَقَالُوْا مَاأَضْحَكَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَا بِوَضُوْءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيْئَةٍ أَصَابَهَا بِوَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَالِكَ وَإِنْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ كَذَالِكَ وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَالِكَ.

(১৯০) উসমান ইবন্ আফ্ফান-(রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন পানি চেয়ে নিয়ে ওযূ করেন। তিনি কুলি করেন, নাক পরিষ্কার করেন অতঃপর তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করেন তিনবার করে, দুই হাত ধৌত করেন তিনবার তিনবার করে, তারপর মাথা এবং দুই পায়ের উপরিভাগ মাসহ করেন। অতঃপর তিনি হেসে উঠেন। এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীগণকে বলেন, আমি কি জন্য হাসলাম তা তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না? তাঁরা বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! কি জন্য আপনি হাসলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখছিলাম তিনি এ স্থানের কাছেই পানি চেয়ে নিয়েছিলেন এবং আমি যেমন ওযূ করলাম সেইরূপ ওযূ করেছিলেন। এরপর তিনি হাসছিলেন এবং বলেছিলেনঃ আমি কি জন্য হাসলাম তা জানতে চাও না? সমবেত সাহাবীগণ বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বলেন, যখন বান্দা ওযূর পানি চেয়ে নেয় এবং তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন আল্লাহ্ তার মুখের দ্বারা অর্জিত সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। এরপর যখন সে তার দু' হাত ধৌত করে তখনও অনুরূপভাবে, এবং যখন মাথা মাসহ্ করে তখনও অনুরূপভাবে এবং যখন তার পা দুইটি সে পবিত্র করে তখনও

অনুরূপভাবে (তাকে ক্ষমা করা হয়।) [আবূ ইয়ালা, বায্যার। হাইসামী ও মুনযিরী হাদীসটির সনদ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٩١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِه كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِه مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرَةِ الْمَاءِ أَوْ نَحْوَ هٰذَا، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْه كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَ بِهَا مَعَ آخِرِ قَطْرَةِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ.

(১৯১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মুসলিম বা মু'মিন ওযূ করে, তখন সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করলো সে যত পাপের দিকে তার চোখ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছে সকল পাপ পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার মুখ থেকে বের হয়ে যায়। অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেন। অতঃপর যখন সে তার দু'হাত ধৌত করে তখন হাত দিয়ে যত পাপ করেছে সব পাপ তার দুই হাত থেকে পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়। এভাবে সে গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র হয়ে বের হয়। (মুসলিম ও অন্যান্য)

(٢) بَابُ فِى فَضْلِ الْوُضُوْءِ، وَالْمَشْىِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالصَّلَاةِ الْوُضُوْءِ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ ওযূ করা, সেই ওযূতে মসজিদে গমন ও সালাত আদায় করার ফযীলত বা মর্যাদা প্রসঙ্গে

(١٩٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَايَتَوَضَّأُ أَحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِى الْمَسْجِدَ لَايُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيْه إِلَّا تَبَشْبَشَ اللّٰهُ بِه كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِه.

(১৯২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ পরিপূর্ণরূপে ও সুন্দর করে ওযূ করে অতঃপর মসজিদে গমন করে, তার মসজিদে সালাত আদায় ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না, আল্লাহ তার জন্য আনন্দিত হন যেরূপ আনন্দিত হন প্রবাসী বাড়িতে ফিরলে তার পরিজনেরা। [ইবন্ খুযাইমাহ্]

(١٩٣) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللّٰهُ بِه الْخَطَايَا وَيَزِيْدُ بِه فِى الْحَسَنَاتِ، قَالُوْا بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰه قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

(১৯৩) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যা দ্বারা আল্লাহ পাপরাশী ক্ষমা করেন এবং পুণ্য বৃদ্ধি করেন তা কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না? সাহাবীগণ বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই জানাবেন। তিনি বলেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি পদক্ষেপ নেয়া এবং এক সালাতের পরে অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। [ইবন্ হিব্বান, আবূ ইয়ালা। সনদে দুর্বলতা আছে।]

(١٩٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ : فَذَالِكَ الرِّبَاطُ.

(১৯৪) আবূ হুরায়রা (রা) ও নবী (সা) থেকে অনুরূপ অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর এটিই হল জিহাদের প্রহরা। (মুসলিম ও অন্যান্য।)

(١٩٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَإِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَعَدَ فِيْهِ كَانَ كَالصَّائِمِ الْقَانِتِ حَتَّى يَرْجِعَ.

(১৯৫) উকবাহ্ ইবন্ আমির আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যখন কোনো মানুষ ওযূ করে মসজিদে আগমন করে তখন মহা সম্মানিত আল্লাহ তাঁর প্রতি পদক্ষেপের জন্য দশটি পুণ্য লিখেন। এরপর যখন সে সালাত আদায় করার পর মসজিদের মধ্যে বসে থাকে তখন সে একজন নফল সালাতে রত রোযাদারের সমমর্যাদা লাভ করে। যতক্ষণ না সে মসজিদ থেকে ফিরে আসে ততক্ষণ সে এই মর্যাদা ও পুণ্যের মধ্যে থাকে। [আবূ ইয়ালা, তাবারানী, ইবন্ খুযাইমাহ, ইবন্ হিব্বান। সনদে দুর্বলতা আছে।]

(١٩٦) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وَضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ -

(১৯৬) কা'ব ইবন্ উজ্জরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কেউ যখন সুন্দররূপে ওযূ করে অতঃপর সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয় তখন যেন সে তার দুই হাত একত্র করে আঙুলগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ না করায়; কারণ সে (গমনরত অবস্থায়ও) সালাতের মধ্যেই থাকে।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হিব্বান। মুনযিরী বলেন, আহমদ ও আবূ দাউদের সনদ নির্ভরযোগ্য।]

(١٩٧) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَصَلَّاهَا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ -

(১৯৭) উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ পরিপূর্ণরূপে ওযূ করে অতঃপর সে ফরয সালাত আদায় করতে গমন করে এবং তা আদায় করে তাহলে তার পাপ ক্ষমা করা হয়। (মুসলিম ও অন্যান্য।)

(١٩٨) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْمَجْلِسِ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوْئِي هٰذَا ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَغْتَرُّوْا-

(১৯৮) তাঁর (উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি তিনি এই মজলিসে বসে ওযূ করছিলেন এবং সুন্দররূপে তা সম্পাদন করেছিলেন। এরপর বলছিলেন, যে ব্যক্তি আমার ওযূর মত ওযূ করবে, এরপর মসজিদে গমন করবে সেখানে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ তবে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। [অর্থাৎ ক্ষমার কথা শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে পাপে লিপ্ত হবে না। শয়তান যেন তোমাদেরকে ক্ষমার প্রলোভন দেখিয়ে পাপে লিপ্ত না করে। মু'মিন সর্বদা পাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করবে। তা সত্ত্বেও ছোটখাট সাধারণ পাপ-অন্যায় হয়ে যাবে, যেগুলো এ সকল কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ ক্ষমা করবেন।] [বায্যার। হাইসুমী হাদীসটির সনদ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٣) بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ الْوُضُوْءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهِ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ ওযূ ও ওযূর পরে সালাত আদায়ের ফযীলত প্রসঙ্গে

(١٩٩) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضُوْءَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِى صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَاخَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الذُّنُوْبِ -

(১৯৯) উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন বান্দা ওযূ করে অতঃপর সালাতে প্রবেশ করে এবং তার সালাতকে পূর্ণরূপে আদায় করে তখন সে সালাত থেকে এমনভাবে পাপমুক্ত হয়ে বের হয় যেমন সে তার মায়ের পেট থেকে বের হয়েছিল।

[শুধুমাত্র আহমদ। সনদের একজন বর্ণনাকারী কিছুটা দুর্বল।]

(٢٠٠) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا -

(২০০) তাঁর (উসমান ইবন্ আফফান) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং সুন্দররূপে তা সম্পাদন করবে, অতঃপর সে সালাতে প্রবেশ করবে এবং সালাত আদায় করবে, তার সেই সালাত থেকে পরবর্তী সালাত আদায় করা পর্যন্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (মুসলিম)

(٢٠١) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(২০১) যাইদ ইবন্ খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দররূপে ওযূ করে অতঃপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করে এবং তাতে ভুল করে না, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেন। [আবূ দাউদ। সনদ গ্রহণযোগ্য।]

(٢٠٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

(২০২) উক্বাহ ইবন্ আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি অনুরূপ হাদীসের সমার্থক আরেকটি হাদীস নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

(٢٠٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنَّا نَخْدُمُ أَنْفُسَنَا وَكُنَّا نَتَدَاوَلُ رِعْيَةَ الْأَبِلِ بَيْنَنَا فَأَصَابَنِى رِعْيَةُ الْإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ حَدِيْثِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَغُفِرَ لَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَجْوَدَ هَذَا قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ بَيْنَ يَدَىَّ الَّتِى كَانَتْ قَبْلَهَا يَاعُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ؟ قَالَ إِنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِىَ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ.

(২০৩) উক্‌বাহ ইবন্ আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নিজেরাই নিজেদের কাজকর্ম করতাম। আমরা নিজেরা পালা করে উট চরাতাম। এভাবে একবার আমার উট চরানোর পালা আসলো। আমি বিকালে উটগুলি ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম। (উটের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে দেখলাম, তিনি দাঁড়িয়ে মানুষদের সাথে কথা বলছেন। আমি এসে তাঁকে বলতে শুনলামঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ওযূ করে এবং তা পূর্ণরূপে সম্পন্ন করে অতঃপর সে দাঁড়িয়ে তার মুখ ও মনের পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও মনোযোগ দিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত করা এবং তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তখন আমি তাঁকে বললাম, এটি কত সুন্দর! তখন আমার সামনে থেকে একজন বললেন, হে উক্‌বাহ! এর আগে যা বলেছেন তা আরো সুন্দর। তখন আমি দেখলাম তিনি হলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব। আমি বললামঃ হে আবূ হাফস, তা কি? তিনি বললেন, আপনার আসার আগে তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ওযূ করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা সম্পন্ন করে অতঃপর সে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও বার্তাবাহক, তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(٢٠٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوْءٍ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ فَأَحْصَى الْوُضُوْءَ إِلَى أَمَاكِنِهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَوْخَطِيْئَةٍ لَهُ، فَإِنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا ـ

(২০৪) আমর ইবন্ আবাসাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তি সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ওযূ করে এবং সে ওযূর অঙ্গগুলো সঠিকভাবে লক্ষ্য রেখে পূর্ণভাবে ধৌত করে তাহলে সে তার সকল পাপ বা অন্যায় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এরপর যদি সে সালাতে দাঁড়ায় তাহলে মহামহিম মহাসম্মানিত আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর যদি সে বসে থাকে তাহলে সে পাপমুক্ত হয়ে বসে থাকে। [তাবারানী। সনদ শক্তিশালী]

(٢٠٥) عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحِمْصِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوُضُوْءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصِيْرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً فَقِيْلَ لَهُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَامَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ وَلَا أَرْبَعٍ وَلَاخَمْسٍ

(২০৫) শাহ্‌র ইবন্ হাউশাব সাহাবী আবূ উমামাহ হিম্‌সী (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ওযূ তার পূর্বের গুনাহগুলোর ক্ষমা করায়। এরপর সালাত আদায় অতিরিক্ত কর্ম বলে গণ্য হয়। তখন তাঁকে বলা হয়ঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে একথা শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই শুনেছি, একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার বা পাঁচবার নয়, আরো বেশিবার শুনেছি।

[হাদীসটি ইমাম আহমদই সংকলন করেছেন। ইমাম মুনযিরী হাদসটির সনদ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٢٠٦) عَنْ أَبِي غَالِبٍ الرَّاسِبِيِّ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا أُمَامَةَ بِحِمْصٍ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ أَذَانَ صَلَاةٍ فَقَامَ إِلَى وَضُوْئِهِ إِلَّاغُفِرَلَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيْبُ كَفَّهُ مِنْ ذَالِكَ الْمَاءِ فَبِعَدَدِ ذَالِكَ الْقَطْرِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ وَضُوْئِهِ إِلَّا

غُفِرَلَهُ مَاسَلَفَ مِنْ ذُنُوْبِهِ وَقَامَ إِلَى صَلاَتِهِ وَهِيَ نَافِلَةٌ، قَالَ اَبُوْ غَالِبٍ قُلْتُ لِاَبِيْ أُمَامَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيْ وَالَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ ثَلاَثٍ وَلاَ أَرْبَعٍ وَلاَ خَمْسٍ وَلاَسِتٍّ وَلاَ سَبْعٍ وَلاَثَمَانٍ وَلاَتِسْعٍ وَلاَعَشْرٍ وَعَشْرٍ وَعَشْرٍ وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ -

(২০৬) আবূ গালিব রাসিবী থেকে বর্ণিত। তিনি সিরিয়ার হিম্‌স শহরে আবূ উমামা (রা)-এর সাথে মিলিত হন। তিনি তাঁকে কতিপয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আবূ উমামা (রা) তাদেরকে বলেনঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যদি কোনো মুসলিম বান্দা সালাতের আযান শুনে ওযূ করতে গমন করেন তাহলে তার হাতের উপর প্রথম যে পানির ফোঁটা পতিত হয় সে ফোঁটার সাথে তাকে ক্ষমা করা হয়। অতঃপর পানির ফোঁটাগুলোর সংখ্যানুপাতে ক্ষমা করা হয়। এভাবে সে যখন তার ওযূ শেষ করে তখন তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়। এরপর সালাতে দণ্ডায়মান হলে তা তার জন্য অতিরিক্ত কর্ম বলে গণ্য হয়। আবূ গালিব বলেন, আমি আবূ উমামা (রা)-কে প্রশ্ন করলামঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিজে একথা শুনেছেন? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই, যিনি তাঁকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার, ছয়বার, সাতবার, আটবার, নয়বার, দশবার, দশবার-এর ও অধিকবার আমি শুনেছি, একথা বলে তিনি তাঁর দুই হাত একত্র করে তালি দেন।

[তাবারানী। ইমাম হাইসুমী বলেনঃ আবূ গালিবের গ্রহণযোগ্যতা বিতর্কিত। তবে হাদীসটি অন্যান্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। এজন্য হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।]

(٢٠٧) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ إِذَا وَضَعْتَ الطَّهُوْرَ مَوَاضِعَهُ قَعَدْتَ مَغْفُوْرًالَكَ، فَإِنْ قَامَ يُصَلِّيْ كَانَتْ لَهُ فَضِيْلَةً وَأَجْرًا، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُوْرًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ فَصَلَّى تَكُوْنُ لَهُ نَافِلَةً، قَالَ لاَ، إِنَّمَا النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَكُوْنُ لَهُ نَافِلَةً وَهُوَ يَسْعَى فِي الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا، تَكُوْنُ لَهُ فَضِيْلَةً وَأَجْرًا.

(২০৭) আবূ গালিব থেকে আরও বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আবূ উমামা (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তুমি ওযূর পানি তার নির্ধারিত স্থানগুলোতে পৌঁছাবে তখন তুমি ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি এরপর সে সালাতে দাঁড়ায় তাহলে তা তার জন্য মর্যাদা ও পুরস্কারে পরিণত হয়। আর যদি সে বসে থাকে তাহলে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় বসে থাকে। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন তো, যদি সে এ অবস্থায় সালাত আদায় করে তাহলে কি তা তার জন্য নফল বা অতিরিক্ত কর্ম বল গণ্য হবে? তিনি বলেনঃ না, অতিরিক্ত কর্ম তো নবীয়ে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য। এই ব্যক্তি তো পাপ ও ভুলভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত, এই ব্যক্তির জন্য কিভাবে অতিরিক্ত কর্ম বলে গণ্য হবে? এর জন্য তা মর্যাদা ও পুরস্কার বলে গণ্য হবে। [তাবারানী। হাইসুমী হাদীসটির সনদ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٢٠٨) عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِيْ أُمَامَةَ وَهُوَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَيَدْفِنُ الْقَمْلَ فِي الْحَصَي فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا أُمَامَةَ إِنَّ رَجُلاً حَدَّثَنِيْ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَفْرُوْضَةِ غُفِرَلَهُ فِيْ ذَالِكَ الْيَوْمِ مَامَشَتْ إِلَيْهِ رِجْلُهُ وَقَبَضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ وَسَمِعَتْ

إِلَيْهِ أُذُنَاهُ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ سُوْءٍ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالاَ أُحْصِيْهِ ـ

(২০৮) আবূ মুসলিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ উমামা (রা)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি মসজিদে বসে মাথার উকুন পরিষ্কার করছিলেন এবং কাঁকরের মধ্যে উকুনগুলিকে পুঁতে রাখছিলেন। আমি বললাম, হে আবূ উমামা! এক ব্যক্তি আপনার সূত্রে আমাকে বলেছে, আপনি নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং পূর্ণরূপে তা সম্পন্ন করবে, তার দুই হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং তার মাথা ও দুই কান মাসহ্ করবে, অতঃপর সে ফরয সালাতে দাঁড়াবে, সে দিন সে যে গুনাহ তার দু'পা দ্বারা, তার দু'হাত দ্বারা, তার দু'কান দ্বারা, তার দুই চোখ দ্বারা এবং তার মনের খারাপ কল্পনা দ্বারা করেছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন। আবূ উমামা বলেন, আল্লাহর কসম! আমি অগণিতবার এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। [তাবারানী। সনদ শক্তিশালী।]

(٢٠٩) عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلاَسِلِ فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ فَرَابَطُوْا ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُوْ أَيُّوْبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ عَاصِمٌ يَاأَبَا أَيُّوْبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ (وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْمَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ) غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ، فَقَالَ ابْنَ أَخِي أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَالِكَ؟ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ، أَكَذَاكَ يَاعُقْبَةُ؟ قَالَ نَعَمْ.

(২০৯) আসিম ইবন্ সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, তারা (মু'আবিয়া (রা)-এর যুগে সংঘটিত) সালাসিল যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য গমন করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়াতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। এজন্য তারা কিছুদিন সীমান্ত প্রহরায় রত থাকেন। এরপর তারা মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ফিরে আসেন। আবূ আইয়ূব আনসারী ও উক্বাহ ইবন্ আমির (রা) তখন তাঁর নিকট ছিলেন। তখন আসিম বলেনঃ হে আবূ আইউব, সাধারণ যুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি নি। আমরা শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মসজিদে (অন্য বর্ণনায় চার মসজিদে) সালাত্ আদায় করবে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তখন তিনি বলেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমাকে আমি এর চেয়েও সহজ কর্ম শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি যেভাবে হুকুম করা হয়েছে সেভাবে ওযূ করবে এবং যেভাবে হুকুম করা হয়েছে সেভাবে সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী কুকর্মসমূহ ক্ষমা করা হবে। হে উকবা! তাই নয় কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ।* [নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হিব্বান।]

(٢١٠) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهُمَا أَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا سَأَلَ أَوْ مُؤَخَّرًا

(২১০) আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে মানুষেরা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং পরিপূর্ণরূপে তা সম্পন্ন করবে, অতঃপর পরিপূর্ণরূপে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, সেই ব্যক্তি যা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাকে তাই প্রদান করবেন, তাৎক্ষণিক অথবা পরবর্তীকালে। [হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদই সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য।)

*টীকাঃ চার মসজিদ বলতে মক্কা, মদীনা, বাইতুল মাকদিস ও কুবার মসজিদ বুঝানো হয়ে থাকে।

(٢١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ أَبِى ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَالِك حَدَّثَنِى سَهْلُ ابْنُ أَبِى صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِى كَثِيْرُ أَبُوْ الْفَضْلِ الطُّفَاوِىُّ حَدَّثَنِىْ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِى قُبِضَ فِيْهِ فَقَالَ لِى يَا ابْنَ أَخِىْ مَا أَعْمَدَكَ إِلَى هَذَا الْبَلَدِ وَمَا جَاءَبِكَ قَالَ قُلْتُ لاَ، إِلاَّ صِلَةً مَاكَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ فَقَالَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَبِئْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هَذِهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا شَكَّ سَهْلٌ يَحْسِنُ فِيْهَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوْعَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَلَهُ ـ

(২১১) আব্দুল্লাহ বলেন, আমাকে আমার বাবা (ইমাম আহমদ) বলেন, আমাকে আহমদ ইবন্ আব্দুল মালিক, তাকে সাহ্ল ইবন্ আবূ সাদাকাহ তিনি বলেন, তাকে কাসীর ইবন্ ফাদল আত্তাফাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তাকে ইউসুফ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ সালাম (রা) বলেন, আবূ দারদা (রা)-এর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় আমি তাঁর নিকট আগমন করি। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, এদেশে কি জন্য তোমার আগমন? তিনি বলেন, অন্য কোনো কারণ নয়, শুধুমাত্র আপনার ও আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবন্ সালামের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তা রক্ষা করার জন্যই। তখন আবূ দারদা (রা) বলেন, মিথ্যা বলার জন্য এটি খুবই খারাপ সময়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং সুন্দর সুচারুরূপে তা সমাধা করবে, অতঃপর দাঁড়িয়ে পূর্ণ মনোযোগ, যিকির ও বিনম্রতার সাথে দুই রাক'আত অথবা চার রাক'আত সালাত আদায় করবে (হাদীসের বর্ণনাকারী সাহ্ল ইবন্ আবূ সাদাকাহ রাক'আতের সংখ্যা দুই না চার সে বিষয়ে দ্বিধা করেছেন), এরপর মহিমাময় পরাক্রমশালী আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাকে ক্ষমা করা হবে।

[হাদীসটি শুধুমাত্র ইমাম আহমদই সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ হাসান।]

(٤) بَابٌ فِىْ آدَابٍ تَتَعَلَّقُ بِالْوُضُوْءِ وَفِيْهِ فُصُوْلٌ

(৪) পরিচ্ছেদ ওযূর শিষ্টাচার প্রসঙ্গে, এতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

اَلْفَصْلُ الاَوَّلُ : فِىْ ذَمِّ الْوَسْوَسَةِ وَكَرَاهَةِ الإِسْرَافِ فِىْ مَاءِ الْوُضُوْءِ

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহ প্রবণতা নিন্দনীয় এবং ওযূর পানি ব্যবহারে অপব্যয় মাকরূহ

(٢١٢) عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ اَلْوَلَهَانُ، فَاتَّقُوْهُ، اَوْ قَالَ : فَاحْذَرُوْهُ.

(২১২) উবাই ইবন্ কা'ব থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, ওযূর সাথে এক শয়তান থাকে, যার নাম "ওয়াল্হান"। তোমরা তাকে পরহেয কর অথবা বললেন, তোমরা তার থেকে সতর্ক থাক।

[ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী, তিনি এ হাদীসটি "গরীব" বলে মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন ঃ মুহাদ্দিসদের মতে হাদীসটি সহীহ্ নয়। এই অর্থে নবী (সা) থেকে কোনো সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয় নি।]

(٢١٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ مَاهَذَا السَّرَفُ يَاسَعْدُ؟ قَالَ : اَفِىْ الْوُضُوْءِ سَرَفٌ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ.

(২১৩) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) (একবার) সা'দ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি ওযূ করছিলেন। রাসূল (সা) বললেন, সা'দ এ কি অপব্যয় করছ? তিনি বললেন, ওযূতে কি অপব্যয় হয়? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, হয়। এমন কি তুমি প্রবাহমান নদী বা ঝর্ণার পাশে বসে করলেও।

[ইবন্ মাজাহ, হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। তবে ওযূতে অপচয় না করার বিষয়ে অন্য রাবী হতে সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : فِيْ مِقْدَارِ مَاءِ الْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ওযূ ও গোসলের পানির পরিমাণ প্রসঙ্গে

(٢١٤) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَكْفِيْنِىْ مِنَ الْوُضُوْءِ قَالَ مُدٌّ، قَالَ كَمْ يَكْفِيْنِىْ لِلْغُسْلِ؟ قَالَ : صَاعٌ قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : لاَ يَكْفِيْنِىْ، قَالَ : لاَ أُمَّ لَكَ - قَدْ كَفَى مَنْ هُوَخَيْرٌ مِنْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(২১৪) উবাইদুল্লাহ ইবন্ আবূ ইয়াযীদ্ থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক লোক বললেন, ওযূতে আমি কতটুকু পানি খরচ করতে পারি? তিনি উত্তরে বললেন, এক মুদ সমপরিমাণ[১]। তিনি আবার বললেন, গোসলের জন্য কত খরচ করতে পারি? তিনি উত্তরে বললেন, এক সা' সমপরিমাণ। লোকটি তখন বলল, এতটুকু আমার জন্য যথেষ্ট নয়। একথা শুনে তিনি বললেন, তোমার মা নেই।' তোমার চেয়ে উত্তম যিনি মহানবী (সা)-এর জন্য এতটুকু পানি যথেষ্ট ছিল।

[হাইসুমী বলেন, এ হাদীসটি আহমদ, বায্যার, ও তাবারানী আল্ কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢١٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يُجْزِئُ فِى الْوُضُوْءِ رِطْلاَنِ مِنْ مَاءٍ -

(২১৫) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, ওযূতে দু'রাতাল[১]পরিষ্কার পানিই যথেষ্ট।

[এক রাতাল বার আওকিয়ার সমপরিমাণ বা এক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের চার আঁজলার সমপরিমাণ। সুতরাং দু'রাতাল মানে আট আজলা পানি। (দুই রাতল সমান এক মুদ্দ বা প্রায় ১ লিটার)]

[তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব। ইবন হাজরের বক্তব্য থেকে হাদীসটি হাসান বলে বুঝা যায়।]

(٢١٦) وَعَنْهُ اَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَكُوْنُ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ -

(২১৬) তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) দু' রাতাল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এক পানির পাত্র থেকে ওযূ করতেন। আর এক সা' সমপরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

[আবূ দাউদ, হাদীসটি বুখারী মুসলিম অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন।]

(আধুনিক হিসাব এক মুদ্দ প্রায় ১ লিটার এবং ১সা' প্রায় ৪ লিটার)]

[তোমার 'মা নেই' কথাটি আরবীতে সাধারণত তিরস্কার ও ভর্ৎসনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তুমি কুড়িয়ে পাওয়া লোক। কাজেই তোমার মা নেই।]

(٢١٧) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : يَكْفِي أَحَدَكُمْ مُدٌّ فِي الْوَضُوْءِ ـ

(২১৭) তিনি আরও বর্ণনা করে বলেন, নবী (সা) বলেছেন, তোমাদের যে কারও জন্য এক মুদ্দ সমপরিমাণ পানি ওযূর জন্য যথেষ্ট।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি এ ভাষায় অন্য কোন গ্রন্থে আমি পাই নি।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِيْ إِسْتِحْبَابِ الْبَدَاءَةِ بِالْيَمِيْنِ فِي كُلِّ مَكَانٍ مِنْ بَابِ التَّكْرِيْمِ وَالتَّزْيِيْنِ ـ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ রূপচর্চা ও ভাল কাজ সবগুলো ডান দিক থেকে আরম্ভ করা মুস্তাহাব

(٢١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ، فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ،

(২১৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর সব কিছু সাধ্যানুযায়ী ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন। (এমনকি) তার পবিত্রতা অর্জনে, চুল আঁচড়ানোতে ও জুতা পরাতেও। [বুখারী ও মুসলিম]

(٢١٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُا بِأَيْمَانِكُمْ، وَقَالَ أَحْمَدُ! بِيَمِيْنًامِنْكُمْ ـ

(২১৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমরা কাপড় পরবে এবং যখন ওযূ করবে তখন তোমরা তোমাদের ডান দিক থেকে আরম্ভ করবে।

[ইবন্ মাজাহ, আবূ দাউদ, ইবন্ খুযাইমা, ইবন্ হাব্বান ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসটি সহীহ্।]

(٥) بَابٌ فِيْ صِفَةِ وُضُوْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهِ فُصُوْلٌ ـ

(৫) পরিচ্ছেদ রাসূল (সা)-এর ওযূর বর্ণনা। এতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : فِيْمَا رُوِيَ فِيْ ذَالِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ এতদসংক্রান্ত উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ

(٢٢٠) عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ دَعَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَاءٍ وَهُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَبَ عَلَى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَهَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ فَافْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، فَغَسَلَهُمَا) ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْاِنَاءِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى ظَاهِرِ لِحْيَتِهِ) ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَايُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا، غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ غُفِرَلَهُ مَاكَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ صَلَاتِهِ بِالْأَمْسِ) ـ

(২২০) হুমরান ইবন্ আবান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রা) পানি চাইলেন তখন তিনি আসনে বসাছিলেন। তখন তিনি তার ডান হাতের ওপর পানি ঢাললেন এবং তা ধুইলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তিনি তাঁর হাতে তিনবার পানি ঢাললেন এবং হাত দু'টি ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাতটি পানির পাত্রে

ঢুকালেন (তা থেকে পানি নিয়ে) তাঁর উভয় হাতের কবজী পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন তিনবার এবং কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন ও নাক ঝাড়লেন এবং কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধুইলেন তিনবার। অতঃপর তাঁর মাথা মাসেহ করলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে এবং তিনি তাঁর হাত দু'টি তাঁর দু' কানের ওপর বুলালেন। অতঃপর উভয় হাত তাঁর দাড়ির ওপর বুলালেন। অতঃপর দু' পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুইলেন তিনবার করে। তারপর বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর মত ওযূ করবে, অতঃপর দু'রাকাত নামায আদায় করবে, যাতে তার মনে মনে কথা বলবে না, তাহলে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (অপর এক বর্ণনায় আছে, তার এ দু'রাকাত নামায এবং গতকালের নামাযের মধ্যে যত গুনাহ হয়েছে সব মাফ করে দেয়া হবে।) [বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত]

(২২১)ز- عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ غَسْلاً -

(২২১) 'আতা উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি ওযূ করতে গিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন তিনবার। হাত ধুইলেন তিনবার এবং মাথা মাস্হ করলেন ও পা দু'টি ভাল করে ধুইলেন।

[যা বর্ণ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ হাদীসটি ইমাম আহমদের ছেলে আব্দুল্লাহ্ কর্তৃক মুসনাদে সংযোজিত।]

[আল্লামা আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। তবে অন্য কোথাও এ হাদীসটি পাই নি।]

اَلْفَصْلُ الثَّانِى : فِيْمَا رُوِيَ فِىْ ذَالِكَ عَنْ عَلِّى بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ এতদসংক্রান্ত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ

(২২২) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (بْنُ مَهْدِى) ثَنَا زَائِدَةُ إِبْنُ قُدَامَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ثَنَا عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ جَلَسَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ فِى الرَّحْبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ إِئْتِنِى بِطَهُوْرٍ فَاَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٌ قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ، وَنَحْنُ جُلُوْسٌ نَنْظُرُ اِلَيْهِ، فَاَخَذَ بِيَمِيْنِهِ الْاَنَاءَ، فَاَكْفَاهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْاَنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، فَعَلَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ كُلُّ ذَالِكَ لَايَدْخُلُ يَدَهُ فِى الْاَنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنِى فِى الْاَنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْراى فَعَلَ ذَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (وَفِىْ رِوَايَةٍ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ) ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الْأَنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً، (وَفِىْ رِوَايَةٍ فَبَدَا بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، قَالَ الرَّاوِىْ : وَلَاَ اَدْرِى اَرَدَّ يَدَهُ أَمْ لَا) ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثُ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ وَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوْئِهِ) ثُمَّ قَالَ

: هٰذَا طُهُوْرُ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى طُهُوْرِ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهٰذَا طُهُوْرُهُ -

(২২২) আব্দুল্লাহ বলেন, আমাকে আমার পিতা হাদীসটি বলেছেন, তিনি আব্দুর রহমান ইবন্ মাহদী থেকে আল যায়েদা ইবন্ কুদামা থেকে, তিনি খালিদ ইবন্ আলকামা থেকে, তিনি তাবেয়ী আবদু খাইর বলেন, আলী (রা) কুফার "রাহাবা" নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায়ের পর বসলেন। অতঃপর তাঁর গোলামকে বললেন, আমাকে পবিত্র হবার পানি দাও। তখন গোলাম এক পাত্র পানি ও একটা তস্তরী (বড় গামলা) নিয়ে আসলেন। আব্দু খাইর বলেন, আমরা বসে বসে তাঁকে দেখছিলাম। তখন তিনি তাঁর ডান হাতে পাত্রটি নিলেন। অতঃপর তা বাম হাতের ওপর কাত করলেন। তারপর হাত দু'টি কবজী পর্যন্ত ধুইলেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত দ্বারা পাত্রটি নিলেন এবং তা থেকে বাম হাতের ওপর পানি ঢাললেন। তারপর তাঁর হাত দু'টি কবজী পর্যন্ত ধুইলেন। এভাবে তিনবার করলেন। আবদু খাইর বলেন, এসব করার সময় তিনি তাঁর হাত পানির পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন না তিনবার তা না ধোয়া পর্যন্ত। অতঃপর তাঁর ডান হাত পানির পাত্রে ঢুকালেন না, তিনবার তা না ধোয়া পর্যন্ত। অতঃপর তার ডান হাত পানির পাত্রে ঢুকালেন, তারপর (পানি নিয়ে) কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করলেন। এ রকম তিনবার করলেন।

(অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তিনবার কুল্লি করলেন ও তিনবার নাকে পানি দিলেন একই হাতের পানি দ্বারা) অতঃপর তাঁর ডান হাত পাত্রে ঢুকালেন (তা থেকে পানি নিয়ে) তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর ডান হাত ধুইলেন কনুই পর্যন্ত তিনবার। তারপর বাম হাত ধুইলেন কনুই পর্যন্ত তিনবার। অতঃপর ডান হাত পানিতে ঢুকালেন পরিপূর্ণভাবে। তাঁরপর সে হাত পানি সমেত তুললেন তারপর তাঁর বাম হাত দ্বারা তা মুছলেন। তারপর তাঁর উভয় হাত দ্বারা একবার মাথা মাস্হ করলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর মাথার সামনের দিক থেকে আরম্ভ করে শেষের দিকে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না তা সামনের দিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসছিলেন কিনা? তারপর তাঁর ডান হাত দ্বারা তিনবার পানি ঢাললেন তাঁর ডান পায়ের উপর। তারপর তা বাম হাত দ্বারা ধুইলেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম পায়ের উপর পানি ঢাললেন এবং তা তাঁর বাম হাত দ্বারা ধুইলেন তিনবার। অতঃপর ডান হাত আবার পানিতে ঢুকালেন এবং অঞ্জলীভরে পানি নিয়ে তা পান করলেন। (অপর এক বর্ণনায় তিনি তাঁর ওযূর পানির উচ্ছিষ্টটুকু পান করলেন।) তারপর বললেন, এই হলো আল্লাহর নবী (সা)-এর পবিত্র নিয়ম। যদি কেউ আল্লাহর নবী (সা) -এর পবিত্রতার নিয়ম দেখতে চায় তাহলে এই তাঁর পবিত্রতা অর্জনের নিয়ম।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারু কুতনী, দারিমী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। হাফিজ ইবন্ হাজর হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

(٢٢٣) ز- وَعَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ سَلْعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ خَيْرٍ يَؤُمُّنَا فِى الْفَجْرِ فَقَالَ صَلَّيْتُ يَوْمًا الْفَجْرَ خَلْفَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ : وَقُمْنَا مَعَهُ فَجَاءَ يَمْشِيْ حَتّٰى إِنْتَهٰى اِلَى الرَّحْبَةِ، فَجَلَسَ وَاسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : يَاقُنْبَرُ إِئْتِنِيْ بِالرَّكْوَةِ وَالطَّسْتِ ثُمَّ قَالَ لَهُ صُبَّ فَصَبَّ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّهُ ثَلاَثًا (فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيْثِ السَّابِقِ مُخْتَصَرًا وَفِىْ أُخْرِهِ) فَقَالَ : هٰذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ اَيْضًا) قَالَ عَلَّمْنَا عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَبَّ الْغُلاَمُ عَلٰى يَدَيْهِ حَتّٰى أَنْقَاهُمَا، وَوَصَفَ وَضُوْءَهُ إِلَى اَنْ قَالَ" ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الرَّكْوَةِ فَغَمَزَ أَسْفَلَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ

أُخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِهَا الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِكَفَّيْهِ رَأْسَهُ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَغْتَرَفَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ ثُمَّ قَالَ : هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ -

(২২৩) আব্দুল মালিক ইবন্ সিল্য়া থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আব্দু খাইর আমাদের ফজরের সালাতে ইমামতী করতেন। তিনি বলেন একদিন আমি আলী (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত পড়লাম। সালাম ফিরাবার পর তিনি দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। তিনি হাঁটতে হাঁটতে "রাহবা" নামক স্থান পর্যন্ত এসে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসলেন। অতঃপর মাথা উঠালেন ও বললেন, হে কুম্বর! আমার জন্য পানির পাত্র ও তস্তরী নিয়ে আস। অতঃপর তাঁকে বললেন, পানি ঢাল, সে পানি ঢালল। তখন তিনি তার হাত কবজী পর্যন্ত ধুইলেন তিনবার। (এভাবে পূর্বের হাদীসের মত বাকি কথাগুলো সংক্ষিপ্তকারে বললেন এবং শেষে বললেন) এই হল রাসূল (সা)-এর ওযু।

আব্দু খাইর থেকেই অপর এক বর্ণনায় আছে। আমাদেরকে আলী (রা) রাসূল (সা)-এর ওযূর নিয়ম পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তাতে আছে, গোলাম তাঁর দু'হাতের ওপর পানি ঢাললেন। তিনি এতদুভয়কে ভাল করে পরিষ্কার করলেন। এভাবে তিনি তাঁর ওযূর বর্ণনা দিয়ে বলেন, অতঃপর পাত্রে নিজের হাত ঢুকালেন এবং তার তলা পর্যন্ত নিজের হাত দ্বারা স্পর্শ করলেন। তারপর হাত বের করলেন, তারপর ঐ হাত দ্বারা অপর হাত মুছলেন। অতঃপর দু'হাত দ্বারা নিজের মাথা মাসহ্ করলেন একবার। তারপর গোড়ালীর উপর গিরা বা টাখনু পর্যন্ত তিনবার করে দু'পা ধুইলেন। অতঃপর এক অঞ্জলী পানি নিয়ে পান করলেন। তারপর বললেন, এভাবেই রাসূল (সা) ওযু করতেন।

[এ হাদীসের উভয় বর্ণনা পূর্বের হাদীসের মতই সহীহ্। তবে প্রথম বর্ণনাটি আবদুল্লাহ্র সংযোজিত।]

(٢٢٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ دَخَلَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَىَّ بَيْتِىْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَجِئْنَا بِعُقْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ اَوْ قَرِيْبَةٌ حَتّٰى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ بَالَ، فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَلَا أَتَوَضَّأُلَكَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ : بَلَى فِدَا أَبِىْ وَأُمِّىْ، قَالَ فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ اَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَالْقَمَ اِبْهَامَيْهِ مَا اَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ : ثُمَّ عَادَ فِىْ مِثْلِ ذَالِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَاَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ اَرْسَلَهَا تَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُوْرِهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَصَكَّ بِهِمَا عَلَى قَدَمَيْهِ، وَفِيْهِمَا النَّعْلُ، ثُمَّ قَلَبَهَابِهَا ثُمَّ عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى مِثْلُ ذَالِكَ، قَالَ : فَقُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ وَفِى النَّعْلَيْنِ، قُلْتُ : وَفِى النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ : وَفِى النَّعْلَيْنِ -

(২২৪) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আলী (রা) আমার বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি ওযূর পানি চাইলেন। তখন তার জন্য একটা ছোট্ট পাত্রে পানি আনা হল। যাতে এক মুদ্দ বা তার কাছাকাছি পরিমাণ পানি ধরে। পাত্রটি তাঁর সামনে রাখা হল। ইতিমধ্যে তিনি পেশাব সেরে নিয়েছেন। তারপর বললেন, হে ইবন্ আব্বাস! আমি কি তোমাকে রাসূল (সা)-এর ওযূ করে দেখাব? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। আমার মা বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক। তিনি বলেন, তখন তাঁর সামনে পাত্রটি রাখা হল তখন তিনি (প্রথমে) তাঁর হাত দু'টি ধুইলেন। তারপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এবং নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর দু'হাতে পানি নিয়ে এতদুভয় দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ঘষলেন। আর দু' হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল তাঁর কানের সামনের দিকে বুলালেন। তিনি বলেন, অতঃপর এরূপ তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর ডান হাতে এক অঞ্জলী পানি নিলেন এবং তা তাঁর মাথার সামনের অংশে ঢেলে দিলেন এবং তা মুখমণ্ডলের উপর দিয়ে বয়ে যেতে দিলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত ডান

হাত তিনবার ধুইলেন। অতঃপর বাম হাতও অনুরূপ ধুইলেন। অতঃপর মাথা ও উভয় কান পিছনের দিকে মাস্হ করলেন। অতঃপর দু'হাতে অঞ্জলীভরে পানি নিলেন এবং তা দ্বারা ঘষে ঘষে উভয় পা ধুইলেন। তখন উভয় পায়ে সেন্ডেল ছিল। অতঃপর হাত দ্বারা পালটালেন। অতঃপর দ্বিতীয় পাও অনুরূপ ধুইলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, সেন্ডেল সমেত? তিনি বললেন হ্যাঁ, সেন্ডেল সমেত। আমি বললাম, সেন্ডেল সমেত? তিনি বললেন, সেন্ডেল সমেত। আমি বললাম, সেন্ডেল সমেত? তিনি বললেন, সেন্ডেল সমেত।

[আবূ দাউদ, ইবন্ হাব্বান ও বায্যার কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযী বলেন, আমি এ হাদীস সম্বন্ধে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হাদীসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করলেন।]

(٢٢٥) عَنْ اَبِىْ مَطَرٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَعَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى بَابِ الرَّحْبَةِ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَرِنِى وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الزَّوَالِ فَدَعَا قَنْبَرًا، فَقَالَ : أَئْتِنِى بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، فَاَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ مِنْ فِيْهِ وَاَسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً، فَقَالَ دَاخِلُهَا مِنَ الْوَجْهِ وَخَارِجُهَا مِنَ الرَّأْسِ، وَرِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا وَلِحْيَتُهُ تَهْطُلُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ حَسَاحُسْوَةً بَعْدَ الْوُضُوْءِ، فَقَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا كَانَ وُضُوْءُ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(২২৫) আবূ মাতার (রা) থেকে বর্ণিত, একবার আমরা আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)-এর সাথে বসাছিলাম "রাহাবা" নামক বৈঠকখানার দরজার সামনে। তখন এক লোক এসে বললেন, আমাকে রাসূল (সা)-এর ওযূ কিরূপ ছিল দেখান। তখন সূর্য মধ্য গগণে। তখন তিনি কুম্বরকে ডাকলেন এবং বললেন, আমাকে এক বদনা পানি দাও। তখন তিনি তাঁর হাত দু'টি কবজী পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল তিনবার করে ধুইলেন আর তিনি তিনবার কুল্লি করলেন এবং তখন তিনি হাতের কোন অঙ্গুলী মুখে প্রবেশ করান এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন। তারপর হাত দু'টি (কনুই পর্যন্ত) তিনবার ধুইলেন। অতঃপর একবার মাথা মাস্হ করলেন এবং বললেন, মাথার বের (সামনের) অংশটা মুখ মণ্ডল, আর বাইরের (পিছনের) অংশটা মাথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তারপর পা দু'টি টাখনুর গিরা পর্যন্ত ধুইলেন তিনবার। তাঁর দাড়ি তাঁর বক্ষ পর্যন্ত ঝুলেছিল। অতঃপর ওযূ সমাপ্ত করে এক আঁজলা পানি পান করলেন। তারপর বললেন, রাসূল (সা)-এর ওযূ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? রাসূল (সা)-এর ওযূ এরূপই ছিল।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্য কোথাও দেখি নি। এর সনদ নির্ভরযোগ্য।

(٢٢٦) عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أُتِىَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِى الرَّحْبَةِ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ، ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ : هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ -

(২২৬) নায্যাল ইবন্ সাবরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর কাছে এক বদনা পানি আনা হল। তখন তিনি 'রাহাবা' নামক বৈঠকখানায় ছিলেন। তখন তিনি এক আঁজলা পানি নিলেন তারপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল, দু'হাত ও মাথা মাস্হ করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। তারপর বললেন, যাদের হাদছ হয় নি (অর্থাৎ ওযূ আছে) এটা তাদের ওযূ। আমি রাসূল (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

[বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী]

(٢٢٧) ز- وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَامَ خَطِيْبًا فِي الرَّحْبَةِ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ دَعَا بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهُ وَتَمَسَّحَ وَشَرِبَ فَضْلَ كُوْزِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ طَهُوْرِهِ) وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَكْرَهُ اَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَهٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ، وَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰكَذَا -

(২২৭) রিব্‌ঈ ইবন্ হিরাশ থেকে বর্ণিত। আলী ইবন্ আবূ তালিব (রা) একবার "রাহাবা" নামক স্থানে খোতবা দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন. তারপর নবী (সা)-এর ওপর দরূদ পাঠ করলেন, অতঃপর আল্লাহ যা চাইলেন তা বললেন। অতঃপর এক বদনা পানি চাইলেন। তারপর তা দ্বারা কুল্লি করলেন ও মাস্‌হ করলেন তারপর বদনার বাকি পানি পান করলেন।

(অপর এক বর্ণনায় আছে, পবিত্র হবার পর বাকি পানি পান করলেন) দাঁড়ানো অবস্থায়। এরপর বললেন, আমি শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোক নাকি দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে মাকরূহ মনে করে। এই হলো যারা হাদছ করে নি তাদের ওযূ। আমি রাসূল (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। [বুখারী, নাসাঈ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٢٨) عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ يَكْرَهُوْنَ الشُّرْبَ قَائِمًا ؟ قَالَ فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءً خَفِيْفًا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ -

(২২৮) আব্‌দু খাইর থেকে, তিনি আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক বদনা পানি চাইলেন। অতঃপর বললেন, যারা দাঁড়িয়ে পানি পান করাই মাকরূহ মনে করে তারা কোথায়? তিনি বলেন, অতঃপর তিনি বদনাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে পান করলেন। অতঃপর হালকা ওযূ করলেন এবং তার দু'জুতার ওপর মাস্‌হ করলেন। তারপর বললেন, পবিত্র ব্যক্তিদের জন্য হাদছ না করা পর্যন্ত (ওযূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত) এটাই ছিল রাসূল (সা)-এর ওযূর নমুনা। [বুখারী ও আবূ দাউদ কর্তৃক সংকলিত।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِيْمَا رُوِيَ فِيْ ذَالِكَ عَنْ غَيْرِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ -

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ আলী ও উসমান (রা) ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীদের থেকে বর্ণিত এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহ

(٢٢٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ قُرَادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا قَالَ فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَتْبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ اَوِ الْقَدَحِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيْقِ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الْوُضُوْءَ قَالَ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ بِكَفِّهَا فَصَبَّ عَلَى يَدٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَبَضَ الْمَاءَ عَلَى يَدٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَبَضَ الْمَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى قَدَمِهِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ -

(২২৯) আব্দুর রহমান ইবন্ আবূ কুরাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে হজ্জে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে একবার দেখলাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হয়েছেন। তখন আমি পানির পাত্র বা পেয়ালা নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলাম। রাসূল্ব (সা)-এর অভ্যাস ছিল যখন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাবার ইচ্ছা করতেন তখন দূরে চলে যেতেন। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় রাস্তায় বসে থাকলাম। রাসূল (সা) যখন ফিরে আসলেন তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওযূ করবেন কি? তিনি বলেন, তখন রাসূল (সা) আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। তারপর নিজের হাতের ওপর পানি ঢাললেন এবং তা ধুইলেন। অতঃপর তাঁর হাতের কবজী পর্যন্ত পানির পাত্রে ঢুকালেন অতঃপর তা দ্বারা পানি নিয়ে অপর এক হাতের উপর ঢাললেন। তারপর নিজের মাথা মাস্হ করলেন। অতঃপর এক হাতে পানি নিলেন তারপর মাথা মাস্হ করলেন। অতঃপর নিজ হাতে পানি নিয়ে তা পায়ের উপর ঢাললেন। তারপর হাত দ্বারা পা মাস্হ করলেন। তারপর এসে আমাদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করলেন।

[হাইসুমী বলেন, এ হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ-এর আংশিক বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ، قَالَ أَرْسَلَنِىْ عَلِىٍّ بْنِ حُسَيْنٍ اِلَى الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذْ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْرَجَتْ لَهُ يَعْنِى إِنَاءً يَكُوْنُ مُدًّا اَوْ نَحْوَ مُدٍّ وَرُبُعٍ، قَالَ سُفْيَانُ كَانَّهُ يَذْهَبُ اِلَى الْهَاشِمِىِّ، قَالَتْ : كُنْتُ أُخْرِجُ لَهُ الْمَاءَ فِىْ هٰذَا فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا وَقَالَ مَرَّةً يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيُمَضْمِضُ ثَلاَثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاَثًا، وَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَالْيُسْرَى ثَلاَثًا، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ مَرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا، قَدْ جَاءَنِى إِبْنُ عَمٍّ لَكَ فَسَأَلَنِىْ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِىْ مَا أَجِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ الأَمَسْحَتَيْنِ وَغَسْلَتَيْنِ (وَمِنْ طَرِيْقٍ أُخَرَ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ اَيْضًا، قَالَ : حَدَّثَتْنِى الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْنَا فَيُكْثِرُ فَأَتَانَا فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيْضَأَةَ فَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً مَرَّةً وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِىَ مِنْ وُضُوْئِهِ فِىْ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بَدَا بِمُؤَخِّرِهِ ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ اِلَى نَاصِيَتِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ مُقَدَّمَهُمَا وَمُؤَخَّرَهُمَا ـ

(২৩০) আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতা সুফিয়ান ইবন্ ‘উআইনা বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ আকীল ইবন্ আবূ তালিব বলেছেন, আমাকে আলী ইবন্ (যায়নুল আবেদীন) রুবাইয়া বিনতে মু‘আওয়ায ইবন্ আফরা-এর কাছে পাঠালেন। আমি তাঁকে রাসূল (সা)-এর ওযূ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি সোয়া এক মুদ্দ পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পাত্র বের করলেন। সুফিয়ান বলেন, তিনি সম্ভবত হাশেমী মুদ্দ বুঝাচ্ছিলেন। তিনি (রুবাইয়া) বলেন, আমি রাসূলের জন্য এটাতে পানি নিয়ে আসতাম। তখন তিনি তাঁর হাতে তিনবার পানি ঢালতেন। একবার হাদীসের রাবী সুফিয়ান বলেন ঃ তিনি পাত্রে হাত ডুবাবার পূর্বে হাত দু'টি ধুইতেন। এবং মুখমণ্ডল ধুইতেন তিনবার, কুল্লি করতেন তিনবার, নাকে পানি দিতেন তিনবার, ডান হাত ধুইতেন তিনবার।

রাবী সুফিয়ান একবার বা দুইবার বলেন এবং বাম হাত ধুইতেন তিনবার এবং নিজের মাথা মাস্‌হ করতেন। তিনি সামনে থেকে পিছনের দিকে আর পিছন থেকে সামনের দিকে মাস্‌হ করতেন। অতঃপর পা দু'টি ধুইলেন তিনবার করে, আমার কাছে তোমার চাচাত ভাই, ইবন্ আব্বাস এসে জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁকে এ হাদীস শুনালে তিনি আমাকে বলেন, আমি আল্লাহর কিতাবে দু'বার মাস্‌হ ও দু'বার ধোয়ার কথা ছাড়া অন্যকিছু দেখতে পাই না।

(অপর এক বর্ণনায় আছে) আব্‌দুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ আকীল থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমাকে রুবাইয়া বিনতে মুয়াওয়েয ইবন্ 'আফরা (রা) বলেছেন যে, রাসূল (সা) আমাদের কাছে ঘন ঘন আসতেন। তিনি একবার আসলেন, তখন আমরা তাঁর জন্য এক বড় পানির পাত্র রাখলাম। তখন তিনি ওযূ করলেন। প্রথমে হাত দু'টি কবজি সমেত ধুইলেন তিনবার। অতঃপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একবার করে। তারপর মুখমণ্ডল ধুইলেন তিনবার এবং হাত দু'টি ধুইলেন তিনবার। আর হাত ধোয়ার পর হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা দু'বার মাথা মাস্‌হ করলেন। তা আরম্ভ করলেন মাথার পিছন দিক থেকে। অতঃপর তাঁর হাত মাথার সামনের দিকে নিয়ে আসলেন। অতঃপর পা দু'টি ধুইলেন তিনবার করে। আর কান দু'টি মাসহ করলেন, এতদুভয়ের সামনের দিকে ও পিছনের দিকে।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, বাইহাকী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেন।]

(٢٣١) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَقِيْلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَدَعَا بِأَنَاءٍ فَأَكْفَأ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ وَاَسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلَاثًا، وَاُسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِيَدِهِ وَاَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ : هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ عَنْ اَبِيْهِ) اَنَّ جَدَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوْءٍ، فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّ هُمَا حَتَّى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَا مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، (وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ) -

(২৩১) আমার ইবন্ ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি সাহাবী যাইদ ইবন্ আসিম (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁকে বলা হল, আপনি আমাদেরকে রাসূল (সা)-এর ওযূর মত ওযূ করে দেখান। তিনি বলেন, তখন তিনি এক পাত্র পানি চাইলেন। তা থেকে তাঁর দু' হাতের উপর তিনবার পানি ঢাললেন এবং হাত দু'টি ধুইলেন। অতঃপর তাঁর হাত ঢুকালেন এবং তা বের করে নিয়ে আসলেন। তারপর কুল্লি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন একই আঁজলা থেকে। এভাবে তিনবার করলেন। তারপর পাত্র থেকে হাত বের করে মুখমণ্ডল ধুইলেন। অতঃপর আবার পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তা বের করলেন। অতঃপর কনুই পর্যন্ত দু' হাত ধুইলেন দু'বার দু'বার করে। অতঃপর আবার হাত ঢুকিয়ে তা বের করে নিয়ে আসলেন তারপর নিজের মাথা মাস্‌হ করলেন। সামনে থেকে

পিছনের দিকে এবং পিছনের দিক হতে সামনের দিকে হাত নিয়ে আসলেন। অতঃপর পা দু'টি ধুইলেন টাখনু বা গোড়ালির উপর গাট (গুলফ) পর্যন্ত। তারপর বললেন, রাসূল (সা)-এর ওযূ এরূপ ছিল।

(তাঁর থেকে অপর এক সম্বন্ধে তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।) তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবন্ যাইদ ইবন্ আসিম (রা)-কে বললেন, আপনি আমাকে রাসূল (সা) কিভাবে ওযূ করতেন তা দেখাতে পারবেন? আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ বললেন, হ্যাঁ, পারব। তখন তিনি পানি চাইলেন। তারপর দু'বার হাত ধুইলেন। অতঃপর তিনবার কুল্লি করলেন ও নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর মুখ ধুইলেন তিনবার। অতঃপর তার দু'হাত ধুইলেন দু'বার। অতঃপর তাঁর দু' হাত দিয়ে মাথা মাস্হ করলেন। তাতে হাত সামনে থেকে পিছনের দিকে এবং পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসলেন। মাথার সামনের দিক থেকে আরম্ভ করে ঘাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। অতঃপর উভয় হাত সামনের দিকে যেখান থেকে আরম্ভ করে ছিলেন সেখানেই নিয়ে আসলেন। অতঃপর তার পা দু'টি ধুইলেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে তিনি তাঁর মাথা মাস্হ করলেন দু'বার আর দু'পা ধুইলেন দু'বার। [বুখারী, মুসলিম, মালিক ও চার সুনানে বর্ণিত হয়েছে।]

(٢٣٢) عَنْ يَزِيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَكَانَ أَمِيْرًا بِعُمَانٍ وَكَانَ لَخَيْرِ الْأُمَرَاءِ قَالَ قَالَ أَبِيْ اجْتَمِعُوا فَلأُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيْ فَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ مَاقَدْرُ صُحْبَتِيْ إِيَّاكُمْ، قَالَ فَجَمَعَ بَنِيْهِ وَأَهْلَهُ وَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ الْيَدَ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ هٰذِهِ ثَلَاثًا يَعْنِي الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَغَسَلَ هٰذِهِ الرِّجْلَ يَعْنِي الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ هٰذِهِ الرِّجْلَ ثَلَاثًا يَعْنِي الْيُسْرَى قَالَ هٰكَذَا مَاأَلَوْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَانَدْرِيْ مَاهِيَ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَأُقِيْمَتْ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ، فَأَحْسَبُ أَنِّيْ سَمِعْتُ مِنْهُ آيَاتٍ مِنْ يٰسٓ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا أَلَوْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيْ۔

(২৩২) ইয়াযীদ ইবন্ বারা ইবন্ আযিব থেকে, তিনি ওমানের আমীর ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা (একবার) বলেছিলেন, তোমরা একত্রিত হও। আমি তোমাদেরকে রাসূল (সা) কিভাবে ওযূ করতেন এবং কিভাবে সালাত পড়তেন দেখাব। আমি জানি না আর কতদিন আমি তোমাদের সাহচর্য পাব। তিনি বলেন, তখন তাঁর সন্তান ও পরিবারের লোকজনদের একত্রিত করলেন। তখন তিনি ওযূর পানি চাইলেন। অতঃপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার মুখ ধুইলেন। ডান হাত ধুইলেন তিনবার আর এ হাত অর্থাৎ বাম হাত ধুইলেন তিনবার। অতঃপর মাথা ও কান এবং কানের বাইরে ভিতরের মাস্হ করলেন। এবং এ পা অর্থাৎ ডান পা ধুইলেন তিনবার। আর এ পা অর্থাৎ বাম পা ধুইলেন তিনবার। তিনি বলেন, এভাবেই। আমি কার্পণ্য করি নি তোমাদেরকে রাসূল (সা) কিভাবে ওযূ করতেন তা দেখাতে। অতঃপর তিনি বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলেন। কত (রাকা'আত) পড়লেন জানি না। অতঃপর বাড়ি হতে বের হলেন এবং সালাতের আয়োজন করতে আদেশ করলেন। তারপর একামত বলা হলো তখন আমাদের নিয়ে জোহরের সালাত পড়লেন। আমার মনে হয় আমি তাঁর থেকে সূরা "ইয়াসীনের" কয়েক আয়াত শুনেছিলাম। অতঃপর আসরের সালাত পড়লেন। তারপর আমাদের নিয়ে মাগরিবের সালাত পড়লেন। তারপর আমাদের নিয়ে ইশার সালাত পড়লেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে রাসূল (সা) কিভাবে ওযূ করতেন আর কিভাবে সালাত পড়তেন তা দেখাতে কার্পণ্য করি নি।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, আমি এ হাদীসটি অন্য কোথাও দেখি নি। হাইসুমী বলেন, হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢٣٣) عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ سُئِلَ هَلْ اَمَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ غَيْرُ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ كُنَّا فِىْ سَفَرٍ كَذَا كَذَا، (وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ) فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ ضَرَبَ عُنُقَ رَاحِلَتِهِ وَانْطَلَقَ فَتَبِعْتُهُ فَتَغَيَّبَ عَنِّىْ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتُكَ، فَقُلْتُ لَيْسَ لِىْ حَاجَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ هَلْ مِنْ مَاءٍ؟ قُلْتُ نَعَمْ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَآمِيَّةٌ فَضَاقَتْ فَادْخَلَ يَدَيْهِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ لَحِقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً، فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ، فَنَهَانِىْ فَصَلَّيْنَا الَّتِىْ اَدْرَكْنَا (وَفِىْ رِوَايَةٍ الرَّكْعَةَ الَّتِىْ اَدْرَكْنَا) وَقَضَيْنَا الَّتِىْ سُبِقْنَابِهَا (وَفِىْ رِوَايَةٍ وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِىْ سُبِقْنَا) ـ

(২৩৩) মুগীরা ইবন্ শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আবূ বকর (রা) ছাড়া এ উম্মাতের আর কেউ কি রাসূল (সা)-এর ইমামতী করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। আমরা একবার অমুক অমুক সফরে ছিলাম। (অপর বর্ণনা মতে তাবুক যুদ্ধের সফরে) যখন সেহেরীর সময় হল তখন তাঁর বাহনের গলায় আঘাত করে চলতে আরম্ভ করলেন। তখন আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি কিছুক্ষণ আমাদের সামনে থেকে আড়াল হয়ে গেলেন। তারপর আসলেন এবং বললেন, তোমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন আছে কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, পানি আছে কি? আমি বললাম, আছে। তখন আমি তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিলাম। তখন তিনি তাঁর দু'হাত ধুইলেন। তারপর তাঁর হাত থেকে আস্তিনের কাপড় সরাতে চাইলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিল একটা শামী জুব্বা। জুব্বাটি সংকীর্ণ ছিল। ফলে হাত দু'টি ভিতরে নিয়ে গিয়ে জুব্বার নিচ থেকে বের করলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধুইলেন আর হাত দু'টি ধুইলেন এবং মাথার প্রথমাংশ (নাহিয়া) ও পাগড়ীর উপর এবং মোজা দু'টির ওপর মাসহ্ করলেন। অতঃপর আমরা অপরাপর লোকদের সাথে মিলিত হলাম। তখন নামাযের একামত বলা হয়েছে আর আবদুর রহমান ইবন্ 'আউফ তাঁদের ইমামতী করছেন। ইতিমধ্যেই তিনি এক রাকা'আত নামায পড়ে ফেলেছেন। আমি তাঁকে (রাসূলের আগমন সম্বন্ধে) অবগত করতে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে নিষেধ করলেন। তখন আমরা যে নামাযটুকু পেলাম তা আদায় করলাম।

(অপর এক বর্ণনায় আছে, আমরা যে রাকা'আতটুকু পেলাম তা আদায় করলাম।) এর পূর্বে সালাত ছুটে গিয়েছিল তা কাজা করলাম। (অপর বর্ণনায় আছে, যে রাকাতটি আমাদের আগে ছুটে গেছে তা কাজা করলাম।

[মুসলিম ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত , তিরমিযী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٦) بَابٌ فِى النِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَّةِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ

(৬) অধ্যায় ঃ ওযূর সময় নিয়ত করা ও বিসমিল্লাহ বলা প্রসঙ্গে

(٢٣٤) عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

(২৩৪) উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমলের ফলাফল নিয়্যত বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়্যত করে। যার হিজরত আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের দিকে হবে তার হিজরত সে দিকেই হবে যেদিকে সে হিজরত করেছে। আর যার হিজরত দুনিয়া পাওয়ার জন্য অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য হবে তার হিজরত যে উদ্দেশ্যে করেছে সে উদ্দেশ্যের জন্যই হবে। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, দারু কুতনী, ইবন্ হাব্বান ইত্যাদি।]

(٢٣٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اَسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -

(২৩৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যার ওযূ নেই তার নামায হয় না। আর যে ওযূতে আল্লাহর নাম নেয় না তার ওযূ হয় না।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, দারু কুতনী, বাইহাকী, হাকিম ও তিরমিযী কর্তৃক ইলাল গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ কিনা সে ব্যাপারে নানান কথা রয়েছে।]

(٢٣٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ إِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -

(২৩৬) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে আল্লাহর নাম উল্লেখ করে না তার ওযূ হয় না।

[ইবন্ মাজাহ, বায্যার, দারু কতনী, বাইহাকী ও হাফেজ কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটির সকল সনদই দুর্বলতাযুক্ত।]

(٢٣٧) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لاَوُضُوْءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اَسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ، وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِىْ وَلاَ يُؤْمِنُ بِىْ مَنْ لاَ يُحِبُّ الْاَنْصَارَ -

(২৩৭) সাঈদ ইবন্ যাইদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যার ওযূ নেই তার নামায হবে না। আর যে বিসমিল্লাহ বলে না তার ওযূ হবে না। আর যে আমাকে বিশ্বাস করে না সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। (যে আমার প্রতি ঈমান আনে না সে আল্লাহর প্রতিও ঈমান আনে না।) আর যে আনসারী (সাহাবীদের) ভালবাসে না সে আমার প্রতি ঈমান আনে না।

[তিরমিযী, বায্যার ইবন্ মাজাহ, দারু কুতনী ও হাশিম কর্তৃক বর্ণিত। আহমদ বলেন, এই অর্থের কোনো সহীহ্ হাদীস নেই। বুখারী বলেন, এ বিষয়ে এই হাদীসটিই সর্বোত্তম।]

(٧) بَابٌ فِىْ اِسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْيَدمِنْ قَبْلِ الْمَضْمَضَةِ وَتَأْكِيْدُهُ لِنَوْمِ اللَّيْلِ -

(৭) কুল্লি করার আগে হাত দু'টি (কব্জি পর্যন্ত) ধোয়া মুস্তাহাব এবং রাতের ঘুম থেকে উঠার পর তা বেশী গুরুত্বপূর্ণ

(٢٣٨) عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يَصِفُ وُضُوْءَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى الْأَنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى الْاَنَاءَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، فَعَلَهُ ثَلاَثَ مِرَارٍ، قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ كُلُّ ذٰلِكَ لاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِىْ الْاَنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، اَلْحَدِيْثَ (وَفِىْ اٰخِرِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِىْ عَلِيًّا) هٰذَا طُهُوْرُ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(২৩৮) আব্দু খাইর থেকে বর্ণিত, তিনি আলী (রা)-এর ওযূর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, অত:পর তিনি পানির পাত্রটি ডান হাতে নিলেন। তারপর বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন। অত:পর হাত দু'টি কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন। অতঃপর ডান হাতে পাত্রটি নিলেন এবং বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন। তারপর হাত দু'টি ধুইলেন কব্জি পর্যন্ত। এভাবে তিনবার করলেন। আব্দু খাইর বলেন, এভাবে তিনি তাঁর হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পানির পাত্রে ডুবান নি। এ হাদীসের শেষের দিকে আছে, অতঃপর আলী (রা) বলেন, এটাই হল নবী (সা)-এর পবিত্রতার রূপ।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারু কুতনী, ও দারিমী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ্।]

(٢٣٩) عَنْ ابْنِ اَبِى أَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَاسْتَوْكَفَ ثَلاَثًا اَىْ غَسَلَ كَفَّيْهِ (زَادَفِى رِوَايَةٍ مِنْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ) يَعْنِى غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ أَدْخَلَهُمَا فِى الْاِنَاءِ اَوْ غَسَلَهُمَا خَارِجًا قَالَ لاَ أَدْرِىْ ـ

(২৩৯) ইবন্ আবূ আউস থেকে, তিনি তাঁর দাদা আউস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে ওযূ করতে দেখেছি। এবং তিনি তিনবার তাঁর হাত দু'টি ধুয়েছেন। (অপর এক সূত্রে এক বর্ণনায় আছে) অর্থাৎ তিনি তাঁর হাত ধুইলেন তিনবার। তখন আমি শো'বাকে বললাম। তিনি কি তা পাত্রে ঢুকিয়ে ছিলেন না কি বাইরে ধুয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বলেন, জানি না।

[নাসাঈ ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসটির সনদ উত্তম ও নির্ভরযোগ্য। এ ধরনের হাদীস বুখারী মুসলিমেও বর্ণিত আছে।]

(٢٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِىْ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَيُدْخِلْ يَدَهُ فِى الْاَنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، قَالَ وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَأَبِىْ رَزِيْنٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ ثَلاَثًا، (حَدَّثَنَا) عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِىْ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَّى يَغْسِلَهَا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ـ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبِى ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رِوَايَةً. اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَيَغْمِسْ يَدَهُ فِىْ اِنَاءِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ـ

(২৪০) আব্দুল্লাহ বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, তাঁকে আবূ মু'আবিয়া বলেছেন, তাঁকে আ'মাশ আবূ সালিহ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, তোমরা কেউ রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হলে সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত (পানির) পাত্রে না ডুবায়। কারণ সে জানে না রাত্রে তার হাত কোথায় যাপন করেছে। তিনি (আব্দুল্লাহ).আরও বলেন, ওকী আবূ সালিহ ও আবূ রাযীন থেকে তাঁরা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনবার পর্যন্ত।

আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বলেন, আমার বাবা আমাকে বলেছেন, তাঁকে মু'আবিয়া ইবন্ আমর তাঁকে যায়েদাহ আবূ সালিহ থেকে আর তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন, একবার বা দু'বার না ধোয়া পর্যন্ত (হাত ঢুকাবে না।)।

আবদুল্লাহ বলেন, আমার বাবা আমাকে বলেছেন যে, আমাকে সুফিয়ান জুহরী থেকে আর তিনি আবূ সালামা থেকে আর তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হলে স্বীয় পাত্রে হাত ঢুকাবে না তিনবার হাত না ধোয়া পর্যন্ত। কারণ সে জানে না তার হাত কোথায় রাত যাপন করেছে।

[বুখারী, মুসলিম, ইমাম শাফেয়ী ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত, তবে ইমাম বুখারী কয়বার ধুইতে হবে সে সংখ্যা উল্লেখ করেন নি।]

(٨) بَابٌ فِى الْمَضْمَضَةِ الْإِسْتِنْشَاقِ وَالْإِسْتِنْثَارِ

(৮) কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়া ও নাক পরিষ্কার করা প্রসঙ্গে

(٢٤١) عَنْ أَبِى غَطْفَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْثِرُوا إِثْنَتَيْنِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ مَرَّتَيْنِ) بَالِغَتَيْنِ أَوْثَلَاثًا -

(২৪১) আবূ গাত্ফান বলেন, আমি ইবন্ আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁকে ওযূ করা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন তিনি কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর বললেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা নাক পরিষ্কার করো দু'বার। (অপর এক বর্ণনায় আছে দু'বার খুব ভাল করে) অথবা তিনবার।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, বাইহাকী, ও হাকিম কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ্।]

(٢٤٢) ز- وَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَأَتَيْنَاهُ يَعْنِى عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَأُتِىَ بِرَكْوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ وَطَسْتٍ، قَالَ فَأَفْرَغَ الرَّكْوَةَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِكَفٍّ كَفٍّ، (وَفِىْ رِوَايَةٍ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ) ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِى الرَّكْوَةِ فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ بِكَفَّيْهِ جَمِيْعًا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ هٰذَا وُضُوْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْلَمُوْهُ -

(২৪২) আব্দু খাইর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ফজরের সালাত পড়ে তাঁর কাছে অর্থাৎ আলী (রা)-এর কাছে আসলাম এবং তাঁর কাছে বসলাম। তখন তিনি ওযূর পানি চাইলেন। তখন তাঁকে একটা পাত্র দেয়া হল তাতে পানি ছিল, আর এক তস্তরী দেয়া হল। তিনি বলেন, তখন তিনি পাত্রটি তাঁর ডান হাতের উপর কাত করলেন। তারপর তাঁর হাত দু'টি ধুইলেন তিনবার। আর কুল্লি করলেন তিনবার এবং নাকে পানি দিলেন তিনবার, এক হাতের অঞ্জলী (পানি) দ্বারা।

(অপর এক বর্ণনায় আছে, তখন কুল্লি করলেন তিনবার আর নাকে পানি দিলেন তিনবার একই হাতের পানি দ্বারা।) অতঃপর মুখমণ্ডল ধুইলেন তিনবার। হাত দু'টি (কনুই পর্যন্ত) ধুইলেন তিনবার তিনবার করে। অতঃপর পাত্রে হাত রাখলেন। তারপর তাঁর দু'হাত দ্বারা গোটা মাথা মাসহ করলেন একবার। অতঃপর পা দু'টি ধুইলেন তিনবার তিনবার করে। অতঃপর বললেন, এই হলো তোমাদের নবীর ওযূ। তোমরা এর নিয়ম জেনে রেখো।

[হাদীসটি সুনান গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।]

(٢٤٣) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَصِفُ وُضُوْءَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً مَرَّةً -

(২৪৩) রুবাইয় বিন্তে মুয়াব্বিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর ওযূর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তিনি কুল্লি করেন এবং নাকে পানি দেন একবার একবার করে।[১]

(٢٤٤) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ إِذَا إِسْتَنْشَقَ اَدْخَلَهُ الْمَاءَ مِنْخَرَيْهِ -

(২৪৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) যখন নাকে পানি দিতেন তখন নাকের দু'ছিদ্রের মধ্যে পানি ঢুকাতেন।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীস, এর সনদ নির্ভরযোগ্য। তবে আমি অন্য কোথাও পাই নি।]

(٢٤٥) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ، وَقَالَ مَرَّةً لِيَنْثِرْ -

(২৪৫) তিনি আরও বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন তোমাদের কেউ ওযূ করলে সে যেন তার নাকে পানি দেয়। অতঃপর পানিগুলো বের করে নেয়। (তিনি একবার لِيَسْتَنْثِرْ-এর পরিবর্তে لِيَنْثِرْ শব্দটি প্রয়োগ করেন। [বুখারী ও মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٢٤٦) وَعَنْهُ أَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْثِرْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيَاشِمِهِ -

(২৪৬) তিনি আরও বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ওযূ করবে তখন সে যেন নাকে পানি দেয়। কারণ শয়তান তার নাকের অভ্যন্তরে রাতযাপন করে। [বুখারী, মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٤٧) عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِى عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاَسْبِغْ وَخَلِّلِ الْاَصَابِعَ وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

(২৪৭) লাকীত ইবন সাবিরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনি আমাকে ওযূ সম্বন্ধে বলুন। রাসূল (সা) বললেন, যখন ওযূ করবে তখন পুরোপুরি ও ভাল করে করবে। আর যখন নাকে পানি দিবে তখন ভাল করে দিবে। তবে রোযা রাখলে ভিন্ন কথা।

[চার সুনান গ্রন্থে এবং ইবন্ খুযাইমা ও হাশেম বর্ণনা করেছেন। শেষোক্ত দু'জন ও তিরমিযী সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(فَصْلٌ فِى جَوَازِ تَأْخِيْرِهِمَا عَنْ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَفِى حُكْمِ التَّرْتِيْبِ فِى الْوُضُوْءِ)

অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি ধোয়ার পর কুল্লি ও নাকে পানি দেয়া বৈধ। ওযূতে পরম্পরা রক্ষার হুকুম প্রসঙ্গে

(٢٤٨) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ اَلْكِنْدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا -

১. [এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, বাইহাকী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেন।]

(২৪৮) মিকদাম ইবন্ মা'দী কারিব আল কিন্দি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর কাছে ওযুর পানি আনা হল। তখন তিনি ওযূ করলেন। (প্রথমে) হাত দু'টি কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। তারপর মুখ ধুইলেন তিনবার। তারপর হাত দু'টি ধুইলেন তিনবার। তারপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এবং মাথা ও কানের ভিতর বাইর মাস্হ করলেন। তারপর পা দু'টি ধুইলেন তিনবার।

[আবূ দাউদ, সাঈদ মানসুর, তাহাবী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।]

(٢٤٩) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُخْرِجُ لَهُ (تَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) اَلْمَاءَ فِى هٰذَا فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا (وَفِى رِوَايَةٍ يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا) وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيُمَضْمِضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا، اَلْحَدِيْثُ -

(২৪৯) রুবাইয়্য বিনতে মুয়াওয়ায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাঁর (অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর) জন্য এ পাত্রে পানি আনতাম। তখন তিনি তাঁর হাতের ওপর তিনবার পানি ঢালতেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে তিনি পাত্রে হাত তুলবার আগে নিজের হাত ধুইতেন এবং মুখমণ্ডল তিনবার ধুইতেন। তিনবার কুল্লি করতেন। তিনবার নাকে পানি দিতেন। ডান হাত ধুইতেন তিনবার। আর বাম হাত ধুইতেন তিনবার।

[এটা একটি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্ত রূপ। হাদীসটি সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে পরিপূর্ণভাবে ও সনদ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।]

(٢٥٠) عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ دَعَا عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَاءٍ وَهُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَبَ عَلَى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَهَا (وَفِى رِوَايَةٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهَا) ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ أَلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ. اَلْحَدِيْثُ -

(২৫০) হুমরান ইবন্ আবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন উসমান (রা) একবার পানি চাইলেন। তখন তিনি তার আসনে বসাছিলেন। তখন তিনি তার ডান হাতের উপর পানি ঢেলে হাতটি ধুইলেন। (অপর বর্ণনা মতে তিনি নিজের দু'হাতের উপর তিনবার পানি ঢাললেন এবং হাত দু'টি ধুইলেন।) অতঃপর তাঁর ডান হাত পাত্রে ডুবালেন এবং পানি নিয়ে হাত দু'টি ধুইলেন তিনবার। অতঃপর মুখমণ্ডল তিনবার ধুইলেন। অতঃপর কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এবং হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধুইলেন তিনবার। তারপর তাঁর মাথা মাস্হ করলেন।

[এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ। এ হাদীসটি বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে পরিপূর্ণভাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।]

(٢٥١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ -

(২৫১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) যখন ওযূ করতেন তখন পানি দ্বারা তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন। [হাফিজ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। হাফিজ ইবন্ হাজর হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেন।]

(٢٥٢) عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَمَسَحَ لِحْيَتَهُ مِنْ تَحْتِهَا بِالْمَاءِ -

(২৫২) আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ওযূ করতেন তখন কুল্লি করতেন ও তাঁর দাড়িগুলো নিচ থেকে পানি দ্বারা মাস্হ করতেন।

[ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযী এর দুর্বলতা উল্লেখ করে বলেন, এর সনদে একজন অজ্ঞাত রাবী আছেন।]

(٢٥٣) عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاءَ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ، قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ يَقُوْلُ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ -

(২৫৩) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ওযূ করলেন (তাতে) তিনবার কুল্লি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। তিনি দু'চোখের কোণ প্রান্ত মুছতেন। তিনি আরও বলেন, নবী (সা) তাঁর মাথা মাস্হ করতেন একবার। আর বলতেন, কান দু'টি মাথার অন্তর্ভুক্ত।

[ইবন মাজাহ ও তাবারানী কর্তৃক আল কাবীর গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ্।]

(١٠) بَابٌ فِىْ غَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَتَطْوِيْلِ الْغُرَّةِ وَتَخْلِيْلِ الْاَصَابِعِ وَالدَّلْكِ -

(১০) কনুই পর্যন্ত দু' হাত ধোয়া, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ ও আঙুল খিলালকরণ ও ঘষা-মাজা প্রসঙ্গে

(٢٥٤) عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ أِلَى السَّاقَيْنِ فَقُلْتُ مَاهٰذَا فَقَالَ : هٰذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ -

(২৫৪) আবূ যুর'আ থেকে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা (রা) ওযূর পানি চাইলেন। তখন ওযূ করলেন। হাত দু'টি ধুইলেন এবং কনুই অতিক্রম করলেন। আর যখন পা দু'টি ধুইলেন তখন গোড়ালী অতিক্রম করে পায়ের নলা পিণ্ডলী পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন আমি বললাম, এটা কি করলেন? তখন তিনি বললেন, এটা হল অলংকারের স্থান।

[এ বক্তব্য দ্বারা এক হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে হাদীসে আছে "মু'মিনের অঙ্গের কতটুকু পর্যন্ত ওযূর পানি পৌঁছবে ততটুকু পর্যন্ত তার অলংকার (জান্নাতে) পৌঁছবে।]

(٢٥٥) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ أَنَّهُ رَقَىَ اِلَى أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَتَوَضَّاءُ فَرَفَعَ فِىْ عَضُدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىَّ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنْ إِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ نُعَيْمٌ لاَأَدْرِىْ قَوْلَهُ مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْمِنْ قَوْلِ أَبِىْ هُرَيْرَةَ -

(২৫৫) নু'আইম ইবন্ আবদুল্লাহ্ আল মুজমির থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরায়রার কাছে গেলেন মসজিদের ছাদের উপর। তখন তিনি ওযূ করছিলেন। তখন তিনি ওযূর পানি দুই বাহু পর্যন্ত উঠালেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। আমার উম্মাত কিয়ামত দিবসে ওযূর প্রভাবের কারণে ঘোড়ার কপালের উজ্জ্বলতার মত হবে। কাজেই তোমরা যারা পার তারা উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কর। নু'আইম বলেন,

'তাঁর উক্তি 'তোমরা যারা পার তারা উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কর, কথাটি কি রাসূল (সা)-এর কথা, না কি আবূ হুরায়রার কথা তা জানি না। [মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত। তবে তাতে নু'আইমের শেষের জানি না কথাটি নাই।]

(٢٥٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ فَقَالَ إِنَّهُمْ غُرٌّ مُتَحَجِّلُوْنَ بُلْقٌ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ ـ

(২৫৬) ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা)-কে বলা হল, আপনার উম্মতের যারা আপনাকে দেখেন নি তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি উত্তরে বললেন, তাঁরা শুভ্র ও উজ্জ্বল হবে ওযূর প্রভাবের কারণে।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ ভাষায় আমি এ হাদীস কোথাও পাই নি। তবে ইমাম মুসলিম আবূ হুরায়রা ও হুযাইফা ইবন্ ইয়ামান থেকে এ জাতীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

(٢٥٧) عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَهُوَ يُمِرُّ الْوَضُوْءَ اِلَى إِبْطِهِ فَقُلْتُ يَا اَبَاهُرَيْرَه مَاهٰذَا الْوَضُوْءُ قَالَ يَابَنِىْ فَرُّوْخَ اَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هٰذَا الْوُضُوْءَ إِنِّىْ سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ ـ

(২৫৭) আবূ হাশিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রার পেছনে ছিলাম তখন তিনি ওযূ করছিলেন। তিনি ওযূর পানি বগল পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিলেন। (তা দেখে) আমি বললাম, আবূ হুরায়রা এটা কোন্ ধরনের ওযূ? তিনি বললেন, হে ফাররুখের ছেলে![১] তোমরা এখানে? যদি আমি জানতাম যে, তোমরা এখানে তাহলে এভাবে ওযূ করতাম না। আমি আমার বন্ধু নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, মু'মিনের ওযূর পানি শরীরের যতটুকু পৌঁছবে (জান্নাতে) তাদের অলঙ্কারও ততটুকু পর্যন্ত পৌঁছবে। [মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٥٨) عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيْطٍ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ ـ

(২৫৮) আসিম ইবন্ লাকীত ইবন্ সাবিরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি বললেন, যখন ওযূ করবে তখন আঙুলগুলো খিলাল করবে।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ ও দারিমী কর্তৃক বর্ণিত, তিরমিযী ও বাগাভি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٢٥٩) عَنْ اَبِىْ سَوْرَةَ عَنْ اَبِىْ أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُوْنَ قِيْلَ وَمَا الْمُتَخَلِّلُوْنَ؟ قَالَ فِى الْوُضُوْءِ وَالطَّعَامِ ـ

(২৫৯) তাবিয়ী আবূ সাওরা এবং তাবিয়ী 'আতা মুরসাল হতে তিনি আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, খিলালকারীরা প্রশংসিত। বলা হল, খিলালকারী কে? তিনি বলেন, যারা ওযূতে ও খাবার খেয়ে খিলাল করে। [তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন।]

(٢٦٠) عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ هٰكَذَا يَدْلُكُ ـ

---

১. [এ বাক্য দ্বারা অনারব বংশ বুঝানো হয়েছে।]

(২৬০) হাবিব ইবন ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি আব্বাস ইবন্ তামিম থেকে আর তিনি তাঁর চাচা আবদুল্লাহ, ইয়াযিদ থেকে শুনেছেন যে, নবী (সা) ওযূ করেন তখন তিনি এভাবে ডলে ডলে ধুইতে থাকেন।

[আবূ ইয়ালা ও ইবন্ হিব্বান ও ইবন খুযাইমা কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ্।]

(١١) بَابٌ فِى مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالصُّدْغَيْنِ

(১১) মাথা, দু' কান ও দুলকী মাসহ্ করা প্রসঙ্গে

(٢٦١) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَلاَ أُرِيْكُمْ كَيْفَ كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا بَلَى، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا.وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ الاُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، ثُمَّ قَالَ قَدْ تَحَرَّيْتُ لَكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَقَدَّمَ فِى بَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَكَانَ يَقُوْلُ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ـ

(২৬১) উরওয়া ইবন্ কাবিসা থেকে বর্ণিত, তিনি জনৈক আনসারী থেকে তিনি তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন, উসমান (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (সা) কিভাবে ওযূ করতেন তা দেখাব? তারা বললেন, হ্যাঁ, দেখান, তখন তিনি ওযূর পানি চাইলেন। তারপর তিনবার কুল্লি করলেন। তিনবার নাকে পানি দিলেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। তিনবার হাত ধুইলেন এবং মাথা মাস্‌হ করলেন। তারপর দু' পা ধুইলেন তিনবার। তারপর বললেন, তোমরা জেন রাখ যে, কান দু'টি মাথার অংশ বিশেষ। তারপর বললেন, আমি তোমাদেরকে রাসূল (সা)-এর ওযূ দেখলাম। মুখমণ্ডল ধোয়া প্রসঙ্গে অধ্যায়ে আবূ উমামার হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, নবী (সা) একবার মাথা মাস্‌হ করতেন, এবং বলতেন, 'কান দু'টি মাথারই অংশ বিশেষ।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। এর সনদে দু'জন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছেন। তবে আরও আটজন সাহাবীর হাদীস এ হাদীসের বক্তব্য সমর্থন করে।]

(٢٦٢) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَتَى عُثْمَانُ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ يَاهٰؤُلاَءِ أَكَذَاكَ؟ قَالُوْا نَعَمْ لِنَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ ـ

(২৬২) বুস্‌র ইবন্ সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রা) মাকায়েদ নামক বৈঠকখানায় আসলেন তারপর ওযূর পানি চাইলেন। তারপর কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন। তারপর মুখ ধুইলেন তিনবার। দু'হাত ধুইলেন তিনবার তিনবার। তারপর মাথা মাস্‌হ করলেন এবং দু'পা ধুইলেন তিনবার তিনবার। তারপর বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর কাছে কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা বলুন, তাঁর ওযূ কি এরূপ ছিল? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ।

[আবূ দাউদ, দারুকুতনী, বাইহাকী, বাযার ইবন্ খুযাইমা ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত। সবগুলো সনদের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। তাছাড়া উসমান (রা) থেকে বর্ণিত সবগুলো সহীহ হাদীসে একবার মাথা মাস্‌হ করার কথা আছে।]

(٢٦٣) عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ مَسَحَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَأْسَهُ فِى الْوُضُوْءِ حَتّٰى أَرَادَ اَنْ يَقْطُرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ـ

(২৬৩) যির্ ইবন্ হুবাইশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) ওযূ করার সময় তাঁর মাথা মাস্‌হ করলেন। এমনকি মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি (পড়ার উপক্রম হল) ফেলতে চাইলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি।

[বাইহাকী ও আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(٢٦٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ يَذْكُرُ اَنَّهُ رَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْاُخْرَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ أَنْقَاهُمَا ـ

(২৬৪) আবদুল্লাহ ইবন্ যাইদ ইবন্ আমি আল মাযিনী থেকে বর্ণিত, তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি রাসূল (সা)-কে ওযূ করতে দেখেছেন। তিনি (রাসূল) কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন তিনবার। ডান হাত ধুইলেন তিনবার। অপর হাত ধুইলেন তিনবার এবং মাথা মাস্‌হ করলেন হাতে বাকি থাকা অতিরিক্ত পানি ছাড়া (নতুন) পানি দ্বারা। এবং পা দু'টি ধুইলেন ঘষে ঘষে।

[মুসলিম, দারিমী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। শেষোক্ত জন বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(٢٦٥) وَعَنْهُ أَيْضًا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ـ

(২৬৫) তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) তাঁর মাথা মাস্‌হ করলেন তাঁর দু'হাত দ্বারা। হাত দু'টি সামনের দিকে নিয়ে আনলেন এবং পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। মাথার সামনের দিক থেকে আরম্ভ করলেন। তারপর হাত দু'টি ঘাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তা ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত। অতঃপর পা দু'টি ধুইলেন। [বুখারী, মুসলিম, ইমাম মালিক ও চার সুনানে বর্ণিত।]

(٢٦٦) عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يَصِفُ وُضُوْءَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِى الرَّكْوَةِ فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ بِكَفَّيْهِ جَمِيْعًا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ هَذَا وُضُوْءُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمُوْهُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَقَالَ لَا اَدْرِيْ أَرَدَّ يَدَهُ اَمْ لَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(২৬৬) আব্‌দু খাইর থেকে বর্ণিত, তিনি আলী (রা)-এর ওযূর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন। অতঃপর তিনি চামড়ার তৈরি পানির পাত্রে হাত রাখলেন, হাতের পানি দ্বারা তাঁর দু'হাতে গোটা মাথা মাস্‌হ করলেন একবার। অতঃপর পা দু'টি ধুইলেন তিনবার তিনবার করে। অতঃপর আলী (রা) বললেন, এই হলো তোমাদের নবীর ওযূ, তোমরা তা জেনে রাখ। (অপর এক বর্ণনায় আছে) তিনি (আব্‌দু খাইর) বলেন, এবং মাথা মাস্‌হ করেন। মাথার সামনের দিক থেকে আরম্ভ করে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি জানি না তিনি তাঁর হাত সামনের দিকে আবার ফিরিয়ে আনছিলেন কি না। এরপর পা দু'টি ধুইলেন আর বললেন, যে রাসূল (সা)-এর ওযূ দেখতে চায় সে এ ওযূ দেখতে পারে। [এটা এক দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটি অষ্টম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।]

(٢٦٧) عَنْ طَلْحَةَ الْأَيَامِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ رَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتّٰى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيْهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ بِمَرَّةٍ، قَالَ : اَلْقَذَالُ السَّالِفَةُ الْعُنُقِ ـ

(২৬৭) তালহা আল আয়ামী থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর বাবার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (সা)-কে তাঁর মাথা মাস্‌হ করতে দেখেছেন। তিনি মাথা (قذال) ঘাড় পর্যন্ত এবং তার পাশের গলার সামনের দিক পর্যন্ত একবার মাস্‌হ করে ছিলেন। তিনি বলেন, قذال বলতে গলার পেছনের অংশকে বুঝায়।

[তাহাবী, ইবন্ সা'দ, তাবারানী ও আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসটি মুহাদ্দিসদের মতে সহীহ নয়।]

(٢٦٨) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الْكِنْدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ـ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ـ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ـ

(২৬৮) মিকদাম ইবন্ মাদী কারিব আল কিন্দি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর কাছে ওযূর পানি নিয়ে আসা হল। তখন তিনি তাঁর দু'হাত (কব্জী পর্যন্ত) ধুইলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধুইলেন তিনবার। তারপর হাত দু'টি (কনুই পর্যন্ত) ধুইলেন তিনবার। অতঃপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। এবং মাথা ও দু' কানের অভ্যন্তর ও বাহির ভাগ মাস্‌হ করলেন এবং পা ধৌত করলেন তিনবার।

[এ হাদীস সম্বন্ধে ওযূর অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।]

(٢٦٩) عَنْ أَبِى الْأَزْهَرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ ذَكَرَ لَهُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِغُرْفَةٍ مِنْ مَاءٍ حَتّٰى يَقْطُرَ الْمَاءُ مِنْ رَأْسِهِ اَوْ كَادَ يَقْطُرُ وَأَنَّهُ أَرَاهُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ مَرَّبِهِمَا حَتّٰى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ـ

(২৬৯) আবুল আযহার থেকে বর্ণিত, তিনি মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁদের সামনে রাসূল (সা)-এর ওযূর কথা আলোচনা করলেন। (তাতে আছে) তিনি (রাসূল) এক আঁজলা পানি নিয়ে তাঁর মাথা মাস্‌হ করলেন। ফলে তাঁর মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে আরম্ভ করল। অথবা পড়ার উপক্রম হল। তিনি তাঁদেরকে রাসূল (সা)-এর ওযূ দেখালেন। যখন মাথা মাস্‌হ করা পর্যন্ত পৌঁছলেন হাত দু'টি মাথার সামনের দিকে রাখলেন। অতঃপর এতদুভয় হাত পেছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। অতঃপর তা ফিরিয়ে আনলেন যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সে পর্যন্ত।

[তাহাবী ও আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আবূ দাউদ ও মুনযির, বর্ণনা করার পর কোন মন্তব্য করেন নি। তাই সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(٢٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى اَبِىْ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ اَبِى حَسَنِ الْمَازِنِىُّ الْاَنْصَارِىُّ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ، قَالَ سُفْيَانُ ثَنَا يَحيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحيَى مُنْذُ اَرْبَعٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَسَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَالِكَ بِقَلِيْلٍ وَكَانَ يَحيَى اَكْبَرُ مِنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَحَادِيْثَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ اَبِى سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُوْلُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ مَرَّةً مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، وَقَالَ مَرَّتَيْنِ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ ـ

(২৭০) আব্‌দুল্লাহ বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, তিনি বলেন, তাঁকে সুফিয়ান বলেছেন, তিনি বলেন আমাকে আমর ইবন্ ইয়াহ্ইয়া ইবন্ উমারা ইবন্ আবুল হাসান আল মাযিনী আল আনসারী তাঁর বাবা থেকে তিনি আব্‌দুল্লাহ ইবন্ যাইদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) ওযূ করেছিলেন। সুফিয়ান বলেন, আমাকে ইয়াহিয়া ইবন্ সাঈদ বলেছেন, আমর ইবন্ ইয়াহিয়া থেকে, প্রায় চুয়াত্তর বছর আগে। আমি এর কিছুদিন পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ইয়াহিয়া তাঁর থেকে একটু বড় ছিলেন। সুফিয়ান বলেন, আমি তাঁর কাছে তিনটি হাদীস শুনেছি। (তাতে আছে) তিনি তাঁর হাত ধুইলেন দু'বার। মুখ ধুইলেন তিনবার। আর মাথা মাস্হ করলেন দু'বার। আমার বাবা বলেন, আমি একথা সুফিয়ানের কাছে তিনবার শুনেছি। তিনি বলেন, পা ধুইলেন দু'বার। একবার বলেন, তাঁর মাথা মাস্হ করেছিলেন একবার। আর দু'বার বলেন তাঁর মাথা মাসহ করেছিলেন দু'বার।

[হাইসুমী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ গ্রন্থে আছে। তবে তাতে দু'বার মাথা মাস্হ করেছেন কথাটি নেই। এটা আহমদ বর্ণনা করেছেন। তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢٧١) عَنْ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مَعُوِّذِ بْنِ عَفْرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا قَالَتْ، فَرَأَيْتُهُ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ مَجَارِىْ الشَّعْرِ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَحَ صُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَتْ أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيْضَاةَ، فَتَوَضَّاءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِى أُذُنَيْهِ، (وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ جُحْرِ أُذُنَيْهِ) ـ

(২৭১) রুবাই'অ বিনতে মুয়াববিয্ ইবন্ 'আফরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) তাঁর কাছে ওযূ করেছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাঁর মাথা মাসহ করলেন, চুল উদগমনের স্থানের সামনের এবং পিছনের দিকে। এবং জুলফি ও কান দু'টির ভিতর ও বাহির মাস্হ করলেন। (তিনি অপর এক সনদে বর্ণনা করেন) তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের বাড়িতে আসলেন। তখন আমরা তাঁর জন্য ওযূর পানির পাত্রের ব্যবস্থা করলাম। তারপর তিনি তিনবার করে ওযূ করলেন। এবং মাথা মাস্হ করলেন দু'বার। তা' পিছন দিক থেকে আরম্ভ করলেন এবং তাঁর আঙ্গুল তাঁর দু'কানে ঢুকালেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে কানের ছিদ্রের ভিতর ঢুকালেন।)

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, বাইহাকী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٢٧٢) (وَ عَنْهَا اَيْضًا فِىْ رِوَايَةٍ أُخْرَى) قَالَتْ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِىَ مِنْ وَضُوْئِهِ فِىْ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ ـ وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ مُقَدَّمَ هُمَا وَمُؤَخَّرَهُمَا (و عَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاءَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ الشَّعْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِ الشَّعْرِ، لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ ـ

(২৭২) তিনি অপর এক বর্ণনায় আরও বলেন, আর মাথা মাস্হ করলেন তাঁর দু'হাতে ওযূর যে পানি বাকি ছিল তার দ্বারা দু'বার। মাথার পেছন দিক থেকে আরম্ভ করে হাত দু'টি মাথার সামনের দিকে নিয়ে আসলেন। আর কান দু'টি মাস্হ করলেন সামনের দিক এবং পেছনের দিকে। (অপর এক বর্ণনায় তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে।) রাসূল (সা) তাঁর কাছে ওযূ করলেন। তখন গোটা মাথাটি মাস্হ করলেন সবদিকেই চুল আগার দিক থেকে চুলগুলোকে তার অবস্থায় যথাযথভাবে রেখে, নাড়া না দিয়ে।

[আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। এর সনদের আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ আকীল-এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও এর অনেকগুলো সনদ পরস্পরকে শক্তিশালী করে।]

(١٢) بَابٌ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْعَمَامَةِ وَالْخِمَارِ وَالتَّسَاخِيْنِ ـ

(১২) পাগড়ী, মাথার ওড়না ও মোজা ইত্যাদির ওপর মাস্‌হ করা প্রসঙ্গে

(٢٧٣) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْبَرْدِ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنِ ـ

(২৭৩) ছাওবান থেকে (তিনি রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) একটা সেনাদল[১] পাঠালেন তারা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে পড়লেন। তারা যখন রাসূল (সা)-এর কাছে ফিরে আসলেন তখন তারা তাঁর কাছে অভিযোগ করলেন, তারা কি ধরনের শীতের কবলে পড়েছিলেন। তখন তিনি তাঁদেরকে আদেশ করেছিলেন পাগড়ী ও মোজার ওপর মাস্‌হ করতে।

[হাকিম ও আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। আবূ দাউদ ও মুনযিরী হাদীসটি বর্ণনা করার পর কোন মন্তব্য করেন নি। তাই সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(٢٧٤) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى الْخِمَارِ، ثُمَّ الْعَمَامَةِ ـ

(২৭৪) তিনি আরও বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি ওযূ করলেন এবং দু'মোজার ওপর ও মাথার চাদরের ওপর অতঃপর পাগড়ীর ওপর মাস্‌হ করেছেন।

[হাকিম ও আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। মুসলিম এ হাদীসের বক্তব্যকে সমর্থন করেন।]

(٢٧٥) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ (وَفِى لَفْظٍ) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ ـ

(২৭৫) আমর ইবন্ উমাইয়্যা আদ্দামারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-কে দু'টি মোজা ও পাগড়ীর ওপর মাস্‌হ করতে দেখেছেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে) তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দু'টি মোজা ও মাথার পাগড়ীর ওপর মাস্‌হ করতে দেখেছি। [বুখারী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٧٦) وَعَنْ أَبِىْ مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِبْنِ صَوْحَانَ الْعَبْدِىِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ فَرَاٰى رَجُلاً قَدْ اَحْدَثَ وَ هُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ اَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَيَمْسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَقَالَ سَلْمَانُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى خِمَارِهِ ـ

(২৭৬) আবূ মুসলিম থেকে বর্ণিত, তিনি যাইদ ইবন্ সাওহান আল আবদীর আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন, আমি সালমান ফারসীর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি এক লোককে দেখতে পেলেন যে, লোকটির ওযূ ছুটে গেছে। সে তার মোজা দু'টি খুলতে চাচ্ছেন। এমতাবস্থায় সালমান তাকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন তার মোজা দু'টির ওপর এবং পাগড়ীর ওপর মাস্‌হ করে এবং মাথার প্রথম দিকে মাস্‌হ করে। তারপর সালমান বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে তাঁর মোজা দু'টি ও পাগড়ীর উপর মাস্‌হ করতে দেখেছি।

[আবূ দাউদ ও তিরমিযী। আবদুর রহমান আল বান্নার বক্তব্য হতে হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(٢٧٧) عَنْ بِلَالٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ مَسَحَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ تَبَرَّزَ ثُمَّ دَعَا بِمَطْهَرَةٍ أَىْ إِدَاوَةٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى خِمَارِ الْعِمَامَةِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثُمَّ دَعَا بِمَطْهَرَةٍ بِالْاِدَاوَةِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوْقَيْنَ وَالْخِمَارِ، (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمْسَحُوْا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ۔

(২৭৭) বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবন্ 'আউফ (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূল (সা) কিভাবে মোজার ওপর মাস্হ করেছিলেন? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূল (সা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে পবিত্র হবার পর পানির পাত্র চাইলেন। তারপর মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি ধুইলেন। অতঃপর তাঁর মোজা দু'টি ও পাগড়ীর চাদরের ওপর মাস্হ করলেন। আব্দুর রাজ্জাক বলেন, (এক বর্ণনাকারী) অতঃপর একটা পবিত্রতার পাত্র চাইলেন। (তাঁর থেকে দ্বিতীয় এক সনদে বর্ণিত আছে) তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি (এক ধরনের) মোজা দু'টি ও পাগড়ীর ওপর মাস্হ করছেন। (তাঁর থেকে তৃতীয় এক বর্ণনায় আছে) রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা মোজা দু'টি ও পাগড়ীর ওপর মাস্হ করবে। [বুখারী ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٢٧٨) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَصِفُ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ، اَلْحَدِيْثُ بِتَمَامِهِ تَقَدَّمَ فِىْ بَابِ صِفَةِ الْوُضُوْءِ۔

(২৭৮) মুগীরা ইবন্ শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর ওযূর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন দু' হাত (কনুই পর্যন্ত) ধুইলেন। আর তাঁর মাথার সামনের অংশ মাস্হ করলেন এবং পাগড়ীর ওপর ও মোজা দু'টির ওপর মাস্হ করলেন। হাদীসটি পূর্বের ওযূর বিবরণ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
[মুসলিম, তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেন।]

(١٣) بَابٌ فِىْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَمَايَتَّبِعُ ذَالِكَ وَفِيْهِ فُصُوْلٌ

(১৩) পা দু'টি ধোয়া ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রসঙ্গে, এতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِىْ صِفَةِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ পা দু'টি ধোয়ার নিয়মাবলী প্রসঙ্গে

(٢٧٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ وَصَفَ لَهُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ : هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا)

(২৭৯) আমর ইবন্ ইয়াহিয়া থেকে তিনি তাঁর বাবা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ যাইদ ইবন্ আসিম থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁদের সামনে রাসূল (সা)-এর ওযূর বিবরণ দিচ্ছিলেন। (তাতে বললেন) অতঃপর পা দু'টি গোড়ালী পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর বললেন, রাসূল (সা)-এর ওযূ এরূপ ছিল। (অপর এক বর্ণনায় আছে, তারপর পা দু'টি ধুইলেন এবং তা পরিষ্কার করলেন।)

[এ হাদীসটি পূর্ণাকারে পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে রয়েছে। হাদীসটি সহীহ।]

(٢٨٠) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى مَالِكٍ وَاَبِى الْاَزْهَرِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَرَاهُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ ـ

(২৮০) ইয়াযিদ ইবন্ আবূ মালিক ও আবুল আয্হার থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা) তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওযূ দেখালেন। (তাতে আছে) অতঃপর তিনবার তিনবার করে ওযূ করলেন। আর পা দু'টি ধুইলেন গণনা বিহীনভাবে।

[আবূ দাউদ ও তাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। তাহাবীর সনদ উত্তম। আবূ দাউদ ও মানযারী বর্ণনার পর কোন মন্তব্য করেন নি।]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىُّ : فِىْ إِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ـ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ভাল করে ওযূ করা প্রসঙ্গে এবং রাসূল (সা)-এর উক্তি—পায়ের গোড়ালীগুলো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে

(٢٨١) عَنْ سَالِمٍ سَبَلَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِلَى مَكَّةَ قَالَ وَكَانَتْ تَخْرُجُ بِاَبِىْ يَحْيَى التَّيْمِىِّ يُصَلِّى بِهَا قَالَ فَاَدْرَكْنَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَاَسَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْوُضُوْءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ، (وَمِنْ طَرِيْقٍ اُخَرَ) عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ تَوَضَّأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ ـ

(২৮১) সালিম সাবালান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আয়িশা (রা)-এর সাথে মক্কায় গিয়েছিলাম। তিনি আবূ ইয়াহ্ইয়া আত তাইমীকে সাথে নিয়ে বের হতেন এবং তাঁকে দিয়ে নামায আদায় করাতেন। তিনি (সালিম) বলেন, আমরা আবদুর রহমান ইবন্ আবূ বকর সিদ্দীককে পেলাম। তখন আব্দুর রহমান ওযূ করতে গিয়ে ভুল করলেন। তখন আয়িশা (রা) বললেন, হে আব্দুর রহমান! ভাল করে ওযূ কর। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, পায়ের গোড়ালীসমূহ কিয়ামত দিবসে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[১] (অপর এক বর্ণনায় আছে।) আবূ সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান আয়িশার কাছে ওযূ করলেন। তখন আয়িশা (রা) বললেন, হে আবদুর রহমান, ওযূ ভাল করে কর। কারণ আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, গোড়ালীর উপরের অংশ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

[অর্থাৎ ওযূর সময় তা ভাল করে না ধোয়া হলে কিংবা তাতে পানি না পৌঁছানো হলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।] [মুসলিম ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٨٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاٰىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّؤُوْنَ فَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ الْمَاءُ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْعَرَاقِيْبِ) مِنَ النَّارِ ـ

(২৮২) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) একদল লোককে দেখলেন যে, তারা ওযূ করছেন। কিন্তু তাদের পায়ের গোড়ালীতে পানি স্পর্শ করে নি। তখন রাসূল (সা) বলেন, পায়ের গোড়ালীগুলো ধ্বংস হোক, (অপর বর্ণনায় আছে) পায়ের গোড়ালীর ওপরের অংশ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

[ইবন মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢٨٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّؤُوْنَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ - فَقَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ -

(২৮৩) আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) একদল লোককে দেখলেন যে, তারা ওযূ করছেন কিন্তু তাদের পায়ের গোড়ালীগুলো শুকনো দেখা যাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, গোড়ালীগুলো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা ওযূ ভাল করে কর।

(٢٨٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ -

(২৮৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[মুসলিম প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٨٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ -

(২৮৫) আবদুল্লাহ ইবন্ আল হারিছ ইবন্ জায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। পায়ের গোড়ালী ও পায়ের তালুসমূহ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

[তাবারানী ও ইবন্ খুযাইমা কর্তৃক বর্ণিত। এর সনদে ইবন্ লুহাইয়া আছেন। তবে ইমাম আহমদ অপর এক সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাতে ইবন্ লুহাইয়া নেই।]

(٢٨٦)ز- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ حُشَيْنِ الْهِلَالِىِّ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ جَدَّتِىْ رِبْعِيَّةُ بِنْتُ عِيَاضٍ الْكِلَابِيَّةُ عَنْ جَدِّهَا عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو الْكِلَابِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَأَسْبَغَ الطُّهُوْرَ، وَكَانَتْ هِىَ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَسْبَغَتِ الطُّهُوْرَ حَتّٰى تَرْفَعَ الْخِمَارَ فَتَمْسَحُ رَأْسَهَا -

(২৮৬) সাঈদ ইবন্ হুসাইন আল হেলালী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার দাদী রাবিয়া বিন্তে ইয়াদ আল কেলাবিয়া তাঁর দাদা উবায়দা ইবন্ আমর আল কেলাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (সা)-কে ওযূ করতে দেখলাম যে, তিনি ভাল করে পবিত্র হলেন। আর তার দাদী যখন ওযূ করতেন ভালভাবেই পবিত্র হতেন। এমনকি মাথার কাপড় তুলে মাথা মাসহ করতেন।

[হাইসুমী এ হাদীসটি মাজমা'উয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, এটা আহমদ (আব্দুল্লাহ ইবন্ আহমদ) বায্যার ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِىْ تَخْلِيْلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ -

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ দু'পায়ের আঙুল খিলাল করা প্রসঙ্গে

(٢٨٧) عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ -

(২৮৭) মুস্তাওরিদ ইবন্ শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল (সা)-কে দেখলাম, তিনি যখন ওযূ করতেন তখন হাতের কনিষ্ঠা আঙুল দ্বারা পায়ের আঙুলগুলো খিলাল করতেন।

[চার সুনানে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বাইহাকী দাওলাবী ও দারুকুতনীও বর্ণনা করেছেন। ইবন্ কাত্তান হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٢٨٨) عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِّلْ اَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ يَعْنِىْ اِسْبَاغَ الْوُضُوْءِ وَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُ اِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ (وَفِى رِوَايَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّا) وَاِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْاَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْاَرْضِ ـ

(২৮৮) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূল (সা)-কে নামাযের কোন এক বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। রাসূল (সা) তাকে বললেন, তোমার হাতের ও পায়ের আঙুলগুলো খিলাল কর। অর্থাৎ পূর্ণভাবে ধৌত কর। তাকে যা বলেছিলেন তাতে আরও ছিল, যখন রুকু করবে তখন তোমার হাত দু'টি তোমার দু' হাঁটুতে রাখবে আর পরিপূর্ণ প্রশান্ত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। (অপর এক বর্ণনায় আছে হাঁটু দু'টি পরিপূর্ণ প্রশান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।) আর যখন সিজদা করবে তখন তোমার কপাল এমনভাবে মাটিতে রাখবে যাতে ভূমি ভালভাবে স্পর্শ করে। [ইবন্ মাজাহ, তিরমিযী ও হাশম কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(١٤) بَابٌ فِى اللُّمْعَةِ وَالْمُوَالَاةِ وَالْحِثِّ عَلَى إِحْسَانِ الْوُضُوْءِ ـ

(১৪) ওযূর স্থান শুষ্ক থাকা, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও উত্তমভাবে ওযূ করা প্রসঙ্গে অধ্যায়

(٢٨٩) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ ـ

(২৮৯) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, এক লোক রাসূল (সা)-এর কাছে আসলেন। লোকটি ওযূ করেছিলেন এবং তাঁর গায়ের ওপর নখ পরিমাণ স্থান অধৌত ছিল। তখন রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, যাও ভাল করে ওযূ করে আস। [আবূ দাউদ, দারু কুতনী, ইবন্ মাজাহ ও ইবন্ খুযাইমা কর্তৃক বর্ণিত এবং সহীহ্।]

(٢٩٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا تَوَضَّاءَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَاَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّاءَ ثُمَّ صَلَّى ـ

(২৯০) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, উমর ইবন্ খাত্তাব (রা) তাঁকে বলেছেন যে, তিনি এক লোককে ওযূ করতে দেখলেন। লোকটি নখ পরিমাণ স্থান তাঁর পায়ের ওপর ছেড়ে গেছেন। নবী (সা) লোকটিকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, ফিরে যাও ভাল করে ওযূ করে আস। লোকটি চলে গেলেন। তারপর ওযূ করে নামায পড়লেন।

[মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত। তবে মুসলিমের বর্ণনায় 'তারপর ওযূ করে নামায পড়লেন' কথাটি নেই।]

(٢٩١) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ رَجُلًا يُصَلِّى وَفِى ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ ـ

(২৯১) খালিদ ইবন্ মা'দান নবী (সা)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) এক লোককে নামায পড়তে দেখলেন তখন তার পায়ের ওপর এক দিরহাম পরিমাণ স্থান উজ্জ্বল রয়ে গেছে যাতে পানি পৌঁছে নি। তখন রাসূল (সা) তাঁকে আবার পুনরায় ওযূ করার নির্দেশ দিলেন।

[আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। আসলাম বলেন, আমি ইমাম আহমদ ইবন্ হাম্বলকে বললাম, এ হাদীসের সনদ কি সুন্দর? তিনি বললেন, সুন্দর।]

(٢٩٢) عَنْ أَبِى رَوْحٍ الْكَلَاعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِالرُّوْمِ فَتَرَدَّدَ فِى اٰيَةٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّهُ يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اَنَّ اَقْوَامًا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَايُحْسِنُوْنَ الْوُضُوْءَ فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ اِنَّمَا لَبَّسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ مِنْ اَجْلِ اَقْوَامٍ يَأْتُوْنَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَاِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاَحْسِنُوا الْوُضُوْءَ ـ

(২৯২) আবূ রাওহা আল কালায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল আমাদের নিয়ে সকালের (ফজরের) নামায পড়লেন। তখন তিনি সূরা রূম পাঠ করেছিলেন। এক আয়াত তিনি বার বার পড়লেন। যখন নামায শেষ করলেন তখন বললেন, আমার কাছে আল কুরআন সংমিশ্রণ হয়। কিছু লোক আমাদের সাথে নামায পড়ে তারা ভাল করে ওযূ করে না। যারা আমাদের সাথে নামাযে উপস্থিত হবে তারা যেন ভাল করে ওযূ করে। (তাঁর থেকে দ্বিতীয় এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।) তাতে আরও আছে যে, শয়তান আমাদের কিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন কিছু লোকের জন্য যারা বিনা ওযূতে নামাযে আসে। তোমরা যখন নামাযে আসবে তখন ভাল করে ওযূ করবে।

[হাইসুমী হাদীসটি উল্লেখ করেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। হাদীসটি নাসাঈও বর্ণনা করেছেন।]

(١٥) بَابُ فِى الْوُضُوْءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَكَرَاهَةُ الزِّيَادَةِ

(১৫) একবার দু'বার তিনবার ওযু করা প্রসঙ্গে এবং তার চেয়ে বেশী করা মাকরূহ অধ্যায়

(٢٩٣) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ تَوَضَّاءَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ ـ

(২৯৩) 'আতা ইবন্ ইয়াসার ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ওযূ করলেন এতে প্রত্যেক অঙ্গ একবার করে ধুইলেন। তারপর উল্লেখ করলেন, রাসূল (সা)-ও এরূপ করেছিলেন।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি অন্য কোথাও পাই নি। এর সনদ খুবই সুন্দর ও সহীহ্। বর্ণনাকারীগণ বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারী।]

(٢٩٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ـ

(২৯৪) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) একবার একবার করে ওযূ করেছিলেন।

[বুখারী ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٢٩٥) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

(২৯৫) উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(٢٩٦) عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(২৯৬) মুত্তালিব ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ হানতাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন্ উমর (রা) তিনবার করে ওযূ করতেন। তিনি নবী (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করতেন। আর ইবন্ আব্বাস (রা) একবার করে ওযূ করতেন এবং তিনিও তা নবী (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করতেন।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোন গ্রন্থে পাইনি। এর একজন রাবী সম্বন্ধে আপত্তি রয়েছে।]

(٢٩٧) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَنِي الْقَيْسِيُّ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَبَالَ فَاَتَى بِمَاءٍ فَهَالَ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْاَنَاءِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً وَعَلَى وَجْهِهِ مَرَّةً وَعَلَى ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ اِلْتَفَّ اِصْبَعَهُ الْاِبْهَامَ -

(২৯৭) উমারা ইবন্ উসমান ইবন্ হুনাইফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে কাইসী বলেছেন যে, তিনি এক সফরে রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি পেশাব করলেন। অতঃপর (তাঁর জন্য) পানি আনা হলো, তখন তিনি পাত্র থেকে নিয়ে নিজের হাতের উপর ঢাললেন। তারপর তা একবার ধুইলেন। মুখমণ্ডলের উপর একবার ঢাললেন। হাত দু'টির ওপর (কনুই পর্যন্ত) ঢাললেন এবং পা দু'টি ধুইলেন একবার। তিনি তাঁর (কাইসী) হাদীসে আরও বললেন, তিনি তাঁর ছোট আঙ্গুলী তাঁর (পায়ের) বড় আঙ্গুলে ঘুরালেন।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, আমি এ হাদীস অন্য কোথাও পাই নি। তবে এর সনদ সুন্দর। মুহাদ্দিসদের বক্তব্য থেকে হাদীসটি সহীহ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(٢٩٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ -

(২৯৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ যাইদ আল আনসারী আল মাযিনী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) দু'বার দু'বার করে ওযূ করলেন। [বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٩٩) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلُهُ -

(২৯৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।[১]

(٣٠٠) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا -

(৩০০) উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) তিনবার তিনবার করে ওযূ করেছেন।
[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ, তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। এ প্রসঙ্গে এ হাদীসটি সর্বোত্তম।]

(٣٠١) عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا -

(৩০১) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ওযূ করলেন। তাতে তিনবার হাত দু'টি (কব্জী পর্যন্ত) ধুইলেন। কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার তিনবার করে। আর ওযূ করলেন তিনবার তিনবার করে।

[হাইসুমী বলেন, এ হাদীসটি তাবারানী আল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান।]

---

১. [আবূ দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা হাসান ও গরীব।]

(٣٠٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِي لَابُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَالِكَ وَضُوْئِي وَ وُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ ـ

(৩০২) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার করে ওযূ করলো সে ওযূর কর্তব্য পালন করল যা পালন করা আবশ্যক। আর যে দু'বার করে ওযূ করল সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যে তিনবার করে ওযূ করে সে আমার মত এবং আমার পূর্বের নবীদের মত ওযূ করলো।

[ইবন্ হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত। তাছাড়া হাইসুমী ও মাজমাউয যাওয়ায়েদ থেকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এটা আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে একজন বর্ণনাকারী আছেন, যাকে কেউ দুর্বল আবার কেউ নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٠٣) عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَيْسَ هٰكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، قَالُوْا نَعَمْ ـ

(৩০৩) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, উসমান (রা) মাকায়েদ নামক বৈঠকখানায় তিনবার তিনবার করে ওযূ করেন। তখন তাঁর কাছে রাসূল (সা)-এর কতিপয় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা কি রাসূল (সা)-কে এভাবে অযূ করতে দেখেন নি? তারা বললেন, হ্যাঁ। [মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٠٤) وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ـ

(৩০৪) আব্‌দু খাইর আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এটা রাসূল (সা)-এর ওযূ। তিনি তিনবার তিনবার করে ওযূ করেছিলেন। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী।]

(٣٠٥) عَنْ عَمْرِبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ اِلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ هٰذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ـ

(৩০৫) আমর ইবন শু'আইব তাঁর বাবার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী (সা)-এর কাছে ওযূ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করার জন্য আসলেন। রাসূল (সা) তাকে তিনবার তিনবার করে ওযূ করে দেখালেন। তারপর বললেন, এই হল ওযূ। যে এর চেয়ে বেশী করবে সে ভুল করবে, সীমালঙ্ঘন করবে ও জুলুম করবে। [আবূ দাউদ। নাসাঈ ইবন্ মাজাহ ও ইবন্ খুযাইমা। তিনি ও আরও কিছু মুহাদ্দিস হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(١٦) بَابُ مَايَقُوْلُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ ـ

(১৬) ওযূর পর কী বলবে?

(٣٠٦) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ ـ

(৩০৬) উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ওযূ করবে অতঃপর আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলে أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ـ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খোলা হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করে প্রবেশ করতে পারবে।

[মুসলিম, আবূ দাউদ ও ইবন্ হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٠٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ الاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فُتِحَتْ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةُ أَبْوَابٍ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ ـ

(৩০৭) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ওযূ করে অতঃপর তিনবার বলে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ الاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ তার জন্য জান্নাতের তিনটি দরজা খোলা হবে। তার যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।

[ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদ দুর্বল। তবে প্রথমোক্ত হাদীসটি এ হাদীসকে শক্তিশালী করে।]

(١٧) بَابٌ فِى النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

(১৭) ওযূর পর মোছা প্রসঙ্গে

(٣٠٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَاهُ فِى أَوَّلِ مَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوْءٍ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ ـ

(৩০৮) যায়েদ ইবন্ হারিছা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর কাছে প্রথম যখন ওহী অবতীর্ণ হয় তখন জিব্রাঈল তাঁর কাছে আসলেন। তাঁকে ওযূ ও নামায পড়ার নিয়ম শেখালেন। যখন ওযূ করা শেষ করলেন তখন এক আঁজলা পানি নিয়ে তা তাঁর লজ্জাস্থানের ওপর ছিটিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ওযূর পরে পানি ছিটাতেন।[১]

[ইবন্ মাজাহ ও দারু কুতনী কর্তৃক বর্ণিত। এর সনদ দুর্বল।]

(٣٠٩) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوْئِهِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا نَحْوَ الْفَرْجِ، قَالَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُشُّ بَعْدَ وُضُوْئِهِ ـ

(৩০৯) উসামা ইবন্ যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জিব্রাঈল (আ) যখন নবী (সা)-এর কাছে আসলেন তখন তাঁকে ওযূ করার নিয়ম কানুন শিখিয়ে দিলেন। যখন তাঁর ওযূ শেষ করলেন তখন এক আঁজলা পানি নিয়ে তা লজ্জাস্থানের দিকে ছিটিয়ে দিলেন। নবী (সা)-ও তাঁর ওযূর পর (এভাবে) পানি ছিটিয়ে দিতেন। [হাদীসটির সনদের একজন রাবীর ব্যাপারে মতভেদ আছে।]

---

১. [পেশাব করার পর ওযূ করলে তখনই রাসূল (সা) মন থেকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ দূর করার জন্য এরূপ করতেন।]

بَابٌ فِي الْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَجَوَازِ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূকরা এবং একই ওযূ দ্বারা একাধিক নামায আদায় করা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে।

(٣١٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ بْنِ حَبَّانَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ مَازِنِ بَنِي النَّجَّارِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ وُضُوْءَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ هُوَ؟ فَقَالَ حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِي عَامِرِ بْنِ الْغَسِيْلِ حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَالِكَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوْءُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ، قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَالِكَ كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ -

(৩১০) মুহাম্মদ ইবন্ হাব্বান আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উবাইদিল্লাহ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি দেখেছেন? প্রতি নামাযের জন্য পবিত্র থাক বা না থাক আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর ওযূ করতেন? এর কারণ কি? তিনি উত্তরে বলেন, তাঁকে আসমা বিনতে যায়েদ ইবন্ খাত্তাব বলেছেন, তাঁকে আব্দুল্লাহ ইবন্ হানযালা ইবন্ আবূ আমির অর্থাৎ ফিরিশতাদের দ্বারা গোসলপ্রাপ্ত (হানযালার পুত্র আব্দুল্লাহ) বলেছেন যে, রাসূল (সা)-কে প্রতি নামাযের জন্য ওযূ করার আদেশ দেওয়া হয়। পবিত্র থাক বা না থাক। যখন তা রাসূল (সা)-এর জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো, তখন তাঁকে প্রতি নামাযের জন্য মিসওয়াক করার আদেশ দেয়া হল এবং ওযূর আদেশ রহিত করে নেয়া হল। তবে হাদস হলে ওযূ করার আদেশ বলবৎ রইল। তিনি বলেন, (এ কারণেই) আব্দুল্লাহ (ইবন্ উমর) মনে করতেন যে, তাঁর ওযূ করার ক্ষমতা আছে। তাই তিনি ওযূ (অর্থাৎ প্রতি নামাযের জন্য ওযূ) করতেন, মৃত্যু পর্যন্ত।

[আবূ দাউদ কর্তৃক শক্তিশালী সনদে বর্ণিত এবং ইবন্ খুযাইমা কর্তৃক সহীহ বলে মন্তব্যকৃত।]

(٣١١) عَنْ عَمْرِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قَالَ قُلْتُ : وَاَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ مَالَمْ نُحْدِثْ -

(৩১১) আমর ইবন্ আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল (সা) প্রতি নামাযের জন্য ওযূ করতেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, আপনারা কি করতেন? তিনি বলেন, আমরা একই ওযূ দ্বারা একাধিক নামায পড়তাম। হাদস (ওযূ নষ্ট) না হওয়া পর্যন্ত। [আবূ দাউদ, ইবন্ খুযাইমা সহীহ্ সনদ।)

[বুখারী ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٣١٢) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِنَّكَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ -

(৩১২) সুলাইমান ইবন্ বুরাইদা তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিন একই ওযূ দ্বারা একাধিক নামায পড়েছিলেন, তখন উমর (রা) বললেন, আপনি আজকে এমন একটা কাজ করলেন যা আগে কখনো করেন নি। তিনি উত্তরে বললেন; তা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছি। [মুসলিম, নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣١٣) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوْزٍ فَقَالَ مَاهٰذَا يَاعُمَرُ؟ قَالَ مَاءٌ تَوَضَّأُبِهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ اَنْ أَتَوَضَّاءَ، وَلَوْ فَعَلْتُ ذَالِكَ كَانَتْ سُنَّةً ـ

(৩১৩) উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) পেশাব করলেন। তখন উমর (রা) তাঁর পেছনে একটি (পানির) পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, উমর! এটা কি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে আপনার ওযূ করার পানি, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, প্রত্যেক পেশাবের পর ওযূ করার জন্য আমি আদেশ প্রাপ্ত হই নি। আর আমি যদি তা করতে থাকি তা হলে তা (একটা) সুন্নাত কাজে পরিণত হবে।

[ইবন্ মাজাহ, আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত, সুয়ূতী জামি উস্ সাগীরে হাদীসটি উল্লেখ করে তা হাসান হবার প্রতীক ব্যবহার করেছেন।]

(٣١٤) وَعَنْهَا اَيْضًا فِىْ رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ تَوَضَّأَ ـ

(৩১৪) তিনি অপর এক বর্ণনায় আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন, তখন ওযূ করতেন। [হাইসুমী বলেন, এর সনদ একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(٣١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِىْ لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوْءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْأَخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ـ

(৩১৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে আমি প্রতি নামাযের সময় তাদেরকে ওযূ করতে বলতাম, আর প্রতি ওযূর সময় মিসওয়াক করতে আদেশ করতাম। আর শেষ এশার (অর্থাৎ এশার) নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতাম।

[আল মুনতাকা গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ হাদীসটি ইমাম আহমদ সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(١٩) بَابٌ فِىْ جَوَازِ الْوُضُوْءِ فِى الْمَسْجِدِ وَاسْتِحْبَابُهُ لِمَنْ اَرَادَ النَّوْمَ ـ

(১৯) মসজিদে ওযূ করা বৈধ, আর ঘুমাবার আগে ওযূ করা মুস্তাহাব

(٣١٦) عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ لَكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فِى الْمَسْجِدِ ـ

(৩১৬) আবুল 'আলীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, রাসূল (সা) মসজিদে ওযূ করেছিলেন।

[আব্দুর রহমান আল্ বান্না বলেন, এ হাদীস আমি অন্য কোথাও দেখি নি। তবে হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(٣١٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اَنْ يَنَامَ (وَفِى رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ وَهُوَجُنُبٌ) تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ (وَعَنْهَا فِىْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْقُدَ تَوَضَّاءَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَرْقُدُ ـ

(৩১৭) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন ঘুমাতে চাইতেন (অপর এক বর্ণনায় আছে জনাবত অবস্থায়।) নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন। (অপর এক বর্ণনায় তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে,) রাসূল (সা) যখন ঘুমাতে চাইতেন তখন নামাযের জন্য যেরূপ ওযূ করতেন সেরূপ ওযূ করে নিতেন, তারপর ঘুমিয়ে পড়তেন।

[বুখারী, মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত। আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, দ্বিতীয় সূত্রের হাদীসটি আমি কোথাও পাই নি, তবে এর সনদ উত্তম।]

(٣١٨) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأْ وَنَمْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلِ اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ، اَلْحَدِيْثِ -

(৩১৮) বারা ইবন্ আযিব থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন তুমি তোমার বিছানায় যাবে তখন ওযূ করবে তার পর ডান পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়বে এবং বলবে اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِى اِلَيْكَ। (হে আল্লাহ! আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে সমর্পিত করছি) আল-হাদীস।

[বুখারী, মুসলিম আবূ দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

اَبْوَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

চামড়ার মোজার মাস্‌হ-এর পরিচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَشْرُوْعِيَّةِ ذَالِكَ

(১) পরিচ্ছেদ মাস্‌হ বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে

(٣١٩) عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيْرُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ لَهُ تَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ بُلْتَ؟ قَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ لِاَنَّ إِسْلَامَ جَرِيْرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ ـ

(৩১৯) আ'মাশ ইব্রাহীম থেকে তিনি হাম্মাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, জারীর ইবন্ আব্‌দুল্লাহ (রা) পেশাব করলেন, তারপর ওযূ করলেন এবং তাঁর চামড়ার মোজা দু'টির উপর মাস্‌হ করলেন। তখন তাঁকে বলা হল, আপনি এরূপ করলেন অথচ (ইতিপূর্বে) আপনি পেশাব করেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ করেছি। আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি পেশাব করলেন তারপর ওযূ করলেন এবং তাঁর মোজা দু'টির উপর মাস্‌হ করলেন। ইব্রাহীম বলেন, মুহাদ্দিসগণের কাছে এ হাদীসটি পছন্দনীয় ছিল। কারণ, জারীর সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হবার পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। [বুখারী, মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত। জারীরের হাদীস থেকে নিশ্চিত জানা যায় যে, সূরা মায়িদায় ওযূ গোসল ও তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও মোজার উপর মাস্‌হ করার বিধান বলবৎ ছিল।]

(٣٢٠) عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدْ مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلُوْا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ، اَوْ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ، وَاللّٰهِ مَامَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ، وَلَاَنْ اَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالْفَلَاةِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ـ

(৩২০) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মোজার উপর মাস্‌হ করেছিলেন। ওদের জিজ্ঞাসা করুন, যারা মনে করেন যে, নবী (সা) সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হবার পূর্বে মোজার উপর মাস্‌হ করেছিলেন। অথবা সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হবার পর করেছিলেন। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি! তিনি সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হবার পর মাস্‌হ করেন নি।[১] মরুভূমি অতিক্রমকারী পৃষ্ঠের উপর মাস্‌হ করা আমার কাছে মোজার উপর মাস্‌হ করার চেয়ে বেশী প্রিয়। [আব্‌দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীস আমি অন্য কোথাও পাই নি। অবশ্য এর সনদ উত্তম।]

(٣٢١) عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ بِالْعِرَاقِ حِيْنَ يَتَوَضَّأُ، فَاَنْكَرْتُ ذَالِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا اَجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ

১. এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, সূরা মায়িদার ওযূর বিধান অবতীর্ণ হবার পর মোজার উপর মাস্‌হ করা ইবন্ আব্বাস (রা) বৈধ মনে করতেন না। তবে অপর বর্ণনায় তিনি তাঁর এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীর অভিমত গ্রহণ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

عَنْهُ قَالَ لِي سَلْ أَبَاكَ عَمَّا أَنْكَرْتَ عَلَيَّ مِنْ مَسَحِ الْخُفَّيْنِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ بِشَيْئٍ فَلاَ تَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ـ

(৩২১) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবন্ আবূ ওয়াক্কাসকে ইরাকে ওযূ করার সময় তাঁর মোজা দু'টির উপর মাস্‌হ করতে দেখলাম। তখন তাঁর এ কর্মে আপত্তি করলাম, তিনি বলেন, যখন আমরা উমর (রা)-এর দরবারে একত্রিত হলাম তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার মোজা মাস্‌হ করার ব্যাপারে আপত্তি করেছিলে, সে ব্যাপারে তোমার বাবাকেই জিজ্ঞাসা কর। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁকে (উমর (রা)-কে) ব্যাপারটি বললাম। জবাবে তিনি বললেন, যখন সা'দ তোমাকে কোন বিষয়ে কোন হাদীস বলে তার প্রতিবাদ করো না। কারণ রাসূল (সা) মোজা দু'টির উপর মাস্‌হ করতেন। [বুখারী, ইবন্ খুযাইমা ও মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٢٢) عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ سَعْدَ بْنِ مَالِكٍ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ هٰذَا؟ فَقَالَ سَعْدٌ نَعَمْ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَاأَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْتِ إِبْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَّمَ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَعَمْ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ـ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِبْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَالِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَالَمْ يَخْلَعْهُمَا وَمَايُوَقِّتُ لِذَالِكَ وَقْتًا ـ

(৩২২) নাফে' বলেন, ইবন্ উমর সা'দ ইবন্ মালিককে দেখলেন যে, তিনি তাঁর মোজা দু'টি মাস্‌হ করছেন, তখন ইবন্ উমর বলেন আপনারা এরূপ করেন? তখন সা'দ উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমরা উমর (রা)-এর কাছে একত্রিত হলাম। তখন সা'দ বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমার ভাতিজাকে মোজা মাস্‌হ সম্বন্ধে ফাতাওয়া দিন, তখন উমর (রা) বললেন, আমরা মহানবী (সা) -এর সাথে আমাদের মোজার উপর মাস্‌হ করতাম। তখন ইবন্ উমর (রা) বলেন, এমনকি পায়খানা পেশাব করে এসেও? উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, এমনকি পায়খানা পেশাব করে এসেও। নাফে' বলেন, এ ঘটনার পর ইবন্ উমর (রা) এতদুভয়ের (মোজার) উপর মাস্‌হ করতেন না এবং খোলা পর্যন্ত তা চলত, এর জন্য কোন সময়ও নির্ধারণ করতেন না।

[ইবন্ মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, অতএব, হাদীসটি সহীহ্।]

(٣٢٣) عَنْ بِلاَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُؤْقَيْنِ وَالْخِمَارِ ـ

(৩২৩) বেলাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দু' মোজা ও পাগড়ীর ওপর মাস্‌হ করতে দেখেছি। [বুখারী, মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٣٢٤) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْحَدَثِ تَوَضَّأَ وَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ـ

(৩২৪) উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি ওযূ নষ্ট হবার পর ওযূ করলেন এবং মোজা দু'টির ওপর মাস্‌হ করলেন।

[তিরমিযী ও বাইহাকী এ হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তবে বর্ণনা করেন নি। হাদীসটি সহীহ্ নয়।]

(٣٢٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ أَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ فِي السَّفَرِ ـ

(৩২৫) তিনি আরও বর্ণনা করে বলেন যে, আমি রাসূল (সা)-কে সফরের সময় মোজা দু'টির ওপর মাস্‌হ করতে দেখেছি। [আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, অন্য কোন গ্রন্থে এ হাদীস আমি পাই নি, তবে এর সনদ উত্তম।]

(٣٢٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ ـ

(৩২৬) আমর ইবন্ উমাইয়্যা আদ্দামারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে মোজা দু'টি ও পাগড়ীর ওপর মাস্‌হ করতে দেখেছি। [বুখারী ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٢٧) عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اُمْسَحُوْا (وَفِيْ رِوَايَةٍ مَسَحَ) عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ ـ

(৩২৭) বেলাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা মাস্‌হ কর। (অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (মাস্‌হ করেছেন) মোজা ও পাগড়ীর ওপর। [মুসলিম, বাইহাকী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٢٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ـ

(৩২৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ বুরাইদা আল আসলামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নাজ্জাশী নবী (সা)-এর কাছে এক জোড়া কাল উজ্জ্বল রঙের মোজা উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। রাসূল (সা) মোজা দু'টি পরলেন তারপর ওযূ করলেন এবং এতদুভয়ের ওপর মাস্‌হ করলেন।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, বাইহাকী, ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ বলে মন্তব্য করেন।]

(٣٢٩) عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا بَأْسَ بِذَالِكَ ـ

(৩২৯) সা'দ ইবন্ আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) মোজা মাস্‌হ সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। [বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٣٠) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا اَيُّوْبَ نَزَعَ خُفَّيْهِ فَنَظَرُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ أَمَّا انِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَلَكِنِّيْ حُبِّبَ اِلَيَّ الْوُضُوْءُ ـ

(৩৩০) আলী ইবন্ মুদরাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ আইয়ূব (রা)-কে দেখলাম, তিনি তাঁর মোজা দু'টি খুলে ফেলেছেন, তখন লোকেরা তাঁর দিকে তাকালেন, তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে এ দু'টোর ওপর মাস্‌হ করতে দেখেছি। তবে আমার কাছে ওযূ করা বা ধোয়া অধিক প্রিয়। [তাবারানী, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٣٣١) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَأَيْتُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ـ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَاعُمَرُ ـ

(৩৩১) সুলাইমান ইবন্ বুরাইদা তাঁর বাবা বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে দিন মক্কা বিজয় হল সে দিন রাসূল (সা) তাঁর মোজা দু'টির উপর মাস্হ করলেন। তখন তাঁকে উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকে আপনাকে এমন একটা কাজ করতে দেখলাম যা আপনি আগে কখনো করেন নি। তখন তিনি (রাসূল সা) বললেন, হে উমর! আমি তা স্বেচ্ছায় করেছি। [মুসলিম, বাইহাকী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢) بَابٌ فِيْ اِشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ ـ

(২) মোজা পরার আগে পবিত্র হওয়া (ওযূ থাকা) শর্ত

(٣٣٢) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ أَنْزِعُ خُفَّيْكَ قَالَ لاَ إِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ثُمَّ لَمْ اَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ. ثُمَّ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ.

(৩৩২) মুগীরা ইবন্ শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি এক সফরে রাসূল (সা)-কে ওযূ করালাম, তখন তিনি তার মুখ ও হাত দু'টি ধুইলেন এবং তাঁর মাথা মাস্হ করলেন এবং তার মোজা দু'টির উপর মাস্হ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মোজা দু'টি কি খুলব না? তিনি বললেন, না। কারণ আমি এ দু'টি পবিত্র অবস্থায় (ওযূ অবস্থায়) পরেছি তারপর খোলা পায়ে হাঁটি নাই। অতঃপর ফজরের নামায আদায় করলেন।

(٣٣٣) وَعَنْهُ اَيْضًا اَنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَأَتَاهُ فَتَوَضَّأَ فَخَلَعَ خُفَّيْهِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا فَرَغَ وَجَدَرِيْحًا بَعْدَ ذَالِكَ فَعَادَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّاءَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ نَسِيْتَ لَمْ تَخْلَعْ اَلْخُفَّيْنِ، قَالَ كَلاَّ بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ، بِهٰذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(৩৩৩) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত যে, তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে সফর করছিলেন, তখন নবী (সা) এক উপত্যকায় প্রবেশ করলেন। তারপর তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটালেন। তারপর বের হয়ে আসলেন। তারপর তাঁর কাছে এসে ওযূ করলেন। তখন মোজা দু'টি খুলে ফেললেন, তারপর ওযূ করলেন। যখন ওযূ শেষ করলেন অতঃপর একটু দুর্গন্ধ পেলেন। তারপর ফিরে এসে আবার বের হলেন এবং ওযূ করলেন। আর মোজা দু'টির ওপর মাস্হ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, আপনি (সম্ভবত) ভুলে গেছেন, মোজা দু'টি খোলেন নি। তিনি বললেন, কখনো না। বরং তুমিই ভুলে গেছ, আমাকে আমার মহান প্রভু এরূপ নির্দেশই করেছেন।

[বাইহাকী, আবূ দাউদ, মানযারী ও হাকিম কর্তৃক বর্ণিত, সহীহ্।]

(٣٣٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِّئْنِىْ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْءٍ فَأَسْتَنْجَى ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى التُّرَابِ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رِجْلاَكَ لَمْ تَغْسِلْهُمَا، قَالَ اِنِّىْ أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ـ

(৩৩৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার ওযূ করার ব্যবস্থা কর। তখন আমি তাঁর ওযূর পানি নিয়ে আসলাম। তারপর তিনি ইস্তিঞ্জা (পায়খানার পর পানি ব্যবহার) করলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে ঢুকিয়ে দিলেন তারপর তা মাস্হ করলেন, তারপর তা ধুয়ে নিলেন অতঃপর ওযূ করলেন এবং তাঁর মোজা দু'টির ওপর মাস্হ করলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পা দু'টি ধোন নি। তিনি বলেন,

আমি পা দু'টিকে পবিত্র অবস্থায় মোজার মধ্যে ঢুকিয়েছি। [আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোন গ্রন্থে পাই নি। এর সনদেও এক অজ্ঞাত লোক আছেন।]

(٣) بَابُ تَوْقِيْتُ مُدَّةُ الْمَسْحِ

(৩) মাস্‌হের সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গে

(٣٣٥) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ سَلْ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهٰذَا مِنِّى كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ـ

(৩৩৫) শুরাইহ্ ইবন্ হানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে মোজা মাস্‌হ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেন, আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। কারণ তিনি এ প্রসঙ্গে আমার চেয়ে বেশী জানেন। তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে সফরে যেতেন। তিনি বলেন, তাই আমি এ প্রসঙ্গে আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুসাফিরদের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত আর মুকীমদের জন্য এক দিন এক রাত পর্যন্ত। [মুসলিম, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, নাসায়ী ইবন্ হাব্বান ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٣٦) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيْرُوا بِاسْمِ اللّٰهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تُقَاتِلُوْنَ اَعْدَاءَ اللّٰهِ وَلَا تَغْلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ اِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ عَلَى طُهُوْرٍ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ـ

(৩৩৬) সাফাওয়ান ইবন্ আচ্ছাল আল মুরাদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূল (সা) এক বার এক সেনাদলে পাঠালেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর আরম্ভ করো। আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না। আর কোন শিশু হত্যা করবে না। মুসাফিররা তিন দিন তিন রাত্ পর্যন্ত তাদের মোজার ওপর মাস্‌হ করবে, যদি পা দুইটি পবিত্র থাকা অবস্থায় মোজার মধ্যে ঢুকিয়ে থাকে। আর মুকীমরা একদিন এক রাত পর্যন্ত মাস্‌হ করবে।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীস আমি অন্য কোথাও পাই নি। তবে এর সনদ সুন্দর।]

(٣٣٧) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ كَانَ يَأْمُرُنَا يَعْنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفْرًا اَوْمُسَافِرِيْنَ اَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

(৩৩৭) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমাদেরকে আদেশ করতেন, অর্থাৎ নবী (সা) যদি আমরা সফরে থাকি অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকি তাহলে যেন আমাদের মোজাগুলো তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত জনাবত না হওয়া পর্যন্ত পেশাব, পায়খানা ও ঘুমের জন্য না খুলি। [শাফেয়ী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারুকুতনী, বাইহাকী, তিরমিযী ও ইবন্ খুযাইমা কর্তৃক বর্ণিত। শেষোক্ত দু'জন হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٣٨) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَ لَيَالٍ (وَفِى رِوَايَةٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ) وَالْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ـ

(৩৩৮) খুযাইমা ইবন্ ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলতেন, মুসাফিররা তিনরাত পর্যন্ত (অপর এক বর্ণনা মতে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত) মাস্হ করবে আর মুকীমরা এক রাত এক দিন পর্যন্ত মাস্হ করবে।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, ইবন্ হিব্বান ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, শেষোক্ত দু'জন হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٣٩) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِهِنَّ ـ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ـ

(৩৩৯) 'আউফ ইবন্ মালিক আল্ আশ্জা'য়ী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) তাবুক যুদ্ধে মুসাফিরদেরকে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মোজা মাস্হ করার আদেশ করে ছিলেন। আর মুকীমদেরকে একদিন একরাত পর্যন্ত মাস্হ করার আদেশ করেছিলেন।

[বায্যার, তাবারানী, তিরমিযী, ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযী বলেন, ইমাম বুখারী হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٤) بَابٌ حُجَّةٌ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التَّوْقِيْتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(৪) যারা বলেন, মোজা মাস্হ করার সুনির্ধারিত কোন সময় নেই তাদের দলিল-প্রমাণ

(٣٤٠) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمْسَحُوْا عَلَى الْخِفَافِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَوْا اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْمَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا ـ

(৩৪০) খুযাইমা ইবন্ ছাবিত আল্ আনসারী থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা মোজার ওপর তিনদিন পর্যন্ত মাস্হ করতে পার। আমরা যদি আরও বেশী দিন সময় চাইতাম তাহলে আমাদের আরও বেশী সময় দিতেন। (তাঁর থেকে দ্বিতীয় এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে।) তিনি বলেন, নবী (সা) মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত। আল্লাহ্র কসম! প্রশ্নকারী যদি তাঁর প্রশ্নে আরও বেশী সময় কামনা করত, তাহলে তা পাঁচ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হত।'*

[ইবন্ মাজাহ আবূ দাউদ, ও ইবন্ হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত, তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٤١) عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَرَأْتُ فِيْ كِتَابٍ لِعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَعَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ فَسَأَلَتُ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَكُلَّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الْاِنْسَانُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلاَ يَنْزِعُهُمَا؟ قَالَ نَعَمْ،

---

* টীকাঃ অধিকাংশ সাহাবী, তাবিয়ী এবং ইমাম আবূ হানীফা, শাফিয়ী ও আহমদসহ প্রায় সকল ফকীহ্ একমত যে, মোজার উপর মাস্হ করার সময় নির্ধারিত। মুসাফির তিনদিন তিনরাত বা ১৫ ওয়াক্ত নামায এবং সুদীর্ঘ ১দিন ১ রাত বা ৫ ওয়াক্ত মাস্হ করতে পারবেন। এরপর তাকে মোজা খুলে পা ধুয়ে পূর্ণ ওযূ করতে হবে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের হাদীসগুলোর ওপর তাঁরা নির্ভর করেছেন। ইমাম মালিক ও কোনো কোনো ফকীহ্ মোজার ওপর মাস্হ করার সময় নির্ধারণ করেন নি। তাঁরা এই দুইটি হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। তাঁদের এই মতটি দুর্বল। এই দুইটি হাদীসের একটি দুর্বল এবং অন্যটি সাহাবীর ধারণা। এর বিপরীতে অনেক সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য সাহাবীর মতামত রয়েছে। এজন্য সেগুলোর ওপর নির্ভর করা প্রয়োজন।

(৩৪১) আমর ইবন্ ইসহাক ইবন্ ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আতা ইবন্ ইয়াসারের এক কিতাবে পড়েছি যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলের স্ত্রী মাইমূনা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম মোজা মাস্হ প্রসঙ্গে। তিনি উত্তরে বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মানুষ কি সব সময় মোজা না খুলে তার ওপর মাস্হ করে যাবে? তিনি (রাসূল (সা)) বললেন, হ্যাঁ।

[দারুকুতনী, ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত, এর সনদের আমর ইবন্ ইসহাককে কেউ নির্ভরযাগ্য আর কেউ নির্ভর যোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন]

(٥) بَابٌ فِى الْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفِّ

(৫) অধ্যায় ঃ মোজার পৃষ্ঠে মাস্হ করা প্রসঙ্গে

(٣٤٢) عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُوْرِ الْخُفَّيْنِ ـ

(৩৪২) মুগীরা ইবন্ শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে মোজার পৃষ্ঠদেশে মাস্হ করতে দেখেছি।

[আবূ দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তাঁরা এবং বুখারী তারীখে হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٤٣) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى اَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ اَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا ـ

(৩৪৩) আলী ইবন্ আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মনে করতাম মোজার নিচের দিকে মাস্হ করা ওপরের দিকের মাস্হ করার চেয়ে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু আমি দেখলাম রাসূল (সা) এতদুভয়ের ওপরের দিকে মাস্হ করেছেন। [আবূ দাউদ, দারুকুতনী, বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। ইবন্ হাজর বলেন, হাদীসটি সহীহ।]

(٣٤٤) عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُوْنَهُمَا أَحَقُّ بِالْغُسْلِ.

(৩৪৪) য, আব্দু খাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি ওযূ করলেন, তখন তাঁর দু' পায়ের উপরে ধুইলেন এবং বললেন, আমি যদি রাসূল (সা)-কে তার পায়ের উপরে ধুতে না দেখতাম তাহলে মনে করতাম তার নিচের অংশ ধোয়া উত্তম।

[শাফেয়ী ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।]

(٦) بَابٌ مَاجَاءَ فِى مَسْحِ اَسْفَلِ الْخُفِّ وَاَعْلاَهُ ـ

(৬) অধ্যায়ঃ মোজার নীচে ও উপরে মাস্হ করা প্রসঙ্গে আগত হাদীসসমূহ

(٣٤٥) عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَسَحَ اَسْفَلَ الْخُفِّ وَاَعْلاَهُ ـ

(৩৪৫) মুগীরার লেখক থেকে বর্ণিত, তিনি মুগীরা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) ওযূ করলেন, তখন মোজার নীচ ও উপর উভয় দিকে মাস্হ করলেন।

[দারু কুতনী, বাইহাকী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। শেষোক্তজন হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٧) بَابٌ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْجَوَارِبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

(৭) অধ্যায়ঃ জাওরাব তথা কাপড়ের মোজা ও জুতার ওপর মাস্‌হ করা প্রসঙ্গে

(٣٤٦) عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ـ

(৩৪৬) মুগীরা ইবন্ শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ওযূ করলেন এবং (কাপড়ের) মোজা ও জুতার ওপর মাস্‌হ করলেন।

[ইবন্ মাজাহ, আবূ দাউদ, ইবন্ হাব্বান ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। শেষোক্তজন হাদীসটি হাসান, সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٤٧) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَبِى اَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ علي نَعْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ يَعْلِى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَبِى اَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنْ يَعْلَى بْنِ عطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ اَنْ اَوْسِ بْنِ اَبِى اَوْسٍ الثَّقَفِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتِىَ كِظَامَةَ قَوْمٍ فَتَوَضَّاءَ ـ

(৩৪৭) ইয়ালা ইবন্ উমাইয়্যা আউস ইবন্ আবূ আউস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখলাম ওযূ করছেন এবং তাঁর জুতা দু'টির ওপর মাসহ করছেন। অতঃপর নামায পড়তে দাঁড়ালেন। (দ্বিতীয় এক বর্ণনায় আছে।) ইয়ালা ইবন্ 'আতা আউস ইবন্ আবূ আউস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) ওযূ করলেন এবং তাঁর জুতার ওপর মাস্‌হ করলেন। (তৃতীয় এক বর্ণনায় আছে।) ইয়ালী ইবন্ 'আতা তাঁর বাবা থেকে তিনি আউস ইবন্ আবূ আউস আস্ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখলাম, তিনি এক গোত্রের পুকুরে আসলেন তারপর ওযূ করলেন।

[আবূ দাউদ, তাহাবী ও ইবন্ আবূ শাইবা কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে দুর্বল।]

أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ

ওযূ ভঙ্গের কারণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

(١) بَابٌ فِى نَقْضِ الْوُضُوْءِ مِمَّاخَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ وَفِيْهِ فُصُوْلٌ

(১) বায়ু পথ ও পেশাবের পথ থেকে যা বের হয় তার দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হওয়া প্রসঙ্গে। এতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ

(٣٤٨) عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ مِنْ عَسَّالٍ الْمُرَدِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كُنَّا نَكُوْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُ نَا اَنْ لاَّ تَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّمِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ من غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، وَجَاءَ أَعْرَابِىٌّ جَهْوَرِىُّ الصَّوْتِ، فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ ـ

(৩৪৮) যির ইবন্ হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাফাওয়ান ইবন্ আস্সাল আল মুরাদীর (রা) কাছে গেলাম। তাঁকে মোজা মাস্হ করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে থাকতাম। তখন তিনি আমাদেরকে জানাবত ছাড়া পেশাব পায়খানা ও ঘুমের জন্য তিন দিন পর্যন্ত মোজা না খোলার নির্দেশ দিতেন। একবার উচ্চ কণ্ঠস্বর সম্পন্ন এক বেদুঈন আসলো, এসেই লোকটি বলল, হে মুহাম্মদ! এক লোক এক কাওমকে ভালবাসে, কিন্তু তিনি এখনও তাদের সাথে মিলিত হন নি। রাসূল (সা) তখন বললেন, মানুষ যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথেই থাকে।

[নাসায়ী; ইবন্ খুযাইমা ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, শেষোক্ত দু'জন হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন। ইমাম বুখারীও হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

اَلْفَصْلُ الثَّانِى : فِى الْوُضُوْءِ مِنَ الرِّيْحِ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বায়ু নিঃসরণের কারণে ওযূ করা প্রসঙ্গে

(٣٤٩) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَكُوْنُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخْرُجُ مِنْ اَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَسْتَحْىِ مِنَ الْحَقِّ، اِذَا فَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّاهُ وَلاَتَأْتُوا النِّسَاءَ فِى اَعْجَازِهِنَّ، وَقَالَ مَرَّةً فِىْ اَدْبَارِهِنَّ ـ

(৩৪৯) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) এক বেদুঈন আসলেন মহানবী (সা)-এর কাছে। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মরুভূমিতে থাকি। তখন আমাদের কারো কারো বাতাস বের হয়। (এমতাবস্থায় কি করতে হবে?) রাসূল (সা) জবাবে বললেন, আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমাদের কারো তা বের হলে ওযূ করবে। আর নারীদের সাথে বায়ু পথে সঙ্গম করবে না। একবার বললেন, গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করবে না। [হাইসুমী কর্তৃক মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে সংকলিত, তিনি বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٣٥٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وبْنِ عَطَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ حَبَّابٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَشُمُّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ لَهُ مِمَّ ذَالِكَ؟ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ رِيْحٍ اَوْ سِمَاعٍ ـ

(৩৫০) মুহাম্মদ ইবন্ আমর ইবন্ 'আতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি সায়িব ইবন হব্বাব (রা)-কে দেখলাম, তিনি তার কাপড়ে গন্ধ শুকছেন। আমি বললাম, কেন এমন করেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, গন্ধ না পাওয়া গেলে অথবা শব্দ শুনা না গেলে ওযূ করতে হবে না।

[তাবারানী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি দুর্বল।]

(٣٥١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَوُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ حَدْثٍ اَوْرِيْحٍ ـ

(৩৫১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হাদ্স (পায়খানা পেশাব) ও বাতাস বের হওয়া ছাড়া ওযূ করতে হয় না।

[ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। শেষোক্ত জন হাদীসটি হাসান, সহীহ বলে মন্তব্য করেন।]

(٣٥٢) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ حَضْرَمَوْتَ.مَا الْحَدَثُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ ؟ قَالَ فُسَاءٌ اَوْضُرَاطٌ ـ

(৩৫২) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যার হাদস হয় ওযূ না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। তিনি বলেন, তখন হাদারামাওতের এক লোক তাঁকে বললেন, আবূ হুরায়রা! হাদস বলতে কি বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন, শব্দহীন বা সশব্দে বায়ু নির্গমন। [বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٥٣) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اَتَتْ سَلْمَى مَوْلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ إِمْرَأَةُ اَبِى رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْذِنُهُ عَلَى اَبِىْ رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَبِىْ رَافِعٍ مَالَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ قَالَ تُؤْذِيْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ اَذَيْتَهُ يَا سَلْمَى؟ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا آذَيْتُهُ بِشَيْئٍ وَلٰكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّى فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَارَافِعٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمْ الرِّيحُ اَنْ يَتَوَضَّأَ ـ فَقَالَ فَضَرَبَنِىْ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ وَيَقُوْلُ يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلاَّ بِخَيْرٍ ـ

(৩৫৩) রাসূল (সা)-এর স্ত্রী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত ক্রীতদাস সালামা বা রাসূল (সা)-এর আযাদকৃতদাস আবূ রাফি'র স্ত্রী এসে রাসূলুল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলো, আবূ রাফে' তাকে মারার কারণে অভিযোগ করার জন্য। (আয়িশা) বললেন, রাসূল (সা) আবূ রাফে'কে বলেন, আবু রাফে, তোমারও তার মধ্যে কি ঘটেছে? তিনি বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আমাকে কষ্ট দেয়। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন সালামা তুমি তাকে কেন কষ্ট দিলে? সে বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাঁকে কোন কষ্ট দিই নি কিন্তু তিনি নামায পড়া অবস্থায় তাঁর বায়ু নির্গত হয়। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ রাফে' রাসূল (সা) মুসলমানদেরকে নির্দেশ করেছেন, তাদের কারও বায়ু নির্গত হলে সে যেন ওযূ করে নেয়। তখন তিনি উঠে আমাকে মারলেন। একথা শুনে রাসূল (সা) হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন! হে আবূ রাফে'! সেতো তোমাকে ভাল কথাই বলেছে।

[বায্যার, তাবারানী। হাদীসটি সহীহ্।]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِى الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَذْىِّ وَالْوَدْىِّ وَدَمِ الْاِسْتِحَاضَةِ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ যৌন-উত্তেজনা জনিত রস, সাদা রস ও অসুস্থতা জনিত রক্তস্রাবের কারণে ওযূ করা প্রসঙ্গে

(٣٥٤) عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا الْمَنِىُّ فَفِيْهِ الْغُسْلُ وَاَمَّا الْمَذْىُ فَفِيْهِ اَلْوُضُوْءُ ـ

(৩৫৪) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খুব যৌন উত্তেজনা জনিত রস বা মযী নির্গত হতো। এ প্রসঙ্গে আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি উত্তরে বললেন, বীর্যপাত হলে গোসল করতে হবে, আর মযী হলে ওযূ করলেই চলবে। [ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, শেষোক্ত জন বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(٣٥٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّى إِسْتَحَضْتُ فَقَالَ دَعِى الصَّلاَةَ اَيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَتَوَضَّئِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيْرِ ـ

(৩৫৫) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিন্‌তে আবূ হোবাইশ নবী (সা)-এর কাছে আসলেন। এসে বললেন, আমি ইস্তিহাযা সম্পন্ন হই (সর্বদা রক্তস্রাব হয়)। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমার মাসিক ঋতুস্রাবের (নির্ধারিত) দিনগুলোতে তুমি নামায পড়বে না। অতঃপর গোসল করে প্রতি নামাযের জন্য ওযূ করে নামায পড়বে এমনকি চাটাইয়ে রক্তের ফোঁটা পড়লেও।

[নাসায়ী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, শেষোক্তজন বলেন, আয়িশা (রা) হাদীসটি হাসান, সহীহ্।]

(٢) بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِيْ الشَّكِّ فِى الْحَدَث

(২) পরিচ্ছেদঃ হাদ্‌স হবার ব্যাপারে সন্দেহ হলে করণীয়

(٣٥٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ حَرَكَةً فِىْ دُبُرِه فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَمْ لَمْ يُحْدِثْ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعُ صَوْتًا اَوْ يَجِدُ رِيْحًا ـ

(৩৫৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা কেউ তার নামাযে রত অবস্থায় যদি তার গুহ্যদ্বারে নড়াচড়া অনুভব করে তারপর তার সন্দেহ হয় তার হাদ্‌স হয়েছে কিনা, সে তার নামায ছেড়ে দিবে না কোন শব্দ শুনা কিংবা কোন দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত। [মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٥٧) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِنَّ اَحَدَكُمْ اذَا كَانَ فِىْ الصَّلاَةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَّ بِه كَمَا يُبُسُّ الرَّجُلُ بِدَابَّتِه فَاذَا سَكَنَ لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ الْيَتَيهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلاَتِهِ فَاذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا لاَ يَشُكُّ فِيْهِ

(৩৫৭) তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা কেউ যখন নামাযে থাক তখন শয়তান এসে তাকে ওয়াস্‌ওয়াসা দিয়ে তার প্রতি মায়া সুলভ শব্দ করতে থাকে। যেন কেউ তার পশুর দুধ দোহনের সময় তার প্রতি মায়া সুলভ শব্দ করতে থাকে। যখন তার প্রতি নরম হয় তখন তার গুহ্যদ্বারে মধ্যে শব্দহীন বায়ু নির্গমণ মত করে থাকে তখন তার নামাযে সে ফিৎনায় পড়ে। তোমরা কেউ অনরূপ অনুভব করলে সে নামায ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে না। যতক্ষণ না কোন শব্দ শুনে অথবা দুর্গন্ধ পায় সন্দেহাতীতভাবে।

[হাইছুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন, এটা আবূ দাউদও সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ গ্রন্থেরই বর্ণনাকারী।]

(٣٥٨) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى أَحَدَكُمْ وَ هُوَفِى الصَّلاَةِ فَيَأْخُذُ شَعَرَةً مِنْ دُبُرِه فَيَمُدُّهَا فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ. فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ

(৩৫৮) আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ নামাযে থাকাবস্থায় শয়তান তার কাছে আসে, তারপর গুহ্যদ্বারের একটা লোম নিয়ে তা লম্বা করে। তখন সে মনে করতে থাকে তার হাদ্‌স হয়েছে। এমতাবস্থায় সে নামায ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে না, যতক্ষণ না কোন শব্দ শুনতে পায় অথবা দুর্গন্ধ পায়।

(٣٥٩) عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ، عَبْدِ اللّٰه بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَجِدُ الشَّئَ فِىْ الصَّلاَةِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ اَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْهُ فَقَالَ لاَ يَنْفَتِلْ حَتَّى يَجِدَ رِيْحًا اَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا ـ

(৩৫৯) আব্বাদ ইবন্ তামীম তাঁর চাচা আব্দুল্লাহ ইবন্ যাইদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (সা)-এর কাছে অভিযোগ করলেন যে, তিনি নামাযে এমন কিছু অনুভব করেন যাতে তার মনে হয় তার পেট হতে (বাতাস) বের হয়েছে। তখন রাসূল (সা) বলেন, সে নামায ছেড়ে দিবে না যতক্ষণ না কোন দুর্গন্ধ পাবে অথবা শব্দ শুনতে পাবে। [হাইসুমী, আবূ ইয়ালা ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত। এতে একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারী রয়েছেন।]

(٣) بَابٌ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ وَفِيْهِ فُصُوْلٌ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমের কারণে ওযূ করা প্রসঙ্গে। এতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে

اَلْفَصْلُ : الْاَوَّلُ - فِىْ نَوْمِ الْقَاعِدِ

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ বসাবস্থায় ঘুমানো প্রসঙ্গে

(٣٦٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَّرَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ ثُمَّ اسْتَيْقَظُوْا ثُمَّ نَامُوْا ثُمَّ اسْتَيْقَظُوْا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُمْ تَوَضَّوْا -

(৩৬০) ইবন্ আব্বাস (রা) হতে, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) এক রাতে ইশার নামায বিলম্ব করলেন। ফলে লোকজন ঘুমিয়ে পড়লেন তারপর জাগ্রত হলেন, অতঃপর আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর আবার জাগ্রত হলেন। তখন উমর ইবন্ খাত্তাব (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায। তখন রাসূল (সা) বের হয়ে তাঁদের নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি উল্লেখ করেন নি যে, তাঁরা ওযূ করেছিলেন।

[বুখারী, মুসলিম উভয়ে হাদীসটি বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণনা করেছেন।]

(٣٦١) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُقِيْمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ قَالَ عَفَّانُ اَوْ أُخِّرَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِى اِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهُ يُنَاجِيْهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ، اَوْقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ وَضُوْءًا -

(৩৬১) ছাবিত থেকে তিনি আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইশার নামাযের একামত দেয়া হল, আফ্ফান বলেন, অথবা একরাত্রে বিলম্ব করা হলো। তখন এক লোক এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। তখন রাসূল (সা) তাঁর সাথে উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলতে থাকলেন, ফলে লোকেরা ঘুমাতে আরম্ভ করলেন। অথবা বললেন, কেউ কেউ ঘুমাতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর নামায পড়লেন, তাঁরা ওযূ করেছেন সে কথা তিনি উল্লেখ করেন নি।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٦٢) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُوْنَ وَلَايَتَوَضَّؤُوْنَ -

(৩৬২) কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিককে বলতে শুনেছি রাসূল (সা)-এর সাহাবীরা ঘুমাতেন এ জন্য তাঁরা ওযূ করতেন না। [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٦٣) عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً نَؤُوْمًا وَكُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَعَلَىَّ ثِيَابِىْ نِمْتُ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ فَأَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَرَخَّصَ لِىْ ـ

(৩৬৩) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ঘুমকাতর লোক ছিলাম। আমি যখন মাগরিবের নামায পড়তাম আর আমার পরণে (নামাযের) কাপড় থাকত ঘুমিয়ে পড়তাম। (রাবী ইয়াহিয়া ইবন্ সাঈদ বলেন, অতঃপর আমি ইশার পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়তাম) এ প্রসঙ্গে আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। [আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি।]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : مِنْ اَنَّ نَوْمَ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْقُضُ وَضُوْأَهُ وَلَوْ مُضْطَجِعًا

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর ঘুম ওযূভঙ্গকারী নয় এমনকি শুয়ে ঘুমালেও

(٣٦٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

(৩৬৪) ইবন্ আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী (সা) ঘুমালেন, এমনকি নাক ডাকলেন। তারপর উঠে নামায পড়লেন কিন্তু ওযূ করলেন না। [বুখারী, মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٦٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

(৩৬৫) আয়িশা (রা)ও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীস কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তা জানতে পারি নি তবে হাদীসটির সনদ সুন্দর।]

(٣٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَضُوْءً خَفِيْفًا فَقَامَ فَصَنَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا صَنَعَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ فَصَلَّى فَحَوَّلَهُ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَلَّى رَكْعَتِىِ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ فَكُنَّا نَقُوْلُ لِعَمْرٍو اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلاَيَنَامُ قَلْبِى ـ

(৩৬৬) আমাদেরকে আব্দুল্লাহ বলেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, তিনি বলেন, আমাকে সুফিয়ান আমর থেকে আর তিনি কুরাইব থেকে আর তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আমার খালা মাইমূনার কাছে রাতে ঘুমিয়েছিলাম, তখন নবী (সা) রাত্রে উঠলেন, তিনি বলেন, তারপর হালকা ওযূ করেন। তারপর (নামাযে) দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন ইবন্ আব্বাসও তাই করলেন যা রাসূল (সা) করেছেন। তারপর এসে দাঁড়িয়ে গেলেন নামাযে, তখন তাঁকে সরিয়ে দিলেন অর্থাৎ ডান দিকে নিয়ে গেলেন। তারপর নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়লেন, তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এমনকি নাক ডাকলেন। তখন তাঁর কাছে মুয়ায্যিন আসলেন।

তারপর নামাযের জন্য চলে গেলেন আর ওযূ করলেন না। আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন যে, আমার বাবা আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সুফিয়ান আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাকে কুরাইব সংবাদ দিয়েছেন, ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ফজরের দু' রাকাত (সুন্নাত) পড়ে ঘুমালেন এমনকি নাক ডাকলেন। আমরা আমরকে বলতে থাকলাম, রাসূল (সা) বলেছেন, 'আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।' [বুখারী, মুসলিম ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٦٧) عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى سُمِعَ لَهُ غَطِيْطٌ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَالَ عِكْرِمَةُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوْظًا ـ

(৩৬৭) ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা) এমনভাবে ঘুমালেন যে, তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনা গেল। তারপর উঠে নামায পড়লেন, ওযূ করলেন না। ইকরামা বলেন, নবী করীম (সা) ছিলেন নিরাপদ বা ত্রুটিমুক্ত। [বুখারী, মুসলিম ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِىْ وُضُوْءِ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমিয়ে পড়া লোকের ওযূ প্রসঙ্গে

(٣٦٨) عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَضُوْءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَانَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ـ

(৩৬৮) আবুল 'আলিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সিজদায় ঘুমিয়ে পড়ে, শুয়ে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত তাকে ওযূ করতে হবে না। কারণ শুয়ে ঘুমালে তার পায়ুপথের বন্ধন ঢিলা হয়ে পড়ে।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও দারু কুতনী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি দলিল উপযোগী।]

(٣٦٩) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْعَيْنَ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ

(৩৬৯) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন, চোখ পায়ুপথের রক্ষক। সুতরাং, যে ঘুমিয়ে পড়ে সে যেন ওযূ করে।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, ও দারু কুতনী কর্তৃক বর্ণিত। কারো মতে হাদীসটি দুর্বল আবার কারো মতে হাসান।]

(٣٧٠) "خط" عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَيْنَ وِكَاءُ السَّهِ فَاِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اُسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ ـ

(৩৭০) "খত"[১] মু'আবিয়া ইবন্ আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, চোখ দু'টি পায়ুপথের রক্ষক। যখন চোখ দু'টি ঘুমিয়ে পড়ে তখন রক্ষা কর্ম শিথিল হয়ে পড়ে।[১]

[দারুকুতনী, বাইহাকী, আবূ ইয়ালা, তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি দুর্বল।]

১. ['খত' বলতে বুঝানো হয়, যে হাদীসটি আব্দুল্লাহ তাঁর বাবা ইমাম আহমদের কাছে পড়েন নি বা শুনেন নি, বরং তিনি তার বাবার হাতের লিখিত পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছেন।]

(٤) بَابٌ فِي الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الْفَرَجِ

(৪) অধ্যায়ঃ যৌনাঙ্গ স্পর্শের কারণে ওযূ করা প্রসঙ্গে

(٣٧١) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ

(৩৭১) যায়েদ ইবন্ খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলো সে যেন ওযূ করে নেয়। [বায্যার ও তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসটি সহীহ।]

(٣٧٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّاءْ، وَاَيُّمَا اِمْرَاةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّاءْ ـ

(৩৭২) আমর ইবন্ শো'আইব নিজের বাবার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল সে যেন ওযূ করে, আর যে নারী তার যৌনি স্পর্শ করল সেও যেন ওযূ করে।
[বাইহাকী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। বুখারী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٣٧٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَفْضَى بِيَدِهِ اِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُوْنَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ ـ

(৩৭৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার হাত দ্বারা তার পুরুষাঙ্গ পর্দা বিহীনাবস্থায় স্পর্শ করে তার উপর ওযূ ওয়াজিব হয়ে যায়।
[তাবারানী, শাফেয়ী, বাইহাকী, বায্যার ও দারু কুতনী কর্তৃক বর্ণিত।]

فَصْلٌ فِي حَدِيْثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ فِي نَقْضِ الْوُضُوْءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়া প্রসঙ্গে বুস্রা বিন্তে সাফাওয়ান-এর হাদীস প্রসঙ্গে

(٣٧٤) عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّاءُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) خط-عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ ذَكَرَ مَرْوَانُ فِيْ اِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ يَتَوَضَّاءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ اذَا اَفْضَى الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَاَنْكَرْتُ ذَالِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لاَوُضُوْءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ مَايَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُتَوَضَّاءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، قَالَ عُرْوَةُ فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِيْ مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلاً مِنْ حَرَسِهِ فَاَرْسَلَهُ اِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مِنْ ذَالِكَ، فَأَرْسَلَتْ اِلَيْهِ بُسْرَهُ بِمِثْلِ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ عَنْهَا مَرْوَانُ، (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ بِمِثْلِهِ وَفِيْهِ فَذَكَرَ الرَّسُوْلُ اَنَّهَا تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّاءْ (وَمِنْ طَرِيْقٍ رَابِعٍ) حَدَّثَنِيْ اَبِيْ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَعَ أَبِيْهِ يُحَدِّثُ اَنَّ مَرْوَانَ اَخْبَرَهُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّاءْ قَالَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا رَسُوْلاً وَاَنَا حَاضِرٌ فَقَالَتْ نَعَمْ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِهَا بِذَالِكَ ـ

(৩৭৪) বুস্‌রা বিনতে সাফাওয়ান বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন ওযূ না করা পর্যন্ত নামায না পড়ে (দ্বিতীয় এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) উরওয়া ইবন্ যুবাইর থেকে তিনি বলেন, মারওয়ান মদীনায় তাঁর শাসনকালে উল্লেখ করেন যে, পুরুষ তার হাত দ্বারা তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তাকে ওযূ করতে হবে। (একথা শুনে) আমি তাঁর এ কথার আপত্তি করলাম এবং বললাম, যে তা স্পর্শ করবে তাকে ওযূ করতে হবে না। তখন মারওয়ান বলেন, আমাকে বুস্‌রা বিন্‌ত সাফাওয়ান সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি কোন কোন কারণে ওযূ করতে হয় তা আলোচনা করতে রাসূল (সা)-কে শুনেছেন, তখন সে প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন, আর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেও ওযূ করবে।

উরওয়া বলেন, আমি মারওয়ানের কাছে বারংবার আপত্তি করতে থাকলে তিনি তার একজন পাহারাদারকে ডেকে তাকে তিনি যা বলেছেন সে প্রসঙ্গে বুস্‌রার কাছে পাঠালেন, এ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন সে প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে। তখন বুশ্‌রা যেরূপ মারাওয়ান আমাকে বলেছিলেন ঠিক সেরূপ খবর পাঠালেন তার কাছে, (তৃতীয় এক বর্ণনায় আছে।) বার্তাবাহক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (বুস্‌রা) হাদীস বলেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে সে যেন ওযূ করে (চতুর্থ এক বর্ণনায় আছে।) উরওয়া বলেন, মারওয়ান তাকে বুস্‌রা বিন্‌তে সাফাওয়ানের সূত্রে বলেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন ওযূ করে। তিনি বলেন, তখন মারওয়ান বুস্‌রার কাছে একজন দূত প্রেরণ করলেন, সে সময় আমি তার কাছেই উপস্থিত ছিলাম। বুস্‌রা উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। এ সংবাদ নিয়ে বার্তাবাহক বুস্‌রার কাছ থেকে ফিরে আসলেন।

[মালিক, শাফেয়ী, চার সুনান গ্রন্থ ইবন্ খুযাইমা, ইবন্ হিব্বান, হাকিম, ইবন্ জারুদ প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযী হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেন। বুখারী বলেন, এ হাদীসটি এ জাতীয় হাদীসের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ্। আবূ দাউদ বলেন, আমি ইমাম আহমদকে বললাম, বুস্‌রার হাদীসটি কি সহীহ্ নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই সহীহ্।]

(٥) بَابُ حُجَّةِ مَنْ رَاىَ عَدْمُ نَقْضِ الْوُضُوْءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ যারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে ওযূ নষ্ট হয় না বলে মনে করেন তাদের দলিল

(٣٧٥) عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتَوَضَّاءُ أَحَدُنَا اِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ؟ قَالَ اِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ اَوْجَسَدِكَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَسِسْتُ ذَكَرِىْ أَوِ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ؟ قَالَ لَا اِنَّمَا هُوَ مِنْكَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتَوَضَّاءُ اَحَدُنَا اِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ فِى الصَّلَاةِ؟ قَالَ هَلْ هُوَ اِلَّا مِنْكَ اَوْبَضْعَةٌ مِنْكَ۔

(৩৭৫) কাইস ইবন্ তালক থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, এক লোক রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কেউ কি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ করবে? তিনি উত্তরে বললেন, তা তো তোমারই অংশ বা তোমার শরীরেরই অংশবিশেষ। (দ্বিতীয় এক সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে) তিনি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর কাছে বসা ছিলাম তখন এক লোক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আমার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করেছি অথবা বললেন, কোন লোক যদি নামাযে থাকাবস্থায় তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাকে কি ওযূ করতে হবে? উত্তরে বললেন, না। কারণ তাতো তোমারই অঙ্গ (তৃতীয় এক সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।) তিনি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ

যদি নামাযে থাকাবস্থায় তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে তাকে কি ওযূ করতে হবে? তিনি বললেন, তাতো তোমারই অংশবিশেষ। অথবা তোমারই অঙ্গবিশেষ।[১]

(٦) بَابٌ فِي الْوُضُوْءِ مِنْ لَمَسِ الْمَرْأَةِ وَتَقْبِيْلِهَا ـ

(৬) স্ত্রীকে স্পর্শ করার ও স্ত্রীকে চুমু দেয়ার কারণে ওযূ করা প্রসঙ্গে

(٣٧٦) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّاءْ، قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ اِلاَّ اَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ ـ

(৩৭৬) উরওয়া ইবন্ যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) তাঁর জনৈক স্ত্রীকে চুমু দিলেন, অতঃপর ওযূ না করেই নামায পড়তে বের হয়ে গেলেন। উরওয়া বলেন, আমি তাঁকে বললাম, সে তো আপনি ছাড়া আর কেউ নয়, তাই না? তখন তিনি হাসলেন।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্, দারু কুতনী, বাইহাকী, বায্যার ও শাফেয়ী কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসটি কেউ কেউ দুর্বল বলে মন্তব্য করলেও আব্দুর রহমান আল বান্নাসহ অনেকেই সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٧٧) عَنْ عَائِشَةَ اَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ ـ

(৩৭৭) আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ওযূ করে তারপর নামায পড়তেন, অতঃপর (স্ত্রীকে) চুমু দিতেন তারপর নামায পড়তেন কিন্তু ওযূ করতেন না।

[ইবন্ মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ্ নয়।]

(٣٧٨) عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَىَّ فِىْ قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ وَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوْتُ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ فِيْهَا مَصَابِيْحُ ـ

(৩৭৮) আবূ সালামা ইবন্ আব্দুর রহমান নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সা)-এর সামনে ঘুমাতাম, তখন আমার পা দু'টি তাঁর কিবলার দিকেই থাকত। তিনি যখন সিজ্দা দিতেন তখন আমাকে ধাক্কা দিতেন, তখন আমি আমার পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম। আর যখন দাঁড়াতেন তখন আবার এতদুভয়কে সম্প্রসারিত করতাম। তখনকার সময় বাড়িতে আলো থাকতো না।

[বুখারী, মুসলিম প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٧) بَابٌ فِي الْوُضُوْءِ مِنَ الْقَيْئِ وَالْقَلْسِ وَالرُّعَافِ

(৭) অধ্যায় ঃ বমি পেট থেকে উতরানো খাদ্য ও নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কারণে ওযূ করা প্রসঙ্গে

(٣٧٩) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاَفْطَرَ، قَالَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ

---

১. অনেকগুলো হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসদের মধ্যে অনেকেই হাদীসটি সহীহ বলে দাবী করেন আবার অনেকেই দুর্বল বলে মনে করেন, কেউ কেউ হাদীসটি মানসুখ বলেও মন্তব্য করেছেন।

مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ، اَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَقَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَفْطَرَ فَاُتِىَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ ـ

(৩৭৯) মা'দান ইবন্ আবূ তালহা থেকে বর্ণিত, আবুদ্ দারদা (রা) তাঁকে বললেন যে, রাসূল (সা) বমি করেছিলেন, তাই ইফতার করেন অর্থাৎ রোযা ভাঙ্গেন। তিনি বলেন, এরপর আমি রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবানের সাক্ষাৎ পেলাম দামেশকের মসজিদে। তখন তাঁকে বললাম আবুদ দারদা আমাকে বলেছেন যে, রাসূল (সা) বমি করে নাকি ইফতার করেছিলেন তিনি উত্তরে বলেন তিনি সত্য কথা বলেছেন। তখন আমিই তাকে ওযূর পানি ঢেলে দিয়াছিলাম। (তাঁর থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বমি করলেন তারপর ইফতার করলেন, তারপর তাঁর জন্য পানি নিয়ে আসা হল তখন তিনি ওযূ করলেন।

[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ জারুদ, ইবন্ হিব্বান, দারু কুতনী, বাইহাকী, তাবারানী ইবন্ মন্দা হাকিম কর্তৃক বর্ণিত তিরমিযী ও ইবন্ মন্দা হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٨) بَابٌ فِى الْوُضُوْءِ مِنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْاِبِلِ

(৮) অধ্যায়ঃ উটের গোশ্ত খাওয়ার কারণে ওযূ করা প্রসঙ্গে

(٣٨٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَوَضَّأُمِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ اِنْ شِئْتَ تَوَضَّاْءْ مِنْهُ وَاِنْ شِئْتَ لَا تَوَضَّأُ مِنْهُ، قَالَ أَفَاتَوَضَّاءُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ؟ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ قَالَ فَنُصَلِّى فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ؟ قَالَ لَا، قَالَ أَنُصَلِّى فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ نَعَمْ صَلِّ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ـ

(৩৮০) জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে বসাছিলাম তখন তাঁর কাছে এক লোক এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি ছাগলের গোশ্ত খেয়ে ওযূ করব? তিনি উত্তরে বললেন, তোমার ইচ্ছা হয় ওযূ কর আর ইচ্ছা না হয় ওযূ করো না।

লোকটি আবার প্রশ্ন করলেন, আমরা কি উটের গোশ্ত খেলে ওযূ করব? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশ্ত খেয়ে ওযূ কর। লোকটি আবার প্রশ্ন করলেন, আমরা কি উটের আস্তাবলে নামায পড়তে পারি? উত্তরে বললেন, না। তারপর প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি ছাগলের ঘরে নামায পড়তে পারি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ ছাগলের ঘরে নামায পড়তে পার। [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٨١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ـ

(৩৮১) বারা' ইবন্ আযিব (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ ইবন্ হাব্বান, ইবন্ খুযাইমা কর্তৃক বর্ণিত। শেষোক্তজন বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ হবার ব্যাপারে আমি কোন দ্বিমত দেখি নি।]

(٣٨٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ ذِى الْغُرَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ اَعْرَابِىٌّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُدْرِكُنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ مِنْ أَعْطَانِ الاِبِلِ، أَفَنُصَلِّى فِيْهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لاَ، قَالَ اَفَتَوَضَّاءُ مِنْ لُحُوْمِهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ افَنُصَلِّى فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ، قَالَ اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِهَا؟ قَالَ لاَ ـ

(৩৮২) আব্দুর রহমান ইবন্ আবূ লাইলা থেকে বর্ণিত, তিনি যুল্ গুর্রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূল (সা)-এর চলার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তার পর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কখনো কখনো নামাযের সময় হয়ে পড়ে উটের আস্তাবলে কাজ করার সময়। আমরা কি তাতে নামায পড়তে পারি? রাসূল (সা) উত্তরে বললেন, না। লোকটি আবার প্রশ্ন করলেন, আমরা কি উটের গোশ্ত খেলে ওযূ করব? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, আমরা কি ছাগলের ঘরে নামায পড়তে পারি? রাসূল (সা) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ (পার)। লোকটি আবার প্রশ্ন করলেন, আমরা কি তার গোশ্ত খেলে ওযূ করব? তিনি উত্তরে বললেন, না।

[হাইসুমী বলেন, এ হাদীসটি আহমদ ও তাবারানী আল কবীরে বর্ণনা করেছেন, আহমদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٣٨٣) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَانِ الْأَبِلِ؟ قَالَ تَوَضَّوْا مِنْ اَلْبَانِهَا، وَسُئِلَ عَنْ اَلْبَانِ الْغَنَمِ فَقَالَ لاَتَوَضَّوُا مِنْ اَلْبَانِهَا ـ

(৩৮৩) উসাইদ ইবন্ হুযাইর (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন উটের দুধ সম্বন্ধে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তোমরা উটের দুধ পান করে ওযূ করবে। আর ছাগলের দুধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তখন বলেন, ছাগলের দুধ খেয়ে ওযূ করো না।

[ইবন্ মাজাহ ও তাবারানী কর্তৃক আল আউসাত গ্রন্থে বর্ণিত। এ হাদীসটি সহীহ্ না হলেও অনুরূপ হাসান হাদীস রয়েছে।]

(٩) بَابُ اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ـ

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ আগুনে রান্না করা খাবার খাওয়ার পর ওযূ করা প্রসঙ্গে

(٣٨٤) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ قَالَ مَرَرْتُ بِاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يَتَوَضَّاءُ فَقَالَ اَتَدْرِىْ مِمَّا أَتَوَضَّأُ؟ مِنْ اَثْوَارِ أَقِطٍ اَكَلْتُهَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَوَضَّوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ـ

(৩৮৪) ইব্রাহীম ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ কারিয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আবু হোরাইরার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি ওযূ করছিলেন, তিনি (আমাকে) বললেন, তুমি কি জান আমি কেন ওযূ করছি? আমি কয়েক টুকরা পনির খেয়েই ওযূ করছি। কারণ আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আগুনে রান্না করা জিনিস খেয়ে ওযূ করবে। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٨٥) وَعَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ـ

(৩৮৫) যায়েদ ইবন্ সাবিত (রা) ও নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[মুসলিম, নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٨٦) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَوَضَّوْا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ لَوْنَهُ ـ

(৩৮৬) আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যেসব জিনিসের রং আগুনে রান্না করার কারণে পরিবর্তন হয়ে গেছে সে সব জিনিস (খেয়ে) ওযূ করবে।

[তাবারানী কর্তৃক "আল আউসাত" গ্রন্থে বর্ণিত, হাইসুমী বলেন, এ হাদীসের সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٣٨٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ ثَوْرَ اَقِطٍ فَتَوَضَّاءَ مِنْهُ وَصَلَّى ـ

(৩৮৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) একটু টুকরা পনির খেলেন, অতঃপর তার কারণে ওযূ করলেন তারপর নামায পড়লেন। [তাবারানী ও তাহাভী কর্তৃক বর্ণিত, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٣٨٨) عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَرَاَيْتُ نَاسًا مُجْتَمِعِيْنَ وَشَيْخٌ يُحَدِّثُهُمْ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا سُهَيْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّاْ ـ

(৩৮৮) মু'আবিয়ার আযাদকৃত গোলাম কাসিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দামেশ্কের এক মসজিদে প্রবেশ করলাম, তখন এক দল লোককে একস্থানে জমায়েত দেখলাম, এক বৃদ্ধ তাদের সাথে কথা বলছিলেন, আমি বললাম ইনি কে? তারা বললেন, ইনি হলেন সুহাইল ইবন্ আল্ হানযালিয়া (রা)। তখন তাঁকে বলতে শুনলাম, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি গোশ্ত খাবে- সে যেন ওযূ করে।

[তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত। সুয়ূতী হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

فَصْلٌ فِيْمَا رُوِىَ فِىْ ذَالِكَ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা)-এর কোনো কোনো স্ত্রী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে

(٣٨٩) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّؤُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ـ

(৩৮৯) উরওয়া ইবন্ যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর স্ত্রী আয়িশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল (সা) বলেছেন তোমরা আগুনে রান্না করা খাবার খেয়ে ওযূ করবে।

[মুসলিম, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٩٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ سَلَمَةَ اِنَّ ظِئْرَكَ سُلَيْمًا لَايَتَوَضَّاُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ فَضَرَبَ صَدْرَ سُلَيْمٍ وَقَالَ اَشْهَدُ عَلَى اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا كَانَتْ تَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّاُ مِمَّامَسَّتِ النَّارُ ـ

(৩৯০) মুহাম্মদ ইবন্ তাহলা' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সালামাকে বললাম, তোমার দুধপিতা সুলাইম আগুনে রান্না করা জিনিস খেয়ে ওযূ করেন না। তিনি বলেন, তখন তিনি সুলাইমের বুকে থাপ্পড় দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌র স্ত্রী উম্মে সালামাকে সাক্ষ্য ক— বলছি যে, তিনি রাসূল (সা)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আগুনে রান্না করা জিনিস খেয়ে ওযূ করতেন।

[তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত। হাফিয সুয়ূতী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٣٩١) عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ وَكَانَتْ خَالَتَهُ) فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيْقٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَقَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ أُخْتِي أَلاَ تَتَوَضَّأُ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، أَوْ غَيَّرَتْ. (وَعَنْهُ مِن طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ فَسَقَتْهُ سَوِيْقًا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقَالَتْ لَهُ تَوَضَّأْ يَا ابْنَ أُخْتِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ نَحْوَهُ) وَفِيْهِ قَالَ قَالَتْ لِي أَيْ بُنَيَّ لاَ تُصَلِّيْنَ حَتَّى تَتَوَضَّأَ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا أَنْ نَتَوَضَّأَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الطَّعَامِ -

(৩৯১) আবূ সুফিয়ান ইবন্ সাঈদ ইবন্ আল মুগীরা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবিবার (বাড়ীতে) প্রবেশ করলেন। অপর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণিত আছে। তিনি ছিলেন তাঁর খালা।) তখন তিনি তাঁকে এক পেয়ালা ছাতুর শরবত খাওয়ালেন, তখন তিনি পানি চাইলেন তারপর কুলি করলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, ভাগ্নে, তুমি কি ওযূ করবে না? কারণ রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা আগুনে স্পর্শ করা (রান্না করা) জিনিস খেয়ে ওযূ করবে। (দ্বিতীয় এক বর্ণনায় তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।) তিনি উম্মে হাবীবার বাড়ীতে গেলেন তখন তিনি তাঁকে এক পেয়ালা ছাতুর শরবত খাওয়ালেন। ছাতুর শরবত খেয়ে) তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালেন, তখন তিনি বললেন, ভাগ্নে, ওযূ করে নাও, কারণ আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। তোমরা আগুনে রান্না করা জিনিস খেয়ে ওযূ করবে। (তাঁর থেকে তৃতীয় এক বর্ণনায়ও অনুরূপ বর্ণিত আছে।) তাতে আরও আছে, তিনি বলেন, তিনি (উম্মে হাবিবা) আমাকে বললেন, হে বৎস! ওযূ না করে নামায পড়বে না। কারণ রাসূল (সা) আমাদেরকে আগুনে রান্না করা খাবার খেয়ে ওযূ করতে নির্দেশ করেছেন।

[ত্বাহাবী, নাসায়ী ও আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত, মুনযিরী হাদীসটি উল্লেখ করে কোন মন্তব্য কারেন নি।]

(١٠) بَابٌ فِي تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

(১০) পরিচ্ছেদ ঃ আগুনে রান্না করা জিনিস খেয়ে ওযূ না করা প্রসঙ্গে

(٣٩٢) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِطَعَامٍ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ قَعَدْتُ مَقْعَدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْتُ طَعَامَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْتُ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৯২) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-কে 'আল মাকাইদ' নামক বৈঠকখানায় বসাবস্থায় দেখেছি। তখন তিনি আগুনে রান্না করা কিছু খাবার চাইলেন। তারপর সেগুলো খেয়ে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তারপর উসমান (রা) বললেন, আমি রাসূল (সা)-এর স্থানে বসেছি এবং রাসূল (সা)-এর খাবার খেয়েছি, এবং রাসূলের নামায পড়েছি।

[হাইসুমী বলেন, আহমদ, আবূ ইয়ালা ও বাযযার কর্তৃক বর্ণিত। আহমদের রাবীগণ **নির্ভরযোগ্য।**]

(٣٩٣) **وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ** رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَكَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ إِمَّا ذِرَاعًا مَشْوِيًّا وَإِمَّا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً -

(৩৯৩) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আগুনে রান্না করা খাবার খেলেন, অতঃপর নামায পড়লেন কিন্তু ওযূ করলেন না। (দ্বিতীয় অপর এক সূত্রে তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে।) নবী (সা) সামনের পায়ের বা ঘাড়ের ভুনা গোশ্ত খেলেন, তারপর নামায পড়লেন কিন্তু ওযূ করেন নি এবং পানিও স্পর্শ করেন নি।[১]

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, মালিক ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٩٤) عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَحْوَهُ ـ

(৩৯৪) আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٩٥) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ـ

(৩৯৫) নবী (সা)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা)ও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। [নাসায়ী।]

(٣٩٦) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَلْقَمَةَ اَخُوبَنِى عَامِرِبْنِ لُؤَىٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ لِغَدِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَكَانَتْ مَيْمُوْنَةُ قَدْ اَوْصَتْ لَهُ بِهِ فَكَانَ اَذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بُسِطَ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ اَنْصَرَفَ اِلَيْهِ فَجَلَسَ فِيْهِ لِلنَّاسِ قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ الْوَضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ فَرَفَعَ اَبْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ اِلَى عَيْنَيْهِ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، فَقَالَ بَصُرَ عَيْنَاىَ هَاتَانِ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فِى بَعْضِ حُجَرِهِ ثُمَّ دَعَاهُ بِلاَلٌ اِلَى الصَّلاَةِ فَنَهَضَ خَارِجًا فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ لَقِيَتْهُ هَدِيَّةٌ مِنْ خُبْزٍ وَ لَحْمٍ بَعَثَ بِهَا اِلَيْهِ بَعْضُ اَصْحَابِهِ قَالَ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَوُضِعَتْ لَهُمْ فِى الْحُجْرَةِ قَالَ فَاَكَلَ وَاَكَلُوْا مَعَهُ قَالَ ثُمَّ نَهَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ اِلَى الصَّلاَةِ وَمَامَسَّ وَلاَ اَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ مَاءً قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَكَانَ اَبْنُ عَبَّاسٍ اِنَّمَا عَقَلَ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰخِرَهُ ـ

(৩৯৬) মুহাম্মদ ইবন্ ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবন্ উমর ইবন্ 'আতা ইবন্ আইয়্যাশ ইবন্ আলকামা (বনী আমের গোত্রের) বলেছেন যে, আমি ইবন্ আব্বাসের কাছে গেলাম নবী (সা)-এর স্ত্রী মাইমূনার বাড়িতে জুমু'আর দিন সকাল বেলা, তিনি বলেন, মাইমূনা বাড়ীটি ইবন আব্বাসের জন্য ওসিয়ত করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি যখন জুমার নামায পড়তেন তখন তার জন্য সেখানে বিছানা পাতা হত। তিনি জুমার পর সেখানে যেতেন এবং মানুষের (বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদানের জন্য) বসতেন। তিনি বলেন, একবার এক লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন আমি তা শুনছিলাম, আগুনে রান্না করা খাবার খেয়ে ওযূ করতে হবে কি না? তিনি বলেন, তখন ইবন্ আব্বাস তাঁর হাত তাঁর দু'চোখের দিকে উঠালেন তখন তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তারপর বললেন, আমার এ দু'চোখ দিয়ে দেখেছি যে, রাসূল (সা) জোহরের নামাযের জন্য ওযূ করলেন তাঁর কোন একটি কক্ষে, তারপর বেলাল তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন। তখন তিনি বের হবার জন্য উঠলেন। যখন কক্ষের দরজায় পৌঁছলেন তখন রুটি ও গোশ্তের কিছু হাদিয়া তাঁর কাছে এল। যা তাঁর জনৈক সাহাবী তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তখন রাসূল

(সা) তাঁর সাথের লোকজন নিয়ে ফিরে আসলেন, তাঁদের জন্য কক্ষে আসন পাতা হল। তিনি বলেন রাসূল (সা)ও তাঁর সাথের লোকজন খেলেন। তারপর রাসূল (সা) তাঁর সাথের লোকজন নিয়ে নামায পড়তে গেলেন। তিনি এবং তাঁর সাথের কেউ পানি স্পর্শ করলেন না। তিনি বলেন, তারপর তাঁদের নিয়ে নামায পড়লেন। ইবন্ আব্বাস রাসূল (সা)-এর শেষ জীবনের কর্মকাণ্ড দেখেছেন এবং বুঝেছেন। [মুসলিম কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত।]

(٣٩٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ دُعِىَ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (وَفِى لَفْظٍ فَدُعِىَ اِلَى الصَّلَاةِ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) ـ

(৩৯৭) আমর ইবন্ উমাইয়্যা আদ্দামারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে ছাগলের সামনের পায়ের গোশ্‌ত কেটে কেটে খেতে দেখেছি। অতঃপর তাঁকে নামাযের জন্য ডাকা হলো, তখন তিনি নামায পড়লেন কিন্তু ওযূ করলেন না। (অপর এক বর্ণনায় আছে) তখন তাঁকে নামাযের জন্য ডাকা হল তখন তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে (নামাযের দিকে গেলেন) ওযূ করলেন না। [বুখারী, মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٩٨) عَنِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً ـ

(৩৯৮) ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখলাম যে তিনি গোশ্‌ত খেলেন তারপর নামাযে দাঁড়ালেন, পানি স্পর্শ করলেন না।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٣٩٩) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَرَاىْ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَتَوَضَّاءُ فَقَالَ اَتَدْرِىْ مِمَّا اَتَوَضَّأُ؟ قَالَ لَا، قَالَ اَتَوَضَّأُ مِنْ اَثْوَارِ اَقِطٍ اَكَلْتُهَا قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ مَا اُبَالِى مِمَّا تَوَضَّأْتَ، اَشْهَدُ لَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ لَحْمٍ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ، قَالَ وَسُلَيْمَانُ حَاضِرٌ ذَالِكَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا ـ

(৩৯৯) ইবন্ জুরাইজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবন্ ইউসুফ খবর দিয়েছেন যে, তাঁকে সোলাইমান ইবন্ ইয়াসার জানিয়েছেন যে, তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে শুনেছেন। আর আবূ হোরায়রা (রা)-কে ওযূ করতে দেখেছেন। তিনি তখন বলেছিলেন, তুমি কি জান আমি কি জন্য ওযূ করছি? তিনি উত্তরে বললেন না। তিনি বললেন, আমি কয়েক টুকরা পনির খেয়েছিলাম, তাই ওযূ করছি। ইবন্ আব্বাস, বলেন, আপনি কি কারণে ওযূ করলেন? ইবন্ আব্বাস বলেন, তার কোনো গুরুত্ব আমার কাছে নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি রানের গোশ্‌ত খেয়েছিলেন তারপর নামায পড়তে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু ওযূ না করেই। মুহাম্মদ ইবন্ ইউসুফ বলেন, সুলাইমান এতদুভয় ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

[বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসের শেষাংশ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(٤٠٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَكَلْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّوْا وَلَمْ يَتَوَضَّئُوْا ـ

(৪০০) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা) আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সাথে রুটি ও গোশ্ত খেয়েছি। তারা নামায পড়েছেন কিন্তু ওযূ করেন নি।

[ইবন্ আবূ শাইবা ও জিয়া কর্তৃক মুখতারা গ্রন্থে বর্ণিত। এর সনদে আলী ইবন্ যায়েদ নামক এক বর্ণনাকারী আছে, তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল ছিল বলে বলা হয়েছে।]

(٤٠١) وَعَنْهُ اَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُرِّبَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزٌ وَلَحْمٌ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَاَكَلَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ فَوُضِعَتْ لَهُ هَاهُنَا (وَفِى رِوَايَةٍ اَمَامَنَا بَدَلَ هَاهُنَا) جَفْنَةٌ فِيْهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ وَهَاهُنَا جَفْنَةٌ فِيْهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَاَكَلَ عُمَرُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

(৪০১) তিনি আরও বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল (সা)-এর কাছে কিছু রুটি ও গোশ্ত আনা হল। তখন রাসূল (সা) ওযূর পানি চাইলেন তারপর ওযূ করলেন। তারপর জোহরের নামায পড়লেন। তারপর বাকি খাবারগুলো চাইলেন এবং সেগুলো খেলেন, তারপর নামায পড়তে গেলেন ওযূ না করেই। পরবর্তীকালে আমি উমর (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলাম, তখন তাঁর জন্য এখানে (অপর এক বর্ণনায় আছে, এখানে هَاهُنَا শব্দের পরিবর্তে اَمَامَنَا আমাদের সামনে।) একটা গামলা রাখা হলো যাতে ছিল রুটি ও গোশ্ত। আর এখানে ছিল আর একটি গামলা তাতেও ছিল রুটি ও গোশ্ত। তখন উমর (রা) তা খেলেন তারপর ওযূ না করেই তিনি নামাযে দাঁড়ালেন।

[নাসায়ী, ও আবূ দাউদ, নববী বলেন, জাবিরের হাদীসটি সহীহ্।]

(٤٠٢) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَصَلَّى الْعَصْرَ دَعَا بِالْاَطْعِمَةِ فَمَا اُتِىَ اِلَّا بِسَوِيْقٍ فَاَكَلُوْا وَشَرِبُوْا مِنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ وَمَا مَسَّ مَاءً ـ

(৪০২) সুয়াইদ ইবন্ নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে খাইবার (যুদ্ধের) (বছর) বের হলাম, যখন আমরা "আস্‌সাহবা", নামক স্থানে পৌঁছলাম, তিনি আসরের নামায আদায় করে খাবার চাইলেন, তখন ছাতু ছাড়া আর কিছু আনা হলো না, তখন সকলেই তা খেলেন এবং পান করলেন। তারপর মাগরিবের নামায পড়ার জন্য গেলেন। আমরাও তাঁর (রাসূল সা-এর) সাথে কুলি করলাম। তিনি পানি স্পর্শ করলেন না। [বুখারী, মালিক, ইবন্ মাজাহ ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٠٣) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَاَبُوْطَلْحَةَ جُلُوْسًا فَاَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوْءٍ فَقَالَا لِمَ تَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لِهٰذَا الطَّعَامِ الَّذِى اَكَلْنَا، فَقَالَا اَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ؟ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ـ

(৪০৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, উবাই ইবন্ কা'ব, ও আবূ তাল্হা এক জায়গায় বসাছিলাম, তখন আমরা রুটি ও গোশ্ত খেলাম, তারপর আমি ওযূর পানি চাইলাম। তখন উভয়ে বললেন, তুমি ওযূ করছো কেন? তখন আমি বললাম, এ খাবারের জন্য, যা আমরা এখন খেলাম। তখন তাঁরা বললেন, তুমি কি পবিত্র জিনিস খেয়ে ওযূ করতে চাও। যিনি তোমার চেয়ে উত্তম তিনি এরূপ জিনিস খেয়ে ওযূ করেন নি।

[বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٠٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ شِوَاءً فِى الْمَسْجِدِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَادْخَلْنَا أَيْدِيْنَا فِى الْحَصَى ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّى وَلَمْ نَتَوَضَّأْ ـ

(৪০৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ হারিছ ইবন্ জাযি আয্যাবীদি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে মস্জিদে বুনা গোশ্ত খেলাম। এমতাবস্থায় নামাযের একামত বলা হল, তখন আমরা আমাদের হাত পাথুরী মাটিতে প্রবেশ করালাম, তারপর নামায পড়তে দাঁড়ালাম, ওযূ করলাম না।

[আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। মুনযিরী হাদীসটি উল্লেখ করে কোন মন্তব্য করেন নি।]

(٤٠٥) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَالِكَ ـ فَاَتَيْتُهُ بِمَاءٍ يَتَوَضَّاءُ مِنْهُ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ وَرَاءَكَ فَسَاءَنِى وَاللّٰهِ ذَالِكَ ثُمَّ صَلَّى فَشَكَوْتُ ذَالِكَ اِلَى عُمَرَ، فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ إِنَّ الْمُغِيْرَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ إِنْتِهَارُكَ إِيَّاهُ وَخَشِىَ اَنْ يَكُونَ فِى نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَىْءٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِى نَفْسِى شَىْءٌ اِلاَّ خَيْرٌ، وَلٰكِنْ اَتَانِى بِمَاءٍ لاَتَوَضَّأَ وَاِنَّمَا اَكَلْتُ طَعَامًا، وَلَوْ فَعَلْتُهُ فَعَلَ ذَالِكَ النَّاسُ بَعْدِىْ ـ

(৪০৫) মুগীরা ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) একবার খাবার খেলেন। তারপর নামাযের একামত বলা হলো তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ইতিপূর্বে ওযূ করেছিলেন এমতাবস্থায় আমি তাঁর জন্য কিছু পানি নিয়ে ওযূ করার জন্য উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, পিছনে যাও। আল্লাহর কসম, তা আমার কাছে কষ্টকর মনে হল। তারপর নামায পড়লেন। অতঃপর এ ব্যাপারে আমি উমর (রা)-এর কাছে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার ধমক দানের কারণে মুগীরা কষ্ট পেয়েছে এবং ভয় পেয়েছে। একথা ভেবে যে, হয়ত আপনার অন্তরে তাঁর ব্যাপারে কোন খারাপ ধারণা রয়েছে। তখন নবী (সা) বলেন, তাঁর সম্বন্ধে ভাল ছাড়া অন্য কোন ধারণা নেই। তবে তিনি আমার ওযূর জন্য পানি নিয়ে এসেছিলেন। তখন আমি খাবার খেয়েছিলাম। আমি যদি তা করতাম (অর্থাৎ খাবার খেয়ে ওযূ করতাম।) তাহলে আমার পরে মানুষরাও তা করতো। [হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও তাবারানী "আল কাবীর" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٠٦) وَعَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَبَحْنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَأَمَرَنَا فَعَالَجْنَالَهُ شَيْئًا مِنْ بَطْنِهَا، فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

(৪০৬) আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা রাসূল (সা)-এর জন্য একটা ছাগল যবাই করলাম। তখন তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন ফলে আমরা তাঁর জন্য পেটের কিছু অংশ রান্না করলাম। তিনি তা খেলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন, ওযূ করলেন না। [মুসলিম ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٠٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الْقِدْرَ فَيَأْخُذُ الذِّرَاعَ مِنْهَا فَيَاْكُلُهَا ثُمَّ يُصَلِّى وَلاَيَتَوَضَّأُ ـ

(৪০৭) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) হাঁড়ির কাছে আসতেন, তারপর সেখান হতে পায়ের গোশ্ত নিতেন এবং তা খেতেন। তারপর নামায পড়তেন, ওযূ করতেন না।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ, আবূ ইয়ালা ও বায্যার কর্তৃক বর্ণিত এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٠٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرْوَانَ قَالَ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، قَالَ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ نَهَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِيْ كَتِفًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمُسَّ مَاءً ـ

(৪০৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে মারওয়ানকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, তোমরা আগুনে রান্না করা জিনিস খেয়ে ওযূ করবে, তিনি বলেন, তখন মারওয়ান উম্মে সালামার কাছে লোক পাঠালেন এবং তাঁকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি উত্তরে বললেন, নবী (সা) আমার কাছে (ছাগলের) সামনের ঘাড়ের গোশ্ত খেলেন, অতঃপর নামায পড়তে গেলেন। পানি স্পর্শ করলেন না।

[নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٠٩) عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ أَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

(৪০৯) ইবন্ আব্বাসের (রা) আযাদকৃত গোলাম কুরাইব থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা)-এর স্ত্রী মাইমূনা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল (সা) ছাগলের সামনের পায়ের কিছু গোশ্ত খেলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। ওযূ করলেন না। [বুখারী, মুসলিম ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤١٠) عَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ عَرْقًا فَجَاءَ بِلَالٌ بِالْأَذَانِ فَقَامَ لِيُصَلِّيَ فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ اَلَاتَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ مِمَّ اَتَوَضَّأُ يَابُنَيَّةُ، فَقُلْتُ مِمَّامَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ لِيْ اَوَلَيْسَ أَطْيَبُ طَعَامِكُمْ مَسَّتْهُ النَّارُ ـ

(৪১০) রাসূল (সা)-এর কন্যা ফাতিমাতুয্ যাহরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে রাসূল (সা) আসলেন। তারপর হাঁড়সহ গোশ্ত থেকে কিছু খেলেন। তারপর বেলাল (রা) আযান দিলেন। তখন (রাসূল (সা) নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন, তখন আমি তাঁর কাপড় ধরে ফেললাম এবং বললাম, বাবা, আপনি ওযূ করবেন না? তিনি বললেন না, কেন ওযূ করব? আমি বললাম, আগুনে রান্না করা খাবার খাওয়ার জন্য। তখন তিনি আমাকে বললেন, আগুনে রান্না করা খাবার কি তোমাদের জন্য সর্বোত্তম খাবার নয়?

[হাইসূমী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও আবূ ইয়ালী কর্তৃক বর্ণিত এবং তা 'মুনকাতে'।]

(٤١١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أُمِّ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ يَزِيْدَ إِمْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ أَنَّهَا اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ فِيْ مَسْجِدِ فُلَانٍ فَتَعَرَّقَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

(৪১১) আব্দুর রহমান ইবন্ আব্দুর রহমান আল আশহালী থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াযিদের কন্যা উম্মু আমির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বাইয়াত গ্রহণকারীণী এক মহিলা। তিনি অমুক মসজিদে নবী (সা)-এর কাছে হাঁড় সম্বলিত গোশ্ত নিয়ে আসলেন। তখন রাসূল (সা) তা ছিঁড়ে খেলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আর ওযূ করলেন না।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি তাবারানী 'আল কাবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমান আল রান্না বলেন, হাদীসটি দুর্বল।]

(٤١٢) عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ "بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ" رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَتِفٍ عِنْدَهَا ثُمَّ صَلَّى وَمَا تَوَضَّأَ مِنْ ذَالِكَ ـ

(৪১২) যুবাইরের কন্যা উম্মে হাকীম ইবন্ আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর প্রিয় নবী (সা) যুবাইরের কন্যা যুবা'আর বাড়িতে গেলেন। সেখানে ছাগলের পায়ের গোশ্‌ত খেলেন, তারপর নামায পড়লেন, এ জন্য ওযূ করেন নি। [হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও তাবারানী আল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤١٣) عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ـ

(৪১৩) যুবা'আ বিন্‌তে যুবাইর ইবন্ আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত। তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। [হাইসুমী বলেন হাদীসটি আবু ইয়ালা ও আহমদ বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى ـ

(৪১৪) আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) ছাগলের রানের গোশ্‌ত খেলেন, তারপর কুল্লি করলেন এবং তাঁর হাত ধুইলেন, অতঃপর নামায পড়লেন। [বাইহাকী ও বায্‌যার কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ্।]

أَبْوَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَمُوْجِبَاتِهِ

জানাবতের গোসল এবং তা ওয়াজিব হবার কারণ বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(١) بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَايَجِبُ الْغُسْلُ الاَّ بِنُزُوْلِ الْمَنِيِّ ـ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ বীর্যপাত হওয়া ছাড়া গোসল ওয়াজিব হয় না বলে যাঁরা দাবী করেন তাঁদের দলিল

(٤١٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ إِمْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَالِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَرُوْهُ بِذَالِكَ ـ

(৪১৫) 'আতা ইবন্ ইয়ামার তাঁকে যায়েদ ইবন্ খালিদ আল জুহানী যোগে, তিনি উসমান ইবন্ আফ্‌ফান (রা)-কে প্রশ্ন করে বলেন, কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে কিন্তু তাতে বীর্যপাত না ঘটে (তাহলে তাকে কী করতে হবে?) উত্তরে উসমান (রা) বলেন, সে ওযূ করবে। নামাযের জন্য যেরূপ ওযূ করে সেরূপ এবং তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিবে। উসমান (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা) থেকে এরূপ কথা শুনেছি। যাইদ ইবন্ খালিদ আল জুহানী বলেন, আমি এ প্রসঙ্গে পরে আলী ইবন্ আবূ তালিব, যুবাইর ইবন্ আওয়াম, তালহা ইবন্ উবাইদিল্লাহ ও ওবাই ইবন্ কা'বকে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম তারাও অনুরূপ কথা বলেছেন। [বুখারী, মুসলিম ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤١٦) عَنْ أُبَيٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ـ

(৪১৬) উবাই (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন লোক তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল, এতে বীর্যপাত হলো না। তখন তাকে কী করতে হবে? (রাসূল সা) উত্তরে বললেন, তার যে অঙ্গটি নারীস্পর্শ করেছে তা ধুয়ে নিবে ও তারপর ওযূ করে নামায পড়বে।

[বুখারী, মুসলিম, বাইহাকী ও শাফেয়ী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤١٧) عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِذَا اُعْجِلْتَ اَوْ اُقْحِطْتَ فَلَاغُسْلَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْوُضُوْءُ ـ

(৪১৭) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) আনসারী এক লোকের বাড়ির পাশ দিয়ে গেলেন এবং তাকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি বের হয়ে আসলেন তখনও তার মাথা হতে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে, তখন তাকে বললেন, সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়া করিয়েছি? উত্তরে লোকটি বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমি যখন তাড়াহুড়া করবে অথবা যখন তোমার বীর্যপাত হবে না তখন তোমাকে গোসল করতে হবে না। কেবল ওযূই তোমাকে করতে হবে। [বুখারী, মুসলিম ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤١٨) وَعَنْهُ اَيْضًا فِىْ رِوَايَةٍ اُخْرَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى قُبَاءٍ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَمَرَرْنَا فِى بَنِىْ سَالِمٍ فَوَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ بَنِىْ عِتْبَانْ فَصَرَخَ وَابْنُ عِتْبَانَ عَلَى بَطْنِ اُمْرَاتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ اِزَارَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعْجَلْنَا الرَّجُلَ، قَالَ ابْنُ عِتْبَانَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ اِذَا اَتَى اِمْرَاَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ عَلَيْهَا مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ـ

(৪১৮) তাঁর থেকে অপর এক বর্ণনায় আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে কোবার দিকে গেলাম সোমবারের দিন। আমরা বনী সালেম গোত্র হয়ে যাচ্ছিলাম। তখনই রাসূল (সা) ইতবানের ছেলেদের বাড়ীর দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন। তারপর ডাক দিলেন। তখন ইতবানের ছেলে তাঁর স্ত্রীর পেটের উপর ছিল। (তিনি ডাক শুনে) কাপড় পরতে পরতে বের হয়ে আসলেন। রাসূল (সা) যখন তাঁকে এ অবস্থায় দেখলেন, বললেন, আমরা লোকটিকে তাড়াহুড়া করিয়েছি। ইবন্ ইতবান (এসেই) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন, কোন লোক তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হল, কিন্তু তার (স্ত্রীর) মধ্যে বীর্যপাত ঘটাতে পারল না, তাকে কি করতে হবে? তখন রাসূল (সা) বললেন, বীর্যপাত হলেই কেবল পানি ব্যবহার (অর্থাৎ গোসল) করতে হয়। [মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤١٩) عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ (الْاَنْصَارِى) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ـ

(৪১৯) আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন। বীর্যপাত হলেই কেবল পানি ব্যবহার করতে হয়। [নাসায়ী, ইবন্ মাজায় ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, মুসলিম হাদীসটি আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন।]

(٢) بَابٌ فِىْ اَنَّ ذَالِكَ كَانَ رُخْصَةً ثُمَّ نُسِخَ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ এই বিষয়টি প্রথম দিকের ছাড় ছিল অতঃপর রহিত হয়ে যায়

(٤٢٠) عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ الْفُتْيَا الَّتِى كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بِهَا فِى اَوَّلِ الْاِسْلَامِ، ثُمَّ اَمَرَنَا بِالْاِغْتِسَالِ بَعْدَهَا (وَمِنْ طَرِيْقٍ

آخَرَ بِنَحْوِهِ) وَفِيهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهَا رُخْصَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ لِقِلَّةِ ثِيَابِهِمْ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ يَعْنِي قَوْلَهُمُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ـ

(৪২০) উবাই ইবন্ কা'ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ফাতাওয়ায় বলা হয় যে, 'বীর্যপাত হলেই কেবল পানি ব্যবহার করতে হয়, এই বিষয়টি সুযোগ বা অনুমতি ছিল এ অনুমতিটি রাসূল (সা) ইসলামের প্রথম দিকে দিয়েছিলেন। অতঃপর আমাদেরকে (বীর্যপাত না হলেও) গোসল করার নির্দেশ দেয়া হয়। (অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।) তাতে আরও আছে, রাসূল (সা) মুসলিমদের জন্য তাদের কাপড় কম থাকার কারণে প্রথমে এ গোসল না করার) অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূল (সা) তা করতে নিষেধ করেন। অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই কেবল পানি ব্যবহার করতে হবে এ বক্তব্য প্রত্যাহার করেন।

[ইবন্ মাজাহ, ইবন্ খুযাইমা, আবূ দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, শেষোক্তজন হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٤٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ وَابْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَبْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مُعْمَرِ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ زُهَيْرٌ فِيْ حَدِيْثِهِ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ وَكَانَ عَقِيْبًا بَدْرِيًّا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ زُهَيْرٌ فِيْ حَدِيْثِهِ يُفْتِي النَّاسَ بِرَأْيِهِ فِي الَّذِيْ يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ، فَقَالَ أَعْجِلْ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ يَاعَدُوَّنَفْسِهِ اَوْ قَدْ بَلَغْتَ اَنْ تَفْتِيَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِكَ، قَالَ مَافَعَلْتُ وَلٰكِنْ حَدَّثَنِيْ عُمُوْمَتِي عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّ عُمُوْمَتِكَ قَالَ اُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبُو أَيُّوْبَ وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ مَايَقُوْلُ هٰذَ الْفَتَى، وَقَالَ زُهَيْرٌ مَايَقُوْلُ هٰذَا الْغُلَامُ، فَقُلْتُ كُنَّا نَفْعَلُهُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَسَأَلْتُمْ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِهِ فَلَمْ نَغْتَسِلْ، قَالَ فَجَمَعَ النَّاسَ وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى اَنَّ الْمَاءَ لَايَكُوْنَ الْاَمِنْ الْمَاءِ الاَّ رَجُلَيْنِ عَلِى بْنِ طَالِبٍ وَمُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَا إِذَا جَاوَزَ الْخِتَّانِ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهٰذَا أَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ اِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ لَاعِلْمَ لِيْ فَارْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ، قَالَ فَتَحَطَّمَ عُمَرُ يَعْنِي تَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ لَايَبْلُغُنِيْ اَنَّ اَحَدًا فَعَلَهُ وَلَايَغْتَسِلُ إِلاَّ أَنْهَكْتُهُ عُقُوْبَةً ـ

(৪২১) আব্দুল্লাহ আমাদের বলেছেন, আমাদেরকে আমার বাবা বলেছেন, তিনি বলেন আমাদেরকে ইয়াহ্ইয়া ইবন্ আদম বলেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে যুহাইর ও ইবন্ ইদ্রীস মোহাম্মদ ইবন্ ইসহাক থেকে (বর্ণনা করে বলেছেন।) তিনি ইয়াযিদ ইবন্ আবূ হুবাইব থেকে, তিনি মা'যর ইবন্ আবূ হাবিবা থেকে, তিনি উবাইদা ইবন্ রিফাআ' ইবন্ রাফে' থেকে, তিনি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন। যুহাইর রেফা'আ ইবন্ রাফে'র হাদীস সম্বন্ধে বলেন, তিনি 'আকাবা এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরই একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ওমরের কাছেই ছিলাম তখন তাকে বলা হল, যায়েদ ইবন্ ছাবিত মসজিদে বসে ফাতাওয়া দিচ্ছেন যে, যুহাইর তাঁর হাদীসে বলেছেন,

তিনি (যাইদ ইবন্ ছাবিত) যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল, কিন্তু তার বীর্যপাত হলো না তার সম্বন্ধে মনগড়া ফাতাওয়া দিচ্ছিলেন। উমর বললেন, তাকে দ্রুতই আমার কাছে নিয়ে আসুন। তাকে নিয়ে আসা হলে উমর তাকে বললেন, হে নিজের শত্রু! তুমি কি রাসূলুল্লাহ্‌র মসজিদে বসে মানুষকে তোমার মনগড়া ফাতাওয়া দেয়ার মত যোগ্য হয়েছ? তিনি উত্তরে বললেন, আমি তো এমন কিছু করি নি। তবে আমার চাচারা আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌র এ হাদীস বলেছেন, উমর (রা) বললেন, তোমার কোন, চাচা? তিনি বললেন উবাই ইবন্ কা'ব, যুহাইর বলেন এবং আবূ আইয়ূব রেফা'আ ইবন্ রাফে'ও। তারপর আমার দিকে থাকালেন এবং বললেন, এ যুবকটি কি কথা বলছে? যুহাইর বলেন, এ ছেলেটি কি বলছে? তখন আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র যুগে এরূপ করতাম। তিনি (উমর) বললেন, তোমরা কি এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলে? তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে এরূপ করতাম। তারপর গোসল করতাম না। তিনি বলেন, তারপর (উমর) মানুষদেরকে জমায়েত করলেন এবং লোকেরা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হল যে, বীর্যপাত ছাড়া পানি ব্যবহার করতে হয় না। তবে দু'জন লোক ভিন্ন মত পোষণ করলেন। আলী ইবন্ তালিব ও মুয়ায্ ইবন্ জাবাল, তাঁরা উভয়ে বললেন, যখন (পুরুষের) খতনার স্থান (নারীর) খতনাস্থান অতিক্রম করবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে। তিনি বলেন, তখন আলী (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানেন রাসূল (সা)-এর স্ত্রীগণ। তখন হাফস্যর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি (হাফসা) বললেন, এ প্রসঙ্গে আমার কিছু জানা নেই। তারপর আয়িশা (রা)-এর কাছে লোক পাঠালেন, আয়িশা উত্তরে বললেন, যখন পুরুষের খতনাস্থান নারীর খতনাস্থান অতিক্রম করবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে। তিনি বলেন, তখন উমর ক্রোধান্বিত হলেন অর্থাৎ রাগান্বিত হলেন তারপর বললেন, আমার কাছে এরূপ কেউ করেছে অতঃপর গোসল করে নি এমন খবর আসলে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দিব।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও তাবারানী বর্ণনা করেন। ইবন্ আবু শাইবাও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তার সনদ উত্তম।]

(٣) بَابٌ فِيْ وُجُوْبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخَتَانَيْنِ وَلَوْ لَمْ تَنْزِلْ ـ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ নারী, পুরুষের খতনা স্থান পরস্পরের সাথে মিলনের ফলে বীর্যপাত না হলেও গোসল ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

(٤٢٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْاَرْبَعِ ثُمَّ اَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ

(৪২২) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন কেউ (স্ত্রীর) চার শাখার মধ্যে বসে অতঃপর খাতনা স্থানের সাথে খতনাস্থানের সংযোগ ঘটায় তখন তার ওপর গোসল ওয়াজিব হয়।

[মুসলিম ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٤٢٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ

(৪২৩) আমর ইবন্ শুয়াইব তাঁর দাদা থেকে তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন উভয় খতনা স্থান পরস্পরের সাথে মিলিত হবে আর শিশ্নাগ্র অন্তরীণ হয়ে যাবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে।

(٤٢٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ وَاَجْهَدَ نَفْسَهُ (وَفِى رِوَايَةٍ ثُمَّ جَهَدَهَا) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يُنْزِلْ ـ

(৪২৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন, যখন কেউ (স্ত্রীর) চার শাখার মধ্যে বসেন এবং সচেষ্ট হয় (অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তার প্রতি চেষ্টা চালায়) তখন গোসল ওয়াজিব হবে, বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক। [বুখারী, মুসলিম মালিক ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٢٥) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَامُوْسَى (الْاَشْعَرِىَّ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلُكِ عَنْ شَيْئٍ وَاَنَا اَسْتَحِى مِنْكِ، فَقَالَتْ سَلْ وَلَاتَسْتَحِى فَاِنَّمَا اَنَا اُمُّكَ، فَسَاَلَهَا عَنِ الرَّجُلِ يَغْشِى وَلَايُنْزِلُ فَقَالَتْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَصَابَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ

(৪২৫) সাঈদ ইবন্ মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) আয়িশা (রা)-কে বললেন, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, কিন্তু আপনার কাছে এ প্রশ্ন করতে লজ্জা পাচ্ছি। তখন আয়িশা বললেন, প্রশ্ন কর লজ্জা পেও না, আমি তো তোমার মা। তখন (আবূ মূসা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গম করল কিন্তু বীর্যপাত হলো না (তাকে কি করতে হবে) তিনি উত্তরে বলেন, নবী (সা) বলেছেন, যখন (পুরুষের) খতনা স্থান (নারীর) খতনাস্থানের সাথে মিলিত হয় তখন গোসল ওয়াজিব হয়।

[মুসলিম, মালিক শাফেয়ী ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٢٦) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ

(৪২৬) মুয়ায ইবন্ জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন, যখন খতনা স্থান খতনা স্থানকে অতিক্রম করবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি বায্যার কর্তৃক বর্ণিত। তাতে একজন অজ্ঞাত ও আর একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন।]

(٤٢٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوْجِبُ الْغُسْلَ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بَعْدَ الْمَاءِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِى الْبَيْتِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ، اَمَّا اَنَا فَاِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ الْغُسْلَ، قَالَ اَتَوَضَّاُ وُضُوْئِى لِلصَّلَاةِ اَغْسِلُ فَرْجِى ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ، وَاَمَّا الْمَاءَ يَكُوْنُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَالِكَ الْمَذِىُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى فَاَغْسِلُ مِنْ ذَالِكَ فَرْجِىْ وَاَتَوَضَّاُ، وَاَمَّا الصَّلَاةُ فِى الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِى بَيْتِى فَقَدْ تَرَى مَا اَقْرَبَ بَيْتِى مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَاَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِى اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً، وَاَمَّا مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَاٰكِلْهَا ـ

(৪২৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে গোসল ওয়াজিব হয়? আর পেশাবের পর মযী বের হলে কি করতে হয় এবং বাড়িতে নামায পড়া ও মসজিদে নামায পড়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রকাশ করতে লজ্জা পান না। আমি যখন এরূপ করি তারপর গোসলের কথা বললেন। বললেন, আমি নামাযের জন্য যেরূপ ওযূ করি তেমন ওযূ করি। আমার

লজ্জাস্থান ধুই, তারপর গোসলের কথা উল্লেখ করেন। আর পেশাবের পর যে পানি বের হয় তা হল মযী। সব পুরুষেরই মযী বের হয়। এ কারণে আমি আমার লজ্জাস্থান ধুই এবং ওযু করি। আর মসজিদে নামায ও আমার বাড়িতে নামায পড়া প্রসঙ্গে বলতে হয় তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার বাড়ি মসজিদ থেকে কতই কাছে। আমার বাড়িতে নামায পড়া আমার কাছে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে বেশী প্রিয়। তবে ফরয নামাযের কথা আলাদা। আর ঋতুবতী মহিলার সাথে খাওয়া-দাওয়া করার ব্যাপারে উত্তর হলো, তুমি তার (তাদের সাথে) সাথে খাওয়া-দাওয়া করবে।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤) بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ إِحْتَلَمَ إِذَا أَنْزَلَ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ স্বপ্নদোষের কারণে বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

(٤٢٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَايَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى اَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَرَى بَلَلاً، قَالَ لاَغُسْلَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَالِكَ شَيْئٌ؟ قَالَ نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ -

(৪২৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন লোক তার কাপড় ভেজা পেল কিন্তু তার স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ছে না। (তাকে কি করতে হবে?) তিনি বললেন, সে গোসল করবে (আবার জিজ্ঞাসা করা হল) কোন লোকের মনে হচ্ছে যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু সে তার কাপড় ভেঁজা দেখতে পেল না। (রাসূল (সা) বললেন, তাকে গোসল করতে হবে না। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, কোন মহিলা যদি এরূপ স্বপ্ন দেখে তাকে কিছু করতে হবে কি? (রাসূল সা) বললেন, হ্যাঁ, কারণ নারী হল পুরুষের সমকক্ষ।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারিমী ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসে একজন বিতর্কিত রাবী রয়েছেন।]

(٤٢٩) عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ مُجَاوِرَةً أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَيْهَا فَدَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ اَنَّ زَوْجَهَا يُجَامِعُهَا فِى الْمَنَامِ أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَرِبَتْ يَدَاكِ يَاأُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحِى مِنَ الْحَقِّ، وَإِنَّا اَنْ نَسْأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْنَا خَيْرٌ مِنْ اَنْ نَكُوْنَ مِنْهُ عَلَى عَمْيَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ اَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ، نَعَمْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عَلَيْهَا الْغُسْلُ اِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ، فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءٌ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّى يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ -

(৪২৯) ইসহাক ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ তাল্‌হা আল্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর দাদী উম্মে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– তিনি নবী (সা)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা)-এর প্রতিবেশী ছিলেন। ফলে তাঁর বাড়িতে যেতেন। একবার নবী (সা) আসলেন তখন উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন, কোন মহিলা যদি স্বপ্নে দেখে যে তার স্বামী তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে সে কি গোসল করবে? তখন উম্মে সালামা

বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক হে উম্মে সুলাইম! তুমি রাসূলুল্লাহর কাছে নারীদেরকে লাঞ্ছিত করলে। উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশে লজ্জা পান না। আমার কাছে আমাদের সমস্যাবলীর সমাধান রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাসা করা অন্ধকারে থাকার চেয়ে উত্তম। তখন রাসূল (সা) উম্মে সালামাকে বললেন, তোমারই সর্বনাশ হোক। হ্যাঁ, হে উম্মে সুলাইম, তাকে গোসল করতে হবে, যদি সে আদ্রতা দেখতে পায়। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারীদেরও কি পানি আছে? নবী (সা) বললেন, (যদি না থাকে) তাহলে কেন তাঁর সন্তান তার সাদৃশ্য হয়? তারা তো পুরুষের সমকক্ষ।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এত বিস্তারিত আকারে হাদীসটি আমি কোথাও পাই নি। তবে সংক্ষিপ্তাকারে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে আছে।]

(٤٣٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَ حَجَّاجٌ إِمْرَأَةُ أَبِىْ طَلْحَةَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْمَرْأَةُ تَرَى زَوْجَهَا فِى الْمَنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَ تَفْعَلُ ذَالِكَ؟ فَقَالَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ، اَنَّى يَأْتِى شَبَهُ الْخُؤُوْلَةِ؟ اِلاَّ مِنْ ذَالِكَ، اَىُّ النُّطْفَتَيْنِ سَبَقَتْ اِلَى الرَّحِمِ غَلَبَتْ عَلَى الشَّبَهِ وَقَالَ حَجَّاجٌ فِى حَدِيْثِهِ تَرِبَتْ جَبِيْنُكِ - (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحِى مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنْهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَهَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِىْ مَنَامِهَا مَايَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ اذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ، قَالَتْ قُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا؟

(৪৩০) উম্মে সালামা (রা) থেকে, উম্মে সুলাইম (আবূ তালহার স্ত্রী) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কোন নারী যদি স্বপ্নে দেখে যে তার স্বামী তার উপর উপগত হয়েছেন তাকে কি গোসল করতে হবে? (রাসূল সা) বলেন হ্যাঁ। যদি বীর্য দেখতে পায়। তখন উম্মে সালামা বলেন, এরূপ কি হয়? (একথা শুনে) রাসূল (সা) বলেন, তোমার ডান হাত ধূলায় মণ্ডিত হোক। যদি তাই না হত তাহলে শিশু কি করে আমাদের সাদৃশ্য পায়? তাতো একারণেই হয়। এতদুভয়ের যার বীর্য জরায়ূতে আগে স্থাপিত হয় তার সাদৃশ্য প্রাধান্য পায়। হাজ্জাজ তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, তোমার কপাল ধূলায় মণ্ডিত হোক। (দ্বিতীয় এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) যায়নাব বিন্‌তে উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মা উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সুলাইম নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,। আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে তাকে কি গোসল করতে হবে? (রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ, যদি বীর্য দেখতে পায়। তাঁর (তৃতীয় এক সূত্রে) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম নবী (সা)-এর কাছে আসলেন তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন মহিলা যদি স্বপ্নে তাই দেখে যা পুরুষরা দেখে থাকেন (তাহলে তাকে কি করতে হবে?) উত্তরে (মহানবী সা) বললেন, যদি আদ্রতা বা পানি দেখতে পায় তাহলে তাকে গোসল করতে হবে। তিনি (উম্মে সালামা) বলেন, আমি বললাম, তুমি নারীদেরকে লাঞ্ছিত করেছ। নারীর কি স্বপ্নদোষ হয়? তখন নবী (সা) বললেন, তোমার ডান হাত ধূলায় মণ্ডিত হোক। তা না হলে তাদের সন্তান কেন তাদের মত হয়?

(٤٣١) عَنْ يَزِيْدِ بْنِ سُمَيَّةَ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ سَأَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِىَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهُ تَرَى الْمَرْأَةُ فِى الْمَنَامِ مَايَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَالِكَ وَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ ـ

(৪৩১) ইয়াযিদ ইবন্ আবূ সুমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) আমি ইবন্ উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি উম্মে সুলাইম তিনি আনাস ইবন্ মালিকের মা রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারীরাও যদি স্বপ্নে তাই দেখে যা পুরুষরা দেখে থাকে তাহলে কি করবে? রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, নারীরা যদি তা দেখে আর তাতে তাদের বীর্যপাত হয় তা হলে তারা যেন গোসল করে।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। তাতে একজন বিতর্কিত রাবী রয়েছেন।]

(٤٣٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِمْرَأَةٍ تَرَى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَتْ ذَالِكَ مِنْكُنَّ فَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ اَوَ يَكُوْنُ ذَالِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيْقٌ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ اَوْعَلاَ اَشْبَهَهُ الْوَلَدُ ـ

(৪৩২) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মে সুলাইম (রা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন জনৈক মহিলা স্বপ্নে তাই দেখেন যা পুরুষেরা দেখে থাকেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ স্বপ্ন দেখে তাতে তার বীর্যপাত হলে সে যেন গোসল করে। উম্মে সালামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ কি হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পুরুষের বীর্য ঘন এবং সাদা। আর মহিলার বীর্য (রস) হলুদ ও পাতলা। এতদুভয়ের মধ্যে যেটা অগ্রবর্তী হবে, অথবা প্রাধান্য পাবে সন্তান তার সাদৃশ্য হবে। [মুসলিম, বাইহাকী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٣٣) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ اِذَا احْتَلَمَتْ وَاَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ نَعَمْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاكِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِيْهَا، وَهَلْ يَكُوْنُ الشَّبَهُ الاَّمِنْ قِبَلِ ذَالِكَ، اِذَا عَلاَ مَاؤُهَامَاءَ الرَّجُلِ اَشْبَهُ أَخْوَالَهُ، وَاِذَا عَلاَ مَاءَ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَهُ ـ

(৪৩৩) উরওয়া ইবন্ যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা নবী (সা)-কে বললেন, মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয় আর বীর্য দেখতে পায় তাহলে সে কি গোসল করবে? রাসূল (সা) বলেন, হ্যাঁ। তখন আয়িশা (রা) তাঁকে বললেন, তোমার হাত ধূলায় মণ্ডিত হোক। তখন নবী (সা) বললেন, তাকে (তিরস্কার করা) বাদ দাও। একারণেই তো (সন্তান) সাদৃশ্যমান হয়। যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের প্রাধান্য লাভ করে তখন (সন্তান) তার আমাদের সাদৃশ্যমান হয়। আর যখন পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন তার সাদৃশ্যমান হয়। [বুখারী, মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٣٤) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ كَمَا اَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ اِنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةَ وَهِىَ إِحْدَى خَالاَتِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَغْتَسِلْ ـ

(৪৩৪) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, থেকে বর্ণিত, তিনি খাওলা বিন্‌তে হাকীম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন নারী যদি তার স্বপ্নে কিছু দেখে যেরূপ পুরুষরা দেখেন (তাহলে তাকে কি করতে হবে?) তখন নবী (সা) বললেন, তাকে গোসল করতে হবে না পানি (রস) না দেখা পর্যন্ত। যেমন পুরুষদেরকে গোসল করতে হয় না বীর্যপাত না হলে। (দ্বিতীয় এক সূত্রে তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে) তিনি বলেন, খাওলা বিনতে হাকীম আস্‌সুলামিয়া তিনি নবী (সা)-এর খালাদেরই একজন তিনি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন নারীর যদি স্বপ্নদোষ হয়? তাহলে তাকে কি করতে হবে?) তখন নবী (সা) বলেন, সে অবশ্যই গোসল করবে। [নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ্ নয়।]

(٥) بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْجُنُبَ لاَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ـ

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ জানাবতাবস্থায় আল-কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না একথা যাঁরা বলেন তাঁদের দলিল

(٤٣٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَا وَرَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى اَسَدٍ أَحْسَبُ فَبَعَثَهُمَا وَجْهًا وَقَالَ أَمَا إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِيْنِكُمَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ فَكَأَنَّهُ رَآنَا أَنْكَرْنَا ذَالِكَ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْئٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ـ

(৪৩৫) আবদুল্লাহ ইবন্ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবন্ আবু তালিবের কাছে গেলাম আরও দু'টি লোকও গেল, একজন আমারই গোত্রের অপর লোকটি বনী আসাদের। আমি মনে করি অতঃপর এতদুভয়কে পাঠালেন কোন কাজের জন্য এবং বলেন, তোমরা দু'জন শক্ত সামর্থ। তোমরা তোমাদের দীনের কাজ কর, অতঃপর শৌচগোরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটালেন। অরপর বের হয়ে আসলেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিলেন, তা দিয়ে মাস্‌হ করলেন। তারপর কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, তিনি যেন মনে করলেন আমরা তাঁর এ কর্মের আপত্তি করছি। তারপর বললেন, রাসূল (সা) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করে বের হয়ে এসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমাদের সাথে গোশ্‌ত খেতেন। তাঁকে জানাবত ছাড়া অন্য কোন কিছু কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারত না।

[নাসায়ী, আবু দাউদ ইবন্ মাজাহ্, ইবন্ খোযাইমা ইবন্ হিব্বান, বায্‌যার, দারু কুতনী, ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। ইবন্ হাজর বলেন, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

(٤٣٦) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا ـ

(৪৩৬) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন জানাবত না হওয়া অবস্থায়। [সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত। তিরমিযী হাদীসটি সহীহ বলেন, আর ইবন্ হিব্বান হাসান বলে মন্তব্য করেন।]

(٤٣٧) عَنْ أَبِى الْغَرِيْفِ قَالَ أُتِىَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِوَضُوْءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ هٰذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةً -

(৪৩৭) আবুল গারীফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আলী (রা)-এর জন্য ওযূর পানি নিয়ে আসা হল, তখন তিনি কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন তিনবার করে। মুখমণ্ডল ধুইলেন তিনবার। তাঁর হাত দু'টি (কব্জি পর্যন্ত) ও তার উপরের অংশ তিন তিন বার করে ধুইলেন। তারপর মাথা মাস্হ করলেন। তারপর তাঁর পা দু'টি ধুইলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি আল-কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, এ বিধান তাদের জন্য যারা জানাবত সম্পন্ন নয়। আর যারা জানাবত ওয়ালা তারা একটি আয়াতও তিলাওয়াত করতে পারবে না।

[আবূ ইয়ালা কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত। হাইসুমী বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٣٨) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جُنُبٌ وَلَاصُوْرَةٌ وَلَا كَلْبٌ -

(৪৩৮) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, যে বাড়িতে জানাবত অবস্থার মানুষ কিংবা ছবি অথবা কুকুর আছে সেখানে (রহমতের) ফেরেশ্তা প্রবেশ করেন না।

[আবূ দাউদ ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত। নববী বলেন, এর সনদ নির্ভরযোগ্য।]

(٦) بَابٌ فِي الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ গোসলের সময় পর্দাবলম্বন করা প্রসঙ্গে

(٤٣٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَمَرَ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهُ غُسْلًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ثَوْبًا فَقَالَ أَسْتُرْنِي وَوَلِّنِي ظَهْرَكَ -

(৪৩৯) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) আলী (রা)-কে নির্দেশ করলেন, ফলে তিনি তাঁর জন্য গোসলের পানি দিলেন, তারপর তাঁকে কাপড়-চোপড় দিলেন। তখন তিনি (মহানবী সা) বললেন, আমাকে আড়াল করো এবং আমার দিকে তোমার পিঠ দিয়ে থাক।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও তাবারানী আল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ গ্রন্থের বর্ণনাকারী।]

(٤٤٠) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوْسَى بْنَ عِمْرَانَ كَانَ اِذَا اَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءَ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ حَتَّى يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ بِالْمَاءِ -

(৪৪০) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মূসা ইবন্ ইমরান (আ) যখন (গোসলের জন্য) পানিতে নামতেন পানি অভ্যন্তরে তাঁর সতর অন্তরীণ না হওয়া পর্যন্ত কাপড় খুলতেন না।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত। এতে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন, অন্যরা নির্ভরযোগ্য।]

(٤٤١) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سَتِّيْرٌ، فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْئٍ -

(৪৪১) ইয়ালা ইবন্ উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা লজ্জাশীল ও পর্দাবলম্বনকারী। তোমরা কেউ গোসল করতে চাইলে তখন কোন কিছু দ্বারা পর্দা করবে।

[নাসায়ী ও আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। এর সনদের রাবীগণ সহীহ্ হাদীসেরই বর্ণনাকারী।]

(٤٤٢) وعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ ـ

(৪৪২) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা লজ্জাশীলতা ও পর্দাবলম্বন পছন্দ করেন।

[আব্দুর রহমান আল-বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি মুসনাদে আহমদ ছাড়া আর কোথাও পাই নি। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।]

(٤٤٣) عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ "بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا ذَهَبَتْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ "اَلْحَدِيْثُ سَيَأْتِىْ بِتَمَامِهِ فِىْ غَزْوَةِ فَتْحِ مَكَّةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى ـ

(৪৪৩) আবি মুর্‌রা .... উম্মে হানী বিন্‌তে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা)-এর কাছে গেলেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁকে গোসল করা অবস্থায় পেলাম, তখন ফাতিমা তাঁকে একটা কাপড় দিয়ে অন্তরাল করে আছেন। হাদীসটি সবিস্তারে ইনশাআল্লাহ "মক্কা বিজয় যুদ্ধ" অধ্যায়ে আসবে।

[মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٤٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ اَيُّوْبُ يَحْثِىْ فِىْ ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا اَيُّوْبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَارَبِّ وَلٰكِنْ لاَغِنَى بِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ ـ

(৪৪৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, আইয়ূব (আ) যখন নগ্ন হয়ে গোসল করছিলেন তখন তাঁর ওপর স্বর্ণের এক পঙ্গপাল উড়ে পড়লো। তখন আইয়ূব (আ) সেটা নিজ কাপড়ে (নিতে লাগলেন।) তখন তাঁর প্রভু তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আইয়ুব আমি কি তোমাকে তুমি যা দেখছো তা থেকে মুখাপেক্ষীহীন করি নি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, করেছেন প্রভু। তবে আমি তো আপনার বরকত হতে (মুখাপেক্ষীহীন) বিমুখ হতে পারি না।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসটি অন্য ভাষায় বুখারী ও মুসলিমেও আছে।]

(٧) بَابٌ فِى مِقْدَارِ مَاءِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوْءِ ـ

(৭) পরিচ্ছেদ : ওযু-গোসলের পানির পরিমাণ প্রসঙ্গে

(٤٤٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ كَمْ يَكْفِيْنِىْ مِنَ الْوُضُوْءِ؟ قَالَ مُدٌّ قَالَ كَمْ يَكْفِيْنِىْ لِلْغُسْلِ؟ قَالَ صَاعٌ، قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ لاَيَكْفِيْنِىْ، قَالَ لاَ اُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১. [বুখারী]

(৪৪৫) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক বললো, ওযূর জন্য আমি কতটুকু পানি ব্যবহার করতে পারি? তিনি বলেন, এক মুদ[১] লোকটি বললো গোসলের জন্য কতটুকু? তিনি এক 'সা' পরিমাণ বলেন, তখন লোকটি বললো এতটুকু (পানি) আমার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি (একথা শুনে) বললেন, তোমার মা ধ্বংস হোক। যিনি তোমার চেয়ে অনেক উত্তম তাঁর জন্য অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর জন্য তা যথেষ্ট ছিল।

[ওযূ অধ্যায়সমূহের অন্যান্য হাদীস চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখুন।]

(٤٤٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَكُوْنُ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ـ

(৪৪৬) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) এমন একটা পানির পাত্র নিয়ে ওযূ করতেন যার ধারণ ক্ষমতা দু'রিতিল (এক মুদ্দ বা[১] লিটার) পরিমাণ। আর গোসল করতেন এক 'সা' (৪ লিটার) দ্বারা।

(٤٤٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ـ

(৪৪৭) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) এক 'সা' পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন আর এক মুদ্দ পরিমাণ পানি দ্বারা ওযূ করতেন।

[আবূ দাউদ ইবন্ মাজাহ্ ইবন্ খুযাইমা ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। ইবন্ হাজর (র) বলেন, ইবন্ কাত্তান হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٤٤٨) عَنْ سَفِيْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَضِّئُهُ الْمُدُّ وَيُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْجَنَابَةِ ـ

(৪৪৮) রাসূল (সা)–এর আযাদকৃত গোলাম সাফিনা (রা) থেকে বর্ণিত, এক মুদ্দ পানি রাসূল (সা)-এর ওযূ সম্পন্ন করতো আর তাঁর জানাবতের গোসল এক 'সা' পানি দ্বারা সম্পন্ন হতো।

[মুসলিম ইবন্ মাজাহ, বাইহাকী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেন।]

(٤٤٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ ـ

(৪৪৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) এক মুদ পানি দ্বারা ওযূ করতেন আর প্রায় এক সা' পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

[নাসায়ী আবূ দাউদ ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদ সুন্দর।]

(٤٥٠) عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ جَاؤُا بِعُسٍّ فِيْ رَمَضَانَ فَحَزَرْتُهُ بِثَمَانِيَةِ أَوْ تِسْعَةِ أَوْ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هٰذَا ـ

(৪৫০) মূসা আল জাহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানে একটা বড় পানির পাত্র নিয়ে আসা হল, তখন আমি সেটা আট বা নয় কিংবা দশ রিতিল বলে আন্দাজ করলাম। তখন মুজাহিদ বলেন, আমাকে আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূল (সা) এ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

[নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত, এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।]

(٨) بَابٌ فِيْ صِفَةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوْءِ قَبْلَهُ

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ গোসলের বিবরণ এবং তার পূর্বে ওযূ করা প্রসঙ্গে

(٤٥١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ اِذَا أَرَادَ اَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَةٍ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، (وَفِي رِوَايَةٍ فَيُوْضَعُ الْأَنَاءُ فِيْهِ الْمَاءُ فَيُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِى الْمَاءِ) ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَمِيْنِهِ لِيَصُبَّ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ غُسْلاً حَسَنًا ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلاَثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاَثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَغْتَسِلُ (وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ) فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ (وَعَنْهَا مِن طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَقَدَمَيْهِ وَمَسَحَ يَدَهُ بِالْحَائِطِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَكَأَنِّيْ اَرَى اَثَرَ يَدِهِ فِي الْحَائِطِ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) وَسُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَبْدَأُ بِيَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا (وَفِي رِوَايَةٍ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا) ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ أُصُوْلَ شَعْرِ رَأْسِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ اُسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ أُغْتَرَفَ ثَلاَثَةَ غَرَفَاتٍ (وَفِي رِوَايَةٍ غَرَفَ بِيَدَيْهِ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا) فَصَبَّهُنَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ـ

(৪৫১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) যখন জানাবতের গোসল করতে চাইতেন তখন তাঁর হাত দু'টি তিনবার করে ধুইতেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে তখন তাঁর জন্য পানির পাত্র দেয়া হত তখন তিনি তাঁর দু'হাতের উপর পানি ঢেলে ধুইতেন পানিতে হাত দু'টি প্রবেশ করাবার পূর্বে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতের ওপর ঢালতেন, তারপর তাঁর লজ্জাস্থান পরিষ্কার করে ধুইতেন। তারপর হাত ধুইতেন ভাল করে। তারপর তিনবার কুল্লি করতেন। তিনবার নাকে পানি দিতেন। মুখমণ্ডল ধুইতেন তিনবার। কনুই পর্যন্ত হাত ধুইতেন তিনবার। তারপর মাথার উপর পানি ঢালতেন তিনবার। তারপর গোসল করতেন।

(অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর গোটা শরীর ধুইতেন।) যখন বের হতেন তখন পা দু'টি ধুইতেন। (দ্বিতীয় এক বর্ণনায় তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।) তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন জানাবতের গোসল করতেন তখন প্রথমে নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন। লজ্জাস্থান আর পা দু'টি ধুইতেন এবং দেয়ালে হাত ঘষতেন তারপর তার উপর পানি ঢেলে দিতেন। আমি যেন দেয়ালে তাঁর হাতের চিহ্ন (এখনো) দেখতে পাচ্ছি। (তৃতীয় এক সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।) তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন রাসূল (সা)-এর গোসল সম্বন্ধে। তিনি উত্তরে বলেন তিনি প্রথমে হাত দু'টি দিয়ে আরম্ভ করতেন, সে দু'টি ধুইতেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে প্রথমে হাত দু'টি কব্জি পর্যন্ত ধুইতেন।) তারপর নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন। তারপর তাঁর মাথার চুলের গোড়ায় খিলাল করতেন। যখন মনে হতো চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছেছে তখন তিনি তিন আঁজলা পানি ঢালতেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে দু'হাতে আঁজলা ভরে তিনবার পানি দিতেন।) তা তাঁর মাথার উপর ঢেলে দিতেন। তারপর গোটা শরীরের উপর পানি ঢালতেন।

[বুখারী, মুসলিম, চার সুনান গ্রন্থ ও ইমাম শাফেয়ী এবং বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٥٢) عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ

ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِيْ الاَنَاءِ فَاَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْحَائِطِ اَوْ بِالاَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ۔

(৪৫২) নবী (সা)-এর স্ত্রী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর জন্য গোসলের পানি দিলাম তখন তিনি জানাবতের গোসল করলেন। বাম হাত দ্বারা পাত্রটি ডান হাতের ওপর কাত করলেন। তারপর হাত দু'টি ধুইলেন তিনবার করে। তারপর তাঁর হাতটি পাত্রে ঢুকালেন, তারপর তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ঢাললেন, তারপর তাঁর হাত খানা দেয়ালে কিংবা মাটিতে ঘষলেন। তারপর কুল্লি করলেন নাকে পানি দিলেন তিনবার। মুখমণ্ডল ধুইলেন তিনবার। (কুনই পর্যন্ত) হাত ধুইলেন তিনবার। তারপর মাথার উপর পানি ঢাললেন তিনবার। তারপর গোটা দেহের উপর পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে গিয়ে তাঁর পা দু'টি ধুইলেন।

[বুখারী, মসুলিম, চার সুনান গ্রন্থ ও ইমাম শাফেয়ী এবং বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٥٣) عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ اذَا إغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ اَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهَا سَبْعًا قَبْلَ اَنْ يَدْخِلَهَا فِى الإنَاءِ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ اَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ فَسَأَلَنِىْ كَمْ اَفْرَغْتَ؟ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِىْ فَقَالَ لاَ أُمَّ لَكَ، وَلَمْ لاَ تَدْرِى، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يَفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ وَقَالَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ يَعْنِى يَغْتَسِلُ۔

(৪৫৩) ইবন্ আব্বাস (রা) আযাদকৃত গোলাম শু'বা থেকে বর্ণিত, ইবন্ আব্বাস যখন জানাবতের-এর গোসল করতেন তখন ডান হাতে বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন। তারপর তা সাতবার ধুইতেন পানির পাত্রে ঢুকানোর আগে, একবার ভুলে গেলেন কতবার হাতের উপর পানি ঢেলেছেন। তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কতবার ঢেলেছি? আমি জবাবে বললাম, আমি জানি না। (একথা শুনে) তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন! (হতভাগা!) কেন জান না? তারপর নামাযের জন্য যেরূপ ওযু করতেন সেরূপ ওযু করলেন, তারপর মাথা ও শরীরের উপর পানি ঢেলে দিলেন এবং বললেন, রাসূল (সা) এভাবেই পবিত্র হতেন অর্থাৎ গোসল করতেন।

[আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। মুনযিরী বলেন শুবার হাদীস দ্বারা দলিল দেয়া যায় না। হাদীসটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।]

(٤٥٤) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبُلُّ الشَّعْرَ وَتَغْسِلُ الْبَشَرَةَ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ؟ قَالَ كَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، (وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ) قَالَ إِنَّ رَأْسِىْ كَثِيْرُ الشَّعْرِ قَالَ كَانَ رَأْسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ مِنْ رَأْسِكَ وَأَطْيَبَ۔

(৪৫৪) উবাইদুল্লাহ ইবন্ মিকসাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ইবন্ মুহাম্মদ জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, জানাবতের গোসল সম্বন্ধে। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি চুল ভিজাবে এবং চুলের গোড়া ধুইবে। তিনি বললেন, রাসূল (সা) কিভাবে গোসল করতেন? তিনি বলেন, তিনি তাঁর মাথার উপর পানি ঢেলে দিতেন

তিনবার। (অপর এক বর্ণনায় আছে, তারপর তাঁর দেহের উপর পানি ঢেলে দিতেন।) তিনি বললেন, আমার মাথায় চুল তো বেশী। জাবির বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌র মাথার চুল তোমার চেয়ে বেশী এবং উত্তম ছিল।

[বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٥٥) عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عَمْرٍو الْبَجَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ سَأَلُوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّمَا أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَعَنِ الرَّجُلِ مَايَصْلُحُ لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَقَالَ أَسُحَّارٌ أَنْتُمْ، لَقَدْ سَأَلْتُمُوْنِى عَنْ شَيْئٍ مَاسَأَلَنِى عَنْهُ اَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهِ تَطَوُّعًا نُوْرٌ، فَمَنْ شَاءَنَوَّرَ بَيْتَهُ، وَقَالَ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ فِىْ الْحَائِضِ لَهُ مَافَوْقَ الْإِزَارِ ـ

(৪৫৫) শো'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসিম ইবন্ আমর আল বাজালকে বলতে শুনেছি, তিনি উমর (রা) ইবন্ খাত্তাবকে যারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাদেরই একজন থেকে বর্ণনা করেন। তারা তাঁকে (ওমর (রা)-কে বললেন, আমরা আপনার কাছে এসেছি তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য। পুরুষদের তাদের বাড়িতে নফল নামায পড়া, জানাবতের গোসল করা আর হায়েয অবস্থায় পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের সাথে কি করতে পারে সে প্রসঙ্গে জানার জন্য। তখন উমর (রা) বললেন, তোমরা কি যাদুকর? তোমরা আমাকে এমন কিছু প্রশ্ন করেছ, যে প্রশ্নগুলো আমি রাসূল (সা)-কে করার পর থেকে অদ্যাবধি আমাকে আর কেউ করে নি। তখন তিনি বলেছিলেন, পুরুষদের বাড়িতে নফল নামায পড়া নূর বা আলো। যার ইচ্ছা হয় সে তার বাড়িকে আলোকিত করতে পারে। আর জানাবতের গোসল সম্বন্ধে বলেছিলেন, সে তার লজ্জাস্থান ধুইবে, তারপর ওযূ করবে। তারপর মাথার ওপর তিনবার পানি ঢেলে দিবে। আর হায়েযা ঋতুবর্তী, মহিলাদের সম্বন্ধে বলেন, সে (স্বামী) ইযারের (শরীরের নীচ দিকের পরিধেয় বস্ত্র) উপরে যা আছে তা উপভোগ করতে পারবে।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি হাসান, তাবারানী ও আবূ ইয়ালা কর্তৃক বর্ণিত। আবূ ইয়ালার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। আহমদের রাবীগণও নির্ভরযোগ্য। তবে তাতে একজন অজ্ঞাত লোক রয়েছে।]

(٤٥٦) عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْغُسْلِ، قَالَ جَابِرٌ أَتَتْ ثَقِيْفُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَرْضَنَا اَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَنَا فَاصُبُّ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَقُلْ غَيْرَ ذَالِكَ ـ

(৪৫৬) আবুয্ যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, জাবির বলেন, ছাকীফ গোত্রের লোকেরা নবী (সা)-এর কাছে আসলেন তারপর বললেন, আমাদের এলাকা শীত প্রধান এলাকা। আপনি আমাদেরকে কিভাবে গোসল করতে আদেশ করেন? নবী (সা) উত্তরে বললেন, আমি কিন্তু আমার মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে দিই, এ ছাড়া আর কিছু বললেন না।

[আবূ ইয়ালা কর্তৃক বর্ণিত, তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, মুসলিম শরীফেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।]

(٤٥٧) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاٰخُذُ مِلْءَ كَفَّىَّ ثَلَاثًا فَاَصُبُّ عَلَى رَأْسِى ثُمَّ اُفِيْضُهُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِىْ ـ

(৪৫৭) যুবাইর ইবন্ মুত্ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জানাবতের গোসলের কথা আলোচনা করলাম মহানবী (সা)–এর সামনে। তখন তিনি বললেন, আমি কিন্তু আমার দু' হাতের আঁজলা ভরে তিনবার পানি নিয়ে তা আমার মাথার উপর ঢেলে দিই। অতঃপর আমার গোটা দেহের উপর পানি ঢালি।

[বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٥٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ـ

(৪৫৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) যখন জানাবাতের গোসল করতেন তখন কুল্লি করতেন ও নাকে পানি দিতেন।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি আমি মুসনাদ ছাড়া অন্য কোথাও পাই নি। এর সনদ উত্তম।]

(٩) بَابٌ فِىْ صِفَةِ غُسْلِ الرَّأْسِ وَنَقْضِ الشَّعْرِ عِنْدَ الْغُسْلِ ـ

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ গোসলের সময় চুল খোলা ও মাথা ধোয়ার বিবরণ

(٤٥٩) عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ غُسْلِ الرَّأْسِ، فَقَالَ يَكْفِيْكَ ثَلاَثُ حَفَنَاتٍ اَوْ ثَلاَثُ اَكُفٍّ ثُمَّ جَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَاسَعِيْدٍ اِنِّىْ رَجُلٌ كَثِيْرُالشَّعْرِ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَاَطْيَبَ ـ

(৪৫৯) আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, এক লোক তাঁকে মাথা ধোয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, তোমার তিন আঁজলা বা তিন কোশ পানিই যথেষ্ট। তারপর হাত দু'টি একত্রিত করলেন। অতঃপর লোকটি বলল, হে আবূ সাঈদ! আমি ঘন চুল বিশিষ্ট মানুষ। তিনি বললেন, রাসূল (সা) তোমার চেয়ে বেশী চুল ও উত্তম চুল বিশিষ্ট ছিলেন।

[ইবন্ মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত। হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদও বর্ণনা করেছেন। তার সনদে আতীয়া নামক এক রাবী আছেন, যার সম্বন্ধে সামান্য বিতর্ক রয়েছে।]

(٤٦٠) عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَخُوْ عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعِ فَسَأَلَهَا اَخُوْهَا عَنْ غُسْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْ بِاِنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَاَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثًا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا الْحِجَابُ ـ

(৪৬০) আবূ সালামা ইবন্ আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আয়িশা (রা) এক দুধ ভাই আয়িশা (রা)-এর কাছে গেলাম, তখন তাঁর দুধ ভাই তাঁকে রাসূল (সা)-এর গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি এক 'সা' সমপরিমাণ একটা পানির পাত্র চেয়ে নিলেন। তারপর গোসল করতে থাকলেন এবং নিজের মাথার উপর তিনবার পানি ঢাললেন। তখন আমাদের ও তাঁর মধ্যে একটা পর্দা বিদ্যমান ছিল।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٦١) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ كَمْ يَكْفِى رَأْسِى فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، قَالَ اِنَّ شَعْرِى كَثِيْرٌ، قَالَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُ وَاَطْيَبُ ـ

(৪৬১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক তাঁকে বললেন, জানাবতের গোসলের সময় আমার মাথায় কতটুকু পানি ব্যবহার করলে চলবে? তিনি বলেন, রাসূল (সা) নিজ হাতে তিনবার নিজ মাথার উপর পানি ঢালতেন। লোকটি বললো, আমার মাথায় তো চুল বেশী। তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌র চুল আরও বেশী ও উত্তম ছিল। [ইবন্ মাজাহ ও বায্যার কর্তৃক বর্ণিত। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٦٢) عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أُمِّىْ وَخَالَتِىْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا كَيْفَ كُنْتُنَّ تَصْنَعْنَ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَنَحْنُ نُفِيْضُ عَلَى رُؤُسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الْضَّفْرِ -

(৪৬২) জুমাই বিন উমাইর ইবন্ ছা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মা ও খালার সাথে আয়িশা (রা)-এর কাছে গেলাম। এতদুভয়ের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা গোসলের সময় কি করতেন? তখন আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন। তারপর তাঁর মাথার উপর তিনবার পানি ঢালতেন। আর আমাদের মাথার উপর আমরা পাঁচবার ঢালি, বেণীর কারণে।

[নাসায়ী আবূ দাউদ ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। জুমাই ইবন্ উমাইর সম্বন্ধে বিতর্ক থাকলেও বেশী সংখ্যক মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٤٦٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَجْمَرْتُ رَأْسِىْ إِجْمَارًا شَدِيْدًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَائِشَةُ اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ عَلَى كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً -

(৪৬৩) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খোপা শক্তভাবে বাঁধলাম, তখন নবী (সা) বললেন, হে আয়িশা (রা)! তুমি কি জান না প্রতি চুলেই জানাবত থাকে?

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন-এর সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে তাতে এক অজ্ঞাত লোক আছে যার নাম উল্লেখ করা হয় নি।]

(٤٦٤) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنَ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ فَعَلَ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ، قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ شَعْرِىْ زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ كَمَا تَرَوْنَ -

(৪৬৪) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি চুল পরিমাণ জানাবতের স্থান ত্যাগ করে তাতে পানি পৌছায় না। আল্লাহ তা'আলা তার সাথে এমন এমন করবেন জাহান্নামে। আলী (রা) বলেন, এ কারণেই আমি আমার চুলের সাথে শত্রুতা করেছি (টাক করেছি)। (অপর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে) যেমন তোমরা দেখছো। [আবূ দাউদ, দারেমী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।]

(٤٦٥) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ إِمْرَأَةٌ أَشُدُّ ضُفْرَ رَأْسِىْ، قَالَ يُجْزِيْكِ اَنْ تَصُبِّى عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا -

(৪৬৫) নবী (সা)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন এক নারী যে, শক্ত করে খোঁপা বাঁধি। রাসূল (সা) বলেন, তার উপর (খোঁপার) তিনবার পানি ঢেলে দেয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٦٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجْنَ مَعَهُ عَلَيْهِنَّ الضِّمَادُ يَغْتَسِلْنَ فِيْهِ وَيَعْرَقْنَ لَا يَنْهَاهُنَّ عَنْهُ مُحِلَّاتٍ وَلَا مُحْرِمَاتٍ ـ

(৪৬৬) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মহানবীর স্ত্রীরা তার সাথে বাইরে যেতাম, তখন তাঁরা সুগন্ধ দ্রব্য মিশিয়ে খোপা বাঁধতেন। সে খোপা নিয়ে গোসল করতেন এবং ঘামযুক্ত হতো। এ রকম কর্ম থেকে তাঁদেরকে সাধারণ ও ইহরাম অবস্থায় কোনো অবস্থাতে তিনি নিষেধ করতেন না।

[আবূ দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করে কোন মন্তব্য করেন নি। মুনযিরী হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেন।]

(٤٦٧) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ، فَقَالَتْ يَاعَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو، هُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَمَا أَزِيْدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ ـ

(৪৬৭) উবাইদ ইবন্ উমাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা)-এর কাছে খবর গেল যে আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর (রা) নারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যখন গোসল করে তখন যেন তাদের মাথার খোঁপা বা বেণী খুলে ফেলে। তখন আয়িশা (রা) বলেন, কি আশ্চর্য! ইবন্ আমর সে নির্দেশ করছে নারীরা যেন গোসলের সময় তাদের খোঁপা খুলে ফেলে, সে তাদেরকে চুল কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছে না কেন? আমি এবং রাসূল (সা) একই পাত্রের পানি নিয়ে গোসল করতাম, তখন আমি আমার মাথার উপর কেবল তিনবার পানি ঢেলে দিতাম।

[মুসলিম ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত।]

(١٠) بَابٌ فِي غُسْلِ الرِّجْلَيْنِ خَارِجَ الْمُغْتَسَلِ، وَحُكْمُ التَّنْشِيْفِ بِالْمِنْدِيْلِ وَنَحْوِهِ وَالْاِجْتِزَاءِ بِالْغُسْلِ عَنِ الْوُضُوْءِ لِمُرِيْدِ الصَّلَاةِ ـ

(১০) পরিচ্ছেদ ঃ গোসল খানার বাইরে পা দু'টি ধোয়া এবং রুমাল ইত্যাদি দ্বারা পানি মুছে নেয়ার হুকুম। আর নামায আদায়কারীর জন্য ওযূর পরিবর্তে গোসলই যথেষ্ট হওয়া প্রসঙ্গে

(٤٦٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ حَيْثُ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ـ

(৪৬৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী (সা) যখন গোসলখানা থেকে যেখানে জানাবতের গোসল করে বের হতেন তখন পা দু'টি ধুইতেন।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। এর সনদে এক রাবী আছেন যার নাম জানা যায় নি।]

(٤٦٩) عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِثَوْبٍ حِيْنَ اغْتَسَلَ فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا تَعْنِي رَدَّهُ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) قَالَتْ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لَا أُرِيْدُهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ (الْأَعْمَشُ أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ هُوَ كَذَالِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ لَابَأْسَ بِالْمِنْدِيْلِ إِنَّمَا هِيَ عَادَةٌ ـ

(৪৬৯) নবী (সা)-এর স্ত্রী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর জন্য গোসলের পানি দিলাম। তখন তিনি জানাবতের গোসল করলেন। অতঃপর গোসল সারার পর আমি তাঁকে একটা কাপড় দিলাম। তখন তিনি তাঁর হাতের ইশারায় এরূপ বললেন। অর্থাৎ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। (অপর এক সূত্রে তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে।) তিনি বলেন, তখন আমি তাঁকে একটা কাপড়ের টুকরা দিলাম। তখন তিনি বললেন, এভাবেই অর্থাৎ তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করলেন যে, তা আমি চাই না। সুলাইমান বলেন, (তিনি হলেন আনাস, হাদীসের সনদেরই এক বর্ণনাকারী।) একথা আমি ইব্রাহীমকে বললাম। তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ এরূপই। তিনি তা অস্বীকার করলেন না। ইব্রাহীম বলেন, রুমাল ব্যবহার করা যায়। আসলে ব্যাপারটি অভ্যাসগত বা জাগতিক কর্ম, (ইবাদতের অংশ নয়)। [বুখারী, মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٤٧٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ لاَ أَرَاهُ يُحْدِثُ وَضُوْءً ابَعْدَ الْغُسْلِ ـ

(৪৭০) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) গোসলের পর ওযূ করতেন না। (দ্বিতীয় এক সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।) রাসূল (সা) গোসল করতেন এবং (ফজরের সুন্নাত) দু' রাকা'ত নামায পড়তেন, এবং ফজরের নামায পড়তেন। গোসলের পর ওযূ করতে তাঁকে দেখি নি।

[চার সুনান গ্রন্থ ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(١١) بَابٌ فِيْمَنْ وَجَدَ لُمْعَةً بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ـ

(১১) পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জানাবতের গোসলের পর (তার শরীরে) শুভ্রতা দেখতে পেল

(٤٧١) عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ إِغْتَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمَّا خَرَجَ رَأىٰ لُمْعَةً عَلَى مَنْكِبِهِ الاَيْسَرِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَاَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ فَبَلَّهَا ثُمَّ مَضَى اِلَى الصَّلاَةِ ـ

(৪৭১) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জানাবতের গোসল করলেন। তারপর যখন বের হলেন তখন দেখতে পেলেন তাঁর বাম কাঁধে একটু শুভ্রতা, যাতে পানি পৌঁছে নি। তখন তাঁর ঝুলন্ত কিছু আদ্র চুল দিয়ে শুকনো স্থানটি ভিজিয়ে নিলেন, তারপর নামায পড়তে গেলেন।

[ইবন্ মাজাহ ও দারু কুতনী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদে আবূ আররাহী নামক এক রাবী আছেন, যিনি সকলের মতেই দুর্বল।]

(١٢) بَابٌ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ أَوْبِأَغْسَالٍ مُتَعَدَّدَةٍ ـ

(১২) অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি এক গোসলে বা একাধিক গোসলে তার স্ত্রীদের কাছে গমন করে

(٤٧٢) عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِىْ لَيْلَةٍ، (وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ يَوْمٍ) فَاَغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ اِمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلاً فَقُلْتُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ فَقِيْلَ) يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اَغْتَسَلْتَ غُسْلاً وَاحِدًا فَقَالَ هٰذَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ اَزْكَى وَ أَطْيَبُ وَاَطْهَرُ)

(৪৭২) রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) এক রাত্রে তাঁর সমস্ত স্ত্রীদের কাছে গমন করলেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ একদিন) তখন প্রতি স্ত্রীর কাছে গমনের পর গোসল করলেন। তখন আমি বললাম, (অপর এক বর্ণনায় আছে তখন বলা হল), ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি (শেষে) একবার মাত্র গোসল করতেন? উত্তরে বললেন, এটাই উত্তম ও অধিক পবিত্র পন্থা। অপর এক বর্ণনায় আছে, বেশী উত্তম ও অধিক পবিত্রকারী পন্থা। [নাসায়ী, আবূ দাউদ ও ইবন্ মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٧٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى جَمِيْعِ نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ (وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ) بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ـ

(৪৭৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) এক রাত্রে তাঁর সমস্ত স্ত্রীর কাছে গমন করতেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে এক রাত্রে) এক গোসলের মাধ্যমে।

[বুখারী, মুসলিম, চার সুনান গ্রন্থ ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত।]

(١٣) بَابُ مَايَفْعَلُهُ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ اَلْأَكْلَ أَوْ إِعَادَةَ الْجِمَاعِ وَفِيْهِ فُصُوْلٌ ـ

(১৩) পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমানো, খাওয়া-দাওয়া করা ও পুনরায় যৌন মিলন করার ইচ্ছা হলে জানাবত সম্পন্ন লোক কি করবে? এ বিষয়ে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : فِيْ اسْتِحْبَابِ الْوَضُوْءِ لِلْجُنُبِ اذَا أَرَادَ النَّوْمَ ـ

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ জানাবত সম্পন্ন ব্যক্তি ঘুমাতে চাইলে তার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব

(٤٧٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَصْنَعُ أَحَدُنَا إِذَا هُوَ أَجْنَبَ ثُمَّ أَرَادَ اَنْ يَنَامَ قَبْلَ اَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ لِيَنَمْ، (وَمِنْ طَرِيْقٍ اُخَرَ) عَنْ إِبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ، وَفِيْهِ فَأَمَرَهُ اَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ـ

(৪৭৪) উমর (রা) ইবন্ খাত্তাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের কেউ জানাবত "সহবাস জনিত নাপাকী" হলে অতঃপর সে গোসল করার আগে ঘুমাতে চাইলে কি করবে? তিনি বলেন, জবাবে রাসূল (সা) বলেন, সে নামাযের ওযূর মত ওযূ করবে। তারপর ঘুমাবে। (অপর এক সূত্রে) ইবন্ উমর থেকে তিনি উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে আরও আছে তাঁকে আদেশ করলেন তাঁর পুরুষাঙ্গ ধুইয়ে নেয়ার জন্য, অতঃপর নামাযের মত ওযূ করবে। [বুখারী, মুসলিম, মালিক ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٤٧٥) عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَنَامُ أُحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ وَضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِبْنُ عُمَرَ إِذَا اَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ تَوَضَأً وُضُوْءُهُ لِلصَّلَاةِ مَاخَلَا رِجْلَيْهِ ـ

(৪৭৫) নাফে' থেকে তিনি ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের কেউ জানাবত অবস্থায় ঘুমাতে পারবে কি? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, তবে নামাযের ওযূর মত ওযূ করে নিবে। নাফে' বলেন, ইবন্ উমর এরূপ কিছু করতে চাইলে নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন, তাঁর পা'দুটি ধোয়া ব্যতীত। [বুখারী, মুসলিম ও সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٤٧٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَرْقُدَنَّ جُنُبًا حَتَّى تَتَوَضَّأَ ـ

(৪৭৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা ওযূ না করে জানাবত অবস্থায় ঘুমাবে না।[১]

(٤٧٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ اَنَّ اَبَاسَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ فَيُرِيْدُ اَنْ يَنَامَ فَأَمَرَهُ اَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامُ ـ

(৪৭৭) আব্‌দুল্লাহ ইবন্ খাব্বাব থেকে বর্ণিত যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূল (সা)–এর কাছে উল্লেখ করলেন যে, তিনি জানাবতগ্রস্ত হন এমতাবস্থায় তিনি ঘুমাতে চান। তখন মহানবী (সা) তাঁকে ওযূ করে তারপর ঘুমাতে বললেন। [মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٤٧٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَّنَامَ، وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ أَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ـ

(৪৭৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) জানাবত সম্পন্ন হলে অতঃপর ঘুমাতে চাইলে তখন নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন ঘুমাবার আগে। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি জানাবতাবস্থায় ঘুমাতে চায় সে যেন নামাযের ওযূর মত ওযূ করে নেয়। [মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىُّ : فِىْ إِسْتِحْبَابِ الْوُضُوْءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ اَوِ الْعَوْدِ ـ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ জানাবত ওয়ালার জন্য খাওয়া-দাওয়া করতে চাইলে বা পুনরায় সহবাস করতে চাইলে ওযূ করা মুস্তাহাব

(٤٧٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، فَاذَا اَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ اَوْيَشْرَبُ إِنْ شَآءَ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ جُنُبًا فَاَرَادَ أَنْ يَنَامَ اَوْيَأْكُلَ تَوَضَّأَ ـ

(৪৭৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) জানাবতাবস্থায় ঘুমাতে চাইলে নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন। পানাহার করতে চাইলে তখন হাত দু'টি ধুইতেন। তারপর ইচ্ছা হলে পানাহার করতেন। (দ্বিতীয় এক সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।) তিনি বলেন, রাসূল (সা) জানাবত সম্পন্ন হলে অতঃপর ঘুমাতে বা খাওয়া-দাওয়া করতে চাইলে তখন ওযূ করতেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٨٠) عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ وَاِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ سُفْيَانُ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَدْرَكَ الْحَرَّةَ –

(৪৮০) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেছেন, সঙ্গম করার পর পুনরায় সঙ্গম করতে চাইলে ওযূ করবে। [মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে এক রাবী আছেন যার নাম জানা যায় নি।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِى تَأْخِيْرِ الْغُسْلِ اِلَى اٰخِرِ اللَّيْلِ ـ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ শেষরাত পর্যন্ত গোসল বিলম্ব করা প্রসঙ্গে

(٤٨١) عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَرَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِى اٰخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اُغْتَسَلَ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِىْ اٰخِرِهِ، قُلْتُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِىْ الْأَمْرِ سَعَةً، قُلْتُ أَرَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اَوْفِىْ اٰخِرِهِ؟ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَفِىْ اٰخِرِهِ، قُلْتُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ أَرَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنَ اَوْيُخَافِتُ بِهِ؟ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَبِهِ وَرُبَّمَا خَافَتَ، قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ الْأَمْرِ سَعَةً ـ

(৪৮১) গুদাইফ ইবনুল হারিছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে বললাম, রাসূল (সা) কি গোসল প্রথম রাত্রে করতেন, না শেষ রাত্রে? তিনি বলেন, কখনও প্রথম রাত্রে গোসল করতেন আবার কখনও শেষ রাত্রে গোসল করতেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহু আকবার। আল্লাহর প্রশংসা যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততার সুযোগ দিয়েছেন। আমি বললাম, বলুন, রাসূল (সা) কি প্রথম রাত্রে বিতির পড়তেন নাকি শেষ রাত্রে? তিনি বলেন, কখনও প্রথম রাত্রে বিতির পড়তেন আবার কখনও বিতির পড়তেন শেষ রাত্রে। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার। প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি এ বিষয়ে প্রশস্ততার সুযোগ রেখেছেন। আমি বললাম, বলুন রাসূল (সা) কি আল-কুরআন উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করতেন না নিম্নস্বরে? তিনি বলেন, কখনও উচ্চস্বরে আবার কখনও নিম্নস্বরে। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার। আল্লাহর প্রশংসা যিনি এ বিষয়ে প্রশস্ততার ব্যবস্থা করেছেন।

[নাসায়ী ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি কিছু অংশ মুনযিমে আব্‌দুল্লাহ ইবন্ কাইছ থেকে বর্ণিত হয়েছে।]

(٤٨٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَايَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُوْمَ بَعْدَ ذَالِكَ فَيَغْتَسِلُ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيْبُ مِنْ اَهْلِهِ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ وَلَايَمَسُّ مَاءً فَاِذَا إِسْتَيْقَظَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ عَادَ اِلَى أَهْلِهِ وَاغْتَسَلَ ـ

(৪৮২) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জানাবত সম্পন্ন হয়ে ঘুমাতেন, পানি স্পর্শ না করেই। তারপর ঘুম থেকে উঠে গোসল করতেন। (দ্বিতীয় এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।) তিনি বলেন, রাসূল (সা) রাত্রের প্রথমাংশে নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন তারপর পানি স্পর্শ না করেই ঘুমাতেন। যখন শেষ রাত্রে জাগ্রত হতেন আবার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন তারপর গোসল করতেন।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। কোন কোন মুহাদ্দিস হাদীসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٤٨٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ ـ

(৪৮৩) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জানাবত হয়ে ঘুমাতেন। তারপর জাগ্রত হতেন, অতঃপর আবার ঘুমাতেন।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। হাইসুমী বলেছেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٤) بَابٌ فِىْ الْاَغْتِسَالَاتِ الْمَسْنُوْنَةِ وَفِيْهِ فُصُوْلٌ -

(১৪) পরিচ্ছেদ ঃ সুন্নাত গোসলসমূহের বিবরণ। এতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : فِيْمَا جَاءَ مِنْ ذَالِكَ مُجْتَمِعًا -

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ প্রসঙ্গে একত্রে আগত হাদীসসমূহ

(٤٨٤) ز عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ وَكَانَ الْفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِىْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ -

(৪৮৪) আব্দুর রহমান ইবন্ উক্বা ইবন্ ফাকিহ তাঁর দাদা ফাকিহ ইবন্ সা'দ থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) জুম'আর দিন, আরাফার দিন, ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন গোসল করতেন। রাবী বলেন, ফাকিহ ইবন্ সা'দ তার পরিবারের লোকজনকে এসব দিনে গোসল করতে আদেশ করতেন। [বায্যার, বাগাবী, ইবন্ রাফে কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি ইবন্ মাজাহও ইবন্ আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবন্ হাজর বলেন, উভয় হাদীসের সনদ দুর্বল।]

(٤٨٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ، مِنَ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ -

(৪৮৫) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, চারটি কারণে গোসল করা হবে, জুমু'আ, জানাবত, রক্তমোক্ষণ ও মৃতকে গোসল করানো।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىُّ : فِى الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْوُضُوْءِ مِنْ حَمْلِهِ -

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মুর্দা গোসলদানের জন্য গোসল করা ও মুর্দা বহনের কারণে ওযূ করা প্রসঙ্গে।

(٤٨٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مِنْ غُسْلِهَا الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهَا الْوُضُوْءُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ -

(৪৮৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুর্দাকে গোসল করাবে সে যেন গোসল করে নেয়। আর যে তাকে বহন করবে সে যেন ওযূ করে। (দ্বিতীয় এক সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে,) নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন তাকে (মুর্দা) গোসল করালে গোসল করতে হবে। আর তাকে বহন করলে ওযূ করতে হবে। (তৃতীয় এক সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।) রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুর্দাকে গোসল দেয়াবে সে যেন গোসল করে নেয়।

[নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও ইবন্ হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। যাহাবী হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٤٨٧) وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ـ

(৪৮৭) মুগীরা ইবন্ শো'বা ও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[সুয়ূতী জামেউস্ সাগীরে বলেছেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং তা হাসান।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي طَلَبِ الْغُسْلِ مِنَ الْكَافِرِ إِذَا اَسْلَمَ ـ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কাফির ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করতে বলা হবে

(٤٨٨) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ ثُمَامَةَ ابْنَ أُثَالٍ اَوْ اَثَالَةَ اَسْلَمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْهَبُوْابِهِ اِلَى حَائِطِ بَنِيْ فُلَانٍ فَمُرُوْهُ اَنْ يَغْتَسِلَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) اَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ اَسْلَمَ فَاَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْطَلِقَ بِهِ اِلَى حَائِطِ اَبِيْ طَلْحَةَ فَيَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْحَسُنَ اِسْلَامُ صَاحِبِكُمْ ـ

(৪৮৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যে ছুমামা ইবন্ আছাল অথবা আছালা ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, তাঁকে নিয়ে যাও অমুক গোত্রের বাগানে তারপর তাকে গোসল করতে আদেশ কর। (অপর এক বর্ণনায় তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।) সুমামা ইবন্ উসাল আল হানফী ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন নবী (সা) নির্দেশ করলেন, তাকে আবূ তালহার বাগানে নিয়ে যেতে, যেন তিনি গোসল করতে পারেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের বন্ধুর ইসলাম গ্রহণ উত্তম হয়েছে।

[বাইহাকী, ইবন্ খুযাইমা, ইবন্ হিব্বান ও আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসটি বুখারী, মুসলিমেও দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন।]

(٤٨٩) عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ جَدَّهُ وَقَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ، اَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ـ

(৪৮৯) খালীফা ইবন্ হুসাইন ইবন্ কাইস ইবন্ আসিম থেকে তিনি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা কাইস ইবন্ আসিম নবী (সা)–এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন নবী (সা) তাঁকে বরইপাতা (মিশ্রিত গরম) পানি দিয়ে গোসল করতে আদেশ করলেন।

[নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ তিরমিযী, ইবন্ হাব্বান ও ইবন্ খুযাইমা কর্তৃক বর্ণিত। ইবন্ সাকান হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(١٥) بَابٌ فِيْ حُكْمِ دُخُوْلِ الْحَمَّامِ ـ

(১৫) পরিচ্ছেদ ঃ স্নানাগারে প্রবেশের বিধান প্রসঙ্গে

(٤٩٠) عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَايَدْخُلِ الْحَمَّامَ الْأَبِمِئْزَرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَايَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَايَخْلُوَنَّ بِامْرَاَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ـ

(৪৯০) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন। যে আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে, সে যেন পরিধানের কাপড় ছাড়া গণস্নানাগারে প্রবেশ না করে। আর যে আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে সে যেন তার স্ত্রীকে স্নানাগারে প্রবেশ করতে না দেয়। আর যে আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে, সে যেন এমন খাবারের টেবিলে না বসে যাতে মদ পান করা হয়। আর যে আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে, সে যেন এমন কোন মেয়ে লোকের সাথে একত্রিত না হয় যার সাথে মাহরাম নেই, কারণ তাদের তৃতীয় জন হয় শয়তান।

[নাসায়ী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদে ইবন্ লাহীয়া যার বর্ণিত হাদীস দুর্বল বলে গণ্য।]

(٤٩١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِى عُذْرَةَ رَجُلٍ كَانَ أَدْرَكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ فِى الْمَازِرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ ـ

(৪৯১) আব্দুল্লাহ ইবন্ শাদ্দাদ আবূ উয্‌রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) নারী পুরুষকে গণস্নানাগারে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর পুরুষদেরকে পরিধেয় বস্ত্র সহ প্রবেশ করতে অনুমতি দেন। নারীদেরকে অনুমতি দেন নি।

[আবূ দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি দুর্বল।]

(٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ أَنْتُنَّ اللاَّتِى تَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ أَمْرَاةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِهَا اِلاَّ هَتَكَتْ سِتْرًا (وَفِى رِوَايَةٍ سِتْرَهَا) بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(৪৯২) আবুল মালিহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সিরিয়ার কিছু মহিলা আয়িশা (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা কি গণস্নানাগারে প্রবেশ কর? রাসূল (সা) বলেছেন, যে নারী তার নিজ বাড়ি ছাড়া অন্যত্র তার পরিধেয় বস্ত্র খোলে, সে আল্লাহ ও তার মধ্যকার পর্দা নষ্ট করে ফেলে। (অপর এক বর্ণনায় আছে, সে তার পর্দা ছিঁড়ে ফেলে) [আবূ দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।]

(٤٩٣) عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ نِسْوَةً دَخَلْنَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، سَأَلَتْهُنَّ مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللّٰهُ عَنْهَا سِتْرًا ـ

(৪৯৩) উম্মে সালামা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ছায়িব থেকে বর্ণিত, হিম্‌স এলাকার কতক মহিলা উম্মে সালামা (রা)-এর বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন্ দেশের? তারা বললেন। হিম্‌সবাসী। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে মহিলা তার নিজ বাড়ি ছাড়া অন্যত্র তার পরিধেয় বস্ত্র খোলে আল্লাহ তা'আলা তার (ইয্‌যত আবরুর) পর্দা ছিঁড়ে ফেলেন।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ, তাবারানী ও আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইব্‌ন্ লাহীয়া রয়েছেন। তবে পূর্বোক্ত হাদীস একে সমর্থন করে।]

(٤٩٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ اِلاَّ بِاِزَارٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ تَدْخُلِ الْحَمَّامَ ـ

(৪৯৪) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া গণস্নানাগারে প্রবেশ না করে। আর যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন গণস্নানাগারে প্রবেশ না করে।

[আব্‌দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। এর সনদে নাম না জানা এক লোক আছেন।]

(٤٩٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ـ

(৪৯৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ কর্তৃক বর্ণিত। আব্‌দুর রহমান আল বান্না ও ইবন্ হাজরের মতে হাদীসটি সহীহ্।]

(٤٩٦) عَنْ يُحَنَّسَ اَبِىْ مُوْسَى اَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهَا يَوْمًا فَقَالَ مِنْ اَيْنَ جِئْتِ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ فَقَالَتْ مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ إِمْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا اِلاَّ هَتَكَتْ مَابَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سِتْرٍ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُوْلُ خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ قَالَتْ مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَامِنْ إِمْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتٍ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا اِلاَّ وَهِىَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(৪৯৬) ইউহান্নাস আবূ মূসা থেকে বর্ণিত, উম্মে দারদা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, একদিন রাসূল (সা) তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন। তখন বললেন, হে উম্মে দারদা! কোথা থেকে আসছেন? তিনি বলেন, গণস্নানাগার হতে, তখন রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, যে মহিলা তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলে তখন তার ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার পর্দা ছিঁড়ে যায়। (দ্বিতীয় এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) সাহাল তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি উম্মে দারদাকে বলতে শুনেছেন, আমি স্নানাগার থেকে বের হলাম। তখন আমার সাথে রাসূল (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, উম্মে দারদা কোথা হতে আসছো? তিনি বললেন, স্নানাগার হতে। তখন নবী (সা) বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ! তাঁর নামে শপথ করে বলছি, যে নারী তার পরিধেয় বস্ত্র তার মায়েদের বাড়ি ছাড়া অন্যত্র খুলে ফেলে, সে দয়াময় আল্লাহ তা'আলাও তার মধ্যকার পর্দা ছিঁড়ে ফেলে।

[হাদীসটি তাবারানী ও ইবনুল জাওযি বর্ণনা করেছেন। অনেকেই এ হাদীসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করলেও ইবন্ হাজর গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।]

كِتَابُ الْحَيْضِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ

অধ্যায় ঃ হায়য- ইস্তিহাযা ও নিফাস,

وَفِيهِ أَبْوَابٌ

এতে অনেকগুলো পরিচ্ছেদ রয়েছে

(١) بَابُ مَوَانِعِ الْحَيْضِ فَاتَقْضِى الْحَائِضَ مِنَ الْعِبَادَاتِ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ হায়য (ঋতুস্রাব) অবস্থায় যা করা নিষিদ্ধ। ঋতুবর্তী মহিলাকে যেসব ইবাদত কাযা করতে হবে সে প্রসঙ্গে

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا اِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ، فَسَأَلَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْاٰيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْئٍ اِلاَّ النِّكَاحَ -

(১) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, মহিলারা ঋতুবতী হলে ইয়াহুদীরা তাদের সাথে এক বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ও বসবাস করতো না। নবী (সা)-এর সাহাবীরা এ প্রসঙ্গে নবী (সা)-কে জিজ্ঞেসা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আয়াত (লোকেরা তোমাকে ঋতুবতী মহিলাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেসা করছে। তুমি বলে দাও তা অশুচি। অতএব স্রাবাবস্থায় তোমরা নারীদের থেকে (সঙ্গম থেকে) বিরত থাক। (তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না।) শেষ পর্যন্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন । তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরা সহবাস ছাড়া সব কিছু করতে পার। [মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا وَقَدْ حَاضَتْ بِسَرِفٍ قَبْلَ اَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ قَالَ لَهَا أَقْضِى مَايَقْضِىْ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ -

(২) আব্দুর রহমান ইবন্ কাসিম-এর থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কা প্রবেশের আগে "সারাফ" নামক স্থানে ঋতুবতী হলে, নবী (সা) তাঁকে বলেছিলেন, বাকি হাজীরা যা করছে তুমিও তা-ই করবে। তবে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে না। [বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত]

(٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا (فِى قِصَّةِ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ ثُمَّ صَلِّىْ -

(৩) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, (উম্মে হাবীবা বিন্‌ত জাহ্‌শ-এর ঘটনায়) রাসূল (সা) তাঁকে বলেছিলেন, যখন ঋতুস্রাবের সময় হয়, তখন নামায পড়া বাদ দেবে। আর যখন তা চলে যাবে, তখন গোসল করে নেবে। তারপর নামায পড়বে। [বুখারী, মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত]

(٤) عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَابَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَاتَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُوْرِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ قَدْ كَانَ يُصِيْبُنَا ذَالِكَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ وَلَا نُؤْمَرُ، فَيَأْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَايَأْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ-

(৪) মু'আযা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেসা করলাম ঋতুবতী মহিলাদের কেন রোযা কাযা করতে হয় অথচ নামায কাযা করতে হয় না? তিনি বললেন, তুমি কি হারূরী (খারিজী) সম্প্রদায়ের মানুষ? বললাম, আমি হারূরী (খারিজী) সম্প্রদায়ের নই। তবে আমি (জানার জন্য) এ প্রশ্ন করছি। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আমাদের ঋতুস্রাব হতো। তখন কোনো কোনো বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হতো। আর কোনো কোনো বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হতো না। খারিজী সম্প্রদায়ের মানুষেরা ঋতুবতী মহিলাদের নামায কাযা করতে বলে। আমাদেরকে রোযা কাযা করার নির্দেশ দিতেন, আর নামায কাযা করার জন্য নির্দেশ দিতেন না।*

[বুখারী, মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٢) بَابُ التَّرْهِيْبُ مِنْ وَكَاءِ الْحَائِضِ اَيَّامِ حَيْضِهَا ـ

(২) স্রাবাস্থায় ঋতুবতীর সাথে সঙ্গমের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন

(٥) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَتَى حَائِضًا اَوِ اُمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

(৫) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয় অথবা স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে মিলিত হয় অথবা জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং তাকে বিশ্বাস করে সে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার (প্রতি বিশ্বাস থেকে) মুক্ত হবে।

[দারিমী, ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসের শেষ বাক্যের অর্থ হল সে কুরআন হাদীসে অবিশ্বাসী সাব্যস্ত হবে।]

(٣) بَاب كَفَّارَةُ مَنْ وَطِئَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

(৩) যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে ঋতুকালীন সময় সঙ্গমে লিপ্ত হয় তার কাফ্ফারা

(٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِيْ يَأْتِيْ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ (وَعَنْهُ بِلَفْظِ آخَرَ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِيْ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ-

(৬) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ঋতু অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয় সে যেন এক দীনার দান করে। (তাঁর থেকে অপর এক ভাষায় বর্ণিত আছে) নবী (সা) থেকে,

* খারিজী সম্প্রদায়ের মানুষেরা ঋতুবতী মহিলাদের নামায কাযা করতে বলে।]

বর্ণিত; যে লোক নিজ স্ত্রীর সাথে স্রাবাবস্থায় সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তিনি বলেন, সে এক দীনার দান করবে। আর যদি অসমর্থ হয় তাহলে অর্ধ দীনার সাদকা করবে। [দারু কুতনী, চার সুনান গ্রন্থ ও ইবন্ জারুদ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤) بَابُ جَوَازِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيْمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَضَاجِعَتُهَا وَمُؤْكَلَتُهَا

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে নিম্নাঙ্গের পরিধেয় বস্ত্রের উপর মেলামেশা করা। তাদের সাথে শোয়া ও খাওয়া-দাওয়া করা বৈধ

(٧) عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ إِلْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضُ۔

(৭) মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) নিজ স্ত্রীদের সাথে স্রাবাবস্থায় ইযার বা লুঙ্গির উপর থেকে মেলামেশা করতেন। [মুসলিম ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ۔

(৮) আয়িশা (রা) ও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। হাদীসটি সহীহ।]

(٩) عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ تَأْتَزِرُ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ۔

(৯) আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা কেউ ঋতুবতী হলে তখন আমাদের খোলা লুঙ্গি বা নীচের পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে বাঁধার আদেশ করতেন। তারপর আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(١٠) عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِى وَاَنَا حَائِضٌ وَيَدْخُلُ مَعِىَ فِى لِحَافِى وَاَنَا حَائِضٌ، وَلَكِنْ كَانَ اَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ ۔

(১০) মাইসারা থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (সা) স্রাবাবস্থায় আমাকে আলিঙ্গন করতেন। আমার সাথে আমার লেপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন আমার স্রাবাবস্থায়। তবে তিনি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী আত্মসংবরণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। [মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(١١) عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْمُرُنِىْ فَأَتَّزِرُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يُبَاشِرُنِىْ، وَكُنْتُ اَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَأَنَا حَائِضٌ ۔

(১১) আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে রাসূল (সা) আদেশ করতেন, স্রাবাবস্থায় আমি নীচের পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে বাঁধতাম। তারপর আমার সাথে মেলামেশা বা জড়াজড়ি করতেন। আর আমার স্রাবাবস্থায় এবং তাঁর ই'তিকাফ অবস্থায় আমি তাঁর মাথা ধুইতাম।

[বুখারী, মুসলিম, মালেক, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

(١٢) عَنْ اَبِى سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِرَاشٍ وَاَنَا حَائِضٌ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ ـ

(১২) আবূ সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর সাথে স্রাবাবস্থায় একই বিছানায় ঘুমাতাম। তখন আমার উপর একটা কাপড় থাকত।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীস আমি অন্য কোথাও পাই নি। তবে মুসলিম ও বাইহাকীতে মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।]

(١٣) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَابَنُوْسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَشَّحُنِيْ وَيَنَالُ مِنْ رَأْسِيْ وَأَنَا حَائِضٌ۔

(১৩) ইয়াযিদ ইবন্ বাবানূস থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেছেন, আমি ঋতুবতী থাকা অবস্থায় নবী (সা) আমাকে জড়িয়ে ধরতেন এবং আমার মাথায় চুমু দিতেন।

[বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদ সুন্দর।]

(١٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَيُصْغِىْ إِلَىَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ۔

(১৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মসজিদে ইতিকাফরত থাকতেন, তখন আমার দিকে তাঁর মাথা এলিয়ে দিতেন আর আমি স্রাবাবস্থায় তাঁর চুল আঁছড়ে দিতাম।

[বুখারী মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(١٥) وَعَنْهَا اَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ يُبَاشِرُ إِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ لَهُ مَافَوْقَ الْإِزَارِ۔

(১৫) তিনি নবী (সা) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, যে লোক তাঁর স্ত্রীর সাথে স্রাবাবস্থায় মেলামেশা করে রাসূল (সা) বলেন, সে নিচের পরিধেয় বস্ত্রের উপর থেকে উপভোগ করতে পারে।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। তবে এ জাতীয় হাদীস আবূ দাউদে অপর সাহাবী থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে।]

(١٦) عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِىَ حَائِضٌ اِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ اَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ۔

(১৬) নবী (সা)-এর স্ত্রী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) স্রাবাবস্থায় তাঁর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করতেন, যদি তাদের নিম্নাঙ্গে উরুর অর্ধেক পর্যন্ত বা হাঁটু পর্যন্ত আবৃতকারী কোনো বস্ত্র থাকতো।

[নাসায়ী, আবু দাউদ ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١٧) عَنِ إِبْنِ قُرَيْظَةَ الصَّدَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاجِعُكِ وَأَنْتِ حَائِضٌ؟ قَالَتْ نَعَمْ اِذَا شَدَدْتُ عَلَيَّ إِزَارِيْ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا اِذْ ذَاكَ اِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ، فَلَمَّا رَزَقَنِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِرَاشًا آخَرَ اَعْتَزَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১৭) ইবন্ কুরাইযা আস্‌সাদাকী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে বললাম, রাসূল (সা) কি স্রাবাবস্থায় আপনার সাথে শুইতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। যখন আমি শক্তভাবে আমার নীচের পরিধেয় বস্ত্র পরতাম। প্রথম দিকে আমাদের কেবল একটা বিছানাই ছিল। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আর একটা বিছানার ব্যবস্থা করে দিলেন, তখন আমি রাসূল (সা)-কে ছেড়ে আলাদা থাকতে লাগলাম।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। এর সনদে ইবন্ লাহীয়া রয়েছেন।]

(١٨) عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِيْ وَخَالَتِيْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا كَيْفَ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَصْنَعُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَرَكَتْ؟ فَقَالَتْ كَانَ اِذَا كَانَ ذَالِكَ مِنْ اِحْدَانَا اَئْتَزَرَتْ بِالْإِزَارِ الْوَاسِعِ ثُمَّ الْتَزَمَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهَا وَنَحْرِهَا -

(১৮) জুমাই ইবন্ উমাইর আত্‌তাইমী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার ফুফু ও খালার সাথে আয়িশা (রা) -এর কাছে গেলাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কেউ ঋতুবতী হলে তখন রাসূল (সা)-এর জন্য কি করতেন? তিনি বলেন, আমরা কেউ ঐ রকম হলে তখন সে প্রশস্ত ইযার বা নিম্নাঙ্গের পরিধেয় বস্ত্র পরত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর দু'হাত ও বুকে জড়াতেন। [নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত। এর সনদ উত্তম।]

(١٩) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ قَالَتْ فَانْسَلَلْتُ فَقَالَ أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ، قَالَ ذَاكَ مَاكُتِبَ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي فَاسْتَثْفَرْتُ بِثَوْبٍ ثُمَّ جِئْتُ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِيْ لِحَافِهِ -

(১৯) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সাথে এক কাপড়ের অভ্যন্তরে থাকাবস্থায় ঋতুবতী হলাম। তিনি বলেন, তখন আমি চাদরের ভিতর থেকে চুপে চুপে বেরিয়ে গেলাম। তখন নবী (সা) বললেন, তুমি কি ঋতুবতী হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমারও তা-ই হয়েছে যা নারীদের হয়ে থাকে। তখন তিনি বলেন, এ হলো সে জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা আদম কন্যাদের কপালে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, তখন আমি চলে গেলাম তারপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে শক্তভাবে লজ্জাস্থানে কাপড় বেঁধে নিলাম। তারপর এসে রাসূলুল্লাহ্ লেপের নীচে ঢুকে পড়লাম। [বুখারী, মুসলিম। ইবন্ মাজাহ ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ حِضْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِرَاشِهِ فَانْسَلَلْتُ فَقَالَ لِيْ أَحِضْتِ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَشُدِّيْ عَلَيْكِ إِزَارَكِ ثُمَّ عُوْدِيْ -

(২০) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে এক বিছানায় থাকাবস্থায় ঋতুবতী হলাম। তখন চুপে চুপে বিছানা থেকে নেমে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি ঋতুগ্রস্ত হয়েছ? বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমার পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে তারপর ফিরে আসো। [বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢١) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ قَالَتْ اَرْسَلَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ (زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ. فَرَأَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلاً فِرَاشَهُ فَظَنَنْتُ اَنَّ ذَالِكَ لِهِجْرَانٍ، فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ لاَ وَلَكِنِّيْ حَائِضٌ، فَإِذَا حِضْتُ لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشِيْ فَأَتَيْتُ مَيْمُوْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهَا فَرَدَّتْنِيْ إِلَى إِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ أَرَغْبَةٌ عَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الْحَائِضِ وَمَابَيْنَهُمَا الاَّ ثَوْبٌ مَايُجَاوِزُ الرُّكْبَتَيْنِ -

(২১) উরওয়া ও বুদাইয়্যা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে (নবী (সা)-এর স্ত্রী) মাইমূনা বিনতে হারিছ আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা)-এর স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। তাঁরা উভয়ে পরস্পরের আত্মীয় ছিলেন। তখন আমি

তাঁর বিছানা ইবন্ আব্বাস (রা)-এর বিছানা হতে আলাদা দেখতে পেলাম। তখন মনে করলাম এটা তাদের মনোমালিন্যের কারণেই। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, না। তবে আমি ঋতুবতী। যখন আমি ঋতুবতী হই তখন তিনি আমার বিছানার কাছে আসেন না। আমি মাইমুনার কাছে এসে তাঁকে একথা শুনালাম। তখন তিনি আমাকে ইবন্ আব্বাসের কাছে একথা বলে ফিরে পাঠালেন যে, আমি কি রাসূল (সা)-এর সুন্নাত হতে বিমুখ হতে চাই? রাসূল (সা) তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে ঘুমাতেন তখন তাদের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত একটি কাপড় ছাড়া আর কিছু থাকত না। [বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

فَصْلٌ فِىْ جَوَازِ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করা এবং তাদের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া প্রসঙ্গে

(٢٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُوْتَى بِالْأَنَاءِ فَاَشْرَبُ مِنْهُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِىَّ، وَاِنْ كُنْتُ لَاَخُذُ الْعَرْقَ فَاٰكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَاْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِىَّ -

(২২) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর কাছে পান পাত্র নিয়ে আসা হলো। তখন আমি ঋতুবতী অবস্থায় সে পাত্র থেকে পান করতাম। তারপর রাসূল (সা) তা নিয়ে আমি যেখানে মুখ রেখেছিলাম সেখানেই মুখ রেখে পান করতেন। আর আমি গোশতের কোন টুকরা নিয়ে তা থেকে খেতাম। তখন রাসূল (সা) আমার খাওয়ার স্থানে মুখ রেখে খেতেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَاكِلْهَا -

(২৩) আবদুল্লাহ ইবন্ সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঋতুবতী মহিলার সাথে খাওয়া-দাওয়া করা প্রসঙ্গে। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি তাঁর সাথে খাওয়া-দাওয়া করতে পার।
[তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।]

(٥) بَابُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِى حِجْرِ الْحَائِضِ وَحُكْمُ دَخُوْلِهَا الْمَسْجِدِ -

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলার কোলে কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ এবং তাদের মসজিদে প্রবেশ করার বিধান প্রসঙ্গে

(٢٤) عَنْ مَنْبُوْذٍ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَاَتَاهَا إِبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ يَابُنَىَّ مَالَكَ شَعِثًا رَأْسُكَ، قَالَ أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِىْ حَائِضٌ، قَالَتْ اَىْ بُنَىَّ وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِىَ حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِىْ حَجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهِىَ حَائِضٌ ثُمَّ تَقُوْمُ إِحْدَنَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِى الْمَسْجِدِ وَهِىَ حَائِضٌ، اَىْ بُنَىَّ وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ -

(২৪) মানবূয থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মাইমুনার কাছে ছিলাম তখন তার কাছে ইবন্ আব্বাস আসলেন। তখন মাইমুনা তাঁকে বললেন, বেটা তোমার মাথার চুলগুলি এলোমেলো কেন? তিনি বললেন, উম্মু আম্মার, যে আমার চুল আঁচড়ায় (আমার স্ত্রী) সে ঋতুবতী। তিনি বললেন, হে বৎস, হাতের সাথে ঋতুস্রাবের কি সম্পর্ক? রাসূল (সা) আমাদের কারো কাছে আসতেন তাঁর স্রাবাবস্থায়। তারপর তাঁর কোলে মাথা

রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। অথচ তখনও স্রাবগ্রস্তা। এছাড়া আমরা স্রাবাবস্থায় তাঁর জায়নামাযটি নিয়ে (ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে) মসজিদের মধ্যে তা বিছিয়ে দিতাম। হে বৎস, ঋতুগ্রস্ত কোথায় আর হাত কোথায়?

[নাসায়ী আবদুর রায্যাক, ইবন্ আবূ শাইবা ও সাঈদ ইবন্ মানছুর কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٢٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِيْ حَجْرِي (وَفِي رِوَايَةٍ يَتَّكِئُ عَلَيَّ) وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ -

(২৫) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) তাঁর মাথা আমার কোলে রাখতেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে, আমাকে হেলান দিয়ে বসতেন।) আমার স্রাবাবস্থায় তারপর কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٦) عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ إِنِّيْ قَدْ أَحْدَثْتُ، فَقَالَ اَوْ حَيْضَتُكِ فِيْ يَدِكِ؟

(২৬) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) আয়িশা (রা)-কে বলেছেন, আমাকে মসজিদ থেকে জায়নামাযটি এনে দাও। তিনি বললেন, আমি তো ঋতুবতী হয়েছি। তখন তিনি বললেন, তোমার স্রাব কি তোমার হাতে? [হাদীসটি সহীহ্। মুসলিম শরীফে হাদীসটি আয়িশার হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।]

(٢٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ قُلْتُ إِنِّيْ حَائِضٌ، قَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ -

(২৭) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) (আমাকে) বললেন, (ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে) মসজিদ থেকে জায়নামাযটি আমাকে এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার স্রাব বা ঋতু তোমার হাতে নয়। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٨) وَعَنْهَا إِيْضًا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْجَارِيَةِ وَهُوَفِي الْمَسْجِدِ نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ، قَالَتْ أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا فَيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ اِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا -

(২৮) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) মসজিদের অভ্যন্তরে থাকা অবস্থায় এক দাসীকে বললেন, আমাকে জায়নামাযটি দাও। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তা বিছিয়ে তার উপর নামায পড়তে চেয়েছিলেন। তখন সে বললো, আমি তো ঋতুবতী। তখন মহানবী (সা) বললেন, তার স্রাব তার হাতে নয়।

'[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীস আমি আর কোথাও পাই নি। তবে এ রকম একটা হাদীস হাইসুমী উল্লেখ করে বলেন, হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٦) بَابٌ فِيْ طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ وَثَوْبِهَا حَاشَا مَوْضِعَ الدَّمِ مِنْهَا -

(৬) অধ্যায় ঃ ঋতুবতী মহিলার শরীর ও কাপড়-চোপড় পবিত্র। এতদুভয়ের রক্তের স্থান ব্যতীত

(٢٩) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بِتُّ بِآلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَعَلَيْهِ طَرَفُ اللِّحَافِ وَعَلَى عَائِشَةَ طَرَفُهُ وَهِيَ حَائِضٌ لاَ تُصَلِّيْ -

(২৯) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর পরিবারের সাথে একরাত ঘুমালাম। রাসূল (সা) রাতে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তখন লেপের একপ্রান্ত থাকল তাঁর শরীরে আর অপর প্রান্ত থাকল আয়িশার শরীরের উপর। তিনি তখন ঋতুস্রাবের কারণে নামায পড়ছেন না।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি অন্য কোথাও দেখি নি। হাইসুমী বলেছেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(৩০) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا نَائِمَةٌ اِلٰى جَنْبِهِ فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ ثِيَابُهُ وَاَنَا حَائِضٌ ـ

(৩০) আবদুল্লাহ ইবন্ শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর স্ত্রী মাইমূনা (রা)-কে বলতে শুনেছি। রাসূল (সা) রাত্রে উঠে নামায পড়তেন। তখন আমি তার পাশে শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজদা দিতেন তখন তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগতো। তখন আমি ঋতুবতী। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী।]

(৩১) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا طَرَقَتْهَا الْحَيْضَةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فَأَشَارَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ وَفِيْهِ دَمٌ فَأَشَارَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَغْسِلِيْهِ فَغَسَلَتْ مَوْضِعَ الدَّمِ ـ ثُمَّ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَالِكَ الثَّوْبَ فَصَلَّى فِيْهِ ـ

(৩১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) নামায পড়ছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর ঋতুস্রাব শুরু হলো। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ দিকে ইঙ্গিত করলেন একটি কাপড় দ্বারা যাতে রক্ত ছিল। তখন রাসূল (সা) নামাযে থেকেই তাকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওটা ধুয়ে ফেল। তখন আয়িশা (রা) রক্তের স্থানটি ধুয়ে নিলেন। তারপর রাসূল (সা) ঐ কাপড়টি নিলেন এবং তাতে নামায পড়লেন।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি অন্য কোথাও পাই নি। এর সনদে ইবন্ লাহীয়া রয়েছেন। তবে পরবর্তী হাদীস এর সমর্থন করে।]

(৩২) وَعَنْهَا اَيْضًا قَالَتْ كُنْتُ اَبِيْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ ـ قَالَتْ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّيْ شَيْئٌ غَسَلَهُ لَمْ يَعْدُ مَكَانَهُ وَصَلَّى فِيْهِ ـ

(৩২) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূল (সা)-এর সাথে একই কাপড়ের নীচে ঘুমাতাম। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় আমার কোন রক্ত যদি তাঁর কাপড়ে লাগত তিনি তখন কেবল রক্তের স্থানটুকু ধুয়ে নিতেন। তার বাইরে ধুইতেন না এবং সে কাপড়ে নামায পড়তেন।

[নাসায়ী ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। এর সনদ নির্ভরযোগ্য।]

(৭) بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ

(৭) পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী ও সন্তান প্রসবোত্তর রক্ত স্রাবগ্রস্তা মহিলাদের গোসল করার নিয়ম পদ্ধতি

(৩৩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا إِنَّ إِمْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ خُذِيْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِيْ بِهَا، قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ تَوَضَّئِيْ بِهَا، قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ ثُمَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَبِّحْ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ تَوَضَّئِ بِهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَطِنْتُ لِمَا يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا اِلَىَّ فَاَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (وَمِنْ طَرِيْقٍ اُخَرَ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةُ بِنْتِ شَيْبَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيْضِ قَالَ تَأْخُذُ إِحْدَا كُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُوْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا، قَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِيْ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَالِكَ تَتَبَّعِى اَثَرَ الدَّمِ، وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، قَالَ تَأْخُذِى مَاءَكِ فَتَطَهَّرِيْنَ فَتُحْسِنِيْنَ الطُّهُوْرَ اَوْ أَبْلِغِى الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُوْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ اَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِى الدِّيْنِ ـ

(৩৩) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী (সা)-এর কাছে আসলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি (স্রাব থেকে) পবিত্র হবার পর কিভাবে গোসল করবো? তিনি বললেন, মেশক মিশ্রিত এক টুকরা কাপড় বা তুলা নাও তারপর তার দ্বারা পরিষ্কার কর। মহিলাটি বললেন, সেটা দ্বারা কিভাবে পরিষ্কার করব? তখন রাসূল (সা) সুবহানাল্লাহ বললেন এবং (লজ্জায়) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, ওটা দ্বারা পরিষ্কার করবে। আয়িশা (রা) বলেন, তখন আমি বুঝলাম রাসূল (সা) কী বুঝাতে চাচ্ছেন। তখন আমি তাঁকে ধরলাম এবং আমার দিকে টেনে আনলাম। তারপর রাসূল (সা) কী বুঝাতে চাচ্ছেন তা বললাম, (অপর এক সূত্রে আছে।) ইব্রাহীম ইবন্ মুহাজির থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সাফিয়া বিনতে শাইবাকে আয়িশা (রা) থেকে বলতে শুনেছি যে, আসমা (রা) রাসূল (সা)-কে ঋতুস্রাবের গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা যে কেউ তার পানি ও বদরী বৃক্ষের পাতা নিয়ে পাক-পবিত্র হবে। ভাল করে পবিত্র হবে। অতঃপর তার মাথার উপর পানি ঢেলে দিবে এবং ভাল করে ঢেলে দিবে। যাতে মাথার চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। তারপর তার উপর পানি ঢেলে দিবে। তারপর সুগন্ধ মিশ্রিত এক টুকরা কাপড় বা তুলা নিবে তার দ্বারা পরিষ্কার করবে। আসমা বলেন, সেটা দ্বারা কিভাবে পরিষ্কার করব? রাসূল (সা) বললেন, সুবহানাল্লাহ তার দ্বারা পরিষ্কার করবে। তখন আয়িশা উক্ত মহিলাকে একটু মৃদু স্বরে বললেন, যেন তিনি লুকাচ্ছেন। রক্তের স্থান অনুসরণ করবে, (মেশক দিয়ে মুছবে) (আসমা) তাঁকে রাসূল (সা) জানাবতের গোসল সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, তোমার গোসলের পানি নিয়ে পবিত্র হবে। (অর্থাৎ ওযূ করবে।) ভাল করেই পবিত্র হবে। অথবা বললেন, উত্তমভাবে পবিত্র হবে। তারপর তাঁর মাথার উপর পানি ঢেলে দিবে। তারপর মাথা ঘষবে যাতে চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। তারপর মাথার উপর পানি ঢেলে দিবে। আয়িশা (রা) বলেন, উত্তম নারী হলেন, আনসারী নারীরা। লজ্জা-শরম তাঁদেরকে দীনী বিষয়ে প্রজ্ঞা অর্জনে বাধা দিতে পারে নি। [বুখারী, মুসলিম, শাফেয়ী, দারু কুতনী, আবূ দাউদ নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٤) عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْاَنْصَارِ فَاَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ، وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوْفًا وَقَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ سُوْرَةُ النُّوْرِ عَمَدْنَ اِلَى حُجَزٍ اَوْ حُجُوْزِ مَنَاطِقِهِنَّ فَشَقَّقْنَهُ ثُمَّ اتَّخَذْنَ مِنْهُ خُمُرًا، وَاَنَّهَا دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِى عَنِ الطُّهُوْرِ مِنَ الْحَيْضِ، فَقَالَ نَعَمْ، لِتَأْخُذْ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَذَكَرَتْ نَحْوَالْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّمِ ـ

(৩৪) সাফিয়া বিনতে শাইবা থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনসারী মহিলাদের কথা উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করলেন এবং তাদের সম্বন্ধে ভাল মন্তব্য করলেন এবং বললেন, যখন সূরা নূর অবতীর্ণ হয় তখন তারা তাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে তা দ্বারা ওড়না তৈরি করেছেন। তাদেরই এক মহিলা রাসূল (সা) -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হবার নিয়মাবলী সম্বন্ধে অবগত করুন। তখন রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের যে কেউ তার গোসলের পানি ও বদরী (Lotus) পাতা নিবে। তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বললেন। [বুখারী, আবূ দাউদ ও ইবন্ আবূ হাতেম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٨) بَابٌ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَبْنِىْ عَلَى عَادَتِهَا وَفِىْ وُضُوْهَا لِكُلِّ صَلاَةٍ ـ

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ মুস্তাহাযা ও (অসুস্থতাজনিত স্থায়ী স্রাবগ্রস্ত) মহিলারা তাদের পূর্বাভ্যাস এর উপর ভিত্তি করবে এবং প্রতি নামাযের জন্য ওযূ করবে

(٣٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِى خَالَتِىْ فَاطِمَةُ بِنْتِ اَبِى حُبَيْشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ خَشِيْتُ اَنْ لاَ يَكُوْنَ لِىْ حَظٌّ فِى الْاِسْلاَمِ وَاَنْ اَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اَمْكُثُ مَاشَاءَ اللّٰهُ مِنْ يَوْمِ اَسْتَحَاضُ فَلاَ اُصَلِّى لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةً قَالَتِ اُجْلِسِى حَتَّى يَجِىْءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ تَخْشَى أَنْ لاَيَكُوْنَ لَهَا حَظٌّ فِى الْاِسْلاَمِ وَاِنْ تَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، تَمْكُثُ مَاشَاءَ اللّٰهُ مِنْ يَوْمِ تُسْتَحَاضُ فَلاَتُصَلِّى لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةً، فَقَالَ مُرِىْ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ فَلْتُمْسِكْ كُلَّ شَهْرٍ عَدَدَ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَّحْتَشِى وَتَسْتَثْفِرُ وَتَتَنَظَّفُ ثُمَّ تَطَهَّرُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّى فَاِنَّمَا ذَالِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ اَوْعِرْقٌ اُنْقَطَعَ اَوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا ـ

(৩৫) আবদুল্লাহ ইবন্ আবূ মুলাইকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খালা ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ আমাকে বলেছেন যে, আমি আয়িশা (রা)-এর কাছে গেলাম। গিয়ে তাঁকে বললাম, ইয়া উম্মুল মু'মিনীন! আমার ভয় হচ্ছে যে, ইসলামে আমার কোন অংশ থাকবে না। তাই আমি জাহান্নামবাসী হবো। (কারণ) যেদিন হতে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমার ইস্তিহাযা (লাগাতার রক্তস্রাব) আরম্ভ হয় সেদিন থেকে আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন নামায পড়ছি না। (একথা শুনে) আয়িশা (রা) বলেন, আপনি বসুন নবী (সা) না আসা পর্যন্ত। যখন নবী (সা) আসলেন, তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইনি হচ্ছেন ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ। তিনি ভয় পাচ্ছেন যে, ইসলামে তার কোন অংশ থাকবে না এবং তিনি জাহান্নামী হবেন। (কারণ) তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় যেদিন থেকে ইস্তাহাযাগ্রস্ত হন সে দিন থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আর কোন নামায পড়েন না। তখন মহানবী (সা) বলেন, তুমি ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশকে বলো, সে যেন প্রতিমাসের তাঁর ঋতু স্রাবের কয়টা দিন অপেক্ষা করে তারপর গোসল করে এবং লজ্জাস্থানে কাপড় ও তুলা বেঁধে নেয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। তারপর প্রতি নামাযের জন্য ওযূ করে নেয়। তারপর নামায আদায় করে। কারণ এই স্রাব হলো শয়তানের একটা আঘাতের ফলে। অথবা বিচ্ছিন্ন একটা রগ কিংবা ব্যাধি যার সে শিকার।

[বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত, এ হাদীসের সনদে উসমান ইবন্ সাঈদ নামক এক রাবী আছেন যার সম্বন্ধে কেউ নির্ভরযোগ্য বলেন আবার কেউ নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٦) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِيْ اِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلَاتُصَلِّيْ فَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ تَطَهَّرِيْ ثُمَّ صَلِّى مَابَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ۔

(৩৬) উরওয়া ইবন্ যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ (রা) রাসূল (সা)-এর কাছে আসলেন। তারপর তাঁর কাছে দীর্ঘস্থায়ী রক্তস্রাবের ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, এটা হলো একটা রগ। তুমি দেখ যখন তোমার ঋতুস্রাবের সময় আসবে তখন নামায পড়বে না। আর যখন ঋতুস্রাবের সময় চলে যাবে তখন পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর এক ঋতুস্রাব হতে অপর ঋতুস্রাব পর্যন্ত মধ্যের সময় নামায পড়বে। [ইবন্ মাজাহ ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٣٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّيْ اِسْتُحِضْتُ فَقَالَ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ ثُمَّ اِغْتَسِلِيْ وَتَوَضَّئِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ۔

(৩৭) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ রাসূল (সা)-এর কাছে আসলেন। তারপর বললেন, আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়েছি। রাসূল (সা) উত্তরে বললেন তোমার ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে তারপর গোসল করে নিবে এবং প্রতি নামাযের জন্য ওযূ করবে, এমন কি ছাটাইয়ের উপর রক্তের ফোঁটা পড়লেও। [ইবন্ মাজাহ, বাইহাকী, তিরমিযী আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٨) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ إِمْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِيْ وَالْأَيَّامِ الَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا بَلَغَتْ ذَالِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّيْ۔

(৩৮) সুলায়মান ইবন্ ইয়াসার নবী (সা)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা)-এর যুগে এক মহিলার একটানা রক্তস্রাব হত। তার ব্যাপারে রাসূলের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর কাছে ফাতাওয়া চাইলেন। তখন তিনি বললেন, মাসের যে কয়দিন ও রাত তার ঋতুস্রাব হত সে কয়দিন অপেক্ষা করবে। আর যখন এ কয়দিন শেষ হবে তখন গোসল করবে। তারপর একটা কাপড় দ্বারা লজ্জাস্থান বাঁধবে। তারপর নামায পড়তে থাকবে। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ, শাফেয়ী ইত্যাদি।]

(٣٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَإِنَّهَا اسْتُحِيْضَتْ فَلَا تَطْهُرُ فَذَكَرَتْ شَأْنَهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِيْ كَانَتْ تَحَيَّضُ لَهُ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَتَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَالِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلْتُصَلِّ۔

(৩৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে উম্মে হাবিবা বিনতে জাহশ ছিলেন আবদুর রহমান ইবন্ আওফের স্ত্রী। তার এরূপ একটানা রক্তস্রাব আরম্ভ হলো যে, তিনি আর পাক পবিত্র হতে পারছিলেন না। তার ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্‌র

কাছে উল্লেখ করা হলো। তখন রাসূল (সা) বললেন এটা ঋতুস্রাব নয়। এটা হলো জরায়ুর এক ক্ষত। যে কয়দিন ঋতুগ্রস্ত হতো সে কয়দিন অপেক্ষা করবে। সে কয়দিন নামায ছেড়ে দিবে। তারপর প্রতি নামাযের জন্য গোসল করে নামায পড়বে।

[বাইহাকী ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। মুসলিম শরীফেও হাদীসটি আছে তবে তাতে আছে, তিনি স্বেচ্ছায় প্রতি নামাযের জন্য গোসল করতেন।]

(٩) بَابٌ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْمَلُ بِالتَّمِيْزِ -

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা পার্থক্য বুঝতে পারলে সে মতে আমল করবে

(٤٠) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اُسْتَحِيْضَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِىَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِيْنَ فَشَكَتْ ذَالِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ صَلِّى قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّى، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِى مِرْكَنٍ لِاُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُوا الْمَاءَ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ أُخَرَ) أَنَّهَا قَالَتِ إِسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّى اُسْتَحَاضُ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ صَلِّى فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ لَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ اِنَّمَا فَعَلَتْهُ هِىَ -

(৪০) নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবিবা বিনতে জাহ্‌শ তিনি আবদুর রহমান ইবন্ আওফের স্ত্রী সাত বছর রক্তস্রাবগ্রস্ত ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করলেন। তখন নবী (সা) বললেন, এটা কোন হায়েয বা ঋতুস্রাব নয়। এটা হলো একটা রগ। যখন ঋতুস্রাব শুরু হবে তখন নামায পড়া ছেড়ে দিবে। আর ঋতুস্রাবের সময় চলে যাবে তখন গোসল করবে। তারপর নামায পড়বে। আয়িশা (রা) বলেন, এরপর থেকে তিনি প্রতি নামাযের জন্য গোসল করতেন তারপর নামায পড়তেন। তিনি তাঁর বোন যাইনাব বিনতে জাহশের একটা বড় গামলায় বসতেন। তাঁর এত স্রাব হতো যে, মলার পানি লাল হয়ে যেত। (অপর এক সূত্রে তার থেকে আরও বর্ণিত আছে।) তিনি বলেন উম্মে হাবিবা বিনতে জাহ্‌শ রাসূল (সা) এর কাছে ফাত্‌ওয়া চাইলেন। তিনি বললেন, আমার রক্তস্রাব হচ্ছে। রাসূল (সা) বললেন, এটা হলো একটা রগ। (এরূপ হলে) তুমি গোসল করে নামায পড়ে নিবে। এরপর থেকে তিনি প্রতি নামাযের জন্য গোসল করতেন। ইবন্ শিহাব বলেন্ নবী (সা) তাকে প্রতি নামাযের সময় গোসল করতে আদেশ করেন নি। তিনি নিজেই তা করতেন।

[বুখারী, মুসলিম, শাফেয়ী ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(١٠) بَابٌ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِى جَهِلَتْ عَادَتَهَا وَلَمْ تَمِيْزْ، مَاذَا تَفْعَلُ -

(১০) পরিচ্ছেদ ঃ যে ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা তার পূর্বে ঋতুস্রাবের নিয়মের কথা জানে না এবং স্রাবও পৃথক করতে পারছে না এমতাবস্থায় সে কি করবে?

(٤١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيْدَةً كَثِيْرَةً فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيْهِ وَأُخْبِرُهُ

فَوَجَدْتُهُ فِى بَيْتِ أُخْتِى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِى اِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ وَمَاهِىَ؟ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَاتَرَى فِيْهَا؟ قَدْ مَنَعَتْنِى الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ قَالَ اَنْعَتُ لَكَ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ، قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِى قَالَتْ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ لَهَاسَآ مُرُكِ بِاَمْرَيْنِ اَيُّهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ اَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْاٰخَرِ، وَفَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ، فَقَالَ لَهَا اِنَّمَا هٰذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِى سِتَّةَ اَيَّامٍ اِلٰى سَبْعَةٍ فِى عِلْمِ اللّٰهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِىْ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ فَصَلِّى اَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامَهَا وَصُوْمِىْ، فَاِنَّ ذَالِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَالِكَ فَافْعَلِىْ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ كَمَاتَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَاِنْ قَوِيْتِ عَلٰى اَنْ تُؤَخِّرِيْ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ ثُمَّ تُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِى، وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّيْنَ، وَكَذَالِكَ فَافْعَلِى وَصَلِّى وَصُوْمِى اِنْ قَدَرْتِ عَلٰى ذَالِكَ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ -

(৪১) ইমরান ইবন্ তালহা তাঁর মা হাসনা বিনতে জাহাশ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার প্রচুর রক্তস্রাব হতো। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে আসলাম তার কাছে এ প্রসঙ্গে ফাতওয়া চাইতে এবং তাকে জানাতে। তখন তাঁকে আমার বোন যাইনাব বিনতে জাহাশ্‌র ঘরে পেলাম। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার কাছে আমার একটা প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার প্রচুর রক্তস্রাব হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আপনি কি বলেন? তা আমাকে নামায রোযা থেকে বিরত রেখেছে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে ফুরসফ অর্থাৎ তুলা ব্যবহারের কথা বলছি তা তোমার রক্ত বন্ধ করবে। তিনি বললেন, এ স্রাব অত্যধিক, তুলা তা বন্ধ করতে পারবে না। রাসূল (সা) বলেন, আমি তোমাকে দু'টি নির্দেশ দিব। এতদুভয়ের যে কোন একটা আদেশ পালন করলেই দ্বিতীয়টাও আদায় হয়ে যাবে। আর যদি উভয় আদেশ পালন করতে পারো তাহলে তুমিই তা ভাল জান। তারপর তাকে বললেন, এটা শয়তানের একটা আঘাত। তুমি ছয় থেকে সাতদিন পর্যন্ত আল্লাহর জানা মতে হায়েয (ঋতুস্রাব) পালন করবে। অতঃপর গোসল করে নিজে যখন তোমার মনে হবে যে, তুমি পবিত্র হয়েছ। আর তোমার ইয়াকীন ও বিশ্বাস হবে যে, তুমি পূত-পবিত্র হয়েছ তখন থেকে চব্বিশ বা তেইশ দিন ও রাত পর্যন্ত নামায পড়বে এবং রোযা রাখবে, এটা তোমার জন্য যথেষ্ট। প্রতি মাসেই এরূপ করবে। যেমন অন্যান্য নারীর ঋতুস্রাব হয়, যেমনি তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পাক-পবিত্র হয়। তেমনি তুমিও পাক-পবিত্র হবে।) (আর দ্বিতীয় পথটি হল) আর যদি তুমি যোহরের নামাযকে বিলম্ব ও আছরের নামাযকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পার তাহলো গোসল করে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়বে। অতঃপর মাগরিবের নামায বিলম্ব করবে আর এশার নামাযকে এগিয়ে নিয়ে আসবে তারপর গোসল করে এতদুভয় নামাযকে একত্রে আদায় করতে পার তাহলে তা-ই করবে। আর ফজরের সময় গোসল করেই নামায পড়বে। এভাবেই সব সময় নামায পড়বে ও রোযা রাখবে। যদি তা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়। (রাবী ইমরান) বলেন, রাসূল (সা) বলেছিলেন, এতদুভয়ের মধ্যে শেষোক্ত পদ্ধতিটাই আমার কাছে অধিক প্রিয়।

[শাফেয়ী আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্ দার কুতনী, মালেক ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন। আরও বলেন, আমি এ হাদীস সম্বন্ধে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেন। ইমাম আহমদ ও হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١١) بَابُ حُجَّةُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اِنْ قَدِرَتْ ـ

(১১) পরিচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলারা সম্ভব হলে প্রতি নামাযের জন্য গোসল করবে বলে যারা বলেন তাদের দলীল

(٤٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ سَلَمَةَ (وَفِى رِوَايَةٍ سُهَيْلَةَ) بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو أُسْتُحِيْضَتْ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَالِكَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَالِكَ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَالصُّبْحِ بِغُسْلٍ ـ

(৪২) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালামা (অপর এক বর্ণনা মতে সুহাইলা) বিনতে সোহাইল ইবন্ আমর, এর রক্তস্রাব আরম্ভ হয়। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহর কাছে এসে তাঁকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন। তখন রাসূল (সা) তাকে প্রতি নামাযের সময় গোসল করার আদেশ করেন। যখন তার পক্ষে তা করা কষ্টকর হল তখন তাকে যোহর আসর এর নামায এক গোসলে একত্রিত করতে এবং আর মাগরিব এশাকে এক গোসলে একত্রিত করতে আদেশ করেন। আর সকালের নামায এক গোসলে পড়তে আদেশ করলেন।

[বাইহাকী ও আবূ দাউদ। মানযিরী বলেন, এর সনদে মুহাম্মদ ইবন্ ইসহাক রয়েছেন তার হাদীস গ্রহণের সম্বন্ধে বিতর্ক রয়েছে।]

(٤٣) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً سَأَلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ عَانِدٌ، وَأُمِرَتْ اَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا ـ

(৪৩) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহর যুগে এক ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা (ইস্তিহাযা সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তাকে বলা হলো, এ হলো এক ব্যাড়া রগের কারসাজী এবং তাকে আদেশ করা হলো জোহরের নামায বিলম্ব করতে আর আসরের নামায এগিয়ে নিয়ে আসতে তারপর একবার গোসল করতে। তারপর নামায পড়তে। আর মাগরিবের নামায বিলম্ব করতে আর এশার নামায এগিয়ে নিয়ে এসে এতদুভয়ের জন্য একবার গোসল করতে (তারপর নামায পড়তে) আর সকালের নামাযের জন্য একবার গোসল করতে।

[নাসায়ী আবূ দাউদ ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসে সকল রাবী নির্ভরযোগ্য বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী।]

(١٢) بَابٌ فِى الْإِسْتِحَاضَةِ لَاتَمْنَعُ شَيْئًا مِنْ مَوَانِعِ الْحَيْضِ ـ

(১২) পরিচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলাদের জন্য যা নিষিদ্ধ তার কিছুই নিষিদ্ধ নয়

(٤٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُصَلِّى الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ ـ

(৪৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন, ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলারা নামায পড়তে থাকবে এমনকি বিছানায় রক্তের ফোঁটা পড়তে থাকলেও।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন। এ হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। তবে তার সনদ উত্তম।]

(٤٥) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ إِعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِىَ تُصَلِّى ـ

(৪৫) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) -এর সাথে তাঁর জনৈকা স্ত্রী ইস্তিহাযাগ্রস্ত অবস্থায় ইতিকাফ করেন। তখন তিনি হলুদ ও লাল স্রাব দেখতেন। কখনও কখনও আমরা তাঁর নামায পড়াবস্থায় তাঁর নীচে তস্তরী রেখে দিতাম। [বুখারী, আবু দাউদ ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٦) وَعَنْهَا أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَايُرِيْبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ أَوْ قَالَ عُرُوْقٌ ـ

(৪৬) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, যে মহিলা স্রাব থেকে পবিত্র হবার পর এমন কিছু দেখতে পায় যা তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে সে প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেছেন, তাহলো একটা রগ অথবা বললেন, কয়েকটি রগ। [আবূ দাউদ ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(١٣) بَابٌ فِيْ مُدَّةِ النِّفَاسِ وَأَحْكَامِهِ ـ

(১৩) পরিচ্ছেদ ঃ নিফাসের (প্রসবোত্তর স্রাবের) মেয়াদ ও তার বিধি বিধান প্রসঙ্গে

(٤٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً شَكَّ أَبُوْخَيْثَمَةَ وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوْهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ ـ

(৪৭) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে নিফাস অবস্থায় মহিলারা তাদের নিফাস আরম্ভ হবার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। অথবা চল্লিশ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। আর আমরা আমাদের মুখমণ্ডলের উপর ওয়ারসের রং এর প্রলেপ দিতাম।

[দারু কুতনী, বাইহাকী, মালেক, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ্।]

(٣) كِتَابُ التَّيَمُّمِ

(৩) তায়াম্মুম অধ্যায়

(١) بَابٌ فِيْ سَبَبِ مَشْرُوْعِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَصِفَاتِه ـ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম বৈধ হবার কারণ ও তার নিয়ম পদ্ধতি প্রসঙ্গে

(١) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِأُوْلَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسَ إِبْتِغَاءَ عِقْدِهَا وَذَالِكَ حِيْنَ أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوْا بِأَيْدِيْهِمُ الْاَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوْا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُوْنِ أَيْدِيْهِمْ إِلَى الْأَبَاطِ وَلَا يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَابَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهِ مَاعَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ ـ

(১) আম্মার ইবন্ ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) সেনাবাহিনীর প্রথম দলকে নিয়ে শেষ রাত্রে বিশ্রাম করলেন। তখন তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা) ছিলেন। তখন তাঁর (আয়িশার) একটা যফারে নির্মিত লকেট বিশিষ্ট একটা হার ছিঁড়ে পড়ে গেল। হারটি তালাশ করার জন্য লোকজন থেমে রইলেন। এটা যখন ফজরের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল তখনকার ঘটনা। তখন লোকজনের সাথে পানি ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্র হবার অনুমতি সম্বলিত আয়াত নাযিল করলেন। তখন মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ্র সাথে গেলেন, অতঃপর তারা মাটিতে তাদের হাত মারলেন। তারপর হাত তুললেন। কোন মাটি হাতে নিলেন না। এ হাত দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল ও হাত কাঁধ পর্যন্ত মাস্হ করলেন। আর হাতের পেট দ্বারা বগল পর্যন্ত মাস্হ করলেন। (রাবী বলেন,) এ বিষয়ে মানুষদের কর্ম ধর্তব্য নয়। আমরা শুনেছি যে, আবূ বকর (রা) আয়িশা (রা)-কে বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি জানতাম না যে, তুমি (আল্লাহ্র কাছে) বরকতময়।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, শাফেয়ী ইবন্ মাজাহ্। বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ثَنَا شَقِيْقٌ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ) وَأَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيْ فَقَالَ أَبُوْمُوْسَى لِعَبْدِ اللّٰهِ لَوَانَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لَمْ يُصَلِّ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَا، فَقَالَ أَبُوْمُوْسَى أَمَا تَذْكُرُ اِذْ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ أَلَا تَذْكُرُ إِذْ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكَ فِيْ إِبِلٍ فَأَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ هٰكَذَا وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اِلَى

الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ جَمِيْعًا وَمَسَحَ وَجْهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ بِذَالِكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْمُوْسَى فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِى سُوْرَةِ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا، قَالَ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللّٰهِ مَايَقُوْلُ وَقَالَ لَوْرَخَّصْنَا لَهُمْ فِى التَّيَمُّمِ لَأَوْشَكَ أَحَدُهُمْ إِنْ بَرَدَ الْمَاءُ عَلَى جِلْدِهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ قَالَ عَفَّانُ وَأَنْكَرَهُ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ فَسَأَلْتُ حَفْصَ ابْنَ غِيَاثٍ فَقَالَ كَانَ الْأَعْمَشُ يُحَدِّثُنَا بِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَذَكَرَ أَبَا وَائِلٍ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِىْ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًامَعَ أَبِىْ مُوْسَى وَعَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ فَقَالَ أَبُوْمُوْسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَدْ أَجْنَبَ شَهْرًا مَاكَانَ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ لَا وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا (فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّمِ وَفِيْهِ) قَالَ لَهُ أَبُوْمُوْسَى أَلَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ عَمَّارٍ، بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ (وَفِيْهِ) قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَبِىْ وَقَالَ أَبُوْمُعَاوِيَةَ مَرَّةً، قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِيْنِهِ وَيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِىْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُوْمُوْسَى لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِنْ لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ لَانُصَلِّىْ؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ نَعَمْ إِنْ لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ وَلَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِى هٰذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هٰكَذَا يَعْنِى تَيَمَّمَ وَصَلَّى، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّىْ لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ۔

(২) আমাদেরকে আব্দুল্লাহ্ বলেছেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, আমাদেরকে আফ্ফান বলেছেন, আমাদেরকে আবদুল ওয়াহিদ বলেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সুলাইমান আল আমাশ বলেছেন, আমাদেরকে বলেছেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ (অর্থাৎ ইবন্ মাসউদ) এবং আবূ মূসা আশ‘আরীর সাথে বসাছিলাম। তখন আবূ মূসা আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাসউদকে বললেন, কোন লোক যদি পানি না পায় সে কি নামায পড়বে না? তখন আব্দুল্লাহ্ বলেন, না। একথা শুনে আবূ মূসা বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই আম্মার (রা) উমর (রা)-কে বলেছিলেন যে, আপনার কি স্মরণ নেই যে, রাসূল (সা) আমাকে ও আপনাকে একটা উট খুঁজতে পাঠিয়ে ছিলেন। তখন আমার জানাবত হলো, তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি করেছিলাম। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্র কাছে ফিরে আসলাম তাঁকে এ কথা শুনিয়েছিলাম। তখন রাসূল (সা) হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমার তো এ রকম করলেই চলতো। তারপর তাঁর হাত দু'টি মাস্হ করলেন আর একবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মাস্হ করলেন একবার। একথা শুনে আব্দুল্লাহ্ বললেন, যেমন বলেছ তেমনটি নয়। আমার মনে হয় না যে, উমর একথা মেনে নিয়েছিলেন। রাবী বলেন, তখন আব্দুল্লাহকে আবূ মূসা বললেন, তাহলে সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতের কি ব্যাখ্যা করবেন فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا 'আর যদি পানি না পাও তখন পাক পবিত্র মাটি ব্যবহার করবে'। রাবী বলেন, তখন এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ্ কি বলবেন বুঝতে পারলেন না, এবং বললেন, আমরা যদি তাদেরকে তায়াম্মুম করার সুযোগ দেই

তাহলে তাদের যে কেউ তার চামড়ার উপর পানি ঠাণ্ডা অনুভব হলে তখন সে তায়াম্মুম করবে। আফ্ফান বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবন্ সাঈদ সাকীক থেকে আ'মাশের এ বর্ণনাটি অস্বীকার করেছেন। রাবী বলেন, তখন আমি হাফছ ইবন্ গিয়াসকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বলেন আম'শ এ হাদীসটি আমাদেরকে সালামা ইবন্ সুহাইল-এর সূত্রে শুনিয়েছেন এবং আবূ ওয়ায়েলের কথাও উল্লেখ করেছেন।

(দ্বিতীয় এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) আমাদেরকে আবদুল্লাহ বলেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ মুয়াবিয়া বলেছেন, আমাদেরকে আ'মশ শাফীক থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা ও আবদুল্লাহ (ইবন্ মাসউদ)-এর সাথে বসা ছিলাম। তিনি বলেন, তখন আবূ মূসা বললেন, হে আবদুর রহমানের বাবা, আপনি বলুন কোন লোক জানাবত সম্পন্ন হবার পর এক মাস পর্যন্ত পানি না পায় সে কি তায়াম্মুম করবে না? তিনি বললেন, না। এমন কি এক মাস পানি না পেলেও। (তারপর পূর্বের হাদীসের মত বাকি কথাগুলো আলোচনা করলেন। তাতে আরও আছে।) আবূ মূসা তাঁকে বললেন, আপনি আম্মারের কথা শুনেন নি? রাসূল (সা) আমাকে এক প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আমি জনাবত সম্পন্ন হই। কিন্তু পানি পাই নি। তাই মাটিতে গড়াগড়ি করি যেভাবে পশুরা গড়াগড়ি করে। তারপর রাসূল (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে একথা শুনালাম। তখন তিনি বললেন, তোমার কেবল এ রকম করলেই যথেষ্ট হত। তারপর তাঁর হাত মাটিতে মারলেন, তারপর এক হাত দ্বারা অপর হাত মাস্হ করলেন। তারপর তাঁর উভয় হাত দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল মাস্হ করলেন। (সে হাদীসে আরও আছে।) (আবূ আবদুর রহমান (ইমাম আহমদের ছেলে আবদুল্লাহ।) বলেন, আমার বাবা বলেছেন, একবার রাবী আবূ মুয়াবিয়াও বলেন, তখন তিনি তাঁর হাত মাটিতে মারলেন, তারপর বাম হাত ডান হাতের উপর মারলেন আর ডান হাত বাম হাতের উপর মারলেন। দু'হাতের কবজির উপর মারলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল মাস্হ করলেন।

(তৃতীয় এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) আবদুল্লাহ বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন। আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবন্ জাফর বলেছেন, আমাদেরকে শা'বা সুলাইমান থেকে। তিনি আবূ ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেন। আবূ মূসা আবদুল্লাহ ইবন্ মাসউদকে বলেছেন, আমরা যদি পানি না পাই তাহলে কি নামায পড়বো না? তিনি বলেন, তখন আবদুল্লাহ (ইবন্ মাসউদ) বলেন, হ্যাঁ, আমরা এক মাস পর্যন্ত পানি না পেলেও নামায পড়বো না। আমরা যদি তাদেরকে এ বিষয়ে অনুমতি দিই তাহলে তাদের কেউ ঠাণ্ডা অনুভব করলে তাহলে তারা এরূপ করবে অর্থাৎ তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, তাহলে আম্মার উমর (রা)-কে উদ্দেশ্যে করে কথা বলার কি অর্থ হবে? তিনি উত্তরে বলেন, আমার মনে হয় না উমর (রা) আম্মারের কথায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

[বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلاَ نَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ أَمَّا اَنَا فَلَمْ اَكُنْ لاُصَلِّىَ حَتَّى اَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الْإِبِلَ فَتَعْلَمُ اَنَّنَا أَجْنَبْنَا قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَإِنِّى تَمَرَّغْتُ فِى التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَضَحِكَ، وَقَالَ كَانَ الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ كَافِيَكَ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ أَتَّقِ اللّٰهَ يَاعَمَّارُ قَالَ يَاأَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ مَاعِشْتُ أَوْمَا حَيْتُ، قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ، وَلَكِنْ نُوَلِّيْكَ مِنْ ذَالِكَ مَا تَوَلَّيْتَ ـ

(৩) আবদুর রহমান ইবন্ আব্‌যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা উমর (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর কাছে এক লোক এসে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আমরা এক মাস ও দু'মাস অপেক্ষা করে পানি পাই না। (এমতাবস্থায় কি করতে পারি?) উমর বললেন, আমি কিন্তু পানি না পাওয়া পর্যন্ত নামায পড়বো না। তখন আম্মার (রা) বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার স্মরণ আছে যে, আমরা অমুক স্থানে ছিলাম। আমরা সেখানে উট চরাতাম। আপনি জানেন যে, সেখানে আমরা জানাবতগ্রস্ত হয়েছিলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আম্মার বলেন, তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি করি। তারপর নবী (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে একথা বলি। তিনি তা শুনে হাসেন এবং বলেন, পাক-পবিত্র ভূপৃষ্ঠই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপর দু'হাত মাটিতে মারলেন, তারপর এতদুভয়ের উপর ফুঁ দিলেন, তারপর এতদুভয় দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ও হাতের কিছু অংশ মাস্‌হ করলেন। একথা শুনে উমর (রা) বললেন, হে আম্মার! আল্লাহকে ভয় করো। আম্মার বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি চান একথা আমি না বলি তাহলে আমি আজীবন বা আমৃত্যু তা বলবো না। উমর বললেন, আল্লাহর কসম, কখনো না। তুমি যে কথা বলার দায়িত্ব নিয়েছ, নিজ দায়িত্বেই সেকথা বলবে, (আমরা এর দায়িত্ব নেব না।) [বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি।]

(٤) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ (وَفِى لَفْظٍ) اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِى التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ الْكَفَّيْنِ -

(৪) আম্মার ইবন্ ইয়াসির থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-কে তায়াম্মুম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন, হাত দু'টি ও মুখমণ্ডল মাস্‌হ করার জন্য একবার (মাটিতে) হাত মারতে হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে।) নবী (সা) তায়াম্মুম সম্বন্ধে বলতেন, একবার হাত মারতে হবে মুখমণ্ডল ও হাত দু'টির জন্য।

[তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٥) عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يَسَّارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِىْ جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ اَبُوْجُهَيْمٍ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(৫) ইবন্ আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম উমাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি এবং আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসার রাসূল (সা) এর স্ত্রী মাইমূনার আযাদকৃত গোলাম এসে আবূ জোহাইম ইবন্ হারেছ ইবন্ সাম্মা আল্ আনসারী (রা)-এর বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। তখন আবূ জোহাইম বলেন, রাসূল (সা) জামল নামক কূপের দিক থেকে আসছিলেন। তখন এক লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, লোকটি তাঁকে সালাম জানালেন। রাসূল (সা) তাঁর সালামের জবাব দিলেন না। একটা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি মাস্‌হ করলেন। তারপর রাসূল (সা) তার সালামের জবাব দিলেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বাইহাকী, দারুকুতনী, শাফেয়ী ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত। ইবন্ হাজর বলেন, আবূ জোহাইম ও আম্মারের হাদীস ছাড়া তায়াম্মুম সংক্রান্ত সকল হাদীস দুর্বল অথবা বিতর্কিত।]

(٢) بَابُ إِشْتِرَاطِ دُخُوْلُ الْوَقْتِ لِلتَّيَمُّمِ وَمَايَتَيَمَّمُ بِهِ ـ

(২) অধ্যায় ঃ তায়াম্মুমের জন্য ওয়াক্ত শুরু হওয়া শর্ত এবং যেসব জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করা যায়

(٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِىْ بُعِثْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ، وَكَانَ النَّبِىُّ إِنَّمَا يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً، وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِى، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَسِيْرَةِ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، فَاَيُّمَا رَجُلٍ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ ـ

(৬) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেয়া হয় নি। আমাকে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সকল জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। পূর্বের নবীদেরকে শুধুমাত্র নিজ জাতির কাছেই প্রেরণ করা হত, আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সমস্ত মানুষের কাছে সাধারণভাবে। আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল করা হয় নি। একমাস পথের দূরত্ব থাকতেই আমাকে শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে পাক-পবিত্র ও নামাযের স্থান করা হয়েছে। যেখানেই যার নামাযের সময় হবে সে সেখানেই নামায পড়ে নিবে। [বুখারী মুসলিম ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٧) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُعِلَتْ الْاَرْضُ كُلُّهَا لِىْ وَلِأُمَّتِىْ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَاَيْنَمَا اَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ اُمَّتِى الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُوْرُهُ ـ

(৭) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, গোটা পৃথিবী আমার ও আমার উম্মতের জন্য নামায পড়ার স্থান ও পাক পবিত্র হবার উপাদান করা হয়েছে। আমার উম্মতের যে কোন লোকের যেখানেই নামাযের সময় হবে তখন তার সাথে থাকবে তার নামাযের স্থান এবং তার পবিত্র হবার উপাদান।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীস আমরা অন্য কোথাও পাই নি। এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا ـ

(৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমাকে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যাবলী দেয়া হয়েছে। আর আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে নামাযের স্থান ও পবিত্র হবার উপাদান করা হয়েছে।

[মুসলিম ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٩) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيْتُ مَالَمْ يُعْطَ اَحَدٌ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهُوَ؟ قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ، وَسُمِّيْتُ اَحْمَدَ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِىْ طَهُوْرًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِىْ خَيْرَ الْاُمَمِ ـ

(৯) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমাকে এমন সব জিনিস দান করা হয়েছে যা অপর কোন নবীকে দান করা হয় নি। তখন আমরা বল্লাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ তা কি? তিনি বললেন, আমাকে শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে। আমাকে পৃথিবীর চাবি দান করা হয়েছে। আমার নাম আহমদ রাখা হয়েছে। আমার জন্য মাটিকে পবিত্র করা হয়েছে। আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত করা হয়েছে।

[বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। হাইসুমী হাদীসটি হাসান ও সুয়ূতী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ وَكَانَ مِنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذَالِكَ أَنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ -

(১০) আমর ইবন্ শো'য়াইব থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর বাবার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন, আমার জন্য পৃথিবীকে নামাযের স্থান ও পবিত্র হবার উপাদান করা হয়েছে। যেখানেই আমার নামাযের সময় হবে সেখানেই আমি মাস্হ করে নামায আদায় করব। আমার পূর্বের লোকেরা এটা অবৈধ মনে করত। তারা কেবল তাদের মঠ এবং গির্জায় উপাসনা প্রার্থনা করতো।

[বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসের মূল বক্তব্য বুখারী ও মুসলিমে আছে।]

(١١) عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ فَأَقُولُ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ فَيَقُولُ وَمَايُدْرِينِي لَعَلِّي لَا إِبْلُغُهُ -

(১১) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) (বাড়ী হতে) বের হতেন। তারপর পেশাব-ইসতিন্জা করতেন। তারপর তায়াম্মুম করতেন। তখন আমি বলতাম, পানি সম্ভবত আপনার থেকে বেশী দূরে নয়। তখন তিনি বলতেন, আমি জানি না, সম্ভবত আমি সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না।

[তাবারানী ও ইসহাক ইবন্ রাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। এর সনদে ইবন্ লাহীয়া রয়েছে।]

(٣) بَابٌ فِي وُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ وَالْجُنُبِ اِذَا فَقَدَ الْمَاءَ وَاِنَّ مَكَثُوا شَهْرًا

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নেফাস সম্পন্ন মহিলা ও জানাবত সম্পন্ন ব্যক্তিরা এমনকি একমাস পর্যন্ত পানি না পেলেও তাদের উপর তায়াম্মুম করা ওয়াজিব

(١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ إِعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي اَكُونُ فِي الرَّمْلِ اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اَوْخَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَيَكُونُ فِينَا النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ فَمَا تَرَى؟ قَالَ عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ -

(১২) আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন মহানবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি মরুভূমিতে চার বা পাঁচ মাস পর্যন্ত থাকি। তখন আমাদের মধ্যে নেফাস সম্পন্ন, ঋতুবতী ও জানাবত ওয়ালা ব্যক্তিরা থাকেন এমতাবস্থায় আমাদের কি করতে বলেন? মহানবী (সা) বলেন, তোমাকে মাটি ব্যবহার করতে হবে। [আবূ ইয়ালা ও তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত। এর সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(١٣) عَنْ نَاجِيَةَ الْعَنَزِيِّ قَالَ تَدَارَأَ عَمَّارُ (بْنُ يَاسِرٍ) وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي التَّيَمُّمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ مَكَثْتُ شَهْرًا لَا أَجِدُ فِيهِ الْمَاءَ لَمَّا صَلَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ

اَمَا تَذْكُرُ إِذْكُنْتُ أَنَا وَاَنْتَ فِى الْإِبِلِ فَاجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ صَنَعْتُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ التَّيَمُّمُ ـ

(১৩) নাজিয়া আল্ আনাযী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আম্মার ইবন্ ইয়াসর ও আবদুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) তায়াম্মুম সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। তখন আবদুল্লাহ বললেন, আমি যদি এক মাস অপেক্ষা করি আর তাতে পানি না পাই তাহলেও নামায পড়বো না। তখন আম্মার তাকে বললেন, আপনার কি মনে নেই, আমি এবং আপনি যখন উট নিয়ে ছিলাম তখন আমি জানাবত ওয়ালা হলাম তখন মাটিতে পশুর মত গড়াগড়ি করলাম। আর যখন রাসূল (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম তখন রাসূল (সা)-কে যা করলাম সে সম্বন্ধে অবগত করলাম। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমার তো তায়াম্মুম করলেই চলতো।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি আর কোথাও পাইনি।]

(١٤) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَجْنَبَ رَجُلاَنِ فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ الْأٰخَرُ فَأَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا ـ

(১৪) তারিক ইবন্ শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'লোক জানাবত সম্পন্ন হয়। তখন এক লোক তায়াম্মুম করে নামায পড়লেন আর অপরজন নামায পড়লেন না। তারপর তারা উভয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে আসলেন (রাসূল তাদের কথা শুনে) তাদের কাউকে তিরস্কার করলেন না।

[নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত। আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, আহমদ বর্ণিত হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٤) بَابٌ فِى تَيَمُّمِ الْجُنُبِ لِلْجُرْحِ اَوْلِخَوْفِ الْبَرْدِ مَعَ وَجُوْدِ الْمَاءِ

(১৪) পরিচ্ছেদ ঃ কোন আঘাতের কারণে বা ঠাণ্ডার কারণে পানি পাওয়া সত্ত্বেও জানাবত সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক তায়াম্মুম করা

(١٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً اَصَابَهُ جُرْحٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَ بِالْاِغْتِسَالِ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالَ ـ

(১৫) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা)-এর যুগে এক লোক আঘাত পেলেন। তখন লোকটিকে গোসল করার জন্য আদেশ করা হলো। (লোকটি গোসল করলে) মারা যায়। এ খবর রাসূল (সা)-এর কাছে পৌঁছলে রাসূল (সা) বলেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। অজ্ঞরা কি প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারতো না?

[ইবন্ মাজাহ্ আবূ দাউদ, দারু কুতনী ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। ইবন্ হাসান হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(١٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ أَحْتَلَمْتُ فِىْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ فَاَشْفَقْتُ إِنْ أَغْتَسَلْتُ اَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِى صَلَاةَ الصُّبْحِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ يَاعَمْرُوصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَاَنْتَ جُنُبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَحْتَلَمْتُ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ

وَجَلَّ (وَلاَتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ـ

(১৬) আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন রাসূল (সা) তাকে যাতুস সালাসিল যুদ্ধের বছর (এক কাজে) পাঠালেন। তিনি বলেন, এক প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হল। তখন আমার ভয় হল যে, গোসল করলে মরে যাব। এ কারণেই আমি তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের নিয়ে ফজরের নামায পড়ে নিলাম। তিনি বলেন, যখন আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম তখন একথা তাঁকে শুনালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, আমর, তুমি কি তোমার বন্ধুদের নিয়ে জানাবতাবস্থায় নামায পড়েছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। তখন আমার ভয় হল আমি যদি গোসল করি তাহলে মারা যাব এবং আমার স্মরণ হল আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর কথা (তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াময়।) তখন আমি তায়াম্মুম করে নিলাম। তারপর নামায পড়ে নিলাম। একথা শুনে রাসূল (সা) হাসলেন। কিছুই বললেন না

[আবূ দাউদ, দারু কুতনী, ইবন্ হাব্বান ও হাফেজ কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি বুখারীও তালীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

(٥) بَابُ الرُّخْصَةُ فِى الْجِمَاعِ التَّيَمُّمِ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَبُطْلاَنِ التَّيَمُّمِ لِوُجُوْدِهِ ـ

(৫) পরিচ্ছেদ : পানি পাওয়া না গেলে স্ত্রী সঙ্গম করা ও তায়াম্মুম করার অনুমতি আর পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মাম বাতিল হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

(١٧) عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ (وَفِى رِوَايَةٍ مِنْ بَنِى قُشَيْرٍ) قَالَ كُنْتُ كَافِرًا فَهَدَانِى اللّٰهُ لِلْإِسْلاَمِ وَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِى أَهْلِى فَتُصِيْبُنِى الْجَنَابَةُ (وَفِى رِوَايَةٍ فَلاَ أَجِدُ الْمَاءَ فَأَتَيَمَّمُ) فَوَقَعَ ذَالِكَ فِى نَفْسِى وَقَدْ نُعِتَ لِى اَبُوْ ذَرٍّ فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ مِنًى فَعَرَفْتُهُ بِالنَّعْتِ فَاِذَا شَيْخٌ مَعْرُوْفٌ آدَمُ عَلَيْهِ حُلَّةٌ قِطْرِىٌّ فَذَهَبْتُ حَتَّى قُمْتُ اِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ ثُمَّ صَلَّى صَلاَةً أَتَمَّهَا وَاَحْسَنَهَا وَأَطْوَلَهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَدَّ عَلَىَّ : قُلْتُ اَنْتَ اَبُوذَرٍ ؟ قَالَ اِنَّ أَهْلِى لَيَزْعُمُوْنَ ذَالِكَ، قَالَ كُنْتُ كَافِرًا فَهَدَانِى اللّٰهُ لِلاِسْلاَمِ وَاَهَمَّنِىْ دِيْنِى وَكُنْتُ اَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِى اَهْلِى فَتُصِبُنِى الْجَنَابَةُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَبِيْتُ اَيَّامًا اَتَيَمَّمُ) فَوَقَعَ ذَالِكَ فِىْ نَفْسِىْ (وَفِى رِوَايَةٍ وَاَشْكَلَ عَلَىَّ) قَالَ هَلْ تَعْرِفُ اَبَاذَرٍ ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَاِنِّىْ اُجْتَوَيْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ اَيُّوبُ اَوْكَلِمَةً نَحْوَهَا، فَاَمَرَلِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ مِنْ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَكُنْتُ اَكُوْنُ فِيْهَا، فَكُنْتُ اَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِىْ أَهْلِى فَتُصِيْبُنِى الْجَنَابَةُ فَوَقَعَ فِى نَفْسِىْ اِنِّى قَدْ هَلَكْتُ فَقَعَدْتُ عَلَى بَعِيْرٍ مِنْهَا فَاَنْتَهَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفَ النَّهَارِ، وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْمَسْجِدِ فِىْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَنَزَلْتُ عَنِ الْبَعِيْرِ (وَفِى رِوَايَةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَبُوْذَرٍ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ) وَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ، قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ فَحَدَّثْتُهُ فَضَحِكَ فَدَعَا إِنْسَانًا مِنْ اَهْلِهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٍّ فِيْهِ مَاءٌ مَاهُوَ بِمَلاَنٍ اِنَّهُ لَيَتَخَضْخَضُ فَاسْتَتَرْتُ بِالْبَعِيْرِ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَسَتَرَنِىْ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ، فَقَالَ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرٌ مَالَمْ تَجِدِ الْمَاءَ وَلَوْ اِلَى عَشْرِ حِجَجٍ فَاِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاَمِسَّ بَشَرَتَكَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ فَامْسِسْهُ بَشَرَتَكَ) -

(১৭) আমির গোত্রের এক লোক বর্ণনা করেছেন, অপর এক বর্ণনায় আছে, বনু কুশাইরের এক লোক তিনি বলেন, আমি কাফির ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের দিকে হিদায়ত করেছেন। আমি পানি থেকে দূরে অবস্থান করি। এমতাবস্থায় আমার সাথে আমার পরিবার থাকে। ফলে আমি জানাবতওয়ালা হই। (অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি পানি পাই না তাই তায়াম্মুম করি।) এ কারণেই আমার মনে ভয় হতে থাকে। আমাকে আবূ যার (রা)-এর বিবরণ দেয়া হয়েছিল অতপর আমি হজ্জ করতে যাই। তখন মিনার মসজিদে প্রবেশ করলে বিবরণানুযায়ী আমি তাকে চিনতে পারি। (দেখলাম যে, তিনি বাদামী রং-এর এক প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ। একটি কাতারী চাদর পরে আছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না। তারপর তিনি অতি উত্তম সুন্দর ও দীর্ঘ সময় নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে আমার সালামের জবাব দিলেন। আমি বললাম, আপনি কি আবু যার? তিনি উত্তরে বললেন, আমার পরিবারের লোকেরা ঐ রকমই মনে করে থাকেন। লোকটি বললেন, আমি কাফির ছিলাম। আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথে হিদায়ত করেছেন। আমার কাছে দ্বীনকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করেছেন। আমি পানি থেকে দূরে অবস্থান করি। তখন আমার পরিবার আমার সাথে থাকে। তাই আমি জানাবত সম্পন্ন হই, (অপর এক বর্ণনায় আছে তাই আমি কয়দিন তায়াম্মুম করি।) এ কারণেই আমার মনে ভয় হতে থাকে। (অপর এক বর্ণনায় আছে বিষয়টি আমার কাছে সমস্যা মনে হতে থাকল।) তিনি (আবূ যার) বললেন, তুমি কি আবূ যারকে চেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, মদীনায় আমার স্বাস্থ্য ঠিক ছিল না। (রাবী আইয়ূব বলেন, অথবা অনুরূপ কোন কথা বলেছিলেন।) তখন রাসূল (সা) আমাকে কিছু ছাগল ও উট নিয়ে (মরুভূমিতে চরাতে) আদেশ করলেন। তখন পানি থেকে দূরে থাকতাম। আমার সাথে আমার পরিবার থাকত। তাই জানাবতসম্পন্ন হতাম। তখন আমার মনে হতে থাকল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তখন আমি একটি উটের পিঠে চড়ে বসলাম। দিনের মধ্যভাগে রাসূল (সা)-এর কাছে এসে পৌঁছলাম। তখন তিনি তাঁর কিছু সাহাবীসহ মসজিদের ছায়ার নীচে বসেছিলেন। আমি উট থেকে নামলাম। (অপর এক বর্ণনায় আছে আমি তাঁকে (রাসূলকে) সালাম করলাম। তখন তিনি মাথা তুললেন এবং বললেন সুবহানাল্লাহে, আবূ যার নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন কেন তুমি ধ্বংস হলে? তখন আমি তাকে ব্যাপার খুলে বললাম। শুনে তিনি হাসলেন। অতঃপর তাঁর পরিবারের এক লোককে ডাকলেন। তখন এক কৃষ্ণাঙ্গিনী বাঁদী পানি সমেত একটা বড় গামলা নিয়ে আসলেন। গামলাটি পুরো ভরা ছিল না। তবে তাঁর মধ্যে কিছু পানি ছিল তখন আমি উটের আড়ালে গেলাম। তখন রাসূল (সা) সেখানকার এক লোককে আদেশ করলেন তখন লোকটি আমাকে আড়াল করলেন। তখন আমি গোসল করলাম। তারপর তার কাছে আসলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, পাক পবিত্র ভূ-পৃষ্ঠ পবিত্রকারী যতক্ষণ না পানি পাও এমনকি দশ বছর পানি না পেলেও। আর যখন পানি পাবে তখন তা যেন তোমার চামড়া স্পর্শ করে। (অপর এক বর্ণনায় আছে তা দ্বারা তোমার চামড়া স্পর্শ করাও।)

[নাসায়ী, দারুকুতনী, বাইহাকী, ইবন্ হাব্বান ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(১৮) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يَغِيْبُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ اَيُجَامِعُ أَهْلَهُ؟ قَالَ نَعَمْ -

(১৮) আমর ইবন্ শোয়াইব তাঁর বাবার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক লোক রাসূল (সা)-এর কাছে আসলেন। এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক মরুভূমির মধ্যে দূরে চলে যান। সে পানি ব্যবহারের সুযোগ পায় না। সে কি এমতাবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারে? (রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, পারে।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ ইবন্ হাম্বল বর্ণনা করেছেন। তার সনদে হাজ্জাজ ইবন্ আরতাত নামক এক লোক আছেন। তিনি রাবী হিসেবে দুর্বল।]

(٦) بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِوُجُوْبِ الصَّلَاةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ ـ

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ পানি ও মাটি পাওয়া না গেলেও নামায ওয়াজিব হয় বলে যারা দাবী করেন তাদের দলিল

(١٩) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا إِسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالاً فِىْ طَلَبِهَا فَوَجَدُوْهَا، فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وَضُوْءٍ، فَشَكَوْا ذَالِكَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّيَمُّمَ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنِ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا، فَوَاللّٰهِ مَانَزَلَ بِكِ اَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا ـ

(১৯) হিশাম ইবন্ উরওয়া তাঁর বাবা থেকে তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আসমা (রা) থেকে একটি হার ধার হিসেবে নিলেন। অতঃপর তা হারিয়ে যায়। তখন রাসূল (সা) কয়েকজন লোককে তার সন্ধানে পাঠালেন। তারা তা পেলেন। এমতাবস্থায় তাদের নামাযের সময় হলো কিন্তু তাঁদের সাথে পানি ছিল না। তখন তারা ওযূবিহীন নামায পড়লেন। অতঃপর এ ব্যাপারে নবী (সা)-এর কাছে অভিযোগ করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। এ প্রসঙ্গে উসাইদ ইবন্ হুযাইর আয়িশা (রা)-কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর শপথ যখনই কোন বিপদে আপনি পতিত হয়েছেন তখনই আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য ও মুসলমানদের জন্য তাতে কল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন।

[বুখারী, মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٤) كِتَابُ الصَّلاَةِ

নামায অধ্যায়

وَفِيْهِ أَبْوَابٌ

এতে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

(١) بَابٌ فِيْ اَفْرَاضِهَا وَمَتَى كَانَ ـ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ নামায ফরয হওয়া প্রসঙ্গে এবং তা কখন ফরয হয়

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِيْ بِمَا أَفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا، قَالَ هَلْ عَلَيَّ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ؟ قَالَ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَهَا ثَلاَثًا، قَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيْدُ فِيْهِنَّ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا، قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ صَدَقَ ـ

(১) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক লোক নবী (সা)-এর কাছে আসলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কি কি নামায ফরয করেছেন, সে সম্বন্ধে বলুন। তখন মহানবী (সা) বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। লোকটি বলল, এর আগে বা পরে কি আমাকে আর কিছু পড়তে হবে? মহানবী (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। একথা তিনবার বলেছেন। লোকটি বলল, আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি এতে বাড়াবো না বা এর থেকে কিছু কমাব না। রাবী বলেন, তখন রাসূল (সা) বলেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে যদি তার কথা সত্য হয়।

[মুসলিম,নাসাঈ, তিরমিযী ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত। বুখারী হাদীসটি ত্বালহা ইবন্ উবাইদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন।]

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فُرِضَ عَلَى نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُوْنَ صَلاَةً فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا خَمْسًا۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ اُخَرَ) أَمَرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِيْنَ صَلاَةً فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

(২) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের নবী (সা)-এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। তখন তিনি তাঁর প্রভুকে তা কমাবার জন্য অনুরোধ করলে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। (অপর এক সূত্রে

তাঁর থেকে বর্ণিত আছে) তোমাদের নবী (সা)-কে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়ার আদেশ করা হয়। অতঃপর বাকি হাদীস পূর্বের মত উল্লেখ করেন।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি অন্য কোথাও পাই নি। তবে এ অর্থের হাদীস বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।]

(٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مِنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ سَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِيْ الْإِسْرَاءِ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أُمَّتِي خَمْسِيْنَ صَلَاةً، قَالَ فَرَجَعْتُ بِذَالِكَ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ مَاذَا فَرَغَ لِرَبُّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً، فَقَالَ لَهُ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاجِعْ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَالِكَ، قَالَ فَرَاجَعْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَالِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَالِكَ، قَالَ فَرَاجَعْتُ رَبِّيْ، فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُوْنَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ -

(৩) আনাস ইবন্ মালিক থেকে (উবাই ইবন্ কা'বের সূত্রে এক দীর্ঘ হাদীসে যা পরে ইসরা অধ্যায়ে পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত হবে।) বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিলেন। তিনি (রাসূল) আরও বলেন, আমি তা নিয়ে ফিরে আসছিলাম। মূসা (আ)-এর সামনে এলে তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমার উম্মতের উপর কি কি ফরয করলেন? আমি বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তখন মূসা (আ) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে যাও। কারণ তোমার উম্মত তা পালন করতে পারবে না। তিনি (রাসূল সা) বলেন, তখন আমি আমার রবের কাছে ফিরে গেলাম। তখন তিনি তার অর্ধেক মাফ করে দিলেন। তখন আমি মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ দিলাম। তখন সংবাদ শুনে তিনি আবার বললেন, তুমি তোমার রবের কাছে আবার যাও, কারণ, তোমার উম্মত তাও পালন করতে পারবে না। তিনি (রাসূল সা) বলেন, তখন আমি আমার রবের কাছে আবার ফিরে গেলাম। তখন (আল্লাহ্ তা'আলা) বললেন, তা পাঁচ ওয়াক্ত করে দিলাম। তবে তার সাওয়াব হবে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান, আমার কথার পরিবর্তন হবে না। [বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَزَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلَاةِ الْحَضَرِ وَتَرَكَ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى نَحْوِهَا -

(৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মূলত) নামায ফরয করা হয়েছিল দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে। অতঃপর রাসূল (সা) মুকীম অবস্থায় নামায বৃদ্ধি করেছিলেন। আর সফরের নামায পূর্বের অবস্থায় রেখেছিলেন। [বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী ব্যতীত বাকি তিন সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيْمِ أَرْبَعًا، وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً -

(৫) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর মুখে নামায ফরয করলেন মুকীমদের উপর চার রাকাত করে। আর মুসাফিরদের উপর দু 'রাক'আত করে। আর ভয়গ্রস্তদের উপর এক রাক'আত করে।

[মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِيْنَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً ـ

(৬) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামায (মূলত) পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয ছিল। আর জানাবতের গোসল সাতবার। পেশাবের কারণে গোসল ছিল সাতবার করে। রাসূল (সা) বারবার কমাবার জন্য অনুরোধ করতে থাকলেন। পরিশেষে নামায ফরয করা হল পাঁচ ওয়াক্ত। জানাবতের গোসল ফরয করা হল একবার আর পেশাবের জন্য গোসল ফরয করা হল একবার।

[এখানে গোসল শব্দটি অভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ একবার ধোয়া ফরয করা হলো।]

[আবূ দাউদ ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদে আইয়ূব ইবন্ জাবির নামক এক রাবী আছেন যিনি দুর্বল বলে ইবন্ হাজর মন্তব্য করেছেন।]

(٢) بَابٌ فِيْ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَنَّهَا تَكْفِرَةٌ لِلذُّنُوْبِ ـ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মর্যাদা ও সেগুলোর দ্বারা গুনাহ মাফ হওয়া প্রসঙ্গে

(٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اُجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ـ

(৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমু'আ হতে অপর জুমু'আ, এক রমযান হতে অপর রমযান, এর মধ্যের সব সাগীরাহ গুনাহ ক্ষমাকারী, যদি কবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকা হয়।

(٨) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِيْ قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ وَالشَّهْرُ الَى الشَّهْرِ الَّذِيْ قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ الاَّ مِنْ ثَلَاثٍ، قَالَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ، إِلاَّمِنَ الشِّرْكِ بِاللّٰهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ؟ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الشِّرْكُ بِاللّٰهِ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ؟ قَالَ أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَأَنْ تُعْطِيَ رَجُلاً بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوْجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ ـ

(৮) তিনি নবী (সা) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, এক নামায তার পূর্বের সময় পর্যন্ত (সকল সাগীরাহ গুনাহ) বিলীনকারী। এক জুমু'আ তার পূর্বের জুমু'আ পর্যন্ত (সকল সাগীরাহ গুনাহ) বিলীনকারী। এক মাস তার পূর্বের মাস পর্যন্ত (সকল সাগীরাহ গুনাহ) বিলীনকারী। তবে এর দ্বারা তিন প্রকারের গুনাহ মাফ হবে না। রাবী বলেন এতে আমরা বুঝতে পারলাম এটা একটা নতুন বিষয়। (এক) আল্লাহর সাথে শিরক করার গুনাহ (দুই) চুক্তি ভঙ্গের গুনাহ। (তিন) সুন্নাত তরকের গুনাহ। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে, আল্লাহর সাথে শিরক করার কথা আমরা বুঝলাম। কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ ও সুন্নাত তরকের গুনাহ্ বলতে কি বুঝিয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, চুক্তি ভঙ্গ হলো তুমি কারো হাতে বাই'আত করলে অতঃপর তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে। আর সুন্নাত তরক হলো আহলে সুন্নাত জা-মা'আত হতে বের হয়ে যাওয়া (বিদ'আত আরম্ভ করা।)

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। এর সনদে অজ্ঞাত এক লোক রয়েছেন।]

(٩) عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتّٰى تَحَاتَّ وَرَقُهُ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَاعُثْمَانَ أَلَا تَسْأَلُنِى لِمَ أَفْعَلُ هٰذَا، قُلْتُ وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ بِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتّٰى تَحَاتَّ وَرَقُهُ، فَقَالَ يَاسَلْمَانُ الاِتَسْأَلُنِى لِمَ أَفْعَلُ هٰذَا، قُلْتُ وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ هٰذَا الْوَرَقُ، وَقَالَ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ)

(৯) আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালমান ফারসী (রা)-এর সাথে এক গাছের নিচে ছিলাম। তখন তিনি একটা শুকনো ঢাল নিয়ে তা ঝাড়া দিলেন। ফলে তার পাতাগুলো ঝরে পড়লো। তারপর বললেন, হে আবূ উসমান, আমি এরূপ কেন করলাম সে প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করবে না? আমি বললাম, কেন এরূপ করলেন? তিনি বললেন, রাসূল (সা) এরূপ আমার সাথে করেছিলেন। তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। একটি গাছের নিচে। তখন তিনি সে গাছ থেকে একটা শুকনো ডাল নিলেন। তারপর তা ঝাড়া দিলেন ফলে তাঁর পাতাগুলো পড়ে গেল। তখন বললেন, হে সালমান! কেন এরকম করলাম জিজ্ঞাসা করব না? আমি বললাম, এরূপ কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, মুসলমান যখন ওযূ করেন এবং তা উত্তমভাবে করে তারপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তখন তার গুনাহগুলো এভাবেই ঝড়ে পড়ে যেমন এ পাতাগুলো ঝরে পড়লো। তিনি আরও বললেন,(قِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ "আর দিনের দু'প্রান্তেই নামায কায়েম করবে রাতের প্রান্ত ভাগেও। পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়। এটা একটা মহা স্মারক যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য। [সূরা হুদ ঃ ১১ ঃ ৪]

(١٠) عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَالِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ فَقَالَ يَاأَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالَى فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ ـ

(১০) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) (একবার) শীতকালে বের হলেন। তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তখন রাসূল (সা) এক গাছ থেকে দু'টি ঢাল ভেঙ্গে নিলেন। তিনি বলেন, তখন পাতাগুলো ঝরে পড়তে থাকল। তখন তিনি (মহানবী (সা) বললেন, হে আবূ যর, আমি বললাম, এই তো আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহানবী (সা) বললেন, মুসলিম বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায পড়েন তখন তার গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যেমন এ গাছের ডাল থেকে তার পাতাগুলো ঝড়ে পড়ছে।

[মুনযিরী, আহমদ, নাসাঈ ও তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসের একজন রাবী অর্থাৎ আলী ইবন্ জাদ'আন-এর স্মৃতিশক্তির কারণে দুর্বল।]

(١١) عَنِ الْحَارِثِ مَوْلَى عُثْمَانَ (بْنِ عَفَّانَ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَلَسَ عُثْمَانُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِىْ إِنَاءٍ أَظُنُّهُ سَيَكُوْنُ فِيْهِ مُدٌّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوْئِى هٰذَا، ثُمَّ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِى ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ

غُفِرَلَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيْتَ يَتَمَرَّغُ (١) لَيْلَتَهُ ثُمَّ اِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الصُّبْحَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ، وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، قَالُوْا هٰذِهِ الْحَسَنَاتُ فَمَا الْبَاقِيَاتُ يَاعُثْمَانُ قَالَ هُنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

(১১) উসমান ইবন্ আফ্ফানের (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হারিছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উসমান (রা) বসলেন, আমরাও তাঁর সাথে বসলাম। তখন তাঁর কাছে মুয়ায্যিন আসলেন। তখন তিনি একটি পাত্রে পানি চাইলেন। আমার মনে হয় তাতে এক মুদ্দ পরিমাণ পানি হবে। তখন তিনি ওযূ করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে সেভাবে ওযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি (রাসূল সা) বলেছিলেন, যে আমার এরূপ ওযূ করবে তারপর দাঁড়িয়ে জোহরের নামায পড়বে তার জোহর থেকে সকাল পর্যন্ত কৃত সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। অতঃপর আসরের নামায পড়লে তা থেকে জোহর পর্যন্ত কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করলে মাগরিব থেকে আসরের মধ্যেকৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। অতঃপর ইশার নামায পড়লে ইশা থেকে মাগরিবের মধ্যে কৃত সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। অতঃপর হয়ত বা সে সারা রাত এপাশ ওপাশ করে ঘুমাবে। তারপর ঘুম হতে উঠে ওযূ করে সকালের নামায পড়লে তখন সকাল থেকে ইশার মধ্যে কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। কারণ, এগুলো সৎকর্ম যা পাপকে দূরীভূত করে দেয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, এ সব নামায যদি হাসানাত তথা সৎকর্ম হয় তাহলে বাকিয়াত বা স্থায়ী আমল হবে কি, হে উসমান! তিনি উত্তরে বললেন, তা হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।"

[মুনযিরী, 'তারগীব তারহীবে' বলেন, হাদীসটি ইমাম আহমদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(١٢) عَنْ حُمْرَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً مِنْ مُنْذُ أَسْلَمَ فَوَضَعْتُ وَضُوْءً لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ لِلصَّلاَةِ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَالَ اِنِّيْ أَرَدْتُ اَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَدَالِيْ أَنْ لاَ أُحَدِّثَكُمُوْهُ فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ الْعَاصِ يَاأَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَنَأْخُذُ بِهِ أَوْشَرًّا فَنَتَّقِيْهِ، قَالَ فَقَالَ فَإِنِّيْ مُحَدِّثُكُمْ بِهِ، تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هٰذَا الْوُضُوْءَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الْأُخْرَى مَا لَمْ يُصِبْ مَقْتَلَةً، يَعْنِيْ كَبِيْرَةً ـ

(১২) হুমরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রা) মুসলমান হবার পর থেকে প্রতিদিন একবার করে গোসল করতেন। একদিন আমি তাঁর ওযূর পানি দিলাম। তিনি ওযূ শেষ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে একটা হাদীস শুনাতে চাই, যা আমি মহানবী (সা) হতে শুনেছি। তারপর বললেন, এখন আমার মনে হচ্ছে তা তোমাদের না শুনানোই ভাল। তখন হাকাম ইবন্ 'আস বললেন, আমিরুল মু'মিনীন, তা যদি (আমাদের জন্য) কল্যাণকর হয় তাহলে তা আমরা তা গ্রহণ করবো। আর যদি অকল্যাণকর হয় তাহলে তা থেকে বিরত থাকবো। রাবী বলেন, তখন

তিনি বললেন, আমি তা তোমাদের শুনাব। রাসূল (সা) এভাবে ওযূ করলেন। তারপর বললেন, যে এ রকম উত্তমভাবে ওযূ করবে, অতঃপর নামাযে দাঁড়াবে, রুকু সিজদাগুলো ভাল করে আদায় করবে, তার সে নামায এবং অপর নামাযের মধ্যে কৃত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। যতক্ষণ না ধ্বংসাত্মক কোন গুনাহ করবে অর্থাৎ কবীরা গুনাহ করবে। [আবূ ইয়ালা বায্যার কর্তৃক বর্ণিত। মুনযিরী বলেন, হাদীসটি আহমদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(١٣) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ـ

(১৩) উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে লোক আল্লাহর নির্দেশ মত ওযূ করলো তারপর ফরয নামাযগুলো আদায় করলো, তার সে নামাযগুলো মধ্যের গুনাহগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যাবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত।]

(١٤) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهْرٌ يَجْرِى يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالُوْا لاَ شَيْئَ قَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوْبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ ـ

(১৪) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, মনে কর তোমাদের কারও বাড়ির পাশে যদি প্রবাহমান নদী থাকে, সে যদি তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কি ময়লা থাকবে? তাঁরা বললেন, কিছুই থাকতে পারে না। তারপর তিনি বললেন, নামায ঐরূপ গুনাহগুলোকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়, যেমনি পানি ময়লা পরিষ্কার করে দেয়। [মুসলিম ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত।]

(١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَاتَقُوْلُوْنَ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوْا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ قَالَ ذَاكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهَا الْخَطَايَا ـ

(১৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছেন। তোমরা বলো, তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় যদি একটা নদী থাকে আর যদি সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তার গায়ে কি কোন ময়লা থাকতে পারে? তাঁরা বললেন, তার গায়ে কোন ময়লা থাকতে পারে না। (অতঃপর) তিনি বললেন, এটা হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মত। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা গুনাহ মাফ করে দেন।

[ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম নাসাঈ, তিরমিযী আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।]

(١٦) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُوْنَ كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنَ الْاخَرِ، فَتُوُفِّىَ الَّذِى هُوَ أَفْضَلُهُمَا، ثُمَّ عُمِّرَ الْأٰخَرُ بَعْدَهُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، ثُمَّ تُوُفِّىَ فَذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الْأٰخَرِ، فَقَالَ أَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّى؟ فَقَالُوْا بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَانَ لاَبَأْسَ بِهِ، فَقَالَ مَايُدْرِيْكُمْ مَاذَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَالِكَ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَذْبٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَقْتَحِمُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا تَرَوْنَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ ـ

(১৬) আমির ইবন্ সা'দ ইবন্ আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি সা'দসহ রাসূল (সা)-এর আরও কতক সাহাবীকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলের যুগে দুটি লোক পরস্পর বন্ধু ছিলেন। তাদের একজন অপরজনের চেয়ে ভাল ছিলেন। এতদুভয়ের মধ্যে ভালজন মারা গেলেন। অতঃপর দ্বিতীয়জন চল্লিশ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকলেন। তারপর তিনিও মারা গেলেন। তারপর রাসূল (সা)-এর কাছে দ্বিতীয়জনের ওপর প্রথমজনের ফযীলাতের কথা আলোচনা করা হলো। তখন রাসূল (সা) বললেন, সে কি (দ্বিতীয়জন) নামায পড়তো না? তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে কোন ত্রুটি ছিল না। তারপর মহানবী (সা) বললেন, তোমরা বুঝতে পারছ না তাঁর নামায তাঁকে কত উর্ধ্বে নিতে পারে। তাঁর নামায তাঁকে কোথায় নিয়ে গেছে। তারপর তখনই আবার বললেন, নামাযের উদাহরণ হলো, তোমাদের কারো বাড়ির সামনের মিষ্টি পানির গভীর স্রোতস্বিনীর মত। সে যদি তাতে প্রতি দিন অবগাহন করে তাহলে তোমরা কি মনে কর তার (শরীরে) ময়লা থাকতে পারে? [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত ।]

(١٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلٰى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ـ

(১৭) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ হলো প্রবহমান স্রোতস্বিনীর মতো যা তোমাদের কারো বাড়ির সামনে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে। [মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত ।]

(١٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا جَعَلَهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ، وَقَالَ وَأُخْرٰى أَقُوْلُهَا لَمْ أَسْمَعْهَا مِنْهُ، مَنْ مَاتَ لَايَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَانَّ هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اُجْتُنِبَ الْقَتْلُ ـ

(১৮) ইবন্ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে নেয় আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তিনি (ইবন্ মাসঊদ (রা)) আরও বলেন, আমি আরও একটা কথা বলছি যা আমি তাঁর কাছে শুনি নি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর এই নামাযগুলো হল তার মধ্যের গুনাহগুলো তিরোহিতকারী, যতক্ষণ না তিনি হত্যা থেকে বিরত থাকবেন। [বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত ।]

(١٩) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ أُمْرِىءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيَقُوْمُ فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ وَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاةَ إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِىْ كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوْبِهِ، ثُمَّ يَحْضُرُ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً فَيُصَلِّىَّ فَيُحْسِنُ الصَّلَاةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِىْ كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوْبِهِ، ثُمَّ يَحْضُرُ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً فَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِىْ كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوْبِهِ ـ

(১৯) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখনই কোন মুসলমানের ফরয নামাযের সময় হয়, আর তিনি গিয়ে উত্তমভাবে ওযূ করে উত্তমভাবে নামায আদায় করেন তখনই আল্লাহ তা'আলা এ নামায দ্বারা তার এই নামায ও নামাযের মধ্যের (ছোট) গুনাহগুলো মাফ করে দেন। অতঃপর আর এক ফরয নামাযের সময় উপস্থিত হলে এবং তা উত্তমভাবে আদায় করলে তখন সে নামায এবং তার পূর্বের নামাযের মধ্যের

(সাগীরাহ) গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়। অতঃপর আর এক ফরয নামাযের সময় হলে এবং তা উত্তমভাবে আদায় করলে তখনই তার সে নামায এবং তার পূর্বের নামাযের মধ্যের গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, আমি এ হাদীসটি সম্বন্ধে অবগত হতে পারি নি। তবে এর সনদ উত্তম।]

(٢٠) عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تَحُطُّ مَابَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ خَطِيْئَةٍ

(২০) আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলতেন, প্রতি নামায তার সামনের অপরাধগুলোকে মিটিয়ে দেয়। [হাইসুমী বলেন, হাদীসটি ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত। তাঁর সনদ হাসান পর্যায়ের।]

(٣) بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ সাধারণভাবে নামাযের ফযীলত সম্বন্ধে আগত হাদীসসমূহ

(٢١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا هَجَّرْتُ إِلاَّ وَجَدْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ قَالَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ أَشْكَنْبَ دَرْدٍ قَالَ قُلْتُ لاَ، قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِى الصَّلَاةِ شِفَاءً -

(২১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখনই আমি নামাযের প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়তে গিয়েছি তখনই নবী (সা)-কে নামাযে রত অবস্থায় পেয়েছি। তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, তারপর তিনি (মহানবী) নামায পড়লেন, তারপর বললেন, তুমি কি নামায পড়েছ? তিনি বলেন, আমি বললাম না। তিনি বললেন, উঠো এবং নামায পড়ো। কারণ নামায (গুনাহ ইত্যাদি মনোরোগের) রোগমুক্তির সুস্থতা রয়েছে।

[ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। সনদের একজন রাবী দুর্বল বলে কোনো কোন মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন।]

(٢٢) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَإِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُوْلُ -

(২১) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এক লোক রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললেন। অমুক ব্যক্তি রাতে নামায পড়েন। আর যখন সকাল হয় তখন চুরি করেন। তিনি বললেন, সে যা করছে তা (চুরি করা) থেকে নামায তাকে বিরত রাখবে। [মুসলিম ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ وَلَكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ -

(২৩) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, নামাযীরা তার ইবাদত করবে। তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ সৃষ্টির ব্যাপারে নিরাশ হয় নি।

[তাবারানী, বায্যার, বাইহাকী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদের আবূ ইয়াহ্ইয়া আল কাত্তাতকে কেউ কেউ দুর্বল রাবী বলে মন্তব্য করলেও ইবনুল আরাবী ও ইবন্ হাজর হাদীসের সনদ হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٢٤) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ -

(২৪) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জান্নাতের চাবি হলো নামায। আর নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা। [আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি আমি পাই নি। তবে তার সনদ উত্তম।]

(٢٥) عَنْ عُثْمَانَ (بْنِ عَفَّانَ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(২৫) উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ জ্ঞান রাখে যে, নামায তার উপর (আল্লাহর) হক ও ওয়াজিব, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [আবূ ইয়ালা। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَالنِّسَاءُ وَالطِّيْبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ۔

(২৬) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার কাছে দুনিয়ার বিষয়গুলোর মধ্য স্ত্রী ও সুগন্ধি প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর নামাযকে আমার চোখের মণি করা হয়েছে।

[মালিক ও বায়হাকী কাছাকাছি শব্দে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতী হাদীসটি হাসান বলে গণ্য করেছেন।]

(٢٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ قَدْ حُبِّبَ إِلَيْكَ الصَّلَاةُ، فَخُذْ مِنْهُ مَاشِئْتَ۔

(২৭) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জিব্রাঈল (আ) আমাকে বলেছেন, তোমার কাছে নামাযকে প্রিয় করা হয়েছে। তুমি তা থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করো।

[আহমদ, সুয়ূতী হাদীসটিকে হাসান বলে গণ্য করেছেন।]

(٢٨) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّعْمَانُ ابْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ حَلَّلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحرامَ وَصَلَّيْتُ الْمَكْتُوْبَاتِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَالِكَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ۔

(২৮) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর কাছে নু'মান ইবন্ কাউকাল এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি হালালকে হালাল বলে গ্রহণ করি, হারামকে হারাম মনে করি এবং ফরয নামাযগুলো আদায় করি, তার চেয়ে বেশি কিছু না করি আমি কি জান্নাতে যেতে পারব? রাসূল (সা) তাকে বললেন, হ্যাঁ। [মুসলিম ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত।]

(٢٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ عَلَى صِهْرٍ لَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ يَا جَارِيَةُ أْتِيْنِيْ بِوَضُوْءٍ لَعَلِّي أُصَلِّي فَأَسْتَرِيْحَ فَرَآنَا أَنْكَرْنَا ذَاكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قُمْ يَابِلَالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ۔

(২৯) আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ আল হানফিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বাবার সাথে আমাদের শ্বশুর পক্ষীয় আনসারী আত্মীয়ের বাড়িতে গেলাম। তখন নামাযের সময় হয়েছে, তখন তিনি বললেন, হে মেয়ে (দাসী), আমাকে ওযূর পানি দাও। আমি সম্ভবত নামায পড়লে শান্তি পাব। তখন তিনি বুঝলেন যে, আমরা তার কথা অপছন্দ করছি। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, বেলাল, উঠো, আমাদেরকে নামাযের মাধ্যমে প্রশান্তি দান কর। [আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٠) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى -

(৩০) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) কোন বিপদে পড়লে কিংবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে নামায পড়তেন। [আবূ দাউদ। হাদীসটি হাসান।]

(٣١) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ مِنْ أٰخِرِ وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَاةَ اَلصَّلَاةَ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجْلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يُفِيْضُ بِهَا لِسَانُهُ -

(৩১) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর সর্বশেষ ওসিয়ত ছিল নামায পড়ো, নামায পড়ো এবং তোমাদের দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ করো। এ কথা বলতে বলতে রাসূল (সা)-এর গলা ধরে গেল, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসল আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলেন না।

[ইবন্ মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٣٢) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أٰخِرُ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَاةَ اَلصَّلَاةَ، اِتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

(৩২) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর শেষ কথা ছিল নামায পড়, নামায পড়। তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।

[বায্যার কর্তৃক বর্ণিত। এ হাদীসের সনদ উত্তম। হাদীসটি ইবন্ মাজাহ ও ইবন্ হাব্বান আনাস থেকেও বর্ণিত হয়েছে।]

(٤) بَابٌ فِي فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّعْيِ اِلَى الْمَسَاجِدِ

(৪) নামাযের জন্য মসজিদে বসে অপেক্ষা করা এবং মসজিদে গমনের ফযীলত প্রসঙ্গে

(٣٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَادَ يَحْسِرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ أَبْشِرُوْا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، يَقُوْلُ هٰؤُلَاءِ عِبَادِيْ قَضَوْا فَرِيْضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ أُخْرٰى (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ قَالَ) فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَثُوْرَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَجَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ رَافِعًا إِصْبَعَهُ هٰكَذَا وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَأَشَارَ بِأُصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يَقُوْلُ أَبْشِرُوْا فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ وَفِيْهِ يَقُوْلُ مَلَائِكَتِيْ أُنْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ أَدَّوْا فَرِيْضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ أُخْرٰى -

(৩৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবন্ 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়লাম। তারপর যার ইচ্ছা বসে রইলেন আর কেউ কেউ বের হয়ে গেলেন। তখন রাসূল (সা) আসলেন, তখন (এত দ্রুত হেঁটে যে,) তাঁর কাপড় প্রায় হাঁটুর উপর উঠে এসেছে। তারপর বললেন, হে মুসলমানরা,

তোমাদের প্রভু আসমানের একটি দরজা খুলেছেন। তিনি তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করছেন। তিনি বলছেন, এরা আমার বান্দা। তারা একটা ফরয আদায় করেছে তারপর আর একটি ফরযের জন্য অপেক্ষা করছে। (তাঁর থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে তিনি বলেছেন,) তখন লোকেরা ইশার নামাযের জন্য ছড়িয়ে পড়ার আগে মহানবী (সা) আগমন করেন। (দ্রুত হেঁটে আসার কারণে) তিনি হাঁফিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর হাত উঠিয়ে ছিলেন। উনিশ সংখ্যায় মুষ্টিবদ্ধ অবস্থা। আর তর্জনী দ্বারা আসমানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। এবার পূর্বের মতো হাদীসের কথাগুলো উল্লেখ করলেন। তাতে আরও আছে, আল্লাহ বলেছেন, হে আমার ফেরেশ্‌তারা! আমার (এসব) বান্দাদের দিকে তাকাও তারা একটা ফরয আদায় করেছে তারপর অপর ফরযের জন্য অপেক্ষা করছে।

[ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। বুসিরী বলেন এ হাদীসের সনদ সহীহ্, এবং রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٣٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ كَفَارِسٍ أُشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَلَى كَشْحِهِ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللّٰهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُوْمُ، وَهُوَ فِىْ الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ

(৩৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য (মসজিদে বসে) অপেক্ষাকারী সেই অশ্বারোহীর মত যার ঘোড়া তাকে পিঠে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় ছুটে চলেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে হাদস না করে (তার ওযূ নষ্ট হবে না) অথবা উঠে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকবে তিনি বড় জিহাদে বা সীমান্ত প্রহরায় লিপ্ত।

[তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত। হাফেয মুনযিরী বলেন, আহমদের বর্ণিত সনদ নির্ভরযোগ্য।]

(٣٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا، إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِىْ الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ـ

(৩৫) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানাব না আল্লাহ তা'আলা কিসের মাধ্যমে (মানুষের) মর্যাদা বৃদ্ধি করেন আর গুনাহ মাফ করেন? তা হলো কষ্টের মধ্যেও উত্তমভাবে ওযূ করা আর বেশী বেশী মসজিদে যাওয়া এবং এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা।

[মুসলিম, মালিক, নাসাঈ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٣٦) وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَيُمْحَى بِهَا عَنْهُ سَيِّئَةٌ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً وَالْأُخْرَى تَمْحُوْا سَيِّئَةً ـ

(৩৬) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেন, নামাযের জন্য গমনকারীর প্রত্যেক পদক্ষেপের জন্য একটি সওয়াব লিখা হয়। এবং (অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) রাসূল (সা) বলেছেন, যখন থেকে তোমাদের কেউ তার বাড়ি থেকে তার মসজিদের দিকে অগ্রসর হয় তখন থেকে তার এক পদক্ষেপের জন্য একটা সওয়াব লিখা হয়। আর অপর পদক্ষেপের জন্য একটা গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

[নাসাঈ ও হাকিম কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ্ এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী। হাদীসটি ইবন্ হিব্বানও বর্ণনা করেছেন।]

(٣٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَادَامَ يَنْتَظِرُ الَّتِىْ بَعْدَهَا وَلاَ تَزَالُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحِدِكُمْ مَادَامَ فِىْ مَسْجِدِهِ، تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ مَا لَمْ يَحْدِثْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ وَمَا ذَالِكَ الحَدَثُ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ؟ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنْ الْحَقِّ، إِنْ فَسَا أَوْ ضَرِطَ ـ

(৩৭) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে যেন নামাযের মধ্যেই থাকে। আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত তার মসজিদে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন, যতক্ষণ না সে হাদসগ্রস্ত না হয়। একথা শুনে হাদরা মাউতের এক লোক জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা হাদস মানে কি? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তা হলো শব্দহীন বা সশব্দে বায়ু ত্যাগ।

(٣٨) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ـ

(৩৮) আবূ সাঈদ খুদরী (রা)ও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি অন্য কোনো গ্রন্থে দেখি নি। হাইসুমী হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম আহমদ সংকলন করেছেন এবং এর রাবী দুর্বল।]

(٣٩) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّى مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ الصَّلاَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فِى الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ الْأُخْرَى إِلاَّ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ـ

(৩৯) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন পাক-পবিত্র হয়ে তার বাড়ি থেকে বের হয়, তারপর মুসলমানদের সাথে নামায আদায় করে, তারপর মসজিদে বসে অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তখন ফেরেশতারা বলতে থাকেন, আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাকে দয়া করুন।

[ইবন্ মাজাহ, ইবন্ খোযাইমা, ইবন্ হাব্বান ও দারিমী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٤٠) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ جَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِى الصَّلاَةِ ـ

(৪০) সাহ্ল ইবন্ সা'দ আস্ সায়িদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মসজিদে বসে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে যেন নামাযেই থাকে।

[আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। তবে তার সনদ উত্তম।]

(٤١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْبَلَغَ ذَالِكَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُوْنَ هَذِهِ الصَّلاَةَ أَمَا إِنَّكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا ـ

(৪১) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) এক রাতে এক সেনাদল প্রস্তুত করলেন, তা প্রস্তুত করতে করতে প্রায় অর্ধরাত বা অনুরূপ সময় হয়ে গেল। তারপর বের হলেন এবং বললেন, লোকেরা নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা এ নামাযের জন্য অপেক্ষা করছো। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য অপেক্ষা করছ ততক্ষণ পর্যন্ত যেন নামাযেই রয়েছ।

[আবূ ইয়ালা কর্তৃক বর্ণিত। আবূ ইয়ালার হাদীসের রাবীগণ সহীহ্ হাদীসেরই রাবী। আর আহমদের রাবীগণ হাসান হাদীসের রাবী।]

(٤٢) عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلْ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا؟ قَالَ نَعَمْ، أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى قُرْبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ، النَّاسُ قَدْ صَلَّوْا وَقَامُوْا وَلَمْ تَزَالُوْا فِي صَلَاةٍ مَانْتَظَرْتُمُوْهَا، قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ الْآنَ إِلَى وَابِيْضِ خَاتَمِهِ۔

(৪২) হুমাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন্ মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী (সা) কি কোন আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি এক রাতে এশার নামায অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। নামায শেষ করে আমাদের দিকে ফিরলেন। তারপর বললেন, লোকেরা নামায পড়ে উঠে গিয়েছে আর তোমরা যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থেকেছ ততক্ষণ নামাযেই থেকেছ। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি তাঁর (মহানবী (সা)-এর আংটির ঔজ্জ্বল্যতা। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।]

(٤٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ أَوْ كَاتِبُهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ۔

(৪৩) 'উকবা ইবন্ আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন কোন লোক পবিত্র হয়ে মসজিদে আসেন তারপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন তখন তার উভয় লেখক (ফেরেশ্তা) অথবা তার লেখক প্রতি পদক্ষেপের জন্য যা তিনি মসজিদের দিকে ফেলেন দশটা করে পূণ্য লেখেন। আর যে বসে অপেক্ষা করে সে যেন নামায আদায়ে রত ব্যক্তির মত। বাড়ি থেকে বের হয়ে পুনরায় ফিরে না আসা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নামাযে রত বলে লিখিত হয়। (পুরা সময় সে নামায পড়ার সওয়াব পায়।)

[মুনযারী বলেন, আবূ ইয়ালী, তাবারানী, ইবন খুযাইমা ও ইবন হাব্বান হাদীসটি সংকলন করেছেন। এ হাদীসের কোন কোন সনদ সহীহ্।]

(٤٤) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُحْرِمِ وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّيْنَ، وَقَالَ أَبُوْ أُمَامَةَ الْغُدُوُّ وَالرَّوَاحُ إِلَى هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

(৪৪) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ফরয নামায পড়ার জন্য পথ চলে তার জন্য ইহরামরত হাজীর মত সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। আর যে ব্যক্তি দোহার নামায পড়তে যায় তার জন্য উমরাহ্কারীর মত সওয়াব (লিখা হয়।) আর যে এক নামাযের পর আরেক নামায পড়ে এতদুভয়ের মধ্যে কোন অনর্থক বা বাজে কথা বা কাজ করে না তাকে ইল্লিঈনে (উচ্চস্তরে) লিখা হয়। আবূ উমামা বলেন, এসব মসজিদে সকাল-বিকাল আনা-গোনা করা জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্র শামিল।

[আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। এর সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(٤٥) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ ٱلْخُدْرِىِّ رَضِىَ ٱللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ٱللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَاىَ فَإِنِّى لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِىْ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ، وَأَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ -

(৪৫) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নামাযের জন্য বের হবার সময় বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَاىَ فَإِنِّى لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَابَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِىْ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার ওপর প্রার্থনাকারীদের অধিকারের দোহাই দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আমার পথ চলার অধিকারের দোহাই দিয়ে, কারণ আমি অহঙ্কার ও অবাধ্য হয়ে বের হই নি, বা লোক দেখানো বা লোক শোনানোর জন্য বের হই নি, আমি বের হয়েছি আপনার ক্রোধ থেকে বাঁচতে ও আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করতে। আমি প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন এবং আমার পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আপনি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্তা নিয়োগ করেন। যারা তার জন্য ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজ মুখে তার দিকে তাকান। নামায থেকে ফারিগ না হওয়া পর্যন্ত।

[ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

(٥) بَابٌ فِىْ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَأَنَّهَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ

(৫) যথাসময়ে নামায পড়ার ফযীলত এবং তা সর্বোত্তম আমল

(٤٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ، قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ ثُمَّ مَهْ، قَالَ الصَّلَاةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِىَ وَالِدَيْنِ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمُرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ خَيْرًا، قَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلَأَتْرُكَنَّهُمَا، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَعْلَمُ -

(৪৬) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক লোক রাসূল (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে সর্বত্তম আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন রাসূল (সা) বললেন, (সর্বোত্তম আমল হল) নামায। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কি? উত্তরে বললেন, নামায। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল, তারপর কি? উত্তরে বললেন, নামায। এভাবে তিনবার বললেন। রাবী বলেন, যখন প্রশ্ন বেশী করা হলো তখন রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এক ব্যক্তি বলল, আমার পিতা-মাতা রয়েছে। রাসূল (সা) বললেন, আমি তোমাকে পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিচ্ছি। লোকটি বললেন, সে শপথ! যিনি আপনাকে নবী (সা) সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি অবশ্যই পিতা-মাতাকে ছেড়ে জিহাদ করব। এ ব্যাপারে তুমিই ভাল জান।

[ইবন্ হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। এতে মনে হয় হাদীসটি ইবন্ হিব্বানের মতে সহীহ্। তবে হাদীসটির সনদে ইবন্ লুহাইয়া রয়েছেন, তিনি দুর্বল রাবী।]

(٤٧) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَقِيْمُوا وَلَنْ تُحْصُوْا (وَفِيْ رِوَايَةٍ اِسْتَقِيْمُوْا تُفْلِحُوْا) وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّامُؤْمِنٌ ـ

(৪৭) রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র আনুগত্য করো, তার জন্য সওয়াবের হিসাব করো না। (অপর এক বর্ণনায় আছে। তোমরা নিষ্ঠার সাথে অনুগত্য করো তাহলে সফল হবে।) তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হল নামায। আর মু'মিনরাই কেবল ওযূর হিফাজত করেন।

[বাইহাকী, ইবন্ মাজাহ ও হাশিম কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম আহমদের সনদ্ উত্তম। হাদীসটি তারাবানীও বর্ণনা করেছেন।]

(٤٨) عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَ وُضُوْئِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَّهَا حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ يَرَاهَا حَقًّا لِلّٰهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ)

(৪৮) হানযালা আল কাতিব (রা) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে তার রুকু সিজদা ওযূ এবং ওয়াক্তের প্রতি গুরুত্বারোপসহ আদায় করে, আর বিশ্বাস করে যে, তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত, সত্য সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথবা বললেন, তার জন্য জান্নাত প্রাপ্ত আবশ্যক হয়ে যাবে। (অপর এক বর্ণনায় আছে) তাকে আল্লাহ্র হক বলে বিশ্বাস করে জাহান্নাম তার জন্য হারাম করা হবে।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত। আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٩) عَنْ أَبِىْ عَمْرٍ وَالشَّيْبَانِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ ـ

(৪৯) আবূ আমর আশ্-শাইবানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন, কাজটি সর্বোত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, সর্বোত্তম আমল হল সময় মত নামায পড়া, মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করা এবং জিহাদ করা।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ কর্তৃক বর্ণিত। তার রাবীগণ সহীহ্ হাদীসেরই রাবী।]

(٥٠) عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ أَفْضَلِ الْعَمَلِ، فَقَالَ اَلصَّلَاةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) بِنَحْوِهِ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْأَعْمَالَ فَقَالَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، تَعْجِيْلُ الصَّلَاةِ لأَوَّلِ وَقْتِهَا -

(৫০) উম্মু ফারওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর কাছে বাই'আত করেছিলেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা)-কে সর্বোত্তম আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া। (দ্বিতীয় এক সূত্রে তাঁর থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।) আর তৃতীয় এক সূত্রে বর্ণিত আছে, কাসিম ইবন্ গান্নাম থেকে তিনি তাঁর দাদী উম্মু ফারওয়া থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলের কাছে যাঁরা বাই'আত করেছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি রাসূল (সা)-কে আমল সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কর্ম অবিলম্বে প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা। [আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাফিয, দারুকুতনী ও তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٦) بَابُ فِى فَضْلِ طَوْلُ الْقِيَامِ وَكَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

(৬) নামাযের কিয়াম দীর্ঘ করা এবং রুকু সিজদা বেশী বেশী করার ফযীলত

(٥١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، قَالَ طَوْلُ الْقُنُوْتِ -

(৫১) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন নামায উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়া। [মুসলিম ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত।]

(٥٢) عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوْءٍ قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعَهُ

(৫২) আবূ ওয়ায়িল থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি এক রাতে নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়লাম। তখন তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আমি খারাপ কিছু করতে উদ্যত হয়েছিলাম। আমরা বললাম, আপনি খারাপ কি ইচ্ছা করেছিলেন? তিনি বলেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম বসে পড়তে এবং তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। তবে তার সনদ উত্তম।]

(٥٣) عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنِ الْمُخَارِقِ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَلَمَّا بَلَغْنَا الرَّبَذَةَ قُلْتُ لأَصْحَابِى تَقَدَّمُوْا وَتَخَلَّفْتُ فَأَتَيْتُ أَبَاذَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَرَأَيْتُهُ يُطِيْلُ الْقِيَامَ وَيُكْثِرُ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ، فَقَالَ مَا أَلَوْتُ أَنْ أُحْسِنَ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يُصَلِّى يَرْكَعُ

وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لاَ يَقْعُدُ، فَقُلْتُ وَاللّٰهِ مَا أَرِي هٰذَا يَدْرِى يَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ وَتْرٍ، فَقَالُوْا أَلاَتَقُوْمُ إِلَيْهِ فَتَقُوْلَ لَهُ، قَالَ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَارَاكَ تَدْرِى تَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ عَلَى وَتْرٍ، قَالَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَدْرِىْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَجَدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيْئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِى فَقُلْتُ جَزَاكُمُ اللّٰهُ مِنْ جُلَسَاءَ شَرًا، أَمَرْتُمُوْنِى أَنْ أُعَلِّمَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَوَجَدْتُ فِيْهِ رَجُلاً يُكْثِرُ السُّجُوْدَ فَوَجَدْتُ فِىْ نَفْسِى مِنْ ذَالِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَتَدْرِى عَلَى شَفْ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ قَالَ إِنْ أَكُ لاَ أَدْرِى فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْرِىْ، ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِى حِبِّ أَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَكَى، ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِى حِبِّى أَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَكَى، ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِى حِبِّ أَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَامِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، قَالَ قُلْتُ أَخْبِرْنِى مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ؟ قَالَ أَنَا أَبُوْ ذَرٍّ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَاصَرَتْ إِلَىَّ نَفْسِى -

(৫৩) আবূ ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মুখারিক (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা একবার হজ্জ করতে বের হলাম। যখন "রাবযা" নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমি আমার সাথীদের বললাম, তোমরা এগিয়ে চলো, আর আমি পিছনে রয়ে গেলাম। অতঃপর আবূ যার (রা)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আমি দেখলাম যে, তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছেন আর রুকু সিজদা বেশী বেশী করছেন। অতঃপর আমি ব্যাপারটি তাঁকে বললাম। তখন তিনি বললেন, আমি উত্তম কাজ করতে কসূর করি নি। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি একটি রুকু করলো বা একটা সিজদা দিল তার দ্বারা তার একটা মরতাবা বৃদ্ধি করা হবে। আর এ কারণে তার একটা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে) আলী ইবন্ যায়েদ থেকে তিনি মুতাররফ থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি কোরাইশের কতিপয় লোকের সাথে বসা ছিলাম, তখন সেখানে এক লোক এসে নামায পড়তে আরম্ভ করলেন, রুকু সিজদা দিতে থাকলেন। তারপর দাঁড়িয়ে আবার রুকু সিজদা করতে থাকলেন (মধ্যে) বসলেন না। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম্ আমার মনে হয় ইনি জানেন্ না যে, জোড় বা বেজোড় রাকা'আতের পর (নামায শেষ) করতে হয়। তখন তারা বললেন, আপনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা, আমি আপনাকে জোড় বা বেজোড় রাকা'আতের পর নামায শেষ করতে হয় তা জানেন বলে মনে করতে পারছি না। তিনি উত্তরে বললেন, তবে আল্লাহ পাক জানেন। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটা সিজদা করলো আল্লাহ তা'আলা সে কারণে তার জন্য একটা সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দিবেন। আর তার একটা গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং তার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কে? তখন তিনি উত্তরে বললেন, আবূ যার। অতঃপর আমি আমার সাথীদের কাছে ফিরে আসলাম। তারপর বললাম, আল্লাহ্ আপনাদেরকে মন্দ সাথীর প্রতিদান দিন। আপনারা আমাকে রাসূলুল্লাহর এক সাহাবীকে (দ্বীন) শিক্ষা দেয়ার জন্য আদেশ করলেন?

(তৃতীয় এক সূত্রে) আহনাফ ইবন্ কাইস হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে গেলাম, তখন সেখানে এক লোক পেলাম যিনি বেশী বেশী সিজদা করছেন। তা দেখে আমার মনে বিরক্তিবোধ করলাম।

যখন লোকটি নামায শেষ করলেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি জানেন কি আপনি জোড় রাকা'আত না বেজোড় রাকা'আত পড়ে নামায শেষ করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি না জানলেও তা আল্লাহ পাক অবশ্যই জানেন। তারপর বললেন আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম জানিয়েছেন তারপর কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসিম জানিয়েছেন তারপর আবার কাঁদতে লাগলেন। তারপর আবার বললেন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসিম জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন যে, যে বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটা সিজদা করবে আল্লাহ সেজন্য তার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আর তার একটা গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার জন্য একটা সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দিবেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমি বললাম, আমাকে বলুন আপনি কে? আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। তিনি উত্তরে বললেন আমি আবূ যার, রাসূলুল্লাহ্র সাহাবী। একথা শুনে আমি মনে মনে লজ্জিত হলাম।

[মুনযিরী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, এ হাদীসটি আহমদ ও বায্যার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর সবগুলো সনদ মিলে হাদীসটি হাসান বা সহীহ্র পর্যায়ে উপনীত হয়।]

(٥٤) عَنْ أَبِىْ فَاطِمَةَ الْأَزْدِىِّ أَوِ الْأَسْدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِىْ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا فَاطِمَةَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِى فَأَكْثِرِ السُّجُوْدَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) يَا أَبَا فَاطِمَةَ أَكْثِرْ مِنَ السُّجُوْدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ (وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ مُسْلِمٍ بَدَلَ رَجُلٍ) يَسْجُدُ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى بِهَا دَرَجَةً ـ

(৫৪) আবূ ফাতিমা আল আযাদী বা আল আসদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে নবী (সা) বললেন, হে আবূ ফাতিমা! তুমি যদি (পরকালে) আমার সাথে মিলিত হতে চাও তাহলে বেশী বেশী করে সিজদা করো। (অপর এক সূত্রে আছে) হে আবূ ফাতিমা, বেশী বেশী করে সিজদা করো। কারণ যে লোক (অপর এক বর্ণনায় লোকের পরিবর্তে মুসলিম শব্দটি আছে।) আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করে আল্লাহ তা'আলা সে সিজদার বিনিময়ে তার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

[ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। মুনযিরী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও ইবন্ মাজাহ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(٥٥) عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ مَوْلَى بَنِى مَخْزُوْمٍ عَنْ خَادِمٍ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُوْلُ لِلْخَادِمِ أَلَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَاجَتِى، قَالَ وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ حَاجَتِى أَنْ تَشْفَعَ لِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى هٰذَا؟ قَالَ رَبِّى، قَالَ إِمَّا تَلاَ فَأَعِنِّى بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ ـ

(৫৫) বানী মাখযুমের মাওলা যিয়াদ ইবন্ আবূ যিয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর এক নারী বা পুরুষ খাদেম থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী (সা) খাদিমকে প্রায়ই বলতেন, তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি বলেন, একদিন (এমন অবস্থায়) তিনি (খাদিম) বলেন! হে আল্লাহর রাসূল আমার প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন, তোমার প্রয়োজন কি? খাদিম বলেন, আমার প্রয়োজন হলো আপনি কিয়ামত দিবসে আমার জন্য (আল্লাহর দরবারে) সুপারিশ করবেন। তিনি বললেন, তোমাকে এ বিষয়ে কে শিখিয়ে দিল? তিনি উত্তরে বলেন, আমার প্রভু। (নবী (সা) বলেন, যদি সত্যই তা চাও তাহলে বেশী বেশী সিজদা দ্বারা আমাকে সহযোগিতা কর।

[আহমদ ইবন্ আব্দুর রহমান আল্ বান্না বলেন, এ ভাষায় আমি হাদীসটি কোথাও পাই নি। তবে মুসলিম ও আবূ দাউদের হাদীসে এ বক্তব্যের সমর্থন মিলে।]

(٥٦) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمَرِىِّ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ أَعْمَلُه يُدْخِلُنِى اللّٰهُ بِه الْجَنَّةَ أَوْقَالَ قُلْتُ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ، فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ، فَإِنَّكَ لَاتَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً، قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِىْ مِثْلَ مَا قَالَ لِى ثَوْبَانُ -

(৫৬) মা'দান ইবন্ আবূ তালহা আল্ ইয়া'মারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম মা'দানের সাথে সাক্ষাত করলাম, তাঁকে বললাম, আপনি আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলুন, যে আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা বললেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলের কথা বলুন। এ কথা শুনে তিনি চুপ করে থাকলেন। অতঃপর আমি তাঁর কাছে তৃতীয়বার প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, তোমাকে বেশী বেশী সিজদা করতে হবে। কারণ যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটা সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে তোমার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, আর একটা গুনাহ মাফ করে দিবেন। মা'দান বলেন, অতঃপর আমি আবূ দারদার সাথে সাক্ষাৎ করলাম তাঁকেও একই প্রশ্ন করলাম। তিনিও ছাওবান যা বললেন ঠিক একই কথা বললেন। [মুসলিম, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٧) بَابٌ فِىْ فَضْلِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

(৭) পরিচ্ছেদ ঃ ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলত

(٥٧) ز- عَنْ أَبِىْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

(৫৭) আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঠাণ্ডার সময়ের দু'নামায (অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায) পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বুখারী, মুসলিম ও মালিক কর্তৃক বর্ণিত।]

(٥٨) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ أَخْبِرْنِى مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَلِجُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ لَنْ يَلِجَ) النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟) قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذَالِكَ -

(৫৮) উমারা ইবন্ রুওয়াইবা তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তাঁকে জনৈক বসরাবাসী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাকে রাসূল (সা)-কে যা বলতে শুনেছেন তা বলুন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, জাহান্নামে প্রবেশ করবে না (অপর এক বর্ণনা মতে কখনো প্রবেশ করবে না) যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে এবং সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে নামায পড়ে। লোকটি বললো, আপনি নিজেই একথা তাঁকে বলতে শুনেছেন? (অপর এক বর্ণনায় আছে) রাসূল (সা) থেকে শুনেছেন, তিনি বললেন, তা আমার দু'কান শুনেছে এবং আমার অন্তর আত্মস্থ করেছে। তখন লোকটি বললেন, আল্লাহর কসম আমিও তাঁকে একথা বলতে শুনেছি।

[মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٥٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَتَعَاقَبُوْنَ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةَ النَّهَارِ فَيَجْتَمِعُوْنَ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُوْلُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ ـ

(৫৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কতগুলো আনাগোনাকারী ফেরেশতা রয়েছেন। রাতের ফেরেশতা আর দিনের। তাঁরা ফজরের নামায এবং আসরের নামাযের সময় একত্রিত হন। তারপর যে সব ফেরেশতা তোমাদের মধ্যে ছিলেন তাঁরা আল্লাহর কাছে চলে যান। তখন তিনি তাঁদেরকে প্রশ্ন করেন, যদিও তিনি তাদের চেয়ে বেশী জানেন। তিনি বলেন, আমার বান্দাদের তোমরা কোন্ অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তখন তারা বলেন, আমরা তাদেরকে নামাযের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাযে রত ছিলেন।

[বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত। ইবন্ খযাইমাও হাদীসটি একটু অন্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন।]

(٦٠) عَنْ فُضَالَةَ اللَّيْثِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِىْ حَتَّى عَلَّمَنِىْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِمَوَاقِيْتِهِنَّ، قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ هٰذِهِ لَسَاعَاتٌ أَشْغَلُ فِيْهَا فَمُرْنِىْ بِجَوَامِعَ، فَقَالَ لِىْ إِنْ شُغِلْتَ فَلَاتَشْغَلْ عَنْ الْعَصْرَيْنِ فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ ـ

(৬০) ফোযালা আল্ লাইছী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর কাছে গেলাম, তারপর মুসলমান হলাম। তখন তিনি আমাকে নানা বিষয় শিক্ষা দিলেন। এমনকি যথা সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা প্রসঙ্গে শিক্ষা দিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, এ সময়গুলোতে আমি ব্যস্ত থাকি। অতএব, আপনি আমাকে একটা সর্বাত্মক আমলের উপদেশ দিন। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি ব্যস্ত থাকলেও আসরের নামায দু'টির সময় ব্যস্ত হইও না। আমি বললাম, আসর দু'টি কোনটি? তিনি বললেন, ফজরের নামায ও আসরের নামায।

[আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। তার সনদ হাসান।]

(٦١) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ، لَاتُضَامُوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَاتُغْلَبُوْا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا) قَالَ شُعْبَةُ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) لَا أَدْرِىْ قَالَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَوْ لَمْ يَقُلْ ـ

(৬১) জারীর ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক পূর্ণিমার রাতে রাসূল (সা)-এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি বলেন, তোমরা যেরূপ চাঁদ দেখতে পাচ্ছ সেরূপ তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার ক্ষেত্রে তোমরা ভীড় বোধ করবে না। তোমরা যদি এ দু'নামায (অর্থাৎ সূর্য ওঠার আগের এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বের নামায দু'টির ব্যাপারে পরাজিত না হয়ে পার তাহলে তাই করো।) অতঃপর তিনি فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا (তোমার প্রভুর প্রশংসা বিজড়িত পবিত্রতা বর্ণনা কর। সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।)

আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। শু'বা (একজন রাবী) বলেন, আমি জানি না (রাসূল (সা) যদি পার কথাটি বলেছিলেন কি না। [বুখারী ইত্যাদি কর্তৃক বর্ণিত।]

(٨) بَابُ فَضْلُ صَلاَةُ التَّطَوُّعِ وَجَبْرُ الْفَرَائِضِ بِالنَّوَافِلِ

(৮) নফল নামাযের ফযীলত এবং নফল দ্বারা ফরয এর ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে

(٦٢) عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِى شَيْئٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِىْ صَلاَتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللّٰهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِى الْقُرْآنَ ـ

(৬২) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে দু' রাকাত নফল নামাযের চেয়ে বেশী উত্তম কোন কিছুর অনুমতি দেন নি যা বান্দা আদায় করে। বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাথার উপরে কল্যাণ বর্ষিত হতে থাকে, বান্দাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই কুরআনের চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই।

[তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। সুয়ূতী, জামে উস সাগীরে হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٦٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهِ نُوْرٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ ـ

(৬৩) ওমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন মানুষের বাড়িতে নামায পড়া হল একটা নূর বা আলো। যার ইচ্ছা হয় সে যেন নিজ বাড়িতে বেশী বেশী নফল সালাত আদায়ের মাধ্যমে জ্যোতির্ময় করে।

[এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। জানাবতের গোসল অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।]

(٦٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيْمِ الضَّبِّىِّ أَنَّهُ خَافَ زَمَنَ زِيَادٍ أَوِ ابْنِ زِيَادٍ فَأَتَى الْمَدِيْنَةَ فَلَقِىْ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ فَانْتَسَبَنِىْ فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَافَتَى أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ، قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللّٰهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الصَّلاَةِ، قَالَ يَقُوْلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ أُنْظُرُوْا فِى صَلاَةِ عَبْدِى أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ أَنْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ أُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ أَتِمُّوْا لِعَبْدِى فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَالِكُمْ، قَالَ يُوْنُسُ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) وَأَحْسَبُهُ قَدْ ذَكَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ لِىْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرٍ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَوَّلُ شَيْئٍ مِمَّا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ الْمَكْتُوْبَةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ (وَفِى رِوَايَةٍ فَإِنْ أَتَمَّهَا) وَإِلاَّ زِيْدَ فِيْهَا مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْاَعْمَالِ الْمَفْرُوْضَةِ كَذَالِكَ ـ

(৬৪) আনাস ইবন্ হাকীম আদ্দাববী থেকে বর্ণিত, যে তিনি যিয়াদ বা ইবন্ যিয়াদের সময় ভয় পাচ্ছিলেন, এ সময় তিনি মদীনায় আসলেন। তখন আবূ হুরায়রার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি আমার বংশ পরিচয় জানতে চাইলে আমি তাঁকে বংশ পরিচয় জানালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে যুবক! আমি কি তোমাকে এমন এক হাদীস শুনাব যার দ্বারা আল্লাহ হয়তবা তোমার উপকার করবেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ আপনার উপর মেহেরবানী

(৬৬) আবদুল্লাহ ইবন্ সুলাইমান বলেন, আমরা খারিজা ইবন্ যায়েদের সাথে জোহরের সালাত শেষ করে আনাস ইবন্ মালিকের (রা) কাছে গেলাম। তখন তিনি বলেন, হে মেয়ে! (দাসী) দেখতো নামাযের সময় হয়েছে কিনা? মেয়েটি বললো, হ্যাঁ, (হয়েছে) তখন আমরা তাঁকে বললাম, আমরা এখনই ইমামের সাথে জোহরের সালাত আদায় করে আসলাম। তিনি বলেন, তখন তিনি উঠে আসর-এর নামায পড়লেন। তারপর বললেন, রাসূল (সা) এভাবেই নামায পড়তেন।

[আহমদ আবদুর রহমান আল্ বান্না বলেন, এ হাদীসটি অন্য কোথাও পাই নি। তবে তাঁর সনদ হাসান পর্যায়ের।]

(٦٧) عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِىْ زِيَادٍ مَوْلَى اَبْنِ عَبَّاسٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) قَالَ انْصَرَفْتُ مِنَ الظُّهْرِ أَنَا وَعُمَرُ حِيْنَ صَلاَّهَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بِالنَّاسِ إِذْ كَانَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ إِلَى عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ نَعُوْدُهُ فِىْ شَكْوَى لَهُ، قَالَ فَمَا قَعَدْنَا، مَاسَأَلْنَا عَنْهُ إِلاَّ قِيَامًا، قَالَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِىْ دَارِهِ وَهِيَ إِلَى جَنْبِ دَارِ أَبِى طَلْحَةَ، قَالَ فَلَمَّا قَعَدْنَا أَتَتْهُ الْجَارِيَةُ فَقَالَتِ الصَّلَاةُ يَا أَبَاحَمْزَةَ، قَالَ قُلْنَا أَىُّ الصَّلَاةِ رَحِمَكَ اللّٰهُ، قَالَ الْعَصْرُ، قَالَ فَقُلْنَا إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ الْآنَ، قَالَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَرَكْتُمُ الصَّلَاةَ حَتَّى نَسِيْتُمُوْهَا، أَوْقَالَ نَسِيْتُمُوْهَا حَتَّى تَرَكْتُمُوْهَا) إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَمَدَّ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ـ

(৬৭) যিয়াদ ইবন্ আবূ যিয়াদ ইবন্ আব্বাস (রা) আযাদকৃত গোলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিশাম ইবন ইসমাঈল যখন মদীনার প্রশাসক ছিলেন তখন (একদিন) আমি এবং উমর তাঁর পিছনে জোহরের নামায আদায় করে আমর ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ আবূ তালহার কাছে গেলাম তাঁর অসুস্থাবস্থায় তাঁকে দেখতে। তিনি বললেন, গিয়ে আমরা বসি নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তারপর আমরা গিয়ে আনাস ইবন মালিকের বাড়িতে প্রবেশ করলাম। বাড়িটি ছিল আবূ তালহার বাড়ির পাশে। তিনি বলেন, আমরা যখন বসলাম তখন তাঁর কাছে দাসী আসল এবং বললো, আবূ হামযা নামাযের সময় হয়েছে? আমরা বললাম, কোন্ নামাযের কথা বলছেন, আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন। তিনি বললেন, আসরের নামায। তিনি বলেন, তখন আমরা বললাম, আমরা তো জোহরের নামায এখনই পড়লাম। তিনি বললেন, তখন তিনি বলেন, তোমরা নামায ছেড়ে দিয়েছ, এমন কি নামাযের কথা ভুলেই গেছ। অথবা বললেন, তোমরা নামাযের কথা ভুলে গিয়ে ছেড়েই দিয়েছো। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। আমি ও কিয়ামত এতদুভয়ের মত প্রেরিত হয়েছি। তারপর তার হাতের তর্জনী ও মধ্যাঙ্গুলী সম্প্রসারিত করলেন।

[বুখারী, মুসলিম সংক্ষিপ্তাকারে। (উমাইয়া যুগে নামায শেষ ওয়াক্তে পড়া হতো, যা সাহাবীগণ কঠিনভাবে আপত্তি করতেন।]

(٦٨) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يَاعَلِىُّ لَاتُؤَخِّرْهُنَّ، اَلصَّلَاةُ إِذَا أَذَنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْوًا ـ

(৬৮) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, হে আলী! তিনটা জিনিস দেরী করবে না। যখন নামাযের সময় হবে (তখন আর দেরী করবে না।) আর জানাযা যখন উপস্থিত হবে (বিলম্ব করবে না।) আর অবিবাহিতা নারীর যখন কুফু থেকে (উপযুক্ত পাত্র থেকে) প্রস্তাব পাওয়া যাবে (তখন বিবাহে বিলম্ব করবে না।)

[কুফু বলতে ইসলাম স্বাধীনতা, সমগোত্র ও সমউপার্জন-এর অধিকারী পাত্রকে বুঝানো হয়।]

[হাকিম, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হাব্বান ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

(٦٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فُلاَنًا نَامَ الْبَارِحَةَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ بَالَ فِى أُذُنِهِ أَوْفِى أُذُنَيْهِ.

(৬৯) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, এক লোক রাসূল (সা)-এর কাছে আসলেন। এসে বললেন, অমুক ব্যক্তি রাত্রে নামায না পড়ে ঘুমিয়েছে। তখন রাসূল (সা) বললেন, তা হচ্ছে এক শয়তানের কারসাজী। সে শয়তান তার কানে অথবা বললেন, তার দু'কানে পেশাব করে দিয়েছে।

[অর্থাৎ শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে রাতের নামায থেকে বিরত রেখেছে।]

[বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٧٠) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ـ

(৭০) আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ এক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[আহমদ ইবন্ আব্দুর রহমান বলেন, হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। মুনযিরী বলেন, হাদীসটি আহমদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(٧١) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُوْنُ مِنْ بَعْدِىْ أَئِمَّةٌ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا فَصَلُّوْا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوْا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سَبْحَةً ـ

(৭১) শাদ্দাদ ইবন্ আউস নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন, অচিরেই আমার পর এমন কিছু ইমামের (শাসক) আবির্ভাব হবে যারা নামাযকে তার ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে হত্যা করবে। কাজেই তোমরা যথা সময়ে নামায পড়ে নিবে। আর ঐরূপ ইমামদের সাথে নামাযগুলোকে নফল নামাযে পরিণত করবে।

[মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে ঐরূপ হাদীস আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।]

(٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ مِنْ بَعْدِىْ أُمَرَاءُ يُصَلُّوْنَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَيُؤَخِّرُوْنَهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوْهَا مَعَهُمْ فَإِنْ صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوْهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخَّرُوْهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوْهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ وَمَاتَ نَاكِثًا لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَحُجَّةَ لَهُ، قُلْتُ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ هٰذَا الْخَبَرَ، قَالَ أَخْبَرَنِيْهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يُخْبِرُ عَامِرُ ابْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(৭২) ইবন্ জুরাইজ বলেছেন, আমাদেরকে 'আসিম ইবন উবাইদুল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী (সা) বলেছেন, আমার পরে অচিরেই এমন কিছু আমীরের (শাসক) আবির্ভাব হবে যারা সময় মত নামায পড়বে, আবার তা ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করেও পড়বে। তোমরা তাদের সাথে নামায পড়ো। তারা যদি তা সময় মতো পড়ে। আর তোমরাও তাদের সাথে তা পড়ো, তাহলে তার সাওয়াব তোমরা ও তারা উভয়েই পাবে। আর যদি তারা তা সময়ের পরে বিলম্ব করে পড়ে, আর তোমরা ও তাদের সাথে তা পড়ো তাহলে তা তোমাদের পক্ষে ও তাদের বিরুদ্ধে। (তার গোনাহের দায়িত্ব শুধুমাত্র তাদের) যে ব্যক্তি সমাজ ত্যাগ করে তার জাহেলী মৃত্যু হবে। আর যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো, আর ওয়াদা ভঙ্গ করাবস্থায় মারা গেল সে কিয়ামত দিবসে এমন অবস্থায় উত্থিত হবে তখন তার কোন

ওযর আপত্তি থাকবে না। আমি তাঁকে বললাম, আপনাকে এ খবর কে দিয়েছে? তিনি বলেন, এ সংবাদ আব্দুল্লাহ ইবন আমির ইবন্ রাবী'আ তাঁর বাবা আমির ইবন্ রাবী'আ থেকে এ সংবাদ দিয়েছেন। আর আমির ইবন্ রাবী'আহ তা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

[আবূ দাউদ ওবাইদ ইবন্ সামিত ও যুবাইদা ইবন্ ওয়াক্কাস থেকে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٧٣) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدِى ظُهُوْرِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةُ رَهْطٍ، أَرْبَعَةٌ مَوَالِيْنَا وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا، إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى أَنْتَهَى إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُجْلِسُكُمْ هٰهُنَا؟ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، قَالَ فَأَرَمَّ قَلِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَأَنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ، مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَهُ عَلَىَّ عَهْدٌ اَنْ اَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَضَيَّعَهَا اُسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَهْدَ لَهُ، إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ -

(৭৩) কা'ব ইবন্ আজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে কিবলার দিকে পিঠ ঠেকিয়ে বসাছিলাম। আমরা সংখ্যায় সাতজন ছিলাম। চারজন ছিল আমাদের অনারব মাওয়ালী। আর তিনজন ছিল আরব। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে রাসূল (সা) বেরিয়ে আসলেন জোহরের নামাযের জন্য। আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা এখানে কেন বসে আছ? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা নামাযের জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন, একথা শুনে মহানবী (সা) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তিনি বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলেন, তোমাদের রব বলছেন, যে ব্যক্তি যথাসময়ে (ওয়াক্ত মতে) নামায পড়ে এবং তার হিফাযত করে, নামাযের প্রতি অবহেলা করে তার হক নষ্ট করে না। তার জন্য আমার ওয়াদা হলো আমি তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে নামাযগুলো সময়মত পড়ে না তার হিফাযত করে না। তার প্রতি অবহেলা করে, তার হক নষ্ট করে তার জন্য আমার কোন ওয়াদা নেই। আমার ইচ্ছা হলে তাকে শাস্তি দেব আর ইচ্ছা হলে ক্ষমা করে দিব।

[তাবারানী হাদীসটি তাঁর মু'জামুল কবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। মুনযিরী হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٧٤) عَنْ أَبِى الْيَسَرِ الْأَنْصَارِىِّ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّى الصَّلَاةَ كَامِلَةً وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّى النِّصْفَ وَالثُّلُثَ وَالرُّبُعَ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ -

(৭৪) আবুল ইয়াসার আল আনসারী কা'ব ইবন্ আমর (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি রাসূলুল্লাহর সাহাবী) রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিপূর্ণভাবে নামায পড়ে। আর কেউ অর্ধেক নামায পড়ে। আর কেউ তিনভাগের একভাগ নামায পড়ে। আর কেউ এক চতুর্থাংশ নামায পড়ে। এভাবে এক দশমাংশ পর্যন্ত বলেছেন।

[নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত। মুনযিরী বলেন, এর সনদ হাসান পর্যায়ের।]

(٧٥) عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ـ

(৭৫) নাওফেল ইবন্ মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি যথাসময়ে নামায পড়লো না সে যেন তার আত্মীয়স্বজন ও ধনসম্পদ হারালো।

[ইবন্ হাব্বান্ ও আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٧٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْاٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(৭৬) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা) জীবনে দু'বারও শেষ ওয়াক্তে নামায পড়েন নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ জগত থেকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

[তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব বা দুর্বল এর সনদ মুত্তাসিল নয়।]

(١٠) بَابٌ فِي وَعِيْدِ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمَدًا وَسُكْرًا

(১০) যে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা মাতাল হয়ে নামায ত্যাগ করল তাকে ভীতি প্রদর্শন প্রসঙ্গে

(٧٧) عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ـ

(৭৭) উম্মু আইমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করো না। কারণ যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করে তার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব থাকে না।

[হাদীসটি মুনযিরী উল্লেখ করে বলেন, আহমদ ও বায়হাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে মাকহুল উম্মে আইমান হতে শুনি নি।]

(٧٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قِيْلَ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ ـ

(৭৮) আবদুল্লাহ ইবন্ আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, যে ব্যক্তি মাতাল হয়ে একবার নামায তরক করল সে যেন গোটা দুনিয়ার মালিক ছিল আর তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হল। আর যে মাতাল হয়ে চার বার নামায তরক করল, আল্লাহর অধিকার রয়েছে তাকে তীনাতুল খবাল থেকে পান করাবার। জিজ্ঞাসা করা হলো, তীনাতুল খবাল কী? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি উত্তরে বললেন, জাহান্নামবাসীর শরীর থেকে নির্গত রক্ত, পুঁজ আবর্জনার সমষ্টি। [বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(١١) بَابٌ حُجَّةُ مَنْ كَفَّرَ تَارِكُ الصَّلَاةِ.

(১১) পরিচ্ছেদ ঃ নামায তরককারীকে যারা কাফির বলেন তাদের দলীল

(٧٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ـ

(৭৯) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি বান্দা ও কুফরী অথবা শিরকের মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিস হলো নামায তরক করা।

[মুসলিম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত।]

(٨٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ـ

(৮০) আবদুল্লাহ ইবন্ বুরাইদা (রা) থেকে, তিনি তাঁর বাবা বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যকার চুক্তি হল নামায। যে নামায তরক করলো সে কুফরী করল।

[চার সুনান গ্রন্থ। ইবন্ হিব্বান, হাকিম কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। নাসাঈ ও ইরাকী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٨١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْروبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ، مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ ـ

(৮১) আবদুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন নামাযের কথা আলোচনা করলেন। তখন তাঁকে বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে সে নামায তার জন্য নূর, দলীল এবং মুক্তির উপায় হবে কিয়ামত দিবসে। আর যে তার হিফাযত করবে না তার জন্য তা নূর, দলীল ও মুক্তির উপায় হবে না। সে কিয়ামত দিবসে কারূন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবন্ খালাফের সাথে থাকবে।

[তাবারানী ও দারিমী কর্তৃক বর্ণিত। হাইসুমী বলেন, আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٢) بَابُ حُجَّةُ مَنْ لَمْ يَكْفُرْ تَارِكُ الصَّلَاةَ وَرِجَالَهُ مَايَرْجَى لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ

(১২) পরিচ্ছেদ ঃ যারা নামায তরককারীকে কাফির মনে করে না এবং তাদের জন্য কবীরাহ্ গুনাহকারীদের মত শাস্তি বা ক্ষমার আশা করেন তাদের দলিল

(٨٢) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِيْهِ إِلَى فِىَّ، لَا أَقُوْلُ حَدَّثَنِى فُلَانٌ وَلَا فُلَانٌ، خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ لَقِيَهُ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُمْ شَيْئًا لَقِيَهُ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَقِيَهُ وَلَا عَهْدَ لَهُ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ ـ

(৮২) উবাদা ইবন্ সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তাঁর মুখ থেকে আমার মুখ পর্যন্ত। আমি বলছি না আমাকে অমুক বলেছেন; আর না বলছি অমুক বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ঐসব নামায নিয়ে সাক্ষাৎ করবে তাঁর কিছুই নষ্ট না করে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তখন আল্লাহর কাছে তার জন্য প্রতিশ্রুতি থাকবে। সে সেই প্রতিশ্রুতির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে নামাযের প্রতি অবহেলাবশত নামাযের কিছু ত্রুটি নিয়ে সে

আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাত পাবে যে, তার জন্য কোন প্রতিশ্রুতি থাকবে না। আল্লাহর ইচ্ছা, হয় তাকে শাস্তি দিবেন, আর ইচ্ছা হয় তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

[মালিক, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ, ইবন্ হিব্বান ও ইবন্ সাফান কর্তৃক বর্ণিত। ইবন্ আব্দুল বার বলেন, হাদীসটি সহীহ ও প্রমাণিত।]

(١٣) بَابُ مَاجَاءَ فِى الْأَحْوَالِ الَّتِىْ عُرِضَتْ لِلصَّلَاةِ

(১৩) পরিচ্ছেদ ঃ নামায যে সব পর্যায় অতিক্রম করেছে সে প্রসঙ্গে

(٨٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، فَأَمَّا أَحْوَالُ الصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ يُصَلِّى سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ إِنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ) قَالَ فَوَجَّهَهُ اللّٰهُ الَى مَكَّةَ قَالَ فَهَذَا حَوْلٌ ـ

(قَالَ) وَكَانُوْا يَجْتَمِعُوْنَ لِلصَّلَاةِ وَيُؤْذِنُ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى نَقَسُوْا أَوْ كَادُوْا يَنْقُسُوْنَ، قَالَ ثُمَّ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ وَلَوْ قُلْتُ إِنِّى لَمْ أَكُنْ نَائِمًا لَصَدَقْتُ، إِنِّى بَيْنَمَا أَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْرَأَيْتُ شَخْصًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ مَثْنَى حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ ثُمَّ أَمْهَلَ سَاعَةً، قَالَ ثُمَّ مِثْلَ الَّذِىْ قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ يَزِيْدُ فِىْ ذَالِكَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْهَا بِلَالاً فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا، فَكَانَ بِلَالٌ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَبِهَا، قَالَ وَجَاءَ عُمَرُ اَبْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ قَدْ طَافَ بِىْ مِثْلُ الَّذِىْ أَطَافَ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ سَبَقَنِى فَهَذَانِ حَوْلَانِ ـ

(قَالَ) وَكَانُوْا يَأْتُوْنَ الصَّلَاةَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ بِبَعْضِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يُشِيْرُ الَى الرَّجُلِ إِنْ جَاءَكُمْ صَلَّى؟ فَيَقُوْلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَيُصَلِّيهَا ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِى صَلَاتِهِمْ، قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ أَبَدًا إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَضَيْتُ مَاسَبَقَنِى قَالَ فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِهَا، قَالَ فَثَبَتَ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَامَ فَقَضَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهَكَذَا فَاصْنَعُوْا، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، وَلَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَامِ (فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ)

(৮৩) আবদুর রহমান ইবন্ আবু লাইলা থেকে বর্ণিত, তিনি মু'আয ইবন্ জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে তিনি বলেন, নামায তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছে। আর রোযারও তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছে। নামাযের অবস্থাগুলো হল– নবী (সা) মদীনায় এসে সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অবতীর্ণ করলেন।

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ..... فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ الْآيَةُ

(আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানো সে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিতে চাই যা তুমি পছন্দ কর। অতএব, তুমি মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেদিকেই মুখ ফিরাও।) তিনি বলেন, আল্লাহ্ এভাবেই মক্কার দিকে তাঁর মুখ ফিরালেন। এটা এক পর্যায় অবস্থা। [সূরা বাকারা ঃ ১৪৪]

তিনি বলেন, লোকেরা নামাযের জন্য (প্রথমাবস্থায়) একে অপরকে ডেকে একত্রিত হত। পরিশেষে তারা ঘণ্টা বাজালেন বা বাজাবার উপক্রম হল। তিনি বলেন, অতঃপর এক আনসারী লোক-তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবন্ যায়েদ রাসূল (সা)-এর কাছে আসলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক স্বপ্ন দেখলাম! যেমন অন্যরা দেখেন। এ স্বপ্নের ব্যাপারে যদি বলি আমি ঘুমানো ছিলাম না তাহলেও সত্যি বলা হবে। আমি যখন ঘুম ও চেতনার মধ্যে ছিলাম তখন দেখলাম যে, এক লোক দু'টি সবুজ কাপড় পরে কিবলার দিকে হয়ে বলতে লাগল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দু'বার করে বললেন। এভাবেই আযান শেষ করলেন। তারপর কিছুক্ষণ বিরত রইলেন। তিনি বলেন, তারপর যেরূপ বলছিলেন সেরূপ আবার বললেন, তবে এবার অতিরিক্ত বললেন, কাদ কামাতিস্ সালাত, কাদ কামাতিস্ সালাত। তখন রাসূল (সা) বললেন, তা বিলাল (রা)-কে শিখিয়ে দাও, সে যেন এর দ্বারা আযান দেয়। বিলাল এর দ্বারা প্রথম আযান দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তারপর উমর ইবন্ খাত্তাব (রা) আসলেন, এসেই বললেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছেও পরিভ্রমণ করেছে লোকটি যেরূপ তার কাছে পরিভ্রমণ করেছে। তবে এ ব্যাপারে সে আমার আগে এসে জানিয়েছে। এটা ছিল আর এক পর্যায়।

তিনি বলেন, লোকেরা নামাযে আসত। কখনো কখনো মহানবী (সা) তাঁদের আগে এসে নামায আরম্ভ করতেন। তিনি বলেন, তখন কোন লোক নতুন আসলে অন্যকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করতো কয় রাক'আত পড়েছেন? সে উত্তরে বলত এক রাক'আত বা দু'রাক'আত তখন লোকটি সে নামায পড়ে নিত। তারপর লোকদের সাথে তাদের জামাতে শরীক হত। তিনি বলেন, একবার মু'আয (রা) এসে বললেন, আমি তাঁকে যে অবস্থায়ই পাই না কেন, সেই অবস্থাতেই নামাযে শরীক হব। এরপর তিনি আগে যে কয় রাক'আত পড়েছেন তা শেষে কাযা করব। তিনি বলেন, তিনি (মু'আয) আসলেন তখন দেখা গেল, মহানবী (সা) আগেই কিছু নামায পড়ে ফেলেছেন। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় (মু'আয রা) মহানবীর সাথে শরীক হলেন। যখন নবী (সা) তাঁর নামায শেষ করলেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বাকি নামায কাযা করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, মু'আয তোমাদের জন্য এক নতুন নিয়ম জারী করেছেন। তোমরাও অনুরূপ করো। এগুলো হলো নামাযের তিন অবস্থা। আর রোযার অবস্থা সম্বন্ধে (বাকি হাদীসে উল্লেখ করেছেন।)

[আবূ দাউদ, দারু কুতনী, ইবন্ খোযাইমা, বাইহাকী, নাসাঈ ও তাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটির, সনদ উত্তম।]

(١٤) بَابٌ أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَّلَاةِ وَمَاجَاءَ فِيْمَنْ رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَلَمُ

(১৪) পরিচ্ছেদ ঃ শিশুদের নামায পড়ার নির্দেশ দান এবং যাদের সম্বন্ধে কলম তুলে নেয়া হয়েছে তাদের বিষয়ে আগত হাদীস প্রসঙ্গে

(٨٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوْا سَبْعًا وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوْا عَشْرًا وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ-

(৮৪) আমর ইবন্ শু'আইব তাঁর বাবার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে সাত বছর বয়স হলেই নামায পড়ার আদেশ করো। আর দশ হলে (তখন নামায না পড়লে) মার দেবে। আর তাদের জন্য বিছানা পৃথক করে দেবে।

[আবূ দাউদ ও হাকিম কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। তবে বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত হয় নি। যাহাবী তাঁর এ বক্তব্য সমর্থন করেছেন।]

(٨٥) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِيْنَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ عَلَيْهِ ـ

(৮৫) আব্দুল মালিক ইব্নে রাবী ইবন্ সাবরা আল হাসানী তাঁর দাদার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন শিশুর বয়স সাত হবে তখন তাকে নামায পড়ার জন্য আদেশ করা হবে। আর যখন দশ হবে তখন সে জন্য (না পড়লে) মার দেয়া হবে।

[দার কুতনী, তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(٨٦) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ ـ

(৮৬) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিন প্রকারের মানুষ থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে। (তাদের গুনাহ লিখা হয় না।) শিশুদের উপর থেকে বালেগ না হওয়া পর্যন্ত। আর ঘুমন্ত থেকে, ঘুম হতে না উঠা পর্যন্ত। আর পাগল থেকে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।]

[নাসাঈ, দারু কুতনী, ইবন্ হুযাইফা, তিরমিযী, হাকিম কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। বুখারী শর্তে উত্তীর্ণ। যাহাবী ও তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন।]

(٨٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ (وَفِي رِوَايَةٍ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ) حَتَّى يَعْقِلَ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ ـ

(৮৭) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন তিন প্রকারের মানুষ থেকে (আমল নামা লিখার) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে না উঠা পর্যন্ত। শিশু বালিগ না হওয়া পর্যন্ত। আর (৩) পাগল (অপর এক বর্ণনায় আছে এবং নির্বোধ থেকে।) সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত। বোধ শক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত। (তাঁর থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে) যে, রাসূল (সা) বলেছেন, তিন প্রকারের মানুষ থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ১. ঘুম থেকে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত। ২. পাগল থেকে, বোধ ফিরে না আসা পর্যন্ত। ৩. শিশু থেকে, বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত।

[হাকিম কর্তৃক মুস্তাদরাকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি বুখারী মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ বলে মন্তব্য করেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।]

أَبْوَابُ مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةَ

নামাযের সময় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ جَامِعُ الْاَوْقَاتِ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের সকল ওয়াক্ত প্রসঙ্গে

(٨٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِيْ جِبْرِيْلُ عِنْدَا الْبَيْتِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الْبَيْتِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ حِيْنَ كَانَ الْفَيْئُ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَهُ هُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ لِكُلِّ شَيْئٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (٥) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ أَلَيَّ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ هٰذَا وَقْتُ وَوَقْتُ النَّبِيِّيْنَ قَبْلَكَ) اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ -

(৮৮) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জিব্রাঈল (আ) আমার ইমামতী করেন বাইতুল্লাহ্র পাশে। (অপর বর্ণনায় আছে দু'বার বাইতুল্লাহর পাশে।) তখন তিনি সূর্য অল্পপরিমাণ পশ্চিম দিকে ঢলে গেলে আমাকে নিয়ে জোহরের নামায পড়েন। (অপর বর্ণনায় আছে, যখন ছায়া জুতার ফিতা পরিমাণ হল) অতঃপর আমাকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন যখন সবকিছুর ছায়া তার সমপরিমাণ হল। অতঃপর আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন যখন রোযাদাররা ইফতার করলেন। তারপর আমাকে নিয়ে ইশা'র নামায পড়লেন যখন পশ্চিমাকাশের লালিমা শুভ্রতা তিরোহিত হয়ে গেল। তারপর আমাকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন, যখন রোযাদার জন্য পানাহার করা হারাম হবার সময় হল। অতঃপর পরের দিন জোহরের নামায পড়লেন যখন সবকিছুর ছায়া তার সমপরিমাণ হল। অতঃপর আমাকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন, যখন সবকিছুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। তারপর আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন যখন রোযাদারদের ইফতারের সময় হল। অতঃপর আমাকে নিয়ে ইশা'র নামায পড়লেন রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে। অতঃপর আমাকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন সুস্পষ্টভাবে দিনের আলো উদ্ভাসিত হবার পর। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মদ! এ হলো তোমার পূর্বের নবীদের (সালাতের) সময়। (অপর বর্ণনায় আছে, এ হলো তোমার ও তোমার পূর্বের নবীদের নামাযের সময়।) নামাযের সময় (হল আমার দেখিয়ে দেয়া) এতদুভয় সময়ের মধ্যে।

[বাইহাকী, ইবন্ হিব্বান, ইবন্ খোযাইমা, আবদুর রাজ্জাক ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন। আর হাকিম ইবনুল আরবী ও ইবন্ আবদুল বার সহীহ বলে মন্তব্য করেন।]

(٨٩) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَفِيْهِ وَصَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ، ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ -

(৮৯) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও নবী (সা) থেকে এ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসে আরও আছে। আর সকালের নামায পড়লেন যখন সূর্য প্রায় উদয় হতে যাচ্ছিল। অতঃপর বললেন, নামায পড়তে হবে এতদুভয়ের মধ্যে। [তাহাবী-এর সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(٩٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَوْقَالَ صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى حِيْنَ بَرَقَ الْفَجْرُ أَوْقَالَ حِيْنَ سَطَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ لِلظُّهْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِيْنَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِيْنَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ وَقْتٌ -

(৯০) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা)-এর কাছে জিব্রাঈল আসলেন তারপর বললেন, উঠো নামায পড়ে নাও। তখন তিনি সূর্য (পশ্চিম দিকে) ঢলে পড়ার পর জোহরের নামায পড়লেন। আবার আসরের সময় আসলেন। এসেই বললেন, উঠো নামায পড়ে নাও। তখন তিনি আসরের নামায পড়লেন যখন সকল জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হল। অথবা বললেন, যখন সবকিছুর ছায়া তার অনুরূপ হল। অতঃপর মাগরিবের সময় তার কাছে আবার আসলেন। এসে বললেন, উঠো নামায পড়ে নাও। তখন তিনি জোহরের নামায পড়লেন। অতঃপর আসরের সময় আসলেন এবং বললেন, পড়। তখন তিনি আসরের নামায পড়লেন, যখন সবকিছুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলো। সময় যখন সবকিছুর ছায়া তার সমপরিমাণ হল। অতঃপর মাগরিবের সময় তাঁর কাছে আবার আসলেন যখন সূর্য অস্ত গেল। আগের দিনের একই সময়, যার এদিক সেদিক হলো না। অতঃপর তাঁর কাছে ইশা'র সময় আবার আসলেন যখন অর্ধরাত চলে গেল অথবা বললেন, যখন এক তৃতীয়াংশ রাতের চলে গেল। তখন তিনি নামায পড়লেন। অতঃপর তাঁর কাছে ফজরের সময় আবার আসলেন খুব ফর্সা হল। এসে বললেন, উঠো নামায পড়ে নাও। তখন তিনি নামায পড়ে নিলেন। তারপর বললেন, এতদুভয়ের মধ্যেই নামাযের সময়।

(٩١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (بْنِ الْعَاصِ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَغْرُبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ -

(৯১) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, জোহরের ওয়াক্ত হল, যখন সূর্য ঢলে গিয়ে কারো ছায়া তার দৈর্ঘের সমপরিমাণ হয়। এ ওয়াক্ত থেকে আসরের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত। আর আসরের ওয়াক্ত হল (জোহরের পর থেকে) সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত। আর মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হল– পশ্চিমের লালিমা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত। আর ইশা'র নামাযের ওয়াক্ত হল মধ্যরাত পর্যন্ত। আর সকালের নামাযের ওয়াক্ত হল, ফজর হওয়ার পর থেকে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। যখন সূর্য উদয় হবে তখন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। কারণ তা শয়তানের দু' শিং এর মধ্যেই উদয় হয়।

[নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ হাব্বান ও হাকিম। তিরমিযী বুখারীর উক্তি নকল করে বলেন, এতদসংক্রান্ত হাদীসের মধ্যে এ হাদীসটি উত্তম।]

(৯২) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَأَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَأَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ اخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَأَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبَ الْأُفُقُ وَإِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْأُخِرَةَ حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ـ

(৯২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, নামাযের জন্য প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত রয়েছে। জোহর নামাযের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন সূর্য ঢলে পড়বে। আর শেষ ওয়াক্ত হল যখন আসরের নামাযের সময় আসবে তখন পর্যন্ত। আর আসর নামাযের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন তা প্রবেশ করে তখন, আর তার শেষ ওয়াক্ত হল যখন সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে তখন পর্যন্ত। আর মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন সূর্য অস্ত যায় তখন, আর তার শেষ ওয়াক্ত হল পশ্চিমের লালিমা দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত। আর ইশার প্রথম ওয়াক্ত হল, লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর থেকে, আর তার শেষ ওয়াক্ত হল মধ্য রাত পর্যন্ত। আর ফজরের প্রথম ওয়াক্ত হল, যখন প্রভাত আর তার শেষ ওয়াক্ত হল সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। [মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ।]

(৯৩) عَنْ أَبِىْ صَدَقَةَ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ بَيْنَ صَلَاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَالصُّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ ـ

(৯৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ সাদাকাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন উত্তরে বলেছিলেন, রাসূল (সা) সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর জোহরের নামায পড়তেন। আর আসরের নামায পড়তেন তোমাদের এতদুভয় নামাযের (যোহর ও মাগরিবের) নামাযের মধ্যে। আর মাগরিবের নামায পড়তেন যখন সূর্য অস্ত যেত। আর ইশার নামায পড়তেন যখন (পশ্চিমের) লালিমা দূরীভূত হয়ে যেত। আর সকালের নামায পড়তেন প্রভাত হবার পর থেকে চোখে স্পষ্ট দেখা যাওয়া পর্যন্ত। [তিরমিযী, নাসাঈ, হাকিম বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।]

(٩٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ الظُّهْرُ كَاسْمِهَا وَالْعَصْرُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبُ كَاسْمِهَا وَكُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَأْتِى مَنَازِلَنَا وَهِىَ عَلَى قَدْرِ مِيْلٍ فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبْلِ وَكَانَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ الْفَجْرَ كَاسْمِهَا وَكَانَ يُغَلِّسُ بِهَا ـ

(৯৪) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যোহরের ওয়াক্ত হল তার নাম বা শব্দার্থের মত। (অর্থাৎ মধ্য দুপর।) আর আসরের ওয়াক্ত হল সূর্য যখন উজ্জ্বল ও জীবন্ত। আর মাগরিবের ওয়াক্ত হল, তার নামের মত। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পরেই। আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়ে আমরা আমাদের বাড়ি ফিরতাম যা কিনা প্রায় এক মাইল দূরে। তখনও তীর-এর লক্ষ্যস্থল দেখতে পেতাম। আর তিনি ইশা'র নামায দ্রুত পড়তেন আর ফজরের নামায দেরী করে পড়তেন। তাঁর নামের মত করে অর্থাৎ উজ্জ্বলতায়। আর কখনো তা প্রথম প্রভাতের আঁধার থাকতেই পড়তেন।

[আল্লামা আহমদ আবদুর রহমান বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। তার সনদ হাসান পর্যায়ের।]

(٩٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ، وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانَ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ ـ

(৯৫) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জোহরের নামায পড়তেন ভর দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময়। আর আসরের নামায পড়তেন যখন সূর্য অতি উজ্জ্বল। আর মাগরিবের নামায পড়তেন যখন সূর্য অস্ত যেত। আর ইশার নামায কখনো দেরী করে আবার কখনো আগে আগে পড়তেন। যখন দেখতেন যে, মুসল্লিরা জমায়েত হয়েছে তখন আগে পড়ে নিতেন। আর যখন দেখতেন যে, লোকেরা বিলম্ব করছেন তখন দেরী করে পড়তেন। আর সকালের নামায আলো আঁধারীতে পড়তেন। [বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি।]

(٩٦) عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ (سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ) قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى إِلَى أَبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَهُ أَبِى حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ، قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ وَهِيَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْأُوْلَ حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَيَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَصِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ اَحَدُنَا جَلِيْسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِى عَلَى أَبِى بَرْزَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ قَالَ سَيَّرٌ نَسِيْتُهَا، وَالْعِشَاءَ لَايُبَالِى بَعْضَ تَأْخِيْرِهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَايُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ وَجْهَ جَلِيْسِهِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ قَالَ سَيَّارٌ لَا أَدْرِىْ فِىْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ أَوْفِى كِلْتَيْهِمَا ـ

(৯৬) আবুল মিনহাল (সাইয়্যার ইবন্ সালাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার বাবার সাথে আবূ বারযা আল আস্‌লামীর (রা)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন আমার বাবা তাঁকে বললেন, মহানবী (সা) ফরয নামাযগুলো কিভাবে পড়তেন সে ব্যাপারে আমাদের বলুন। তিনি বলেন জোহরের যাকে তোমরা প্রথম নামায বল, নামায পড়তেন সূর্য যখন (পশ্চিম দিকে) ঢলে পড়ত। আর আসরের নামায পড়তেন এমন সময় যে, আমাদের কেউ নামাযান্তে তার মদীনার প্রান্তরে আবাসস্থানে ফিরে আসত সূর্য তখনও জাগ্রত। তিনি বলেন, মাগরিব সম্বন্ধে কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গেছি। আর তিনি ইশার নামায বিলম্বে পড়তে ভালবাসেন। তার আগে ঘুমিয়ে পড়তে অপছন্দ করতেন। আর নামায শেষে গল্প গুজব করাও অপছন্দ করতেন। আর সকালের নামায শেষ করতেন এমন সময় যখন আমাদের একজন তার পাশের সাথীকে চিনতে পারত। তিনি তাতে (ফজরের নামাযে) ষাট থেকে একশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। (অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) সাইয়্যার ইবন্ সালাম থেকে তিনি বলেন, আমি এবং আমার বাবা আবূ বার্‌যা-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে রাসূল (সা)-এর নামাযের সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তিনি জোহরের নামায পড়তেন সূর্য (পশ্চিম দিকে) ঢলে পড়লে। আর আসর-এর নামায পড়তেন এমন সময় যে, নামায পড়ে লোক মদীনার শেষ প্রান্ত পৌঁছতে পারত তখনও সূর্যের আলো উজ্জীবিত। আর মাগরিবের ওয়াক্তের কথা আমি ভুলে গেছি। আর ইশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি ইশার নামায পড়ার আগে ঘুমাতে পছন্দ করতেন না। আর না নামায শেষে গল্প গুজব করতে পছন্দ করতেন। আর সকালের নামায পড়তেন এমন সময় যে নামায শেষে লোকেরা ফিরে যাবার সময় তাদের সাথীদের চিনতে পারতো। তাতে তিনি ষাট থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন। সাইয়্যার (রাবী) বলেন, আমি জানি না তা কি এক রাক'আতে পড়তেন না উভয় রাকা'আতে পড়তেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ।]

(৯৭) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِي بَشِيْرُ بْنُ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ مَرَّةً يَعْنِي الْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْمَسْعُوْدٍ أَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فَصَلَّى وَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى عَدَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَا أُمِرْتَ) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اُنْظُرْ مَاتَقُوْلُ يَاعُرْوَةُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ الَّذِيْ سَنَّ الصَّلَاةَ؟ قَالَ عُرْوَةُ كَذَالِكَ حَدَّثَنِي بَشِيْرُ بْنُ أَبِي مَسْعُوْدٍ، فَمَا زَالَ عُمَرُ يَتَعَلَّمُ وَقْتَ الصَّلَاةِ بِعَلَامَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ـ

(৯৭) যুহ্‌রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা উমর ইবন্ আব্‌দুল আযীযের সাথে ছিলাম তখন তিনি একবার আসরের নামায দেরী করে পড়েন। তখন ওরওয়া ইবন্ যোবাইর তাকে বলেন, আমাকে বাশীর ইবন্ মাসঊদ আল আনসারী বলেছেন যে, মুগীরা ইবন্ শুবা একবার আসরের নামায বিলম্ব করলেন, তখন তাঁকে ইবন্ মাসঊদ বলেন, আপনি অবশ্যই জানেন যে, জিব্রাইল এসে নামায পড়লেন রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীরাও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। পরের দিন আবার আসলেন এবং নামায পড়লেন, রাসূল (সা) এবং তাঁর সাহাবীরাও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। এভাবেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লেন, (অপর এক বর্ণনায় আরও অতিরিক্ত বলা হয়েছে, অতঃপর বলেন, আমাকে এভাবেই নামায পড়তে বলা হয়েছে।) তখন তাঁকে উমর ইবন্ আব্‌দুল আযীয বললেন, উরওয়া কি বলছেন ভেবে দেখুন। জিব্রাঈল কি নামাযের (সময়ের) বিধান প্রবর্তন করেছেন? উরওয়া বলেন, আমাকে তো বাশীর ইবন্ আবূ

মাসউদ তাই বলেছেন, তখন থেকেই আমৃত্যু উমর নামাযের ওয়াক্ত চিহ্নিত করতে চিহ্ন দিয়ে রাখতেন (কখনই আর দেরী করে নামায পড়েন নি।)

[বুখারী, মুসলিম, মালিক, আবূ দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী ও দারুকুতনী কর্তৃক বর্ণিত।]

(৯৮) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ بِالْفَجْرِ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ أَنْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ، وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ وَأَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيْبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ أَحْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ، وَأَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ فِيْهَا بَيْنَ هَاذَيْنِ۔

(৯৮) আবূ বকর ইবন্ আবূ মূসা আল্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন নামাযের সময় সম্বন্ধে। তখন তিনি কোন উত্তর দেন নি। কিন্তু বেলালকে নির্দেশ দিলেন তখন তিনি (বেলাল) প্রভাতের উন্মেষের সময়ে ফজরের নামাযের একামত বললেন, তখনও লোকেরা একে অপরকে চিনতে পারছে না। অতঃপর তাঁকে আবার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পর জোহরের নামাযের একামত (আযান) দিলেন। তখনও লোকেরা বলাবলি করছিল মধ্য দুপুর হয়েছে না কি হয় নাই? তিনি তাদের চেয়ে বেশী জানতেন। অতঃপর তাঁকে আবার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি আছরের আযান দিলেন তখনও সূর্য উপর আকাশে অবস্থিত। অতঃপর তাঁকে আবার নির্দেশ দিলে তিনি মাগরিবের আযান দিলেন যখন সূর্য অস্ত গেল। অতঃপর তাঁকে আবার আদেশ করলে তিনি ইশার আযান দিলেন যখন লালিমা দূরীভূত হবার কাছাকাছি হয়ে গেল। আর ইশার নামায এত বিলম্ব করলেন যে, যেন রাতের এক তৃতীয়াংশের শেষ হয়ে গেল। অতঃপর প্রশ্নকারীকে ডাকলেন তারপর তাঁকে বললেন নামাযের সময় হল এতদুভয়ের মধ্যেই।

[মুসলিম, নাসাঈ ও আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত।]

(৯৯) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

(৯৯) সুলাইমান ইবন্ বুরাইদা তাঁর বাবা থেকে তিনি নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত।]

(٣) بَابٌ فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَتَعْجِيْلِهَا

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের সময় এবং তা অবিলম্বে আদায়ের প্রসঙ্গে

(١٠٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ۔

(১০০) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সূর্য ঢলে পড়ার সময় জোহরের নামায পড়তেন।

[তিরমিযী, তাঁর মতে হাদীসটি বিশুদ্ধ। বুখারীতে উল্লেখ আছে যে, রাসূল (সা) সূর্য ঢলে পড়লে যোহরের নামাযের জন্য বের হতেন।]

(١٠١) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَيَّامَ الشِّتَاءِ وَمَا نَدْرِى مَاذَهَبَ مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَابَقِىَ مِنْهُ۔

(১০১) একই বর্ণনাকারী (আনাস রা) বলেন, রাসূল (সা) শীতকালে যোহরের নামায এমন সময় পড়তেন যে, আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না যে, দিনের অধিকাংশ সময় চলে গেছে বা বাকী আছে।

[আব্দুর রাজ্জাক ও বায়হাকী এবং হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(١٠٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ (وَفِى رِوَايَةٍ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ)

(১০২) জাবির ইবন্ ছামূরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য হেলে পড়লে রাসূল (সা) যোহরের নামায পড়তেন (অপর এক বর্ণনায় সূর্য হেলে গেলে বেলাল (রা) আযান দিতেন) [মুসলিম, আবূ দাউদ ও ইবন্ মাজাহ্।]

(١٠٣) عَنْ خَبَابِ (بْنِ الْأَرَتِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا، قَالَ شُعْبَةُ يَعْنِى فِى الظُّهْرِ۔

(১০৩) খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর নিকট গরমের অভিযোগ করলাম কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ শুনলেন না, শু'বা (রা) বলেন, উক্ত অভিযোগ যোহরের নামাযের বিষয়ে ছিল।

[মুসলিম, বায়হাকী ও অন্যান্য।]

(١٠٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبِى بَكْرٍ وَلَاعُمَرَ۔

(১০৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যোহরের নামায আদায় করার ব্যাপারে রাসূল (সা) এবং আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মত তাড়াতাড়ি করতে অন্য কাউকে দেখি নি।

[হাদীসটি হাসান। তিরমিযী ও ইবন্ আবূ শায়বা।]

(١٠٥) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ أَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيْلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ۔

(১০৫) উম্মু সাল্‌মাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তোমাদের চেয়ে আগেই যোহরের নামায আদায় করতেন এবং তোমরা তাঁর চেয়ে আসরের নামায আগে আদায় কর। [ইবন্ মাজাহ্ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।]

(٣) بَابُ الرُّخْصَةِ فِى تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ وَالْاِبْرَادُبِهَا فِى زَمَنِ الْحَرِّ.

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ গরমকালে জোহরের নামায বিলম্বে আদায় করার অনুমতির বিষয়

(١٠٦) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ۔

(১০৬) মুগীরা ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা দুপুরে রাসূল (সা)-এর সাথে যোহরের নামায আদায় করতাম, রাসূল (সা) আমাদেরকে বলেন, তোমরা যোহরের নামায (গরমকালে) দেরী করে আদায় কর, কেননা, অতিরিক্ত গরম হচ্ছে জাহান্নামের প্রশ্বাস।

(١٠٧) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوْا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّ الْحَرَّ (وَفِىْ لَفْظٍ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ) مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ ـ

(১০৭) কাসিম ইবন্ সাফওয়ান যুহরী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন, গরমকালে তোমরা যোহরের নামায বিলম্বে আদায় করবে, কেননা, গরম (দ্বিতীয় বর্ণনায় অধিক গরম) হচ্ছে জাহান্নামের প্রচণ্ডতা। [তাবারানী, হাকিম, ইবন্ আবূ শায়বা ও বাগাভী। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(١٠٨) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ (وَفِى رِوَايَةٍ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ) فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ بِالظُّهْرِ) فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَافِىْ كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِىْ الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِىْ الصَّيْفِ ـ

(১০৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন গরম পড়বে (অপর এক বর্ণনামতে যখন অধিক গরম পড়বে) তখন তোমরা নামায বিলম্বে আদায় করবে (অপর বর্ণনা মতে যোহরের নামায) কেননা, অধিক গরম হচ্ছে জাহান্নামের তাপ এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, জাহান্নাম তার প্রভুর নিকট অভিযোগ করলে বছরে তাকে দু'বার শীত ও গরমকালে নিঃশ্বাস নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। [বুখারী, মুসলিম, মালিক।]

(١٠٩) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ـ

(১০৯) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, যখন অধিক গরম পড়বে তখন তোমরা বিলম্বে নামায আদায় করবে, কেননা, অধিক গরম হচ্ছে জাহান্নামের তাপ। [বুখারী, আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী।]

(١١٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

(১১০) আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ্।]

(١١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِى الْحَسَنِ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللّٰهِ مَوْلَى لَهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ جَنَازَةٍ فَمَرَرْنَا بِزَيْدِ بْنِ وَهْبٍ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ (زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ لِلظُّهْرِ) فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ حَتَّى رَأَيْنَا فَئَ التُّلُوْلِ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ ـ

(১১১) আবূ যার (রা) থেকে, তিনি বলেন, আমরা একদা নবী (সা)-এর সাথে সফরে ছিলাম। মুয়ায্যিন তখন আযান দিতে উদ্যত হলে (অপর এক বর্ণনায় যোহরের নামাযের জন্য) রাসূল (সা) বললেন, বিলম্ব কর, পুনরায় আযান দিতে উদ্যত হলে রাসূল (সা) বললেন, বিলম্ব কর এবং অনুরূপভাবে তিনি তিনবার বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে আমরা টিলার ছায়া দেখলাম এবং নামায আদায় করলাম। রাসূল (সা) বলেন, গরমের প্রচণ্ডতা হচ্ছে জাহান্নামের তাপ, অতএব, যখন অধিক গরম পড়বে তখন তোমরা বিলম্বে নামায আদায় করবে।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্, বায়হাকী, ও তাবারানী।]

(٤) بَابٌ وَقْتِ الْعَصْرِ وَمَاجَاءَ فِيْهَا

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের সময় এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে

(١١٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ بِقَدْرِ مَا يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى بَنِى حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَيَرْجِعُ قَبْلَ غُرُبِ الشَّمْسِ، وَبِقَدْرِمَا يَنْحَرُ الرَّجُلُ الْجَزُوْرَ وَيُبَعِّضُهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالشَّجَرَةِ رَكْعَتَيْنِ -

(১১২) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যেন কোন ব্যক্তি বনি হারিসা ইবন্ হারিস গোত্রে গিয়ে সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে আসতে পারে। অথবা কোন ব্যক্তি একটি উট যবেহ্ করে সূর্যাস্তের পূর্বে তা বানাতে পারে। সূর্য ঢলে পড়লে রাসূল (সা) জুমু'আর নামায পড়তেন। আর রাসূল (সা) যখন মক্কার উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন 'শাজারাহ্' নামক স্থানে যোহরের নামায দুর'আত আদায় করতেন।

[আবূ ইয়ালা, হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(١١٣) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِصَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ أَبْعَدَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ دَارًا مِنْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبُوْلُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَخُوْبَنِى عَمْرِ و بْنِ عَوْفٍ وَأَبُوْ عِيْسَى بْنُ جَبْرٍ أَخُوْبَنِى حَارِثَةَ دَارُ أَبِى لُبَابَةَ بِقُبَاءٍ وَدَارُ أَبِى عِيْسَى بْنِ جَبْرٍ فِى بَنِى حَارِثَةَ ثُمَّ إِنْ كَانَا لَيُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلَّوْهَا لِتَبْكِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا -

(১১৩) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত তিনি বলেন; রাসূল (সা)-এর চেয়ে আসরের নামায দ্রুত পড়ার কেউ ছিল না। রাসূল (সা)-এর মসজিদ থেকে সবচেয়ে দুরে বাড়ি ছিল আনসারদের দু'ব্যক্তি আমর ইবন আওফ গোত্রের আবূ লুবাবা ইবন্ আব্দুল মুনযির এবং বনি হারিসা গোত্রের আবূ ঈসা ইবন্ জবর আবূ লুবাবার বাড়ি ছিল কোবায় এবং আবূ ঈসার বাড়ি ছিল বনী হারিসায় (উভয়ই মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৩ মাইল দূরে।) তাঁরা রাসূল (সা)-এর সাথে আসরের নামায আদায় করে স্বীয় গোত্রে যখন ফিরে আসতেন, তখনও তারা আসরের নামায পড়ে নি, রাসূল (সা)-এর আগে আগে পড়ার কারণে। [মু'জামুল কাবীর, তাবারানী, মু'জামুল আওসাত, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(١١٤) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ فَأَرْجِعُ إِلَى أَهْلِى وَعَشِيْرَتِى فِى نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ فَأَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا -

(১১৪) একই বর্ণনাকারী (আনাস ইবন্ মালিক (রা) বলেন, সূর্য বেশ উপরে থাকা অবস্থায় রাসূল (সা) আসরের নামায আদায় করতেন। আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে আসলাম এবং আমার পরিবার ছিল মদীনার উপকণ্ঠে। আমি তাদেরকে বললাম, রাসূল (সা) নামায পড়েছেন, সুতরাং তোমরা নামায (আসর) আদায় কর।

[নাসায়ী এবং তাহাবী, আবূ ইয়ালা ও বায্যার। হাদীসটির বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।]

(١١٥) وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (وَفِي رِوَايَةٍ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ) قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْعَوَالِي عَلَى مِيْلَيْنِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَثَلَاثَةٍ أَحْسَبُهُ قَالَ وَأَرْبَعَةٍ.

(১১৫) যুহ্রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন্ মালিক (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, রাসূল (সা) আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যাতে একজন গমনকারী শহরের উপকণ্ঠের গ্রামগুলিতে যেতে পারে। এমতাবস্থায় যে, সূর্য তখনও বেশ উপরে। (অপর বর্ণনায় সূর্য তখন কাল শুভ্র) যুহ্রী বলেন, উপকণ্ঠের গ্রামগুলি হলো মদীনা থেকে দুই অথবা তিন মাইল দূরে। আমার মনে হয় তিনি চার মাইলও বলেছেন।

(١٢٦) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُوْرُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ، قَالَ وَكُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ.

(১১৬) রাফে' ইবন্ খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে আসরের নামায এমন সময় আদায় করেছি যে একটি উট যবেহ করে তাকে দশ ভাগে ভাগ করা হয়। অতঃপর তা রান্না করা হলে আমরা তার ভুনা গোশ্ত খাই সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর যুগে মাগরিবের নামায এমন সময় আদায় করে ফিরে যেতাম যখন কেউ তার তীরের পতিত স্থান দেখতে পেত।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١١٧) وَعَنْ أَبِي أَرْوَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ أُتِي الشَّجَرَةَ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ.

(১১৭) আবূ আরওয়াস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে আসরের নামায পড়ে সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই 'শাজারা' নামক স্থানে গমন করতাম।

[বায্যার ও তারাবানী। সনদের একজন রাবীর নির্ভযোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি আছে।]

(١١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حَجْرَتِهَا وَكَانَ الْجِدَارُ بَسْطَةً وَأَشَارَ عَامِرٌ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) بِيَدِهِ.

(১১৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যে, সূর্যের রশ্মি আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতো এবং তখনও দেয়ালের ছায়া প্রকাশ পেত না।

দ্বিতীয় সূত্রে, আয়িশা (রা) থেকে উরওয়া (রা) বলেন, রাসূল (সা) এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যে, সূর্যের আলো তার কামরা থেকে চলে যেত না এবং দেয়াল ছিল প্রশস্ত, আমির (রা) (যিনি বর্ণনাকারীদের একজন) তাঁর হাত দিয়ে দেয়ালের প্রশস্ততার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

[বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী, দারু কুতনী আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।]

(١١٩) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعِ الْكِلَابِي مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ مَرَرْتُ بِمَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا شَيْخٌ، فَلَامَ الْمُؤَذِّنَ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيْرِ هٰذِهِ الصَّلَاةِ، قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا الشَّيْخُ، قَالُوْا هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ -

(১১৯) বসরার অধিবাসী আব্দুল ওয়াহিদ ইবন্ নাফি'(রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা মদীনার মসজিদে গেলাম, তখন (আসরের) নামাযের একামত দেয়া হলে জনৈক বয়স্ক ব্যক্তি মুয়াযি্যনকে তিরস্কার করলেন, এবং বললেন যে, তুমি কি জান না যে, আমার পিতা আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূল (সা) এ নামায বিলম্বে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এই বয়স্ক ব্যক্তি কে? তাঁরা বললেন, ইনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবন্ রাফে' ইবন্ খাদীজ। [তাবারানী ও দারু কুতনী (রহ)। দারু কুতনী হাদীসটি দুর্বল বলেছেন।]

(١٢٠) عَنْ أَبِي مَلِيْحٍ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ (يَعْنِي الْأَسْلَمِي) فِي غَزَاةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوْا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ -

(১২০) আবূ মালীহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বুরাইদার (অর্থাৎ আসলামী) সাথে মেঘাচ্ছন্ন দিনে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা আগে আগে নামায আদায় কর। কেননা, রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করলো তার আমল ধ্বংস হয়ে গেল।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ।]

(٥) بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا الْوُسْطٰى

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ আসর নামাযের মর্যাদা ও আসরই যে মধ্যবর্তী নামায তার বর্ণনা

(١٢١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فَجَلَسَ يُمْلِيْ خَيْرًا حَتّٰى يُمْسِيْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ ثَمَانِيَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ -

(১২১) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায আদায় করার পর বসবে এবং ভাল কথা বলতে থাকবে, (যিকির ইত্যাদি) এভাবে সন্ধ্যা হবে, সে ব্যক্তির এ আমল ইসমাঈল গোত্রের আটজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়েও উত্তম।

[অন্য কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বলে জানা যায় না। এর সনদ উত্তম।]

(١٢٢) عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا فِيْهَا وَتَرَكُوْهَا، فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتّٰى يُرَى الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ -

(১২২) আবূ বুস্‌রা আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের সাথে আসরের নামায আদায় করলেন, অতঃপর নামায শেষে বলেন, এই নামায তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিকট পেশ করা হয়েছিল, তারা এই নামাযকে অবহেলা করে ছেড়ে দিয়েছিল, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ নামায আদায় করবে তাকে এর দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তারকা দেখা না যাওয়া পর্যন্ত এরপরে আর কোন নামায নেই। [মুসলিম ও নাসাঈ।]

(١٢٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالَ فَيَجْتَمِعُوْنَ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَالَ فَتَصْعَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، قَالَ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالَ فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى؟ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ قَالَ سُلَيْمَانُ (يَعْنِى الْأَعْمَشَ أَحَدَ الرُّوَاةِ) وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ فِيْهِ فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ـ

(১২৩) আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন, ফজর ও আসরের নামাযের সময় দিন ও রাতের ফেরেশ্‌তারা একত্রিত হয়। তিনি বলেন, ফজরের নামাযের সময় তারা একত্রিত হয় অতঃপর রাত্রের ফেরেশ্‌তারা চলে যায় এবং দিনের ফেরেশ্‌তারা স্থলাভিষিক্ত হয়। তিনি বলেন, এরপর আসরের সময় তারা একত্রিত হয় এবং দিনের ফেরেশ্‌তারা চলে যায় এবং রাতের ফেরেশ্‌তারা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তিনি বলেন, তাঁদের রব তখন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাহদের কি অবস্থায় ছেড়ে আসলে? ফেরেশ্‌তারা তখন বলেন আমাদের যাওয়া এবং আসা উভয় অবস্থায় তারা নামায আদায় করতো। সুলাইমান (রা) বলেন, (অর্থাৎ আ'মাল বর্ণনাকারীদের একজন) আমার জানা মতে তিনি বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করুন।

[বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।]

(١٢٤) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا، قَالَ ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَقَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) مَرَّةً يَعْنِى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ـ

(১২৪) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন রাসূল (সা) বলেন, ওরা (কাফিররা) আমাদেরকে আসরের নামায আদায় করা থেকে বিরত রাখল, আল্লাহ্ তাদের কবর ও ঘরবাড়ী আগুনে পূর্ণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) উক্ত দুই নামায অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করেন।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٢٥) ز- عَنْهُ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرَاهَا الْفَجْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِىَ صَلَاةُ الْعَصْرِ، يَعْنِى صَلَاةَ الْوُسْطَى ـ

(১২৫) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ফজরের নামাযকে 'উসতা' মধ্যবর্তী নামায মনে করতাম। রাসূল (সা) বলেন, আসরের নামাযই হচ্ছে সালাতুল উসতা অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায।

[হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(١٢٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَاتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُوًّا فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْهُمْ حَتَّى أَخَّرَ الْعَصْرَ عَنْ وَقْتِهَا، فَلَمَّا رَأَى ذَالِكَ، قَالَ اللّٰهُمَّ مَنْ حَبَسَنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَأَمْلَأْ بُيُوتَهُمْ نَارًا وَامْلَأْ قُبُورَهُمْ نَارًا وَنَحْوَ ذَالِكَ ـ

(১২৬) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শত্রুপক্ষের সাথে লড়াই করার কারণে নির্ধারিত সময়ের পরে রাসূল (সা) আসরের নামায আদায় করেন। অনুরূপ অবস্থার কারণে রাসূল (সা) বলেন, হে আল্লাহ, যারা নির্ধারিত সময়ে 'সালাতুল উসতা' আদায় করতে বাধার সৃষ্টি করেছে তুমি তাদের কবর ও ঘরবাড়ী আগুনে পূর্ণ করে দাও অথবা অনুরূপ কিছু কর।

[হায়সুমী বলেন হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং তাবরানী কাবীর আওসাতে বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٢٧) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ ـ

(১২৭) সামুরা ইবন্ জুনদুর (রা) থেকে, বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন, সালাতুল উস্তা হলো আসরের সালাত।

[তিরমিযী তিনি হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ্ বলেছেন। ইল্ম অধ্যায়ের ৭ম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।]

(١٢٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ هِيَ الظُّهْرُ ـ

(১২৮) যায়েদ ইবন্ সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, সালাতুল উস্তা সম্পর্কে মারওয়ান জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সালাতুল উস্তা হচ্ছে যোহর। যায়েদ ইবন্ সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ান তাঁকে মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে যোহরের নামায।

[হাদীসটি ইল্ম অধ্যায়ের ৭ম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত উল্লেখ হয়েছে।]

(١٢٩) عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، قَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ إِلَى هٰذِهِ الْآيَةِ (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) فَآذِنِّي، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ) قَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ –

(১২৯) আয়িশা (রা)-এর গোলাম আবূ ইউনুস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আয়িশা (রা) আমাকে কুরআনের একটি কপি লিখতে বলেন, তিনি (আয়িশা রা) বলেন, তুমি যখন কুরআনের "তোমরা নামাযের হিফাযত কর বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের' এই আয়াত পর্যন্ত পৌছবে তখন আমাকে জানাবে। আমি যখন উক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌছালাম তখন তাঁকে অবহিত করলে তিনি আমাকে লিখালেন "তোমরা নামাযসমূহের হিফাযত কর বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের (আসরের নামাযের) এবং নির্দিষ্ট মনে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাঁড়াও। তিনি (আয়িশা রা) বলেন, আমি ইহা রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে এরূপ শুনেছি।

[মুসলিম শরীফ, ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ) ও আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ।]

(٦) بَابٌ فِيْ وَعِيْدُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرُ أَوْ اَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا .

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ আসরের নামায পরিত্যাগকারী সময়ের পরে আদায়কারীর শাস্তির বর্ণনা

(١٣٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ (وَفِي لَفْظِ الَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ) مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ زَادَ فِي رِوَايَةٍ وَقَالَ شَيْبَانُ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) يَعْنِي غُلِبَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ

(১৩০) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আসরের নামায আদায় করলো না, শেষ পর্যন্ত সূর্য অস্ত যায়, (অর্থাৎ আসরের নামায আদায় করলো না) সে যেন তার সম্পদ এবং পরিবারকে ধ্বংস করলো। অপর এক বর্ণনায়, শাইবান (বর্ণনাকারীদের একজন) অতিরিক্ত শব্দ যোগ করে বলেন, অর্থাৎ সে তার ধন ও পরিবার পরিজনকে খুইয়ে দিয়েছে।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ।]

(١٣١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَفُوْتَهُ فَقَدْ أُحْبِطَ عَمَلُهُ

(১৩১) আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আসরের নামায ছেড়ে দিল সে তার যাবতীয় আমল ধ্বংস করলো।

(١٣٢) عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَا وَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حِيْنَ صَلَّيْنَا الظُّهْرَ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ بِوَضُوْءٍ، فَقُلْنَا لَهُ أَيُّ صَلاَةٍ تُصَلِّي؟ قَالَ الْعَصْرَ، قَالَ قُلْنَا إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ اَلْاٰنَ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، يَتْرُكُ الصَّلاَةَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِيْ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ أَوْبَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ صَلَّى لاَيَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ قَالَ أَنَسٌ) تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِيْنَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اَصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ نَقَرَ أَرْبَعًا لاَيَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً -

(১৩২) 'আলা ইবন্ আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আনসারদের এক ব্যক্তি যোহরের নামায পড়ে আনাস ইবন্ (রা) নিকট গেলাম, তিনি তখন দাসীকে ওযূর পানি দিতে বললেন, আমরা তখন বললাম, আপনি কোন নামায পড়বেন? তিনি বললেন, আসরের নামায। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আমরা এইমাত্র যোহরের নামায পড়েছি। তখন তিনি বলেন আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, এ জাতীয় নামায হচ্ছে মুনাফিকের। কেননা তারা সূর্য শয়তানের দুইশিং-এর মধ্যবর্তী স্থানে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে নামায পড়ে এবং এতে তারা আল্লাহ্‌র যিকিরের সুযোগ খুব কমই পায়। (অন্য বর্ণনায় আনাস (রা) বলেন) ইহা হচ্ছে মুনাফিকের নামায। তিনবার বলেন। তাদের মধ্যে কেউ সূর্য হরিদ্রবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আসরের নামায না পড়ে বসে থাকে এবং সূর্য যখন শয়তানের শিংয়ের মধ্যে চলে যায় তখন সে দাঁড়িয়ে চারবার ঠোকর মারে অর্থাৎ খুব তড়িঘড়ি করে চার রাক'আত নামায আদায় করে তাতে সে আল্লাহর যিকিরের খুব কম সময়ই পেয়ে থাকে।

[মুসলিম, বায়হাকী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ।]

(١٣٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِصَلاَةِ الْمُنَافِقِ، يَدَعُ الْعَصْرَ حَتّٰى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا نَقَرَاتِ الدِّيْكِ لاَيَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً

(১৩৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন যে, আমি কি তোমাদেরকে মুনাফিকের নামায সম্পর্কে বলবো? মুনাফিকের নামায হচ্ছে, তারা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যবর্তী হওয়া পর্যন্ত আসরের নামায বিলম্ব করতে থাকে এবং মোরগের ন্যায় ঠোকর মাযের অর্থাৎ তড়িঘড়ি করে নামায সেরে ফেলে। যাতে তারা আল্লাহর স্মরণের খুব কম সময়ই পেয়ে থাকে। [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও অন্যান্য।]

٧. بَابٌ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَأَنَّهَاوِتْرُ صَلاَةِ وَالنَّهَايَةِ

(৭) পরিচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযের সময় এবং মাগরিবের নামায যে দিনের বিতর তার বিবরণ

(١٣٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَجِئُ أَحَدُنَا إِلَى بَنِىْ سَلِمَةَ وَهُوَ يَرَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ -

(১৩৪) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম। অতঃপর আমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি বর্ণিত সালামায় আসতো এমতাবস্থায় যে, সে তাঁর তীরের পতিত স্থান দেখতে পেত। [হাদীসটির সনদ সুন্দর।]

(١٣٥) عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلاَلٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ إِلَى أَهْلِيْهِمْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَرْتَمُوْنَ يُبْصِرُوْنَ وَقْعَ سِهَامِهِمْ -

(১৩৫) আসলাম গোত্রের জনৈক সাহাবী থেকে, তিনি বর্ণনা করেন যে, তারা রাসূল (সা)-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়তেন। অতঃপর নামায শেষে তারা শহরের উপকণ্ঠে তাদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়ে তীর নিক্ষেপ করে তীর পতিত হবার স্থান দেখতে পেতেন। [নাসায়ী।]

(١٣٦) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا.-

(১৩৬) সালমা ইবন্ আকওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সূর্যের কিনারা দীগন্তের অন্তরালে যাওয়ার সময় (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) মাগরিবের নামায পড়তেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ।]

(١٣٧) عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا الْمَغْرِبَ لِفِطْرِ الصَّائِمِ وَبَادِرُوْا طُلُوْعَ النُّجُوْمِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ سَمِعْتُ مَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، بَادِرُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَبْلَ طُلُوْعِ النَّجْمِ -

(১৩৭) আবূ আইয়ুব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন যে, রোযাদারদের ইফতারের সময়, তারকারাজি দেখা যাওয়ার পূর্বেই তোমরা মাগরিবের নামায আদায় কর। (অপর বর্ণনায় একই

বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তারকারাজি উদিত হবার পূর্বেই তোমরা তাড়াতাড়ি মাগরিবের নামায আদায় কর। [তাবারানী। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُصَلَاةِ النَّهَارِ فَأَوْتِرُوْا صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ أٰخِرِ اللَّيْلِ ـ

(১৩৮) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাগরিবের নামায হচ্ছে দিনের বিতর নামায। সুতরাং তোমরা রাতের বিতর নামায আদায় কর আর রাতের নামায হচ্ছে দু'দু'রাকা'আত বিশিষ্ট এবং বিতর হচ্ছে রাতের শেষাংশে এক রাক'আত।

[মালিক, দারু কুতনী, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ, ও অন্যান্য।]

٨- بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعْجِيْلِهَا وَكَرَاهَةِ تَسْمِيْتِهَا بِالْعِشَاءِ

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামায দ্রুত আদায় এবং মাগরিবকে ইশা নামকরণের আপত্তি

(١٣٩) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَزَالُ أُمَّتِى عَلَى الْفِطْرَةِ مَا صَلَّوْا الْمَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوْعِ النُّجُوْمِ ـ

(১৩৯) সায়িব ইবন্ ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, আমার উম্মতের উপর কল্যাণ অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তারকারাজি উদিত হবার পূর্বে মাগরিবের নামায আদায় করবে।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও তাবারানী 'কবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।]

(١٤٠) عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصُّنَابِحِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ تَزَالَ أُمَّتِى فِى مُسْكَةٍ مَالَمْ يَعْمَلُوْا بِثَلَاثٍ، مَالَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ بِانْتِظَارِ الْاِظْلَامِ مُضَاهَاةَ الْيَهُوْدِ، وَمَالَمْ يُؤَخِّرُوْا الْفَجْرَ إِمْحَاقَ النُّجُوْمِ مُضَاهَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَالَمْ يَتْرُكُوْا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا ـ

(১৪০) আবূ আব্দুর রহমান ইবন্ সুনাবেহী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার উম্মত কল্যাণের ওপর থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা তিনটি কর্ম না করবে, ইহুদীদের অনুকরণে মাগরিবের নামায অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না ; খ্রিস্টানদের ন্যায় তারকা নিষ্প্রভ না হওয়া পর্যন্ত ফজরের নামাযের অপেক্ষা করবে না এবং জানাযার দায়িত্ব মৃতের পরিবারের ওপর ছেড়ে দেবে না।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি তাবারানী কাবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।]

(١٤١) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ الْمِسْرِىِّ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِىِّ وَيَزَنُ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرَ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُوْ أَيُّوْبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْرَ غَازِيًا وَكَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسٍ الْجُهَنِىُّ أَمَرَهُ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ فَحُبِسَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ بِالْمَغْرِبِ (وَفِى رِوَايَةٍ تَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ) فَلَمَّا صَلَّى جَاءَ إِلَيْهِ أَبُوْ أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ لَهُ يَاعُقْبَةُ أَهٰكَذَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاتَزَالُ أُمَّتِى بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَالَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ قَالَ فَقَالَ بَلَى قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ شُغِلْتُ قَالَ

فَقَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ أَمَا وَاللّٰهِ مَابِيَ إِلاَّ أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّكَ رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هٰذَا ـ

(১৪১) ইয়াযিদ ইবন্ আবূ হাবীব আল-মিসরী মারছাদ ইবন্ আব্দুল্লাহ্ আল ইয়ামানী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, অবূ আইয়ূব খালিদ ইবন্ যায়েদ আল-আনসারী (রা) মিসরে বিজয়ী গাজী রূপে আগমন করেন, উকবাহ ইবন্ আমির ইবন্ আবছ আল-জুহনীকে মুয়াবিয়া ইবন্ আবু সুফইয়ান আমাদের শাসক নির্বাচন করেছিলেন। উকবাহ ইবন্ আমির মাগরিবের নামায বিলম্বে আদায় করলেন (অপর এক বর্ণনায় মাগরিবের নামায আদায় করতে দেরী করলেন) তিনি নামায আদায় করলে আবূ আইয়্যুব আল আনসারী তাঁর কাছে এসে বললেন, হে উকবাহ! আপনি কি রাসূল (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছেন? (অর্থাৎ মাগরিবের নামায বিলম্বে পড়তে) আপনি কি রাসূল (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেন নি যে, তারকারাজি উদিত না হওয়া পর্যন্ত, মাগরিবের নামায আদায় করতে বিলম্ব না করা পর্যন্ত আমার উম্মতের উপর কল্যাণ অব্যাহত থাকবে। উকবাহ বলেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি। আবূ আইয়ূব (রা) বলেন, আপনাকে কিসে এরূপ করতে (বিলম্বে মাগরিবের নামায পড়তে) বাধ্য করেছে? তিনি বললেন, আমি (জরুরী কাজে) ব্যস্ত ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন যে, (একথা শুনে) আবূ আইয়ূব আল আনসারী, (রা) বলেন যে, আমার অন্য কোন আশংকা নেই বরং লোকেরা মনে করতে পারে যে, আপনি রাসূল (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছেন। [আবূ দাউদ, হাকিম তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

(١٤٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ (يَعْنِي بْنُ مُغَفَّلٍ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ وَتَقُوْلُ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ ـ

(১৪২) আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (অর্থাৎ ইবন্ মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, মাগরিবের নামাযের ব্যাপারে বেদুইনরা যেন তোমাদের উপর বিজয়ী না হয়, তিনি বলেন, তারা মাগরিবকে ইশা বলতো। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٩) بَابُ وَقْتِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَكَرَاهَةِ السَّجْدِ بَعْدَهَا وَتَسْمِيَتِهَا بِالْعَتَمَةِ.

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ ইশার নামাযের সময় এবং বেদুইনরা ইশার পরে গল্পগুজব করা এবং ইশাকে 'আতামা' বলা মাকরূহ

(١٤٣) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ النَّاسِ أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِشَاءِ، كَانَ يُصَلِّيْهَا بَعْدَ سُقُوْطِ الْقَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) كَانَ يُصَلِّيْهَا مِقْدَارَ مَا يَغِيْبُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ ـ

(১৪৩) নু'মান ইবন্ বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মানুষদের মধ্যে রাসূল (সা)-এর ইশার নামাযের সময় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত, প্রায় সবচেয়ে বেশী অবগত। রাসূল (সা) মাসের ৩য় দিনের চাঁদ অস্ত যাবার পর ইশার নামায আদায় করতেন। (একই বর্ণনাকারীর অপর বর্ণনায়) মাসের ৩য় অথবা ৪র্থ রাতের চাঁদ অস্ত যাওয়ার পর তিনি (সা) ইশার নামায পড়তেন। [আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। সনদ সহীহ]

(١٤٤) عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى أُصَلِّي الْعِشَاءَ قَالَ إِذَا مَلَأَ اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ ـ

(১৪৪) জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন ইশার নামায পড়বো? তিনি বলেন, (যখন পুরোপুরি রাত হয়েছে বুঝতে পারবে) রাত যখন সকল প্রান্তকে আবৃত করবে তখন ইশার নামায পড়বে।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।]

(١٤٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاسَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَعْنِى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ إِلَّا لِاَحَدِ رَجُلَيْنِ مُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ ـ

(১৪৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইশার নামাযের পর কোন আড্ডাবাজি বা গালগল্প করো না। তবে দুই ব্যক্তি ব্যতীত নামাযী বা মুসাফির।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আবূ ইয়ালী, আহমদ ও তাবরানী, কবীর ও আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٤٦) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْدِبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ جَدَبَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، قَالَ خَالِدٌ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) مَعْنَى جَدَبَ اِلَيْنَا يَقُوْلُ عَابَهُ ذَمَّهُ ـ

(১৪৬) একই বর্ণনাকারী বলেন, ইশার নামাযের পরে আড্ডাবাজি করতে রাসূল (সা) আমাদেরকে বারণ করেছেন। বর্ণনাকারী (অপর বর্ণনায়) বলেন যে, রাসূল (সা) ইশার নামাযের পর আড্ডাবাজি করতে নিষেধ করেছেন। খালিদ (রা) বলেন, (যিনি অপর বর্ণনাকারী) আমাদের বারণ বা নিষেধ করার অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে দোষারোপ ও তিরস্কার করেছেন। [ইবন্ মাজাহ। সনদ সহীহ।]

(١٤٧) عَنْ أَبِى بَرْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَايُحِبُّ الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا ـ

(১৪৭) আবূ বারযাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমাতে এবং পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ ও অন্যান্য।]

(١٤٨) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِىْ بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَالِكَ فِىْ الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَنَا مَعَهُ ـ

(১৪৮) উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) মুসলমানদের জরুরী বিষয়ে রাতে আবূ বকর (রা)-এর সাথে কথা বলতেন এবং আমি তাঁর সাথে থাকতাম। [নাসাঈ ও তিরমিযী। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

(١٤٩) عَنْ أَبِى سَلَمَةَ سَمِعْتُ اَبْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى أَسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَاوَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَإِنَّهُمْ يُعْتِمُوْنَ بِالْإِبِلِ أَوْ عَنِ الْاِبِلِ (وَفِى لَفْظٍ) إِنَّمَا يَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ لِحِلَابِهَا ـ

(১৪৯) আবূ সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, ইবন্ উমর (রা)-কে রাসূল (সা) হতে, শুনেছি, তিনি বলেন, তোমাদের নামাযের নামের ব্যাপারে বেদুঈনরা যেন তোমাদের ওপর বিজয়ী না হয়। সাবধান এটি হচ্ছে ইশার নামায। তারা রাতে উটকে আস্তানায় নিয়ে যেত, (ভিন্ন বর্ণনায়) তারা ইশাকে আতামা বলতো। কারণ, তারা রাতে উটকে দোহন করতো। [মুসলিম, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ, ইমাম শাফেয়ী।]

(١٠) بَابٌ اسْتِحْبَابُ تَأْخِيْرِهَا الى ثُلُثِ اللَيْلِ أَوْنِصْفِهِ

(১০) ইশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ বা মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব

(١٥٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ (وَفِى لَفْظٍ) وَلأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ ـ

(১৫০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে প্রচার করতেন যে, আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে তাদেরকে প্রতি নামাযের সময় মিসওয়াক করতে আদেশ দিতাম এবং ইশার নামায বিলম্ব করতে আদেশ করতাম। (অন্য শব্দে আছে) আমি ইশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করতাম।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হিব্বান, ইবন্ খুযাইমা, ও হাকিম। তিনি ও তিরমিযী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١٥١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَسَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلاَةِ الْعِشَاءِ حَتَّى صَلَّى الْمُصَلِّى وَاسْتَيْقَظَ الْمُسْتَيْقِظُ وَنَامَ النَّائِمُوْنَ وَتَهَجَّدَ الْمُتَهَجِّدُوْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى أَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْا هَذَا الْوَقْتَ أَوْ هٰذِهِ الصَّلاَةَ أَوْنَحْوَ ذَالِكَ ـ

(১৫১) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ইশার নামায (একদিন) এত বিলম্ব করলেন যে, কেউ নামায পড়ে নিলেন আর জাগ্রতরা জাগ্রত রইলেন আর ঘুমন্তরা ঘুমিয়ে পড়লেন, আর তাহাজ্জুদ আদায়কারীরা তাহাজ্জুদ পড়ে নিলেন। অতঃপর বেরিয়ে এসে বললেন, আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে তাদেরকে এ সময় নামায পড়তে বলতাম। অথবা এই নামায কিংবা অনুরূপ কিছু বললেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ।]

(١٥٢) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ ـ

(১৫২) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত যে, রাসূল (সা) এক রাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন (ইশার নামায) এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা মসজিদেই ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার জাগ্রত হলাম। তখন রাসূল (সা) বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমরা ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করছে না। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ]

(١٥٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَلاَيُطِيْلُ فِيْهَا وَلاَيُخَفِّفُ، وَسَطًا مِنْ ذَالِكَ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ (وَفِى لَفْظِ الْعِشَاءَ الْأَخِرَةَ)

(১৫৩) জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের নিয়ে ফরয নামাযগুলো পড়তেন, তা দীর্ঘও করতেন না, আবার সংক্ষিপ্তও করতেন না। এতদুভয়ের মধ্যেই রাখতেন। আর 'আতামার (অন্য শব্দে) ইশার নামায বিলম্ব করতেন। [মুসলিম, নাসাঈ।]

(١٥٤) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَنْتَظَرْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ فَجَاءَ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ قَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِى صَلَاةٍ مُنْذُ اَنْتَظَرْتُمُوْهَا، وَلَوْ لَا ضَعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ وَحَاجَةُ ذِى الْحَاجَةِ لَأَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ـ

(১৫৪) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা ইশার নামাযের পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। রাতের প্রায় অর্ধেক চলে গেল। তিনি বলেন, তারপর তিনি এসে আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাকো। কারণ, লোকেরা তাদের ঘুমাবার স্থানে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য অপেক্ষা কর ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযেই থাক। যদি দুর্বলদের দুর্বলতা, অসুস্থদের অসুস্থতা ও ব্যস্তদের ব্যস্ততা বা প্রয়োজন না থাকত তাহলে আমি এ নামায অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করতাম। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ, ইবন খুযাইমা ও বায়হাকী -এর সনদ সহীহ।]

(١٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِىْ ثَنَا رَوْحٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ أَخَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ تِسْعَ لَيَالٍ، قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ ثَمَانَ لَيَالٍ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَنَّكَ عَجَّلْتَ لَكَانَ أَمْثَلَ لِقِيَامِنَا مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَعَجَّلَ بَعْدَ ذَالِكَ، قَالَ أَبِى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ فَقَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ سَبْعَ لَيَالٍ وَقَالَ عَفَّانُ تِسْعَ لَيَالٍ ـ

(১৫৫) আবূ বাকরা (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) নয় রাতে (অন্য বর্ণনায় আট রাত) ইশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করেন। তখন আবূ বকর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি ইশার নামায আরও আগে পড়েন তাহলে আমাদের রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠার জন্য উত্তম হয়। (রাবী) বলেন, এরপর রাসূল (সা) আগে পড়তে আরম্ভ করেন। ইমাম আহমদ বলেন, কোন কোন রাবী সাত রাত, কেউ নয় রাত বলেছেন।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ কর্তৃক বর্ণিত। তাবারানী মু'জামুল কাবীরে এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(١٥٦) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُوْنِىِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ رَقَبْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَاحْتَبَسَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَنْ يَخْرُجَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُوْلُ قَدْ صَلَّى وَلَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ظَنَنَّا أَنَّكَ لَنْ تَخْرُجَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُوْلُ قَدْ صَلَّى وَلَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ فَقَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ يُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ ـ

(১৫৬) আসিম ইবন্ হুমাইদ আশ্‌শাকুনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আয ইবন্ জাবালের সাথী ছিলেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর জন্য ইশার নামাযের সময় অপেক্ষা করছিলাম। তিনি তখন আটকা পড়লেন, তখন আমরা মনে করতে থাকলাম, তিনি বোধ হয় আর আসবেন না। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগলেন, তিনি হয়ত নামায পড়ে নিয়েছেন কাজেই আর আসবেন না। এমতাবস্থায় রাসূল (সা) বের হয়ে আসলেন তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা মনে করতে ছিলাম যে, আপনি আর আসবেন না, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে

আরম্ভ করেছিলেন যে, আপনি ইতিমধ্যেই নামায পড়ে নিয়েছেন সুতরাং আসবেন না। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরা এ নামাযটি বিলম্ব করে পড় সমস্ত উম্মতদের মধ্যে এ নামাযটির ব্যাপারে তোমাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তোমাদের পূর্বে এ নামায আর কোন উম্মত পড়ে নি। [আবূ দাউদ, বায়হাকী। এর সনদ উত্তম।]

(١٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حِيْنٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ إِمَامًا أَوْخِلْوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوْا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ الصَّلَاةَ، قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ كَانَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا كَذَالِكَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَامَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا هٰذِهِ السَّاعَةَ ـ

(১৫৭) ইবনু জুরাইজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আতাকে বললাম, আমার ইশার নামাযটি ইমাম হিসাবে একাকী কোন সময় আপনি বেশি পছন্দ করেন। তিনি বলেন, আমি ইবন্ আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, একরাত রাসূল (সা) ইশার নামায এত বিলম্ব করলেন যে লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ে আবার জাগ্রত হলেন। তখন উমর (রা) উঠে বলতে লাগলেন, নামায নামায, 'আতা বলেন, ইবন্ আব্বাস (রা) বলেছেন, তখন নবী (সা) বের হয়ে আসলেন, আমি যেন তাঁকে এখনও দেখতে পাচ্ছি, যে, তাঁর মাথা থেকে পানি পড়ছে আর তিনি তার মাথার এক পাশে হাত রেখেছেন। তারপর বললেন, আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে এভাবেই তাদেরকে এ নামায পড়তে বলতাম। (অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।) তাতে আরও আছে তখন উমর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন রাসূল (সা) বের হয়ে এসে বললেন, আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে তাদেরকে এ সময় নামায পড়তে বলতাম। [বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ।]

(١٥٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَلِّيْ يَوْمَئِذٍ غَيْرُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَذَالِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوا الْإِسْلَامُ ـ

(১৫৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ইশার নামায দেরী করলেন, শেষ পর্যন্ত উমর (রা) তাঁকে একথা বলে ডাকলেন যে, শিশু ও নারীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন রাসূল (সা) বের হয়ে আসলেন, তারপর বললেন, তোমরা ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ এ নামাযটি পড়ছে না সে সময় মদীনাবাসী ছাড়া আর কেউ এ নামায পড়তো না। (অন্য বর্ণনায় আছে, একথা বলা হয় ইসলাম বিকশিত হবার পূর্বে।) [মুসলিম, নাসাঈ ইত্যাদি।]

(١٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَقَالَ بْنُ بَكْرٍ رَقَدَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي وَقَالَ بْنُ بَكْرٍ أَنْ أَشُقَّ

(১৫৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) একরাতে ইশার নামায এমন দেরী করলেন যে, প্রায় রাত শেষ হয়ে গেছে,এমনকি মসজিদবাসীরা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। (ইবন্ বকর (একরাবী) বলেন, শুয়ে পড়েছে।) অতঃপর তিনি বের হয়ে এসে নামায পড়লেন। তারপর বললেন, এটাই হল এ নামাযের ওয়াক্ত, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হলে, (ইবন্ বকর বলেন, আমি কষ্টকর মনে না করলে) আমি তাদেরকে এ সময়ে নামায পড়তে বলতাম। [মুসলিম ও নাসাঈ।]

(١١) بَابٌ وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَمَاجَاءَ فِى التَّغْلِيْسِ بِهَا الْاَسْفَارِ.

(১১) ফজরের নামাযের ওয়াক্ত এবং তা খুব ভোরে পড়া ও আলোকিত করে পড়া প্রসঙ্গে

(١٦٠) عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ فِى الْأُفُقِ وَلٰكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ-

(১৬০) কায়েস ইবন্ তালক থেকে, তিনি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন, প্রকৃত ফজর পূর্ব দিগন্তের উপরের দিকে লম্বালম্বিভাবে সূর্য শুভ্র আভা নয়। তবে তা হলো আড়াআড়িভাবে পরিলক্ষিত লাল আভা।

[আহমদ ইবন্ আবদুর রহমান, এ হাদীসটি আমি অন্যত্র পাই নি। তবে সুয়ূতী হাদীসটি জামেয়ুস সাগীরে উল্লেখ করে হাদীসটি হাসান হবার প্রতীক ব্যবহার করেছেন। বায়হাকীর একটি হাদীসও এর সমর্থন করে।]

(١٦١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ-

(১৬১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, কিছু মু'মিন মহিলা মহানবী (সা)-এর সাথে তাঁদের গোটা শরীরে চাদর আবৃত করে সকালের নামায আদায় করতেন। অতঃপর তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতেন, তখনও তাঁদেরকে কেউ চিনতে পারতেন না। ভোরের অন্ধকারের আলো-আঁধারির কারণে। [বুখারী, মুসলিম, ও চার সুনান গ্রন্থ।]

(١٦٢) عَنْ أَبِى الرَّبِيْعِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى جَنَازَةٍ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَصِيْحُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَسْكَتَهُ، فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لِمَ أَسْكَتَّهُ؟ قَالَ إِنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَيِّتُ حَتَّى يَدْخُلَ قَبْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ إِنِّى أُصَلِّى مَعَكَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ فَلَا أَرَى وَجْهَ جَلِيْسِى، ثُمَّ أَحْيَانًا تُسْفِرُ، قَالَ كَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيَهَا كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا-

(১৬২) আররবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক জানাযায় ইবন্ উমরের সাথে ছিলাম। তখন তিনি এক লোকের চিৎকার শুনতে পেলেন, তখন তার কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে চুপ করালেন। তখন আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের বাবা, আপনি তাকে কেন চুপ করালেন? তিনি উত্তরে বললেন, এর কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবর না দেয়া পর্যন্ত তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার সাথেই সকালের নামায পড়ি। অতঃপর এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখি (আঁধার), আমার সাথে বসা লোকদের মুখ দেখতে পাই না। আবার কখনও দেখি যে, আপনি ফজরের নামায ফর্সা করে পড়েন। তিনি উত্তরে বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে এভাবে নামায পড়তে দেখেছি। তাই রাসূল (সা)-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি সেভাবে নামায পড়তে আমিও পছন্দ করি।

[আহমদ আব্দুর রহমান বলেন, হাদীসটি আমি অন্যত্র পাই নি। তবে হাইসুমী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, ইমাম আহমদ এটা বর্ণনা করেছেন। তাতে আবূ রাবী' রাবী সম্বন্ধে দারু কুতনী অজ্ঞাত বলে মন্তব্য করেন।]

(١٦٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ، قَالَ فَأَمَرَ بِلاَلاً حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ ثُمَّ أَسْفَرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ أَوْ قَالَ هٰذَيْنِ وَقْتٌ ـ

(১৬৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-কে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আনাস বলেন, ভোর হলে তিনি বেলালকে আযান দিতে আদেশ করেন। অতঃপর পরের দিন **খুব ফর্সা** করে আযানের কথা বললেন, তারপর বললেন, ফজরের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? এতদুভয়ের মধ্যে অথবা বললেন, এ দুই-এর মধ্যেই হল ফজরের নামাযের সময়।

[বায্যার ও বায়হাকী। বায্যারের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٦٤) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُوْرِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأُجْرِ ـ

(১৬৪) রাফে' ইবন্ খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনলাম, তোমরা সকালের নামায প্রত্যুষে পড়। কারণ তাতে বেশী সওয়াব বা তাতে তোমরা বেশী সাওয়াব পাবে। (তাঁর থেকে দ্বিতীয় এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা ফজরের নামায ফর্সা বা আলোকিত করে (ভোরের আলো এসে নামায ছড়িয়ে পড়ার পরে) পড়। কারণ তাতে বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়।

[চার সুনান গ্রন্থ, ইবন্ হাব্বান, তাবারানী, বায়হাকী, তিরমিযী বলেন্ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইবন্ হাজর বলেন, অনেকেই এ হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١٦٥) عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدِ الأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ أَوْ لأَجْرِهَا ـ

(১৬৫) মাহমূদ ইবন লাবীদ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা ফজরের নামায আলোকিত করে পড়। কারণ তাতে বেশী সাওয়াব, বা তা সাওয়াবের জন্য উত্তম।

[আহমদ ইবন্ আবদুর রহমান বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্যত্র পাই নি। এর সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন।]

(١٦٦) عَنْ أَبِى زِيَادٍ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ الْكِنْدِىِّ عَنْ بِلاَلٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْذِنُهُ بِصَلاَةِ الْغَدَاةِ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلاَلاً بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَفْضَحَهُ الصُّبْحُ وَأَصْبَحَ جِداً، قَالَ فَقَالَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ وَتَابَعَ بَيْنَ أَذَانِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَرَجَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِداً، ثُمَّ إِنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوْجِ فَقَالَ إِنِّى رَكَعْتُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ قَدْ أَصْبَحْتَ جِداً، قَالَ لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا ـ

(১৬৬) আবূ যিয়াদ উবাইদিল্লাহ ইবন্ যিয়াদ আল কিন্দি থেকে বর্ণিত, তিনি বেলাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বেলাল (রা) তাঁকে বলেছেন, তিনি ফজরের নামাযের জন্য আহ্বান করতে নবী (সা)-এর কাছে আসলেন। এমতাবস্থায় আয়িশা (রা) বেলালকে একটা কাজ করতে বলে তাঁকে ব্যস্ত করে ফেললেন। ফলে খুব সকাল হয়ে

গেল, তিনি বলেন, অতঃপর বেলাল তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন এবং বারবার ডাকতে লাগলেন। কিন্তু রাসূল (সা) বের হলেন না। যখন বের হয়ে লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন তখন তিনি রাসূল (সা)-কে জানালেন যে, আয়িশা (রা) তাঁকে একটা ফরমায়েশ করে ব্যস্ত করে ছিলেন। ফলে খুব দেরী হয়ে গেছে। তদুপরি তিনি (রাসূল সা) নিজেও বের হয়ে আসতে বিলম্ব করলেন। তখন রাসূল (সা) বলেন, আমি ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত পড়ছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে খুব সকাল করে ফেললেন। তখন তিনি বলেন, আমি যে সকাল করেছি তার চেয়ে বেশী সকাল করলেও ও দু'রাকাত পড়তাম, উত্তমভাবে সুন্দর করে।

[নাসাঈ ইবন্ মাজাহ, আবূ দাউদ। খাত্তাবী ও ইবন্ সাইয়্যেদুন্ নাস এর সনদ সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١٢) بَابٌ فِى فَضْلِ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاء

(১২) ফজর ও ইশার নামাযের ফযীলত প্রসঙ্গে

(١٦٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ فَلاَتُخْفِرُوْا اللّٰهَ ذِمَّتَهُ، فَإِنَّهُ مَنْ أَخْفَرَ ذِمَّتَهُ طَلَبَهُ اللّٰهُ حَتَّى يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ

(১৬৭) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো তার দায়িত্ব আল্লাহর, সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিম্মা বা দায়িত্ব ভঙ্গ করো না। কারণ, যে আল্লাহর দায়িত্ব নষ্ট করে আল্লাহ তাকে তলব করবেন এমনকি তাকে জাহান্নামে উল্টা করে নিক্ষেপ করবেন।

[বায্যার, তাবারানী এর সনদে ইবন্ লাইয়া আছেন। তবে সামনের হাদীসগুলো তাকে শক্তিশালী করেছে।]

(١٦٨) عَنْ جُنْدُبِ (بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ، فَلاَتُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَيَطْلُبَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ -

(১৬৮) জুন্দুব ইবন্ সুফিয়ান আল বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে সকালের নামায পড়ে সে আল্লাহর যিম্মায় থাকে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ যিম্মা নষ্ট করো না। আল্লাহ যেন তাঁর যিম্মার কিছুর বিষয়ে তোমাদেরকে তলব না করেন। [মুসলিম, ও অন্যান্য।]

(١٦٩) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ، فَلاَ تُخْفِرُوْا اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذِمَّتِهِ -

(১৬৯) সামুরা ইবন্ জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, যে সকালের নামায পড়ে সে আল্লাহর যিম্মায় থাকে, সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিম্মা ভঙ্গ করো না। [ইবন্ মাজাহ এর সনদ সহীহ্।]

(١٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ بِشْرٍ عَنْ أَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَيَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ، يَعْنِى صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ أَبُوْبِشْرٍ يَعْنِى لاَيُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا -

(১৭০) আবদুল্লাহ্ (রা) আবূ উমাইর ইবন্ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর কতিপয় চাচা থেকে) যাঁরা ছিলেন রাসূলের সাহাবী বর্ণনা করেন। তাঁরা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন, এতদুভয় নামাযে

অর্থাৎ ফজর ও ইশার নামাযে মুনাফিকরা উপস্থিত হয় না। আবূ বিশির (এক রাবী) থেকে অর্থাৎ তারা এতদুভয় নামাযে নিয়মিতভাবে উপস্থিত হয় না।

[আহমদ আব্দুর রহমান বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্যত্র পাই নি। মুহাদ্দিসদের বক্তব্য হতে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।]

(١٧١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْجُعِلَ لِأَحَدِهِمْ أَوْلِأَحَدِكُمْ مِرْمَاتَانِ حَسَنَتَانِ أَوْ عَرْقٌ مِنْ شَاةٍ سَمِيْنَةٍ لَأَتَوْهَا أَجْمَعُوْنَ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا يَعْنِى الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ آتِى أَقْوَامًا يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا أَوْ عَنِ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ ـ

(১৭১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাদের কাউকে অথবা তোমাদের কাউকে যদি ছাগলের দুইটি পা বা একটা মোটা তাজা ছাগলের হাড়ও দেয়া হয় তাহলেও সকলেই (তা নেয়ার জন্য) আসবে। তারা যদি জানত এতদুভয় নামাযের অর্থাৎ ইশা ও ফজরের নামাযের কি ফযীলত তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত। আমার ইচ্ছা হয়ে ছিল, এক লোককে লোকদের ইমামতী করার আদেশ করি, তারপর ঐসব লোকদের কাছে যাই যারা এর থেকে বা নামায থেকে পশ্চাতে থাকে, অতঃপর তাদের উপর আগুন জ্বালিয়ে দিই। [বুখারী, মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থ।]

فَصْلٌ فِى فَضْلِ الْجُلُوْسِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে থাকার ফযীলত

(١٧٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَعَدَ فِى مُصَلَّاهُ حِيْنَ يُصَلِّى الصُّبْحَ حَتَّى يُسَبِّحَ الضُّحَى لَايَقُوْلُ إِلَّاخَيْرًا غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ

(১৭২) সাহ্ল ইবন্ মু'আয তাঁর বাবা থেকে, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে তার নামাযের স্থানে দোহা (ইশরাকের) নামায পড়া পর্যন্ত বসে থাকে তাতে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু বলে না তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়, এমনকি তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমপরিমাণ হলেও।

[আবূ ইয়ালা, আবূ দাউদ ও বাইহাকী। মুনযিরী হাদীসটি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٧٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ أَوْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ ـ

(১৭৩) জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন ফজরের নামায পড়তেন তখন তার নামাযের স্থানে বসে থাকতেন, ভাল করে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। অথবা বলেন, সুন্দরভাবে সূর্য উঠা পর্যন্ত।

[মুসলিম, তাবারানী, ইবন্ খযাইমা, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ।]

(١٣) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا.

(১৩) যে এক রাকা'আত নামায পেল সে যেন পুরা নামাযই পেল

(١٧٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا ـ

(১৭৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক রাকা'আত নামায পেল সে পুরা নামাযটাই পেল।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্ ইত্যাদি।]

(١٧٥) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتْهُ، وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتْهُ (وَفِي لَفْظٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا)

(১৭৫) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের এক রাক'আত নামাযও সূর্য উঠার আগে পড়ে তার নামায কাযা হয় না, আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আসরের নামাযের দু'রাক'আতও পড়তে পারে, তার সে নামায কাযা হয় না। (অন্য ভাষায় বলা হয়েছে সে তা পেয়েছে।)

(١٧٦) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ طَلَعَتْ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى -

(১৭৬) তাঁর থেকে আরও বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের এক রাক'আতও সূর্য উঠার আগে পড়লো অতঃপর সূর্য উদয় হয়, তখন যেন সে তার সাথে বাকি রাক'আতটি পড়ে নেয়।

[বাইহাকী, হাকিম, এর সনদ উত্তম।]

(١٧٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَمِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

(১৭৭) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামাযের একটি সিজদাও সূর্য ডুবার পূর্বে দিতে পারল, আর ফজরের (একটি সিজদাও সূর্য উদিত হবার) পূর্বে দিতে পারল সে নামাযটি পেল। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ।]

اَبْوَابُ الْاَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلاَةِ فِيْهَا

যে সব সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ সে প্রসঙ্গে

(١) بَابُ جَامِعِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ

(١٧٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَلاَتُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، فَإِذَا أَرْتَفَعَتْ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَعْنِيْ يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَاقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ -

(১৭৮) আমর ইবন্ আবসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন তার থেকে আমাকে কিছু জানান। রাসূল (সা) বলেন, ফজরের নামায শেষ করে সূর্য না উঠা পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যখন সূর্য উঠবে তখন নামায পড়বে না, সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত। কারণ সূর্য যখন উঠে তখন তা শয়তানের দু'শিং-এর মধ্যেই উঠে আর তখনই কাফিররা তাকে সিজদা করে। যখন সূর্য এক তীর সমপরিমাণ উঠে বা দু'তীর সমপরিমাণ উপরে উঠে যাবে তখন নামায পড়বে। কারণ নামাযের সময় (ফেরেশ্তারা) উপস্থিত থেকে দেখতে থাকেন। তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকে ছায়া আলাদা না হওয়া পর্যন্ত। (অর্থাৎ মধ্য আকাশে সূর্য থাকাবস্থায়।) অতঃপর নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। কারণ সে সময় জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়। আর যখন ছায়া পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে তখন নামায পড়তে পার। কারণ, নামাযের সময় (ফেরেশতারা) উপস্থিত থেকে দেখতে থাকেন। এ অবস্থা চলতে থাকে আসরের নামায না পড়া পর্যন্ত। যখন আসর-এর নামায পড়ে নিবে তখন (অন্য) নামায থেকে বিরত থাকবে, সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। কারণ তা শয়তানের দু'শিং-এর মধ্যেই অস্ত যায়। আর তখনই কাফিররা তাকে সিজদা করে।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ও ইবন্ মাজাহ্।]

(١٧٩) عَنْ كَعْبِ أَبْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، ثُمَّ قَالَ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُوْلَةٌ حَتّٰى يُصَلَّى الْفَجْرُ، ثُمَّ لَاصَلَاةَ حَتّٰى تَكُوْنَ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْرُمْحَيْنِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُوْلَةٌ حَتّٰى يَقُوْمَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُوْلَةٌ حَتّٰى تَكُوْنَ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ لَاصَلَاةَ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قَالَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجْهَكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجْهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ يَدَيْكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ رِجْلَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ رِجْلَيْكَ ـ

(১৭৯) কা'ব ইবন্ মুররা আল্ বাহ্যী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের কোন সময়ের দু'আ ও নামায আল্লাহ বেশী শুনেন ও কবুল করেন? তিনি বললেন, মধ্য রাতের পর।

তারপর বলেন, অতঃপর ফজরের নামায না পড়া পর্যন্ত নামায কবুল হয়। তারপর আর নামায পড়া যায় না সূর্য এক তীর বা দু'তীর সমপরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর নামায আবার কবুল হয় ছায়া তীরের মত দাঁড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত, অতঃপর সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত নামায পড়া যায় না। অতঃপর নামায সূর্য পশ্চিম আকাশে এক বা দুই তীর পরিমাণ আবার কবুল হয় সূর্য পশ্চিম আকাশে এক বা দুই তীর পরিমাণ উর্দ্ধে আকাশে পর্যন্ত।

অতঃপর আবার নামায পড়া যায় না সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। তিনি আরও বলেন, তুমি যখন মুখমণ্ডল ধোও তখন তোমার মুখ থেকে তোমার গুনাহগুলো বের হয়ে যায়। আর যখন তোমার দু'হাত ধোও তখন তোমার দু'হাত থেকে তোমার গুনাহ বের হয়ে যায়, আর যখন তোমার পা দু'টি ধোও তখন তোমার দু' পা হতে তোমার গুনাহগুলো বের হয়ে যায়।

[তাবারানী। এ হাদীসের সনদে একজন অপরিচিত রাবী আছেন। তবে পূর্বের হাদীসগুলো এ বক্তব্য সমর্থন করে।]

(١٨٠) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَرْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِيْ وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، فَإِذَا دَلَكَتْ أَوْ قَالَ زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَلَاتُصَلُّوْا هٰذِهِ الثَّلَاثَ سَاعَاتٍ ـ

(১৮০) আবূ আব্দুল্লাহ আস্‌সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, শয়তানের দু' শিং-এর মধ্য থেকেই সূর্য উদিত হয়। যখন উপরে উঠে যায় তখন তাকে ছেড়ে চলে যায়। আবার যখন মধ্য আকাশে থাকে তখনও শিং-এর মধ্যে নেয়। আর যখন ঢলে পড়ে বা মধ্য থেকে চলে যায় তখন শয়তান তাকে ছেড়ে চলে যায়। আবার যখন অস্ত যাবার সময় হয় তখন তাকে শিং-এর মধ্যে নেয়। আর অস্ত গেলে ছেড়ে দেয়। সুতরাং এ তিন সময়ে নামায পড়ো না। [মালিক, নাসাঈ, ও ইবন্ মাজাহ্।]

(١٨١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا، حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ

(১৮১) উক্‌বা ইবন্ আমির আল্ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন সময় রাসূল (সা) আমাদের নামায পড়তে অথবা আমাদের মৃত লোকদের কবর দিতে নিষেধ করতেন। (এক) যখন সূর্য, উদয় হয়, উপরে না উঠা পর্যন্ত। (দুই) যখন মধ্য দুপুরে (মধ্য আকাশে) অবস্থান করে, ঢলে না পড়া পর্যন্ত। (তিন) যখন অস্ত যাবার উপক্রম হয়, অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ।]

(١٨٢) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عَمَّا أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، قَالَ وَمَا هُوَ؟ قَالَ هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُوْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتّٰى تَعْتَدِلَ عَلٰى رَأْسِكَ مِثْلَ الرُّمْحِ، فَإِذَا أَعْتَدَلَتْ عَلٰى رَأْسِكَ فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيْهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُهَا حَتّٰى تَزُوْلَ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ فَإِذَا زَالَتْ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُوْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ -

(১৮২) সাফওয়ান ইবন্ মুআত্তিল আস্‌সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন, হে আল্লাহর নবী আমি আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করছি যার উত্তর আপনার জানা আর আমার অজানা। (নবী সা) বললেন, প্রশ্নটা কি? তিনি বললেন, রাত দিনের মধ্যে এমন কোন সময় আছে কি যাতে নামায পড়া অপছন্দনীয় বা মাকরূহ? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, আছে। ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। উদয় হবার পর পড়তে পার। কারণ নামাযে (ফেরেশতারা) উপস্থিত থাকেন এবং তা কবুল করা হয় তোমার মাথার উপর সূর্য তীরের ন্যায় স্থির হওয়া পর্যন্ত। যখন তোমার মাথার উপর স্থির হবে ঐ সময় জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়। আর তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় (তখন নামায পড়বে না) যতক্ষণ তা তোমার ডান পাশ দিয়ে পশ্চাতের দিকে চলে যায়।

[অর্থাৎ যখন তুমি পূর্ব দিকে মুখ করে থাকবে তখন এ অবস্থা হবে, আর এটা হল সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার আলামত।]

যখন তোমার ডান ভ্রুর পাশ দিয়ে চলে যাবে তখন তুমি পুনরায় নামায পড়তে পার। কারণ, নামাযের সময় ফেরেশতা উপস্থিত থাকেন এবং তা কবুল করা হয়, এভাবে আসর-এর নামায আদায় না করা পর্যন্ত।

[ইবন্ মাজাহ। এর সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢) بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاتَىِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ ফজর ও আসরের নামাযের পরে নামায পড়তে নিষেধাজ্ঞা

(١٨٣) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ صَلَاتَانِ لَايُصَلَّى بَعْدَهُمَا، الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ـ

(১৮৩) সা'দ ইবন্ আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, দু'টি নামাযের পরে আর কোন নামায পড়া যায় না। (এক) ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। (দুই) আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। [ইবন্ হিব্বান ও আবূ ইয়ালা। এর সনদ উত্তম।]

(١٨٤) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(১৮৪) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। [বুখারী, মুসলিম, ও বাইহাকী।]

(١٨٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْتَضْحَى ـ

(১৮৫) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে নেই। আর ফজরের নামাযের পরও সূর্য আকাশে কিছু দূর উর্ধ্বে না যাওয়া বা রৌদ্র না উঠা পর্যন্ত নামায পড়তে নেই। [বুখারী ও মুসলিমে হাদীসটি বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।]

(١٨٦) عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ الْقُرَشِىِّ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ـ

(১৮৬) নাসর ইবন্ আবদুর রহমান তাঁর দাদা মু'আয ইবন্ আফ্‌রা আল কুরাশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আসরের নামাযের পর অথবা ফজরের নামাযের পর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন মু'আয ইবন্ আফরার সাথে।

তখন তিনি (মু'আয ইবন্ আফরা, তাওয়াফের পরের সুন্নাত) নামায পড়লেন না। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূল (সা) বলেছেন, দু'টি নামাযের পর অন্য কোন নামায পড়তে নেই। ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। আর আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

[তিরমিযীও হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এর সনদ উত্তম।]

(١٨٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدَ عِنْدِىْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ (بْنُ الْخَطَّابِ) أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ

(১৮৭) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য লোক আমার কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসযোগ্য হলেন আমার কাছে উমর ইবন্ খাত্তাব (রা) নবী (সা) বলতেন, আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (অন্য) নামায পড়তে নেই। আর ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত অপর কোন নামায পড়তে নেই। [বুখারী, মুসলিম বায়হাকী, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ।]

فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের পর দু'রাকাত নফল নামায প্রসঙ্গে

(١٨٨) ز عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَتُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تُصَلُّوْا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ـ

(১৮৮) য, আলী (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আসরের নামাযের পর (নফল) নামায পড়ো না, তবে সূর্য যদি উপরে থাকে তবে (নফল) নামায পড়তে পার।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ। হাফিয ইবন্ হাজর ফতহুল বারীতে হাদীসটির সনদ একস্থানে হাসান ও অন্যস্থানে সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١٨٩) عَنْ مُعَاوِيَةَ (بْنِ أَبِى سُفْيَانَ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلاَةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا، يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ

(১৮৯) মু'আবিয়া ইবন্ আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা একটা নামায পড়, আমি রাসূল (সা)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম কিন্তু তাঁকে সে নামাযটি পড়তে কখনো দেখি নি, তিনি সে নামায পড়তে বারণ করেছিলেন। অর্থাৎ আসরের পরে দু'রাক'আত নফল নামায।

(١٩٠) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَرَاهُ عُمَرُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا ـ

(১৯০) রাবিয়া ইবন্ দাররাজ থেকে বর্ণিত যে, আলী ইবন্ আবূ তালিব মক্কা যাবার পথে আসরের পর দু'রাক'আত নফল নামায পড়লেন। উমর (রা) তাঁকে এ নামায পড়তে দেখে তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি জানেন যে, রাসূল (সা) এ নামাযটি পড়তে বারণ করেছিলেন।

[তাহাবী। এর সনদ উত্তম।]

(١٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهُ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالاَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الأَعْمَى يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارِسِيِّيْنَ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ مَوْلًى لِفَارِسَ وَقَالَ حَجَّاجٌ مَوْلَى الْفَارِسِيِّيْنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَآهُ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ خَلِيْفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَمَشَى إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِالدُّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّىْ كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ زَيْدٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَوَاللّٰهِ لاَ أَدَعُهُمَا أَبَدًا بَعْدَ أَنْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهِمَا قَالَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَقَالَ يَازَيْدُ بْنَ خَالِدٍ لَوْلاَ أَنِّىْ أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيْهِمَا ـ

(১৯১) যায়েদ ইবন্ খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবন্ খাত্তাব যখন খলীফা, তখন তিনি একদিন যায়েদকে আসরের পর দু'রাক'আত নফল নামায পড়তে দেখলেন। তখন উমর (রা) তাঁর দিকে গেলেন

এবং তাঁকে নামাযরত অবস্থাতেই বেত দিয়ে মারলেন। তিনি যেমন নামায পড়ছিলেন তেমনি নামায পড়তে থাকলেন। নামায শেষ করে যায়েদ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আল্লাহর কসম আমি এ দু'রাক'আত নামায কখনো ছাড়ব না। কারণ আমি রাসূল (সা)-কে তা পড়তে দেখেছি। তিনি বলেন, তখন তাঁর কাছে উমর (রা) বসলেন এবং বললেন, হে যায়েদ ইবন্ খালিদ, আমার যদি ভয় না হত যে, লোকেরা এ নামাযকে রাত পর্যন্ত নফল নামায পড়ার জন্য সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করবে, তাহলে আমি এ দু'রাক'আত পড়ার জন্য মারতাম না। [তাবারানী। এর সনদ হাসান।]

(١٩٢) عَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ إِنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ آلَ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَكَانُوْا يُصَلُّوْنَهَا قَالَ قُبَيْصَةُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِعَائِشَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَائِشَةَ إِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ لأَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَجِيْرٍ فَقَعَدُوْا يَسْأَلُوْنَهُ وَيُفْتِيْهِمْ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ يُفْتِيْهِمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لِعَائِشَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَائِشَةَ، نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ

(১৯২) কুবাইসা ইবন্ যুয়াইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা) যুবাইর পরিবারের লোকদের সংবাদ দিয়েছিলেন যে, রাসূল (সা) তাঁর কাছে আসরের পর দু'রাক'আত নফল নামায পড়তে ছিলেন। তাই তারাও তা পড়তেন। কুবাইসা বলেন, যায়েদ ইবন্ সাবিত বলেন আল্লাহ্ আয়িশা (রা)-কে ক্ষমা করুন। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আয়িশার চেয়ে বেশী জানি। রাসল (সা)-এর কারণ ছিল যে, একাজটি দুপুরের সময় কিছু বেদুঈন মহানবী (সা)-এর কাছে আসলেন। তারা মহানবী (সা) কি কিছু প্রশ্ন করতে বসেছিলেন আর তিনি তার জবাব দিচ্ছিলেন, অবশেষে জোহরের নামায পড়লেন, কিন্তু জোহরের পরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়তে পারেন নি। অতঃপর আবার তাদের প্রশ্নের জবাব দানের উদ্দেশ্যে বসে গেলেন। পরিশেষে আসরের নামায পড়ে বাড়ি গেলেন। তখন তাঁর মনে পড়ল যে, তিনি জোহরের পরের সুন্নাত পড়তে পারেন নি। তাই এতদুভয় রাকা'আত নামায আসরের পর পড়লেন। আল্লাহ আয়িশা (রা)-কে ক্ষমা করুন, আমরা আয়িশার চেয়ে রাসূল (সা)-কে বেশী জানি। রাসূল (সা) আসরের পর নামায পড়তে বারণ করেছেন।

[তাবারানী, এর সনদে ইবন্ লাহইয়্যা আছেন। মুহাদ্দিসরা তাঁকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।]

(١٩٣) عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ فَدَخَلَ شَابَّانِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا فَقَالَ مَاهٰذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتُمَاهَا وَقَدْ كَانَ أَبُوْكُمَا يَنْهَى عَنْهَا، قَالاَ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّهُمَا عِنْدَهَا فَسَكَتَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمَا شَيْئًا ـ

(১৯৩) 'আতা ইবন্ আস্‌সায়িব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন্ মুগাফ্‌ফাল আল্ মুযানীর সাথে বসা ছিলাম, তখন উমরের বংশের দুই যুবক সেখানে প্রবেশ করলেন, তারপর তারা আসরের পর দু'রাকা'আত নামায পড়লেন। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারপর তাদেরকে বললেন, তোমরা এ কি নামায পড়লে? অথচ তোমাদের বাবা এ নামায পড়তে নিষেধ করতেন। তারা উভয়ে বললেন, আমাদেরকে আয়িশা (রা) বলেছেন

যে, নবী (সা) এ দু'রাকা'আত নামায তাঁর কাছে পড়েছিলেন। তখন (আব্দুল্লাহ ইবন্ মুগ্ফ্ফাল) চুপ থাকলেন, তাদেরকে আর কিছুই বললেন না।

[আহমদ আবদুর রহমান বলেন, এ হাদীসটি আমি অন্যত্র পাই নি। এর সনদেও অজ্ঞাত অপরিচিত রাবী আছেন।]

(١٩٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ وَهِمَ عُمَرُ، إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوْعُ الشَّمْسِ وَغُرُوْبُهَا -

(১৯৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) ভুল করেছেন। রাসূল (সা) শুধুমাত্র ঠিক সূর্যাস্তের সময় ও ঠিক সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। [মুসলিম, নাসাঈ, বায়হাকী।]

فَصْلٌ فِيْمَا جَاءَ فِى الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের পর নফল নামায পড়া প্রসঙ্গে

(١٩٥) عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَأَنَا أُصَلِّى بَعْدَ مَاطَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ يَايَسَارُكَمْ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ لَاأَدْرِى، قَالَ لَادَرَيْتَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّى هٰذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَلَالِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ -

(১৯৫) আব্দুল্লাহ ইবন উমরের আযাদকৃত গোলাম ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ইবন্ উমর আমাকে প্রভাত (ফজরের ওয়াক্ত) হবার পর নামায পড়তে দেখলেন, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে ইয়াসার! কয় রাকা'আত পড়েছ। আমি বললাম, মনে নেই, তিনি বলেন তোমার যেন মনে না থাকে। রাসূল (সা) একবার আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন, তখন আমরা এ নামায পড়ছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে যারা এখানে আছ তারা, যারা নেই তাদেরকে জানিয়ে দিবে প্রভাত হবার পর (ফজরের সুন্নাত) দু'রাকা'আতের বেশী নামায পড়তে নেই। [আবূ দাউদ, দারু কুতনী ও তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।]

(١٩٦) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَيٍّ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ يَعْلَى يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْ قِيْلَ لَهُ أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ يَعْلَى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، قَالَ لَهُ يَعْلَى فَإِنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِى أَمْرِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَطْلُعَ وَأَنْتَ لَاهٍ -

(১৯৬) মুহাম্মদ ইবন্ হাই ইবন্ ইয়া'লা ইবন্ উমাইয়্যা তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইয়া'লাকে দেখলাম, তিনি সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে নামায পড়ছেন। তখন তাঁকে এক লোক বললেন, বা বলা হল, আপনি রাসূলের একজন সাহাবী, আপনিও সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে নামায পড়ছেন?

ইয়ালা বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি সূর্য শয়তানের দু'শিং-এর মধ্যে উদিত হয়। ইয়ালা তাঁকে বলেন, সূর্য উদিত হবার পূর্বেই যদি তুমি আল্লাহর কাজে ব্যস্ত হও, তাহলে তাই উত্তম, সূর্য উদিত হবার সময় নামায থেকে তোমার গাফিল থাকার চেয়ে।[১] [এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম।]

১. অর্থাৎ সূর্য উদিত হবার পূর্বে এক রাকা'ত পড়া সম্ভব হলেও তাই করে বাকি রাকাত সূর্য উদিত হবার পর শেষ করা উত্তম, উদিত হবার সময় নামায থেকে বিরত ও গফিল থাকার চেয়ে।

(٣) بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا وَعِنْدَ الْاِسْتِوَاءِ –

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ সূর্য উদয়, অস্ত ও মধ্য আকাশে থাকাবস্থায় নামায পড়া নিষিদ্ধ

(١٩٧) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُصَلُّوْا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا نِصْفَ النَّهَارِ فَإِنَّهُ عِنْدَ سَجْرِ جَهَنَّمَ –

(১৯৭) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সূর্য উদয়ের সময় নামায পড়বে না। কারণ, সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যে উদিত হয়। তখন প্রত্যেক কাফির তাকে সিজদা করে। আর না মধ্য দুপুরে নামায পড়বে। কারণ তখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়। [মুসলিম, বাইহাকী, ইবন্ মাজাহ্।]

(١٩٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَاغُرُوْبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ، فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَاتُصَلُّوْا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَاتُصَلُّوْا حَتَّى تَغِيْبَ –

(১৯৮) ইবন্ উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা সূর্য উদয় ও অস্ত যাবার সময় নামায পড়ো না, কারণ তা শয়তানের দু'শিং-এর মধ্যে উদিত হয়। যখন সূর্যের কিনারা উদিত হতে আরম্ভ করবে তখন পূর্ণ উদিত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে না। আর যখন সূর্যের কিনারা অস্ত যাওয়া আরম্ভ করবে তখনও সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়ো না। [মালিক, নাসাঈ, এর সনদ উত্তম।]

(١٩٩) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُصَلُّوْا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا حِيْنَ تَسْقُطُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ –

(১৯৯) সামুরা ইবন্ জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন সূর্য উদিত হতে থাকে এবং যখন অস্ত যেতে থাকে তখন তোমরা নামায পড়ো না। কারণ সূর্য শয়তানের দু'শিং-এর মধ্যে উদয় হয় ও অস্ত যায়।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি আমি অন্যত্র পাই নি। তবে এর সনদ উত্তম।]

(٢٠٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى إِذَا طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ أَوْغَابَ قَرْنُهَا، وَقَالَ إِنَّهَا تَطْلُعُ مَنْ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ أَوْمِنْ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ –

(২০০) যায়েদ ইবন্ সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন সূর্যের (কিনারা) শিং উদয় হতে থাকে অথবা অস্ত যেতে আরম্ভ করে তখন নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। কারণ তা শয়তানের দু' শিং -এর মধ্যেই উদিত হয়, অথবা দু' শিং-এর মধ্যস্থান হতে উদিত হয়। [তাবারানী, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢٠١) عَنْ بِلَالٍ (بْنِ رَبَاحٍ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ –

(২০১) বিলাল ইবন্ রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য উদয়ের সময় ছাড়া অন্য সময় নামায পড়তে নিষেধ করা হতো না। কারণ তা শয়তানের দু' শিং-এর মধ্যেই উদিত হয়।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম।]

(٢٠٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَمِنْ حِيْنَ تُصَوِّبُ حَتَّى تَغِيْبَ -

(২০২) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) সূর্য উদিত হবার সময় উপরে না উঠা পর্যন্ত নামায পড়তে বারণ করেছেন, আর যখন অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয় তখনও অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (নামায পড়তে) নিষেধ করেছেন।

[আবূ ইয়ালা। এর সনদে ইবন্ লাহইয়্যা থাকলেও মুসলিমের একটি হাদীস এ বক্তব্যের সমর্থন করে।]

فَصْلٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَالِكَ بِمَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ তা মক্কায় বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে

(٢٠٣) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ -

(২০৩) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা গৃহের দরজার কড়া ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে নেই। তবে মক্কা ব্যতীত, মক্কা ব্যতীত।

[দারু কুতনী, তাবারানী, আবূ ইয়ালা বাইহাকী। এ হাদীসের রাবী দুর্বল হলেও চার সুনান গ্রন্থে ও বাইহাকীতে এর সমর্থক হাদীস রয়েছে। তিরমিযী সে হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

أَبْوَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

ছুটে যাওয়া নামায কাযা করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

بَابٌ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَوَقْتُهَا عِنْدَ ذِكْرِهَا –

পরিচ্ছেদ : কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে, যখনই তা মনে পড়বে তখনই তার ওয়াক্ত

(٢٠٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْنَامَ عَنْهَا فَإِنَّمَا كَفَّارَتُهَا (وَفِي رِوَايَةٍ فَكَفَّارَتُهَا) أَنْ يُصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا -

(২০৪) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নামায পড়তে ভুলে গেছে, অথবা ঘুমের কারণে নামায পড়তে পারে নি তার কাফ্ফারা হল, মনে পড়ার সাথে সাথে তা পড়ে নেয়া। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী।]

(٢٠٥) وَعَنْهُ فِي أُخْرَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)

(২০৫) তাঁর (আনাস) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, অথবা নামায পড়ার কথা ভুলে যায় যখনই তার কথা মনে পড়বে সাথে সাথে সে তা পড়ে নিবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (তোমরা আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম কর।) [মুসলিম।]

(٢٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا هَمَّامٌ أَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَحْسَبُهُ مَرْفُوْعًا مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ ـ

(২০৬) আবদুল্লাহ বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, তাদেরকে আফ্‌ফান আর তাদেরকে হাম্মাম আর তাদেরকে বিশির ইবন্ হার্‌ব্ সামুরা ইবন্ জুন্দুব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমার মনে হয় হাদীসটি মারফু' (সরাসরি নবী (সা) থেকে বর্ণিত।) যে ব্যক্তি কোন নামাযের কথা ভুলে গেছে সে যেন মনে পড়ার সাথে সাথে তা পড়ে নেয় এবং পরের দিনের নামায যথাসময়ে পড়ে।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন, তাতে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

بَابٌ مَنْ نَامَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ

ঘুমিয়ে থাকার কারণে যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়তে পারলো না অথচ বেলা উঠে গেল

(٢٠٧) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَرَيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ أٰخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُوْمُ دَهِشًا إِلَى طُهُوْرِهِ، قَالَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْكُنُوْا ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّيْنَا، فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَا نُعِيْدُهَا فِيْ وَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ فَقَالَ أَيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ ـ

(২০৭) ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে পথ চলছিলাম যখন রাত প্রায় শেষ হল তখন আমরা বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি দিলাম, অতঃপর আমরা কেউ জাগ্রত হলাম না। যতক্ষণ না সূর্যের তাপ আমাদের জাগ্রত করল। তখন আমাদের কেউ কেউ তাড়াহুড়া করে পবিত্র (ওযূ করতে) হতে গেলো। তিনি বলেন, তখন নবী (সা) তাঁদের শান্ত হতে আদেশ করলেন, তারপর আমরা আবার যাত্রা আরম্ভ করলাম, যখন সূর্য উপরে উঠল তখন তিনি ওযূ করলেন। তারপর বেলালকে আযান দিতে বললেন, তিনি আযান দিলেন। তারপর ফজরের পূর্বের (সুন্নাত) নামায দু'রাকা'আত পড়লেন তারপর নামাযের জন্য একামত দেয়া হল তখন আমরা সকলেই নামায পড়লাম। তারপর সাহাবী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি এ নামায আগামীকাল যথা সময়ে পুনরায় পড়বো না? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুদ খেতে নিষেধ করবেন, আবার তা তোমাদের থেকে কবুল করবেন তা কি হতে পারে?

[বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী ইবন্ হাব্বান, শাফেয়ী, দারুকুতনী ও হাকিম। তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٢٠٨) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ وَقَدْ أَدْرَكَهُمْ مِنَ التَّعَبِ مَا أَدْرَكَهُمْ مِنَ السَّيْرِ فِي اللَّيْلِ، قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَرَّسْنَا، فَمَالَ إِلَى شَجَرَةٍ فَنَزَلَ، فَقَالَ انْظُرْ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ قُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ هٰذَانِ رَاكِبَانِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةً، فَقَالَ احْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا فَنِمْنَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَانْتَبَهْنَا فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَ وَسِرْنَا هُنَيْهَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟

قَالَ قُلْتُ نَعَمْ، مَعِى مِيضَاةٌ فِيهَا شَيْئٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ أَئْتِ بِهَا فَقَالَ مَسُّوْا مِنْهَا مَسُّوْامِنْهَا، فَتَوضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ فَقَالَ ازْدَهِرْ بِهَا يَا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ لَهَا نَبَأٌ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ وَصَلُّوْا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلُّوْا الْفَجْرَ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَرَّطْنَا فِىْ صَلَاتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُوْلُوْنَ؟ إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ، وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِيْنِكُمْ فَإِلَىَّ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَّطْنَا فِىْ صَلَاتِنَا فَقَالَ لَا تَفْرِيْطَ فِى النَّوْمِ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ، فَإِذَا كَانَ ذَالِكَ فَصَلُّوْهَا وَمِنَ الْغَدِ وَقْتَهَا ـ

(২০৮) আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে এক সফরে ছিলেন। রাতের বেলা সফর করার কারণে তারা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বলেন, তখন রাসূল (সা) বললেন, আমরা কোথাও যাত্রা বিরত দিলে (ভাল হত।) তখন একটা গাছের কাছে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। তারপর বললেন, দেখ কাউকে দেখা যাচ্ছে কি? আমি বললাম, এইতো একজন আরোহী, ঐ যে দুইজন আরোহী এমনি করে সাতজন পর্যন্ত পৌঁছল, তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরা আমাদের নামায যথাসময়ে পড়ার ব্যবস্থা করবে। অতঃপর আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। আমাদেরকে রোদ্র তাপই ঘুম থেকে জাগ্রত করল, আমরা সমকালেই সজাগ হলাম, তখন রাসূল (সা) আরোহণ করলেন এবং যাত্রা আরম্ভ করলেন তিনি ও আমরা চললাম অল্প কিছুক্ষণ, এরপর রাসূল (সা) নামলেন। তারপর বললেন তোমাদের সাথে পানি আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমার সাথে একটা মশ্‌ক আছে, তাতে কিছু পানি আছে। তিনি বললেন, সেটা নিয়ে আস। তারপর বললেন, তা থেকে তোমরা পানি নাও পানি নাও, তখন সকলেই ওযূ করলেন। আর এক পাত্রে পানি বাকি রইল। তারপর বললেন, হে আবূ কাতাদা এটা সংরক্ষণ কর, অচিরেই এটার বড় প্রয়োজন হবে। তারপর বিলাল (রা) আযান দিলেন আর সকলেই ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করলেন। তারপর ফজরের নামায পড়লেন। তারপর নবী (সা) আরোহণ করলেন, আমরাও আরোহণ করলাম, তখন আমাদের একজন অপরজনকে বলতে আরম্ভ করলেন, আমরা আমাদের নামাযে অবহেলা করেছি। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরা কি বলাবলি করছো? যদি ব্যাপারটি তোমাদের কোন দুনিয়াবী ব্যাপার হয় তাহলে তা তোমাদের বিষয়। আর যদি তোমাদের দীনি ব্যাপার হয় তাহলে আমাকে খুলে বল। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের নামাযে কসুর করে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, ঘুমে কোন অবহেলা বা কসুর নেই। কসুর হলো জাগ্রতাবস্থায়। যদি এরূপ হয় তাহলে (সাথে সাথে) নামায পড়ে নিবে, আর পরের দিন যথাসময়ে নামায পড়বে।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ও নাসাঈ এবং ইবন্ মাজাহ।]

(٢٠٩) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ لَيْلاً فَنَزَلْنَا دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مَنْ يُطِرُنَا فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا قَالَ إِذًا تَنَامُ قَالَ لَا فَنَامَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَسْتَيْقَظَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فِيهِمْ عُمَرُ فَقَالَ اُهْضِبُوْا فَأُسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِفْعَلُوْا مَاكُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ فَامَّا فَعَلُوْا قَالَ هٰكَذَا فَافْعَلُوْا لِمَنْ نَامَ مِنْكُمْ أَوْنَسِىَ ـ

(২০৯) ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) হুদায়বিয়া থেকে এক রাতে ফিরছিলেন। তখন আমরা এক সমতল নরম ভূমিতে অবতীর্ণ হলাম। তখন নবী (সা) বললেন, কে আমাদের পাহারা দেয়ার কাজ করবে? তখন বিলাল বললেন, আমি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তো ঘুমিয়ে পড়বে। তিনি বললেন, না। তিনি (ইবন্ মাসউদ (রা)) বলেন, তিনি (বিলাল (রা)) ঘুমিয়ে পড়লেন, পরিশেষে সূর্য উদয় হল তখন অমুক অমুক ঘুম থেকে উঠলেন, তাঁদের মধ্যে উমর (রা)-ও ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা কথা বল। তখন নবী (সা) জাগ্রত

হলেন এবং বললেন, তোমরা যা অন্য সময় করতে এখনও তা-ই করো। যখন তারা তা-ই করলেন তিনি বললেন, এভাবে করো। তোমাদের মধ্যে যারা ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায় তারা যেন এরূপ করে।

[বাইহাকী ও বায্যার। হাইসুমী বলেন, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢١٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُلْتُ أَنَا حَتَّى عَادَ مِرَارًا، قُلْتُ أَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ فَأَنْتَ إِذًا، قَالَ فَحَرَسْتُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ أَدْرَكَنِيْ قَوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَنَامُ فَنِمْتُ فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ فِيْ ظُهُوْرِنَا، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ مِنَ الْوُضُوْءِ وَرَكْعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَرَادَ أَنْ لاَ تَنَامُوْا وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَكُوْنُوْا لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَهَكَذَا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ، قَالَ ثُمَّ إِنَّ نَاقَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبِلَ الْقَوْمِ تَفَرَّقَتْ فَخَرَجَ النَّاسُ فِيْ طَلَبِهَا فَجَاءُوْا بِإِبِلِهِمْ إِلاَّ نَاقَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ هٰهُنَا، فَأَخَذْتُ حَيْثُ قَالَ لِيْ فَوَجَدْتُ زِمَامَهَا قَدِ الْتَوَى عَلَى شَجَرَةٍ مَا كَانَتْ لِتَحِلَّهَا إِلاَّ يَدٌ، قَالَ فَجِئْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَقَدْ وَجَدْتُ زِمَامَهَا مُلْتَوِيًا عَلَى شَجَرَةٍ مَا كَانَتْ لِتَحِلَّهَا إِلاَّ يَدٌ، قَالَ وَنَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوْرَةُ الْفَتْحِ (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا)

(২১০) আবদুর রহমান ইবন্ আবু আলকামা আস্সাকাফী থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আমরা হুদায়বিয়ার (যুদ্ধ) হতে ফিরছিলাম, তখন (এক রাতে) রাসূল (সা) বললেন, আজকের রাতে কে আমাদের পাহারা দিবে? আব্দুল্লাহ বলেন, আমি বললাম, আমিই দিব, একথাটি কয়েক বার বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই দিব তিনি বলেন, তাহলে ঠিক আছে তুমি দিও। তখন আমি তাদের পাহারা দিতে থাকলাম। যখন প্রায় সকাল হচ্ছিল তখন রাসূল (সা) যে বলেছিলেন তুমি ঘুমিয়ে যাবে তা-ই হল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমাদের পিঠে সূর্যের তাপ পড়াতে অবশেষে ঘুম ভাঙল, তখন রাসূল (সা) উঠলেন এবং অন্য সময় যা করেন যেমন ওযূ ও দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া তাই করলেন, তারপর আমাদের নিয়ে সকালের (ফজরের) নামায পড়লেন, নামায শেষে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি চাইতেন তোমরা না ঘুমাও (তাহলে তিনি তাই করতেন।) তবে তিনি চেয়েছেন তোমরা যেন পরবর্তীতে লোকদের জন্য আদর্শ হয়ে থাক। কাজেই যারা ঘুমিয়ে পড়বে অথবা (নামাযের কথা) ভুলে যাবে তাদেরকে এরূপ করতে হবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে রাসূল (সা)-এর এবং লোকদের উটগুলো এ দিকে সেদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তখন লোকেরা সেগুলোর খোঁজে বের হল। তাঁরা তাদের উটগুলো খুঁজে নিয়ে আসল কিন্তু রাসূলুল্লাহ্র উষ্ট্রীটা খুজে পেল না। আবদুল্লাহ বলেন, তখন আমাকে রাসূল (সা) বললেন, তুমি এদিকে যাও। আমাকে যেখানে যেতে বললেন, সেখানে গেলাম। সেখানে তাঁর (উষ্ট্রীর) লাগামটি একটি গাছে আটকানো পেলাম। যা হাত দিয়ে ছাড়া খোলা সম্ভব ছিল না। তিনি বলেন, আমি সেটা নবী (সা)–এর কাছে নিয়ে আসলাম। তারপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যে সত্তা সত্য দীন দিয়ে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর নামে শপথ করে বলছি! আমি তার লাগামটি একটা গাছে আটকানো অবস্থায় পেয়েছি

যা হাতে ছাড়া খোলা সম্ভব ছিল না। তিনি বলেন, তখন নবী (সা)-এর ওপর সূরা আল ফাতাহ অবতীর্ণ হয়। যাতে আছে إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا (আমরা আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় এনে দিয়েছি।)

[তারাবানী ও আবূ ইয়ালা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। হাইসামী বলেন, এখানে শেষ বয়সে স্মৃতি বিভ্রাট ঘটা একজন রাবী আছেন।]

(٢١١) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوْا وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالرَّكْعَتَيْنِ فَرَكَعَهُمَا، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى -

(২১১) আমর ইবন্ উমাইয়্যা আদ্দামেরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র এক সফরে তাঁর সাথে ছিলাম। তখন সকালের নামাযের সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। ফলে সূর্য উদয় হয়ে গেল। কারো ঘুম ভাঙলো না। (অতঃপর ঘুম ভাঙলে) রাসূল (সা) প্রথমে সুন্নাত দু'রাক'আত পড়লেন। অতঃপর একামত দেয়া হল তখন (ফরয) পড়লেন। [আবূ দাঊদ, বাইহাকী। এর সনদ উত্তম।]

(٢١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ مِنَ اللَّيْلِ فَرَقَدَ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ بِالشَّمْسِ، قَالَ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ الرَّاوِىْ) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَاتَسُرُّنِى الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا يَعْنِى الرُّخْصَةَ -

(২১২) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) এক সফরে ছিলেন, তখন রাতে একস্থানে অবস্থান নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন সকালের সূর্যের তাপেই কেবল ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। তিনি বলেন, তখন রাসূল (সা) বেলালকে আদেশ করলেন ফলে তিনি আযান দিলেন, তারপর দু'রাক'আত পড়লেন। রাবী বলেন, তখন ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমার কাছে দুনিয়া এবং তার মধ্যে সব কিছুর চেয়ে এই অনুমতি অধিক ভাল লাগে।

[হাইসুমী বলেন, এটা আহমদ ও আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বায্যার ও তাবারানী ও আউসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আবূ ইয়ালার সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢١٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هٰذَا مُنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَفَعَلْنَا، قَالَ فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ -

(২১৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে রাতে (যাত্রা বিরতি দিয়ে) অবস্থান করলাম, আমরা ঘুম থেকে উঠতে পারলাম না শেষ অবধি সূর্য উদয় হল। তখন রাসূল (সা) বললেন, প্রত্যেকে যেন তার বাহনের মাথা ধরে চলতে আরম্ভ করে। কারণ এখানে আমাদের শয়তান পেয়েছে। তিনি বলেন, তখন আমরা তা-ই করলাম। তিনি বলেন, তারপর তিনি পানি চেয়ে ওযূ করলেন। তারপর ফজরের নামাযের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়লেন। তারপর একামত বলা হল, তখন ফজরের নামায পড়লেন।

[মুসলিম, ইবন্ মাজাহ, বাইহাকী।]

(٢١٤) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ لَهُ قَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ لَانَرْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ

فَضُرِبَ عَلَى أُذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوْا فَأَدَّوْهَا ثُمَّ تَوَضَّؤُوْا فَأَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلُّوْا الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلُّوْا الْفَجْرَ ـ

(২১৪) জুবায়ের ইবন্ মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) এক সফরে ছিলেন। তখন তিনি বললেন, আজকের রাত্রে আমাদের কে পাহারা দিবে। যেন আমরা ঘুমিয়ে ফজরের নামায নষ্ট করে না ফেলি।

তখন বেলাল (রা) বললেন, আমিই পাহারা দিব। তখন তিনি (বেলাল) পূর্ব দিগন্তের দিকে মুখ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় তারা সকলেই এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন যেন তাঁদের কানে তালা লাগিয়ে দেয়া হল। অতঃপর কেবল সূর্যের তাপেই তারা জাগ্রত হন। অতঃপর তাঁরা উঠলেন তারপর তা আদায় করলেন, তারপর ওযু করলেন, বেলাল আযান দিলেন, তারপর তারা সুন্নাত দু'রাক'আত পড়লেন। তারপর ফজরের ফরয পড়লেন।

[নাসাঈ। এর সনদ উত্তম।]

(٢١٥) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُلَيْحٍ عَنْ ذِيْ مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْحَبَشَةِ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا مَعَهُ فِيْ سَفَرٍ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حِيْنَ انْصَرَفَ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ لِقِلَّةِ الزَّادِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ انْقَطَعَ النَّاسُ وَرَاءَكَ، فَحَبَسَ وَحَبَسَ النَّاسَ مَعَهُ حَتَّى تَكَامَلُوْا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ أَنْ نَهْجَعَ هَجْعَةً أَوْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ فَنَزَلَ وَنَزَلُوْا، فَقَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ؟ فَقُلْتُ أَنَا جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاكَ، فَأَعْطَانِيْ خِطَامَ نَاقَتِهِ، فَقَالَ هَاكَ لاَتَكُوْنَنَّ لُكَعَ قَالَ فَأَخَذْتُ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِخِطَامِ نَاقَتِيْ فَتَنَحَّيْتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُمَا يَرْعَيَانِ، فَإِنِّيْ كَذَاكَ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا حَتَّى أَخَذَنِيْ النَّوْمُ فَلَمْ أَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى وَجَدْتُ حَرَّ الشَّمْسِ عَلَى وَجْهِيْ، فَاسْتَيْقَظْتُ فَنَظَرْتُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَإِذَا أَنَا بِالرَّاحِلَتَيْنِ مِنِّيْ غَيْرَ بَعِيْدٍ، فَأَخَذْتُ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِخِطَامِ نَاقَتِيْ، فَأَتَيْتُ أَدْنَى الْقَوْمِ فَأَيْقَظْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَصَلَّيْتُمْ؟ قَالَ لاَ فَأَيْقَظَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَابِلاَلُ هَلْ لِيْ فِيْ الْمِيْضَأَةِ يَعْنِي الإِدَاوَةَ، قَالَ نَعَمْ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ فَأَتَاهُ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءً لَمْ يَلُتَّ مِنْهُ التُّرَابُ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلاَةُ فَصَلَّى وَهُوَ غَيْرَ عَجِلٍ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَانَبِيَّ اللّٰهِ أَفْرَطْنَا قَالَ لاَ قَبَضَ اللّٰهُ أَرْوَاحَنَا وَقَدْ رَدَّهَا إِلَيْنَا وَقَدْ صَلَّيْنَا ـ

(২১৫) ইয়াযিদ ইবন্ সুলাইহ, যি-মিখমার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন, হাবশার অধিবাসী এক লোক, তিনি মহানবীর (সা)-এর খেদমত করতেন, তিনি বলেন, আমরা তাঁর (নবীর) সাথে এক সফরে ছিলাম, তখন ফিরতি পথে তিনি দ্রুত চলেন। এরূপ করা হয়েছিল রসদ-এর স্বল্পতার দরুন, তখন তাঁকে এক লোক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পেছনের লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি থেমে গেলেন বাকি অন্যরাও তাঁর সাথে থেমে গেলেন। অবশেষে সকলেই তাঁর কাছে একত্রিত হলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে চাও ? অথবা কেউ একজন তাঁকে এ কথা বললেন, তখন তিনি নেমে পড়লেন লোকেরাও নেমে পড়ল। তারপর তিনি বললেন। আজকের রাত্রে কে আমাদের পাহারা দিবে? তখন আমি বললাম, আমিই পাহারা দিব। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবানী হিসেবে কবুল করুন। অতঃপর আমার হাতে তাঁর উষ্ট্রীর লাগাম তুলে দিলেন। তারপর বললেন এখানে অবস্থান কর। আহমকের মত (নামাযের সময়ের কথা) ভুলে যেও না। তিনি বলেন, তখন আমি রাসূল (সা) ও আমার উষ্ট্রীর লাগাম হাতে নিলাম, অতঃপর স্বল্প দূরে গেলাম, তারপর উষ্ট্রী দুটির লাগাম ছেড়ে

দিলাম চরার জন্য। আমি এতদুভয়কে দেখতে ছিলাম এমন সময় আমার ঘুম এসে গেল। আর আমি কিছু অনুভব করতে পারলাম না। অবশেষে আমার মুখমণ্ডলে সূর্যের আলোর তাপ অনুভব করলাম। তারপর জাগ্রত হয়ে ডানে বাঁয়ে দেখলাম, দেখতে পেলাম আমার বাহন দু'টি অদূরেই, তারপর আমি নবী (সা) ও আমার উষ্ট্রীর লাগাম ধরলাম, তারপর আমার নিকটতম লোকটির কাছে গেলাম এবং তাঁকে জাগালাম। তাঁকে বললাম, তোমরা কি নামায পড়েছ? তিনি বললেন, না। অতঃপর একজন আর একজনকে জাগালেন। এমনকি নবী (সা)-ও জাগলেন, তখন তিনি বললেন, হে বিলাল, আমাকে মশক থেকে কিছু পানি দিতে পার? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে কুরবানী হিসেবে কবুল করুন, তারপর তাঁকে ওযূর পানি দিলেন, তারপর এমনভাবে ওযূ করলেন যে ওযূর পানিতে মাটি প্রায় ভিজল না। তারপর বেলালকে আযান দিতে বললেন, তিনি আযান দিলেন, অতঃপর নবী (সা) উঠে ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করলেন, তাতে তাড়াহুড়া করলেন না। অতঃপর তাঁকে নির্দেশ দিলে তিনি নামাযের জন্য একামত দিলেন। তখন তিনি ফজরের ফরয পড়লেন ধীরে সুস্থে। তখন তাঁকে একজন বললেন, হে আল্লাহর নবী আমরা কসুর করেছি। নবী (সা) বললেন, না। আল্লাহ পাক আমাদের রূহসমূহ কব্য করে নিয়ে গেলেন, অতঃপর সেগুলো আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তখন আমরা নামায আদায় করলাম।

[হাইসুমী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, এটা আবূ দাউদ, আহমদ ও তাবারানী আউসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

(٣) بَابٌ تَأْخِيْرِ الصَّلاَةِ لِعُذْرِ الْاِشْتِغَالِ بِحَرْبِ الْكُفَّارِ وَنَسْخُ ذَالِكَ بِصَلاَةِ الْخَوْفِ وَالتَّرْتِيْبِ فِى قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَالْاَذَانِ وَالاِقَامَةِ وَلاَوْلَى وَالْاِقَامَةِ فَقَطْ لِكُلِّ فَائِتَةٍ بِعْدَهَا.

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নামায পড়তে দেরী করা এবং সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন নামাযের বিধান অবতীর্ণ করণের মাধ্যমে তা রহিতকরণ। কাযা নামায আদায়ের ক্ষেত্রে তারতীব বা ক্রমভাবে আদায়করণ, প্রথম নামাযের জন্য আযান ও একামত দান, আর তার পরবর্তী নামাযগুলোর জন্য কেবল একামত দান প্রসঙ্গে

(٢١٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ (أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا وَذَالِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِى الْقِتَالِ مَا نَزَلَ (وَفِى رِوَايَةٍ) وَذَالِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلاَةُ الْخَوْفِ (فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا) فَلَمَّا كُفِيْنَا الْقِتَالَ وَذَالِكَ قَوْلُهُ (وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا) أَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلاَّهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِىْ وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِىْ وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلاَّهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِىْ وَقْتِهَا -

(২১৬) আব্দুর রহমান ইবন্ আবূ সাঈদ তাঁর বাবা খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা খন্দক যুদ্ধের সময় কাজে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, মাগরিবের পরেও কিছু সময় চলে গেল কিন্তু আমরা নামায পড়তে পারি নি। এ ঘটনা যুদ্ধের ব্যাপারে যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে তা অবতীর্ণ হবার পূর্বে। (অপর এক বর্ণনায় আছে) আর তা সালাতুল খাওফ বা ভয়ের নামাযের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, যাতে আল্লাহ বলেছেন, (فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا) যদি তোমরা ভয় পাও তাহলে হাঁটতে হাঁটতে বা আরোহিত অবস্থায় সালাত আদায় করবে। (সূরা ২ঃ বাকারা ২৩৯) এরপর যুদ্ধ শেষ হলে, যে বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন, (যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালীঃ সূরা ৩৩ ঃ আহযাব আয়াত- ২৫)

যখন যুদ্ধ এভাবে শেষ হলো তখন নবী (সা) বেলালকে নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি আযান দিলেন। অতঃপর তিনি জোহরের একামত দিলেন। তখন তিনি জোহরের নামায আদায় করলেন, যেরূপভাবে তিনি ওয়াক্তমত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি (বিলাল) আসরের একামত দেন এবং তিনি আসর আদায় করেন, যেরূপ তিনি ওয়াক্তমত আদায় করতেন, এরপর তিনি (বিলাল) মাগরিবের একামত দেন। তখন তিনি (রাসূল সা) মাগরিবের নামায আদায় করেন, যেরূপ তিনি ওয়াক্তমত আদায় করতেন।

(٢١٧) عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ (عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ، قَالَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ـ

(২১৭) আবূ উবাইদা ইবনু আবদুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর বাবা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা খন্দকের দিন মহানবী (সা)-কে চার ওয়াক্ত নামায থেকে বিরত রাখে, ফলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় রাতের কিছু সময়ও অতিবাহিত হয়। তিনি বলেন, অতঃপর বেলালকে আদেশ করা হলে তিনি আযান দেন, তারপর একামত বললে জোহরের নামায আদায় করেন, তারপর একামত বললে-আসরের নামায আদায় করেন। তারপর একামত দিলে মাগরিবের নামায আদায় করেন, তারপর একামত দিলে ইশার নামায আদায় করেন।

[মালিক, তিরমিযী ও নাসাঈ। এর সনদ উত্তম।]

(٢١٨) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَوْفٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جُمْعَةَ حَبِيْبَ ابْنَ سِبَاعٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَحْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَلَّيْتَهَا، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ ـ

(২১৮) মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ, থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনু 'আউফ (রা) তাঁকে বলেছেন যে, আবু জুমা হাবিব ইবনু সিবা' তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁকে বলেছেন, নবী (সা) খন্দক যুদ্ধের বছর মাগরিবের নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেউ জান কি আমি আসরের নামায পড়েছি কি না? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি তা পড়েন নি। তখন মুয়াযি্যনকে নির্দেশ দিলেন, মুয়াযি্যন একামত দিলে আসরের নামায পড়লেন। অতঃপর মাগরিবের নামায আবার আদায় করলেন।

[বাইহাকী। এ হাদীসের সনদে ইবনু লাহইয়্যা রয়েছেন, তিনি বিতর্কিত।]

(٤) بَابٌ مَشْرُوْعِيَّةُ قَضَاءُ مَايَفُوْتُ مِنَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ وَالْأَوْرَادِ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ যে সব নফল নামায এবং দু'আ দরূদ কাযা হয়ে যায় তা কাযা করা বৈধ

(٢١٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ وَجَعٌ فَلَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ صَلَّى بِالنَّهَارِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ

(২১৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ঘুমিয়ে পড়লে অথবা অসুস্থতার কারণে রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তে না পারলে দিনের বেলায় বার রাক'আত নফল নামায পড়ে নিতেন। [মুসলিম, বাইহাকী।]

(٢٢٠) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْنَسِيَهُ فَلْيُوْتِرْ إِذَا ذَكَرَهُ أَوْ اسْتَيْقَظَ ـ

(২২০) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিতরের নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অথবা তা পড়তে ভুলে গেছে সে যেন মনে পড়লে বা জাগ্রত হলে তা পড়ে নেয়।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, ও হাফেজ, তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে।]

(٢٢١) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصُّبْحِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَصَلَّى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ حِيْنَ فَرَغَ مِنَ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَسَكَتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا -

(২২১) কাজ ইবন্ আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জোহরের নামাযের জন্য (মসজিদে পৌঁছে) রাসূল (সা)-কে ফজরের নামায রত অবস্থায় পেলেন। তখনো তিনি (কাজ) ফজরের সুন্নাত দু'রাকাত পড়েন নি। তখন তিনি নবী (সা)-এর সাথে ফরয নামায পড়ে নিলেন। তারপর ফজরের সুন্নাত দু'রাকাত পড়লেন। তখন তার পাশ দিয়ে নবী (সা) যাচ্ছিলেন। তাঁকে ফজরের ফরয নামাযের পরে সুন্নাত (পড়তে দেখে) জিজ্ঞাসা করলেন, এ কিসের নামায? তখন তিনি তাঁকে সে ব্যাপারে জানালেন। তখন নবী (সা) চুপ রইলেন কিছুই বললেন না।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ খুমাইমা, ইবন্ হিব্বান বাইহাকী, ও তাবারানী। তার সনদ উত্তম। ইরাকী এ হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٢٢٢) عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدُ -

(২২২) রাসূল (সা)-এর স্ত্রী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) আসরের পূর্বের সুন্নাত দু'রাক'আত কোন কারণে পড়তে পারেন নি। তাই তিনি তা আসরের পর পড়ে নিলেন।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম। এ ধরনের হাদীস নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে।]

(٥) بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ قَضَاءِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ اذَا فَاتَتْ –

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ যারা সুন্নাত নামায কাযা করতে হবে না বলে দাবী করেন তাদের দলীল

(٢٢٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِىْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا، فَقَالَ قَدِمَ عَلَىَّ مَالٌ فَشَغَلَنِىْ (وَفِىْ رِوَايَةٍ قَدِمَ عَلَىَّ وَفْدُ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَحَبَسُوْنِىْ) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الاٰنَ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ لَا –

(২২৩) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা) আসরের নামায পড়লেন, তারপর আমার ঘরে এসে দু'রাকাত (নফল) পড়লেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এমন দু'রাকাত নামায পড়লেন যা আপনি কখনো পড়তেন না। তখন তিনি বললেন, আমার কাছে কিছু মাল এসেছিল, সে মালগুলো বণ্টনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। (অপর বর্ণনায় আছে আমার কাছে বানূ তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল এসেছিল। তারা আমাকে ব্যস্ত রেখেছিল।) তাই সুন্নাত দু'রাকাত পড়তে পারি নি যা আমি জোহরের পরে পড়তাম। তাই তা এখন পড়ে নিলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তা যদি আমাদের ছুটে যায় তাহলে আমরা কি তা কাযা করবো? তিনি বললেন, না। [বাইহাকী, তাহাবী, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

اَبْـوَابُ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَـةَ

আযান ও ইকামত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

(١) بَابٌ : اَلْأَمْرُ بَالْاَذَانِ وَتَأْكِيْدِ طَلَبُهُ ـ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ আযানের নির্দেশ ও আদায় করার গুরুত্ব প্রসঙ্গে

(٢٢٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ بِالشَّامِ يُقَالُ لَهُ مَعْدَانُ كَانَ أَبُوْ اَلدَّرْدَاءِ يُقْرِئُهُ الْقُرْاٰنَ فَفَقَدَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَلَقِيَهُ يَوْمًا وَهُوَ بِدَابِقٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَامَعْدَانُ مَافَعَلَ الْقُرْاٰنُ الَّذِى كَانَ مَعَكَ؟ كَيْفَ أَنْتَ وَالْقُرْاٰنُ الْيَوْمَ؟ قَالَ قَدْ عَلَّمَ اللّٰهُ مِنْهُ فَاَحْسَنَ، قَالَ يَامَعْدَانُ أَفِى مَدِيْنَةٍ تَسْكُنُ الْيَوْمَ أَوْفِى قَرْيَةٍ قَالَ لَا بَلْ فِىْ قَرْيَةٍ قَرِيَةٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ قَرْيَةٍ دُوْنَ حِمْصٍ) قَالَ مَهْلاً وَيْحَكَ يَامَعْدَانُ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ خَمْسَةٍ أَهْلِ أَبْيَاتٍ لَا يُؤَذَّنُ فِيْهِمْ بِالصَّلَاةِ وَتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلاَّ اُسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، وَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ فَعَلَيْكَ بِالْمَدَائِنِ وَيْحَكَ يَامَعْدَنُ، وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ ثَلَاثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ فَلَايُؤَذَّنُ وَلَاتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ الاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ قَالَ ابْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِى بِالْجَمَاعَةِ فِى الصَّلَاةِ ـ

(২২৪) উবাদা ইবন্ নুসাই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সিরিয়ার মা'দান নামক এক ব্যক্তি ছিল। আবূ দারদা (রা) তাঁকে কুরআন শুনাতেন। এক পর্যায়ে আবূ দারদা (রা) তাঁকে হারিয়ে ফেলেন। হঠাৎ একদিন (হাল্ব শহরের) দাবিক নামক গ্রামে তাঁর সাথে দেখা হয়। তখন আবুদ্ দারদা (রা) তাঁকে বলেন, মা'দান, তোমার সাথে যে কুরআন রয়েছে তা কি করেছ? বর্তমানে কুরআন ও তোমার কি অবস্থা? সে বলল, আল্লাহ্ তা থেকে আমাকে উত্তম জ্ঞান দান করেছেন। আবুদ্ দারদা (রা) বলল, হে মা'দান! তুমি কি আজকাল শহরে বসবাস করছ না গ্রামে? সে বলল, না বরং শহরের নিকটতম এক গ্রামে বসবাস করছি। (অন্য বর্ণনায় হিম্স -এর আগে একটি গ্রামে বসবাস করছি।) আবুদ্ দারদা (রা) তাঁর কথা শুনে বললেন, মা'দান, অপেক্ষা কর তোমার ধ্বংস হোক, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। যে বাড়িতে পাঁচজন ব্যক্তি বসবাস করে, তাদের মধ্যে যদি নামাযের জন্য আযান দেয়া না হয় এবং জামা'আত কায়েম করা না হয় তাহলে শয়তান তাদের উপর বিজয় হয়। আর যে ছাগল ছানা (দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়) তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে। কাজেই তোমাকে শহরে থাকতে হবে। মা'দান তোমার ধ্বংস হোক।

আবুদ্ দারদা (রা)-এর দ্বিতীয় বর্ণনায়) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে গ্রামে বা প্রান্তরে তিনজন লোকও অবস্থান করে অথচ তারা জামা'আত কায়েম করে নামায আদায় করে না, তাদের উপর শয়তান সওয়ার হয়ে যায়। কাজেই জামা'আতের সাথে নামায পড়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ, দল ছুট একক বকরীকেই

বাঘে খায়। ইবন্ মেহদী বলেন, সায়েব বলেছেন, এ হাদীসে জামা'আত বলতে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা বুঝানো হয়েছে। [আবূ দাউদ, নাসাঈ সহীহ্ ইবন্ হাব্বান, মুসতাদরেক হাকিম। তিনি বলেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ।]

(٢٢٥) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبِيْبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا مَعَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِيْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ -

(২২৫) মালিক ইবন হুওয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একদা) নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমরা সবাই সমবয়সী যুবক ছিলাম এবং রাসূল (সা)-এর খেদমতে আমরা বিশ দিন অবস্থান করেছিলাম। রাসূল (সা) ছিলেন দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি যখন অনুভব করলেন যে, আমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের পেছনে রেখে আসা পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদের সাথে অবস্থান কর। তাদেরকে দীনের তালীম দাও এবং তাদেরকে নির্দেশ দাও। যখন নামাযের সময় হবে, তখন যেন তোমাদের জন্য এক ব্যক্তি আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে তোমাদের ইমামতি করবে। [বুখারী, মুসলিম।]

(٢) بَابُ فَضْلُ الْإِذَانِ وَالْمُؤَذِّنِيْنَ وَالْأَئِمَّةِ

(২) অধ্যায় ঃ আযান, মুয়ায্যিন ও ইমামের ফযীলত প্রসঙ্গে

(٢٢٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاسْتَهَمُوْا عَلَيْهِمَا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَمَايَكْرَهُ أَنْ يَقُوْلَ الْعَتَمَةَ قَالَ هٰكَذَا قَالَ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ -

(২২৬) মালিক সুবাই থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি আবূ সালিহ থেকে আর তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষ যদি জানত আযান ও নামাযের প্রথম কাতারে কি আছে (অর্থাৎ কি পরিমাণ সওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে লটারীর মাধ্যমে সেগুলো অর্জনের চেষ্টা করত। আর যদি তারা জানত নামাযে আগে আসার মধ্যে কি ফযীলত আছে তাহলে তারা সে জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর যদি তারা জানত (اَلْعَتَمَةُ) ইশা ও ফজরের নামাযের মধ্যে কি ফযীলত আছে তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এতদুভয়ের দিকে আসত। আব্দুর রায্যাক বলেন, আমি মালিককে বললাম, اَلْعَتَمَةُ শব্দটি প্রয়োগ করা কি নিষেধ নয়? তিনি বলেন, আমি যেভাবে শুনেছি সেভাবেই বর্ণনা করেছি। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ।]

[আযান ও ইকামতের হুকুম ঃ কেউ কেউ বলেন, দু'টিই ওয়াজিব কেউ বলেন, ইকামত ওয়াজিব। আলী (রা) বলেন, আযান ওয়াজিব। আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর মতে উভয়ই সুন্নত।]

(٢٢٧) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى التَّأْذِيْنِ لَتَضَارَبُوْا عَلَيْهِ بِالسُّيُوْفِ ـ

(২২৭) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষ যদি জানত আযানের মধ্যে কত সওয়াব, তাহলে তারা তার জন্য তলোয়ার নিয়ে মারামারি করত।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। হাদীসের সনদ দুর্বল।]

(٢٢٨) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْخَيْلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أُنْظُرُوْا اِلَى عَبْدِى هٰذَا يُؤَذِّنُ، وَيُقِيْمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ فَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ـ

(২২৮) উকবা ইবন্ আমির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, তোমাদের রব পাহাড়ের চূড়ায় এক বকরী চালককে দেখে আশ্চর্যান্বিত, যে নামাযের জন্য আযান দিয়ে নামায পড়ে। তখন আল্লাহ (ফেরেশতাদের) বললেন, তোমরা আমার এ গোলামকে দেখ। সে আযান দিয়ে নামায পড়ে এবং (আমাকে) কিছু ভয় করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম। দ্বিতীয় বর্ণনায় সহীহ্ সনদে (তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায়) রয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের রব আশ্চর্যান্বিত। অতঃপর তিনি উপরোক্ত অর্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাতে আরও বলেন, তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করালাম। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য]

(٢٢٩) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِىْ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ النَّارِ فَابْتَدَرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ مَاشِيَةٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَنَادَى بِهَا ـ

(২২৯) ইবন্ মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলের (সা) সাথে ছিলাম। সে সময় এক ব্যক্তির "আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর" আযান ধ্বনি শুনলাম। তখন রাসূল (সা) বললেন, স্বভাবগত ভাবেই সে তা স্বীকার করেছে। যখন সে আশ্হাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলল, তখন রাসূল (সা) বললেন, সে জাহান্নাম থেকে বের হল। তখন আমরা তাকে দেখার জন্য দৌড়ে গেলাম। দেখলাম সে এক পশু পালক। তার নামাযের সময় হলো তখন সে নামাযের জন্য আযান দিল।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ, তাবারানী, আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। আহমদের বর্ণনাকারীগণ সহীহ্।]

(٢٣٠) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ نَحْوَهُ وَفِيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ (يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، قَالَ خَرَجَ مِنَ النَّارِ أُنْظُرُوا فَسَتَجِدُوْنَهُ إِمَّا رَاعِيًا مُعْزِيًا وَإِمَّا مُكَلِّبًا وَفِى رِوَايَةٍ تَجِدُوْنَهُ رَاعِى غَنَمٍ أَوْغَازِيًا عَنْ أَهْلِهِ فَنَظَرُوْهُ فَوَجَدُوْهُ رَاعِيًا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ فَنَادَى بِهَا ـ

(২৩০) মু'আয ইবন্ জাবাল (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, তাতে আরও আছে, তিনি যখন 'আশহাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', বললেন, তখন রাসূল (সা) বললেন, সে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে। আবার যখন সে বলল, 'আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, তখন রাসূল (সা) বললেন, সে জাহান্নাম থেকে বের হল। তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য কর। হয়ত বিচ্ছিন্ন বসবাসকারী রাখাল অথবা কুকুর দ্বারা শিকারকারী হিসাবে পাবে। অন্য বর্ণনায় আছে, তাকে বকরীর রাখাল অথবা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন একাকী বসবাসকারী হিসেবে পাবে। তারা তাকে খুঁজে পেল যে, সে একজন রাখাল। তার নামাযের সময় হলে সে নামাযের জন্য আযান দিল।

[হাইসুমী বলেন, হাদীসটি মু'জামুল কবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আহমদ, তাবারানী হাদীসের দু'একজন বর্ণনাকারী দুর্বল হলেও অধিকাংশ বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।]

(٢٣١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ الْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ (وَفِىْ لَفْظٍ) يَغْفِرُ اللّٰهُ الْمُؤَذِّنِ مُنْتَهَى أَذَانِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ ـ

(২৩১) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, মুয়ায্যিনের আযানের শব্দ যতটুকু দূরে পৌঁছে আল্লাহ তাকে সে পরিমাণ (গুনাহ্) মাফ করবেন। যে সমস্ত উদ্ভিদ (গাছপালা) ও জড়বস্তু তার আযানের শব্দ শুনবে তারা তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। (অন্য বর্ণনায় আছে) মুয়ায্যিনের আযানের শব্দ যে প্রান্তে গিয়ে পৌঁছবে সে পরিমাণ গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন এবং যে সমস্ত গাছপালা ও জড়বস্তু তার আযানের শব্দ শুনবে তারা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে।

(٢٣٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا ـ

(২৩২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুয়ায্যিনের আওয়াজ যে পরিমাণ দূরে পৌঁছবে সে পরিমাণ গুনাহ্ তার মাফ করা হবে। সকল গাছপালা ও জড়বস্তু তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। আর যে তার আযানের ডাকে নামাযের জামাতে অংশ গ্রহণ করে তার জন্য পঁচিশটি সওয়াব লেখা হবে। এবং দুই নামাযের মাঝখানে তার (সগীরা) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হবে।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হাব্বান, বায়হাকী, সহীহ ইবন্ খুযাইমা ও নাসাঈ।]

(٢٣٣) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ ـ

(২৩৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম হলো জামিনদার আর মুয়ায্যিন আমানতদার। হে আল্লাহ্, আপনি ইমামদেরকে পথ দেখাও এবং মুয়ায্যিনদেরকে ক্ষমা কর।

[আবূ দাউদ, সহীহ্-ইবন্ হাব্বান, সহীহ ইবন্ খুযাইমা, ইমাম শাফেয়ী। ইবন্ হাব্বান বলেন, হাদীসটি সহীহ্।]

(٢٣٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ اللّٰهُ الْإِمَامَ وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِ ـ

(২৩৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইমাম জামিনদার, মুয়ায্‌যিন আমানতদার। আল্লাহ্ ইমামকে সঠিক পথ দেখান আর মুয়ায্‌যিনকে ক্ষমা করেন।

[সুনানে বায়হাকী, সহীহ্ ইবন্ হাব্বান হাদীসটি সহীহ্।]

(٢٣٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤَذِّنُوْنَ -

(২৩৫) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, কিয়ামত দিবসে লোকদের মাঝে মুয়ায্‌যিনের ঘাড় সবচাইতে লম্বা হবে।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। হাইসুমী বলেন, হাদীসটি মুসনাদে আহমদ বর্ণিত এবং তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ্।]

(٢٣٦) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

(২৩৬) মুয়াবিয়া ইবন্ আবূ সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, (তাতে আছে) কিয়ামত দিবসে মুয়ায্‌যিনগণের ঘাড় লোকদের মাঝে সবচেয়ে লম্বা হবে। [মুসলিম, সুনানে বায়হাকী।]

(٢٣٧) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطَبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ -

(২৩৭) বারা ইবন্ আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, অবশ্যই আল্লাহ ও ফেরেশ্‌তাগণ (নামাযের) প্রথম সারির উপর রহমত বর্ষণ করেন। মুয়ায্‌যিনের আযানের আওয়াজ যতটুকু দূরে পৌঁছে তাকে ততটুকু ক্ষমা করা হয়। উদ্ভিদ (গাছপালা) ও জড়বস্তু যারা তার আওয়াজ শুনে, তারা সত্য প্রতিপন্ন করবে, আর যারা (তার আওয়াজ শুনে) তার সাথে নামায পড়বে সে জন্য তাদের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে।

[মুনযিরী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান, উত্তম, ইবন্ সাফওয়ান হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٢٣٨) عَنِ ابْنِ أَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِىْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ وَكَانَ فِىْ حِجْرِهِ فَقَالَ لِىْ يَابُنَىَّ إِذَا أَذَّنْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ شَىْءٌ يَسْمَعُهُ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ حَجَرٌ، وَقَالَ مَرَّةً يَابُنَىَّ إِذَا كُنْتَ فِى الْبَرَارِىْ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ لاَ يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَالْأَحْجَرُ وَلاَ شَىْءٌ يَسْمَعُهُ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ، وَعَنْهُ عَنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ قَالَ لَهُ إِنِّى أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِى غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَيَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَإِنْسٌ وَلاَشَىْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(৩৩৮) আবূ সা'সা'আ (রা) তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আমাকে বলেছেন, তিনি তাঁর অধীনস্ত ছিলেন। হে বৎস! যখন আযান দিবে উচ্চস্বরে দিবে। কারণ আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। জ্বিন, মানুষ, পাথর অথবা অন্য যে কোন বস্তু আযানের শব্দ শুনবে (কিয়ামতের দিন) সে মুয়ায্যিনের জন্য সাক্ষ্য দান করবে। আর একবার তিনি বলেন, হে বৎস! তুমি যদি মরুভূমিতে থাক তখনও উচ্চস্বরে আযান দিবে। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, জ্বিন, মানুষ, পাথর অথবা অন্য যে কোন বস্তু আযানের শব্দ শুনবে (কিয়ামতের দিন) সে মুয়ায্যিনের জন্য সাক্ষ্য দিবে। (তাঁর থেকে দ্বিতীয় একটি বর্ণনায় আছে।) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁকে বললেন, তুমি দেখছি বকরি ও মরুভূমি ভালবাস। কাজেই তুমি যখন তোমার ছাগল নিয়ে থাকবে অথবা মরুভূমিতে থাকবে তখন নামাযের জন্য আযান দিবে, তখন উচ্চস্বরে আযান দিবে। কারণ জ্বিন, মানুষ, অথবা অন্য যে কোন বস্তুই আযানের শব্দ শুনবে কিয়ামতের দিন সে মুয়ায্যিনের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে এ কথা শুনেছি।

[বুখারী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী।]

(٢٣٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَايَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ فَإِذَا قُضِىَ التَّأْذِيْنُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُوْلُ لَهُ أُذْكُرْ كَذَا أُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَيْفَ يُصَلِّى وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الْمُنَادِى يُنَادِى بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَايَسْمَعَ الصَّوْتَ فَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ فَإِذَا أَخَذَ فِى الْإِقَامَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ ـ

(২৩৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে দূরে চলে যায় যেখানে আযান শুনা যায় না। আযান শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে আসে। যখন ইকামত দেয়া হয় তখন আবার দূরে চলে যায়। ইকামত যখন শেষ হয় তখন লোকদের মনে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য আবার ফিরে আসে। যে সব কথা মনে নেই (শয়তান) এসে সে সব কথা স্মরণ করতে বলে। বলে ঐ কথাটি স্মরণ কর। ঐ কথাটি স্মরণ কর। ফলে মুসল্লী কয় রাক'আত নামায পড়েছে তা তার মনে থাকে না।

তাঁর (আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য একটি বর্ণনায় আছে, নবী (সা) বলেছেন, শয়তান যখন নামাযের জন্য মুয়ায্যিনের আযানের শব্দ শুনে তখন হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে দূরে চলে যায়। যেখানে আযানের শব্দ শুনা যায় না। আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে এবং কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। আবার যখন ইকামত দেয়া হয় তখনও পূর্বের মত দূরে চলে যায়। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, সুনানে বায়হাকী।]

(٢٤٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ هَرَبَ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَكُوْنَ بِالرَّوْحَاءِ وَهِىَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ثَلَاثُوْنَ مِيْلًا ـ

(২৪০) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, মুয়ায্যিন যখন আযান দেয়, তখন শয়তান রাওহা নামক স্থান পর্যন্ত পালিয়ে যায়। রাওহা মদীনা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

[মুসলিম, সুনানে বায়হাকী।]

(٢٤١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ لَايُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ـ

(২৪১) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, সহীহ ইবন্ হাব্বান, তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।]

(٢٤٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ ـ

(২৪২) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয়, তখন আকাশের দরজা খোলা হয় এবং কবূল করা হয়।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে এ জাতীয় বক্তব্য সম্বলিত হাদীস মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও সহীহ্ ইবন হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে।]

(٤) بَابُ بَدْءُ الْأَذَانَ وَرُؤْيَاعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَسَبَبِ مَشْرُوْعِيَّةِ التَّثْوِيْبِ فِى الْفَجْرِ ـ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ আযানের প্রচলন, আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদের স্বপ্ন এবং ফজরের নামাযে ইকামতের বিধান

(٢٤٣) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِىْ بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِىْ ذَالِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلاَ تَبْعَثُوْنَ رَجُلاً يُنَادِىْ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ ـ

(২৪৩) নাফে' থেকে বর্ণিত, ইবন্ উমর (রা) বলতেন, মুসলমানগণ মদীনা আগমনের পর নামাযের সময় অনুমান করে মসজিদে জমায়েত হতেন। (সে সময়) নামাযের জন্য কেউ আযান দিত না। একদিন তাঁরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী বললেন, খ্রিষ্টানদের মত ঘণ্টা বানিয়ে নাও। অপর কয়েকজন মত প্রকাশ করলেন, না, তা নয় বরং ইয়াহুদীদের শিঙ্গার মত শিঙ্গা বানিয়ে নাও। এ সময় উমর (রা) বললেন, এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক সে নামাযের সময় লোকদের আহ্বান করবে। তখন রাসূল (সা) বললেন, হে বেলাল! যাও নামাযের জন্য আহ্বান করো। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, তিনি বলেন হাদীসটি হাসান ও সহীহ।]

(٢٤٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ) قَالَ كَمَا أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِى الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ وَهُوَ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَاى طَافَ بِىْ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ أَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟ قَالَ مَاتَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ فَقُلْتُ نَدْعُوْا بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَالِكَ؟ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى، قَالَ تَقُوْلُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ أُسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ قَالَ

تَقُوْلُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَالْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ قَالَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ اَلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ بِذَالِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ يُجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ أُرِىَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) وَزَادَ ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِيْنِ فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَالِكَ وَيَدْعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْفَجْرِ نَقِيْلُ لَهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ، قَالَ فَصَرَخَ بِلَالٌ بِاَعْلَى صَوْتِهِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ وَمِنَ النَّوْمِ، قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَدْخَلَتْ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ فِى التَّأْذِيْنِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ -

(২৪৪) আব্দুল্লাহ্ যায়েদ (রা) ইবন্ আব্দে রাব্বি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন মানুষদেরকে নামাযে একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঘণ্টা বাজানোর নির্দেশ দিলেন, (অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তা খ্রিষ্টানদের কর্মের অনুরূপ হাবার কারণে অপছন্দ করতেন) (আব্দুল্লাহ ইবন্ যায়েদ (রা) বলেন) আমি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি হাতে ঘণ্টা বহন করে যাচ্ছে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বান্দাহ্ তুমি কি ঘণ্টাটি বিক্রি করবে? সে বলল, তুমি ঘণ্টা দিয়ে কি করবে? আমি তাঁকে বললাম, ঘণ্টা বাজিয়ে মানুষদের নামাযের দিকে আহ্বান করব। সে বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের সংবাদ দিব? আমি বললাম হ্যাঁ, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস্-সালাহ্ হাইয়্যা আলাস্-সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ হাইয়্যা আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাহ্– বলে মানুষদেরকে আহ্বান কর। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। অতঃপর সে বলল, যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আন-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন-লা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস্ সালাহ হাইয়্যা আলাল ফালাহ্। কাদ্কামাতিস সালাহ কাদ্ কামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাহ্ বল। সকাল হলে আমি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে আমার স্বপ্নের বর্ণনা দিলাম। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি সত্য স্বপ্ন দেখেছ। বেলালের সাথে যাও এবং তুমি স্বপ্নে যা দেখেছ বেলালকে তা বল, সে আযান দিবে, কারণ তোমার চেয়ে বেলালের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ঠ। আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলের কথামত আমি বেলালের (রা) সাথে গেলাম স্বপ্নের কথাগুলো তাঁকে বললাম, আর সে আযান দিল তিনি বলেন, উমর (রা) তা শুনে তাঁর ঘর থেকে চাদর ছেঁছড়াতে ছেঁছড়াতে বের হয়ে এসে বললেন, সে সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁকে স্বপ্নে যা দেখানো হয়েছে, আমাকেও দেখানো হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাঁর (আবদুল্লাহ্) থেকে দ্বিতীয় একটি বর্ণনায় অনুরূপ আছে। তাতে অতিরিক্ত আছে, অতঃপর আযানের নির্দেশ দেয়া হল। তখন থেকে আবু বকরের (রা) আযাদকৃত গোলাম বেলাল ঐসব বাক্যবাণী দ্বারা আযান, দিতেন এবং রাসূল (সা)-কে নামাযের দিকে আহ্বান করতেন। তিনি (আব্দুল্লাহ্) বলেন, সে

একদিন রাসূলের কাছে আসলো এবং এক ভোর বেলায় ফজরের নামাযের দিকে আহ্বান করল। তাঁকে বলা হল, রাসূল (সা) নিদ্রায় আছেন। তিনি বলেন, তখন বেলাল উচ্চ স্বরে 'আস্ সালাতু খায়রুম মিনান নাউম' বললেন, সাঈদ ইবন্ মুসাইয়্যেব বলেন, সে সময় থেকে এ বাক্যটি ফজরের নামাযের আযানে অনুপ্রবেশ করানো হয়।

[ইবন মাজাহ, সহীহ ইবন খুযাইমা, সহীহ ইবন হাব্বান, সুনানে বায়হাকী, হাদীসটি সহীহ।]

(٢٤٥) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّىْ رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّىْ مُسْتَيْقِظٌ أَرَى رَجُلاً نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ نَزَلَ عَلَى جِزْمِ حَائِطٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ أَقَامَ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ نِعْمَ مَارَأَيْتَ عَلِّمْهَا بِلاَلاً قَالَ عُمَرُ قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ ذَالِكَ وَلٰكِنَّهُ سَبَقَنِىْ -

(২৪৫) মা'আয ইবন্ জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে বলল, আমি আধো আধো ঘুমে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, দেখলাম সে আকাশ থেকে দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায় মদীনার এক বাগানের পাশে অবতরণ করেন, অতঃপর আযানের শব্দগুলো সে দু'দু'বার করে উচ্চারণ করেন। তারপর বসে পড়েন। অতঃপর পুনরায় একামাতের শব্দগুলো দু'দু'বার করে উচ্চারণ করেন। রাসূল (সা) বলেন, তুমি যা দেখেছ সেটা উত্তম। বেলালকে তা শিখিয়ে দাও। তখন উমর (রা) বলেন, আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু সে আমার পূর্বে এসে বলেছে। [সুনানে দারু কুতনী। সুনানে বায়হাকী, বায়হাকীর সনদ উত্তম।]

(٢٤٦) عَنْ بِلاَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ أُثَوِّبَ فِى شَيْئٍ مِنَ الصَّلاَةِ إِلاَّ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَقَالَ أَبُوْ أَحْمَدَ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) فِى حَدِيْثِهِ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنْتَ فَلاَ تَثَوَّبْ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ ثَنَا أَبُوْ قَطَنٍ قَالَ ذَكَرَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ الْحَكَمَ عَنْ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ بِلاَلٍ قَالَ فَأَمَرَنِىْ أَنْ أُثَوِّبَ فِى الْفَجْرِ وَنَهَانِىْ عَنِ الْعِشَاءِ فَقَالَ شُعْبَةُ وَاللّٰهِ مَاذَكَرَ ابْنِ أَبِى لَيْلَى وَلاَ ذَكَرَ إِلاَّ اِسْنَادًا ضَعِيْفًا قَالَ أَظُنُّ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ أَرَاهُ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ

(২৪৬) বেলাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে ফজরের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযে আস্সালাতু খায়রুম মিনান-নাউম বলতে নিষেধ করেছেন, আবূ আহমদ (একজন রাবী) তাঁর বর্ণনায় বলেন, রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন, যখন আযান দিবে তখন তাছভিব (আস্ সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম) বলবে না। (দ্বিতীয় এক বর্ণনায় আছে,) বেলাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) আমাকে ফজরের নামাযের আযানে 'আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাওম বলতে আদেশ দিয়েছেন এবং ইশার আযানে বলতে নিষেধ করেছেন।

[ইবন্ মাজাহ্, তিরমিযী, হাদীসটির সনদ সহীহ্ নয়।]

(٥) بَابٌ : صِفَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَعَدَدِ كَلِمَاتِهَا وَقِصَّةُ أَبِى مَحْذُوْرَةَ -

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামাতের বিবরণ এতদুভয়ের শব্দের সংখ্যা ও আবূ মাহযূরার ঘটনা

(٢٤٧) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ أَبِىْ مَحْذُوْرَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيْمًا فِىْ حَجْرِ أَبِى مَحْذُوْرَةَ حِيْنَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِىْ مَحْذُوْرَةَ يَاعَمُّ إِنِّىْ خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَأَخْشَى أَنْ أُسْئَلَ عَنْ تَأْذِيْنِكَ فَأَخْبَرَنِىْ، أَنَّ أَبَا مَحْذُوْرَةَ قَالَ لَهُ نَعَمْ خَرَجْتُ فِىْ

نَفَرٍ (وَفِي رِوَايَةٍ فِي عَشَرَةِ فِتْيَانٍ) فَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ فَقَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُوْنَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيْهِ وَتَسْتَهْزِئُ بِهِ فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمُ الَّذِى سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ ارْتَفَعَ فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ وَصَدَقُوْا، فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي فَقَالَ قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ فَقُمْتُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَامِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْقَى إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِيْنَ هُوَ نَفْسُهُ، فَقَالَ قُلِ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ لِيْ ارْجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ دَعَانِي حِيْنَ قَضَيْتُ التَّأْذِيْنَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ ثُمَّ أَمَرَهَا عَلَى وَجْهِهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَرَّتَيْنِ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُوْرَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِيْنِ بِمَكَّةَ فَقَالَ قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ، وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ كَرَاهِيَةٍ وَعَادَ ذَالِكَ مُحَبَّةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ عَامِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَنِي ذَالِكَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَهْلِي مِمَّنْ أَدْرَكَ أَبَا مَحْذُوْرَةَ عَلَى نَحْوِ مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَيْرِيْزٍ -

(২৪৭) আব্দুল আযীয ইবন্ আব্দুল মালিক ইবন আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবন্ মুহাইরিয যিনি আবূ মাহযূরার ঘরে এতিম হিসাবে লালিত-পালিত হয়েছেন, তাঁকে শুনিয়েছেন যে, মাহযূরা তাঁকে সিরিয়া পাঠাবার প্রস্তুতীকালে সে আবূ মাহযূরাকে বলল, চাচা আমি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছি। তোমার আযান সম্পর্কে লোকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হব বলে ভয় পাচ্ছি। (সুতরাং তুমি এ ব্যাপারে আমাকে বল।) তিনি আমাকে বলেন, তখন আবূ মাহযূরা তাঁকে বললেন, হ্যাঁ, আমরা কতিপয়.(অপর বর্ণনামতে) যুবক সফরে বের হলাম। আমরা যখন হুনাইনের কোন পথে ছিলাম তখন রাসূল (সা) হুনাইন থেকে ফিরে আসছিলেন। রাস্তায় আমরা তাঁর সাথে মিলিত হলাম। তখন রাসূলের (সা) মুয়াযযিন তাঁর উপস্থিতিতে নামাযের জন্য আযান দেয়। আমরা মুয়াযযিনের আযানের শব্দ শুনি। তখন আমরা ঠাট্টা বিদ্রূপার্থে চিৎকার দিয়ে আযানের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করছিলাম। রাসূল (সা) আমাদের চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলেন এবং আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করতে বললেন, তখন আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কার উচ্চ শব্দ আমি শুনতে পেয়েছি,

উপস্থিত সকলে আমার দিকে ইঙ্গিত করল এবং তারা সত্যই বললো। তখন রাসূল (সা) আমাকে আটক রেখে সকলকে ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, উঠ নামাযের জন্য আযান দাও। আমি দাঁড়ালাম তখন রাসূল (সা) এবং আমার প্রতি নির্দেশের চেয়ে বেশী অন্য কোন কিছু আমার কাছে অপ্রিয় ছিল না। আমি রাসূল (সা)-এর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি নিজেই আমাকে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করে বললেন, তিনি বললেন, বল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তারপর বললেন, যাও, এবার (পূর্বের চেয়ে) উচ্চস্বরে বল। তারপর বললেন, আশহাদু আন্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস্‌ সালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আযান শেষে আমাকে ডেকে একটি রূপার মুদ্রার থলি দিলেন। তারপর তিনি তাঁর হাত আবূ মাহযূরার কপালে রাখলেন এবং হাতখানা দু'বার তাঁর চেহারার উপর ঘুরালেন। তারপর দু'বার তাঁর হাতের উপর। অতঃপর তাঁর লিভারের উপর হাত বুলালেন। অবশেষে হাতখানা তাঁর নাভি স্পর্শ করল, তারপর রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমাকে মক্কায় আযানের নির্দেশ দিন। রাসূল (সা) বললেন, পূর্বেই তোমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। তখন থেকেই রাসূল (সা)-এর প্রতি আমার মনে যে বিদ্বেষ ছিল তা দূর হয়ে গেল, এবং রাসূল (সা)-এর প্রতি আমার গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হলো, তারপর আমি মক্কায় রাসূলের (সা) কর্মচারী খাত্তাব ইবন্‌ উসাইদের নিকট গেলাম এবং রাসূলের নির্দেশমত তাঁর সাথে নামায আদায় করার জন্য আযান দিলাম। সে আমার পরিবারের যারা আবূ মাহযূরাকে পেয়েছেন তারা আমাকে এ খবর দিয়েছেন যেমনটি দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবন্‌ মুহাইরিয। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, সহীহ্‌ ইবন হাব্বান ইবন্‌ মাজাহ্‌ ,সুনানে বায়হাকী, সহীহ্‌।]

(٢٤٨) عَنْ اَلسَّائِبِ مَوْلَى أَبِى مَحْذُوْرَةَ وَأُمِّ عَبْدِ الْمَالِكِ ابْنِ أَبِى مَحْذُوْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ أَبِى مَحْذُوْرَةَ فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّمِ، مُخْتَصَرًا وَفِيْهِ ذِكْرُ التَّكْبِيْرِ الْأَوَّلِ أَرْبَعًا وَزَادَ فِيْهِ قَوْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْاَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ فَقُلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ وَاِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَسَمِعْتَ؟ قَالَ وَكَانَ أَبُوْ مَحْذُوْرَةَ لَايَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلَا يُفَرِّقُهَا لِأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا -

(২৪৮) আবূ মাহযূরার আযাদকৃত গোলাম সায়িব ও উম্মে আব্‌দিল মালিক ইবন্‌ আবূ মাহযূরা থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই আবূ মাহযূরা থেকে শুনেছেন। তাঁরা পূর্বের হাদীসটির মতই সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও আছে, আযানের প্রথমে চার বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) উল্লেখ করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত তাতে রাসূল-এর নিম্নোক্ত উক্তি বলা হয়েছে। যখন ফজরের নামাযের জন্য প্রথম আযান দিবে তখন আস সালাতু খায়রুম মিনান-নাওম, আসসালাতু খায়রুম মিনান-নাওম বলবে। আর যখন ইকামাত দিবে, তখন দুইবার 'কাদ্‌ কামাতিস সালাহ, কাদ্‌ কামাতিস্‌ সালাহ, বলবে। তুমি কি শুনতে পেরেছ? তিনি বললেন, আবূ মাহযূরা তাঁর সামনের চুলের ও কপালের কোন অংশ স্পর্শ করেন নি, কারণ রাসূল (সা) তাঁর কপাল ও চুলের অংশ স্পর্শ করেছিলেন।

[আবূ দাউদ, সুনানে বায়হাকী, সুনানে দারু কুতনী, তাহাভী, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٢٤٩) عَنْ أَبِى مَحْذُوْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أُذِّنُ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَاِذَا قُلْتُ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ قُلْتُ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلْأَذَانُ الْأَوَّلُ -

(২৪৯) আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলের (সা) যুগে ফজরের নামাযের আযান দিতাম। যখন হাই 'আলাল ফালাহ' বলতাম, তখন আস্-সালাতু খায়রুম মিনান-নাওম। আস্ সালাতু খায়রুম মিনান-নাওম বলতাম। প্রথম আযানে, (একামতে নয়।) [নাসাঈ ও সুনানে বায়হাকী, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٢٥٠) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً اَلْأَذَانُ - اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَللّٰهُ أَكْبَرُ أَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ - وَالْأَقَامَةُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ، أَللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةِ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ -

(২৫০) তাঁর (আবূ মাহযূরা (রা) থেকে আর বর্ণিত রাসূল (সা) আমাকে আযানের উনিশটি বাক্য ও ইকামাতের সতেরটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আযানের বাক্যগুলো হল ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আন-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আনলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ইকামাতের বাক্যগুলো হল ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস্-সালাহ হাইয়্যা আলাস্-সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ হাইয়্যা আলাল ফালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ কাদ কামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ, দারিমি, সুনানে দারু কুতনী, মুসতাদরেক হাকিম, তাবরানী, ইমাম শাফয়ী ও বায়হাকী, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٢٥١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ سُنَّةَ الْأَذَانِ فَمَسَحَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِىْ وَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، مَرَّتَيْنِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، مَرَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَ صَلاَةُ الصُّبْحِ قُلْتَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ (زَادَ فِى رِوَايَةٍ) قَالَ وَالْإِقَامَةُ مَثْنٰى مَثْنٰى لاَيُرَجِّعُ -

(২৫১) মুহাম্মদ ইবন্ আবদুল মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলেছিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমাকে আযানের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিন, তখন রাসূল (সা) আমার মাথার অগ্রভাগ স্পর্শ করে বললেন, তুমি বল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, উচ্চস্বরে তা বলবে। তারপর আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দুইবার একটু নিচুস্বরে বলবে। তারপর আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চস্বরে বলবে দুইবার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ, দুইবার হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস-সালাহ। দুইবার হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলবে। আর যদি ফজরের নামাযের আযানে হয় তাহলে আস সালাতু খায়রুম মিনান নাওম। আস সালাতু খায়রুম মিনান নাওম বলবে, তারপর আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে (অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন), ইকামত দুইবার দুইবার করে এতে তারজী করা হবে না।*

[মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, সহীহ ইবন্ হাব্বান, ইমাম শাফেয়ী।]

(২৫২) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِى مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَكُنَّا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَحْفَظُ غَيْرَ هٰذَا ـ

(২৫২) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে আযানের বাক্যগুলো দু'বার করে বলা হত। হুজ্জাজ বলেন, আযানের বাক্যগুলো দু'বার দু'বার করে বলা হত। এবং ইকামাতের বাক্যগুলো একবার বলা হত। তবে তাতে অতিরিক্ত কাদ কামাতিস সালাহ, কাদকামাতিস সালাহ বলা হত। আমরা যখন ইকামাত শুনতাম তখন ওযূ করতাম এবং নামাযের (অংশ গ্রহণের) জন্য বের হতাম।[১] শু'বা (একজন রাবী) বলেন, আবূ জা'ফর ব্যতীত অন্য কারও নিকট আমি এ হাদীস শুনি নি।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইমাম শাফেয়ী, সুনানে দারু কুতনী, মুসতাদরাকে হাকিম, সুনানে বায়হাকী, সহীহ ইবন খুযাইমা, দারেমী, তাহাবী, হাদীসটির সনদ সহীহ।]

(২৫৩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَّشْفَعَ الْأَذَانُ وَيُوْتِرَ الْإِقَامَةَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ أَنَسٌ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوْتِرَ الْإِقَامَةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوْبَ فَقَالَ اِلاَّ الْإِقَامَةَ ـ

(২৫৩) আনাস ইবন্ মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বেলালকে আযানের বাক্যগুলো দুইবার দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার করে উচ্চারণের নির্দেশ দেন। অন্য বর্ণনায়, আনাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) আযানের বাক্যগুলো দুইবার ও ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে উচ্চারণের জন্য বেলালকে আদেশ করেন। এ বিষয়ে যখন আইয়ূবের সাথে কথা হল তখন তিনি বলেন, ইকামাতের অর্থাৎ কাদ্‌কামাতিস-সালাহ্ দুইবার বলতে হবে।

(২৫৪) عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُوْرُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَزَادَ فِى رِوَايَةٍ يَعْنِى يَمِيْنًا وَشِمَالًا إِصْبَعَاهُ فِى أُذُنَيْهِ ـ

---

* তারজী হল প্রথমে দু'বার শাহাদত বাক্য ছোট করে উচ্চারণ করে আবার দু'বার উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা।

১. কেউ কেউ নামাযের জন্য দেরীতে বের হতেন। এর কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল রাসূল (সা) লম্বা কিরাত পড়বেন।

(২৫৪) 'আউন ইবন আবূ জুহাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বেলালকে আযান দিতে ও এদিক সেদিক তাঁর মুখ ফিরাতে দেখেছি। অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, অর্থাৎ ডানে ও বামে এবং তখন তাঁর আঙ্গুল তাঁর কানের মধ্যে দেখেছি।[১] [বুখারী, মুসলিম।]

(٢٥٥) عَنْ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِيْنَا وَالسِّقَايَةَ لِبَنِيْ هَاشِمٍ وَالْحِجَامَةَ لِبَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ -

(২৫৫) আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের ও আমাদের মওয়ালীকে আযানের দায়িত্ব দেন। (অর্থাৎ তাদের মিষ্টি সুর ও উচ্চ আওয়াজের জন্য আযানের দায়িত্ব দেন। পানি পান করানোর দায়িত্ব দেন বনি হাশিমকে এবং সিঙ্গা লাগানোর দায়িত্ব দেন বনি আবদুদ্ দার গোত্রকে।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। তাতে একজন দুর্বল রাবী আছে।]

(٦) بَابٌ : النَّهْيُ عَنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে নিষেধ করা প্রসঙ্গে

(٢٦٦) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْنِيْ إِمَامَ قَوْمِيْ فَقَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا -

(২৬৬) উসমান ইবন্ আবুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে আমার গোত্রের ইমাম নিযুক্ত করুন। রাসূল (সা) বললেন, তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হলো, তুমি তাদের দুর্বলদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং এমন একজন মুয়াযযিন ঠিক করবে, যে আযানের বিনিময়ে পরিশ্রম নিবে না।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্, অন্যান্য হাদীসটির সনদ উত্তম। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

(٧) بَابٌ مَايَقُوْلُ الْمُسْتَمِعُ عِنْدَ سِمَاعِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَبَعْدَ الْأَذَانِ -

(৭) পরিচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের শব্দ শুনার সময় এবং আযানের শেষে শ্রোতা কি বলবে?

(٢٦٧) عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ اذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَايَقُوْلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ حَتَّى الْفَلَاحِ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ -

(২৬৭) রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী (সা) মুয়াযযিনের আযানের শব্দ শুনলে, সে যা বলে তিনিও অনুরূপ বলতেন, সে যখন হাইয়্যা 'আলাস সালাহ ও হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ বলতো তখন তিনি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলতেন।

[নাসাঈ, হাইসুমী, মু'জামুয্ যাওয়ায়েদ, তিনি বলেন, হাদীসটি আহমদ, বুখারী,ও তাবরানী বর্ণনা করেছেন।]

(٢٦٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ السَّامِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ

---

১. কানে আঙ্গুল দিয়ে আযান দেয়ার দুইটি গুরুত্ব ছিল। (১) কণ্ঠস্বরকে উঁচু ও দীর্ঘ করা (২) তাকে দেখে মানুষ যেন বুঝতে পারে সে আযান দিচ্ছে।]

أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنِّيْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَهُ رَاعِيَ غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمَّا هَبَطَ الْوَادِيَ قَالَ مَرَّ عَلَى سَخْلَةٍ مَنْبُوْذَةٍ فَقَالَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَهْلِهَا؟ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ـ

(২৬৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ রুবাইয়া আস্সামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) কোন এক সফরে ছিলেন। তখন এক মুয়ায্যিনকে আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে শুনলেন। তিনিও আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেন, মুয়ায্যিন যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললেন, তিনিও আশহাদু আন্নী মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললেন।

রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা তাকে বকরীর রাখাল বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন পাবে। যখন তিনি উপত্যকায় একটি ফেলে দেয়া মৃত বকরীর ছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বললেন, তোমরা কি মালিকের কাছে এ ছাগল ছানাটিকে তুচ্ছ জ্ঞান কর। এ পৃথিবী আল্লাহর নিকট এ ছাগল ছানার চেয়ে আরো বেশী মূল্যহীন।

[নাসাঈ, হাইসুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও তাব্রানী বর্ণনা করেছেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ্।]

(٢٦٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ ـ

(২৬৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মুয়ায্যিনের আযানের শব্দ শুনলে বলতেন, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

[সুনানে বায়হাকী, সহীহ্ ইবন্ হাব্বান, মুসতাদরেক হাকিম, তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٢٧٠) عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ كَمَا يَقُوْلُ حَتَّى يَسْكُتَ ـ

(২৭০) উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) যখন মুয়ায্যিনের আযান শুনতেন, আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত মুয়ায্যিন যা বলতেন তিনিও তা বলতেন।

[ইবন্ মাজাহ, সহীহ ইবন্ খুযাইমা, মুসতাদরেক হাকিম। তিনি বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।]

(٢٧١) ز عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ كَمَا يَقُوْلُ، فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ الاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ وَأَنَّ الَّذِيْنَ جَحَدُوا مُحَمَّدًا هُمُ الْكَاذِبُوْنَ ـ

(২৭১) যা' আব্দুর রহমান ইবন্ আবূ লাইলা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) যখন মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনতেন, তখন সে যা বলত তিনিও তা বলতেন, সে যখন "আশহাদু আল্লা-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলত, আলী (রা) তার সাথে "আশহাদু আল লাইলাহ ইল্লালাহ, "অ-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, বলতেন। তিনি আরও বলতেন, যারা মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করে তারা হলো কাফির।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় না। হাইসুমী, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে বলেন, এ হাদীসটি আবদুল্লাহ কর্তৃক মুসনাদে আহমদে সংযোজিত।]

(٢٧٢) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ رَاضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ ـ

(২৭২) সা'দ ইবন্ আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনে বলে, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারীকালাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বি মুহাম্মাদিন রাসূলান, ওয়া বিল ইসলামে দীনান। (অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহকে রব বা প্রভু বলে মেনে নিচ্ছি মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করছি এবং ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত হয়েছি।)) তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ, মুসতাদরেক হাকিম, সুনানে বায়হাকী, তাহাবী।]

(٢٧٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوالِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَتَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ ـ

(২৭৩) আবদুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা আযানের শব্দ শুন তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও অনুরূপ বলো। তারপর আমার ওপর দরূদ পড়। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়ে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর (আল্লাহর (নিকটে) আমার জন্য ওসিলার প্রার্থনা কর। কারণ তা হচ্ছে জান্নাতের একটি স্তর যা আল্লাহর সমস্ত বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজন বান্দা-এর উপযোগী। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। কাজেই যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসিলার প্রার্থনা করবে তার জন্য (আমার) শাফা'আত প্রাপ্তি হালাল হয়ে যাবে।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও অন্যান্য।]

(٢٧٤) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسِيْلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسَلُوْا اللَّهَ أَنْ يُؤْتِيَ الْوَسِيْلَةَ ـ

(২৭৪) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ওসিলা আল্লাহর নিকট এমন একটি মর্যাদার স্তর যার উপর কোন মর্যাদার স্তর নেই। তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। আল্লাহ যেন আমাকে সে ওসিলা প্রদান করেন। [জামে'উস্ সগীর, মুসনাদে আহমদ। হাদীসটি সহীহ্।]

(٢٧٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (بْنِ الْعَاصِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَا بِأَذَانِهِمْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ ـ

(২৭৫) আবদুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুয়ায্যিনরা আযানের দরুন আমাদের চেয়ে বেশী মর্যাদা লাভ করবে। তখন রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, তারা যা বলেন, তোমরাও তাই বলো। তোমাদের বলা শেষ করার পর প্রার্থনা কর, তোমাদেরকেও দেয়া হবে।

[আবূ দাউদ, সহীহ্ ইবন্ হাব্বান, নাসাঈ, ইবন্ হাব্বানে হাদীসটি বর্ণিত হওয়া থেকে হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(٢٧٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلْعَاتِ الْيَمَنِ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ قَالَ مِثْلَ مَاقَالَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

(২৭৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলের সাথে ইয়ামানের "তাল'আত, নামক স্থানে উপস্থিত ছিলাম। তখন বিলাল দাঁড়িয়ে নামাযের আযান দিলেন যখন আযান শেষ হল। তখন রাসূল (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আযানের বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করবে, নিশ্চিত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ, মুসতাদরেক হাকিম। হাকিম বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(٢٧٧) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ ـ

(২৭৭) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তা বলবে।

[বুখারী, মুসলিম, সুনানে বায়হাকী, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী। চার সুনান গ্রন্থ।]

(٢٧٨) عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ اَنْتَ وَعَدْتَهُ إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(২৭৮) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় নিম্নোক্ত কথাগুলো বলবে, "আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল কা-ইমাতি আতিন মুহাম্মাদানিল ওসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ওয়া'ব' আছহু মাকা-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া-আদতাহু (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এ পূর্ণাঙ্গ দু'আর প্রভু আর প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের মালিক, মুহাম্মদকে ওসিলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর এবং তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও।) কিয়ামতের দিন শাফা'আত লাভ করা তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

[বুখারী, চার সুনান গ্রন্থ, (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ ও অন্যান্য।]

(٢٧٩) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِىْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّأَرْضَ عَنِّىْ رِضًا لَاتَسْخَطُ بَعْدَهُ اِسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ دَعْوَتَهُ ـ

(২৭৯) যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযানের সময় নিম্নোক্ত কথাগুলো বলবে, আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস সালাতিন নাফিয়া, সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন, অ-আরদা আন্নি-রিযায়ান, লা তাসখাত বা'দাহু।

হে আল্লাহ! এ পূর্ণাঙ্গ দু'আর প্রভু, আর উপকারী নামাযের মালিক, মুহাম্মদের প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং আমার ওপর সন্তুষ্ট হোন, যে সন্তুষ্টির পর আর অসন্তুষ্ট হবেন না। তখন আল্লাহ তার দু'আ কবূল করেন।

[তাবারানী, মু'জামুল আউসাত। এর সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন। তবে এ পরিচ্ছেদের অপরাপর হাদীস এর সমর্থন করে।]

(٢٨٠) خط عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ إِنِّىْ لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتّٰى إِذَا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ فَلَمَّا قَالَ

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ وَقَالَ بَعْدَ ذَالِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَالِكَ ـ

(২৮০) خط (১) আবদুল্লাহ ইবন্ আল কামা ইবন্ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়ার (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর মুয়ায্যিন আযান দিলেন। তখন মুয়ায্যিন যা বললেন, তিনিও তা বললেন। মুয়ায্যিন যখন "হাইয়্যা আলাস্ সালাহ বললেন তখন মু'আবিয়া "লা-হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্ বললেন, মুয়াযযিন যখন "হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বললেন, তখন মু'আবিয়া, "লা-হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বললেন। এরপর মুয়ায্যিন যা বললেন, তিনিও তা বললেন। তারপর বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি।*

[নাসাঈ, এরূপ হাদীস বুখারী এবং মুসলিমেও বর্ণিত আছে।]

(٢٨١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَشَهَّدُ مَعَ الْمُؤَذِّنِيْنَ ـ

(২৮১) মু'আবিয়া ইবন্ আবূ সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) নবী (সা) মুয়ায্যিনের সাথে "আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলতেন। [নাসাঈ, ইমাম আহমদ ও নাসাঈর সনদ উত্তম।]

(٢٨٢) عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْىَ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنَ وَكَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ اثْنَتَيْنِ، فَكَبَّرَ أَبُوْ أُمَامَةَ اثْنَتَيْنِ، وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ اثْنَتَيْنِ، فَشَهِدَ أَبُوْ أُمَامَةَ اثْنَتَيْنِ، وَشَهِدَ الْمُؤَذِّنُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اثْنَتَيْنِ وَشَهِدَ أَبُوأُمَامَةَ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(২৮২) মুজাম্মি' ইবন্ ইয়াহ্ইয়া আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ উমামা ইবন্ সাহলের পাশে ছিলাম। তিনি মুয়ায্যিনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুয়ায্যিন যখন দু'বার "আল্লাহু আকবর বলল, আবূ উমামাও দু'বার "আল্লাহু আকবর" বললেন, মুয়ায্যিন যখন দু'বার "আশ্হাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলল, আবূ উমামাও দু'বার "আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বললেন, মুয়ায্যিন যখন দু'বার "আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলল, আবূ উমামাও দু'বার "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বললেন। অতঃপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এভাবে মু'আবিয়া ইবন্ আবূ সুফিয়ান রাসূলের নিকট থেকে আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। [বুখারী, নাসাঈ।]

(٨) بَابٌ : اَلْأَذَانُ فِى أَوَّلِ الْوَقْتِ وَتَقْدِيْمُ عَلَيْهِ فِى الْفَجْرِ خَاصَّةً ـ

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের প্রথম ওয়াক্তে আযান দেয়া এবং বিশেষত ফজরের নামাযের আগে আযান দেয়া প্রসঙ্গে

(٢٨٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لاَ يَخْرِمُ ثُمَّ يُقِيْمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِيْنَ يَرَاهُ ـ

---

* [আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আহলে যাহেরদের নিকট ওয়াজিব, জমহুরদের নিকট ওয়াজিব নয়। তেমনি ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ, তাহাবী। ইমাম তাহাবী বলেন, আযানের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব।]

(২৮৩) জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়ার পর বেলাল (রা) পূর্ণাঙ্গভাবে আযান দিতেন। অতঃপর রাসূল (সা)-এর ঘর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত ইকামাত দিতেন না। যখন রাসূল (সা) বের হতেন তখন তাঁকে দেখতে পেলেই ইকামত দিতেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ।]

(٢٨٤) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُنَادِىْ أَوقَالَ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ لَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَلٰكِنْ حَتَّى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَضَمَّ ابْنُ أَبِىْ عَدِىٍّ أَبُوعَمْرٍوأَصَابِعَهُ وَصَوَّبَهَا وَفَتَحَ مَا بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ يَعْنِى الْفَجْرَ ـ

(২৮৪) ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, বেলালের আযান শুনে তোমরা কেউ সেহরী খাওয়া বন্ধ করবে না। কারণ সে ডাকে। অথবা বলেন, আযান দিয়ে থাকে, যাতে তাহাজ্জুদ নামাযে রত ব্যক্তি অবসর পায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠতে পারে। আর ফজর হয়েছে অথবা ভোর হয়ে গেছে একথা যেন কেউ না বলে। তিনি এভাবে বললেন, তখন ইবন্ আবি আদভী আবূ আমর আঙুল একবার উপরের দিকে উঠালেন, আবার নিচে নামিয়ে ইশারা করে দেখালেন, (পূর্ব আকাশে সাদা রেখা প্রসারিত হলে ভোর হয়) অতঃপর শাহাদাত আঙুল খুলে ফজরের দৃশ্য দেখালেন। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, নাসাঈ।]

(٢٨٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ ـ

(২৮৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, বেলাল রাতে আযান দেয়। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের আযান) অতএব, তোমরা উম্মে মাকতুমের আযানের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করতে পার।

[বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী।]

(٢٨٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَى تَسْمَعُوْا تَأْذِيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلاً أَعْمَى لاَيُبْعَصِرُ لاَيُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُوْلُ النَّاسُ قَدْ أَصْبَحْتَ ـ

(২৮৬) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, বেলাল রাত্রিতে আযান দেয়। অতএব, উম্মে মাকতুমের আযান শুনা পর্যন্ত তোমরা খাওয়া ধাওয়া করতে পার। আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর বলেন, উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। তিনি দেখতে পেতেন না। লোকেরা ভোর হয়েছে একথা না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। [বুখারী, মুসলিম, ইমাম মালিক, নাসাঈ, তিরমিযী।]

(٢٨٧) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ ـ

(২৮৭) নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর দু'জন মুয়ায্যিন ছিল (বেলাল ও উম্মে মাকতুম।) [মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٩) بَابٌ : مَاجَاءَ فِى الْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ وَالْيَوْمِ الْمَطَرِ ـ

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য ও বৃষ্টির দিনে আযান দেয়া প্রসঙ্গে

(٢٨٨) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ قَالَ كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُقِمْ إِذَا نَزَلَ وَلِأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ ـ

(২৮৮) সায়িব ইবন্ ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আসহ সকল নামাযে রাসূলের (সা) জন্য মুয়ায্যিন ছিলেন বেলাল। তিনি আযান ও ইকামত দিতেন। সায়িব বলেন, জুমু'আর দিন রাসূল (সা) মিম্বারে বসলে বেলাল আযান দিতেন মিম্বার থেকে নামলে নামাযের জন্য ইকামত দিতেন। তেমনিভাবে আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর সময় পর্যন্ত তা করা হতো। [বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্ও অন্যান্য।]

(٢٨٩) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَذَانَيْنِ حَتَّى كَانَ زَمَنَ عُثْمَانَ فَكَثُرَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ بِالزَّوْرَاءِ ـ

(২৮৯) সায়িব ইবন্ ইয়াযিদ (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর যুগে দু'আযান (আযান ও ইকামত) দেয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু উসমান (রা)-এর সময়ে মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি জুমু'আর নামায থেকে "যাওরা" (উঁচু স্থান) প্রথম আযান দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

[বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্।]

(٢٩٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيْفٍ أَخْبَرَهُ وَأَنَّهُ سَمِعَ مُؤَذِّنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمٍ مَطِيْرٍ يَقُوْلُ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ صَلُّوا فِىْ رِحَالِكُمْ ـ

(২৯০) আমর ইবন্ আউস (রা) থেকে বর্ণিত, ছাকিফ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে সংবাদ দিল যে, তিনি রাসূল (সা)-এর মুয়ায্যিনকে বৃষ্টির দিনে হাইয়্যা আলাসা-সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার পর তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড়ে নাও –একথা বলতে শুনেছেন। [নাসাঈ, হাদীসের বর্ণনাকারী অস্পষ্ট।]

(١٠) بَابٌ فِى الْفَصْلِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالاِقَامَةِ وَمَنْ أَذَّنَ فَيُوْقِمُ ـ

(১০) পরিচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের মাঝে সময়ের ব্যবধানের কারণ এবং যে আযান দেন তার ইকামত দেয়া প্রসঙ্গে

(٢٩١) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلاَ يُقِيْمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِيْنَ يَرَاهُ ـ

(২৯১) জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর মুয়ায্যিন আযান দিতেন। অতঃপর অপেক্ষা করতেন, রাসূল (সা)-কে যখন বের হতে দেখতেন তখনই ইকামত দিতেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাকী।]

(٢٩٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ (وَفِى رِوَايَةٍ إِذَا أُقِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَاتَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِى ـ

(২৯২) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কাতাদাহ থেকে তিনি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় (অন্য বর্ণনায় আছে যখন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয়।) তখন আমাকে দেখা না পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ।]

(٢٩٣) ز ـ عَنْ أُبَىٍّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِلَالُ اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِى مَهَلٍ وَيَقْضِى الْمُتَوَضِّىُ حَاجَتَهُ فِى مَهَلٍ ـ

(২৯৩) (যা) উবাই ইবন্ কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, হে বিলাল! আযান ও ইকামতের মাঝে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, যাতে ভোজক ভোজন শেষ করতে পারে এবং ওযূকারী তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে বলেছেন, হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবন্ আহমদ মুস্নাদে সংযোজন করেছেন।]

(٢٩٤) عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِى أَنَّهُ أَذَّنَ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَخَاصُدَاءٍ إِنَّ الَّذِى أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءٍ قَالَ فَأَذَّنْتُ وَذَالِكَ حِيْنَ أَضَاءَ الْفَجْرُ، قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيْمُ أَخُوْصُدَاءٍ فَإِنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ ـ

(২৯৪) যিয়াদ ইবন্ নাঈম আল খাদরামী থেকে তিনি যিয়াদ ইবন্ হারিছ আস সুদাই (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নামাযের জন্য আযান দিলেন, অতঃপর বিলাল (রা) ইকামত দিতে চাইলেন, তখন রাসূল (সা) বললেন, ভাই "সুদাই" যে ব্যক্তি আযান দিবে সেই ইকামত দিবে। তাঁর থেকে অপর একটি বর্ণনায় আছে, যিয়াদ ইবন্ হারিছ আস সুদাই (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বললেন, হে ভাই সুদাই! আযান দাও, তিনি বলেন, যখন ফজর হলো তখন আমি আযান দিলাম, অতঃপর রাসূল (সা) ওযূ করে যখন নামাযের জন্য দাঁড়ালেন, তখন বিলাল (রা) ইকামত দিতে চাইলে তখন রাসূল (সা) বললেন, ভাই সুদাই ইকামত দিবে।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী বলেন, হাদীসটি দুর্বল।]

(٢٩٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُرِىَ الْأَذَانَ قَالَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلْقِهْ عَلَى بِلَالٍ فَأَلْقَيْتُهُ فَأَذَّنَ قَالَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا رَأَيْتُ أُرِيْدُ أَنْ أُقِيْمَ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ فَأَقَامَ هُوَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ ـ

(২৯৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি স্বপ্নে আযান দিতে দেখলেন, তিনি বলেন অতঃপর আমি রাসূল (সা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে এ সংবাদ দিলাম। তখন রাসূল (সা) বললেন, তা বিলালকে

শুনাও। তখন আমি বিলালকে শুনালাম। তখন তিনি আযান দিলেন, তিনি বলেন, অতঃপর সে ইকামত দিতে চাইল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! যেহেতু আমি স্বপ্নে দেখেছি তাই আমি ইকামত দিতে চাই। তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমিই ইকামত দাও। তারপর বিলাল আযান দিলেন আর তিনি ইকামত দিলেন।

[আবূ দাউদ, এ হাদীসের সনদের মুহাম্মদ ইবন্ উমর আল ওয়াকেশী দুর্বল। ইবন্ আবদুল বার বলেন, (উক্ত) আফরিকীর হাদীসের চেয়ে এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١١) بَابُ تَغْلِيْظِ التَّخَلُّفِ عَنْ اِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ وَالْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْاَذَانِ ـ

(১১) পরিচ্ছেদ ঃ মুয়ায্যিনের জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকার ও আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার কঠোরতা আরোপ

(٢٩٦) عَنْ سَهْلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِىَ اللّٰهِ يُنَادِىْ يَدْعُوْا إِلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُجِيْبُهُ ـ

(২৯৬) সাহল (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে আহবানকারীকে কল্যাণের দিকে আহবান করতে শুনে, আর তার জবাব দেয় না তার জন্য সমস্ত জুলুম, নেফাকী ও কুফরী।

[মুনযেরী বলেন, হাদীসটি মুহাম্মদ, তাবারানী বর্ণনা করেছেন, এ হাদীসের সনদে একজন বিতর্কিত রাবী থাকলেও মুনযেরীর কার্য থেকে মনে হয় হাদীসটি অন্য সূত্রে সহীহ্।]

(٢٩٧) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

وَفِىْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَنُوْدِىَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّىَ ـ

(২৯৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুয়ায্যিনের আযানের পর এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। তখন (রাসূল (সা) বললেন, সে কাসিমের পিতার (মুহাম্মদ (সা) নাফরমানী করল। অন্য হাদীসে আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, মসজিদে থাকা অবস্থায় নামাযের আযান দেয়া হলে তোমাদের কেউ যেন নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের না হয়।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ।]

(٢٩٨) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الْأَذَانَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ ـ

(২৯৮) আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন আযানের শব্দ শুনবে, আর ওযূর পানির পাত্র তার হাতে থাকবে সে যেন তার প্রয়োজন পূরণ করা থেকে বিরত না থাকে।

দ্বিতীয় এক বর্ণনায় আছে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে আরও অতিরিক্ত আছে, যখন ফজর উদিত হতো তখন মুয়ায্যিন আযান দিত। [আবূ দাউদ, হাকিম, হাদীসটির সনদ উত্তম, সুয়ূতী তাঁর জামে' উস-সগীর গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।]

أَبْوَابُ الْمَسَاجِد

মসজিদ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

(١) بَابٌ أَوَّلُ مَسْجِدٍ وَضِعَ فِي الْأَرْضِ وَفَصْلٌ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ ـ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ পৃথিবীতে প্রথম অবস্থিত মসজিদের এবং মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

(٢٩٩) ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ وَسُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِ وَيَعْرِضُ عَلَيَّ وَقَالَ أَبُوْ عَوَانَةَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ عَلَيَّ فِي السِّكَّةِ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ قَالَ قُلْتُ اَتَسْجُدُ فِي السِّكَّةِ؟ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ أَبَاذَرٍّ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلاً؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قَالَ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ وَفِي رِوَايَةٍ فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ ـ

(২৯৯) আবূ আওয়ানা ও সুলাইমান আল আ'মাশ ইব্রাহীম আত্‌তাইমি থেকে বর্ণনা করেন, ইব্রাহীম বলেন, আমি সুলাইমানকে কুরআন শুনাতাম সেও আমাকে শুনাতো। আবূ আওয়ানা বলেন, আমি ইব্রাহীমকে কুরআন শুনাতাম। সে পথের মধ্যে আমাকে কুরআন শুনাতো, সে যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করত তখন সিজদা দিত, আমি তাঁকে বললাম, তুমি পথের মধ্যেই সিজদা করলে? সে বলল হ্যাঁ, তারপর বলল, আমি আবূ যর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! দুনিয়াতে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়? রাসূল (সা) বললেন, মসজিদুল হারাম। পুনরায় প্রশ্ন করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এ দু'টি মসজিদ কত দিনের ব্যবধানে তৈরীকৃত? তিনি বললেন, চল্লিশ বৎসর। তারপর রাসূল (সা) বললেন, যেখানেই তোমার নামাযের সময় হয় সেখানে নামায আদায় কর। উহাই মসজিদ। অন্য বর্ণনায় আছে, সমস্ত যমীনই মসজিদ। (সুতরাং যেখানেই নামায আদায় করবে নামায শুদ্ধ হবে।) [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্ ও অন্যান্য।]

(٣٠٠) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيْهِ اِسْمُ اللّٰهِ تَعَالَى بَنَى اللّٰهُ لَهُ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ـ

(৩০০) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে কোন মসজিদ তৈরী করে যেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, আল্লাহ বেহেশতে তার জন্য একটি ঘর বানাবেন। [সহীহ্ ইবন্ হাব্বান, সুনানে বায়হাকী, হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(٣٠١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ ـ

(৩০১) উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্য একটি মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ্ বেহেশতে তার জন্য এমনি একটি ঘর তৈরী করবেন। [বুখারী, মুসলিম]

(٣٠٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ أَوْسَعُ مِنْهُ فِى الْجَنَّةِ ـ

(৩০২) আব্‌দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরী করবে। আল্লাহ বেহেশ্‌তে তার চেয়ে প্রশস্ত একটি ঘর তার জন্য তৈরী করবেন।

[হাদীসটি অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নি। হাইসুমী বলেন, এ হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। তাতে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন। তাবারানী বলেন, হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٣٠٣) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

(৩০৩) আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাসূল (সা) থেকে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(٣٠٤) عَنْ بِشْرِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ جَاءَ وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَنَحْنُ فِىْ مَسْجِدِنَا، قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا يُصَلِّى فِيْهِ بَنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِى الْجَنَّةِ أَفْضَلَ مِنْهُ قَالَ أَبُوْعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ هَيْثَمَ بْنِ خَارِجَةَ ـ

(৩০৪) বিশ্‌র ইবন্ হাইয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন আমাদের মসজিদ তৈরী করতেছিলাম, তখন ওয়াছিলা ইবন্ আল আসকা (রা) আসলেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায পড়ার জন্য একটি মসজিদ তৈরী করল, আল্লাহপাক বেহেশ্‌তে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম ঘর বানাবেন। আবূ আব্‌দুর রহমান বলেন, আমি এ কথা হাইছুম ইবনে খারেজা থেকে শুনেছি।

[হাইসুমী মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে বলেন, হাদীসটি আহমদ তাবারানীর মু'জামুল কবীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।]

(٣٠٥) عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ

(৩০৫) ইবন্ আব্বাস (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করলো, সেটি একটি পাখির নিড়ের মত ছোট হলেও আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরী করবেন। [সহীহ্ ইবন্ হাব্বান, বায্‌যার ইবন্ আবি শাইবা, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٣٠٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(৩০৬) আমর ইবন্ আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করার উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি ঘর তৈরী করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে গোলামী থেকে মুক্তি দেয় তার বিনিময়ে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কাজ করতে করতে একটি দাড়ি বা চুল সাদা করে ফেলে কিয়ামতের দিন তার জন্য আলোতে পরিণত হবে।

[নাসাঈ এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٢) بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِىَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا

(২) পরিচ্ছেদ ঃ রাসূল (সা)-এর বাণী সমস্ত যমীন আমার জন্য পবিত্রকারীও মসজিদ বানানো হয়েছে

(٣٠٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ ـ

(৩০৭) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সমস্ত যমীন আমার জন্য পবিত্র ও মসজিদ বানানো হয়েছে। সুতরাং কারো যখন কোথাও নামাযের সময় হবে সে যেন সেখানেই নামায আদায় করে নেয়। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।]

(٣) بَابٌ فَضْلُ الْجُلُوْسِ فِى الْمَسَاجِدِ وَالسَّعْىِ إِلَيْهَا ـ وَفَضْلِ أَهْلِ الدُّوْرِ الْقَرِيْبَةُ مِنْهَا ـ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে অবস্থান করা, গমন করা এবং মসজিদের পাশের বাড়ী-ঘরে বসবাসকারীদের মর্যাদা

(٣٠٨) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الدَّارِ الْقَرِيْبَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَى الدَّارِ الشَّاسِعَةِ كَفَضْلِ الْغَازِىْ عَلَى الْقَاعِدِ ـ

(৩০৮) হুযায়ফা ইবন্ ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ঘরে বসে থাকা ব্যক্তির ওপর যুদ্ধের ময়দানে গাজীর যে মর্যাদা মসজিদ থেকে দূরে বসবাসকারীর ওপর মসজিদের নিকটে বসবাসকারীর সে মর্যাদা।

[মুসনাদ আহমদ ছাড়া হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, সুয়ূতি জামে' আস-সগীরে বলেন, ইমাম আহমদ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, আর মনাবী হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٠٩) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا اَلْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ إِنْ غَابُوْا يَفْتَقِدُوْنَهُمْ وَإِنْ مَرِضُوْا عَادُوْهُمْ، وَإِنْ كَانُوْا فِىْ حَاجَةٍ أَعَانُوْهُمْ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَخٌ مُسْتَفَادٌ، أَوكَلِمَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْرَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ ـ

(৩০৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই মসজিদে অবস্থানকারী কিছু লোক রয়েছে ফেরেশ্তাগণ তাদের সাথে বসেন, যখন তারা অনুপস্থিত থাকে ফেরেশ্তাগণ তাদেরকে খুঁজতে থাকে, অসুস্থ হলে তাদের দেখতে যান, তাদের প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করে। রাসূল (সা) বলেন, মসজিদে বসার

তিনটি লাভ রয়েছে, সাহায্যকারী ভাই পাওয়া যায়, জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাওয়া যায় এবং এই রহমত ও মাগফিরাতের প্রত্যাশা করা যায়। [মুনযেরী, আহমদ, হাকিম, হাদীসটি সহীহ্]

(٢١٠) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُوْطِنُ رَجُلٌ مُسْلِمُ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللّٰهُ بِهِ يَعْنِي حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ -

(৩১০) তাঁর (আবূ হুরায়রা) থেকে আরও বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, কোন মুসলমান ব্যক্তি যখন মসজিদকে নামায ও আল্লাহর যিকিরের জন্য অবস্থান স্থান বানিয়ে নেয় তখন আল্লাহ তার ওপর এমনভাবে সন্তুষ্ট, বাড়ী থেকে বের হবার পর থেকে পরিবার থেকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসলে যেভাবে পরিবারের লোকেরা আনন্দিত হয়।

[ইবনে মাজাহ, ইবন্ আবি শায়বা, সহীহ্ ইবন্ খুযাইমা, সহীহ্ ইবন্ হাব্বান মুসতাদরেক হাকিম। তিনি হাদীসটি বুখারী মুসলিমের শর্তে উপনীত বলে মন্তব্য করেন।]

(٢١١) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ -

(৩১১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে গমন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে মেহমানদারীর জন্য সাজিয়ে রাখেন, যতবার সে সকালে বা সন্ধ্যায় যায় ততবারই।

[বুখারী, মুসলিম।]

(٢١٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا عَلَيْهِ بِالْإِيْمَانِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) -

(৩১২) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, তোমরা যখন কোন ব্যক্তিকে বারবার মসজিদে গমন করতে দেখ, তখন সাক্ষী থাক যে, সে ঈমানদার। আল্লাহ পাক বলেন, (তারাই তো আল্লাহ্র ঘর মস্জিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে।)

[তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, সহীহ ইবন্ খুযাইমা, সহীহ ইবন্ হাব্বান, মুসতাদরেক হাকিম, তিরমিযী একে হাসান হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন।]

(٢١٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَابِسُ بْنُ سَعْدٍ الطَّائِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ السَّحَرِ وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى النَّاسَ يُصَلُّوْنَ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُرَاؤُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَرْعِبُوْهُمْ فَمَنْ أَرْعَبَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، فَأَتَاهُمُ النَّاسُ فَأَخْرَجُوْهُمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّوْنَ مِنَ السَّحَرِ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ -

(৩১৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমির আল্ আলহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাবিস ইবন্ সা'আদ আত-তায়ী রাতের শেষ অংশে (তাহাজ্জুদের সময়) মসজিদে প্রবেশ করেন, তিনি সেখানে নবী (সা)-কে দেখতে পান। তিনি (মহানবী) দেখতে পান যে, কিছু লোক প্রথম কাতারে নামায আদায় করছে। তখন রাসূল (সা) বলেন, কা'বার রবের নামে শপথ! এরা হলো প্রদর্শনকারী তোমরা এদেরকে ভয় কর। যে তাদেরকে ভয় করবে সে আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের আনুগত্য করবে। তারপর লোকজন এসে তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেন। অতঃপর বলেন, ফেরেশ্‌তাগণ রাতের শেষ অংশে (তাহাজ্জুদের সময়) প্রথম কাতারে নামায আদায় করেন।

[হাইছুমী মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ বলেন, এ হাদীসটি আহমদ, তাবারানী বর্ণনা করেছেন।]

(٤) مَايُقَالُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوْجِ مِنْهُ وَآدَابِ الْجُلُوْسِ ـ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে প্রবেশ করার ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হয় এবং মসজিদে বসা ও মসজিদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার আদব

(٣١٤) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاحُمَيْدٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُوْلاَنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

(৩১৪) আব্দুল মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হামিদ ও আবূ উসাইদ উভয়কে বলতে শুনেছি, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন বলে, "আল্লাহুম্মা ইফতাহ লানা আবওয়াবা রাহমাতিকা, (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার রহমতের দরজারসমূহ আমাদের জন্য খুলে দাও।) আর যদি মসজিদ থেকে বের হয় তখন সে যেন বলে, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা মিন ফাদলিকা। (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ইবন্ মাজাহ]

(٣١٥) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمَا وَأَرْضَاهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ ـ

(৩১৫) ফাতিমা বিন্‌তে রাসূলিল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত, (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকুন) তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন "সাল্লে আলা মুহাম্মদি ওয়া সাল্লাম, বলতেন, অর্থাৎ (মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর দরূদ ও সালাম পড়তেন,) (অন্য বর্ণনায় আছে) বিসমিল্লাহে ও আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি ও আল্লাহর রাসূল (সা)-এর প্রতি সালাম রইল। আরো বলতেন, "আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহ-লি আবওয়াবা রাহমাতিকা,। (হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করে দাও। তোমার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলে দাও।) যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, "সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া সাল্লাম, অর্থ (মুহাম্মদের ওপর দরূদ ও সালাম।) অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলতেন, "বিসমিল্লাহি আস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি, তারপর বলতেন, "আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনুবী, ওয়াফতাহলী আবওয়াবা ফাদলিকা, অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা কর, আমার জন্য তোমার কল্যাণের দরজাসমূহ খুলে দাও। [ইবন্ মাজাহ তিরমিযী, হাদীসটি হাসান।]

(٣١٦) عَنْ مَوْلَى لِأَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ فِىْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا مُشَبِّكًا أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِىْ بَعْضٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفْطَنِ الرَّجُلُ لِاشَارَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِىْ سَعِيْدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَلاَيُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ فِىْ صَلاَةٍ مَادَامَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ـ

(৩১৬) আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি, আবূ সাঈদ খুদরী ও রাসূল (সা)-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করি। তখন এক ব্যক্তিকে দেখলাম হাঁটুর সাথে পেট মিলিয়ে কাপড় চোপড় জড়িয়ে, আঙ্গুলগুলো একটির সাথে অন্যটি অঙ্গীভূত করে মসজিদের মধ্যখানে বসে আছে। রাসূল (সা) তার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু তিনি রাসূল (সা)-এর ইঙ্গিত লক্ষ্য করেন নি, তখন রাসূল (সা) আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন। [ইবন্ মাজাহ্, তিরমিযী, হাদীসটি হাসান]

তোমাদের কেউ যেন মসজিদে আঙ্গুল অঙ্গীভূত করে না বসে। কারণ হাঁটু গেড়ে আঙ্গুল অঙ্গীভূত করে বসা শয়তানের কাজ। তোমাদের কেউ যখন মসজিদে অবস্থান করে মসজিদ থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত সে নামাযেই থাকে।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। মানযিরী, মুসনাদে, আহমদে বর্ণিত হয়েছে, হাদীসটির সনদ উত্তম। হাইসুমী মুজমাউয্ যাওয়ায়েদেও একই কথা বলেছেন।]

(٣١٧) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَبَّكْتُ بَيْنَ أَصَابِعِى، فَقَالَ لِى يَاكَعْبُ إِذَ كُنْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَأَنْتَ فِىْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتَ الصَّلَاةَ ـ

(৩১৭) কা'আব ইবন্ আজরাতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার আঙ্গুল অঙ্গীভূত করে মসজিদে বসা ছিলাম এমন সময় রাসূল (সা) আমার নিকট প্রবেশ করেন। তিনি আমাকে বললেন, কা'আব! আঙ্গুল অঙ্গীভূত করে বসবে না, অন্য নামাযের অপেক্ষা করা পর্যন্ত তুমি নামাযরত অবস্থায় আছ।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী ইবন্ মাজাহ, সহীহ ইবনে হাব্বান।]

(٣١٨) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى (اْلاَشْعَرِىِّ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِالسِّهَامِ فِىْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْمَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوْا بِالْاَنْصَالِ لَاتَجْرَحُوْبِهَا أَحَدًا (وَعَنْهُ عَنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِسُوْقٍ أَوْمَجْلِسٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا ثَلَاثًا قَالَ أَبُوْمُوْسَى فَمَازَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى سَدَّدَبِهَا بَعْضُنَا فِىْ وُجُوْهِ بَعْضٍ ـ

(৩১৮) আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, তোমরা যখন তীরসহ মুসলমানদের বাজার ও মসজিদেসমূহ অতিক্রম কর তখন তীরের ফলাগুলো মুঠ করে ধর। তীর দ্বারা কাউকে (শরীরে) আঘাত দিও না। (তাঁর থেকে দ্বিতীয় বর্ণনা আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তীরসহ কোন বাজার অথবা মসজিদ অথবা মজলিশ অতিক্রম করে সে যেন তীরের ফলাগুলো মুষ্টি বদ্ধ করে ধরে রাখে এ কথা তিনি তিন বার বলছেন, আবূ মূসা বলেন,এটা আমাদের জন্য বিপদে পরিণত হয়, শেষ পর্যন্ত আমাদের একে অপরের উপর তা ব্যবহার করে। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্]

(٣١٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَبِى سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا؟ فَقَالَ نَعَمْ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ بَنَّةَ الْجُهَنِىِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ فِى الْمَسْجِدِ أَوْفِى الْمَجْلِسِ يَسُلُّوْنَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ يَتَعَاطُوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُوْدٍ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ أَوْلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هٰذَا فَإِذَا سَلَلْتُمُ السَّيْفَ فَلْيَغْمِدْهُ الرَّجُلُ ثُمَّ لِيُعْطِهِ كَذَالِكَ ـ

(৩১৯) আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, আমি আমিরকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জাবিরকে বলতে শুনেছ যে, এক ব্যক্তি তীর সাথে করে মসজিদ অতিক্রম করছিল, তখন নবী (সা) তাঁকে বললেন, তুমি তীরের ফলাগুলো মুঠ করে ধরবে। সে বলল, হ্যাঁ, (অন্য বর্ণনায়,) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, বান্নাতা আল জুহানী তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূল (সা) একটি গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে উন্মুক্ত তলোয়ার বহন করে অনুশীলন করতে করতে মসজিদ অথবা মজলিশ অতিক্রম করতে দেখেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, যারা এ কাজ করবে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ! আমি কি তোমাদেরকে এ ধরনের কাজ থেকে সতর্ক করি নি? সুতরাং তোমরা যখন তলোয়ার বহন করবে তখন তা কোষ বদ্ধ করে যথাস্থানে রাখবে। [বুখারী, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ।]

(৩২০) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ، إِذَا كَانَ فِى الْمَسْجِدِ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَّ بِهِ كَمَا يَبِسُّ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ زَنَقَهُ أَوْ أَلْجَمَهُ قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ فَأَنْتُمْ تَرَوْنَ ذَالِكَ أَمَّا الْمَزْنُوْقُ فَتَرَاهُ مَائِلاً كَذَا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ وَأَمَّا الْمَلْجُوْمُ فَفَاتِحٌ فَاهُ لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(৩২০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে থাক, তখন শয়তান তাকে সুঁড়সুঁড়ি দিতে থাকে, যেমন কোন ব্যক্তি তার বাহনকে সুঁড়সুঁড়ি দেয়। যখন সে তাকে বশে আনতে পারে তখন খুঁটির সনে তাকে বেঁধে রাখে অথবা মুখে লাগাম লাগিয়ে দেয়। আবূ হুরায়রা, বলেন, তোমরা তা দেখতে পাও আর তোমরা এমন বাঁকা অবস্থায় দেখতে পাবে যে, সে আল্লাহর ইবাদত করতে পারছে না। আর লাগাম পরিহিতকে দেখতে পাবে খোলা থাকলেও সে আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হচ্ছে না, (অর্থাৎ শয়তান মসজিদের সকলস্থানে অবস্থান করে যাতে মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে)।

[হাদীসটি এ শব্দে অন্যত্র পাওয়া যায় নি, হাইসুমীর মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে বলেন, হাদীসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত, বর্ণনাকারীগণ সহীহ্।]

(৫) بَابُ تَنْزِيْهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْأَقْذَارِ

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ থেকে ময়লা পরিষ্কার করা প্রসঙ্গে

(৩২১) عَنْ سَعْدِبْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبْ نَخَامَتَهُ أَنْ تُصِيْبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْثَوْبَهُ فَتُؤْذِيَهُ ـ

(৩২১) সা'আদ ইবন্ আবি ও ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যদি মসজিদে থুথু ফেলে সে যেন তা মুছে নেয়। যাতে কারো শরীর অথবা কাপড়ে লাগলে সে কষ্ট না পায়। [আহমদ, হাদীসের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।]

(৩২২) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِى الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ، وَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ فَلاَيَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، ثُمَّ دَعَا بِعُوْدٍ فَحَكَّهُ ثُمَّ دَعَا بِخَلُوْقٍ فَخَضَبَهُ ـ

(৩২২) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মসজিদে নামায আদায় করছিলেন। সে সময় সামনে থুথু দেখতে পান, নামায শেষে তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে নামায পড়ে তখন সে আল্লাহর

সাথে চুপিসারে কথা বলতে থাকে। আর আল্লাহ তার সামনে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তার সামনের দিকে কিংবা ডান দিকে কফ না ফেলে। অতঃপর তিনি একটি কাঠি আনলেন এবং নিজ হাতে তা পরিষ্কার করলেন, তারপর সুগন্ধি আনতে বললেন এবং তা লাগিয়ে দিলেন। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ]

(٣٢٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَرْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِى ثَوْبِهِ ـ

(৩২৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি মসজিদে থুথু ফেলে, তাহলে তা ঢেকে দিবে, যদি তা না কর তাহলে তার রুমাল বা কাপড়ে ফেলবে।

[বুখারী, মুসলিম, ইবন্ মাজাহ্।]

(٣٢٤) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَقَالَ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ـ

(৩২৪) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) মসজিদের কিবলার দিকে থুথু বা কফ দেখলেন। তখন তিনি তা নিজে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর সামনের দিকে ও ডান দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, সে যেন তার বা দিকে অথবা বাম পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

[বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ্।]

(٣٢٥) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْعَرَاجِيْنُ أَنْ يَمْسِكَهَا بِيَدِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِى يَدِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا فَرَأَى نُخَامَاتٍ فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهُنَّ بِهِ حَتَّى أَنْقَاهُنَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَبْصُقَ فِى وَجْهِهِ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هٰكَذَا وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَتَفَلَ يَحْيَى فِى ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ ـ

(৩২৫) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) শুকনো খেজুরের ডাল হাতে রাখা পছন্দ করতেন, একদিন তিনি এ ধরনের একটি ডাল হাতে করে মসজিদে প্রবেশ করে কিবলার দিকে কফ দেখতে পেলেন, তিনি ডাল দ্বারা তা ভাল করে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর রাগান্বিত হয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমাদের কেউ সামনে এসে কেউ তার মুখে থুথু ফেলুক তা পছন্দ কর? তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় সে তখন তার প্রভুকে সামনে নিয়ে দাঁড়ায় আর ফেরেশ্তা তার ডান দিকে থাকেন। কাজেই সে যেন তার সামনের দিকে এবং ডান দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম পায়ের নীচে অথবা বাম দিকে থুথু ফেলে। যদি পায়ের নীচে অথবা বাঁ দিকে ফেরতে সমর্থ না হয় তাহলে এরূপ করবে যে, চাদরে থুথু ফেলে রগড়াবে। একথা শুনে ইয়াহ্ইয়া থুথু তার কাপড়ে ফেলে রগড়ালেন। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্, আবূ দাউদ]

(٣٢٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ـ

(৩২৬) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বললেন, মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ্র কাজ এবং এর কাফ্ফারা হলো ঢেকে দেয়া। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ।]

(٣٢٧) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَايَتْفُلَنَّ أَحَدٌ وَمِنْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ أُبْنُ جَعْفَرٍ فَلَا يَتْفُلْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ـ

(৩২৭) তাঁর (আনাস ইবন্ মালিক (রা)) থেকে আরও বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে থাকে সে তার প্রভুর সাথে চুপিসারে কথা বলে, সুতরাং তোমাদের কেউ যেন ডান দিকে থুথু না ফেলে। ইবন্ জা'ফর বলেন, সে যেন সামনে এবং ডানে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন বাঁ দিকে অথবা দু'পায়ের নীচে ফেলে। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।]

(٣٢٨) عَنْ أَبِي غَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ سَيِّئَةٌ وَدَفْنُهُ حَسَنَةٌ ـ

(৩২৮) আবূ গালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ উমামাকে বলতে শুনেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ্র কাজ এবং তা ঢেকে দেয়া নেক কাজ।

[হাইসুমী, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি মুসানাদে আহমদ, তাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(٣٢٩) عَنْ أَبِي سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ عَرَكَهَا بِرِجْلِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْزُقُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ـ

(২২৯) আবূ সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওয়াছিলা ইবন্ আসকা'আকে দামেশকের মসজিদে নামায আদায় করার সময় বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলতে তার পা দিয়ে মর্দন করতে দেখেছি। আমি নামায শেষ করে তাঁকে জিজ্ঞেসা করলাম, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর এক সাহাবী হয়ে মসজিদে থুথু ফেললেন? তিনি বললেন, আমি এরূপ রাসূল (সা)-কে করতে দেখেছি।

[আহমদ আবদুর রহমান বলেন, হাদীসটি আমি অন্য কোথাও পাই নি। হাদীসটির সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন।]

(٣٣٠) عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَسَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ لَايُصَلِّ لَكُمْ، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَالِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ أَذَيْتَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(৩৩০) আবূ সাহ্লাহ সায়িব ইবন্ খাল্লাদ (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়ের নামাযে ইমামতি করছিলেন, সে সময় তিনি কিবলার দিকে থুথু ফেললেন, রাসূল (সা) তা দেখলেন, লোকটি নামায শেষ করলে রাসূল (সা) বললেন, সে যেন তোমাদের ইমামতি না করে। লোকটি পুনরায় তাঁদের নামায পড়াতে চাইলো।

কিন্তু লোকেরা তাকে নিষেধ করল এবং আল্লাহর রাসূলের নিষেধের কথা তাকে জানাল লোকটি রাসূল (সা)-এর নিকট জানতে চাইলো। তখন রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ (আমি বলেছি।) আবূ সাহ্‌লা বলেন, আমার মনে হয় রাসূল (সা) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিয়েছ।

[আবূ দাউদ, ইবন্ হাব্বান হাদীসের সনদ উত্তম, তাবারানী "মু'জামুল কাবীরে" ইবন্ উমর (রা) থেকে উত্তম সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٣٣١) عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ أُمَّتِى بِأَعْمَالِهَا حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ فَرَأَيْتُ فِى مُحَاسِنِ أَعْمَالِهَا إِمَاطَةَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَرَأَيْتُ فِى شَىْءٍ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِى الْمَسْجِدِ لَاتُدْفَنُ ـ

(৩৩১) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার সম্মুখে আমার উম্মতের ভাল কাজ ও মন্দ কাজ উপস্থাপন করা হয়েছিল, আমি তাদের ভাল কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস তুলে ফেলা, আর মন্দ কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম মসজিদে থুথু যা ঢেকে ফেলা হয় নি। [মুসলিম, ইবনে মাজাহ্।]

(٣٣٢) عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَاتَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِيْنِكَ، وَلَكِنْ اَبْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَحَتَ قَدَمَيْكَ وَادْلُكْهُ ـ

(৩৩২) তারিক ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, নামায পড়ার সময় কেউ যেন সামনের দিকে বা ডান দিকে থুথু না ফেলে বরং অন্য সময় হলে সে যেন বাঁ দিকে অথবা (পায়ের নীচে) ফেলে মর্দন করে দেয়। [আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ।]

(٦) بَابٌ : صِيَانَةُ الْمَسَاجِدِ مِنَ الرَّوَائِحِ الْكَرِهَةِ ـ

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ দুর্গন্ধময় জিনিস থেকে মসজিদকে সংরক্ষণ করা প্রসঙ্গে

(٣٣٣) عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِىْ خُطْبَةٍ لَهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُوْنَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَاأَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيْثَتَيْنِ هَذَا الثُّوْمُ وَالْبَصَلُ وَايْمُ اللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِدُرِيحًا مِنْ الرَّجُلِ فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ الْبَقِيْعِ، فَمَنْ أَكَلَهَا لَابُدَّ فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا ـ

(৩৩৩) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক জুমু'আর খুতবায় বলেন, হে লোক সকল, তোমরা দু'টি জিনিস (সব্জি) খেয়ে থাক। আমার দৃষ্টিতে ওদু'টো খারাপ জিনিস। তা হলো পিঁয়াজ ও রসুন। আল্লাহর কসম আমি দেখেছি, রাসূল (সা) কোন লোকের (মুখ) থেকে এর গন্ধ পেলে তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন, ফলে তার হাত ধরে তাকে মসজিদ থেকে বের করে বাকী নামক কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হত, তাই যে ব্যক্তি এ দু'টো জিনিস খেতে চায়, সে যেন রান্না করে গন্ধ দূর করে নেয়। [মুসলিম, নাসায়ী।]

(٣٣٤) عَنْ اَبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَايَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ.

(৩৩৪) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে এই সব্জি অর্থাৎ রসুন জাতীয় কিছু খায় সে যেন মসজিদের কাছেও না আসে। [বুখারী, মুসলিম।]

(٣٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّوْمَ فَلَايُؤْذِيْنَا فِيْ مَسْجِدِنَا، وَقَالَ فِيْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤْذِيْنَا بِرِيْحِ الثُّوْمِ -

(৩৩৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই সব্জি অর্থাৎ রসুন জাতীয় জিনিস খাবে সে যেন আমাদের মসজিদে এসে আমাদের কাউকে কষ্ট না দেয়। অন্য হাদীসে তিনি বলেন, সে যেন মসজিদের কাছেও না আসে এবং রসুনের গন্ধ দিয়ে আমাদেরকে কষ্ট না দেয়। [মুসলিম।]

(٣٣٦) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ وَقَعْنَا فِيْ تِلْكَ الْبَقْلَةِ فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيْدًا وَنَاسٌ جِيَاعٌ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيْحَ، فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيْثَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ ! فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ - إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ تَحْرِيْمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ وَلٰكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيْحَهَا -

(৩৩৬) আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বর বিজয়ের অভিযান চলছিল, তখন আমরা সেখানে একটি সজীব জায়গায় অবস্থান করছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা প্রচুর পরিমাণ সব্জি (পিঁয়াজ, রসুন) খেলাম, তারপর মসজিদে নামায পড়তে গেলাম। তখন রাসূল (সা) তার গন্ধ পান, তখন তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এ খারাপ জিনিস (অর্থাৎ পিঁয়াজ-রসুন) কিছু খায় সে যেন আমার মসজিদের কাছেও না আসে, তখন লোকেরা বলল, হারাম করা হয়েছে, হারাম করা হয়েছে। রাসূল (সা) লোকদের এ কথা জানতে পেরে বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ যা হালাল করেছেন সেটা হারাম করা আমার জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এটা এমন একটি সব্জি যার গন্ধ আমি অপছন্দ করি। [মুসলিম।]

(٣٣٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوبَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ -

(৩৩৭) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিঁয়াজ খাবে সে যেন আমাদের থেকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। বরং সে তার ঘরে বসে থাকে।

[বুখারী, মুসলিম।]

(٣٣٨) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَكَلْتُ ثُوْمًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِيْ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى قُمْتُ أَقْضِيْ فَوَجَدَ رِيْحَ الثُّوْمِ - فَقَالَ مَنْ أَكَلَ هٰذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَايَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتّٰى يَذْهَبَ رِيْحُهَا قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ عُذْرًا نَاوِلْنِيْ يَدَاكَ قَالَ فَوَجَدْتُهُ وَاللّٰهِ سَهْلًا فَنَاوَلَنِيْ يَدَهُ فَأَدْخَلَهَا فِيْ كُمِّيْ إِلَى صَدْرِيْ فَوَجَدَهُ مَعْصُوْبًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ عُذْرًا -

(৩৩৮) মুগীরা ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুন খেয়ে নবী (সা)-এর মসজিদে নামায পড়তে এসে দেখি এক রাকা'আত শেষ হয়ে গেছে, রাসূলের নামায শেষে বাকী এক রাকা'আত পূরণ করার জন্য

আমি দাঁড়ালাম এমতাবস্থায় রাসূল (সা) রসুনের গন্ধ ফেলেন, তখন বললেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের সব্জি (পিঁয়াজ-রসুন খায় সে যেন গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমার মসজিদের নিকটেও না আসে।

মুগীরা বলেন, নামায শেষে আমি রাসূলের নিকট বললাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার একটা সমস্যা আছে, আপনি আপনার হস্ত প্রসারিত করে দেখুন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাঁকে অত্যন্ত নম্র পেলাম। তিনি তাঁর হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আস্তিনের ভিতর দিয়ে আমার বুকের দিকে হাত প্রসারিত করলেন। আমাকে অসুস্থ দেখতে পেলেন, অতঃপর বললেন, তোমার ওযর আছে অর্থাৎ অনুমোদন রয়েছে। [আবূ দাউদ, তিরমিযী]

(٧) بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا تُصَانُ عَنِ الْمَسَاجِدِ ـ

(৭ম) পরিচ্ছেদ ঃ যে সব কাজ থেকে মসজিদ হিফাজত করা আবশ্যক

(٣٣٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الضَّالَّةُ وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ـ

(৩৩৯) আমর ইবন্ শু'আইব (রা) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে, কবিতা আবৃত্তি করতে, হারানো জিনিস খোঁজ করতে, এবং জুমু'আর দিন নামাযের পূর্বে (গ্রুপ গ্রুপ হয়ে) বসতে নিষেধ করেছেন।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।]

(٣٤٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالْاشْتِرَاءِ فِى الْمَسْجِدِ ـ

(৩৪০) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [ইবন্ মাজাহ, তাঁর হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٣٤١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِى الْمَسْجِدِ ضَالَّةً فَلْيَقُلْ لَهُ لَا أَدَّهَا اللّٰهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا ـ

(৩৪১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে মসজিদে হারানো জিনিস খুঁজতে শুনতে পায়, তাহলে সে যেন বলে, আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফেরত না দেন। কেননা, মসজিদ একাজের জন্য বানানো হয় নি। [মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ।]

(٣٤٢) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِىِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ فِى الْمَسْجِدِ مَنْ دَعَا لِلْجَمَلِ الْأَحْمَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدْتَهُ لَا وَجَدْتَهُ إِنَّمَا بُنِيَتْ هٰذِهِ الْبُيُوْتُ قَالَ مُؤَمَّلٌ هٰذِهِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ ـ

(৩৪২) সুলাইমান ইবন্ বুরাইদা (রা) তিনি তাঁর বাবা বুরাইদা আস্‌লামী থেকে বর্ণনা করেন, মরুবাসী মসজিদে বলছিল, সে ফজরের পরে লাল বর্ণের উটের প্রতি আহবান চালালো? তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমার উট যেন না পাও তোমার উট যেন না পাও। এ ঘর গুলো তৈরী করা হয় মুয়াম্মাল বলেন, এ মসজিদসমূহ তৈরী করা হয়েছে, যে উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে তার (অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগীর) জন্য। [মুসলিম।]

(٣٤٣) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُقَامُ الْحُدُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ وَلَايُسْتَقَادُ فِيْهَا وَلَا يُنْشَدُ فِيْهَا الْأَشْعَارُ ـ

(৩৪৩) হাকীম ইবন্ হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, মসজিদে শাস্তির বিধান কায়েম করা (মৃত্যুদণ্ড দেয়া) যাবে না। (এক মারফূ' বর্ণনায় আছে) এবং তাতে কবিতা আবৃত্তি করা যাবে না।

[আবূ দাউদ, সুনানে দারুকুতনী, মুস্তাদরাক হাকিম, সুনানে বায়হাকী। বুলুগুল মারাম গ্রন্থকার বলেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

(٣٤٤) عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ اَبْنَةِ سُفْيَانَ وَهِىَ أُمُّ بَنِى شَيْبَةَ الْاَكَابِرِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ بَايَعْتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا شَيْبَةَ فَفَتَحَ فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ وَرَجَعَ وَفَرَغَ رَجَعَ شَيْبَةُ إِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجِبْ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ فِى الْبَيْتِ قَرْنًا فَغَيِّبْهُ قَالَ مَنْصُوْرٌ فَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ عَنْ أُمِّى عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ بِنْتِ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِى الْحَدِيْثِ فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِى أَنْ يَكُوْنَ فِى الْبَيْتِ شَىْءٌ يُلْهِى الْمُصَلِّيْنَ، وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أُمِّ مَنْصُوْرٍ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِى اَمْرَأَةٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ وَلَدَتْ عَامَّةَ أَهْلِ دَارِنَا، أَرْسِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّهَا سَأَلَتْ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ لَمْ دَعَاكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِىْ إِنِّى كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنِى الْكَبْشِ حِيْنَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَنَسِيْتُ أَنْ أَمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا فَخَمِّرْهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَكُوْنَ فِى الْبَيْتِ شَىْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّى قَالَ سُفْيَانُ لَمْ تَزَالَ قَرْنَا الْكَبْشِ فِى الْبَيْتِ حَتَّى اِحْتَرَقَ الْبَيْتُ فَاحْتَرَقَا ـ

(৩৪৪) উম্মু উসমান বিন্তে সুফিয়ান (রা) (তিনি বনি সাইবা গোত্রের পূর্ব পুরুষদের মা) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইবন্ আব্দির রহমান বলেন,উম্মু উসমান রাসূলে (সা) হাতে বায়'আত করেছিলেন। রাসূল (সা) শায়বাকে (উসমান ইবন্ তালহাকে) কা'বার দরজা খুলে দিতে বললেন, শায়বা দরজা খুলে দিলেন, রাসূল (সা) ঘরের ভিতর প্রবেশ করে কাজ শেষে ফিরে আসলেন শাইবাও ফিরে গেলেন। তারপর রাসূল (সা) উসমান ইবন্ তালহাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলেন তাঁকে বললেন, আমি কা'বা ঘরে শিং দেখতে পেলাম তুমি উহা অন্যত্র সরিয়ে নাও।

মানসূর বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবন্ মুসাফে আমার মায়ের সূত্রে বলেন, তিনি উম্মে উসমান বিনতে সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) উসমান ইবন্ তালহাকে বললেন, নামাযীদের অমনযোগী করে এমন জিনিস বায়তুল্লায় (মসজিদে) থাকা সমীচীন নয়। (দ্বিতীয় এক সূত্রে বর্ণিত।)

সুফিয়া বিনতে সাইবা (রা) অর্থাৎ মনসুরের মা বলেন, বনি সুলাইম গোত্রের এক মহিলা (তিনি উম্মে উসমান বিনতে সুফিয়ান) সংবাদ দিলেন (তিনি আমাদের পরিবারে প্রায় সকলের জন্মদাতা আদিমাতা।)

আল্লাহর রাসূল (সা) উসমান ইবন্ তালহার নিকট লোক পাঠালেন, একবার বলেন, তিনি নিজে উসমান ইবন্ তালহাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে রাসূল (সা) কেন ডাকলেন, তিনি আমাকে বললেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি কা'বার ঘরে প্রবেশ করে কা'বা ঘরে (বকরী) দু'টি শিং দেখতে পাই। কিন্তু তোমাকে সে দু'টি আড়াল করে রাখার নির্দেশ দিতে ভুলে গিয়েছি, তুমি অবশ্যই এ দু'টি আড়াল করে রাখবে, কারণ, নামাযীদের অমনোযোগী করে এমন জিনিস মসজিদে থাকা সমীচীন নয়, সুফিয়ান বলেন, শিং দু'টি (ইয়াযিদ ইবন্ মা'আবীয়ার যুগে) বায়তুল্লাহর ঘরে আগুন দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তারপর সে দিন পুড়ে যায়। [আবূ দাউদ, ও অন্যান্য।]

(٣٤٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ ـ

(৩৪৫) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কিয়ামত কখনো কায়েম হবে না যতক্ষণ না মানুষ মসজিদ নিয়ে একে অপরের সাথে অহংকার ও গর্বে লিপ্ত হবে।

[সহীহ ইবন্ খুযাইমা, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইবন্ মাজাহ্, ইবন্ খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।]

(٣٤٦) عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقُمْلَةَ فِيْ ثَوْبِهِ فَلْيَصُرَّهَا وَلَايُلْقِهَا فِي الْمَسْجِدِ ـ

(৩৪৬) হাদরামী ইবন্ লাহিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আনসারের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার কাপড়ে উকুন দেখবে সে যেন তা বাইরে নিক্ষেপ করে। মসজিদে নিক্ষেপ না করে।

[হাদীসটি হাইসুমী, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ বর্ণনা করে বলেন, এটা ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এবং তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٣٤٧) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِي بْنَ كُرْزٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ وَجَدَ رَجُلٌ فِيْ ثَوْبِهِ قُمْلَةً فَأَخَذَهَا لِيَطْرَحَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَفْعَلْ أُرْدُدْهَا فِيْ ثَوْبِكَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ـ

(৩৪৭) তালহা ইবন্ উবায়দুল্লাহ অর্থাৎ ইবন্ কুরয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মক্কার কুরাইশদের জনৈক সম্মানিত ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার কাপড়ে উকুন দেখে তা মসজিদে ফেলার জন্য নিলেন। তখন রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, এমন করো না, উহা এখন তোমার কাপড়ে উঠিয়ে নাও মসজিদের বাইরে গেলে তখন ফেলে দিও।

[হাইসুমী, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এবং তার বর্ণনাকারী-গণ নির্ভরশীল, তবে তার মধ্যে মুহাম্মদ ইবন্ ইসহাক عَنْ عَنْ করে বর্ণনা করেছেন। তিনি এরূপ বর্ণনার "তাদলীস" কারণে গ্রহণযোগ্য নন।]

(٣٤٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُهُ مَهْ مَهْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَاتَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْبَوْلِ وَالْخَلَاءِ أَوْكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ قُمْ فَأْتِنَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشُنَّهُ عَلَيْهِ فَأَتَاهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ ـ

(৩৪৮) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর সাথীদের নিয়ে মসজিদে বসা ছিলেন,এ সময় একজন মরুবাসী এসে মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন রাসূলের সাথীরা বললেন, আরে কি ব্যাপার থাম থাম। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন, তাকে পেশাব শেষ করতে দাও। পেশাব শেষ হলে রাসূল (সা) তাকে ডেকে বললেন, এটা মসজিদ এখানে পায়খানা, পেশাব ও ময়লা ফেলা উচিত নয়, অথবা রাসূল (সা) বললেন,

মসজিদ কুরআন পাঠ, আল্লাহর যিকির, ও নামাযের স্থান তারপর রাসূল (সা) এক ব্যক্তিকে বললেন, যাও এক বালতি পানি নিয়ে এর ওপর ঢেলে দাও। তখন সে ব্যক্তি এক বালতি পানি নিয়ে তার ওপর ঢেলে দিল। [বুখারী, মুসলিম।]

(٨) بَابُ مَايُبَاحُ فِعْلُهُ فِى الْمَسَاجِدِ ـ

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে যে সব কাজ বৈধ

(٣٤٩) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ فِى الْمَسْجِدِ نَقِيْلُ فِيْهِ وَنَحْنُ شَبَابٌ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ قَالَ مَاكَانَ لِى مَبِيْتٌ وَلاَ مَاوَى عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ ـ

(৩৪৯) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে আমরা মসজিদে ঘুমাতাম, ও কাইলুলা (বিশ্রাম করতাম।) অথচ আমরা যুবক ছিলাম। (তাঁর থেকে দ্বিতীয় একটি বর্ণনায় আছে) তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে আমার নিদ্রা ও থাকার স্থান মসজিদেই ছিল। [বুখারী, নাসাঈ, আবূ দাউদ।]

(٣٥٠) عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِى الْمَسْجِدِ عَلَى ظَهْرِهِ وَاضِعًا أُحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ـ

(৩৫০) আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (রা) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (সা)-কে এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে পিঠের উপর চিত হয়ে মসজিদে শোয়া অবস্থায় দেখেছেন। [বুখারী, মুসলিম।]

(٣٥١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْتَجَمَ فِىْ الْمَسْجِدِ قُلْتُ لِإِبْنِ لِهِيْعَةَ فِىْ مَسْجِدِ بَيْتِهِ؟ قَالَ لاَ، فِىْ مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(৩৫১) যায়েদ ইব্‌ন সাবিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মসজিদে শিঙ্গা লাগান। আমি (ইসহাক ইবন ঈসা) বলেন, ইব্‌ন লাহিয়াকে, একজন রাবী) জিজ্ঞেসা করলাম, তা কি তাঁর ঘরের মসজিদের? তিনি বললেন, না, রাসূলের মসজিদে।

[হাইসুমী হাদীসটি মাজমাউয্‌ যাওয়ায়েদে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইব্‌ন লাহাইয়া আছেন। তিনি বিতর্কিত রাবী।]

(٣٥٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُوْنَ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ يَاعُمَرُ فَإِنَّهُمْ بَنُوْأَرْفِدَةَ

(৩৫২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মসজিদে প্রবশ করলেন, তখন হাবশার লোকেরা মসজিদে খেলা করছিল। (বর্শা বল্লম নিয়ে খেলা করছিল) উমর (রা) তাদেরকে তিরস্কার করলেন, তখন নবী (সা) বললেন, উমর! তাদেরকে খেলতে দাও, কারণ তারা হলো বনু আরফেদা। [বুখারী, মুসলিম।]

(٣٥٣) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يَنْشُدُ (وَفِى رِوَايَةٍ وَهُوَ يَنْشُدُ الشِّعْرَ) فِىْ الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ فَقَالَ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْشُدُ الشِّعْرَ؟ قَالَ كُنْتُ أَنْشُدُ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ اَلْتَفَتَ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَجِبْ عَنِّى اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ (زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ قَالَ فَانْصَرَفَ عُمَرُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ يُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(৩৫৩) সাঈদ ইবন্ মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) হাস্সান ইবন্ সাবিত (রা)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে মসজিদে আবৃত্তি করতে (অন্য বর্ণনায় কবিতা আ্বত্তি করতে দেখলেন) তখন তাঁর দিকে তির্ষক দৃষ্টিতে তাকালেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলের মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছ? তিনি (হাস্সান) বললেন, আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম তখন তোমার চেয়েও উত্তম ব্যক্তি (রাসূল (সা) উপস্থিত থাকতেন, অতঃপর আবূ হুরায়রার দিকে তাকালেন, এবং বললেন, আবূ হুরায়রা আপনি রাসূল (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন কি? (হে হাস্সান,) আমার পক্ষ থেকে উত্তর দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে জিব্রাঈল দ্বারা সাহায্য করো। আবূ হুরায়রা বলেন, হ্যাঁ (অন্য বর্ণনায় আছে,) রাবী, বলেন, উমর তখন ঐ স্থান ত্যাগ করেন, এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, (তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি বলে) রাসূল (সা)-কে বুঝিয়েছেন।

[বুখারী, মুসলিম, হাকিম মুস্তাদরক গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ্।]

(٩) بَابُ النَّهْىُ عَنْ اِتِّخَاذِ قُبُوْرِ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مَسَاجِدَ لِتَبَرُّكِ وَالتَّعْظِيْمِ -

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ নবী ও নেককার লোকদের কবরকে সম্মান ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ বানানো নিষিদ্ধ

(٣٥٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهُمَا قَالَ لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يُلْقِى خَمِيْصَتَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا أُغْتَمَّ رَفَعْنَاهَا عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ تَقُوْلُ عَائِشَةُ يُحَذِّرُهُمْ مِثْلَ الَّذِى صَنَعُوْا-

(৩৫৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) ও আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, রাসূল (সা) এর মৃত্যুপীড়া শুরু হলে তিনি বার বার নিজের একটি চাদর তাঁর মুখমণ্ডলের ওপর টেনে নিচ্ছিলেন। যখন তিনি সম্পূর্ণ ঢেকে দিলেন তখন আমরা সেটি মুখ হতে সরিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন, ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। কেননা, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। আয়িশা (রা) বলেন, একথা দ্বারা তিনি (তাঁর উম্মতকে) তাদের অনুরূপ করা থেকে সতর্ক করে ছিলেন। [বুখারী, মুসলিম।]

(٣٥٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ وَأُمَّ سَلْمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ (وَفِى رِوَايَةٍ تَذَاكَرُوْا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا فِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ) فِيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُوْلٰئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُوْلٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

(৩৫৫) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালমা (রা) এক গির্জার কথা বর্ণনা করলেন, যা তাঁরা আবিসিনিয়ায় দেখেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাঁরা তা মহানবীর অসুস্থ অবস্থায় সামনে আলোচনা করলেন, উম্মু সালামা ও উম্মু হাবিবা আবিসিনিয়ার এক গির্জার কথা বললেন, যা তাঁরা সেখানে দেখেছিলেন। সে গির্জায় ছিল কিছু ভাস্কর্য বা মূর্তি, তখন রাসূল (সা) বললেন, তাদের মধ্যে যখন কোন সৎ লোক মারা যেত, তখন তারা তার কবরকে মসজিদে পরিণত করত এবং সেখানে তার ঐ সব প্রতিমূর্তি স্থাপন করতো পরকালে তারা হবে আল্লাহ্র নিকট সর্বনিকৃষ্ট। [বুখারী, মুসলিম।]

(٣٥٦) وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ حِيْنَ اشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَتْ فَهُوَ يَضَعُهَا مَرَّةً عَلَى وَجْهِهِ وَمَرَّةً يَكْشِفُهَا عَنْهُ وَيَقُوْلُ قَاتَلَ اللّٰهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَرِّمُ ذَالِكَ عَلَى أُمَّتِهِ ـ

(৩৫৬) আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যখন প্রচণ্ড মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়, তখন একটি (কালো) চাদর তাঁর গায়ে ঝড়ানো ছিল। তিনি একবার তাঁর দ্বারা মুখ ঢেকে নিতেন আবার খুলে ফেলতেন। এই অবস্থায় তিনি বললেন, আল্লাহ্ সে সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুন। কেননা তারা নিজেদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। এ কাজটি তিনি তাঁর উম্মতের জন্য হারাম ঘোষণা করলেন। [বুখারী, মুসলিম।]

(١٠) بَابٌ : جَوَازِ نَبْشِ قُبُوْرِ الْكُفَّارِ وَاتِّخَاذُ أَرْضِهَا مَسَاجِدًا ـ

(১০) পরিচ্ছেদ ঃ কাফিরদের কবর খনন করে সে জমিতে মসজিদ বানানো জায়িয

(٣٥٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي النَّجَّارِ وَكَانَ فِيْهِ نَخْلٌ وَخِرَبٌ وَقُبُوْرٌ مِنْ قُبُوْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَامِنُوْنِي فَقَالُوْا لَا نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا إِلَّا عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ وَبِالْحَرْثِ فَأُفْسِدَ وَبِالْقُبُوْرِ فَنُبِشَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذٰلِكَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ ـ

(৩৫৭) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) মসজিদের জায়গাটি ছিল বনি নাজ্জারদের। সেখানে পূর্ব থেকে কিছু খেজুর গাছ পোড়াবাড়ি ও জাহেলী যুগের কবর ছিল। রাসূল (সা) তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের জায়গাটি আমার নিকট বিক্রি কর। তারা বলল না, আল্লাহর শপথ, আমরা একমাত্র আল্লাহর নিকট এর বিনিময় চাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ মত খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হল ও কবরগুলো খেড়া হল, পোড়া বাড়িগুলো ঠিকঠাক করে সমতল করা হল, এর (মসজিদ তৈরী হওয়ার) পূর্বে রাসূল (সা) নামাযের সময় হলে ছাগল ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী। নাসাঈ, তাবারানী, এর সনদ উত্তম।]

(١١) بَابٌ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ ـ

(১১) পরিচ্ছেদ ঃ গির্জাকে মসজিদ বানানোর বৈধতা প্রসঙ্গে

(٣٥٨) عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَفَدْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَدَّعْنَا أَمَرَنِي فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَحَثَامِنْهَا ثُمَّ مَجَّ فِيْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَوْكَاهَا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ بِهَا وَانْضَحْ مَسْجِدَ قَوْمِكَ وَأْمُرْهُمْ أَنْ يَرْفَعُوْا بِرُؤُسِهِمْ أَنْ رَفَعَهَا اللّٰهُ قُلْتُ إِنَّ الْأَرْضَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ بَعِيْدَةٌ وَإِنَّهَا تَيْبَسُ قَالَ فَإِذَا يَبِسَتْ فَمُدَّهَا ـ

(৩৫৮) তালক ইবন্ আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দল রাসূল (সা)-এর সামনে গেলাম। বিদায়কালে তিনি আমাকে একটি পানির পাত্র আনার নির্দেশ দিলেন, আমি পানি ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসলাম, তিনি ওযূ করলেন এবং তিনবার কুল্লি করে পানি পাত্রে ফেললেন, তারপর রশি দিয়ে পাত্রের মুখ বেঁধে বললেন, পাত্রের পানি নিয়ে যাও এবং তেকামার গোত্রের মসজিদে (গির্জায়) ছিটিয়ে দিও এবং তাদেরকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বল, যেভাবে আল্লাহ্ উঁচু করেছেন। আমি বললাম, আমাদের ও আপনাদের ভূমির মধ্যে দূরত্ব অনেক। কাজেই তা ইতিমধ্যে শুকিয়ে যাবে। রাসূল বললেন, যদি শুকিয়ে যায় তাহলে তাতে আরও পানি ঢেলে দিও।

(١٢) بَابٌ مَاجَاءَ فِيْ اِتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوْتِ ـ

(১২) পরিচ্ছেদ ঃ বাড়িতে মসজিদ তৈরী করার প্রসঙ্গে

(٣٥٩) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ فِي دِيَارِنَا وَأَمَرَنَا أَنْ نُنَظِّفَهَا ـ

(৩৫৯) সামুরাহ ইবন্ জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে আমাদের মহল্লায় (বাড়িতে) মসজিদ তৈরী করতে এবং তা পরিষ্কার। পরিচ্ছন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, তিনি হাদীসটি সহীহ, বলে মন্তব্য করেন।]

(٣٦٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبُنْيَانِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَمَرَبِهَا أَنْ تُنَظَّفَ وَتَطَيَّبَ ـ

(৩৬০) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মহল্লায় বা (বাড়িতে) মসজিদ তৈরী করতে এবং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ও সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দেন।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হাব্বান, এর সনদ উত্তম।]

(٣٦١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَبِي مِنَ الشَّامِ وَافِدًا وَانَا مَعَهُ فَلَقِيْنَا مَحْمُوْدُ بْنَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَ اَبِي حَدِيْثًا عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبِي أَيْ بُنَيَّ اَحْفَظْ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَاِنَّهُ مِنْ كُنُوْزِ الْحَدِيْثِ فَلَمَّا قَفَلْنَا أنْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ حَيٌّ وَإِذَا شَيْخٌ أَعْمٰى مَعَهُ، قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْحَدِيْثِ فَقَالَ نَعَمْ، ذَهَبَ بَصَرِيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ بَصَرِيْ وَلاَ أَسْتَطِيْعُ الصَّلاَةَ خَلْفَكَ فَلَوْ بَوَّأْتَ فِيْ دَارِيْ مَسْجِدًا فَصَلَّيْتَ فِيْهِ فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى قَالَ نَعَمْ فَاِنِّي غَادٍ عَلَيْكَ غَدًا، قَالَ فَلَمَّا صَلَّى مِنَ الْغَدِ الْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَامَ حَتَّى أَتَاهُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ فَجَاءَ هُوَ وَأَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ) فَقَالَ يَاعِتْبَانُ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُبَوِّئَ لَكَ فَوَصَفَ لَهُ مَكَانًا فَبَوَّأَ لَهُ وَصَلَّى فِيْهِ ثُمَّ حُبِسَ أَوْجَلَسَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ فَاحْتَبَسُوْا عَلَى طَعَامٍ) وَبَلَغَ مَنْ حَوْلَنَا مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاؤُا حَتَّى مُلِئَتْ عَلَيْنَا الدَّارُ فَذَكَرُوْا الْمُنَافِقِيْنَ وَمَايَلْقَوْنَ مِنْ أَذَاهُمْ وَشَرِّهِمْ حَتَّى صَيَّرُوْا أَمْرَهُمْ إِلَى رَجُلٍ، مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ (وَفِيْ رِوَايَةِ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ) وَقَالُوْا مِنْ حَالِهِ وَمِنْ حَالِهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ؟ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالُوْا إِنَّهُ لَيَقُوْلُهُ قَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ لَئِنْ قَالَهَا صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ لاَ تَأْكُلُهُ النَّارَ أَبَدًا قَالُوْا فَمَا فَرِحُوْا بِشَيْءٍ قَطُّ كَفَرْحِهِمْ بِمَا قَالَ وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْجِئْتَ صَلَّيْتَ فِيْ دَارِيْ أَوْ قَالَ فِيْ بَيْتِيْ لاَ تَّخَذْتُ مُصَلاَّكَ مَسْجِدًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فِيْ دَارِهِ أَوْ قَالَ فِيْ بَيْتِهِ، وَاجْتَمَعَ قَوْمُ عِتْبَانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرُوْا مَالِكَ بْنَ

الدُّخْشُم، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ وَإِنَّهُ يُعَرِّضُوْنَ بِالنِّفَاقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يَقُوْلُهَا عَبْدٌ صَادِقٌ بِهَا إِلاَّ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ النَّارُ ـ

(৩৬১) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বাবা সিরিয়া থেকে প্রতিনিধি হয়ে আসলেন, তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম, তখন আমাদের মাহমূদ ইবন্ রাবীর সাথে দেখা হল, তখন আমার বাবা ইতবান ইবন্ মালিক (রা) থেকে একটা হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, হে বৎস! এ হাদীসটি মুখস্ত কর এটি হলো হাদীসের খনি। অতঃপর সফর থেকে ফিরে আমরা যখন মদীনা পৌছলাম তখন তাঁর (ইতবান) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর সাথে ছিলেন এক অন্ধ বৃদ্ধ। তিনি বলেন, আমরা তাঁকে হাদীসটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ রাসূল (সা)-এর যুগে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমি রাসূল (সা)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি। আপনার পিছনে নামায পড়ার শক্তি আমার নেই, আপনি যদি আমার বাড়িতে একটি নামাযের জায়গা তৈরী করতেন, আর সেখানে নামায পড়তেন তা হলে আমি সেখানে নামাযের জায়গা ঠিক করে নিতাম।

রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, আগামীকাল আমি তোমার নিকট আসবো, তিনি বলেন, পরদিন নামায শেষে তাঁর দিকে ফিরলেন। তারপর উঠে তাঁর কাছে আসলেন। (অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি আবূ বকর ও উমর (রা) আসলেন তিনি এসে বসলেন, হে ইতবান! কোন জায়গাটি তুমি তোমার নামাযের জন্য নির্ধারণ করতে পছন্দ কর? তিনি ঘরের একটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করলেন, রাসূল (সা) সে স্থানটি নির্ধারণ করলেন এবং সেখানে নামায পড়লেন, তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, অথবা বসলেন, (অন্য বর্ণনায় আছে খাওয়ার জন্য তাঁকে কিছুক্ষণ আটকিয়ে রাখলাম, আমাদের প্রতিবেশী আনসারদের কাছে এ খবর পৌছে গেল। তখন তাঁরা চলে আসলো তাতে আমার ঘর ভরে গেল। তারা মুনাফিকদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট ও অসদাচরণ পাচ্ছিলেন তার বর্ণনা দিলেন, শেষ পর্যন্ত মালিক ইবন্ দুখসুমা নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রতি ইশারা করলেন, (অন্য বর্ণনায় তাঁর নাম দুখসুন, অথবা দুখাইসিন বর্ণিত হয়েছে) তারা তার বিভিন্ন অসৎ চরিত্রের বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন রাসূল (সা) নিরব ছিলেন।

তাঁরা যখন তার বেশী দোষ ত্রুটির কথা বলাবলি করছিলেন, তখন রাসূল (সা) বললেন, সে কি لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) এ কথার সাক্ষী দেয় না? এভাবে তিনি তিনবার বলার পর তাঁরা বললো, সে এ কথার সাক্ষ্য দেয়। তখন রাসূল (সা) বললেন, যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, যদি সে একনিষ্ঠ ও সত্য অন্তরে এ কথা বলে তাহলে জাহান্নামের আগুন কখনও তাকে ভক্ষণ করবে না। তারা বলে, একথা শুনে তারা এমনভাবে আনন্দিত হলেন, যা অতীতে কখনও হন নি। (অন্য বর্ণনায় আছে)

ছাবিত ইবন্ আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, ইতবান ইবন্ মালিকের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছিল তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আপনি যদি আমার ঘরে এসে নামায পড়তেন, অথবা বাড়িতে (নামায পড়তেন) তাহলে আপনার সে নামাযের জায়গাটি আমি আমার নামাযের স্থান করে নিতাম। তখন নবী (সা) আসলেন এবং তাঁর ঘরে নামায পড়লেন। অথবা বললেন, তাঁর বাড়িতে (নামায পড়লেন) তখন ইতবানের গোত্রের কিছু লোক ঘরে এসে নবী (সা)-এর কাছে একত্রিত হলেন। ইতবান বলেন, তারা মালিক ইবন্ দুখসুনের নাম উল্লেখ করে বল-লেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আকারে ইঙ্গিতে মুনাফিক হয়ে গেছে।

তখন রাসুল (সা) বললেন, তোমরা কি দেখ না সে لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই) এবং وَأَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ আমি আল্লাহর রাসূল একথার সাক্ষ্য দেয়? তারা বলল হ্যাঁ। রাসূল (সা) বলেন, যাঁর হাতে আমার

প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তি সত্য মনে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলবে, আল্লাহ তার জন্য দোযখের আগুন হারাম করে দিবেন। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্।]

(٣٦٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ضَخْمًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أُصَلِّى مَعَكَ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَبَسَطُوْا لَهُ حَصِيْرًا وَنَضَحُوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُوْدِ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى؟ قَالَ مَارَأَيْتُهُ صَلاَّهَا إِلاَّ يَوْمَئِذٍ ـ

(৩৬২) আনাস ইবন্ সিরীন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আনসারদের এক মোটা ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর সাথে নামায পড়তে অক্ষম ছিল। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর আমি আপনার সাথে নামায পড়তে অক্ষম। অতঃপর সে নবী (সা)-এর জন্য খাবার তৈরী করল এবং তার বাড়ীতে তাঁকে দাওয়াত দিল এবং তাঁর জন্য একটি চাটাই পেতে দিয়ে পানি ছিটিয়ে মুছে দিল। তখন তিনি (রাসূল সা)-এর ওপর দু'রাক'আত নামায পড়লেন জারুদ পরিবারের এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল রাসূল (সা) কি চাশ্তের নামায পড়তেন, তিনি বললেন, ঐ দিন ছাড়া আর কোন দিন তাঁকে এ নামায পড়তে দেখি নি।

[বুখারী, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হাব্বান, ইবন্ আবূ শাইবা।]

أَبْوَابُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ

চতর ঢাকার পরিচ্ছেদসমূহ

(١) بَابٌ : حَدُّ الْعَوْرَةِ وَبَيَانُهَا وَحُجَّةِ مَنْ قَالَ أَنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ

(১) পরিচ্ছেদ, সতরের বর্ণনা ও এর সীমা এবং যারা বলে যে রান সতরের অন্তর্ভুক্ত তাদের দলিল

(٣٦٣) ز ـ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَامَيِّتٍ.

৩৬৩. য, আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তুমি তোমার রান প্রকাশ করবে না আর জীবিত বা মৃত কারও রানের প্রতি তাকাবে না।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্ এবং হাকিম মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন হাদীসটি সহীহ্। কারণ পুরুষের রান তার সতরের অংশ]

(٣٦٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ، فَقَالَ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ ـ

(৩৬৪) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (রা) জনৈক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার রান খোলা দেখলেন। তখন তিনি বলেন, তোমার রান ঢেকে রাখ, কারণ পুরুষের রান তার সতরের অংশ।

[তিরমিযী, বুখারী হাদীসটি তালিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এর সনদে বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(٣٦٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشَرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ـ وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيْرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ ـ

(৩৬৫) আমার ইবন্ শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হয় তখন তোমরা তাকে নামাযের আদেশ দিবে। আর যখন দশ বছর হবে তখন নামাযের জন্য শাস্তি দিবে। এবং (এ বয়সের পর) বিছানা পৃথক করে দিবে। আর তোমাদের কেউ যদি তার দাসীকে তার দাস বা অধিনস্তের কাছে গিয়ে দেখ, তখন সে যেন তার সতরের প্রতি দৃষ্টি না দেয়। কারণ নাভির নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতরেরই অংশ। [আবূ দাউদ, হাকিম, সুনানে দারু কুতনী, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٣٦٦) عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَرْهَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ رَاٰى جَرْهَدًا فِى الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ قَدْ أَنْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَالَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ، وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ جَرْهَدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَخِذُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَوْرَةٌ وَعَنْهُ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَرَّبِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا كَاشِفٌ فَخِذِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ غَطِّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ.

(৩৬৬) যুর'আতা ইবন্ মুসলিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জরহাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) জরহাদকে মসজিদে চাদর গায়ে রান খোলা অবস্থায় দেখতে পান। তখন তিনি তাঁকে বললেন, রান সতরের অংশ, (দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে) আব্দুল্লাহ ইবন্ জরহাদ আসলামী থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা জরহাদ থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি মুসলমান ব্যক্তির রান তার সতরের অংশ। তার দ্বিতীয় একটি বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমার রান খোলা ছিল। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তা ডেকে রাখ কারণ তা সতরেরই অংশ।

[ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ইবনে হাব্বান, তিনি হাদীসটি সহীহ বলে এবং তিরমিযী হাসান বলে মন্তব্য করেন।]

(٣٦٧) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ خَتَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرْفِ فَخِذِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِّرْ فَخِذَكَ يَامَعْمَرُ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوْفَتَانِ فَقَالَ يَامَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ.

(৩৬৭) রাসূল (সা)-এর শ্যালক মুহাম্মদ ইবনে জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মসজিদের আঙ্গিনায় মা'মারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাপড় জড়ানো অবস্থায় তার রানের এক অংশ খোলা দেখতে পান। তখন তিনি তাঁকে বললেন, মা'মার! তোমার রান ঢেকে রাখ, কারণ রান সতরের অংশ (তার দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে) তিনি বলেন, রাসূল (সা) মা'মারের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম

রাসূল (সা) উভয় রান খোলা দেখতে পান, তখন তিনি বলেন হে মা'মার তুমি তোমার রান ঢেকে রাখ। কারণ রান দু'টি সতরের অংশ।

[হাকিমের মুস্তাদারক গ্রন্থে বুখারী তাঁর তারীখে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য]

(٢) بَابُ حُجَّةُ مَنْ لَمْ يَرَانَ الْفَخْذُوْ سُرَّةَ مِنَ الْعَوْرَةِ ـ

(২) পরিচ্ছেদঃ যারা রান ও নাভিকে সতর মনে করে না তাদের দলিল

(٣٦٨) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُوْ طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيْفُ أَبِيْ طَلْحَةَ فَأَجْرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِيْ لَتَمَسُّ فَخْذَىْ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذَيْ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّيْ لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذَيْ نَبِيِّ اللّٰهِ وَالْحَدِيْثُ ـ

(৩৬৮) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) খায়বারের অভিযান চালান, আমরা ভোরের অন্ধকারে সেখানে ফজরের নামায আদায় করি। অতঃপর রাসূল (সা) ঘোড়ায় চড়লেন, আবূ তালহাও চড়লেন। আমি আবূ তালহার পেছনে বসলাম, রাসূল (সা) খায়বারের গলিতে ঘোড়া পরিচালনা করলেন। তখন আমার হাঁটু আল্লাহর নবী (সা)-এর উরুর সাথে লাগছিল এবং আল্লাহ্র নবীর উরুদ্বয় থেকে পরিধেয় লুঙ্গি খুলে পড়েছিল, সে সময় আমি আল্লাহর নবীর উরুদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাই। [বুখারী মুসলিম]

(٣٦٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا كَاشِفًا عَنْ فَخْذِهِ فَأَسْتَأْذَنَ أَبُوْبَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ ثُمَّ أَسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ ثُمَّ أَسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَأَرْخَى عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، فَلَمَّا قَامُوْا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَسْتَأْذَنَ أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَذِنْتَ لَهُمَا وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ أَرْخَيْتَ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ أَلَا أَسْتَحِيْ مِنْ رَجُلٍ وَاللّٰهِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَحِيْ مِنْهُ ـ

(৩৬৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) উরু খোলা অবস্থায় বসা ছিলেন, সে সময় আবূ বকর (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি তাঁর অবস্থায় অনুমতি প্রদান করেন। তারপর উমর (রা) তারপর উসমান (রা) অনুমতি চান তখন তিনি তাঁর উরুর উপর কাপড় ঢেকে নিলেন, তারা যখন চলে গেলেন তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আবূ বকর ও উমর (রা) অনুমতি চাইলে আপনি ঐ অবস্থায় উভয়কে অনুমতি দিলেন, কিন্তু উসমান (রা) যখন অনুমতি চাইলেন তখন আপনি আপনার কাপড় উরুর উপর ছেড়ে দিলেন, রাসূল (সা) বললেন, (আয়িশা!) আমি কি এমন কোন ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, ফেরেশ্তাগণ যাকে দেখে লজ্জাবোধ করেন। [মুসলিম হাদীসটি বুখারী ও অজিফা হিসেবে বুখারীতে বর্ণনা করেছেন।]

(٣٧٠) عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَقِيَنَا أَبُوْهُرَيْرَةَ فَقَالَ أَرِنِيْ أُقَبِّلُ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فَقَالَ بِقَمِيْصِهِ قَالَ فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ ـ

(৩৭০) উমাইর ইবন্ ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আলীর ছেলে হাসান (রা)-এর সাথে ছিলাম সে সময় আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের সাথে মিলিত হলেন, তিনি বললেন, (হাসান) রাসূল (সা)-কে তোমার যেস্থানে চুমু খাইতে দেখেছি. সে স্থানটি চুমু খেতে আমাকে দেখিয়ে দাও, তখন তিনি তাঁর কাপড় তোললেন, রাবী বলেন, তখন তিনি তাঁর নাভিতে চুমু খেলেন।

[হাকিম (মুস্তাদরাক গ্রন্থে) বর্ণনা করেছেন, এর সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন। তবে হাকিম অন্য সূত্রে হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣) بَابٌ مَاجَاءَ فِي وُجُوْبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ -

(৩) অনুচ্ছেদঃ সতর ঢাকা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

(٣٧١) عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَامَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْمَامَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَلاَيَرَيَنَّهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَوَضَعَهَا عَلَى فَرْجِهِ -

(৩৭১) বাহায ইবন্ হাকিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সতরের কতটুকু ঢাকবো আর কতটুকু ছেড়ে দিব? রাসূল (সা) বললেন, তুমি তোমার সতরকে হিফাজত করবে, তবে তোমার স্ত্রী ও তোমার দাসী থেকে নয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! যদি লোকেরা একে অপরের মধ্যে থাকে (তাহলে কি করতে হবে?) তিনি বললেন, যদি তা কাউকে না দেখিয়ে থাকতে পার তাহলে কেউ যেন তা না দেখে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি আমাদের কেউ একাকী থাকে? তিনি বলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহকে লজ্জা পাওয়া আমাদের অধিক কর্তব্য।

(অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে, অতঃপর রাসূল (সা) হাত উঠালেন এবং তা নিজের লজ্জাস্থানের উপরে রাখলেন।

[আবূ দাউদ তিরমিযী ইবন্ মাজাহ্, নাসাঈ, তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলে, আবূ হাকিম সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٧٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ -

(৩৭২) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষের সতরের দিকে দৃষ্টি না দেয় আর কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর সতরের দিকে না তাকায়। আর না এক পুরুষ অপর পুরুষের সাথে একত্রে একই কাপড়ের ঘুমাবে আর না এক মহিলা অপর মহিলার সাথে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে। [মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

(٣٧٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ كَانَ إِذَا أَرَادَا أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءَ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ حَتَّى يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ فِي الْمَاءِ -

(৩৭৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মূসা ইবন্ ইমরান যখন পানিতে প্রবেশ করতে চাইতেন, তখন পানির অভ্যন্তরে তাঁর সতর অন্তরীণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাপড় খুলে ফেলতেন না। [আহমদ বর্ণনা করেছেন, এই হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে একজন রাবী বিতর্কিত।]

(٣٧٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَانَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَطُّ أَوْمَا رَأَيْتُ فَرْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ -

(৩৭৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূল (সা) -এর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি দেই নি। অথবা বললেন, কখনও রাসূল (সা)-এর লজ্জাস্থান দেখি নি।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ সন্দেহযুক্ত।]

(٤) بَابُ مَاجَاءَ فِى أَنَّ الْمَرْأَةُ اَلْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ اِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا -

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ স্বাধীন নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি ব্যতীত সমস্ত অঙ্গই সতর

(٣٧٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتُقْبَلُ صَلاَةُ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ -

(৩৭৫) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন উড়না ছাড়া সাবালিকা মেয়েদের নামায কবূল হয় না, [আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, তিরমিযী, তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٣٧٦) عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صُفَيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلْحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا يُصَلِّيْنَ بِغَيْرِ خَمْرَةٍ قَد حِضْنَ، قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَتُصَلِّيْنَّ جَارِيَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِىْ خِمَارٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىَّ وَكَانَتْ فِىْ حِجْرِى جَارِيَةٌ فَأَلْقَى عَلَيَّ حَقْوَهُ فَقَالَ شُقِّيْهِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الْفَتَاتِ الَّتِى فِى حِجْرِ أُمِّ سَلَمَةَ فَاِنِّى لاَ أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتْ أَوْ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَا -

(৩৭৬) মুহাম্মাদ (ইবন্ সিরীন) থেকে বর্ণিত, আয়িশা (রা) তালহা আত্ তালহাতী সফিয়া এর নিকট গমন করেন, তখন দেখেন যে, সফিয়ার বালেগা মেয়েরা উড়না ব্যতীত নামায পড়ছে। তখন আয়িশা (রা) বলেন, তোমাদের কোন যুবতী মেয়েরা যেন উড়না ব্যতীত নামায না পড়ে। (একবার) রাসূল (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমার কক্ষে একজন (যুবতী) দাসী ছিল, রাসূল (সা) তাঁর চাদরখানা আমার দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, চাদরখানা দু'ভাগ করে তোমার দাসীটিকে একখণ্ড, বাকিখণ্ড উম্মু সালমার কক্ষের যুবতীকে দিবে। আমার ধারণা, সে এখন বালেগা হয়েছে অথবা তারা দু'জনই বালেগা হয়েছে।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্ তাঁর বর্ণনাকারী বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী।]

(٥) بَابُ النَّهْىُ عَنْ تَجْرِيْدِ الْمُنْكِبَيْنِ فِى الصَّلاَةِ وَجَوَازِ الصَّلاَةِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ -

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ নামাযে কাঁধের দু'দিক খালি রাখা নিষিদ্ধ এবং এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয

(٣٧٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيُصَلِّ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْئٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ -

(৩৭৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন কাঁধের দু'দিকে কিছু না রেখে এক কাপড়ে নামায না পড়ে। একবার তিনি বলেন, তার ঘাড়ের উপরে। [বুখারী, মুসলিম]

(٣٧٨) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فِىْ ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرْفَيْهِ عَلٰى عَاتِقِهِ ـ

(৩৭৮) তাঁর। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন এক কাপড় পরে নামায পড়ে তখন সে যেন সে কাপড়টির দু'কোণ দু'বগলের নীচ দিয়ে এনে কিছু অংশ কাঁধের উপরে রাখে। [বুখারী, আবূ দাউদ।]

(٣٧٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَيْسَانَ مَوْلٰى خَالِدِ بْنِ اُسَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَطَابِخِ حَتّٰى اَتَى الْبِئْرَ وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِاِزَارٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَرَاٰى عِنْدَ الْبِئْرِ عَبِيْدًا يُصَلُّوْنَ فَحَلَّ اْلإِزَارَ وَتَوَشَّحَ بِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ أَدْرِىْ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ـ

قَالَ سَأَلْتُ أَبِىْ كَيْسَانَ مَا أَدْرَكْتَ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّىْ عِنْدَ الْبِيْرِ الْعُلْيَا بِئْرِ بَنِىْ مُطِيْعٍ مُتَلَبِّسًا فِىْ ثَوْبِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ

(৩৭৯) খালিদ ইবন্ উসাইদের আযাদকৃত গোলাম আবদুর রহমান ইবন্ কায়সানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বাবা আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূল (সা)-কে মাতাবিখ থেকে বের হয়ে একটি কূপের নিকট আসতে দেখলেন। তখন তিনি লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, তাঁর শরীরে কোন চাদর ছিল না। তিনি দেখলেন, কূপের পাশে কতিপয় গোলাম নামায পড়ছে, তখন তিনি লুঙ্গীর বাঁধন খুলে বগলের নীচ থেকে কাঁধের ওপর দিয়ে পরলেন তারপর দু'রাকা'আত নামায পড়লেন। আমি জানি না সেটা কি জোহরের না আসরের নামায। তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, আবূ কায়সানীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি নবী করীম (সা) থেকে কি কি পেয়েছ? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বনি মতিয়ার উঁচু কূপের নিকট বুকের সাথে কাপড় জড়িয়ে দু'রাকা'আত জোহর অথবা আসরের নামায পড়তে দেখেছি। [আল ইসাবা, মুসনাদ আহমদ (হাফিজ ইবন্ হাজর বলেন, হাদীসটি হাসান]

(٣٨٠) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَ رِدَاؤُهُ قَرِيْبٌ لَوْتَنَاوَلَهُ بَلَغَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْنَاهُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ هٰذَا لِيُرَانِىْ الْحَمْقٰى أَمْثَالُكُمْ فَيَفْشُوْا عَلٰى جَابِرٍ رُخْصَةَ رَخَّصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِئْتُهُ لَيْلَةً وَ هُوَ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَلٰى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَاَشْتَمَلْتُ بِهِ ثُمَّ قُمْتُ إِلٰى جَنْبِهِ قَالَ يَاجَابِرُ مَاهٰذَا الْإِشْتِمَالُ؟ إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ ـ

(৩৮০) ইবন্ হারিস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবন্ আব্দুল্লার নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি একটি মাত্র কাপড় পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে ছিলেন। তাঁর চাদরখানা নিকটেই ছিল, ইচ্ছে করলে তিনি তা ব্যবহার করতে পারতেন, তিনি যখন নামাযের সালাম ফেরালেন তখন তাঁকে আমরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আমি এরূপ করি তোমাদের মত মুর্খরা আমাকে দেখার জন্য। যাতে তারা তাদের থেকে এমন রুখসাতের কথা অন্যদের কাছে প্রচার করতে পারে, যা কিনা রাসূল (সা) দিয়েছেন, তারপর জাবির বললেন, আমি রাসূল (সা)

-এর সাথে এক সফরে গিয়েছিলাম, এক রাতে আমি কোন কাজে তাঁর নিকট গেলাম, তখন তিনি একটি কাপড় পরে নামায পড়ছিলেন। তখন আমার পরণে একটি কাপড় ছিল। আমি তা দিয়ে আমার শরীর আবৃত করলাম, অতঃপর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। তিনি বললেন, জাবির এটা কোন ধরনের শরীর আবৃত করা? তুমি যদি একটি কাপড়ে নামায পড়, কাপড়টি যদি প্রশস্ত হয় তাহলে তা বাড়িয়ে নিবে আর কাপড়টি যদি ছোট হয় তাহলে তাকে তহবন্দ বানাবে। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ।]

(٣٨١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَلِّ بِنَا كَمَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِنَا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشَدَّهُ تَحْتَ الثَّنْدُوَتَيْنِ -

৩৮১ আব্দুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ আকিল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহকে বললাম, তুমি যেভাবে রাসূল (সা)-কে নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে আমাদের নিয়ে নামায পড়। তখন তিনি বুকের নীচ দিয়ে বাঁধা একটি কাপড় পরে আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে পূর্বোক্ত হাদীস এর সমর্থন করে।]

(٣٨٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَمْثَالَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيْقِ الْإِزَارِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ قَائِلٌ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ -

(৩৮২) সাহ্ল ইবন্ সাঈদ আস্ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে শিশুদের মত করে তাদের লুঙ্গী ছোট হবার কারণে তাদের কাঁধে বেঁধে নবী করীম (সা)-এর পেছনে নামায পড়তে দেখেছি। এমতাবস্থায় কোন এক ব্যক্তি মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, হে নারীরা! সোজা হয়ে না উঠা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা সিজদা হতে তুলবে না। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ নাসাঈ ও বাইহাকী।]

(٣٨٣) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا رَأَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ بِمَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ) فَصَلَّى الضُّحٰى ثَمَانَ رَكْعَاتٍ -

(৩৮৩) উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-কে মক্কায় একটি মাত্র কাপড়ে তার দু'কোণ দু'বগলের নীচ দিয়ে এনে অন্য দিক কাঁধের ওপর রেখে আট রাকা'আতে নামায পড়তে দেখেছেন, (অন্য বর্ণনায় আছে, সূর্য উদিত হওয়ার পর তিনি আট রাকাতে চাশ্তের নামায পড়েছেন।) [বুখারী, মুসলিম।]

(٦) بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَجَوَازِهَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ -

(৬) পরিচ্ছেদঃ দু'কাপড়ে নামায পড়া মুস্তাহাব এবং এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয

وَمَا يَفْعَلُ مَنْ صَلَّى فِيْ قَمِيْصٍ وَاحِدٍ تَبْدُوْ مِنْهُ عَوْرَتُهُ

যে ব্যক্তি একটি কাপড় পরে নামায পড়ছে তার সতর দেখা গেলে সে কি করবে?

(٣٨٤) ز عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ بْنِ بَقِيَّةَ قَالَ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ اَلصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ إِبْنُ مَسْعُوْدٍ إِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ إِذَا كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَأَمَّا إِذَا وَسَّعَ اللّٰهُ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى -

(৩৮৪) আবূ নাদরাতা ইবন্ বাকীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবাই ইবনে কা'আব বলেছেন, একটি কাপড় পরে নামায পড়া সুন্নত, আমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে এক কাপড় পরে নামায পড়তাম। এতে কেউ আমাদেরকে ভর্ৎসনা করত না, তখন ইব্ন মাসউদ বলেন, 'এরূপ তখন করা যায় যখন কাপড়ের সংখ্যা কম হয়, আর যখন আল্লাহ তা'আলা সামর্থবান করেন তখন দু'কাপড় পরে নামায পড়া উত্তম।

[তাবারানী মু'জামুল কবির গ্রন্থের' হাইসুমী মাযমাউয্ যাওয়ায়েদে বর্ণনা করেছেন কাপড়ের হাদীসটি মাওকুফ।]

(٣٨٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فِى بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِىٌّ مُتَوَشِّحَهُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ ـ

(৩৮৫) আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে রাতে তাঁর হাদরামায় প্রস্তুতকৃত এক চাদর ডান বগলের নীচে দিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে পরে নামায পড়তে দেখেছি।

[হাদীসটি মাওকুফ। এ শব্দে এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে এর সনদ উত্তম।]

(٣٨٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ (زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ) مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ أَتَعْرِفُ ـ أَبَاهُرَيْرَةَ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ ـ

(৩৮৬) আবূ হুবায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কেউ কি এক কাপড়ে নামায পড়বে? তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দু'টি করে কাপড় আছে, (দ্বিতীয় বর্ণনা অতিরিক্ত আছে) আবূ হুরায়রা বলেন, তোমরা কি জান যে, আবূ হুরায়রা একটি কাপড় পরে নামায পড়ে, তখন তাঁর বাকিগুলো আলনায় থাকে। [বুখারী, মুসলিম।]

(٣٨٧) عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّى فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ ذَالِكَ وَيَقُوْلُ لاَ تَلْتَحِفُوْا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْيَهُوْدُ قَالَ نَافِعٌ وَلَوْ قُلْتُ لَكَ إِنَّهُ أَسْنَدَ ذَالِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَوْتُ أَنْ لاَ أَكُوْنَ كَذَبْتُ ـ

(৩৮৭) নাফে' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) বলতেন, যদি কারো নিকট একটি মাত্র কাপড় থাকে, তাহলে সে উহা দ্বারা তহবন্দ বানাবে। তারপর নামায পড়বে, কারণ আমি উমরকে একথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, একটি মাত্র কাপড় হলে ইলতেহাফ (দু'বগলের নীচ দিয়ে দু'ফাঁকের ওপর চাদরের দু'প্রান্ত রাখা) করো না, যেভাবে ইয়াহুদীগণ করে থাকে। নাফে' বলেন, আমি যদি তোমাদের বলতাম, এ হাদীসের সনদ তিনি রাসূল (সা) পর্যন্ত নিয়ে গেছেন তাহলে আশা করি আমি মিথ্যাবাদী হব না।

[আবূ দাউদ, সুনানে বায়হাকী, হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(٣٨٨) عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لأَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ الْمَكْتُوبَةَ وَعَزَّ الْمَكْتُوبَةَ ـ

(৩৮৮) যুহাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ যুবাইর জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) একটি কাপড়ে ডান বগলের নিম্ন দেশ থেকে কাঁধের ওপর রেখে নামায পড়তেন। তখন

কোন এক লোক আবূ যুবায়রকে জিজ্ঞেস করল, সেটা কি ফরয নামায ছিল? তিনি বললেন, ফরয ও নফল উভয় নামাযেই তিনি তা করতেন। [বুখারী, মুসলিম।]

(٣٨٩) عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى اَكُوْنُ فِى الصَّيْدِ فَأُصَلِّى وَلَيْسَ عَلَىَّ إِلاَّ قَمِيْصٍ وَاحِدٌ قَالَ فَزُرَّهُ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلاَّ شَوْكَةً ـ

(৩৮৯) সালমা ইব্ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিকার করতে যাই। এমতাবস্থায় আমি নামায পড়তে চাইলে আমার নিকট যদি একটি ছাড়া আর কিছুই না থাকে তাহলে কি করব? তিনি বললেন, কামিসটি শক্ত করে বেঁধে নিবে। এমন কি যদি সেটা গাছের কাঁটা দিয়ে হলেও। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইমাম শাফেয়ী, সহীহ্ ইবন্ খুযাইমা, ইবন্ হাব্বান, তাহাভী।]

(٧) بَابُ كَرَاهِيَةِ اشْتِعْمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ـ

(৭) পরিচ্ছেদঃ একই কাপড়ে ইহ্তিবা ও সাম্মা করে কাপড় জড়ানো নিষেধ

(٣٩٠) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءُ وَأَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَئٌ ـ

(৩৯০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) সাম্মা করে কাপড় জড়াতে এবং একই কাপড় এমনভাবে ইহ্তিবা করতে নিষেধ করেছেন যাতে লজ্জাস্থানের উপর কোন কাপড় থাকে না।[১]

(٣٩١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتَزْتَدُوا الصَّمَّاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ اَحَدَكُمْ بِشَمَالِهِ وَلاَيَمْشِ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلاَيَحْتَبِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ـ

(৩৯১) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, একটি কাপড় দিয়ে সাম্মা করে কাপড় জড়িয়ে পরবে না। বাম হাত দিয়ে খাবে না একটি জুতা পরবে না। এক কাপড় দিয়ে ইহ্তিবা, করবেনা।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী নাসাঈ ইবন্ মাজাহ্ হাদীসটির সনদ উত্তম]

أَبْوَابِ اِجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِىْ مَكَانِ اَلْمُصَلِّى وَثَوْبِهِ، بَدْنَهُ وَالْعَفْوُ عَمَّالاَ يَعْلَمُ مِنْهَا ـ

নামাযের স্থান কাপড় ও শরীর থেকে নাজাসাত দূর করা এবং যেটা অজ্ঞাত তা মার্জনীয় হওয়া প্রসঙ্গে

(١) بَابُ الْأَمَاكِنِ الْمَنْهِىْ عَنْهَا وَالْمَأْذُوْنَ فِيْهَا الصَّلاَةَ ـ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ যে সব স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ এবং যে সব স্থানে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে

(٣٩٢) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْأَرْضِ مَسْجِدٌ وَطُهُوْرٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ ـ

---

১. [বুখারী, মুসলিম, এক কাপড়ে সমস্ত শরীর ও হাত এমনভাবে জড়ান, যাতে হাত তুললে লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার ভয় থাকে, তাকে সাম্মা বলে, আর পাছার উপর ভর দিয়ে এবং দু'হাঁটু খাড়া রেখে উভয় হাত কিংবা কোন কাপড় দিয়ে উভয় পায়ের নলা জড়িয়ে ধরে বসাকে ইহ্তিবা বলে।]

(৩৯২) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সমস্ত যমীন মসজিদ ও পবিত্র ।

[ইমাম শাফেয়ী, সহীহ্ ইবন্ খুমাইমা, ইবনে হাব্বান, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্, হাকিম, ইবন্ হাযম ও ইবন্ দাকীক আল ইদখু হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন ।]

(٣٩٣) عَنْ أَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَتُصَلُّواْ إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْاْ عَلَيْهَا (وَفِى لَفْظٍ) لاَ تَجْلِسُواْ عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّواْ عَلَيْهَا ـ

(৩৯৩) আবূ মারছদ আল গানাভী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি তোমরা কবরস্থানে নামায পড়বে না এবং তার উপর বসবে না, (অন্য শব্দে আছে) তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং সেখানে নামায পড়বে না। [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ।]

(٣٩٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِدِ الْغَنَمِ وَلاَ يُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِدِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ ـ

(৩৯৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন, কিন্তু উট ও গরুর খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন না।

[হাইসুমীর মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে বলেন, হাদীসটি আহমদ ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন, অন্যান্য হাদীস এর বক্তব্য সমর্থন করে ।]

(٣٩٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ تَجِدُوْا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّواْ فِىْ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ـ

(৩৯৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা যদি ছাগলের খোঁয়াড় ও উটের আস্তাবল ছাড়া অন্য কোন স্থান না পাও তাহলে ছাগল, ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়বে কিন্তু উটের আস্তাবলে নামায পড়বে না। [ইবন্ মাজাহ, তিরমিযী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন ।]

(٣٠٧) عَنْ ابْنِ مُغَفَّلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتُمْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلُّوْا وَإِذَا حَضَرَتْ وَانْتُمْ فِىْ أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَلاَ تُصَلُّوا فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ ـ

(৩৯৭) ইবন্ মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ছাগল ও ভেড়ার খোঁয়াড়ে থাকা অবস্থায় যদি নামাযের সময় হয় তোমরা সেখানে নামায পড়ে নাও। আর উট আস্তাবলে (বিশ্রামগারে) থাকা অবস্থায় যদি নামাযের সময় হয় তাহলে সেখানে নামায পড়বে না, কারণ এ স্থানটি শয়তান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

[ইবন্ মাজাহ। এ হাদীসের একজন রাবী ছাড়া বাকিরা নির্ভরযোগ্য ।]

(٣٩٨) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوا فِى عُطَنِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الجِنِّ خُلِقَتْ الْأَتَرَوْنَ عُيُوْنَهَا وَهِبَابَهَا إِذَا نَفَرَتْ وَصَلُّوْا فِىْ مُرَاحِ الْغَنَمِ فَإِنَّمَا هِىَ أَقْرَبُ مِنَ الرَّحْمَةِ ـ

(৩৯৮) ইবন্ মুগাফ্ফাল (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি তোমরা উটের আস্তাবলে নামায পড়বে না, কারণ তা জ্বিন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা কি তাদের পালাবার সময় তাদের ক্ষিপ্রতা দেখতে পাও না? তোমরা ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়, উহা রহমানের বরকতের স্থান।

[হাইসুমী মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, আহমদ, তাবারানী।]

(٦) بَابٌ : مَاجَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ -

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ জুতা পরিধান করে নামায পড়া প্রসঙ্গে

(٣٩٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا -

(৩৯৯) আমর ইবন্ শু'আইব (রা) তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় ডানে বামে তাকাতে দেখেছি, আমি তাঁকে জুতা পরে ও খালি পায়ে নামায পড়তে দেখেছি এবং দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করতে দেখেছি।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, বায়হাকী ও তাহাবী, এর সনদ উত্তম।]

(٤٠٠) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيْهِمَا، فَإِنْ رَأَى بِهِمَا خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا -

(৪০০) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) নামায পড়ছিলেন তখন জুতা খুলে ফেলেন, তা দেখে লোকেরাও জুতা খুললো। নামায শেষে রাসূল (সা) বললেন, তোমরা কেন জুতা খুললে? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমরা আপনাকে খুলতে দেখেছি তাই আমরাও খুলেছি। রাসূল (সা) বললেন, জিব্রাঈল এসে আমাকে সংবাদ দিলেন, জুতায় ময়লা রয়েছে, সুতরাং তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসবে সে যেন তার জুতা উঠিয়ে দেখে নেয়। যদি তাতে ময়লা দেখতে পায় তবে যেন মাটিতে মুছে নেয়। অতঃপর তা পরে নামায পড়ে।

[আবূ দাউদ, ইবন্ হাব্বান, সুনানে বায়হাকী, হাকিম, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٤٠١) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِى مَسْلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِىْ نَعْلِهِ؟ قَالَ نَعَمْ -

(৪০১) সাঈদ ইবন্ ইয়াযীদ আবূ মাসলামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (সা) কি তাঁর জুতা পরে নামায পড়তেন, তিনি বললেন, হ্যাঁ। [বুখারী, মুসলিম।]

(٤٠٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَاعِدًا وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلاً.

(৪০২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বসে ও দাঁড়িয়ে, জুতা পায়ে ও খালি পায়ে নামায পড়েছেন। [হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য]

(٤٠٣) عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِىْ نَعْلَيْهِ قَالَ فَتَنَخَّعَ فَتَفَلَهُ تَحْتَ نَعْلِهِ الْيُسْرَى قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ حَكَّهَا بِنَعْلَيْهِ -

(৪০৩) আবূ 'আলা ইবন্ সিখইয়্যির থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে জুতা দু'টি পরে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি বলেন, তখন তিনি থুথু ফেলেন তাঁর বাম পায়ের জুতার নিচে। তিনি বলেন, আমি তাঁকে থুথুগুলো তাঁর জুতা দ্বারা ঘষে নিতে দেখেছি। [মুসলিম।]

(٤٠٤) عَنْ أَبِى الْأَوْبَرِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبَاهُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِى تَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا وَعَلَيْهِم نِعَالُهُمْ؟ قَالَ لاَ وَلَكِنْ وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَعَلَيْهِ نَعْلاَهُ وَانْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِى إِيَّامٍ (وَفِى رِوَايَةٍ) رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى نَعْلَيْهِ ـ

৪০৪. আবূ আওবয়ার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জুতা পরে লোকদেরকে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু আমি রবের নামে কা'বার শপথ করে বলছি, আমি রাসূল (সা)-কে এ স্থানে জুতা পরে নামায পড়তে এবং জুতা পরে স্থান ত্যাগ করতে দেখেছি। রাসূল (সা) জুমু'আর দিনে তাঁর নির্ধারিত রোযা ছাড়া অন্য রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (অন্য বর্ণনায় আছে), আমি রাসূল (সা)-কে তাঁর জুতা পরে নামায পড়তে দেখেছি।

[সুনানে বায়হাকী, তাহাবী, আহমদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٠٥) عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ غُلاَمٍ مِنْ اَهْلِ قُبَاءٍ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ شَيْخًا أَنَّهُ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاءٍ فَجَلَسَ فِىْ الْأَحْمَرِ وَفِى رِوَايَةٍ فِى فِنَاءِ الْأُجُمِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ اَنَاسٌ فَأَسْتَقَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقِىَ فَشَرِبَ وَأَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلَنِى فَشَرِبْتُ وَحَفِظْتُ أَنَّهُ صَلَّى بِنَا يَوْمَئِذٍ اَلصَّلاَةَ وَعَلَيْهِ نَعْلاَهُ لَمْ يَنْزِعْهُمَا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى حَبِيْبَةَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ وَهُوَ غُلاَمٌ حَدِيْثٌ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِدِ قُبَاءٍ قَالَ فَجِئْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَجْلِسَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّىْ فِىْ نَعْلَيْهِ ـ

(৪০৫) মুজাম্মা 'ইবন্ ইয়াকুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কুবার এক গোলাম থেকে বর্ণনা করেন। সে একজন বৃদ্ধ লোকের সাক্ষাৎ পেল, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের কাছে কুবায় আসলেন, তখন তিনি এক বাড়ির আঙ্গিনায় বসলেন। তাঁর চারপাশে কিছু লোকেরা একত্রিত হলো। তখন রাসূল (সা) পানি পান করতে চাইলেন, পান করার সময় আমি তাঁর ডান পাশে ছিলাম। লোকদের মধ্যে আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট, তখন তিনি আমাকে পান করতে দিলেন আমি পান করলাম, আমার স্মরণ আছে, তিনি আমাদের নিয়ে সে দিন জুতা পরে নামায পড়ছিলেন, তা খুলেন নি।

দ্বিতীয় এক বর্ণনায় তাঁর থেকে বর্ণিত আছে। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইবন্ মুজাম্মা' (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন্ আবি হাবীবাকে বলা হলো, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কি শিখেছেন? রাসূল (সা) যখন (কুবায়) আসেন তখন তিনি ছিলেন ছোট বালক। তিনি বলেন, রাসূল (সা) একদিন আমাদের মসজিদে

অর্থাৎ (কুবার মসজিদে) আসেন, তখন আমরা সেখানে গমন করি এবং তাঁর পাশে বসি। লোকেরাও তাঁর পাশে বসেন, আল্লাহর ইচ্ছা সকলে তাদের ইচ্ছে মত বসেন। অতঃপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়ান। তখন আমি তাঁকে জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখি।

[হাইসুমীর মাজমা'উয্- যাওয়ায়েদ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আহমদ ও তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আহমদের হাদীস বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٠٦) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِى الْخُفَّيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ـ

(৪০৬) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে মোজা ও জুতা পরে নামায পড়তে দেখেছি। [এ হাদীসের আলোচনা পরে ইমামতির হকদার পরিচ্ছেদে আসবে।]

(٤٠٧) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ جَدُّهُ أَوْسٍ بْنُ أَبِى أَوْسٍ كَانَ يُصَلِّىْ وَيُوْمِئُ إِلَى نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَأْخُذُهُمَا فَيَنْتَعِلُهُمَا وَيُصَلِّى فِيْهِمَا وَيَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ نَعْلَيْهِ ـ

(৪০৭) নু'মান ইবন্ সালিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আউস ইবন্ আবূ আউসের এক নাতি থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) জুতা পরে নামায পড়তেন এবং নামাযেই তাঁর দিকে ইঙ্গিত করতেন, প্রয়োজনে তিনি উহা খুলে ফেলতেন। পুনরায় পরিধান করে নামায পরতেন। তিনি বলতেন, রাসূল (সা) জুতা পরে নামায পড়তেন।

[ইবন্ মাজাহ্, তাবারানী মু'জামুল কবীরে বর্ণনা করেছেন এতে একজন অপরিচিত রাবী আছেন।]

(٤٠٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمُ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِىْ ثَلَاثَ مِرَارٍ

(৪০৮) আবদুল্লাহ ইবন্ আস সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) মক্কা বিজয়ের দিন বাম পাশে জুতা রেখে নামায পড়লেন, আব্দুল্লাহ (ইবন্ আহমদ ইবন্ হাম্বল) বলেন, আমি এই হাদীসটি আমার পিতার নিকট থেকে তিনবার শুনেছি। [আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ্, ইবন্ আবূ শাইবা তার সনদ উত্তম।]

(٧) بَابٌ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيْرِ الْبَسْطِ وَالْفَرَاءِ وَالْخَمْرَةِ ـ

(৭) পরিচ্ছেদঃ মাদুর, বিছানা চামড়া ও জায়নামাযে নামায পড়া প্রসঙ্গে

(٤٠٩) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَصِيْرِ ـ

(৪০৯) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মাদুরের ছাটাইয়ের ওপর নামায পড়তেন। [মুসলিম, ইবন্ মাজাহ্, সুনানে বায়হাকী।]

(٤١٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَنَعَ بَعْضُ عُمُوْمَتِىْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ أُحِبُّ أَنْ تَاكُلَ فِىْ بَيْتِى، قَالَ فَأَتَاهُ وَفِى الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُوْلِ فَأَمَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ـ

(৪১০) আনাস ইবন্ মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার এক ফুফি রাসূল (সা)-এর জন্য খাবার তৈরী করেছিলেন, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি আমার বাড়িতে খাবেন। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূল) আসলেন। ঘরে পুরানো একটা মাদুর ছিল। মাদুরের এক প্রান্ত পরিষ্কার করতে নির্দেশ দিলেন, তা পরিষ্কার করা হয় এবং পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়। তখন তিনি নামায পড়লেন তাঁর সাথে আমরাও নামায পড়লাম। [বুখারী, মুসলিম।]

(٤١١) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِى بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِىْ تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ثُمَّ يُنْضَحُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْمُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَقُوْمُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّى بِنَا قَالَ وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ ـ

(৪১১) (তাঁর) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, কখনো রাসূল (সা) আমাদের ঘরে থাকা অবস্থায়ই নামাযের সময় হত। তখন রাসূল (সা) যে চাটাইতে বসে থাকতেন তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দিতেন আর তা পরিষ্কার করা হত। অতঃপর তার উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া হত, অতঃপর রাসূল (সা) দাঁড়াতেন আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে যেতাম তখন তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়তেন। তিনি বলেন, তখন তাঁদের চাটাই ছিল খেজুর পাতার তৈরী। [বুখারী, মুসলিম।]

(٤١٢) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ ـ

(৪১২) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) একটি চাটাইতে নামায পড়েছিলেন। [ইবন্ মাজাহ, বায়হাকী-এর সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(٤١٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى بَيْتِ أُمِّ حَرَامٍ عَلَى بِسَاطٍ ـ

(৪১৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) উম্মু হারামের ঘরে চাটাইয়ের ওপর নামায পড়েছেন। [সুনানে বায়হাকী। হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٤١٤) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى أَوْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّىْ عَلَى فَرْوَةٍ مَدْبُوْغَةٍ ـ

(৪১৪) মুগিরা ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) চামড়ার তৈরী বিছানায় নামায পড়তেন বা পড়তে পছন্দ করতেন। [আবূ দাউদ, সুনানে বায়হাকী।]

(٤١٥) عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ فَيَسْجُدُ فَيُصِيْبُنِىْ ثَوْبُهُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ.

(৪১৫) রাসূল (সা)-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জায়নামাযে নামায পড়তেন। তখন সিজদা করলে তাঁর কাপড় আমার দেহ স্পর্শ করত, তখন হায়েয অবস্থায় আমি তাঁর পাশে থাকতাম। [বুখারী, মুসলিম]

(٤١٦) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلَى الْخُمْرَةِ ـ

(৪১৬) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) জায়নামাযে নামায পড়তেন।

[সুনানে বায়হাকী তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(٤) بَابٌ فِى الصَّلَاةِ فِى ثَوْبِ النَّوْمِ وَشَعْرِ النِّسَاءِ وَحُكْمُ ثَوْبِ الصَّغِيْرِ -

(৪) পরিচ্ছেদঃ ঘুমের পোশাক নারীদের ম্যাক্সি (তহবন্দ) ও ছোট কাপড় পড়ে নামায পড়ার হুকুম

(٤١٧) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِأُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يَنَامُ مَعَكِ فِيْهِ قَالَتْ نَعَمْ مَا لَمْ يَرَفِيْهِ أَذًى -

(৪১৭) মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূল (সা) তোমার সাথে একত্রে নিদ্রা যাওয়ার সময় যে কাপড় পরিধান করতেন সে কাপড় পরিধান করে কি নামায পড়তেন, তিনি বলেন, হ্যাঁ, যদি সে কাপড়ে কোন নাপাকী না থাকত।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলে নির্ভরযোগ্য।]

(٤١٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى ثَوْبِى الَّذِىْ اٰتِى فِيْهِ اَهْلِى قَالَ نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَرَى فِيْهِ شَيْئًا تَغْسِلُهُ.

(৪১৮) জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, আমি যে কাপড় পরে স্ত্রী সহবাস করি সে কাপড় পরে কি নামায পড়তে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে যদি তাতে কোন নাপাকি দেখ তাহলে তা ধুয়ে ফেলবে।

[ইবন্ মাজাহ, ইবন্ মাজাহ্র নিকট হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য]

(٤١٩) عَنْ بِشْرٍ يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ ثَنَا سَلْمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ نُبِّئْتُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّىْ فِىْ شُعُرِنَا قَالَ بِشْرٌ هُوَ الثَّوْبُ الَّذِىْ يُلْبَسُ تَحْتَ الدِّثَارِ -

(৪১৯) বিশির অর্থাৎ মুফাদ্দিলের ছেলে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবন্ সিরীন (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি সংবাদ পেয়েছি যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) আমাদের খামিছ (তহবন্দ) পরে নামায পড়তেন না। বিশির (ইবন্ মুফাদ্দিল) বলেন, খামিছ (তহবন্দ) হল এমন ধরনের পোশাক যা গাউনের বা লম্বা জামার নীচে পরিধান করা হয়।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, নাসাঈ, তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ মন্তব্য করেছেন।]

(٤٢٠) عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ أَوْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ أَبِى الْعَاصِ وَهِىَ بِنْتُ زَيْنَبَ يَحْمِلُهَا إِذَا قَامَ وَيَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ حَتَّى فَرَغَ -

(৪২০) আবূ কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে আবুল আস ও যয়নাবের মেয়ে উমামা বা উমায়মাকে নামাযে বহন করতে দেখেছি। তিনি যখন দাঁড়াতেন তখন তাঁকে কাঁধে নিতেন। আর যখন রুকু করতেন তখন তাঁকে রেখে দিতেন। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত এরূপ করতেন। [বুখারী, মুসলিম।]

أَبْوَابُ الْقِبْلَةِ

কিবলা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

(١) بَابٌ : مُدَّةُ اِسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَتَحْوِيْلِ الْقِبْلَةِ مِنْهُ اِلَى الْكَعْبَةِ

(১) পরিচ্ছেদ ঃ বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার সময়কাল এবং বায়তুল মাকদাস থেকে কাবার দিকে প্রত্যাবর্তন

(٤٢١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَا وَسَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُوْنَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ، قَالَ فَدَارُوْا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الْيَهُوْدُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ اَنْكَرُوْا ذَالِكَ –

৪২১ বারা ইবন্ আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) মদীনা এসে প্রথমে তাঁর নানা বাড়ির লোকদের বা আনসারী আত্মীয়দের বাড়িতে অবস্থান করলেন। তিনি বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে ষোল কিংবা সতের মাস নামায পড়েছিলেন। বায়তুল্লাহ্ তাঁর কিব্লা হোক তিনি তা পছন্দ করতেন, তিনি প্রথমে আসরের নামায কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে পড়েন তখন তাঁর সাথে একদল লোকও নামায পড়েন, যারা তাঁর সাথে নামায পড়েন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মসজিদে (কুবায়) গিয়ে দেখেন সেখানে লোকেরা রুকু অবস্থায় আছে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে মক্কাস্ত কাবাগৃহের দিকে মুখ করে নামায পড়েছি। তখন তারা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। রাসূল (সা) কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়তে পছন্দ করতেন। আর ইয়াহুদ ও আহলে কিতাবগণ বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে পছন্দ করত। রাসূল (সা) যখন কা'বাগৃহের দিকে মুখ করে নামায পড়লেন তারা তাঁর নিন্দা করল। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্, তিরমিযী।]

(٤٢٢) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِىْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ آتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنُ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ ـ

(৪২২) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন লোকেরা কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়ছিল। এমন সময় একজন লোক এসে বলল, আজ রাতে রাসূল (সা)-এর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কা'বার

দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব সবাই কা'বাগৃহের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তখন তাঁদের মুখ সিরিয়ার (বায়তুল মাকদাসের) দিকে ছিল, সেদিক থেকে তাঁরা কা'বার দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

[বুখারী, মুসলিম।]

(٤٢٣) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفَتِ الْقِبْلَةَ ـ

(৪২৩) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ ষোল মাস বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। অতঃপর কিবলার পরিবর্তন করা হল।

[সুনানে বায়হাকী, তাবারানী (মু'জামুল কবীর গ্রন্থে) ও বায্যার ইরাকী বলেন, এর সনদ সহীহ্।]

(٤٢٤) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أٰدَمَ وَأَبِىْ مَرْيَمَ وَأَبِىْ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ بِالْجَابِيَةِ فَذَكَرَ فَتْحَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ سَلْمَةَ عَنْ فَحَدَّثَنِىْ أَبُوْ سِنَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أٰدَمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِكَعْبٍ أَيْنَ تَرَى أَنْ أُصَلِّى فَقَالَ إِنْ أَخَذْتَ عَنِّىْ صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ فَكَانَتِ الْقُدْسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ ضَاهَيْتَ الْيَهُوْدِيَّةَ لَا وَلٰكِنْ أُصَلِّى حَيْثُ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ فَكَنَسَ الْكُنَاسَةَ فِىْ رِدَائِهِ وَكَنَسَ النَّاسُ ـ

(৪২৪) উবাইদ ইবন্ আদম ও আবূ মরিয়ম ও আর শু'আইব থেকে বর্ণিত, উমর ইবন্ খাত্তাব (রা) জাবীয়া অবস্থানকালে বায়তুল মাকদাস বিজয়ের কথা আলোচনা করা হয়, তিনি বলেন, তখন আবূ সালমা বলেন, আমাকে আবূ সিনান উবায়দ ইবন্ আদম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি কা'আবকে বললেন, তুমি আমাকে কোথায় নামায পড়তে বলঃ কা'আব বললেন, তুমি যদি আমার নিকট জানতে চাও তাহলে আমি বলব, তুমি পাথরের পেছনে নামায পড়। তাহলে সমস্ত বায়তুল মাকদাস তোমার সম্মুখে থাকবে। উমর (রা) বললেন, ইয়াহুদীগণ যে কাজ করেছে আমি কি সে কাজ করব? না, রাসূল (সা) যেখানে নামায পড়েছেন আমি সেখানে নামায পড়ব। অতঃপর তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়লেন, তারপর তিনি তাঁর চাদর বিছালেন এবং চাদর দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করলেন লোকরাও তাই করল।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٤٢٥) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِىْ عَبْلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ أُمِّ حَرَامٍ الْأَنْصَارِىَّ وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ خَزٍّ أَغْبَرُ وَأَشَارَ إِبْرَاهِيْمُ بِيَدِهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ فَظَنَّ كَثِيْرٌ أَنَّهُ رِدَاءُهُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) "قر" قَالَ رَأَيْتُ أَبَا أُبَىِّ الْأَنْصَارِىَّ وَهُوَ اِبْنُ أَبِىْ حِرَامٍ الْأَنْصَارِىَّ فَأَخْبَرَنِىْ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقِبْلَتَيْنِ جَمِيْعًا وَعَلَيْهِ كِسَاءُ خَزٍّ أَغْبَرُ ـ

(৪২৫) ইব্রাহীম ইবন্ আবি আবলা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন্ উম্মে হারাম আল আনসারীকে ধূলি রং-এর কাপড় এবং রাসূল (সা)-এর সাথে উভয় কিবলার দিকে নামায পড়তে দেখেছি। ইব্রাহীম হাত দিয়ে তাঁর কাঁধের দিকে ইংগিত করলেন তাতে অনেকে ধারণা করেছিল এটা তাঁর চাদর

(তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ উবাই আল আনসারী (তিনি হলেন, ইবন্ আবূ হারাম আনসারী)-কে দেখলাম, তখন তিনি আমাকে খবর দিলেন যে, তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে উভয় কিবলার দিকে ফিরে নামায পড়েছেন, তখন তাঁর শরীরে ধূলি রংয়ের পোশাক-ছিল।

[বাগাবী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসের প্রথম সনদ দুর্বল, দ্বিতীয় সনদ উত্তম।]

(٢) بَابُ وَجُوْبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِى الْفَرِيْضَةِ ـ

২ পরিচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযে কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব

(٤٢٦) عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَإِذَا شَهِدُوْا وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَصَلُّوْا صَلاَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ ـ

(৪২৬) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমাকে লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা বলে لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল সাক্ষ্য দিবে এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে, আমাদের যবেহ্ করা প্রাণী খাবে এবং আমাদের মত নামায পড়বে, তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে, তবে ইসলাম তাদের জন্য যে হক (প্রাণের বদলে প্রাণ) নির্ধারণ করে দিয়েছে তা ছাড়া, তখন তারা মুসলমানদের মত বিচার প্রার্থী এবং মুসলমানদের কর্তব্য তাদের পালন করতে হবে। [বুখারী]

(٤٢٧) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لِلْمُسِئِ فِى صَلاَتِهِ) إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّى فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وَضُوْءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرَ ـ

(৪২৭) রিফা'আ ইবন্ রাফে' আয-যুরাক্বী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) (নামাযে ত্রুটিকারীকে), বলেছেন যখন তুমি নামায পড়ার ইচ্ছে করবে প্রথমে ভাল করে ওযূ করে নিবে। তারপর কিব্লার দিকে মুখ করে তাকবীর বলে নামায শুরু করবে। [আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ।]

(٤٢٨) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَيُوْمِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَالِكَ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ ـ

(৪২৮) আমির ইবন্ রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বাহনে চড়ে নফল নামায পড়তে দেখেছি, যে দিকে তাঁর বাহন মুখ ফিরাচ্ছিল তিনি সে দিকে তাঁর মাথা দিয়ে ইশারা করছিলেন, রাসূল (সা) ফরয নামাযে এরূপ করতেন না। [বুখারী, মুসলিম।]

(٣) بَابُ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ فِى الْكَعْبَةِ

(৯) পরিচ্ছেদঃ কা'বার ভিতরে নফল নামায পড়া

(٤٢٩) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ قَامَ إِلَي مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَوَضَعَ

صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا ثُمَّ فَعَلَ ذَالِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْثَلَاثًا

(৪২৯) উসামা ইবন্ যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে কাবাগৃহে প্রবেশ করি। রাসূল (সা) গৃহে বসে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন, তাকবীর (তাসবীহ্) পড়লেন, তারপর বায়তুল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে বায়তুল্লাহর সাথে বুক, গাল ও হাত মেলালেন এবং তাকবীর ,তাসবীহ ও দু'আ করলেন, এভাবে কা'বার সমস্ত কোণে দু'আ করার পর বের হয়ে কা'বার দরজায় এসে দুই অথবা তিনবার বললেন, এটাই কিবলা, এটাই কিবলা। [মুসলিম, নাসায়ী]

(٤٣٠) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوْا بِالدُّخُوْلِ؟ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهى عَنْ دُخُوْلِهِ وَلَكِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِىْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِى نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ -

(৪৩০) ইবন্ জুরাইজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি কি ইবন্ আব্বাসকে এ কথা বলতে শুনেছ যে, কাবাগৃহে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হয় নাই? তিনি বললেন, প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয় নাই। তবে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আমাকে উসামা ইবন্ যায়েদ সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী করীম (সা) যখন কাবাগৃহে প্রবেশ করেন তখন তার প্রত্যেক কোণে দু'আ করলেন এবং বাইরে না এসে অভ্যন্তরে নামায পড়লেন না। বাইরে আসার পর কা'বার দিকে মুখ করে দু'রাকা'আত নামায পড়লেন, আব্দুর রাজ্জাক বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, এটাই কিব্লা। [মুসলিম ইত্যাদি।]

(٤٣١) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى فِى الْبَيْتِ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمْ يُصَلِّ فِيْهِ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَفِىْ نَوَاحِيْهِ -

(৪৩১) আমার ইবন্ দীনার (রা) থেকে বর্ণিত, ইবন্ উমর (রা) বিলাল থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বায়তুল্লাহ্র ভেতর নফল নামায পড়েছেন, তিনি বলেন, ইবন্ আব্বাস বলতেন, তিনি তাতে নামায পড়েন নি তবে তিনি প্রত্যেক কোণে আল্লাহু আকবার বলেছেন। [মুসলিম ইত্যাদি।]

(٤٣٢) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَ بِلَالاً هَلْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكَعْبَةِ؟ قَالَ نَعَمْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ -

(৪৩২) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বেলাল (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, রাসূল (সা) কি কা'বাগৃহের মধ্যে নামায পড়েছিলেন, তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি দু'টি খামের মাঝখানে দু'রাকা'আত নামায পড়েছিলেন।

[বুখারী, মুসলিম।]

(٤٣٣) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وِجَاهَكَ حِيْنَ تَدْخُلُ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ -

(৪৩৩) উসমান ইবন্ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন। অতঃপর দু'টি খামের মাঝখানে প্রবেশের সময় যে দিকে মুখ হয় সে দিকে মুখ করে দু'রাকা'আত নামায পড়েন।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, বর্ণনাকারীগণ সঠিক।]

(٤) بَابٌ جَوَازِ تَطَوُّعِ السَّافِرِ عَلَى رَاحِلَةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ ـ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের জন্য বাহনের উপরে যে দিকে তার মুখ থাকে সেদিকে মুখ করে নফল নামায পড়া জায়িয

(٤٣٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى نَاقَتِهِ تَطَوُّعًا فِى السَّفَرِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ـ

(৪৩৪) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সফরে তাঁর উষ্ট্রির উপরে কিবলামুখী না হয়ে নফল নামায পড়েছেন। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

(٤٣٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ـ

(৪৩৫) (তাঁর) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) যখন তাঁর বাহনে চড়ে নফল নামায পড়ার ইচ্ছে করতেন তখন কিব্‌লার দিকে মুখ করে নামাযের তাকবীর দিতেন। এরপর বাহন চলতে থাকত যেদিকেই তার মুখ থাকত না কেন তিনি নামায পড়তেন। [বুখারী, মুসলিম, বাইহাকী, দারু কুতুনী।]

(٤٣٦) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى التَّطَوُّعِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ إِيْمَاءً وَيَجْعَلُ السُّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ ـ

(৪৩৬) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর বাহনে চড়ে নামায নফল পড়তেন, যে দিকেই তাঁর মুখ থাকত না কেন। তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইশারায় নামায পড়তেন এবং রুকুর চেয়ে সিজদায় বেশী ঝুঁকতেন। [বুখারী, মুসলিম]

(٤٣٧) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

(৪৩৭) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা),ও রাসূল করীম (সা) থেকে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[বুখারী, আবূ দাউদ, হাদীসটি হাসান সহীহ্।]

(٤٣٨) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُقْبِلاً مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَفِيْهِ نَزَلَتْ (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ)

(৪৩৮) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার পথে বাহনের যে দিকেই তাঁর মুখ থাকত না কেন, নামায পড়তেন। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। [সূরা বাকারা-১১৫, মুসলিম।]

(٤٣٩) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ (وَفِى رِوَايَةٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ) إِلَى خَيْبَرَ ـ

(৪৩৯) তাঁর, ইবনে উমর (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে গাধার পিঠে খায়বরের দিকে যাওয়ার সময় মুখ করে (অন্য বর্ণনায় খাইবরের দিকে) নামায পড়তে দেখেছি।(৪১)

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ]

(٤٤٠) عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّىْ عَلَى دَابَّتِهِ التَّطَوُّعَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَالِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ ـ

(৪৪০) নাফে' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন্ উমর (রা)-কে তাঁর বাহনের উপর নফল নামায পড়তে দেখেছি, যে দিকেই তার মুখ থাকত না কেন। আমি তাঁকে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আমি আবুল কাসিম (সা)-কে এমন করতে দেখেছি। [মুসনাদে আহমদ, হাদীসটির সনদ উত্তম]

(٤٤١) عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمَرِ وَهُوَ يُصَلِّىْ عَلَى دَابَّتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقُلْنَالَهُ إِنَّكَ تُصَلِّىْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَالِكَ مَافَعَلْتُ ـ

(৪৪১) আনাস ইবন্ সিরীন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন্ মালিক (রা) সিরিয়া থেকে ফেরার পথে "আইনুত তামার" নামক স্থানে তাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হল, তিনি কিবলা মুখী না হয়ে বাহনের ওপর নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিবলামুখী না হয়ে নামায পড়ছেন? তিনি বললেন, আমি যদি রাসূল (সা)-কে এরূপ করতে না দেখতাম তাহলে আমিও করতাম না। [বুখারী, মুসলিম, মালিক।]

(٤٤٢) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِىْ كُلِّ جِهَةٍ ـ

(৪৪২) আমির ইবন্ রাবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে তাঁর বাহনের পিঠে চতুর্দিক করে নফল নামায পড়তে দেখেছি। [বুখারী, মুসলিম।]

(٥) بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ صَلاَةِ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِعُذْرٍ ـ

(৫ম) পরিচ্ছেদ ঃ ওযরবশত বাহনের উপর ফরয নামায আদায়ের অনুমতি প্রসঙ্গে

(٤٤٣) عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَى مَضِيْقٍ هُوَ أَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُوْمِئُ إِيْمَاءً يَجْعَلُ السُّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ أَوْ يَجْعَلُ سُجُوْدَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهِ ـ

(৪৪৩) ইয়ালা ইবন্ মুররা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ও তাঁর সাথীগণ একা সংকটাপন্ন স্থানে পৌছলেন। তখন তিনি বাহনের উপর ছিলেন, উপর থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল আর নীচে যমীন ছিল কর্দমাক্ত। এমন সময় নামাযের সময় হলো, তখন তিনি মুয়ায্যিনকে আযানের নির্দেশ দেন। সে আযান ও ইকামত দেয়। রাসূল (সা) বাহনের উপরে চড়ে আগে চলে যান এবং তাঁদের নিয়ে ইশারা ইংগিতে নামায আদায় করেন। তিনি রুকু থেকে সিজদায় একটু বেশী ঝুঁকেন অথবা সিজদা থেকে রুকু একটু খাটো করেন।

[নাসাঈ, সুনানে দারু কুতনী, তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি (এ সূত্রে) গরীব।]

أَبْوَابُ السُّتْرَةِ أَمَامَ الْمُصَلَّى وَحُكْمُ الْمَرُوْرِ دُوْنَهَا ـ

নামাযীর সামনে সুতরাহ্ রাখা এবং সুতরাহ্ সামনে দিয়ে হুকুম সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ

(١) بَابُ اسْتِحْبَابُ السُّتْرَةَ لِلْمُصَلَّى الدُّنُومِنْهَا وَمِنْ أَىُّ شَئٍ تَكُوْنُ وَأَيْنَ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصَلَّى

(১) পরিচ্ছেদ ঃ নামাযীর জন্য সুতরাহ্ ব্যবহার করা ও তার নিকটবর্তী হওয়া মুস্তাহাব এবং তা কি জিনিস দ্বারা হবে কোথায় হবে সে প্রসঙ্গে

(٤٤٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلَا يَضُرُّهُ مَامَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ـ

(৪৪৪)। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কাসিম (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে সে যেন তার সামনে কিছু রেখে দেয়, যদি কোন জিনিস পাওয়া না যায় তাহলে লাঠি পুঁতে রাখবে, যদি তার সাথে লাঠিও না থাকে তাহলে যেন লম্বা রেখা টেনে দেয়, এতে তার কোন ক্ষতি হবে না। তার সামনে দিয়ে যাই যাক না কেন।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, সুনানে বায়হাকী ও ইবন্ হাব্বান, তিনি ইমাম আহমদ ও ইবন্ মাদাইনী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন, অপরপক্ষে শাফেয়ী, ইবন্ উ'আইনা ও বাগাভী দুর্বল বলে মন্তব্য করেন।]

(٤٤٥) عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ ـ

(৪৪৫) সাবরাতা ইবন্ মা'অবাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে সে যেন নামাযের জন্য সুতরাহ পুঁতে দেয়। যদিও সেটা একটি তীর দূরান্ত হয়।

[তাবারানী মু'জামুল কবীর, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, হাইসুমী বলেন, আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন তা সহীহ্ মুসলিমের শর্তে বর্ণিত।]

(٤٤٦) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَيَعْرِضُ الْبَعِيْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ سَأَلْتُ نَافِعًا فَقُلْتُ إِذَا ذَهَبَتِ الْأَبِلُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ مُؤَخِّرَةَ الرَّحْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ (وَفِىْ لَفْظٍ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا ـ

(৪৪৬) উবাইদুল্লাহ্ ইবন্ উমর থেকে তিনি নাফে' থেকে তিনি ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর উটকে তাঁর ও তাঁর কিবলার মধ্যে আড়াআড়ি করে বসিয়ে রেখে নামায পড়তেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি নাফে'কে প্রশ্ন করলাম এবং বললাম, উট চলে গেলে তখন কি করতেন, ইবন্ উমর বলেন, তিনি হাওদা পশ্চাতের কাঠটি কিবলার মধ্যে আরও আড়া আড়ি করে রেখে নামায পড়তেন। (অন্য শব্দে আছে, রাসূল (সা) উটকে সামনে আড়াআড়ি করে বসিয়ে তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

[বুখারী, মুসলিম ।]

(٤٤٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فِي الْعِيْدَيْنِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ـ

(৪৪৭) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ঈদের নামাযে নবী (সা)-এর সামনে বল্লম পুঁতে রাখা হতো। তিনি তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্]

(٤٤٨) عَنْ طَلْحَةَ (بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيْنَا فَذَكَرْنَا ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَايَضُرُّهُ مَامَرَّ عَلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ مَرَّةً بَيْنَ يَدَيْهِ ـ

(৪৪৮) তালহা (ইবন্ উবায়দিল্লাহ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নামায পড়তাম, এমন সময় আমাদের সম্মুখ দিয়ে জন্তু জানোয়ার অতিক্রম করত— তা আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট বললাম। তিনি বললেন, হাওদার শেষে কাঠির মত কিছু যদি তোমাদের কারো সামনে থাকে তাহলে তার সামনে দিয়ে যাই যাক না কেন তার কোন ক্ষতি হবে না। উমর (এক রাবী) বললেন, তার সম্মুখে যাই অতিক্রম করুক না কেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন্ সাদ ও তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি, হাসান সহীহ্।]

(٤٤٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رُكِزَتِ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالْحِمَارُ يَمُرُّ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ ـ

(৪৪৯) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের দিন আরাফাতে নবী করীম (সা)-এর সামনে বর্শা পুঁতে রাখা হয়েছিল, তিনি তার দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন, তখন বর্শার পেছন দিক দিয়ে গর্দভ চলাচল করতে ছিল।

[মুসনাদে আহমদ, বুখারী ও মুসলিমে অন্য ভাষায় এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٤٥٠) عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ بِالْبَطْحَاءِ) الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَدْ أَقَامَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا النَّاسُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ) قَالَ قِيْلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ أَبْرِي النَّبْلَ وَأَرِيْشُهَا ـ

(৪৫০) 'আউন ইবন্ জুহাইফা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আল 'আবতাহ নামক স্থানে আমাদের (অন্য বর্ণনায় বাতহাতে) নিয়ে জোহর ও আসরের দু'রাকা'আত (কসরের নামায) আদায় করে ছিলেন, তখন তাঁর সামনে বর্শা পুঁতে রাখা হয়েছিল। এ সময় তাঁর পেছন দিক দিয়ে মানুষ, গর্দভ ও নারীরা চলাচল করছিল, (অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে। তিনি বলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সেদিন আপনি কার মত? (অর্থাৎ আপনার বয়স কত? তিনি বলেন, তখন আমি তাঁর মাটিতে পুঁতে রাখা ও বল্লম ধার দেয়া ইত্যাদি কাজ করার মত বয়সে উপনীত। [বুখারী, মুসলিম।]

(٤٥١) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ـ

(৪৫১) সাহ্ল ইবন্ আবূ হাসামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, তোমাদের কেউ যখন সুতরার দিকে মুখ করে নামায পড়বে সে যেন তার নিকটবর্তী হয়। যাতে শয়তান তার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়।

[আবূ দাউদ, তাবরানী, মু'জামুল কবীর ইবন্ হাব্বান, সুনানে বায়হাকী, হাকিম মুস্তাদরাক। তিনি বলেন, হাদীসটি বুখারী, মুসলিমের শর্তে উপনীত।]

(٤٥٢) عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَمُوْدٍ وَلَا عُوْدٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلاَّ جَعَلَهُ حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْاَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا -

(৪৫২) দুবা'আতা বিনতে মিকদাদ ইবন্ আসওয়াদ থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন কোন গাছ, কাঠ ও স্তম্ভের দিকে নামায পড়তেন তখন তাঁকে তাঁর কপালের ডান দিকে বা বাম দিকে নিতেন, কিন্তু সেটা তাঁর লক্ষ্য হতো না।

[আবূ দাউদ। এ হাদীসের সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(٤٥٣) عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ سَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مَاصَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ تَرَكَ عَمُوْدَيْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ -

(৪৫৩) বেলাল (রা) থেকে বর্ণিত, ইবন্ উমর (রা) তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, রাসূল (সা) কা'বাগৃহে প্রবেশ করে কি করেছিলেন? তিনি (বেলাল) বলেন, তিনি দু'টি স্তম্ভ ডান দিকে একটি স্তম্ভ বাঁ দিকে এবং তিনটি স্তম্ভ পশ্চাতে রেখে নামায পড়লেন, তখন কিবলা ও তাঁর মাঝে তিন হাত দূরত্ব ছিল।

[এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। বুখারী ও অন্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কাজেই তা সহীহ্।]

(٢) بَابٌ : دَفْعِ الْمَارِمِيْنَ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلَّى مِنْ أٰدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ -

২ পরিচ্ছেদ ঃ মানুষ ও অন্যান্য যে কোন জিনিসকে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকালে বাধা দেয়া

(٤٥٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلَّى فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ -

(৪৫৪) আবদুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে নামাযের সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দিবে না। কেউ (বাধা মানতে) অস্বীকার করলে তার সাথে লড়াই করবে, কারণ তার সাথে শয়তান রয়েছে। [মুসলিম, ইবন্ মাজাহ।]

(٤٥٥) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلَّى فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَااسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ -

(৪৫৫) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, সামনে দিয়ে কাউকে যেতে দিবে না, সাধ্য অনুযায়ী তাকে বাধা দিবে, যদি সে (বাধা মানতে) অস্বীকার করে তাহলে তার সাথে লাড়াই করবে। কেননা সে নিশ্চয়ই শয়তান। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ইত্যাদি।]

(٤٥٦) عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ صَاحِبِ سُلَيْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّى مُعْتَمٌّ بِعِمَامَتِهِ سَوْدَاءَ مُرْخٍ طَرَفُهَا مِنْ خَلْفٍ مُصْفَرُّ اللِّحْيَةِ فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِى ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ خَلْفَهُ فَقَرَأَ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَوْ رَأَيْتُمُوْنِى وَإِبْلِيْسَ فَأَهْوَيْتُ بِيَدِىْ فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِى تَلِيْهَا وَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِى سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَرْبُوْطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ يَتَلَاعَبُ بِهِ صِبْيَانُ الْمَدِيْنَةِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ ـ

(৪৫৬) সুলাইমানের বন্ধু আবূ উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আতা ইবন্ ইয়াযীদ লাইসীকে একটি কালো পাগড়ী জড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি। যার এক প্রান্ত দিয়ে ঝুলন্ত ছিল, আর তাঁর দাড়ি ছিল হলুদ বর্ণের। আমি তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে গেলে তিনি আমাকে বাধা দান করেন, তারপর বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূল (সা) ফজরের নামায পড়তে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তিনি আবূ সাঈদ খুদরী তাঁর পেছনে ছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর কিরা'আতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। নামায শেষে তিনি বলেন, যদি তোমরা আমাকে ও ইবলিসকে দেখতে, সে আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাচ্ছিল, আমি হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরি এবং তার গলা টিপতে থাকি। এমনকি আমার এ দু'আঙ্গুলের মধ্যে অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার পাশের আঙ্গুলে তার লালার শীতলতা অনুভব করি। যদি আমার ভাই নবী সুলাইমান (আ)-এর দু'আর কথা আমার স্বরণ না হত তাহলে সে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বাঁধা থাকত। আর মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করত। তোমাদের মধ্যে যারা পারে কিবলা ও তাদের মাঝে কোন কিছু অন্তরায় সৃষ্টি না হোক তাহলে তারা যেন তা করে।

[বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ।]

(٤٥٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِىْ بَشْرٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ بِالْبَطْحَاءِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأَخَّرِى، فَرَجَعَتْ حَتَّى صَلَّى ثُمَّ مَرَّتْ ـ

(৪৫৭) আবদুল্লাহ ইবন্ যায়েদ ও আবূ বশীর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) একদিন তাদের নিয়ে নামায পড়তে ছিলেন 'বাতহার' এক মহিলা নামাযের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, রাসূল (সা) তাকে অপেক্ষা করার জন্য ইশারা করলেন ফলে সে ফিরে গেল, অতঃপর নামায শেষান্তে অতিক্রম করল।

[তাবারানী মু'জামুল কাবীর। এ হাদীসের সনদে ইবন্ লাহইয়্যা তিনি বিতর্কিত।]

(٤٥٨) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ أَوْعُمَرُ فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا قَالَ فَرَجَعَ، قَالَ فَمَرَّتْ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا قَالَ فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ أَغْلَبُ ـ

(৪৫৮) উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) উম্মে সালমার কামরায় নামায পড়তে ছিলেন, এমন সময় তাঁর সামনে দিয়ে আবদুল্লাহ অথবা উমর অতিক্রম করছিলেন, রাসূল (সা) তাঁকে ফিরে যাওয়ার জন্য হাতে ইশারা করলেন, সে ফিরে গেল। তিনি বলেন, তারপর উম্মে সালমার মেয়ে অতিক্রম করছিল তাঁকেও ফিরে যাওয়ার জন্য হাতে ইশারা করলেন, কিন্তু সে অতিক্রম করল। নামায শেষে রাসূল (সা) বললেন, এরা (বিরোধিতা ও নাফরমানীতে) অগ্রগামী। [ইবন্ মাজাহ, হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

(٤٥٩) ز عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّيْ فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْ فَمَنَعْتُهُ فَأَبَى فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَيَضُرُّكَ يَا ابْنَ اَخِيْ ـ

(৪৫৯) ইব্রাহীম ইবন্ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নামায পড়তেছিলাম। এক ব্যক্তি নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। আমি তাকে নিষেধ করলাম। কিন্তু সে (আমার কথা শুনতে) অস্বীকার করল। ঘটনাটি উসমান (রা)-কে বললাম, তিনি বললেন ভাতিজা এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। হাইসুমীর মাজমাউয যাওয়ায়েদ বলেন-এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٦٠) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ حَتَّى قَامَتَا بَيْنَ يَدَيْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَنَحَّاهُمَا وَأَوْمَأَ بِيَدَيْهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ـ

(৪৬০) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) নামায পড়তে ছিলেন, এমন সময় দুইটি মেয়ে এসে রাসূলের মাথার সামনে দাঁড়ালো তিনি ডানে ও বামে হাতে ইশারা করে উভয়কে থামিয়ে দিলেন।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ সহীহ ইবন্ খুযাইমা বাযযর ।]

(٤٦١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِيْ نُرِيْدُ أَنْ نُصَلِّيْ قَدْ قَامَ وَقُمْنَا إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا حِمَارٌ مِنْ شَعْبِ أَبِي دُبٍ شَعْبِ اَبِيْ مُوْسَى فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمْ يُكَبِّرُ وَأَجْرَى إِلَيْهِ يَعْقُوْبَ بْنِ زَمْعَةَ حَتَّى رَدَّهُ ـ

(৪৬১) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে কোন এক উঁচু উপত্যকায় ছিলাম, সে সময় আমরা নামায পড়ার ইচ্ছে করলাম, তিনি (রাসূল) দাঁড়ালেন, তাঁর সাথে আমরাও দাঁড়ালাম। তখন 'শায়াবে আবূ দুর শায়াবে আবূ মূসা থেকে একটি গাধা বের হলো, রাসূল (সা) অপেক্ষা করলেন। ফলে নামাযের তাকবীর বলা হলো না। পরক্ষণেই ইয়াকুব ইবন্ যামআ এসে গাধাটিকে ফিরিয়ে নিলেন।

[এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় নি। হাইসুমী বলেন, হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٦٢) عَنْ عُمْرِو بْنَ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ اِلَى جِدْرٍ اتَّخَذَهُ قِبْلَةَ فَأَقْبَلَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَمَازَالَ يُدَارِئُهَا وَيَدْنُوْ مِنْ الْجِدَارِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَطْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَصِقَ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ خَلْفِهِ ـ

(৪৬২) আমর ইবন্ শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) তাঁদেরকে নিয়ে একটা দেয়ালকে কেবলা বানিয়ে (সামনে রেখে) নামায পড়তেছিলেন, এমন সময় একটি বাচ্চা রাসূল (সা)-এর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন তিনি তাকে বাধা দিচ্ছিলেন, আর দেওয়ালের সাথে তাঁর পেট লেগে গেছে। ফলে বাচ্চাটি তাঁর পেছন দিয়ে চলে গেল। [আবূ দাউদ, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٤٦٣) عَنْ مَيْمُوْنَةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَثَمَّ بَهْمَةٌ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ تَجَافَى ـ

(৪৬৩) রাসূল (সা)-স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) সিজদা অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ একটা ছাগলের বাচ্চা তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন তিনি সামনে হাত দিয়ে তাকে বাধা দিলেন।
[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি।]

(٤٦٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فَجَعَلَ جَدْىٌ يُرِيْدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ قَالَ حَجَّاجٌ يَتَّقِيْهِ وَيَتَأَخَّرُ حَتَّى يُرَى وَرَاءَ الْجَدْىِ-

(৪৬৪) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) নামায পড়ছিলেন, এমন সময় একটি ভেড়ার বাচ্চা রাসূল (সা)-এর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন তিনি একবার সামনে গেলেন আবার পেছনে আসলেন, হাজ্জাজ বলেন, তিনি তাকে বাধা দিলেন এবং পেছনে আসলেন, যাতে ভেড়ার বাচ্চাটি পেছন দিকে চলে যেতে পারে। [আবূ দাউদ। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٣) بَابٌ : تَغْلِيْظُ فِى الْمَسْرُوْرِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى وَبَيْنَ سُتْرِه -

(৩) পরিচ্ছেদঃ নামাযী ও তার সুতরার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ

(٤٦٥) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَرْسَلَنِىْ أَبُوْجُهَيْمِ بْنُ أُخْتِ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (اَلْجُهَنِىِّ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَسْأَلُهُ مَاسَمِعَ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لأَنْ يَقُوْمَ أَرْبَعِيْنَ لاَ أَدْرِىْ مِنْ يَوْمٍ أَوْشَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ -

(৪৬৫) বুস্র ইবন্ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবাই ইবন্ কা'বের ভাগ্নে আবূ জুহাইম আমাকে যায়েদ ইবন্ খালিদ (আল জাহানী)-এর নিকট পাঠালেন নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য। তিনি (যায়েদ) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ দিন মাস ও বছর পর্যন্ত কিনা জানি না, দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম।

[বুখারী, মুসলিম, মালিক, বায়হাকী ও চার সুনান গ্রন্থ।]

[ইবন্ মাজাহ ইবন্ হাব্বান। বায়হাকী তাঁর বর্ণনা থেকে হাদীসটি সহীহ বলে প্রতীমান হয় কারণ তিনি সহীহ ছাড়া দুর্বল হাদীস বর্ণনা করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।]

(٤٦٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَالَهُ فِىْ أَنْ يَمْشِىَ بَيْنَ يَدَىْ أَخِيْهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِىْ رَبَّهُ كَانَ أَنْ يَقِفَ فِى ذَالِكَ الْمَكَانِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُوَ -

(৪৬৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের কেউ যদি জানত আল্লাহর নিকট প্রার্থনাকারী (অর্থাৎ নামাযের) তার ভাইয়ের সামনে আড়াআড়িভাবে চলে যাওয়ার মধ্যে কত বড় গুনাহ তাহলে সে চলে যাওয়ার চেয়ে একশত বছর দাঁড়িয়ে থাকাকে অধিক পছন্দ করত।

[আবূ দাউদ, সুনানে বায়হাকী, এর সনদ উত্তম।]

(٤٦٣) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً مُقْعَدًا بِتَبُوْكَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَتَانٍ أَوْحِمَارٍ فَقَالَ قَطَعَ عَلَيْنَا صَلاَتَنَا قَطَعَ اللّٰهُ أَثَرَهُ فَاقْعِدَ -

(৪৬৩) ইয়াযীদ ইবন্ ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুকে চলতে অক্ষম এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার এ অবস্থা কেন? সে বলল নামায পড়ার সময় আমি রাসূল (সা)-এর সামনে দিয়ে গর্দভ অথবা গাধায় চড়ে অতিক্রম করেছিলাম, তখন রাসূল (সা) বললেন, যে আমাদের নামায কর্তন করেছে, আল্লাহ তার পদচিহ্ন ধ্বংস করুন। তখন থেকে তিনি চলাচলে অক্ষম।

[আবূ দাউদ, সুনানে বায়হাকী। এর সনদ উত্তম।]

(٣) بَابٌ : مَنْ صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ ـ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার সম্মুখে মানুষ অথবা জন্তু রেখে নামায পড়ে

(٤٦٤) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ـ

(৪৬৪) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) রাত্রে নফল নামায পড়তেন, তখন আয়িশা (রা) তাঁর ও কিব্লার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন।

[মুসনাদে আহমদ ছাড়া হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। হাইছুমী মাজমাউয যাওয়ায়েদে বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٦٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عُمَرَبْنَ عَبْدَ الْعَزِيْزِ وَهُوَ أَمِيْرُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِلَيْهَا وَهِىَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ عِنْدَ عُمَرَ فَلَعَلَّهَا يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ فَقَالَ عُرْوَةُ أُخْبِرُكَ بِالْيَقِيْنِ وَتَرُدُّ عَلَىَّ بِالظَّنِّ، بَلْ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ ـ

(৪৬৫) মুহাম্মদ ইবন্ জা'ফর ইবন্ যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উরওয়া ইবন্ যুবাইর উমর ইবন্ আবদুল আজীজকে তখন তিনি মদীনার গভর্নর রাসূলের স্ত্রী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) তাঁর দিকে নামায পড়তেন। তখন তিনি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন। তিনি বলেন, তখন আবূ উমামা ইবনে সাহ্ল বলেন, তিনি উমর ইবনে আজীজের পাশে ছিলেন। সম্ভবত হে আবূ আবদুল্লাহ! আয়িশা (রা) বলেছিলেন আমি তাঁর পাশে ছিলাম। উরওয়া বলেন, আমি আপনাকে ইয়াকীনের সাথে সংবাদ দিচ্ছি আর আপনি সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে আমার বক্তব্য খণ্ডন করেছেন, বরং তাঁর বক্তব্য ছিল, তিনি জানাযার মত তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন। [বুখারী, মুসলিম।]

(٤٦٦) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ زَارَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فِىْ بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ تُؤَخَّرَا وَلَمْ تُزْجَرَا ـ

(৪৬৬) ফযল ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক মরুভূমিতে রাসূল (সা) আব্বাস (রা)-এর সাথে দেখা করতে গেলেন, সেখানে আমাদের একটা কুকুরের বাচ্চা ও গাধা ঘাস খেতেছিল। রাসূল (সা) তাদের সামনে রেখেই আসরের নামায পড়লেন। তিনি এতদুভয়কে পেছনে নিলেন। আর না এতদুভয়কে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলেন। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী, সুনানে দারু কুতনী। এর সনদ উত্তম।]

(٤) بَابٌ : سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের সুতরা ইমামের পেছনের মুক্তাদিদেরও সুতরা এবং কোন কিছু অতিক্রম করার কারণে নামায নষ্ট হয় না

(٤٦٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ وَدَخَلْنَا فِي الصَّفِّ فَلَمْ يَقُلْ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ أَسِيْرُ عَلَى أَتَانٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ لِلنَّاسِ يَعْنِيْ حَتَّى صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(৪৬৭) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং ফযল গাধায় চড়ে রাসূলের নিকট আসলাম তখন রাসূল (সা) আরাফায় লোকদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। আমরা কাতারের একাংশের সামনে দিয়ে পার হলাম। তারপর নেমে গাধাটিকে ছেড়ে দিলাম, সে ঘাস খেতে থাকল। অতঃপর আমরা কাতারে শামিল হলাম, কিন্তু রাসূল (সা) আমাকে কিছুই বললেন না (আর ইবন্ আব্বাস থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি গাধার ওপর সওয়ার হয়ে আসলাম তখন আমি মাত্র সাবালক হওয়ার পথে, তখন রাসূল (সা) লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন, অর্থাৎ আমি সওয়ার অবস্থায় প্রথম কাতারের সামনে দিয়ে পার হলাম। তারপর গাধা থেকে নেমে গেলাম, তখন সে ঘাস খেতে লাগল। অতঃপর লোকদের সাথে রাসূলের পেছনে শামিল হলাম।

[বুখারী, মুসলিম, মালিক, বাইহাকী ও চার সুনান গ্রন্থ]

(٤٦٨) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلَمْ يَنْصَرِفْ وَجَاءَتْ، وَجَارِيَتَانِ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ۔

(৪৬৮) তাঁর থেকে ইবন্ আব্বাস (রা) আরও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং বনি হাশিমের এক বালক গাধার পিঠে চড়ে নামায পড়া অবস্থায় রাসূলের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেন নি ও নামায ত্যাগ করেন নি। সে সময় বনি আব্দুল মুত্তালিবের বংশের দু'টি ছোট মেয়ে পৃথক করে দিলেন কিন্তু নামায ত্যাগ করেন নি। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, সহীহ ইবন্ খুযাইমা ও বায্যার।]

(٤٦٩) عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَ بِئْسَمَا عَدَلْتُمْ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ كَلْبًا وَحِمَارًا لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَقْبَلْتُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ قَرِيْبًا مِنْهُ مُسْتَقْبِلَهُ نَزَلْتُ عَنْهُ وَخَلَّيْتُ عَنْهُ وَدَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلَاتِهِ فَمَا أَعَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ وَلَا نَهَانِيْ عَمَّا صَنَعْتُ وَلَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَجَاءَتْ وَلِيْدَةٌ تَتَخَلَّلُ الصُّفُوْفَ حَتَّى عَاذَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَمَا أَعَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ وَلَانَهَاهَا عَمَّا صَنَعَتْ وَلَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِىْ مَسْجِدٍ فَخَرَجَ جِدْىٌ مِنْ بَعْضِ حُجُرَاتِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ يَجْتَازُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَفَلَاتَقُوْلُوْنَ اَلْجِدْىُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟

(৪৬৯) হাসান আল উরনী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন্ আব্বাস (রা)-এর সামনে আলাপ করা হল যে, সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা ও নারী অতিক্রমের ফলে নামায নষ্ট হয়। তিনি বললেন, তোমরা এক মুসলিম নারীকে কুকুর ও গাধার সমতুল্য করে নিকৃষ্টতম কাজ করলে। আমি এক গাধা দিয়ে এসেছিলাম। তখন রাসূল (সা) মানুষদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। আমি যখন তাঁর সামনের দিকে নিকটবর্তী হলাম তখন গাধার পিঠ থেকে নেমে যাই আর গাধাটি ছেড়ে দিই। অতঃপর রাসূলের সাথে তাঁর নামাযে অংশগ্রহণ করি। রাসূল (সা) পুনরায় সে নামায পড়েন নি আর আমাকে এক্ষেত্রে নিষেধ করলেন।

একবার রাসূল (সা) লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। একটি ছোট মেয়ে কাতারের ভিতর ঢুকে তা বিভক্ত করে, শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা)-এর কাছে এসে আশ্রয় নেয়, তিনি পুনরায় তাঁর নামায পড়েন নি আর না তাকে এ কাজে নিষেধ করলেন, একবার রাসূল (সা) মসজিদে নামায পড়াচ্ছিলেন এমন সময় রাসূল (সা)-এর কামরা থেকে একটি বকরীর বাচ্চা বের হয়ে রাসূলের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। রাসূল (সা) তাকে বারণ করলেন। ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা কেন বল না যে, বকরী নামায নষ্ট করে দেয়।

[এ ভাষায় হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে বুখারী, মুসলিমে এ অর্থের হাদীস রয়েছে এবং এর বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য রয়েছে।]

(٥) بَابٌ : مَنْ صَلَّى اِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ـ

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সুতরা ব্যতীত নামায পড়ল

(٤٧٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِىْ فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئٌ ـ

(৪৭০ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) এক উম্মুক্তস্থানে নামায পড়েছেন তখন তাঁর সামনে (সুতরা হিসাবে) কোন জিনিস ছিল না।

[হাইসুমী ও আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিসের বক্তব্য থেকে হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(٤٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ أَبِىْ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِى وِدَاعَةَ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِهِ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّايَلِى بَابَ بَنِى سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى حَدَّثَنِى كَثِيْرُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ عَمَّنْ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى.مِمَّايَلِى بَابَ بَنِى سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنْبَأَ عَنْهُ قَالَ ثَنَا كَثِيْرٌ عَنْ أَبِيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَبِى سَمِعْتُهُ، وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِى عَنْ جَدَّتِى أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِمَّا يَلِى بَابَ بَنِى سَهْمٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةٌ ـ

(৪৭১) আবদুল্লাহ্ আমাদেরকে বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, আমাদেরকে সুফিয়ান ইবন্ উআইনা বলেছেন, তিনি বলেন, আমাকে কাসির ইবন্ কাসির ইবন্ মুত্তালিব ইবন্ আবূ ওয়াদা'আ বলেছেন যে, তিনি তাঁর পরিবারের কোন এক ব্যক্তি থেকে শুনেছেন, সে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছে, তিনি রাসূল (সা)-কে বনি সাহামের দরজার পাশে নামায পড়তে দেখেছেন। তখন লোকেরা তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। কিন্তু তাঁর ও কা'বার মাঝে কোন সুতরা ছিল না।

অন্য বর্ণনায় সুফিয়ান বলেন, আমাকে কাসির ইবন্ কাসির ইবন্ আব্দুল মুত্তালিব ইবন্ আবূ ওয়াদাআ জনৈক ব্যক্তি থেকে যিনি তাঁর দাদাকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূল (সা)-কে বনি সাহামের দরজার পাশে নামায পড়তে দেখেছি, তখন লোকেরা তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল কিন্তু তাঁর ও কা'বার মাঝে কোন সুতরা ছিল না। সুফিয়ান বলেন, ইবন্ জুরাইজ তাঁর নিকট থেকে সংবাদ দিলেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে কাসির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট থেকে শুনি নি, কিন্তু আমার গোত্রের জনৈক লোকের নিকট থেকে শুনেছি, তিনি আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বনি সাহ্মের দরজার পাশে নামায পড়েছেন তখন তাঁর ও তাওয়াফের স্থানের মাঝে কোন সুতরা ছিল না।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, নাসাঈ, এ হাদীসের সনদে একজন অজ্ঞাত রাবী আছেন।]

اَبْوَابُ صِفَةُ الصَّلاَةِ

নামায পড়ার নিয়ম

(٦) بَابُ جَامِعُ صِفَةُ الصَّلاَةِ

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ নামায পড়ার সঠিক নিয়ম

(٤٧٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَإِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَالِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىْ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِداً، وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ أَفْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيْمِ -

(৪৭২) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল নামায (সা) তাকবীর দিয়ে আর কিরাত আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিলী 'আলামীন শুরু করতেন। যখন রুকু করতেন তখন তাঁর মাথা বেশী উঁচু করে রাখতেন না এবং বেশী নিচু করেও রাখতেন না। বরং উভয়ের মাঝখানে অবস্থান করতেন। রুকু থেকে যখন মাথা উঠাতেন পূর্ণ সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। সিজদা থেকে যখন তাঁর মাথা উঠাতেন পূর্ণ সোজা হয়ে না বসে পুনরায় সিজদায় যেতেন না। প্রত্যেক দু'রাকা'আতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন। আর সিজদা শিকারী প্রাণীর, কুকুর ও বাঘের) মত দু'হাতের কব্জি বিছিয়ে দেয়া অপছন্দ করতেন। তিনি বাম পা বিছিয়ে এবং বাম ডাল খাড়া রেখে বসতেন। তিনি শয়তানের বসার মত (হাঁটু গেড়ে মাটিতে হাত রেখে) বসতে নিষেধ করতেন এবং সালামের মাধ্যমে নামাযের সমপ্তি করতেন। (৭৮) [মুসলিম, আবু দাউদ, ইবন্ মাজাহ্।]

(٤٧٣) عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ جَلَسْنَا إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلاَ أُرِيْكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْنَا بَلَى، قَالَ فَقَامَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى أَخَذَ كُلَّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ ثُمَّ رَفَعَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَضْوٍ مَاخَذَهُ ثُمَّ رَفَعَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَظْمٍ مَاخَذَهُ، ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَظْمٍ مَاخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ فَصَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَّةِ كَمَا صَنَعَ فِىْ رَكْعَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(৪৭৩) কাসিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুর রহমান আবযী (রা)-এর কাছে বসাছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (সা)-এর নামায পড়া দেখাবো? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীর দিলেন তারপর সূরা পড়লেন তারপর রুকু করলেন এবং তাতে দু'হাঁটুতে হাত

রাখলেন এবং তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন, অতঃপর সিজদা করলেন এবং তাতে তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে স্থির না হওয়া পর্যন্ত থাকলেন, অতঃপর তাঁর মাথা উঠালেন এবং প্রত্যেক হাড় স্থির না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকলেন। পুনরায় সিজদা করলেন এবং তাতে প্রত্যেক হাত স্থির না হওয়া পর্যন্ত রইলেন তারপর উঠলেন। এভাবে প্রথম রাকা'আতে যা করলেন, দ্বিতীয় রাক'আতেও তাই করলেন সবশেষে বললেন, এভাবেই ছিল রাসূল (সা)-এর নামায ।

[মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্য কোথাও হাদীসটি পাওয়া যায় নি। হাইসুমী বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য]

(٤٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبِىْ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا زَائِدَةُ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ اَلْحَضْرَمِىَّ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّىْ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ، ثُمَّ قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً (وَفِىْ رِوَايَةٍ حَلَّقَ بِالْوُسْطَى وَالْاِبْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ) ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْبِهَا، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَالِكَ فِىْ زَمَانٍ فِيْهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمُ الثِّيَابُ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) بِنَحْوِهِ فِيْهِ قَالَ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَعَلَى النَّاسِ ثِيَابٌ فِيْهَا الْبَرَانِسُ وَالْأَكْسِيَةُ فَرَأَيْتُهُمْ يَقُوْلُوْنَ هَكَذَا تَحْتَ الثِّيَابِ وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ قَالَ) ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَقَبَضَ سَائِرًا أَصَابِعِهِ ـ

(৪৭৪) আব্দুল্লাহ আমাদের বলেছেন, তাঁকে তাঁর বাবা বলেছেন, তাঁকে আব্দুস্ সামাদ আর তাঁকে যায়েদা আসেম ইবন্ কুলাইব বলেছেন, তিনি বলেন, আমাকে ওয়ায়িল ইবন্ হাজর হাদরামী সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, রাসূল (সা) কিভাবে নামায পড়েন তা আমি দেখব। তারপর আমি চার দিকে লক্ষ্য করলাম, তিনি দাঁড়ালেন (অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি কিবলামুখী হলেন) তাকবীর (তাহরীমা) বলে দু'হাত কান পর্যন্ত উঠালেন (অন্য বর্ণনায় দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠালেন) তারপর ডান হাত বাম হাতের তালুর উপর রেখে হাতের কবজি ধরলেন। অতঃপর বললেন, তিনি রুকুতে যাওয়ার সময় পূর্বের মত হাত উঠালেন, রুকু করার সময় হাত দু'টি হাঁটুতে রাখলেন, তারপর মাথা উঠালেন এবং পূর্বের মত হাত দু'টি উঠালেন। অতঃপর সিজদা করলেন তখন তাঁর হাত দু'টি বরাবর রাখলেন, তারপর বাঁ পা বিছিয়ে বসলেন, সে সময় হাতের তালু রান ও বাম হাঁটুর ওপর রাখলেন এবং ডান রানের ওপর ডান কনুই রাখলেন এবং আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করলেন এবং তাতে একটা অবেষ্টনী তৈরী করলেন।

(অন্য বর্ণনায়) বৃদ্ধাঙ্গুলি ও হালকা বা আবেষ্টনী তৈরী করলেন এবং তর্জনী দ্বারা ইশারা করলেন তারপর তাঁর আঙ্গুল উঠালেন, আমি দেখলাম যে, তিনি তা নাড়াচ্ছেন আর দু'আ করছেন। অতঃপর দীর্ঘ দিন পর শীতের মৌসুমে

আমি আসলাম এবং লোকদেরকে শীতের কাপড় পরিধান করা দেখলাম। দেখলাম যে, তারা কাপড়ের নীচ থেকে হাত নাড়াচ্ছেন শীতের কারণে। (অন্য এক বর্ণনায়ও অনুরূপ আছে, তাতে আরও আছে।) তিনি বলেন, আমি আর একবার আসলাম তখন মানুষদের বারানেস ও আফসীয়া (এক ধরনের কাপড় যা মাথাসহ সমস্ত শরীর ডেকে রাখে) পরিধান অবস্থায় দেখলাম, দেখলাম তারা কাপড়ের নীচ দিয়ে হাত উঠাচ্ছেন, তৃতীয় এক বর্ণনায় অনুরূপ আছে, তাতে আরও আছে, তিনি বলেন, তারপর তিনি বাঁ হাত বাঁ হাঁটুর ওপর রাখলেন এবং বাঁ কনুই বাঁ রানের উপর রাখলেন তারপর তর্জনী দ্বারা ইশারা করলেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যঙ্গুলির উপর রাখলেন এবং সমস্ত আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে নিলেন। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্, সহীহ ইবন্ খুযাইমা সুনানে বায়হাকী। এর সনদ উত্তম।]

(٤٧٥) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أَنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَكَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ -

(৪৭৫) ওয়ায়িল ইবন্ হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-কে নামাযে প্রবেশ করার সময় হাত উঠাতে দেখেছেন। হাম্মামের বিবরণ মতে, তাঁর কান পর্যন্ত উঠাতে দেখেছেন। অতঃপর তাঁর কাপড় ঝাড়লেন। তারপর ডান হাত বাঁ হাতের ওপর রাখলেন, যখন রুকু করতে চাইলেন, কাপড়ের ভেতর থেকে হাত বের করলেন, তারপর হাত দু'টি উপরে উঠালেন। তারপর তাকবীর বলে রুকু করলেন, যখন সামি আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ বললেন, তখন তাঁর হাত দু'টি উঠালেন, যখন সিজদা করলেন তখন তাঁর হাতের কবজির মধ্যখানে সিজদা করলেন।

[সুনানে বায়হাকী। এর কাছাকাছি ভাষায় হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন্ হুযাইফাও বর্ণনা করেছেন।]

(٤٧٦) عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْبَرَّادُ قَالَ وَكَانَ عِنْدِىْ أَوْثَقَ مِنْ نَفْسِىْ قَالَ قَالَ لَنَا أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىُّ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَلَا أُصَلِّىْ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ فَرَكَعَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفُصِّلَتْ أَصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ (وَفِى رِوَايَةٍ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ) وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْئٍ مِنْهُ - ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هٰكَذَا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৪৭৬) 'আতা ইবন্ সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে সালিম আল বাররাদ বলেছেন, তিনি বলেন, তিনি আমার কাছে আমার নিজের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তিনি বলেন, আবু মাসউদ বদরী (রা) আমাদেরকে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কি রাসূলের নামায পড়ে দেখাব না? একথা বলে তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বললেন, রুকু করলেন এবং হাতের কবজি হাঁটুতে রাখলেন আঙ্গুলগুলো হাঁটুর ওপর পৃথক করে দিলেন (অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁর হাঁটুর পশ্চাতে আঙ্গুলগুলোর মধ্যখানে খোলা রাখলেন) সমস্ত শরীর স্থির না হওয়া পর্যন্ত বগল পৃথক করে রাখলেন, তারপর সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সব কিছু স্থির না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর তাকবীর বলে সিজদায় গেলেন এবং স্বস্থি না হওয়া পর্যন্ত বগল আলগ রাখলেন।

আবার মাথা উঠালেন এবং সোজা হয়ে বসলেন, সবকিছু স্থির না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর দ্বিতীয় সিজদা দিলেন। এভাবে তিনি আমাদের নিয়ে চার রাক'আত নামায পড়লেন, তারপর বললেন, এভাবেই ছিল রাসূল (সা)-এর নামায এবং বললেন, এভাবেই আমি রাসূল (সা)-কে নামায পড়তে দেখেছি।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, এর সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٤٧٧) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيْ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّهُ قَالَ لأَصْحَابِهِ يَوْمًا أَلاَ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَالِكَ فِي غَيْرِحِيْنِ صَلاَةٍ، فَقَالَ أَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرُ فِيْ الْجُلُوْسِ ثُمَّ انْتَظَرَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ فَصَلَّى صَلاَةً كَصَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَ بْنَ سَلْمَةَ الْجُرْمِيَّ وَكَانَ يَؤُمُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّوْبُ فَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ سَلْمَةَ يَصْنَعُ شَيْئًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى وَالثَّالِثَةِ -

(৪৭৭) মালিক ইবন্ হুয়াইরিস আল লাইস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন তাঁর সঙ্গীদের বললেন, আমি কি তোমাদের রাসূল (সা)-এর নামায কিরূপ ছিল তা দেখোবো? তিনি বলেন, সে সময় নামাযের কোন ওয়াক্ত ছিল না। তারপর তিনি উত্তমভাবে প্রশান্তির সাথে দাঁড়ালেন, তারপর উত্তমভাবে রুকু করলেন, তারপর মাথা উঠালেন এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর সিজদা করলেন, অতঃপর মাথা উঠালেন। বসার জন্য তাকবীর বললেন, তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় সিজদা দিলেন। আবূ কালাবা বলেন, তিনি আমাদের এ শায়খের নামাযের মত নামায পড়লেন, অথবা আমর ইবন্ সালামা আল জুরমীর মত নামায পড়লেন।) জুরমী রাসূলের যুগের ইমাম ছিলেন। আইয়ূব বলেন, আমি আমর ইবন্ সালামাকে এমন কিছু কাজ করতে দেখেছি যা তোমরা কারো না। তিনি যখন দু'সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে কিছুক্ষণ বসতেন তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াতেন। [বুখারী, মুসলিম।]

(٤٧٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) جَمَعَ قَوْمَهُ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الأَشْعَرِيِّيْنَ اجْتَمِعُوْا وَاجْمَعُوا نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ أُعَلِّمْكُمْ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِيْ كَانَ يُصَلِّيْ لَنَا بِالْمَدِيْنَةِ، فَاجْتَمِعُوْا وَاجْمَعُوْا نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَتَوَضَّأَ وَأَرَاهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ فَأَحْصَى الْوُضُوْءَ إِلَى أَمَاكِنِهِ حَتَّى لَمَّا أَنْ فَاءَ الْفَيْءُ وَانْكَسَرَ الظِّلُّ قَالَ فَأَذَّنَ فَصَفَّ الرِّجَالُ فِيْ أَدْنَى الصَّفِّ وَصَفَّ الْوِلْدَانُ خَلْفَهُمْ وَصَفَّ النِّسَاءُ خَلْفَ الْوِلْدَانِ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ يُسِرُّهَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاسْتَوَى قَائِمًا ثُمَّ كَبَّرَ وَخَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَانْتَهَضَ قَائِمًا، فَكَانَ تَكْبِيْرُهُ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ سِتَّ تَكْبِيْرَاتٍ وَكَبَّرَ حِيْنَ قَالَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ أَقْبَلَ إِلَى قَوْمِهِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ احْفَظُوْا تَكْبِيْرِيْ وَتَعَلَّمُوْا رُكُوْعِيْ وَسُجُوْدِيْ، فَإِنَّهَا صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِيْ كَانَ يُصَلِّيْ لَنَا كَذَا السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّاقَضَى صَلاَتَهُ أَقْبَلَ

إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا وَاعْقِلُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللّٰهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ وَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ، نَاسٌ مِنَ النَّاسِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلاَشُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللّٰهِ أَنْعِتْهُمْ لَنَا يَعْنِي صِفْهُمْ لَنَا فَسُرَّ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ لَمْ تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ، تَحَابُّوْا فِي اللّٰهِ وَتَصَافُّوا يَضَعُ اللّٰهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوْهَهُمْ نُوْرًا وَثِيَابَهُمْ نُوْرًا يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَايَفْزَعُوْنَ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللّٰهِ الَّذِيْنَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

(৪৭৮) আব্দুর রহমান ইবন্ গানাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মালিক আশ'আরী (রা) তাঁর গোত্রের লোকদেরকে জড়ো করে বললেন, হে আশ'আরী গোত্রের লোকেরা! তোমরা একত্রিত হও এবং তোমাদের মহিলা ও সন্তানদেরকে জড়ো কর। আমি তোমাদেরকে রাসূল (সা) মদীনাতে আমাদের নিয়ে যেভাবে নামায পড়েছেন সে নামায শিক্ষা দেব। তখন তাঁরা জড়ো হল এবং তাঁদের নারী ও সন্তানদের একত্রিত করল। অতঃপর তিনি ওযূ করলেন এবং তাদেরকে কিভাবে ওযূর করতে হয় নিয়ম শেখালেন এবং ওযূর সমস্ত অঙ্গে পানি পৌছালেন, তারপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল আর ছায়া ভেঙ্গে গেল (অর্থাৎ জোহরের মুসতাহাব ওয়াক্ত হলো। তিনি দাঁড়ালেন, তারপর আযান দিলেন তারপর পুরুষদেরকে প্রথম কাতারে দাঁড় করালেন আর শিশুদেরকে তাঁদের পেছনে দাঁড় করালেন আর নারীগণকে শিশুদের পেছনে দাঁড় করালেন তারপর নামাযের ইকামত দিলেন, তারপর সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর দু'হাত উঠিয়ে তাকবীর দিলেন। তারপর সূরা ফাতিহা ও সহজ একটি সূরা পড়লেন। তারপর তাকবীর বলে রুকু দিলেন। তারপর রুকুতে তিনবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবি-হামিদিহী" বললেন। তারপর "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর তাকবীর বলে সিজদায় গেলেন তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন, তারপর পুনরায় তাকবীর বলে সিজদায় গেলেন, তারপর তাকবীর বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, এভাবে প্রথম রাক'আতে তাঁর ছয়টি তাকবীর দিলেন, আর যখন দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য উঠলেন তখনও তাকবীর বললেন। নামায শেষে গোত্রের লোকদের দিকে মুখ ফেরালেন, তারপর বললেন, তোমরা আমার তাকবীর বলা অনুসরণ কর এবং আমার রুকু ও সিজদা শিখে নাও। কারণ, এটাই রাসূল (সা)-এর নামায। যা তিনি এরূপ দিনের বেলা আমাদের সাথে আদায় করেছেন। অতঃপর রাসূল (সা) যখন তাঁর নামায শেষ করলেন তখন মানুষের দিকে মুখ করে বললেন, হে মানুষেরা শোন ও বুঝে নাও, এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দা রয়েছেন যারা নবীও নন শহীদও নন। আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও তাঁদের অবস্থানের কারণে নবীগণ এবং শহীদরা তাঁদেরকে ঈর্ষা করেন। সে সময় একজন অপরিচিত মরুবাসী এসে রাসূল (সা)-এর দিকে তার হাত দ্বারা ইশারা করে বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা), কিছু লোক যারা নবীও নন শহীদও নন অথচ নবী ও শহীদরা পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও মর্যাদা পাওয়ার কারণে তাদের ঈর্ষা করে! আপনি তাঁদের পরিচয় আমাদের বলুন। তার কথা শুনে আনন্দে রাসূল (সা)-এর মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো, রাসূল (সা) বললেন, তাঁরা অপরিচিত লোক দীনের সম্পর্ক ছাড়া তোমাদের সাথে গোত্রীয় ও আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই, তারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে এবং কাতারবন্ধী হয়। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য নূরের মিনার তৈরী করবেন, তারপর তাঁদেরকে তার ওপর বসাবেন, তাঁদের মুখমণ্ডল ও পোশাক নূরদ্বারা আলোকিত

করবেন। সেদিন সমস্ত মানুষ ভীত হয়ে যাবে কিন্তু তাঁদের কোন ভয় থাকবে না, তাঁরা আল্লাহ্‌র ওলী বা বন্ধু তাঁদের কোন ভয় থাকবে না আর না তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।

[মুনোযরী বলেন, হাদীসটি ইমাম আহমদ ও আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হাদীসের সনদ উত্তম, হাকিমও হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, হাদীসের সনদ সহীহ্।]

(٤٧٩) عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّى بَيْنَ الْاَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِى الْقِرَاْءَةِ وَالْقِيَامِ وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الْأُوْلَى هِىَ أَطْوَلُهُنَّ لِكَىْ يَثُوبَ النَّاسُ وَيَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا كَانَ جَالِسًا ـ

(৪৭৯) আবূ মালিক আশ'আরী (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি চার রাকা'আত নামাযের মধ্যে কিরা'আত ও কিয়ামের (দাঁড়ানোর) ক্ষেত্রে সমতা রাখতেন। তবে প্রথম রাক'আত একটু লম্বা করতেন যাতে বেশী সংখ্যক লোক নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারে। পুরুষদেরকে বালকদের আগে দাঁড় করাতেন, আর বালকগণকে তাদের পেছনে দাঁড় করাতেন, আর নারীদেরকে তাদের পেছনের কাতারে দাঁড় করাতেন আর যখনই সিজদায় যেতেন তখনই তাকবীর বলতেন। আর যখন উঠতেন তখনও তাকবীর বলতেন, দু'রাকা'আতের মাঝে বসার জন্য উঠার সময় তাকবীর বলতেন।

[তাবারানী, মু'জামুস সাগীর মুহাদ্দিসদের বক্তব্য থেকে হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(٤٨٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِى عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُوْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ يَقُوْلُ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لَهُ مَا كُنْتَ أَقْدَامَنَا صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَ نَالَهُ تِبَاعَةً قَالَ بَلَى قَالُوْا فَأَعْرِضْ قَالَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ فَرَكَعَ ثُمَّ أَعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَبِّ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ رَفَعَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا وَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ جَافَى وَفَتَحَ عَضُدَيْهِ عَنْ بَطْنِهِ وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِى مَوْضِعِهِ ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا وَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ فَصَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَالِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِيْنَ أَفْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَنَعَ كَذَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِى تَنْقَضِى فِيْهَا الصَّلَاةُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ ـ

(৪৮০) মুহাম্মদ ইবন্ 'আতা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুমাইদ সাঈদী (রা) থেকে শুনেছি, তখন তিনি রাসূল (সা)-এর দশজন সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন আবূ কাতাদাহ্ ইবন্ রাক্য়ী আবূ হামিদ বলেন, আমি তোমাদেরকে রাসূল (সা)-এর নামায পড়া শিক্ষা দেব। তারা বললেন, আপনি আমাদের রাসূল (সা)-এর আগে সাহচর্য লাভ করেছেন আর না বেশী অনুসরণকারী ছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি বেশী

অনুসরণকারী ছিলাম। তাঁরা বললেন, তাহলে তুমি রাসূল (সা)-এর নামায পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর। তিনি বললেন, রাসূল (সা) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং হাত দু'খানি কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন রুকুতে যেতেন তখনও তিনি হাত দু'খানি কাঁধ বরাবর উঠাতেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যেতেন, রুকুতে সমান হয়ে থাকতেন, মাথা বেশী নীচু করতেন না আবার বেশী উপরেও উঠাতেন না। (রুকুর সময় মাথা ও পিঠ বরাবর রাখতেন) এবং তাঁর দু'হাতের তালু হাঁটুতে রাখতেন। তারপর সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা বলে মাথা উঠাতেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যতক্ষণ না সমস্ত হাড় যথাস্থানে সোজা হয়ে স্থির হয়। তারপর সিজদায় গমন করতেন এবং বলতেন, আল্লাহু আকবার। তারপর দু'পাশে হাত রেখে পেট থেকে বাহু আলগা রাখতেন। পায়ের আঙ্গুলগুলো খোলা রাখতেন। অতঃপর বাঁ পা বিছিয়ে তার উপর সোজা হয়ে বসেন সমস্ত অঙ্গ যথাস্থানে স্থির না হওয়া পর্যন্ত। তারপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় গেলেন। তারপর বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসলেন সমস্ত অঙ্গ যথাস্থানে স্থির না হওয়া পর্যন্ত। তারপর উঠে দ্বিতীয় রাকা'আত অনুরূপভাবে সমাপ্ত করেন, যখন দু' সিজদা থেকে উঠলেন তখন তাকবীর বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠালেন, যেভাবে নামায আরম্ভ করার সময় করছিলেন, অতঃপর এরূপ করতে থাকেন যখন শেষ রাকা'আত পর্যন্ত পৌছলেন তখন বাম পা বের করে তার উপর বসেন এবং সালামের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করেন।

[ইবনে হাব্বান, সুনানে বায়হাকী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, তিরিমিযী, তিনি হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٦) فَصْلٌ مِنْ فِىْ حَدِيْثِ الْمَسِيِّ فِىْ صَلَاتِه -

(৬) অনুচ্ছেদ ঃ নিজ নামায বিনষ্টকারী হাদীস প্রসঙ্গে

(٤٨١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِىْ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْهُ ثُمَّ اِقْرَأْ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِىْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا -

(৪৮১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করেন তারপর নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে সালাম জানালেন। তিনি তাঁর সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায আদায় কর। কেননা তুমি নামায আদায় কর নি। লোকটি ফিরে গিয়ে পূর্বের মতই নামায আদায় করল। এরূপ সে তিনবার করল। (তিনবারই রাসূল (সা) তাকে একই কথা বললেন) এরপর লোকটি বলল, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ প্রেরণ করেছেন। এর চেয়ে ভাল করে (নামায) আদায় করতে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী করীম (সা) বললেন, যখন তুমি নামায পড়তে দাঁড়াবে তাকবীরে (তাহরিমা) বলে (শুরু করবে) অতঃপর কুরআনের যেখান থেকে তোমার জন্য সহজ হয় সেখান থেকে পড়বে। এরপর রুকুতে যাবে প্রশান্তির সাথে রুকু করবে। তারপর সিজদা করবে, প্রশান্তির সাথে সিজদা করবে। সিজদা হতে উঠে প্রশান্তির সাথে দাঁড়াবে। এপর সিজদায় গিয়ে প্রশান্তির সাথে সিজদা করবে। তারপর সিজদা হতে (মাথা) উঠিয়ে প্রশান্তির সাথে বসবে। এভাবেই তোমার সকল নামায আদায় করবে।

[বুখারী, মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থ।]

(٤٨٢) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى قَرِيْبًا مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَنَحْوٍ مِمَّا صَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِي كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوْعِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَالِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْفِي الرَّابِعَةِ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ اَجْهَدْتُ نَفْسِي فَعَلِّمْنِي وَأَرِنِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ قُمْ فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَتْمَمْتَهَا وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هٰذَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ۔

(৪৮২) রেফায়াতা ইবন্ রাফে আয্যুরকী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলের একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মসজিদে বসা ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে রাসূল (সা)-এর পাশে নামায আদায় করেন। তারপর রাসূল (সা)-এর নিকটে আসল তখন রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, তুমি পুনরায় নামায আদায় কর, কেননা তুমি নামায আদায় করি নি। (অর্থাৎ তোমার নামায আদায় করা সঠিক হয় নি।) তিনি বলেন, লোকটি গিয়ে পূর্বের মতই নামায আদায় করল। অতঃপর রাসূল (সা)-এর কাছে ফিরে আসল তখন তিনি (রাসূল, বললেন গিয়ে পুনর্বার আদায় কর। কেননা তুমি নামায আদায় কর নি। তখন লোকটি বলল! হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কিভাবে নামায পড়ব আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূল (সা) বললেন, কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীরে তাহরীমা বলবে, তারপর সূরা ফাতিহা পড়বে, তারপর কুরআনের যেখানে থেকে চাও সেখান থেকে পড়বে। যখন রুকু করবে তখন তোমার হাতের তালু দু'হাঁটুতে রাখবে এবং পিঠ সোজা রাখবে, প্রশান্তির সাথে রুকু করবে। রুকু থেকে যখন তোমার মাথা উঠাবে তখন ঠিকভাবে দাঁড়াবে। সমস্ত হাড় যথাস্থানে না যাওয়া পর্যন্ত। আর যখন সিজদা করবে তখন প্রশান্তির সাথে সিজদা করবে, আর যখন সিজদা থেকে তোমার মাথা উঠাবে তখন বা রানের ওপর বসবে। প্রত্যেক রাক'আতে ও সিজদায় এরূপ করবে।

(তাঁর থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে) তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা) সাথে মসজিদে ছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে মসজিদের এক কোণায় নামায আদায় করছিল, তখন রাসূল (সা) তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলেন। নামায শেষে

লোকটি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে সালাম দিল। তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে নামায আদায় কর। কেননা তুমি নামায আদায় কর নি। এভাবে দুই অথবা তিনবার বললেন, তৃতীয় অথবা চতুর্থবারে লোকটি তাঁকে (রাসূল (সা)-কে) বলল, সে মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ প্রেরণ করেছেন। আমি সাধ্যমত সঠিকভাবে নামায পড়ার চেষ্টা করেছি। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন এবং দেখিয়ে দিন। তখন নবী (সা) তাকে বললেন, যখন নামায পড়তে ইচ্ছা করবে তখন ভাল করে ওযূ, করবে, তারপর কিবলার দিকে মুখ করবে, অতঃপর তাকবীর (তাহরীমা) বলবে, তারপর কিরাত পড়বে। তারপর রুকু করবে প্রশান্তি সহকারে। অতঃপর রুকু থেকে উঠে প্রশান্তির সাথে দাঁড়াবে, তারপর সিজদা করবে এবং তা প্রশান্তির সাথে করবে। তারপর সিজদা থেকে উঠে প্রশান্তির সাথে বসবে, তারপর পুনরায় প্রশান্তির সাথে সিজদা আদায় করবে। আর যদি এখান থেকে কোন কিছু বাদ দাও তাহলে তা তোমার নামায হতে বাদ যাবে। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্।]

(٧) بَابُ اِفْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَالْخُشُوْعِ فِيْهَا ـ

(৭) পরিচ্ছেদঃ নামায শুরু করা এবং খুশুর সাথে আদায় করা প্রসঙ্গে।

(٤٨٣) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِمُ (وَفِى لَفْظٍ) مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ اَلْوَضُوْءُ وَتَحْرِيْمُهَا اَلتَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا اَلتَّسْلِيْمُ ـ

(৪৮৩) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা আর তার হারামকারী হল তাকবীরে তাহরীমা, আর হালালকারী হল সালাম। (অন্য এক বর্ণনামতে) নামাযের চাবি হল ওযূ আর তার হারামকারী হল তাকবীর, আর হালালকারী হল সালাম।

[ইমাম শাফেয়ী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, হাকিম মুস্তাদরাক গ্রন্থে। তিরমিযী বলেন, এ অধ্যায়ে এই হাদিসটি সবচেয়ে সহীহ্, ইবনু সাফওয়ানও হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٤٨٤) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهُّدُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَضَرُّعُ وَتَخَشُّعُ وَتَمَسْكَنُ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ تَقُوْلُ يَارَبُّ يَارَبُّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَالَ فِيْهِ قَوْلاً شَدِيْدًا ـ

(৪৮৪) ফযল ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, (রাতের) নামায মূলত দু'রাক'আত দু'রাক'আত প্রতি দু'রাকা'আত পর তাশাহ্হুদ পড়তে হবে এবং খুশু' খুজু' ও মনের প্রশান্তির সাথে নামায আদায় করতে হবে। তারপর তোমার দু'হাত উঠিয়ে (দু'আ করবে)। রাবী বলেন, তুমি তোমার হাত দু'টি তোমার প্রভুর দরবারে তুলবে। তখন তার পেট থাকবে তোমার মুখের দিকে, আর বলবে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! যে এরূপ করবে না সে তাতে কঠিন কিছু বলবে। (অর্থাৎ তার দু'আ অপূর্ণাঙ্গ থাকবে।

[মুনযেরী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, হাদীসটি তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন্ খুযাইমা তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি হাদীসটি সহীহ্ হবার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আহমদ ইবন্ আব্দুর রহমানের বক্তব্য থেকে হাদীসটি সহীহ্ বলে প্রতীয়মান হয়। (সম্পাদক)]

(٨) بَابٌ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ وَغَيْرِهَا

(৮) নামাযের সূচনা তাকবীর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় হাত উঠানো বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(٤٨٨) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَمَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَالِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَلَايَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ.

(৪৮৮) আলী ইবন্ আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) যখন কোন ফরয নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন তিনি 'আল্লাহু আক্‌বার' বলতেন এবং তাঁর উভয় হাতকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং কিরাআত শেষ করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তিনি এরূপ করতেন, আবার রুকু থেকে মাথা উঁচু করেও এরূপ করতেন। বসা অবস্থায় কোন নামাযেই তিনি এরূপ হাত উঁচু করতেন না। উভয় সিজদা শেষে দাঁড়িয়ে তিনি আবার একই প্রক্রিয়ায় উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং তাকবীর বলতেন।

[ফরয ও নফল উভয় নামাযেই রাসূল (সা) এরূপ করতেন। বর্ণনাকরী রাসূল (সা)-কে ফরয সালাতে এরূপ দেখে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, ইমাম তিরমিযী হাদীসখানা সহীহ্ বলেছেন। ইমাম আহমদ হাদীসখানা সহীহ্ বলেছেন। তবে এর বিপরীত মতও ইমাম আহমদ থেকে পাওয়া যায়।]

(٤٨٩) عَنْ عَامِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ.

(৪৮৯) 'আমির ইবন্ আবদিল্লাহ ইবন্ যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবন্ যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সালাত শুরু করতে দেখেছি এমতাবস্থায় যে, তিনি তাঁর উভয় কর্ণ বরাবর উভয় হাত উঠিয়েছিলেন।

[ইমাম হাইসুমী (র) হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসখানা ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে এবং তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। সেখানে হিজায বিন আওতা নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাঁর বক্তব্য দলীল হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।]

(٤٩٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَلَاثٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِنَّ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ وَالسُّكُوْتُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ يَدْعُوْ وَيَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ.

(৪৯০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি কাজ রাসূল (সা) পালন করতেন অথচ মানুষ তা ছেড়ে দিয়েছে। সেগুলো হল, তিনি সালাতের শুরুতে উভয় হাত প্রসারিত করে উঁচু করতেন, রুকু করার পূর্বেও রুকু থেকে মাথা উঁচু করে 'আল্লাহ আকবার' বলতেন এবং কিরআতের পূর্বে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ ও অনুগ্রহ কামনার জন্য চুপ থাকতেন।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও বায়হাকী। শাওকানী (র) বলেন, এ হাদীসের সনদে কোন ত্রুটি-অভিযোগ নেই।]

(٤٩١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَالِكَ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ رَفَعَهُمَا، وَلاَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى السُّجُوْدِ.

(৪৯১) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাকবীরে তাহ্রীমার সময় উভয় কাঁধ বা তার কাছাকাছি স্থান পর্যন্ত উভয় হাতকে উঁচু করতেন। আবার রুকু করার সময়ও উভয় হাত উঠাতেন। রুকু থেকে মাথা উঁচু করেও উভয় হাত উত্তোলন করতেন। কিন্তু সিজদার সময় তিনি এরূপ করতেন না।

[বুখারী ও মুসলিম।]

(٤٩٢) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ إِنَّ رَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ مَازَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هٰذَا يَعْنِىْ إِلَى الصَّدْرِ.

(৪৯২) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের উভয় হাত (কাঁধ পর্যন্ত) উঁচু করা বিদ'আত। রাসূল (সা) কখনও বক্ষের (বরাবর-এর) বেশি উঁচু করতেন না।

[অর্থাৎ রাসূল (সা) তাকবীরে তাহ্রীমা ব্যতীত অন্য সকল তাকবীরে বক্ষ বরাবর -এর বেশি উঁচু করতেন না। তাই বক্ষ বরাবর এবং বেশি উঁচু করা বিদ'আত। আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা)-এর মতে, 'রাফ্উল ইয়াদাইন' জায়েয তা বক্ষ পরিমাণ-এর বেশি হলেও। যার দলীল তাঁর বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীসখানি।]

[আহমদ আব্দুর রহমান আল-বান্না এ হাদীসের বিরোধী নন। হাদীসখানার সনদ মোটামুটি মান সম্মত।]

(٤٩٣) عَنْ مَالِكَ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَاى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ.

(৪৯৩) মালিক ইবন্ হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-কে রুকু করার প্রাক্কালে, রুকু থেকে মাথা উঁচু করার সময় এবং সিজদা থেকে মাথা উঁচু করার সময় এমনভাবে তাঁর উভয় হাত উঁচু করতে দেখেছেন যাতে হাত দু'টো তাঁর উভয় কানের বরাবর পৌঁছে।

[বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেন। তবে সিজদার পরে হাত উত্তোলনের বক্তব্যকে অত্র হাদীসে অতিরিক্ত বলা হয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে এর দ্বারা দুই রাকা'আত-এর সিজদার পরে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য উঁচু হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।]

(٤٩٤) عَنْ مَيْمُوْنِ الْمَكِّىِّ أَنَّهُ رَاى أَبْنَ الزُّبَيْرِ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيْرُ بِكَفَّيْهِ حِيْنَ يَقُوْمُ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ وَحِيْنَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُوْمُ فَيُشِيْرُ بِيَدَيْهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى إِبْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّىْ قَدْ رَأَيْتُ أَبْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيْهَا فَوَصَفَ لَهُ هٰذِهِ الْإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ اَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلاَةِ أَبْنِ الزُّبَيْرِ.

(৪৯৪) মাইমূন আল-মাক্কী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ যুবায়ের (রা)-কে দেখেছেন; তিনি তাঁদের সাথে সালাত আদায় করেছেন এভাবে যে, যখন তিনি দাঁড়াতেন, যখন তিনি রুকু করতেন, যখন তিনি সিজদা করতেন এবং যখন তিনি সিজদা থেকে দাঁড়ানোর জন্য উঠতেন, সর্বদা তাঁর উভয় হাত উঁচু করতেন। মাইমূন

আল-মাক্কী বলেন, অতঃপর আমি ইবন্ আব্বাস (রা)-এর নিকট হাযির হলাম এবং তাঁকে বললাম, আমি ইবন্ যুবায়ের (রা)-কে এমন সালাত আদায় করতে দেখেছি যা অন্য কাউকে আদায় করতে দেখি নি। একথা বলে তিনি তাকে তাঁর হাঁত উঁচু করার ইঙ্গিতগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন ইবন্ আব্বাস (রা) বললেন, তুমি যদি রাসূল (সা)-এর সালাত আদায়ের দৃশ্য দেখতে আগ্রহী হও, তবে আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের (রা)-কে অনুসরণ করে সালাত আদায় কর।

[আবূ দাউদ (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। অত্র হাদীসের সনদে ইবন্ হুইয়া আছেন যার ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। তাছাড়া মাইমূন আল-মাক্কী একজন অখ্যাত ব্যক্তি। মাইমূন-এর বক্তব্য আমি ইবন্ যুবায়ের (রা)-কে এমনভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যা অন্য কাউকে দেখি নি-কথাটি যৌক্তিক নয়। তাই মুহাদ্দিসগণের মতে হাদীসখানা দুর্বল এবং এটিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।]

فَصْلٌ مِنْهُ حُجَّةٍ مَنْ لَمْ يَرَ الرَّفْعَ إِلاَّ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ.

যাঁরা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত উঁচু করার পক্ষপাতি নন, তাঁদের দলীল সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ

(٤٩٥) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَلاَ أُصَلِّيْ لَكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً.

(৪৯৫) আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন মাসঊদ (রা) সালাত আদায় করলেন এবং তাতে একবারের বেশি হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন নি।

[তাকবীরে তাহ্‌রীমাতেই উভয় হাত উঁচু করেছিলেন। অত্র হাদীসখানা আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীসখানাকে হাসান, ইবন্ হাযম সহীহ্ ও ইমাম আহমদ দুর্বল বলেছেন। মুহাদ্দিসগণের মতে, ইবন্ মাসঊদ ছিলেন একজন আত্মভোলা মানুষ। এর প্রমাণ শরীয়তের অনেক মাসআলার ক্ষেত্রেই রয়েছে। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীস শরীয়তের অকাট্য দলীল হতে পারে না।]

(٤٩٦) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُوْنَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ.

(৪৯৬) বারা' ইবন্ 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাতকে এমনভাবে উঁচু করতেন যাতে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় কর্ণদ্বয়ের সমান্তরাল থাকে।

[আবূ দাউদ ও দারু কুতনী তাঁদের সুনানে এবং তাহাভী তাঁর 'শরহ্ মা'আনিল আছার' গ্রন্থে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। বায়হাকী (র) বলেন, হাদীসের কোন এক স্তরের রাবী ইয়াযিদ ইব্ন আবূ যিয়াদ দুর্বল প্রকৃতির। ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমুখ হাদীসখানাকে যয়ীফ (দুর্বল) মনে করেন।]

(٩) بَابُ مَاجَاءَ فِيْ وَضْعِ الْيَمِنِ عَلَى الشِّمَالِ

(৯) ডান হাতকে বাম হাতের ওপরে রাখার বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(٤٩٧) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاَةِ وَضْعَ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(৪৯৭) আলী ইবন্ আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের মধ্যে নাভীর নীচে এক হাতের ওপর অপর হাত রাখা সুন্নাত।

[আবূ দাউদ ও বায়হাকী -এর সুনানে হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদে 'আব্দুর রহমান ইবন্ ইসহাক রয়েছেন, যার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবন্ হাম্বল, ইমাম বুখারীসহ অনেকে দ্বিমত পোষণ করেছেন।]

(٤٩٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

(৪৯৮) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাত আদায়রত জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, ঐ ব্যক্তি তার বাম হাত ডান হাতের ওপরে রেখেছিল, তখন রাসূল (সা) তাঁর বাম হাতটি টেনে সরিয়ে দিলেন এবং ডান হাত বাম হাতের ওপর স্থাপন করালেন।

[দারু কুতনী তাঁর সুনানে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী (র) বলেন, ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্তানুযায়ী হাদীসখানার রাবীদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা সহীহ্।]

(٤٩٩) عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِىْ الصَّلَاةِ وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (وَفِى لَفْظٍ) وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِيْنِهِ وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ.

(৪৯৯) কাবীসা ইব্ন হুলব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের সালাতে ইমামতি করতেন, তিনি তখন তাঁর ডান হাত দ্বারা তাঁর বাম হাতকে জড়িয়ে ধরতেন এবং তিনি তাঁর সালাত শেষে ডান ও বাম উভয় দিকে মুখ ফিরাতেন। (কাবীসা (রা) থেকেই অন্য এক বর্ণনায় আছে) তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা অবস্থায় সালাত আদায়রত দেখেছি এবং তাঁকে দেখেছি ডান দিকে ও বাম দিকে মুখ ফিরাতে। (অন্য ভাষায়) আমি তাঁকে একবার ডানদিকে এবং অন্যবার বামদিকে ফিরতে দেখেছি।

[ইবন মাজাহ, দারু কুতনী ও তিরমিযী তাঁদের সুনানে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে হাদীসখানা হাসান। সাহাবী ও তাবেয়ীগণও হাদীসের উপর আমল করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।]

(٥٠٠) عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعُوْا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِى الصَّلَاةِ قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا يَمْنِى ذَالِكَ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَنْمِىْ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(৫০০) আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ মানুষদেরকে সালাতে বাম হাতের ওপর ডান হাতকে রাখার নির্দেশ দেয়া হত। আবূ হাযিম (র) বলেন ঃ অত্র হাদীসখানাকে সাহ্ল (রা) মারফূ' বলেছেন—আমি এটাই জানি। আবূ আব্দুর রহমান বলেন, يَنْمِى শব্দের অর্থ হাদীসখানার সনদ রাসূল (সা) পর্যন্ত مرفوع হিসেবে পৌঁছেছে।

[বুখারী (র)-সহ অনেক হাদীসগ্রন্থে হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নববী (র) বলেছেন, হাদীসখানা সহীহ্ এবং মারফূ'।]

(٥٠١) عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَانَسِيْتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَانَسِيْتُ (وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ أَنْسَ) أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ.

(৫০১) গুদাইফ ইব্ন হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোন কথাই ভুলি নাই (অন্য এক বর্ণনায়-আমি কখনও ভুলি নাই) আমি রাসূল (সা)-কে সালাতে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা আবস্থায় দেখেছি।

[হাইসুমী (র) মাজমাউয্ ষাওয়ায়েদ গ্রন্থে হাদীসখানা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইমাম আহমদ ও তাবারানী (র) মু'জামুল কাবীরে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٠) بَابُ السَّكْتَاتِ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَ قَوْلِهِ وَلَا الضَّالِّيْنَ وَبَعْدَ السُّوْرَةِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

১০. তাকবীরে তাহরীমা ঃ কিরআতের পূর্বে, وَلَا الضَّالِّيْنَ বলার পর এবং রুকুর পূর্বে সূরা শেষ হওয়ার পর চুপ থাকা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

(٥٠٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ، سَكْتَةٌ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، فَذُكِرَ ذَالِكَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ كَذَبَ سَمُرَةُ (وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ أَنَا مَا أَحْفَظُهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَكَتَبَ فِي ذَالِكَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ صَدَقَ سَمُرَةُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِهِمْ سَكَتَ سَكْتَتَيْنِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ سَكَتَ أَيْضًا هُنَيَّةً، فَأَنْكَرُوْا ذَالِكَ عَلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أُبَيٌّ إِنَّ الْأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنْ يُوْنُسَ قَالَ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّوْرَةِ.

(৫০২) সামূরা ইবন্ জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা)-এর সালাতে দু'স্থানে নিরবতা ছিল। তাকবীরে তাহ্রীমার পরে সালাতের শুরুতে একবার এবং রুকু করার পূর্বে দ্বিতীয় সূরা শেষে একবার। একথা ইমরান ইবন হুসাইনকে জানালে তিনি বলেন, সামূরা অসত্য বলেছেন। (অন্য এক বর্ণনায়–তিনি বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে রাসূল (সা) আমল সম্পর্কে অধিক জানি না) অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে মদীনাতে উবাই ইবন্ কা'ব (রা)-এর কাছে লিখে পাঠালেন।

উবাই ইবন্ কা'ব (রা) জানালেন ঃ সামূরা সত্য বলেছেন, (অন্য সূত্র মতে) সামূরা ইবন্ জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি মুসল্লিদের নিয়ে সালাত আদায়কালে দু'বার নিরবতা পালন করতেন। সালাতের শুরুতে একবার এবং وَلَا الضَّالِّيْنَ বলার পর একবার অল্প সময় ধরে। তখন মুসল্লিগণ তাঁর এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন তিনি ব্যাপারটি উবাই ইবন্ কা'ব (রা)-কে জানালেন। উবাই তাঁদেরকে লিখলেন, সামূরা (রা) যা করেছেন, তা-ই ঠিক। (তৃতীয় সূত্র মতে) ইউনুস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আর তিনি যখন সূরা পাঠ শেষে অবসর নিতেন তখন।

[অর্থাৎ সামূরা ভুলে গেছেন অথবা জড়িয়ে ফেলেছেন। (মিথ্যুক হিসেবে অপবাদ দেয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়।)]

[প্রতি রাক'আতে তিনবার নিরবতা সুন্নত। যথা ঃ তাকবীরে তাহরীমার পর, সূরা ফাতিহা পাঠের পর এবং কিরাত শেষে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে। ১ম বার-ছানা পাঠের জন্য, ২য় বার আমীন বলার জন্য এবং ৩য় বার কিরাত ও রুকুর তাকবীরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য।]

[আবূ দাউদ, দারু কুতনী, ইবন্ তিরমিযীর সুনানে হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী বলেন, হাদীসখানার সনদ হাসান।]

(٥٠٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى أَرَأَيْتَ إِسْكَاتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبِرْنِى مَاهُوَ؟ قَالَ أَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَاىَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ، قَالَ جَرِيْرٌ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اَللّٰهُمَّ أَغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَ الْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

(৫০৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সালাতের তাকবীর বলতেন, তখন তাকবীর ও কিরাআতের মাঝে চুপ থাকতেন। আমি তাঁকে বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি তাকবীর ও কিরআতের মাঝে চুপ থেকে কী করেন (অর্থাৎ কেন এইরূপ করেন?) অনুগ্রহ করে তা আমাকে বলুন। রাসূল (সা) বললেন, আমি বলি, হে আল্লাহ! আমার ও আমার ত্রুটি বা গুনাহসমূহের মাঝে পূর্ব ও পশ্চিম সম দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে আমার ত্রুটিসমূহ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন কর যেরূপ সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা থেকে মুক্ত করা হয়। জারীর বলেন, যেভাবে কাপড় পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আমাকে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ থেকে আমাকে বরফগলা সুশীতল পানি দ্বারা গোসল করিয়ে (পূত-পবিত্র করে) দিন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ।]

(١١) بَابُ فِىْ دُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

(১১). কির'আতের পূর্বে প্রাথমিক ও আউযুবিল্লাহ পড়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

(٥٠٤) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَاَسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبَّرَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَقُوْلُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَقُوْلُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

(৫০৪) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন রাত্রে জাগ্রত হয়ে তাঁর সালাত শুরু করতেন এবং তাকবীর বলতেন, অতঃপর তিনি বললেন! হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসার গুণ বর্ণনা করছি, আপনার নাম পরম বরকতময় ও আপনার গৌরব সমুন্নত হোক, আপনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তারপর তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই) তিনবার বলতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কুপ্রভাব থেকে সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর তিনি তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর বলতেন, আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা, কুপ্রভাব ও কুপ্ররোচণা থেকে সর্বশ্রাতা মহাজ্ঞানী আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

[তিরমিযী ও বায়হাকীর সুনানে হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদীসখানা এ অধ্যায়ের সর্ববিখ্যাত হাদীস। ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ হাদীসখানা সহীহ্ নয়।]

(٥٠٥) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ مِنَ اللَّيْلِ) كَبَّرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

(৫০৫) আবূ উমামা আল বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন নামাযে দাঁড়াতেন (অন্য এক বর্ণনায়, রাতে যখন নামাযে মনোনিবেশ করতেন) তখন তিনি তিনবার তাকবীর উচ্চারণ করতেন। অতঃপর তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলতেন এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' তিনবার বলতেন। অতঃপর বলতেন, আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা, কুপ্রভাব ও কুপ্ররোচণা থেকে সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই।

[ইমাম আহমদ (র) বলেন, আমি এ হাদীসখানার বিপক্ষে নই। তবে এর সনদে জনৈক ব্যক্তি রয়েছেন, যার নাম জানা যায় না। তাই হাদীসখানা সহীহ্ হতে পারে না।]

(٥٠٦) عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِى التَّطَوُّعِ اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ثَلَاثَ مِرَارٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ثَلَاثَ مِرَارٍ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا ثَلَاثَ مِرَارٍ اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهَمْزُهُ وَنَفْثُهُ وَنَفْخُهُ؟ قَالَ أَمَّا هَمْزُهُ فَالْمُوْتَةُ الَّتِى تَأْخُذُ بْنَ آدَمَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ فَذَكَرَ كَهَيْئَةِ الْمُوْتَةِ يَعْنِى يُصْرَعُ) وَأَمَّا نَفْخُهُ الْكِبْرُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ.

(৫০৬) নাফে' ইবন্ যুবায়ের ইবন্ মুত'ইম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে নফল সালাতে "আল্লাহ আক্‌বার কাবীরা"–কথাটি তিনবার বলতে (আল্লাহ্ সর্বমহান সর্বশ্রেষ্ঠ) শুনেছি। আরও বলতে শুনেছি, 'আল হামদু লিল্লাহি কাছিরা'– তিনবার (এ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য অধিক পরিমাণ) 'সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসিলা' – তিনবার করে। (আল্লাহর পবিত্রতা দিনে রাতে সকাল-সন্ধ্যায়) তারপর বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা, কুপ্রভাব ও কুপ্ররোচণা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ (সা) শয়তানের কুমন্ত্রণা, কুপ্রভাব ও কুপ্ররোচণা কি? রাসূল (সা) বললেন, শয়তানের কুমন্ত্রণা হচ্ছে, একটা নেশা যা আদম সন্তানকে পেয়ে বসে। (অন্য এক বর্ণনা মতে), তিনি বলেন, রাসূল (সা) উল্লেখ করেছেন–কুমন্ত্রণা একটা নেশার প্রকৃতির ন্যায়, অর্থাৎ যা মাতাল করে তোলে) আর কুপ্রভাব হচ্ছে অহংকার, কুপ্ররোচণা হচ্ছে (অশ্লীল) কবিতা।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, ইবন্ হাব্বান (র) হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন নি। তবে ইমাম আহমদের মতে হাদীসখানা দুর্বল। কারণ, এর মধ্যে কোন একস্তরে একজন রাবীর কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাঁর নাম পাওয়া পাওয়া যায় না। আবূ দাউদ উক্ত ব্যক্তির নামোল্লেখ করেছেন।]

(٥٠٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ رَجُلٌ فِى الْقَوْمِ اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَالِكَ.

(৫০৭) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম, সে মুহূর্তে জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল, "আল্লাহ সর্ব মহান সর্বশ্রেষ্ঠ' সকল প্রশংসা অধিকহারে আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহর গুণ বর্ণনা সকাল সাঁঝে।" তখন রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, কে বললো এসব কথা? তখন উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে লোকটি বলল, আমি, হে রাসূলাল্লাহ (সা)। রাসূল (সা) বললেন, কথাটি আমাকে আশান্বিত করেছে। একথার কারণে আসমানের দরজাসমূহ খুলে গিয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) বললেন, রাসূল (সা)-এর কণ্ঠে এরূপ শোনার পর থেকে আমি ঐ বাক্যগুলো (কখনও) বলতে ছাড়ি নি।

[ইমাম মুসলিম (র) ও তাবারানী মু'জামুল কাবীরে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٠٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ الصَّلَاةَ أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَسَبَّحَ وَدَعَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَائِلُهُنَّ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تَلَقَّى بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(৫০৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবন্ আল-'আস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি সালাতে দাঁড়িয়ে বলছিল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, আসমান সম। তারপর তাসবীহ পড়ছিল ও দু'আ করছিল। তখন রাসূল (সা) বললেন, এ কথাগুলো কে বলেছে? লোকটি বলল, আমি। তখন রাসূল (সা) বললেন, আমি দেখলাম, রহমতের ফেরেশতাগণ তাঁকে ঘিরে পরস্পর অভ্যর্থনায় ব্যস্ত।

[হাইসুমী (র) মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে ইমাম আহমদের সূত্রে হাদীসখানা উল্লেখ করেন। অত্র হাদীসের সনদে 'আতা নামক একজন রাবীর নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছিল। তবে অন্য সূত্র মতে, তাঁর নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পাওয়ায় পূর্বে তাঁর নিকট থেকে হাম্মাদ বিন সালমা শুনেছেন বলে জানা যায়।]

(٥٠٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَنَحْنُ فِى الصَّفِّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً، قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَاسْتَنْكَرُوْا الرَّجُلَ وَقَالُوْا مَنِ الَّذِىْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هٰذَا الْعَالِى الصَّوْتَ؟ فَقِيْلَ هُوَ ذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ كَلَامَكَ يَصْعَدُ فِى السَّمَاءِ حَتَّى فَتَحَ بَابٌ فَدَخَلَ فِيْهِ.

(৫০৯) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর পিছনে সালাতের কাতারে দাঁড়ানো, এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি আগমন করলো এবং বলল اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً "আল্লাহর সর্ব মহান সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর গুণ বর্ণনা সকাল-সাঁঝে।

'আব্দুল্লাহ বলেন, তখন মুসলিমগণ তাঁদের মস্তক উত্তোলন করলেন এবং লোকটিকে অবজ্ঞা ভরে বললেন, 'রাসূল (সা)-এর কণ্ঠের চেয়ে উঁচু কণ্ঠে কথা বলে—এমন ব্যক্তিটি কে? অতঃপর রাসূল (সা) সালাম ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ উঁচু কণ্ঠের অধিকারী কে? বলা হলো 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই সেই ব্যক্তি। তখন রাসূল (সা) বললেন, আমি তোমার কথাকে আসমানে আরোহণ করতে দেখেছি, পরে আসমানের একটি দরজা খুলে গেল এবং তোমার কথা সেখানে প্রবেশ করল।

[হাইসুমী এ হাদীসখানা আহমদ ও তাবারানীর মু'জামুল কাবীর-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এর সনদে বর্ণিত রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٥١٠) عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ (وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَائِلُ؟ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا أَرَدْتُ إِلاَّ الْخَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَمْ يُنَهْنِهَا دُوْنَ الْعَرْشِ.

(৫১০) 'আব্দুল জব্বার ইবন্ ওয়াইল (রা) তাঁর পিতা ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, সকল প্রশংসা অধিক ও উত্তমরূপে আল্লাহর জন্য, বরকতসহ। অতঃপর রাসূল (সা) সালাত শেষে বললেন, কথাটি কে বলেছে? লোকটি বলল! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বলেছি, আর এ দ্বারা আমি কল্যাণ বৈ অকল্যাণকর কিছু প্রত্যাশা করি নি। তখন রাসূল (সা) বললেন, আসমানের দরজাসমূহ এ কথার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং তা আরশ ব্যতীত অন্য কেউ ঠেকাতে পারে নি।

[বুলুগুল আমানী গ্রন্থের প্রণেতা আহমদ আব্দুর রহমান বান্না বলেন, আমি হাদীসখানার বিরুদ্ধে অবস্থান নেই নি এবং এর সনদ মানসম্মত।]

(٥١١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ قَالَ (وَفِى رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْلُ) وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ (وَفِى رِوَايَةٍ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ) رَبِّىْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِى ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَيَهْدِى لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ تَبَارَكْتَ (وَفِى رِوَايَةٍ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، إِنَّا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعِظَامِىْ وَعَصَبِىْ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوْرَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَاأَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(৫১১) আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাকবীর বলার মাধ্যমে সালাত শুরু করতেন, অতঃপর বলতেন, (অন্য এক বর্ণনায় তিনি যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন,

অতঃপর বলতেন) আমি আমার মুখমণ্ডলকে যিনি আসমানসমূহ ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দিকে ঐকান্তিকভাবে আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্যে ফিরিয়েছি, আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সকল কিছুই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যাঁর কোন শরীক নাই–আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি আর আমি মুসলিমদেরই একজন। আবূ নদর (রা) বলেন, আমিই প্রথম মুসলিম। হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (অন্য এক বর্ণনা মতে, হে আল্লাহ! আপনিই প্রভু, আপনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই), আপনি আমার প্রভু! আমি আপনার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি, আমি আমার অপরাধের ব্যাপারে অনুতপ্ত। সুতরাং আপনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি ব্যতীত অপরাধ কেউ ক্ষমা করতে পারে না। আপনি আমাকে উত্তম আখলাকের দিকে পরিচালিত করুন। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ সুন্দর চরিত্রের পথ দেখাতে পারে না। আপনি আমার চরিত্র থেকে অসৎ স্বভাবগুলি দূর করুন। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ চরিত্রের অসদগুণাবলী দূর করতে পারে না। আপনি কতই না বরকতময়।

(অন্য এক বর্ণনা মতে, আমি আপনার সমীপে হাযির। সকল কল্যাণ আপনারই হাতের মুঠোয়, কোন অকল্যাণ আপনার নিকট পৌঁছতে পারে না। আমি আপনার কাছে এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী, আপনি কতই না বরকতময়)। আপনি মহান। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি। আর রাসূল (সা) যখন রুকু করতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রুকু করছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার প্রতিই আত্মসমর্পণ করেছি। আপনার কথায় আমার একাগ্র হয়ে পড়ে আমার কর্ণ, আমার চক্ষু, আমার মস্তিষ্ক ও আমার শিরদাঁড়। আর যখন রুকু থেকে তাঁর মাথা উত্তোলন করতেন, তখন বলতেন, আল্লাহ শুনেছেন কে তাঁর প্রশংসা করল। আমাদের প্রভু আসমানসমূহ, যমীন এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে সে পরিমাণ এবং এর বাইরের যে পরিমাণ আপনার মর্জি সে সকল প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য। আর তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই সিজদা করেছি, আপনার প্রতিই ঈমান এনেছি এবং আপনার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার মুখমণ্ডল তাঁর জন্যই সিজদা করছে। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর একে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন এবং তাতে তার কর্ণ ও চক্ষু স্থাপন করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকারী আল্লাহ কতই না বরকতময়! অতঃপর যখন তিনি সালাত শেষে সালাম ফিরাতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ, আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য, গোপনীয় এবং অপচয়জনিত সকল অপরাধকে ক্ষমা করুন এবং আমার ঐসব অপরাধকেও আপনি ক্ষমা করুন, যে ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত। আপনিই আদি, আপনিই অনন্ত। আপনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।

[হাদীসখানা ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও শাফেয়ী ও দারুকুতনী স্ব স্ব হাদীসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী এটাকে সহীহ্ বলেছেন এবং ইবন্ মাজাহ সংক্ষিপ্ত আকারে হাদীসখানার বর্ণনা দিয়েছেন।]

(١٢) بَابُ مَاجَاءَ فِى الْبَسْمَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ.

(১২) সূরা ফাতিহা পাঠের সময় বিসমিল্লাহ পড়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٥١٢) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِى مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَءُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَوِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ؟ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِى عَنْ شَىْءٍ مَا أَحْفَظُهُ أَوْ مَاسَأَلَنِى أَحَدٌ قَبْلَكَ.

(৫১২) সাঈদ ইবন্ ইয়াযিদ আবূ মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল (সা) কি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তেন, নাকি 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' পড়তেন? তিনি বললেন, তুমি আমাকে এমন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছো যা আমার স্মরণে নাই অথবা তোমার পূর্বে এ ব্যাপারে আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি।

[দারু কুতনী তাঁর সুনানে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেন, হাদীসখানার সনদ সহীহ্। হাইসুমী আহমদ (র)-এর সূত্রে বলেন, অত্র হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য।]

(٥١٣) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَاءُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِأَيِّ شَيْئٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ؟ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِيْ عَنْ شَيْئٍ مَاسَأَلَنِيْ عَنْهُ أَحَدٌ.

(৫১৩) কাতাদাহ্ (র) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা), আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। কিন্তু তাঁদের কাউকেই আমি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতে শুনি নি। কাতাদাহ (র) বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূল (সা) কীভাবে কিরআতের সূচনা করতেন? তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে যে বিষয়ে ইতিপূর্বে কেউ কখনও জিজ্ঞেস করে নি।

[মুসলিম ও বায়হাকীতে হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে। তবে বায়হাকী থেকে পরবর্তী অংশের উল্লেখ নেই।]

(٥١٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَكَانُوْا لَايَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

(৫১৪) আনাস (রা) থেকে অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর পেছনে এবং আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি, কিন্তু তাঁরা কেউই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সরবে পড়েন নি।

[নাসাঈ, ইবন্ হাব্বান, দারু কুতনী, তাবারানী ও তাহাবী হাদীসখানা সহীহ্ সনদের শর্তে বর্ণনা করেছেন।]

(٥١٥) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَايَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِيْ أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَلَافِيْ أٰخِرِهَا.

(৫১৫) আনাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর পেছনে এবং আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা 'আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সূরা ফাতিহা) দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন। তাঁরা কিরাআতের শুরুতে বা শেষে কোথাও 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চারণ করতেন না।

[মুসলিম ও বায়হাকী হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে রাব্বিল আলামীন পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।]

(٥١٦) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِقَتَادَةَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

(৫১৬) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর পেছনে এবং আবূ বকর (রা) উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি, তাঁরা কেউই 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দ্বারা কিরাআত শুরু করেন নি। শু'বা বলেন ঃ আমি কাতাদা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি এটা আনাস (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমরা এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

[এ হাদীসখানা আবূ বকর আল-কুতাইয়ী (র)-এর যাওয়ায়েদ-এ বর্ণিত হয়েছে। হাদীসখানা মূলত পূর্ববর্তী হাদীসেরই সমর্থনকারী।]

(٥١٧) عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ سَمِعَنِىْ أَبِىْ وَأَنَا أَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَابُنَىَّ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فِى الْإِسْلَامِ، فَإِنِّىْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِىْ بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَكَانُوْا لَا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ) فَلَا تَقُلْهَا إِذَا أَنْتَ قَرَأْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) قَالَ وَلَمْ أَرَ رَجُلًا قَطُّ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ مِنْهُ.

(৫১৭) আবূ আবদুল্লাহ ইবন্ মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালাতের মধ্যে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' 'আল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন' পড়ছিলাম আর আমার পিতা তা শুনছিলেন। অতঃপর সালাত শেষে তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওহে বৎস! তুমি ইসলামের মধ্যে নতুনত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। কেননা আমি রাসূল (সা), আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি কিন্তু তাঁরা কেউই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে কিরাআত শুরু করেন নি। (অন্য এক বর্ণনায়, তুমি তা বলো না। তুমি যখন কিরাআত পড়বে, তখন বলবে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন,) ইবন্ আব্দুল্লাহ বলেন, শরীয়তের মধ্যে নতুনত্বকে আমার পিতার চেয়ে অধিক অপছন্দকারী কাউকে আমি দেখি নি।

[উক্ত রাবীর পুরা নাম ইয়াযীদ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ মুগাফ্ফাল।]

[বায়হাকী, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ (র) ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসখানার সনদকে হাসান বলেছেন। খাতীব আল-বাগদাদী (র) অত্র হাদীসখানাকে দুর্বল বলেছেন।]

(٥١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

(৫১৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলে সালাতে কিরাআত শুরু করতেন।)

[ইবন্ মাজাহ (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে হাদীসখানার সনদ মানসম্মত।]

(٥١٩) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

(৫১৯) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, রাসূল (সা) তাঁর কিরাআতকে প্রতিটি আয়াতে আলাদা আলাদা করে পড়তেন– 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' 'আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' 'আর রাহমানির রাহীম, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন।'

[আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনানে এবং হাকিম (র) তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন খুযাইমা ও দারু-কুতনীও একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য।]

(١٣) بَابُ تَفْسِيْرِ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ وَحُجَّةِ مَنْ قَالَ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ آيَةً مِنْهَا.

১৩. সূরা ফাতিহার তাফসীর এবং যারা বলে বিসমিল্লাহ্ সূরা ফাতিহার অংশ নয় তাদের দলীল সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

(٥٢٠) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، قَالَ أَبُوْ السَّائِبِ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنِّيْ أَكُوْنُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ أَبُو السَّائِبِ فَغَمَزَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ذِرَاعِيْ فَقَالَ يَافَارِسِيْ اقْرَأْهَا فِيْ نَفْسِكَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوْا يَقُوْلُ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ، وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ، فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ، وَقَالَ هٰذِهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ، يَقُوْلُ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ أَجِدُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، قَالَ يَقُوْلُ عَبْدِيْ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ أَيُّمَا صَلَاةٍ لَايُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ وَفِيْهِ فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ فَهٰذِهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَ وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلَنِيْ فَيَسْأَلُهُ عَبْدُهُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِيْ لَكَ مَا سَأَلْتَ وَقَالَ مَرَّةً وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَنِيْ.

(৫২০) আ'লা ইবন্ আব্দুর রহমান ইবন্ ইয়াকূব থেকে বর্ণিত, হিশাম ইবন্ যোহরা -এর মুক্তদাস আবূ সাইব (রা) তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন তিলাওয়াত করল না, (অন্য এক বর্ণনামতে ফাতিহাতুল কিতাব তিলাওয়াত করল না তবে সে সালাত যেন অকালে পতিত, যা পূর্ণতা লাভ করার পূর্বেই পতিত হয়েছে।) আবূ সাইব (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলেন, আমি কখনও কখনও ইমামের পেছনে সালাত আদায় করি। আবূ সাইব (রা) বলেন; তখন আবূ হুরায়রা (রা) আমার বাহুতে খোঁচা দিয়ে বললেন, ওহে পারস্যবাসী। তুমি তা মনে মনে পড়বে। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত করেছি। অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা আমার কাছে যা চায়, তাই

সে পায়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা বল, তাহলে তিনিও বলবেন। যখন বান্দা বলে, 'আল-হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন বান্দা বলে, 'আর-রাহমানির রাহীম' (যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করছে। অতঃপর যখন বান্দা বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (যিনি কর্মফল দিবসের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গৌরব প্রকাশ করছে। মহান আল্লাহ আরও বলেন, এ কথাগুলো আমার ও আমার বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন। বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'য়ীন', আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি), তখন আল্লাহ বলেন, আমি এটা আমার বান্দার জন্যই পেয়েছি এবং আমার বান্দা যা চায় তাকে তা-ই দিব। তিনি বলেন ঃ অতঃপর যখন বান্দা বলে, 'ইহ্‌দিনাস, সিরাতাল মুস্তাকীম........ ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন' (অর্থাৎ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাঁদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছো। তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।) তখন আল্লাহ্ বলেন, এ সব আমার বান্দার জন্য, আর সে যা চায়, আমি তাকে তা-ই দিব।

[উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহার অপর নাম।]

[ফাতিহাতুল কিতাব সূরা ফাতিহার আরও একটি নাম।]

(আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে) তবে তাতে বলা হয়েছে– যে সালাতে সূরাতুল ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় না। তা অপূর্ণাঙ্গ, অপরিপক্ক, অপরিপক্ক। উক্ত হাদীসে আরও উল্লেখ রয়েছে, যখন বান্দা বলে, 'কর্মফল দিবসের মালিক' তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল। অতঃপর যখন বান্দা বলে, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন, আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে তা-ই পাবে। আল্লাহ আবার বলেন, সে আমার নিকট কি চায়? তখন বান্দা আল্লাহর কাছে চাইবে আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাঁদের পথ যাঁদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছো, তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট। তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্যই। তুমি যা চেয়েছো তাই পাবে। আল্লাহ আবার বলবেন, আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে তা-ই পাবে।

[মুসলিম, ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) স্ব স্ব হাদীসগ্রন্থে অত্র হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(١٤) بَابٌ وَجُوْبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

১৪. সূরাতুল ফাতিহা তিলাওয়াতের আবশ্যকতা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(٥٢١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رِوَايَةً يَبْلُغُ بِهَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاءُ بِأُمِّ الْقُرَاٰنِ فَصَاعِدًا.

(৫২১) 'উবাদা ইবন্ আস-সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা রাসূল (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছে, রাসূল (সা) বলেছেন, সেই ব্যক্তির সালাত বিশুদ্ধ নয়, যে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করে নি। (একই রাবী থেকে অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত) তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন তিলাওয়াত করে নি, তার সালাত হয় নি। (তারপর ধারাবাহিকতায়)

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেন।]

[فصاعداً আরবদের একটি কথ্যরীতি। যে কোন মূল কথা বা মূল আকর্ষণ বর্ণনার ক্ষেত্রে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সীমিত করণের ক্ষেত্রে অথবা কোন ধারাবাহিকতা বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।]

(٥٢٢) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لاَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ.

(৫২২) রাসূল (সা)-এর সহধর্মিনী হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করলো, অথচ তাতে উম্মুল কুরআন তিলাওয়াত করল না, তাহলে তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ।

[মুসলিম, আবূ দাউদ ও ইবন্ হাব্বান (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

[ইবন্ মাজাহ (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٢٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْغَدَاةِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّيْ لأَرَاكُمْ تَقْرَءُوْنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَا لَنَفْعَلُ هٰذَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

(৫২৩) ‘উবাদা ইবন্ আস-সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন! রাসূল (সা) আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সালাতুল ফজর আদায় করছিলেন। তখন ‘কিরাআত’ তাঁর নিকট কষ্টদায়ক মনে হল। অতঃপর তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে লক্ষ্য করলাম, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করছো। আমরা বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমরা এটা করে থাকি। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা ‘উম্মুল কুরআন’ ব্যতীত অন্য কিরাআতের ক্ষেত্রে এরূপ করবে না। কারণ, ‘উম্মুল কুরআন’ তিলাওয়াত না করে তার সালাত আদায় হয় না।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ হাব্বান ও দারুকুতনী তাঁদের সুনানে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٢٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلاَةٍ لاَيَقْرَأُ فِيْهَا فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ.

(৫২৪) আমর ইবন্ শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে সালাতে কোন কিরাআত তিলাওয়াত করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। [ইবন্ মাজাহ্র বর্ণনা মতে, সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত নেই।]

[হাফিজ বুছিরী (র) বলেন, হাদীসাখানায় সনদ মানসম্মত (হাসান)]

(٥٢٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِيْ أَنْ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

(৫২৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে যেন বের হয় এবং সজোরে ডাক দিয়ে বলে দেয় ফাতিহাতুল কিতাব তিলাওয়াত ছাড়া কোন সালাত নেই (সালাত বিশুদ্ধ হবে না); তারপর যা অতিরিক্ত করা যায়।

[আবূ দাউদ ও দারু কুত্নী তাঁদের সুনানে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, হাদীসখানার বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার অভাব রয়েছে। হাফিজ বলেন ঃ হাদীসখানার সনদ সহীহ্।]

(٥٢٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

(৫২৬) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা) আল হামদুল্লিাহি রাব্বিল আলামীন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সালাতের কিরাআত শুরু করতেন।

[বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসখানা একই সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(٥٢٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيْهِ وَكَانَ أَبُوْهُ أَسِيْرًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاتُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ.

(৫২৭) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ সাওদাহ্ কুশাইরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট জনৈক বেদুঈন তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন–আর তার পিতা ছিলেন রাসূল (সা)-এর নিকট বন্দী। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'উম্মুল কিতাব' তিলাওয়াত করা হয় নি এমন সালাত কবূল করা হয় না।

[আহমদ আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, আমি হাদীসখানার বিপক্ষে নই, এর সনদে অনেক জড়তা আছে। তবে এ অধ্যায়ের অন্যান্য হাদীস আলোচ্য হাদীসখানাকে শক্তিশালী করেছে।]

(١٥) بَابٌ مَاجَاءَ فِيْ قِرَأَةِ الْمَأْمُوْمِ وَإِيْضَاتِهِ إِذَا سَمِعَ إِمَامَهُ.

১৫. মুক্তাদীর কিরাআত এবং ইমামের কণ্ঠ শুনে তার চুপ থাকা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(٥٢٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا.

(৫২৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্যই। সুতরাং তিনি যখন তাক্‌বীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে এবং তিনি যখন কিরাআত পাঠ করবেন তখন তোমরা চুপ থাকবে।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ তাঁদের সুনানে হাদীসাখানা উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, হাদীসখানা সহীহ্।]

(٥٢٩) وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

(৫২৯) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। [ইমাম মুসলিম (র) সহ অনেকে হাদীসাখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٣٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَعِيَ آنِفًا قَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِنِّيْ أَقُوْلُ مَالِيْ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذَالِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৫৩০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) সজোরে কিরাআত বিশিষ্ট কোন এক সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি জনতার দিক মুখ ফিরালেন, অতঃপর বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বে তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার সাথে কিরাআত পাঠ করেছে? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূল (সা) বললেন, তাইতো বলি আমার কি হল—আমি কুরআনের আয়াতের সাথে টানা হেঁচড়ায় অথবা ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছি! অতঃপর রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে এ ঘটনা শোনার পর থেকে মানুষেরা সজোরে কিরাআত বিশিষ্ট সালাতে রাসূল (সা)-এর কিরাআতের সময় তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকত।

[নাসাঈ, ইবন্ হাব্বান, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও তিরমিযী (র) হাদীসাখানা উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসখানা হাসান।]

(٥٣١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(৫৩১) আব্দুল্লাহ ইবন্ বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[হাইসুমী তাঁর 'মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ-এ হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আহমদ ও তাবারানী কাবীর ও আওসাতে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণিত রাবীদের সবাই নির্ভরযোগ্য।]

(٥٣٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ قَالَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(৫৩২) মুহাম্মদ ইবন্ আবী'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মনে হয় ইমাম কিরাআত পড়া অবস্থায় তোমরা তাঁর পেছনে কির'আত পাঠ করে থাকো? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তা করি। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা তা করবে না, তবে তোমাদের কেউ 'উম্মুল কুরআন' বা 'ফাতিহাতুল কিতাব' তিলাওয়াত করতে পার।

[হাফিজ (র) বলেন, হাদীসখানার সনদ হাসান, মানসম্মত।]

(٥٣٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

(৫৩৩) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আবী কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা রাসূল (সা) থেকে (উপরোক্ত হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[হাইসুমী (র) আহমদ (র)-এর বর্ণনাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সনদে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছেন, তাই হাদীসখানা দুর্বল। তবে পূর্ববর্তী হাদীস অত্র হাদীসের সহায়ক।]

(٥٣٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوْا يَقْرَءُوْنَ خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَلَطْتُمْ عَلَىَّ الْقُرْآنَ.

(৫৩৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাসূল (সা)-এর পেছনে সালাতে কিরাআত পাঠ করতেন; তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরা আমার কুরআন তিলাওয়াতকে জড়িয়ে ফেলেছো।

[হাইসুমী (র) আহমদ (র)-এর বর্ণনামতে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। আহমদ (র) বর্ণিত ব্যক্তিদের সবাই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।]

(٥٣٥) عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِيْ كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هٰذِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِيْ مَا أَرٰى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ الاَّ قَدْ كَفَاهُمْ

(৫৩৫) কাছীর ইবন্ মুর্‌রা আল হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ দারদা (রা) থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করেছিলাম– সকল সালাতেই কি কির'আত পড়তে হবে? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, তখন আনসারদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি বললেন, কির'আত পড়া ওয়াজিব হয়ে গেল। তখন আবূদ দারদা আমার দিকে তাকালেন আর আমি ছিলাম সবার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে নিকটাত্মীয়। অতঃপর বললেন, ওহে ভাতিজা! ইমাম যখন কোন জনতার ইমামতি করে, তখন আমার মতে কির'আত পড়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

[বায়হাকী ও নাসাঈ (র) হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। হাদীসখানার সনদ মানসম্মত। তবে মতনের ব্যাপারে বিভিন্ন শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।]

(٥٣٦) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى؟ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا.

(৫৩৬) ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জোহরের সালাত আদায় করলেন, তখন পেছন থেকে এক ব্যক্তি সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা' –কিরাআত পাঠ করছিলেন। সালাত শেষে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা' পড়ছিলে? লোকটি বলল, আমি। রাসূল (সা) তখন বললেন, আমি বুঝতে পারছিলাম তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে কিরাআতে জড়িয়ে ফেলছিলে।

[সালাতুয্ জোহরে কিরাআত নীরবে পাঠ করার কথা থাকলেও সাহাবী সরবে পাঠ করার জন্যই রাসূল (সা)-এর নিকট জড়িয়ে যাচ্ছিল।]

[বুখারী ও মুসলিম একই সনদে এবং নাসাঈ ও দারুকুতনী ভিন্ন সনদে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(١٦) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا حَوَّشَ عَلٰى مُصَلٍّ آخَرَ.

(১৬) কোন ব্যক্তি যখন পৃথক সালাতে দাঁড়ায় তখন তার কিরাআত সরবে পাঠ করা নিষেধ বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(٥٣٧) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يَجْهَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْقُرْآنِ.

(৫৩৭) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন, যেন কেউ ইশার পূর্বে ও পরে উঁচু স্বরে কিরাআত পাঠ না করে। কারণ এমতাবস্থায় সেই স্বর তার আশে পাশে সালাত রত মুসলিমদের ভুল ও বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে। (আলী (রা) থেকে অন্য এক সনদে বর্ণিত), রাসূল (সা) মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সালাতের মধ্যে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে সরবে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।

[এখানে জামায়াত শেষ হওয়ার পূর্বে ও পরে একাকী সালাত আদায়ে কির'আতের কথা বলা হয়েছে।]

[কিরাআত অথবা সালাতের অন্য কোন কাজে ভুল হওয়াই এখানে উদ্দেশ্য।]

[আহমদ আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, আমি হাদীসখানার বিপক্ষে নই। এর সনদ দুর্বল, তবে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস অত্র হাদীসকে শক্তিশালী করেছে।]

(٥٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْتَكَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَايُنَاجِى رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِى الصَّلَاةِ.

(৫৩৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ই'তিকাফ করলেন এবং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলেন, অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর নিকট একান্তে প্রার্থনা করে। সুতরাং সে যে আল্লাহর নিকট একান্তে প্রার্থনা করছে–এ কথা যেন সে অনুধাবন করতে পারে এরূপ সুযোগ তাকে দেওয়া দরকার আর সালাতে তোমাদের কেউ কারও চেয়ে সজোরে কিরাআত পাঠ করবে না।

[তাবারানী ও বায্যার (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। সনদে সাদাকাহ ইবন্ 'আমর' নামক জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছেন। তবে পরবর্তী হাদীসসমূহের কারণে অত্র হাদীস জোরালো হয়েছে।]

(٥٣٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَامَ يُصَلِّى فَجَهَرَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ حُذَافَةَ لَاتُسْمِعْنِى وَاسْمِعْ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ.

(৫৩৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, 'আব্দুল্লাহ ইবন্ হুযাফা আস-সাহ্মী (রা) সরবে সালাত আদায় করছিলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, ওহে হুযাফা তনয়! তুমি আমাকে শুনাবে না বরং তোমার মহিমান্বিত প্রভু আল্লাহকে শুনাও। [বায্যার ও ইরাকী (রা) হাদীসখানার সনদ বিশ্লেষণ করে অত্র হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন।]

(٥٤٠) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ وَهُمْ فِى قُبَّةٍ لَهُمْ فَكَسَفَ السُّتُوْرَ وَقَالَ أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِى الصَّلَاةِ.

(৫৪০) আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ই'তিকাফ করছিলেন; এমতাবস্থায় তিনি এবং অন্যান্য সঙ্গীগণ ই'তিকাফের জন্য নির্মিত তাঁবুর ভেতরে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূল (সা) তাদেরকে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়তে (সালাতে) শুনলেন। রাসূল (সা) তখন তাঁবুর পর্দা তুললেন এবং বললেন। ওহে তোমরাতো সকলেই আল্লাহর নিকট প্রার্থনারত। সুতরাং তোমরা একে অপরকে কষ্ট দিও না এবং কিরাআতের একে অপরের চেয়ে স্বর উঁচু করো না। (বর্ণনাকারীর সন্দেহ, নাকি রাসূল (সা) বলেছেন) সালাতে একে অপরের চেয়ে স্বর উঁচু করো না।[১]

[ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর সুনানে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী (র) হাদীসখানাকে সহীহ্ বলেছেন।]

১ [হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূল (সা)-এর মুখ নিঃসৃত সঠিক শব্দটি স্মরণ না থাকলে বর্ণনাকারী এরূপ বলে থাকেন। এটাকে ইলমে হাদীসের পরিভাষায় شك راى বা 'বর্ণনাকারীর সংশয়' বলা হয়।]

(٥٤١) عَنِ الْبَيَاضِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ مَايُنَاجِيْهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.

(৫৪১) বাইয়াদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জনতার উদ্দেশ্যে (তাদের অবস্থা অবলোকন করার জন্য) বের হলেন ঐ সময় তাঁরা সালাত আদায় করছিলেন এবং কিরাআতে তাঁদের স্বর উঁচু করছিলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, নিশ্চয় মুসল্লী তাঁর প্রভুর নিকট একান্তে আকুতি মিনতি করছে। সুতরাং প্রত্যেকেই যেন তার প্রার্থনার প্রতি খেয়াল রাখে। আর তোমাদের কেউ যেন কুরআন তিলাওয়াতে অন্যের চেয়ে স্বর উঁচু না করে।[১]

[ইমাম মালিক (র) হাদীসখানা মারফূ হিসেবে সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِيْنِ وَالْجَهْرِ بِهِ فِي الْقِرَاءَةِ وَإِخْفَائِهِ.

(১৭) আমীন বলা এবং কিরাআতে তা সরবে ও নিরবে উচ্চারণ করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

(٥٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَقُوْلُوْنَ آمِيْنَ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُوْلُ آمِيْنَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(৫৪২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, ইমাম যখন "গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" বলবেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলবে। কেননা, তখন ফেরেশতাগণ 'আমীন' বলেন এবং ইমাম- ও 'আমীন' বলেন। সুতরাং যার 'আমীন' ফেরেশতাগণের 'আমীন'-এর সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তার অতীতের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[২]

[আবূ দাউদ ও নাসাঈ (রহ) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে অত্র হাদীসখানি আংশিক বর্ণিত হয়েছে।]

(٥٤٣) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(৫৪৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইমাম যখন 'আমীন' বলবেন তখন তোমরাও 'আমীন' বলবে। কেননা, যাঁর 'আমীন' ফেরেশতাদের আমীনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তাঁর অতীতের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

[বুখারী ও মুসলিম (র) একই সনদে এবং আবূ দাউদ, নাসাঈ তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ ভিন্ন ভিন্ন সনদে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٤٤) وَعَنْهُ فِي أُخْرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِيْنَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهَا الأُخْرَى غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

---

১. [তার পুরানাম ফারওয়া ইব্ন আমর। তার বংশের বাইয়াদা ইব্ন আমের -এর নামানুসারে তাকে এ নামে ডাকা হয়।]

২. [সামঞ্জস্যপূর্ণ বলতে ইমাম নববীর মতে একই সময় এবং কাবী আয়ানের মতে উচ্চারণভঙ্গি, ঐকান্তিকতা এবং আল্লাহভীতিতে সমপরিমাণ হওয়াকে বুঝায়।]

(৫৪৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ (সালাতে) 'আমীন' বলে-তখন আসমানে ফেরেশতাগণও বলেন 'আমীন'। সুতরাং যদি একটি অপরটির সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়, তবে তার অতীতের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

[বুখারী, মুসলিমও বায়হাকী (রহ) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٤٥) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ آمِيْنَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৫৪৫) ওয়াইল ইবন্ হুজর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলকে (সা) ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন পড়ে 'আমীন' বলতে শুনেছি এমনভাবে যে, তাতে তাঁর স্বর দীর্ঘ হয়ে যেত।

[ইমাম তিরমিযী, বায়হাকী, দারু কুতনী, ইবন্ হাব্বান ও আবূ দাউদ (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। দারু কুতনী ও হাফিয (র) হাদীসখানাকে সহীহ্ এবং ইমাম তিরমিযী হাদীসখানাকে হাসান বলেছেন।]

(٥٤٦) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَاءَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

(৫৪৬) ওয়াইল ইবন্ হুজর (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে নিয়ে (জামাতে) সালাত আদায় করলেন, যখন তিনি গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বোয়াল্লীন পড়লেন তখন 'আমীন' বললেন, এবং তাতে তাঁর স্বর নীচু করলেন এবং তিনি বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখলেন এবং প্রথমে ডানদিকে তারপর বামদিকে সালাম ফিরালেন।

[ইবন্ মাজাহ্ ও দারু কুতনী হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসখানাকে হাসান বলেছেন।]

(١٨) بَابُ حُكْمِ عَنْ لَمْ يُحْسِنْ فَرْضَ الْقِرَاةَ.

(১৮) ফরয পরিমাণ কিরাআত যে উত্তমরূপে আদায় করে নি, তার সম্পর্কে মতামত বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(٥٤٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى لَا أَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَمُرْنِى بِمَا يُجْزِئُنِى مِنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. قَالَ فَقَالَهَا الرَّجُلُ وَقَبَضَ كَفَّهُ وَعَدَّ خَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ. فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لِلّٰهِ تَعَالَى فَمَا لِنَفْسِى؟ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِى، قَالَ فَقَالَهَا وَقَبَضَ عَلَى كَفِّهِ الْأُخْرَى وَعَدَّ خَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَقَدْ قَبَضَ كَفَّيْهِ جَمِيْعًا، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَأَ كَفَّيْهِ مِنَ الْخَيْرِ.

(৫৪৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি কুরআন পাঠ করতে পারি না। সুতরাং কুরআনের আয়াত সমতুল্য প্রতিদান দিতে পারে আমাকে এমন বিষয় নির্দেশ করুন। তখন রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, তুমি বল, 'আল হামদুলিল্লাহ ওয়া সুবহানাল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহু আকবর ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি দু'আটি পড়লেন এবং তাঁর হাতের তালু জড়ালেন কাজটি তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে গুণে গুণে পাঁচ বার করলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দু'আ তো আল্লাহর জন্য, আমার নিজের জন্য প্রার্থনা কোনটি? তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি বল 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হাম্‌নী ওয়া আ'ফিনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুক্‌নী' বর্ণনাকারী বলেন ঃ লোকটি উক্ত দু'আ পড়লেন এবং তাঁর অন্য হাতের তালু জড়ালেন এবং এ কাজটি তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে গুণে পাঁচ বার করলেন। অতঃপর লোকটি তাঁর উভয় হাত একত্রে জড়িয়ে চলে গেলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, লোকটি তাঁর উভয় হাত কল্যাণ ও সওয়াব দ্বারা ভরে ফেলেছে।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ ও দারু কুতনী-এর বর্ণনার 'আমি কুরআন পড়তে পারি না'। ইবন মাজাহ-এর বর্ণনায় আমি কুরআন ভালভাবে পড়তে পারি না।' এ ঘটনা নতুন মুসলমান হওয়া বা সালাত আদায়ের শুরুর দিকে হতে পারে। নিয়মিত সালাতে এ নির্দেশ প্রয়োজ্য নয়।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন, মাজাহ্, দারু কুতনী ও ইব্‌ন হাব্বান (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী (র) হাদীসখানাকে দুর্বল (যয়ীফ) বলেছেন।]

(١٩) بَابُ قِرَاءَةِ السُّوْرَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِيْ الْأُوْلَيَيْنِ وَهَلْ تَسُنُّ قِرَاءَتُهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَمْ لاَ؟

(১৯) সূরা ফাতিহার পর প্রথম দু'রাকাআতে সূরা পড়া বিষয়ে এবং শেষ দু'রাক'আতে পড়া সুন্নত কিনা সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٥٤٨) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ) وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الصُّبْحِ.

(৫৪৮) আবূ কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তখন তিনি জোহর ও আসর সালাতের প্রথম দু'রাকা'আতে সূরাতুল ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতেন, এবং মাঝে মাঝে তিনি আমাদেরকে কোন কোন আয়াত শুনাতেন (অন্য এক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে– এবং তিনি শেষ দু'রাক'আতে শুধু সূরাতুল ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন এবং তিনি জোহরের প্রথম রাকাআতকে দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতকে সংক্ষিপ্ত করতেন; আর ফজরের সময়ও তিনি এরূপ করতেন।

[বুখারী ও মুসলিম একই শব্দে একই সনদে এবং আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ্ পৃথক সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٥٤٩) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ فِي الظُّهْرِ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُلَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِيْنَ آيَةً وَفِيْ الْأُخْرَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَكَانَ يَقُوْمُ فِيْ الْعَصْرِ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشَرَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَالِكَ.

(৫৪৯) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জোহরের সালাতের প্রথম দু'রাকা'আতের প্রত্যেক রাকা'আতে ত্রিশ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং শেষ দু'রাকা'আতের

প্রত্যেক রাকা'আতে পনের আয়াত পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। আর আসরের সালাতের প্রথম দু'রাকাআতের প্রতি রাকা'আতে পনের আয়াত পরিমাণ এবং শেষ দু'রাকা'আতের প্রতি রাকা'আতে তার অর্ধেক পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। [ইমাম মুসলিম (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٥٠) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

(৫৫০) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে সুবিধাজনক কিরাআত পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন।

[আবূ দাউদ (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন সাঈদ (র) বলেন, হাদীসখানার সনদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।]

(٥٥١) عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا (يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاص) إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ فَقَالُوا لَايُحْسِنُ يُصَلِّي قَالَ فَسَأَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، قَالَ ذَالِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِسَعْدٍ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْئٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ مِنَ الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا آلُومَا أَقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عُمَرُ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْظَنِّي بِكَ.

(৫৫১) জাবির ইবন্ সামূরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুফাবাসী লোকজন (একদা হযরত উমর (রা) -এর নিকট সা'দ (অর্থাৎ সা'দ ইবন্ আবী ওয়াক্কাস (রা))-এর ব্যাপারে অভিযোগ করে এবং বলে তিনি (সা'দ) উত্তম পন্থায় সালাত আদায় করেন না। জাবির (রা) বলেন, 'উমর (রা) তখন তাঁকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাদেরকে নিয়ে রাসূল (সা)-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করে থাকি। প্রথম দু'রাকা'আতে দীর্ঘ করে এবং শেষ দু'রাকা'আতে সংক্ষিপ্ত করে কিরাআত পাঠ করি। 'উমর (রা) বললেন ঃ ওহে আবূ ইসহাক! এটা তোমার ব্যাপারে কুধারণা মাত্র। (জাবির (রা) থেকে অন্য এক সনদে বর্ণিত হয়েছে।), তিনি বলেন, 'উমর (রা) সা'দ (রা)-কে ডেকে বললেন ঃ লোকজন তোমার সকল ব্যাপারে এমনকি সালাতের ব্যাপারেও অভিযোগ করছে। সা'দ (রা) তখন বললেন, আমি তো প্রথম দু'রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করি এবং শেষ দু'রাকা'আতে সংক্ষিপ্ত করি। আমি রাসূল (সা)-এর সালাত অনুসরণ করার চেয়ে সংক্ষিপ্ত করতে পারছি না। 'উমর (রা) তখন বললেন, এটা তোমার ব্যাপারে ধারণামাত্র অথবা এটা তোমার ব্যাপারে আমার ধারণামাত্র।)

[বুখারী ও মুসলিম (র) একই শব্দে একই সনদে এবং আবূ দাউদ ও বায়হাকী (র) তাঁদের সুনানে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٢٠) بَابُ قِرَاءَةِ سُوْرَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَفِى رَكْعَةٍ، وَقِرَاءَةَ بَعْضِ سُوْرَةٍ وَجَوَازُ تَكَرُّ السُّوْرَةَ أَوِ الْآيَاتِ فِى رَكْعَةٍ.

(২০) এক রাকা'আতে দুই বা ততোধিক সূরা পাঠ, সূরার অংশবিশেষ পাঠ এবং একই রাকা'আতে একই সূরা বা আয়াতসমূহ পুনরাবৃত্তি করা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٥٥٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّوَرِ فِى رَكْعَةٍ قَالَتِ الْمُفَصَّلُ.

(৫৫২) আব্দুল্লাহ ইবন্ শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, রাসূল (সা) এক রাকা'আতে একাধিক সূরা পড়তেন কি? তিনি বললেন, আল মুফাস্সাল-এর ক্ষেত্রে তিনি এরূপ করতেন। [বায়হাকী (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। আর সনদ মানসম্মত।]

[বায়হাকী (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। হাইসুমী (র) হাদীসখানা উল্লেখ করে বলেছেন, অত্র হাদীস আহমদ (র) বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদে উল্লেখিত ব্যক্তিরা সবাই খাঁটি।]

(٥٥٣) عَنْ نَافِعٍ قَالَ رُبَّمَا أَمَّنَا أَبْنُ عُمَرَ بِالسُّوْرَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِى الْفَرِيْضَةِ.

(৫৫৩) নাফে' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) ফরয সালাতে আমাদের ইমামতিকালে অধিকাংশ সময়(একই রাকা'আতে) দুই বা তিনটি সূরা পাঠ করতেন।

[আল মুফাস্সাল বলতে আল কুরআনুল, কারীম–এর শেষ সপ্তমাংশের সূরাসমূহকে বুঝায়। অধিকাংশ মুফাসসির-এর মতে তা হল সূরা হুজরাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত। হানাফীগণের নিকট তা হল সূরা ক্বাফ থেকে নাস পর্যন্ত।]

(٥٥٤) عَنْ نَهِيْكِ بْنِ سِنَانٍ السَّلَمِىِّ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ هٰذًا مِثْلَ هٰذَا الشِّعْرِ أَوْنَثْرًا مِثْلَ نَثْرِ الدَّقَلِ إِنَّمَا فَصَّلَ لِتُفَصِّلُوا، لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً، الرَّحْمٰنَ وَالنَّجْمَ عَلَى تَأْلِيْفِ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ كُلَّ سُوْرَتَيْنِ فِىْ رَكْعَةٍ وَذَكَرَ الدُّخَانَ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ فِىْ رَكْعَةٍ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (يَعْنِى ابْنِ مَسْعُوْدٍ) أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ بَلْ هَذَذْتَ كَهَذِّ الشِّعْرِ أَوْ كَنَثْرِ الدَّقَلِ لَكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْ كَمَا فَعَلْتَ، كَانَ يَقْرَأُ النُّظَرَ الرَّحْمٰنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ قَالَ فَذَكَرَ أَبُوْا إِسْحَاقَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بِعِشْرِيْنَ سُوْرَةً عَلَى تَأْلِيْفِ عَبْدِ اللّٰهِ (يَعْنِى ابْنِ مَسْعُوْدٍ) أُخِرُهُنَّ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَالدُّخَانُ.

(৫৫৪) নাহীক ইবন্ সিনান আস-সালামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবন্ মাস'ঊদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন ঃ আমি রাত্রে এক রাকা'আতে মুফাস্সাল পুরোটা তিলাওয়াত করেছি। তখন ইবন্ মাসঊদ (রা) বলেন ঃ (প্রস্তাবকারী) কবিতা আবৃত্তির মত আবৃত্তি করেছে অথবা শুক্না নষ্ট খেজুর ছিটানোর মত ছিটিয়েছে। বরং সূরাগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে যেন তোমরা তাদেরকে পার্থক্য করতে পারো। রাসূল (সা)-এর জোড়া মিশানো বিশটি সূরার মাঝে আমি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি। ইবন্ মাসঊদ-এর মতানুসারে

আর-রাহমান ও আন্-নজম সূরাদ্বয় এক রাকা'আতে এবং দুখান ও নাবা একই রাকা'আতে। (নাহীকি (রা) থেকে অন্য বর্ণনা মতে) আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি আসওয়াদ ইবন্ ইয়াযিদ ও আলকামা (রা) থেকে 'আব্দুল্লাহ (ইবন্ মাসঊদ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসঊদ-এর নিকট আসল এবং তাঁকে বলল, আমি এক রাকা'আতে মুফাস্সাল সবটাই তিলাওয়াত করেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি তো কবিতা আবৃত্তির ন্যায় আবৃত্তি করেছো অথবা শুক্না খেজুর ছিটানোর ন্যায় ছিটিয়েছো। তুমি যেমন করলে রাসূল (সা) তেমনটি কখনও করেন নি। তিনি 'আর-রাহমান' ও 'আন্-নজম'-এর মত দু'টি সূরা এক রাকা'আতে পড়তেন। নাহীকি (রা) বললেন, আবূ ইসহাক বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসঊদ (রা)-এর বর্ণনাতে দশ রাকা'আতে বিশিষ্ট সূরা যার শেষ ছিল আত্-তাকভীর ও আদ্-দুখান।

[বুখারী ও মুসলিম (র) একই সনদে এবং আবূ দাউদ (র) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٥٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَيْهِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِفَاتِحَةِ الْقُرْاٰنِ وَالْاٰيَتَيْنِ مِنْ خَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى وَفِى الرَّكْعَةِ الْأُخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْقُرْاٰنِ وَبِالْاٰيَةِ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ (قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ حَتَّى يَخْتِمَ الْاٰيَةَ.

(৫৫৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সূর্যোদয়ের পূর্বে (অর্থাৎ সালাতুল ফজরে) প্রথম রাকা'আতে 'সূরাতুল ফাতিহা' ও 'সূরাতুল বাকারা'-এর শেষ দু' আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরাতুল ফাতিহা এবং আল-'ইমরান-এর (কুল ইয়া আহলাল কিতাব ....) আয়াতখানা শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন।

[বুলুগুল আমানীর প্রণেতা আহমদ আব্দুর রহমান বান্না (র) বলেন, আমি হাদীসখানার বিশুদ্ধ হওয়ার বিপক্ষে নই। তবে মুসলিম (র) শব্দগুলির কিছু পরিবর্তনসহ অত্র হাদীসে উল্লেখ করেছেন।]

(٥٥٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ اٰيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ فِى الصَّلَاةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُنَّ.

(৫৫৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ তার পরিজনের নিকট ফিরে এসে তিনটি গর্ভবতী হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্রী বিনামূল্যে দেখতে চাও কি? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা) বললেন, তিনটি আয়াত শিক্ষা করে তা দিয়ে সালাত আদায় করা তার জন্য উক্ত সম্পদের চেয়েও উত্তম।

[ইমাম মুসলিম (র)-সহ অনেকেই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٥٧) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَرَاءَ بِاٰيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِهَا (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ) فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَازِلْتَ تَقْرَأُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ بِهَا قَالَ إِنِّى سَأَلْتُ اللّٰهَ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِى فَأَعْطَانِيْهَا، وَهِىَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لِمَنْ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا.

(৫৫৭) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) এক রাতে সালাত আদায় করছিলেন, তখন তিনি একটি মাত্র আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন এবং ঐ আয়াত পড়েই রুকু করলেন এবং সিজদা করলেন। (আয়াতখানা হল- 'ইন তু'আযযিবহুম ফাইন্নাহুম 'ইবাদুকা, ওয়া ইন তাগফির লাহুম ফাইন্নাকা আন্‌তাল্‌ আযীযুল হাকীম), অতঃপর যখন সকাল হল আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি -এ আয়াতটি এমনভাবে তিলাওয়াত করছিলেন, মনে হচ্ছিল আপনি ঐ আয়াত পড়েই রুকু করেছেন এবং সিজদা করেছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট আমার উম্মতের শাফায়াত প্রার্থনা করেছি এবং আল্লাহ আমাকে তা দিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন বস্তুকে শরীক করবেন না সে উক্ত শাফায়াতের উপযুক্ত হবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

[নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। হাকিম (র) বলেন, হাদীসখানা সহীহ্।]

(٢١) بَابُ جَامِعُ الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلَوَاتِ.

(২১) বিভিন্ন সালাতে একই কিরাআত পাঠ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٥٥٨) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَارَأَيْتُ رَجُلاً (وَفِى رِوَايَةٍ مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ لِإِمَامٍ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيلُ الْأُوْلَيَيْنِ (وَفِى رِوَايَةِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ) مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِى الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الْغَدَاةِ (وَفِى رِوَايَةٍ فِى الصُّبْحِ) بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ قَالَ الضَّحَّاكُ وَحَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْفَتَى يَعْنِى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَاقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.

(৫৫৮) সুলাইমান ইবন্ ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, মদীনার ইমাম অমুক ব্যক্তি-এর তুলনায় অন্য কারও সালাত রাসূল (সা)-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখি নি অন্য এক বর্ণনায় আমি রাসূল (সা)-এর ওফাতের পর অন্য কারও পেছনে রাসূল (সা)-এর সালাত সাদৃশ্য সালাত আদায় করি নি)। সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন (এতদশ্রবণে) আমি তখন তার পেছনে সালাত আদায় করেছি। (লক্ষ্য করলাম যে,) তিনি জোহরের সালাতে প্রথম দু'রাকা'আতে কিরাআত দীর্ঘায়িত করেছেন (অন্য এক বর্ণনায় 'ওলাইয়াইনি'র স্থলে 'আররাকা'আতাইনিল উলাইয়াইনি' বলা হয়েছে); এবং পরবর্তী দু'রাকা'আতে কিরা'আত সংক্ষিপ্ত করেছেন, আর আসরের সালাতকে সর্বসাকুল্যে সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং মাগরিবের প্রথম দু'রাকা'আতে কিসারে মুফাস্‌সাল, ইশার প্রথম দু'রাকা'আতে ওয়াসাত-ই মুফাস্‌সাল ও ফজরের সালাতে 'তিওয়াল-ই-মুফাস্‌সাল' তিলাওয়াত করতেন।

[উক্ত ব্যক্তি ছিলেন, উমর ইবন্ আব্দুল আযীয (র) যার বর্ণনা অত্র হাদীসের শেষে রয়েছে।]

[কিছারে মুফাসসাল বলতে মালেকীদের নিকট সূরা দুহা থেকে নাস পর্যন্ত, হানাফী ও শফেয়ীদের নিকট দুহার পর থেকে নাস পর্যন্ত।]

[ওয়াসাতে মুফাস্‌সাল বলতে মালেকীদের নিকট 'আস থেকে লাইল পর্যন্ত এবং হানাফী ও শাফেয়ীদের নিকট নাবার পর থেকে দুহা পর্যন্ত।]

[তিলওয়াতে মুফাস্‌সাল বলতে মালেকীদের নিকট হুজুরাত থেকে নাযিআত এবং হানাফীদের নিকট ক্বাফ থেকে নাবা ও শাফেয়ীদের নিকট হুজুরাত থেকে নাবা পর্যন্ত]

(অন্য এক বর্ণনায় ফজর বুঝানোর জন্য 'আন নাবা'-এর পরিবর্তে 'আসসুরহু' বলা হয়েছে) দাহ্হাক (রা) বলেন আনাস ইবন্ মালিকের মুখে শুনে জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন আমি এ যুবক অর্থাৎ উমর ইবন্ আব্দুল 'আযীয (র)-এর সালাতের ন্যায় অন্য কারও সালাত রাসূল (সা)-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখি নি। দাহ্হাক (র) বলেন ঃ আমি 'উমর ইবন্ আব্দুল 'আযীয (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করলাম এবং সুলাইমান ইবন্ ইয়াসার (র) যেমনটি বলেছিলেন তাঁর সালাত তেমনই পেয়েছি।

[নাসাঈ (র)-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। হাফিয (র) বলেন, ইবন্ খুযাইমা (র) হাদীসখানাকে সহীহ্ বলেছেন। 'বুলুগুল মুরাম' গ্রন্থে হাদীসের সনদকে সহীহ্ বলা হয়েছে।]

(٥٥٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ الظُّهْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَالِكَ، وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَالِكَ.

(৫৫৯) জাবির ইবন্ সামূরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) জোহরে ওয়াল্লাইলি ইযা ইয়াগ্শা' সূরা পাঠ করতেন, আসরেও অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন এবং ফজরে তার তুলনায় অধিক দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٦٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا يَقْرَأُ بِنَافِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ فِي الْأُوْلَى، وَيُقَصِّرُ فِيْ الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يُطَوِّلُ الْأُوْلَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

(৫৬০) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আবী কাতাদা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) যোহরের সালাতে আমাদেরকে ইমামতি করতেন এবং প্রথম দু'রাকা'আতে মাঝে মাঝে আমাদের ইমামতি করতেন এবং প্রথম দু'রাকা'আত মাঝে মাঝে আমাদেরকে শুনিয়ে কিরাআত পাঠ করতেন। প্রথম রাকা'আতে দীর্ঘ কিরাআত ও দ্বিতীয় রাকা'য়াতে সংক্ষিপ্ত কিরাআত। তিনি ফজরের সালাতে অনুরূপ প্রথম রাকা'আতে দীর্ঘ ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সংক্ষিপ্ত কিরাআত পাঠ করতেন। আর তিনি আসরের সালাতের প্রথম দু'আকা'আতেও আমাদের নিয়ে কিরাআত পাঠ করে সালাত আদায় করতেন।

[আবূ কাতাদা (রা) এর অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা এ কিরাআত বলতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য যে কোন একটি সূরা বুঝায়।]

[বুখারী ও মুসলিম (র) একই সনদে একই শব্দে এবং আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ (র) সুনানে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٥٦١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فِيْهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ.

(৫৬১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক সালাতে যে কিরাআত পাঠ করা হয়, তন্মধ্যে রাসূল (সা) যেগুলো আমাদেরকে শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও সেগুলো তোমাদেরকে শুনিয়ে পড়ি আর যেগুলোকে তিনি আমাদের সামনে নীরবে পড়েছেন, সেগুলোকে আমরাও তোমাদের সামনে নীরবে পড়ছি।

[বুখারী ও মুসলিম (র) একই সনদে এবং আবূ দাউদ ও নাসাঈ তাঁদের সুনানে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٥٦٢) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَجْهَرُ وَيُخَافِتُ فَجَهَرْنَا فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ وَخَافَتْنَا فِيْمَا خَافَتَ فِيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَاصَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ.

(৫৬২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের সালাতে ইমামতি করতেন এবং তিনি সরবে ও নীরবে কিরাআত পাঠ করতেন। সুতরাং তিনি যেখানে (যেসব সালাত) সরবে পড়তেন, আমরাও সেখানে সরবে পড়ি; আর তিনি যেখানে নীরবে পড়তেন, আমরাও সেখানে নীরবে পড়ি। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, কিরাআত ব্যতীত কোন সালাত হয় না।

[বায়হাকী (র) আবূ আওয়াবা (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٢٢) بَابٌ بِالْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

(২২) জোহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়া সম্পর্কীত পরিচ্ছেদ

(٥٦٣) عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا الْخَبَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُلْنَا بِأَىِّ شَيْئٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَالِكَ؟ قَالَ فَقَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

(৫৬৩) আবূ মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম রাসূল (সা) জোহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পাঠ করতেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবূ মা'মার (রা) বলেন ঃ তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম–আপনারা তা কীভাবে বুঝতেন? আবূ মা'মার (রা) বলেন ঃ তখন তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ির নাড়াচাড়া দেখে। [বুখারী, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ ও বায়হাকী ও তাহাবী (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٥٦٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَفِتْيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَسَأَلُوْهُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ لاَ، فَقَالُوْا فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ نَفْسِهِ قَالَ خَمْشًا، هٰذِهِ شَرٌّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَبْدًا مَأْمُوْرًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَخُصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ إِلاَّ بِثَلاَثٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَلاَنَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَنُنْزِىَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ.

(৫৬৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ উবাইদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি কিছু কুরাইশ যুবকসহ উবাইদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা)-এর নিকট উপনীত হলাম। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞসা করল, রাসূল (সা) জোহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পাঠ করতেন কি? তিনি বললেন, না। তখন তারা বলল, মনে হয় তিনি মনে মনে পড়তেন। ইবন্ আব্বাস (রা) স্বীয় শরীর চুলকাতে চুলকাতে বললেন এটা অশোভনীয় প্রশ্ন। রাসূল (সা) ছিলেন একজন আজ্ঞাবহ বান্দাহ, তিনি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন সবই যথাযথ পৌঁছিয়েছেন। আর তিনি সাধারণ মানুষ ব্যতীত আমাদের জন্য তিনটি কাজই বিশেষভাবে পালনীয় করে দিয়েছেন।

[দ্বিতীয় প্রশ্নটি অশোভনীয় ছিল এ কারণে যে, রাসূল (সা) আদিষ্ট কাজকে যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাই তাঁর কাজের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক নয়। অথবা বেশি বুঝতে চাওয়াও ঠিক নয়। তবে প্রকৃত তথ্য হল রাসূল (সা) গোপনেই পড়তেন, যা ইব্ন আব্বাসের অজানা ছিল।]

[আমাদের জন্য বলতে রাসূল (সা)-এর পরিবার-পরিজনসহ কুরাইশ বংশকে বুঝানো হয়েছে।]

আমাদেরকে আদেশ করেছেন ওযু সুন্দরমত করার জন্য। সাদ্কা না খাওয়ার জন্য এবং ঘোড়ার সাথে গাধার যৌন মিলনের মাধ্যমে বাচ্চা না নেয়ার জন্য।

[এ আদেশ কুরাইশদের জন্য হলেও তা সারা বিশ্বের মু'মিনদের জন্যই প্রযোজ্য। তবে কুরাইশদের জন্য ওয়াজিব এবং অন্যদের জন্য উত্তম।]

[এখানে সাদাকাহ্ বলতে যাকাত ও সাদাকাহ সবই বুঝাবে। তা কুরাইশদের জন্যই খাওয়া হালাল নয়।]

[এটাও কুরাইশদের জন্য হারাম এবং অন্যান্য মু'মিনদের জন্য মাকরূহ। কারণ এতে উৎপাদন কমে যায়, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ঘোড়ার প্রয়োজনে তা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়।]

[আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তাহাবী (র) হাদীসখানা মানসম্মত সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(٥٦٥) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَوَاتٍ وَسَكَتَ فَنَقْرَأُ فِيمَا قَرَأَ فِيهِنَّ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسْكُتُ فِيمَا سَكَتَ، فَقِيلَ لَهُ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ فَغَضِبَ مِنْهَا وَقَالَ أَيُتَّهَمُ (وَفِي رِوَايَةٍ أَنَتَّهِمُ) رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৫৬৫) ইকরামা (রা) ইবন্ আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাতে কখনও কখনও সরবে কিরাআত পড়তেন আর কখনও চুপ থাকতেন। তিনি যেখানে তিলাওয়াত করতেন, সেখানে আমরাও তিলাওয়াত করি আর যেখানে তিনি চুপ থাকতেন আমরাও তথায় চুপ থাকি। তখন তাঁকে বলা হল, হয়তবা রাসূল (সা) মনে মনে পড়তেন। ইবন্ 'আব্বাস (রা) এতে রেগে গেলেন এবং বললেন, রাসূল (সা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে কি? (অন্য রেওয়ায়েতে আমরা কি তাঁকে অপবাদ দিচ্ছি?)

[ইমাম বুখারী (র) হাদীসখানার অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন।]

(٥٦٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدْ حَفِظْتُ السُّنَّةَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنِّي لَاأَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا (زَادَ فِي رِوَايَةٍ لَكِنَّا نَقْرَأُ) وَلَا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ هٰذَا الْحَرْفَ (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا أَوْ عُسِيًّا.

(৫৬৬) ইবন্ 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সকল সুন্নাতই আয়ত্ব করেছি, তবে আমি জানি না রাসূল (সা) জোহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পাঠ করতেন কি না। (অন্য এক বর্ণনায় আছে কিন্তু আমরা পড়ে থাকি।) আর আমি জানি না রাসূল (সা) "ওয়াক্বাদ বালাগ্তু মিনাল কিবারি "ইতিআন" নাকি "ইসিআন" পাঠ করতেন।

[ইতিআন' ও 'ইসিআন' উভয় শব্দের অর্থ একই। আর তা হল সন্তান জন্মদান না করে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া।]

[আবূ দাউদ (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। ইবন্ জারীর তাঁর তাফসীরে বলেন, হাদীসখানার সনদ ভাল।]

(٥٦٧) عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تَمَارَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَرْسَلُوا إِلَى خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ قَالَ أَبِي قَامَ أَوْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِيَامَ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَدْ أَعْلَمُ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِقِرَاءَةٍ.

(৫৬৭) মুত্তালিব ইবন্ 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন জোহর ও আসরের সালাতে কিরাআত নিয়ে (মুসল্লীগণ) মত পার্থক্যে লিপ্ত ছিলেন। তখন এ ব্যাপারে তাঁরা খারিজাহ ইবন্ যায়েদ-এর শরণাপন্ন হলেন। খারিজা (রা) বললেন, আমার আব্বা যায়েদ (রা) বলেছেন, রাসূল (সা) কিরাআত দীর্ঘ করার জন্য দাঁড়াতেন অথবা [১] দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তাঁর দু'ঠোঁট নাড়াচাড়া করতেন। আমি জানতাম এটা কেবলমাত্র তাঁর কিরাআত পাঠের জন্যই হত।

[বর্ণনাকারীর স্মরণ নেই যায়েদ (র) কোন্ শব্দ উল্লেখ করেছিলেন।]

[হাইছুমী (র) বলেন, হাদীসখানা আহমদ (র) ও তাবরানী (র) তাঁর মু'জামুল কাবীরে উল্লেখ করেছেন। সনদে কাছীর ইব্ন যায়েদ নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। যাঁর বর্ণিত হাদীস দলীল হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।]

(٥٦٨) عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ تُعْرَفُ قِرَاءَةُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الظُّهْرِ بِتَحْرِيْكِ لِحْيَتِهِ.

(৫৬৮) আবুল আহ্ওয়াস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ জোহরের সালাতে দাঁড়ি নড়াচড়ার মাধ্যমে রাসূল (সা)-এর কিরাআত পাঠের বিষয়টি বোঝা যেত।

[আহমদ আব্দুর রহমান আল বান্না (র) বলেন, আমি এ হাদীসের বিরোধী নই। হাইসুমী (র) বলেন, হাদীসখানা আহমদ (র) বর্ণনা করেছেন-এর সনদে উল্লিখিত ব্যক্তিরা সবাই নির্ভরযোগ্য।]

(٥٦٩) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ فَحَزَرْنَا قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الظُّهْرِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِيْنَ آيَةً قَدْرَ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الم تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ، قَالَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِىْ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَالِكَ، قَالَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِىْ الْعَصْرِ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَالِكَ قَالَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِىْ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَالِكَ قَالَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِىْ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْأُوْلَيَيْنِ.

(৫৬৯) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর জোহর ও আসরের সালাতে দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠের সময় অনুমান করছিলাম। তিনি বলেন রাসূল (সা)-এর জোহরের প্রথম দু'রাকা'আত-এর কিরাআত আমাদের অনুমান মতে, রাকা'আত প্রতি ত্রিশ আয়াত তিলাওয়াতের সমান অথবা সূরা 'হা-মীম আস্ সাজদাহ্'-এর সমপরিমাণ। তিনি আরও বলেন ঃ আমরা তাঁর জোহরের শেষ দু'রাকা'আতের কিরাআত অনুমান করলাম, প্রথম দু'রাকা'আতের অর্ধেক হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা)-এর আসরের সালাতের প্রথম দু'রাকা'আত (উক্ত) জোহরের শেষ দু'রাকা'আতের অর্ধেক বলে আমাদের অনুমান এবং আসরের শেষ দু'রাকা'আত প্রথম দু'রাকা'আতের অর্ধেক পরিমাণ হবে বলে আমাদের অনুমান।

[ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তাহাবী (র) প্রমুখ হাদীসখানা স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

(٥٧٠) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِى قَزْعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ وَهُوَ مَكْثُوْرٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّى لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هٰؤُلَاءِ عَنْهُ، قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالَكَ فِىْ ذَالِكَ مِنْ خَيْرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِى أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى.

(৫৭০) রাবী'আ ইবন্ ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট কায্'আহ (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ সাইদ আল-খুদরী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। এমন সময় যখন তিনি ছিলেন অসংখ্য মুসলিম বেষ্টিত। অতঃপর যখন লোকজন তাঁর নিকট থেকে সরে গেল, আমি তখন তাঁকে বললাম, তাঁরা

যেসব ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করব না। আমি বললাম, আমি আপনাকে রাসূল (সা)-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। তিনি বললেন। তাতে তোমার কোন লাভ নেই। তিনি একথাটি পূর্ণবার উচ্চারণ করলেন। অতঃপর বললেন, রাসূল (সা)-এর জোহরের সালাত শুরু হত, তখন আমাদের কেউ বাকীতে যেত এবং তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানোর পর তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসত, অতঃপর ওযূ করত এবং মসজিদে ফিরে আসত আর রাসূল (সা) তখনও প্রথম রাকা'আতেই থাকতেন।

[অর্থাৎ তুমি তদানুযায়ী আমল করতে পারবে না, দীর্ঘতা ও পূর্ণ আল্লাহ্ভীতি সহকারে। তাই আমার ভয় হচ্ছে তুমি একটি সুন্নত জেনেও তা মানতে পারবে না।] [মুসলিম (র)-সহ অনেকে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(৫৭১) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ.

(৫৭১) 'আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জোহরের সালাতে রাসূল (সা) প্রথম রাকা'আতে কোন আগন্তুক-এর পায়ের শব্দ না শোনা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন।

[আবূ দাউদ (র) হাদীসখানা উসমান ইবন্ আবূ শায়ক (র)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন, উক্ত সনদের এক পর্যায়ে জনৈক ব্যক্তির নাম বাদ পড়েছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য।]

(৫৭২) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوِهَا، وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَالِكَ.

(৫৭২) জাবির ইবন্ সামূরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জোহরের সালাতে "সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা" এবং (দৈর্ঘের দিক থেকে) অনুরূপ অন্যান্য সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং ফজরের সালাতে তদাপেক্ষা দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন। [ইমাম মুসলিম (র)-সহ অনেকেই হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(৫৭৩) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ اجْتَمَعَ ثَلَاثُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا أَمَّا مَايَجْهَرُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ، وَمَا لَايَجْهَرُ فِيْهِ فَلَانَقِيْصُ بِمَايَجْهَرُ بِهِ، قَالَ فَاجْتَمَعُوْا فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ اثْنَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ آيَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَالِكَ وَيَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ فِي الْأُوْلَيَيْنِ بِقَدْرِ النِّصْفِ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَالِكَ.

(৫৭৩) আবুল 'আলীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর ত্রিশজন সাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং তাঁরা বলেন, রাসূল (সা) যে সকল কিরাআত সরবে পড়েছেন, তা আমরা জানি আর তিনি যে সকল কিরাআত সরবে পড়েন নি, সেগুলোকে আমরা সরবে পড়া কিরাআতের সাথে পরিমাপ করব না।

বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তবে তাঁদের মধ্যে দু'জন মতপার্থক্য করেছেন। তাঁদের মতে, রাসূল (সা) জোহরের সালাতের প্রথম, দু'রাকা'আতের-এর প্রতি রাকা'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন এবং শেষ রাকা'আতে তার অর্ধেক পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন। আর সালাতুল আসরের প্রথম দু'রাকা'আতে জোহরের প্রথম দু'রাকা'আত-এর অর্ধেক পরিমাণ এবং শেষ দু'রাকা'আতে তার অর্ধেক পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন।

[হাদীসখানা ইমাম হাইসুমী (র) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ আহমদ (র) অত্র হাদীসখানা স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত হাদীসে 'আব্দুর রহমান ইবন্ 'আব্দুল্লাহ্ আল-মাসউদী (র) নামক জনৈক বর্ণনাকারী রয়েছেন। যিনি আস্থাশীল, তবে তিনি নামে নামে জড়িয়ে ফেলতেন।]

(٢٣) بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ الْمَغْرِبِ

(২৩) সালাতুল মাগরিবে কিরাআত পাঠ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٥٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ إِخْوَتِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فِدَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ بَهْزٌ فِىْ فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَمَا أَسْلَمَ يَوْمَئِذ، قَالَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِالطُّوْرِ قَالَ فَكَأَنَّمَا صُدِعَ قَلْبِى حَيْثُ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ، وَقَالَ بَهْزٌ فِى حَدِيْثِهِ فَكَأَنَّمَا صُدِعَ قَلْبِى حِيْنَ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ.

(৫৭৪) আব্দুল্লাহ্ (র) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তিনি তাঁর পিতার কাছে শুনেছেন, তাঁর পিতার নিকট মুহাম্মদ ইবন্ জা'ফর ও বাহ্য (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেন ঃ সাদ ইবন্ ইব্রাহীম (র)-এর সূত্রে শু'বা (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার জনৈক ভাই আমার পিতা থেকে যুবায়ের ইবন মুত্'ইম (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুশরিকদের মুক্তিপণ দানকালে রাসূল (সা)-এর নিকট এসেছিলেন। বাহ্য (রা) বলেন ঃ বদরবাসীদেরকে মুক্তিপন দানকালে। আর ইবন্ জা'ফর (রা) বলেন, যুবায়ের ইবন মুত'ইম (রা) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর নিকটবর্তী হলাম, তিনি তখন মাগরিবের সালাত আদায় করছিলেন এবং তিনি তাতে 'আত্তূর' সূরা তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন কুরআন তিলাওয়াত শুনলাম তখন আমার অন্তর যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। বাহ্য (রা) তাঁর বর্ণনায় বলেন, আমার অন্তর যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। যখন কুরআন তিলাওয়াত শুনলাম।

[ইমাম বুখারী (র) বলেন, যুবাইর ইবন্ মুত্'ইম (রা) হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইমাম বাগ্ভী (র)-এরও একই মত। আবার কারও মতে, তিনি মক্কা বিজয়েরকালে ইসলাম গ্রহণ করেন।]

[বুখারী ও মুসলিম এই সনদে এবং আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ্ স্ব স্ব কিতাবে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٥٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِىْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَهُ مَالِى أَرَاكَ تَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّوَرِ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ، قَالَ ابْنُ أَبِىْ مُلَيْكَةَ (وَفِى رِوَايَةٍ قُلْتُ لِعُرْوَةَ) مَاطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ قَالَ الْأَعْرَافُ.

(৫৭৫) উরওয়াহ ইবন্ যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মারওয়ান (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছেন, যায়েদ ইবন্ ছাবিত (রা) তাঁকে বলেছেন, আমি তোমাকে সংক্ষিপ্ত সূরাসমূহ দ্বারা মাগরিবের সালাত আদায় করতে দেখছি কেন? অথচ আমি রাসূল (সা)-এর উক্ত সালাতে বড় সূরাদ্বয়ের একটি তিলাওয়াত করতে শুনেছি। ইবন্ আবূ মুলাইকাহ (রা) বলেন ঃ (অত্র এক বর্ণনামতে, আমি উরওয়াকে বললাম, বড় সূরাদ্বয়ের একটি কোন্টি? তিনি বললেন ঃ) সূরাতুল 'আ'রাফ।

[বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ইবন্ মাজাহ, বায়হাকী ও তাবারানী স্ব স্ব গ্রন্থে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٥٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ أَوْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ.

(৫৭৬) হিশাম ইবন্ উরওয়া (রা) তাঁর পিতার সূত্রে তিনি আবূ আইয়ূব (রা) অথবা যায়েদ ইবন্ ছাবিত (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) সালাতুল মাগরিব-এর দু'রাকা'আতে 'সূরাতুল 'আ'রাফ তিলাওয়াত করতেন।

[বর্ণনাকারীর সংশয় এ ব্যাপারে যে, উক্ত ব্যক্তি আবূ আইয়ূব (রা) নাকি যায়েদ (রা) ছিলেন।]

[হাইসুমী (রহ) হাদীসখানা আহমদ (র) ও তাবারানীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।]

(٥٧٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَابُنَىَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِى بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ إِنَّهَا الآخِرُ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِى الْمَغْرِبِ.

(৫৭৭) ইবন্ 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুল ফযল বিন্ত হারিছ তাঁকে 'সূরাতুল মুরসালাত' তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তখন তিনি বলেন, ওহে আমার বৎস! তুমি তোমার এ সূরা তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে। আমি সর্বশেষ স্মৃতি রাসূল (সা)-কে মাগরিবে এ সূরা তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

[তিনি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর মাতা ছিলেন।]

[বুখারী ও মুসলিম (র), মালিক (র), আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী (র) স্ব স্ব গ্রন্থে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٥٧٨) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ مُتَوَشِّحًا فِى ثَوْبٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ الْمُرْسَلَاتِ، مَاصَلَّى بَعْدَهَا حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(৫৭৮) উম্মুল ফযল বিন্ত আল-হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর গৃহে একটি কারুকার্য খচিত কাপড় পরিধান করে আমাদের সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন, তখন তিনি 'সূরাতুল মুরসালাত' তিলাওয়াত করলেন। এরপর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর সালাত আদায় করতে পারেন নি।

[নাসাঈ ও বায়হাকী (র) স্ব স্ব গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

(٥٧٩) عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوْسِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ إِنِّى أَقْرَأُ فِى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَإِنَّ نَاسًا يَعِيْبُوْنَ ذَالِكَ عَلَيَّ، فَقَالَ وَمَا بَأْسٌ بِذَالِكَ اقْرَأْهُمَا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهِمَا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ.

(৫৭৯) হান্যালাহ আল-সুদূসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইক্‌রামা (রা)-কে বললাম, আমি সালাতুল মাগরিবে 'সূরাতুল ফালাক' ও সূরাতুন নাস' দ্বারা কিরাআত পাঠ করি।

তবে এ জন্য লোকজন আমাকে দোষারোপ করে। তিনি বলেন ঃ তাতে দোষ কি? তুমি এ দু'টো সূরা পড়বে। কেননা, তা কুরআনেরই অংশ। অতঃপর তিনি বলেন, আমার নিকট ইবন্ 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) আগমন করলেন এবং দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, যাতে শুধুমাত্র সূরাতুল ফাতিহা তিলাওয়াত করলেন।

[হাইসুমী (র) হাদীসখানা আহমদ (র), আবূ ইয়ালাও তাবারানী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসে বর্ণিত রাবী হান্‌যালা (র)-কে ইবন্ মুঈন (র) দুর্বল বলেছেন তবে ইবন্ হাব্বান (র) তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন।]

(٥٨٠) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُوْ عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ تَعَلَّقْتُ بِقَدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَقْرِئْنِى سُوْرَةَ هُوْدٍ وَسُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ لَمْ تَقْرَأْ سُوْرَةً أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ وَلاَ أَبْلَغُ عِنْدَهُ مِنْ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قَالَ يَزِيْدُ لَمْ يَكُنْ أَبُوْ عِمْرَانَ يَدَعُهَا، وَكَانَ لاَيَزَالُ يَقْرَؤُهَا فِىْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ.

(৫৮০) ইয়াযিদ ইবন্ আবী হাবীব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ‘ইমরান (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ‘উক্‌বা ইবন্ ‘আমির (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর পায়ের নিকট মিলে বসলাম, অতঃপর তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমাকে ‘সূরা হুদ’ ও ‘সূরা ইউসুফ’ পাঠ করে শুনান। তখন রাসূল (সা) আমাকে বললেন ঃ ওহে ‘উক্‌বা ইবন ‘আমির, ‘সূরা ফালাক’-এর মত আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় ও অধিক গ্রহণযোগ্য কোন সূরা অদ্যাবধি তিলাওয়াত করা হয় নি। ইয়াযিদ (রা) বলেন ! আবূ ‘ইমরান কখনও সূরা ফালাক বাদ দিতেন না এবং তিনি প্রতিনিয়ত সালাতুল মাগরিবে উক্ত সূরা তিলাওয়াত করতেন।

[ইমাম নাসাঈ (রা) হাদীসখানার শেষাংশে উল্লিখিত قَالَ يَزِيْدُ-এর পূর্ব পর্যন্ত মানসম্মত সনদে বর্ণনা করেছেন। তাবারানী (র) মু‘জামুল কাবীরে সহীহ্ রাবীদের সনদে অত্র হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٢٤) بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْعِشَاءِ

(২৪) সালাতুল ‘ইশার কিরাআত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٥٨١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَقْرَأَ بِالسَّمٰوَاتِ فِى الْعِشَاءِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ الْأٰخِرَةِ بِالسَّمَاءِ يَعْنِى ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ.

(৫৮১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) সালাতুল ‘ইশাতে ‘আস্‌সামা’-সূচিত (সূরাতুল বুরূজ, সূরাতুত্তারিক ইত্যাদি) সূরা তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে) রাসূল (সা) রাতের শেষ সালাতে ‘ওয়াস্‌সামা’ অর্থাৎ ওয়াস্ সামাই যাতিল বুরূজ’ ওআসসামাই ওয়াত্‌তারিক্ব’ তিলাওয়াত করতেন।

[ইমাম হাইছুমী (র) উভয় সূত্রেই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তিনি আহমদ (র)-এর সূত্রে বলেন, হাদীসে আবূ মুহাজ্জিম নামে জনৈক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাকে শু‘বা, ইবন্ মাদানী, আবূ হাতিম ও নাসাঈ (র)-সহ অনেকেই দুর্বল মনে করেন।]

(٥٨٢) عَنِ الْبَرَاءِ (بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَقَرَأَ فِى الْعِشَاءِ الْأٰخِرَةِ فِىْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ (زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ) وَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ (وَفِى أُخْرَى) فَلَمْ أَسْمَعْ أَحْسَنَ صَوْتًا وَلاَ أَحْسَنَ صَلاَةً مِنْهُ.

(৫৮২) বারা’ ইবন, ‘আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) কোন এক সফরে ছিলেন তখন সালাতুল ‘ইশার যে কোন এক রাকা‘আতে ‘সূরাআত্-ত্বীন’ তিলাওয়াত করলেন, (অন্য এক বর্ণনায় আরও আছে) আমি রাসূল

(সা)-এর কিরাআতের চেয়ে উত্তম কিরাআত আর কারও কাছে শুনি নি, (অপর এক বর্ণনামতে) আমি কখনও রাসূল (সা)-এর চেয়ে উত্তম কণ্ঠ ও উত্তম সালাতের কথা শুনি নি। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, বায়হাকী।]

(٥٨٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ (الأَسْلَمِي) عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا مِنَ السُّوَرِ.

(৫৮৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ বুরাইদা (আল আস্লামী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) সালাতুল 'ইশাতে সূরা শাম্স এবং অনুরূপ অন্যান্য সূরা দ্বারা কিরাআত পাঠ করতেন।

[নাসাঈ ও ইবন্, মাজাহ (র) স্বীয় গ্রন্থে হাদীসখানা, বর্ণনা করেছেন।]

(٥٨٤) عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى أَبُوْ مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِأَصْحَابِهِ وَهُوَ مُرْتَحِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ فِيْ رَكْعَةٍ فَأَنْكَرُوْا ذَالِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمِيْ حَيْثُ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَهُ، وَأَنْ أَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৫৮৪) আবূ মিজলায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) মক্কা থেকে মদীনা যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গীদেরসহ দু'রাকা'আত 'ইশার সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং এক রাকা'আতে সূরা নিসার একশত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তাঁর সঙ্গীগণ এটা পছন্দ করলেন না। তখন তিনি বললেন, রাসূল (সা) যে পথে তাঁর পা রেখেছেন সেখানে পা রাখতে আমি কার্পণ্য করব না। তেমনি কার্পণ্য করব না রাসূল (সা) যে কাজ করতেন সে কাজ করতে।

[মুসনাদে আহমদ, আহমদ আব্দুর রহমান আল-বান্না (র) বলেন ঃ আমি এ হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার বিপক্ষে নই, এর সনদ মানসম্মত।]

(٢٥) بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَصُبْحِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ.

(২৫) সালতুল ফজর এবং জুমু'আর দিনের ফজরের কিরাআত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٥٨٥) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ وَيس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ.

(৫৮৫) সিমাক ইবন্ হারব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জনৈক মদীনাবাসী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। তখন তিনি শুনতে পেলেন, রাসূল (সা) সালাতুল ফজরে 'সূরা ক্বাফ' ও 'সূরা ইয়াসীন' তিলাওয়াত করেছেন।

[হাইসুমী (র) মুসনাদে আহমদ সূত্রে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত রাবীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য।]

(٥٨٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) وَقَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ لَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ.

(৫৮৬) আমর ইবন্ হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-কে সালাতুল ফজর-এ সূরা তাক্বীর পাঠ করতে শুনেছি আবার (কখনও) তাঁকে 'ওয়াল্লাইলি ইযা 'আস'আসা' পাঠ করতে শুনেছি (উক্ত আমর

(রা) থেকে অন্য এক সনদে) তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি তখন তাঁকে **'লা-উক্সিমু বিল খুন্নাস'** (সূরা তাক্‌ভীর-এর ১৬তম আয়াত থেকে) তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

[মুসলিম, বায়হাকী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্।]

(٥٨٧) عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ (وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ).

(৫৮৭) কুতবা ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমি রাসূল (সা)-কে সালাতুল ফজরে 'ওয়ান্নাখ্‌লি বাসিকাতিন' (সূরা ক্বাফ-এর ১০ম আয়াত থেকে) তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্।]

(٥٨٨) عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاأَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ بِهَا فِى الصُّبْحِ.

(৫৮৮) উম্মু হিশাম বিন্‌তে হারিছাহ্ ইব্ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সূরা ক্বাফ রাসূল (সা)-এর পেছনে দাঁড়িয়েই শিখেছি, তিনি এ সূরা দ্বারা সালাতুল ফজর আদায় করতেন।

[নাসাঈর সনদের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।]

(٥٨٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً وَأَبُوْ بَكْرٍ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَمَدَّ فِىْ صَلاَةِ الْغَدِ.

(৫৮৯) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাত ছিল মধ্যম ধরনের আবূ বকর (রা)-এরও এ ধারা হযরত উমর (রা) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর সালাতুল ফজরকে দীর্ঘ করেছিলেন। খুব বেশি দীর্ঘ নয় আবার একেবারে সংক্ষিপ্ত নয়।

[যাতে মানুষ এসে সালাতে শরীক হতে পারে। কারণ, ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে অলসতা এসেছে যে, সালাত শুরু হলেই জামা'আতে যাবে।] [মুসলিম।]

(٥٩٠) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ (بْنَ سَمُرَةَ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ صَلاَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُخَفِّفُ وَلاَيُصَلِّى صَلاَةَ هٰؤُلاَءِ، قَالَ وَنَبَّأَنِى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ وَنَحْوِهَا.

(৫৯০) সিমাক ইবন্ হার্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি জাবির ইবন্ সামুরা (রা)-কে রাসূল (সা)-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূল (সা) সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন এবং এদের মত দীর্ঘ করতেন না। তিনি আরও বলেন ঃ আমার নিকট তথ্য আছে যে, রাসূল সালাতুল ফজরে সূরা 'ক্বাফ' বা অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন। [মুসলিম।]

(٥٩١) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ كَنَحْوِ مِنْ صَلاَتِكُمُ الَّتِى تُصَلُّوْنَ الْيَوْمَ وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ، كَانَتْ صَلاَتُهُ أَخَفَّ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِىْ الْفَجْرِ الْوَاقِعَةَ نَحْوَهَا مِنَ السُّوَرِ.

(৫৯১) সিমাক ইব্ন হার্‌ব (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি জাবির ইবন্ সামূরা (রা)-কে বলতে শুনেছেন–রাসূল (সা) তোমাদের আজকালকার সালাতের মতই সালাত আদায় করতেন। তবে তিনি সংক্ষিপ্ত

করতেন। তাঁর সালাত তোমাদের সালাতের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। তিনি সালাতুল ফজরে 'আল-ওয়াক্বিয়া' বা অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন। [আব্দুর রায্যাক তাঁর মুসনাদে অত্র হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٥٩٢) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ.

(৫৯২) আবূ বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাতুল ফজর-এ ষাট থেকে একশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। [মুসলিম, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ।]

(٥٩٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيْلُ وَهَلْ أَتَى، وَفِي الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ.

(৫৯৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) জুমু'আর দিন সালাতুল ফজরে-সূরা আস্‌সাজদাহ্ ও 'সূরা দাহ্‌র এবং সালাতুল জুমু'আতে সূরা জুমু'আ' ও সূরা মুনাফিকূন তিলাওয়াত করতেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী। তবে ইমাম তিরমিযী হাদীসের দ্বিতীয়াংশ উল্লেখ করেন নি।]

(٥٩٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الْمَكْتُوْبَةِ.

(৫৯৪) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , আমি রাসূল (সা)-এর পেছনে তিনবার সালাত আদায় করেছি, তিনি প্রতিবার ফরয সালাতে সূরা আস-সাজ্‌দা তিলাওয়াত করেছেন।

[মুসনাদে আহমদ। আহমদ আব্দুর রহমান আল-বান্না (র) বলেন ঃ আমি অত্র হাদীসের পরিপন্থী নই এবং এর সনদ মোটামুটি ভাল।]

(٢٦) بَابُ جَامِعِ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ مِنْ سِرٍّ وَجَهْرٍ وَمَدٍّ وَتَرْتِيْلٍ وَغَيْرِ ذَالِكَ.

(২৬) সরবে, নীরবে, দীর্ঘ করে ও তারতীলসহ কিরাআতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٥٩٥) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُخَافِتُ بِصَوْتِهِ إِذَا قَرَأَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ، وَكَانَ عَمَّارٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا قَرَأَ يَأْخُذُ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ وَهٰذِهِ، فَذُكِرَ ذَاكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِمَ تُخَافِتُ؟ قَالَ إِنِّيْ لَأُسْمِعُ مَنْ أُنَاجِيْ وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِمَ تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِكَ؟ قَالَ أُفْزِعُ الشَّيْطَانَ وَأُوْقِظُ الْوَسْنَانَ، وَقَالَ لِعَمَّارٍ لِمَ تَأْخُذُ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ وَهٰذِهِ؟ قَالَ أَتَسْمَعُنِيْ أَخْلِطُ بِهِ مَالَيْسَ مِنْهُ؟ قَالَ لَا قَالَ فَكُلُّهُ طَيِّبٌ.

(৫৯৫) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) কিরাআত পাঠে তাঁর স্বর নীচু করতেন, আর 'উমর (রা) কিরাআত পাঠে তাঁর স্বর উঁচু করতেন এবং 'আম্মার (রা) কিরাআত পাঠকালে বিভিন্ন সূরার আংশিক আংশিক তিলাওয়াত করতেন। একথা রাসূল (সা)-কে জানালে তিনি আবূ বকর (রা)-কে জিজ্ঞসা করলেন, তুমি কেন স্বর নীচু কর? তিনি বলেন ঃ আমি যাঁর কাছে প্রার্থনা করি তাঁকেই (অর্থাৎ আল্লাহকে) শুনাই। রাসূল (সা)

তারপর 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কেন তোমার কিরাআত উঁচু স্বরে তিলাওয়াত কর? তিনি বললেন, আমি শয়তানকে আতংকিত করি এবং নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলি। অতঃপর রাসূল (সা) 'আম্মার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কেন বিভিন্ন সূরার অংশবিশেষ নিয়ে তিলাওয়াত কর? তিনি বললেন, আপনি আমার ব্যাপারে এমন কিছু শুনেছেন কি যে, যা কিরাআত নয় তেমন কিছু আমি কিরাআতের সাথে জড়িয়ে ফেলি? রাসূল (সা) বললেন, না, অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের সবকিছুই ঠিক আছে।

[ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদে অত্র হাদীসে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন্ নযর 'কিয়ামুল্লাইল' অধ্যায়ে এর বর্ণনা দিয়েছেন।]

(٥٩٦) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَمُدُّبِهَا صَوْتَهُ مَدًّا.

(৫৯৬) কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে রাসূল (সা)-এর কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞসা করেছিলাম। তিনি বললেন, রাসূল (সা) কিরাআত পাঠকালে তাঁর স্বরকে বেশ দীর্ঘায়িত করতেন। [বুখারী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ ও বায়হাকী।]

(٥٩٧) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَدْرَ مَايَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ.

(৫৯৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাতের বেলা রাসূল (সা)-এর কিরাআতের পরিমাণ এমন সরব হত যে, তিনি বাড়িতে (সালাত আদায়কালে) কিরাআত পাঠ করলে হুজুরাতে অবস্থানকারীগণ সে কিরাআত শুনতে পেতেন। [আবূ দাউদ, বায়হাকী।]

(٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِيْ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ (اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَمِيْلٍ) وَأَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَافِعٌ أُرَاهَا حَفْصَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيْعُوْنَهَا، قَالَ فَقِيْلَ لَهَا أَخْبِرِيْنَا بِهَا، قَالَ فَقَرَأَتْ قِرَاءَةً تَرَسَّلَتْ فِيْهَا، قَالَ أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ نَافِعٌ فَحَكَى لَنَا ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ قَطَعَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَطَعَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

(৫৯৮) আবূ মুলাইকা (রা) রাসূল (সা)-এর কোন সহধর্মিনী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নাফে' (র) বলেন, আমার ধারণা তিনি হাফ্সা (রা) হবেন; তাঁকে রাসূল (সা)-এর কিরাআতের ব্যাপারে জিজ্ঞেসা করা হলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা তা পালন করতে পারবে না। নাফে'(র) বলেন, তাঁকে তখন বলা হল, আপনি সে ব্যাপারে আমাদেরকে অবগত করান। নাফে' (র) বলেন ঃ তখন তিনি একটি কিরাআত থেমে থেমে পাঠ করলেন। আবূ 'আমির (র) বলেন, নাফে' (র) বলেছেন, ইবন্ আবূ মুলাইকা তা আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন–'আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন, অতঃপর থামলেন; 'আররাহমানির রাহীম', অতঃপর থামলেন; 'মালিকী ইয়াওমিদ্দীন' (এইভাবে থেমে থেমে ধীরগতিতে তিলাওয়াত করলেন।)

[মুসনাদে আহমদ, এরূপ বর্ণনা তিরমিযী ও নাসাঈতে রয়েছে। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসখানা হাসান সহীহ্।]

(٥٩٩) عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ (بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيْشِى هٰذَا وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ.

(৫৯৯) উম্মু হানী (বিন্ত আবী তালিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাতের মধ্যভাগে রাসূল (সা)-এর কিরাআত শুনতে পেতাম অথচ আমি ছিলাম আমার এই বিছানার উপর আর রাসূল (সা) ছিলেন কা'বার সন্নিকটে।

[নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ। হাফেয বুছিরী (র) বলেন, হাদীসখানার সনদ সহীহ্। তিরমিযী (র) শামায়েলে এবং নাসাঈ (র) কুবরাতে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٠٠) عَنْ أَبِى لَيْلَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ صَلَاةٍ لَيْسَتْ بِفَرِيْضَةٍ فَمَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ، وَيْحٌ أَوْ وَيْلٌ لأَهْلِ النَّارِ.

(৬০০) আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে ফরয নয়, এমন এক সালাতে কিরাআত পাঠ করতে শুনেছি। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম-এর বর্ণনা সম্বলিত আয়াত পাঠ করলেন অতঃপর বললেন, আমি আল্লাহ্র নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। জাহান্নামবাসীর জন্য ধ্বংস অথবা অভিশাপ।

[বর্ণনাকারীর সংশয় যে, রাসূল (সা) وَيْحٌ বলেছেন নাকি وَيْلٌ বলেছেন। শব্দ দু'টোর অর্থ একই।]

[ইবন্ মাজাহ্। হাদীসখানার সনদ মোটামুটি ভাল।]

(٦٠١) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَنْزِيْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّحَ.

(৬০১) হুযাইফা ইবন্ ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) কোন রহমতের আয়াত তিলাওয়াত কালে রহমত কামনা করতেন, কোন আযাবের আয়াত তিলাওয়াত কালে তা থেকে পানাহ চাইতেন এবং মহামহিম আল্লাহ্র পবিত্রতা সম্পর্কিত আয়াত তিলাওয়াতকালে আল্লাহ্র তাসবীহ্ পাঠ করতেন।

[মুসলিম, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্।]

(٢٧) بَابُ حُكْمِ مَا يُطْرَأُ عَلَى الْإِمَامِ فِى الْقِرَاءَةِ وَحُكْمِ الْفَتْحِ عَلَيْهِ.

(২৭) ইমাম কর্তৃক কিরাআতের কোন অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হলে তা কীভাবে শুধরানো যাবে, সে বিষয় সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٠٢) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى الْفَجْرِ فَتَرَكَ آيَةً فَلَمَّا صَلَّى قَالَ أَفِى الْقَوْمِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالَ أُبَىٌّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نُسِخَتْ آيَةُ كَذَا أَوْ نَسِيْتَهَا؟ قَالَ نَسِيْتُهَا.

(৬০২) সাঈদ ইবন্ 'আব্দুর রহমান ইবন্ আব্‌যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা) একদা সালাতুল ফজর আদায় করেন এবং তাতে কিরাআত পাঠকালে একটি আয়াত ছেড়ে দেন। সালাত শেষে তিনি (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ উপস্থিতির মাঝে উবাই ইবন্ কাব আছে কি? উবাই (রা) বললেন হে রাসুলাল্লাহ

(সা)! এভাবে আয়াতখানা রহিত করা হয়েছে, নাকি আপনি ভুলে গিয়েছিলেন? রাসূল (সা) বললেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। [উবাই (রা) ছিলেন, উপস্থিত জনতার মধ্যে উত্তম ক্বারী সেকারণেই রাসূল (সা) তাঁকে খুঁজছিলেন।]

[ইমাম আহমদ (র) কেবলমাত্র এ হাদীসখানা উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(٦٠٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فِى الْفَجْرِ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَمُوْسَى وَهَارُوْنَ أَصَابَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ.

(৬০৩) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আস-সা'ঈব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মক্কা বিজয়ের দিন সালাতুল ফজর শুরু করলেন। তিনি সূরা মু'মিনূন তিলাওয়াত করছিলেন। অতঃপর যখন মূসা ও হারুন (আ)-এর উল্লেখ আসল তখন তাঁর হাঁচি পেল। তিনি তখন রুকু'তে চলে গেলেন।

[বুখারী ও মুসলিম একই সনদে, আবূ দাউদ ও নাসাঈ ভিন্ন সনদে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٦٠٤) ز- عَنْ مُسَوَّرِ بْنِ يَزِيْدَ الْأَسَدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ آيَةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَلاَّ ذَكَّرْتَنِيْهَا.

(৬০৪) মুসাওয়ার ইবন্ ইয়াযিদ আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালত আদায় করলেন এবং একটি আয়াত ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, হে রাসূল (সা), আপনি এরূপভাবে একটি আয়াত ছেড়ে দিলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি তা আমাকে স্মরণ করাও নি কেন?

[আবূ দাউদ, ইবন্ হাব্বান। খতীব আল-বাগদাদী (র) বলেন, অত্র রাবী থেকে রাসূল (সা)-এর একটিমাত্র হাদীসই বর্ণিত আছে।]

(٢٨) بَابُ الْحُجَّةِ فِىْ الصَّلَاةِ بِقِرَأَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأُبَىٍّ مِمَّنْ أَثْنَى عَلَى قِرَاءَتِهِ.

(২৮) সালাতে কিরাআত পাঠকদের মধ্যে ইবন্ মাসঊদ ও উবাই (রা) প্রশংসিতদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দলীল সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٠٥) عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا (وَفِىْ رِوَايَةٍ غَضًّا) كَمَا أُنْزِلَ.فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

(৬০৫) 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে সতেজ অবস্থায় পাঠ করতে আনন্দবোধ করে (অন্য এক বর্ণনায় সরস অবস্থায়) যে অবস্থায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে সে যেন 'আব্দুল্লাহ ইবন্ মাস'ঊদ (রা)-এর মত কিরাআত পাঠ করে।

[আহমদ (র) উমর (রা) থেকে এবং বায্যার ও তাবারানী (র) আম্মার (রা) থেকে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তবে বায্যার (রা)-এর হাদীসে জারীর ইবন্ আইয়ূব নামক জনৈক বিতর্কিত ব্যক্তি রয়েছেন।]

(٦٠٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ حَجَّاجٌ حِيْنَ أُنْزِلَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، وَقَالاَ جَمِيْعًا إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِىْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَقَدْ سَمَّانِىْ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى.

(৬০৬) আনাস ইবন্ মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) উবাই ইবন্ কা'ব (রা)-কে বললেন, হাজ্জাজ (রা) বলেন, যখন (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) 'সূরা বাইয়্যিনাহ' অবতীর্ণ হল; তখন তাঁরা উভয়ই বলাবলি করছিলেন, "নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ করেছেন, আমি যেন তোমাকে 'সূরা বাইয়্যিনাহ' পড়ে শুনাই। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ আমাকে মর্যাদাবান করলেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, বর্ণনাকারী বলেন, তখন উবাই (রা) আনন্দে কেঁদে ফেললেন। [বুখারী (র) হাদীসখানা স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

(٦٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ أَبِى ثَنَا يَعْلَى ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ لَاأَزَالُ أُحِبُّهُ أَبَدًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خُذُوْا الْقُرْآنَ عَنْ أَرْبَعَةٍ عَنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ، وَعَنْ مُعَاذٍ، وَعَنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ، قَالَ يَعْلَى وَنَسِيْتُ الرَّابِعَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ أَبِى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَقْرِئُوْا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ.

(৬০৭) মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আব্দুল্লাহ ইবন্ 'আমর (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, তিনি ' আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসঊদ (রা)-এর প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, ওই ব্যক্তিকে আমি সব সময় ভালবাসি। আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ; তোমরা চারব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর। (১) আব্দুল্লাহ-এর মা'র ছেলে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নাম প্রথমে বললেন, (২) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) এবং (৩) আবূ হুযাইফার মুক্ত দাস সালিম (রা)। ইয়ালা (রা) বলেন, আমি চতুর্থ ব্যক্তির নাম ভুলে গিয়েছি। [অন্যান্য বর্ণনাতে তিনি উবাই ইবন্ কা'ব (রা)]

(অপর এক বর্ণনামতে) আমাদের কাছে আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আমার কাছে বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন্ জা'ফর (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। শু'বা (রা) সুলাইমান (রা)-এর সূত্রে বলেছেন ঃ আমি আবূ ওয়াইল (রা)-কে মাসরূক (রা) থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর (রা) থেকে, তিনি রাসূল (সা) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা কর (১) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে, (২) আবূ হুযাইফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা) থেকে (৩) মু'আয ইবন্ জাবাল (রা) থেকে ও (৪) উবাই ইবন্ কা'ব (রা) থেকে।

[বুখারী ও মুসলিম একই সনদে এবং তিরমিযী ও হাকিম (র) নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٢٩) بَابُ تَكْبِيْرَاتِ الْإِنْتِقَالِ

(২৯) কর্ম পরিবর্তনের তাকবীর সংক্রান্ত অধ্যায়

(٦٠٨) عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِى عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ قَالَ فَذَكَرَ التَّكْبِيْرَ كُلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ وَكُلَّمَا رَفَعَهُ وَذَكَرَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَنْ يَمِيْنِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ.

(৬০৮) ওয়াসি' ইবন্ হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আব্দুল্লাহ ইবন্ 'উমর (রা)-কে বললাম, আপনি আমাকে বলুন, রাসূল (সা)-এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বলেন, অতঃপর তিনি রাসূল (সা)-এর মাথা নিচু করার ক্ষেত্রে এবং মাথা উঁচু করার ক্ষেত্রে তাকবীর-এর কথা বললেন এবং ডান দিকে আস্সালামু আলাইকুম এবং

বাম দিকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহ বলার কথা উল্লেখ করলেন। [ইমাম নাসাঈ (র) অত্র হাদিসখানা মানসম্মত সনদে উল্লেখ করেছেন।]

(٦٠٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ أَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يُتِمُّوْنَ التَّكْبِيْرَ فَيُكَبِّرُوْنَ إِذَا سَجَدُوْا، وَإِذَا رَفَعُوْا أَوْ خَفَضُوْا كَبَّرُوْا.

(৬০৯) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা) সকলেই তাকবীর পূর্ণ করতেন, তাঁরা তাকবীর বলতেন সিজদা কালে, আবার মাথা উঁচু করতে এবং নীচু করতেও তাকবীর বলতেন। [নাসাঈ ও বায়হাকী (রা) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। এর সনদ মানসম্মত।]

(٦١٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَمَعَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلُمَّ أُصَلِّيْ صَلَاةَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ، قَالَ فَدَعَا بِجَفْنَةٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَرَأَ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَكَبَّرَ بِهِمْ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ.

(৬১০) ‘আব্দুর রহমান ইবন্ গানম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ মালিক আশ‘আরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে একত্রিত করলেন এবং বললেন, আস আমরা রাসূল (সা)-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করি। আব্দুর রহমান (রা) বলেন, তিনি আশ‘আরী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি বলেন ঃ অতঃপর তিনি একটা বড় পানির পাত্র চেয়ে পাঠালেন এবং তাঁর হস্তদ্বয় তিন বার ধৌত করলেন, কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, তিনবার দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন, মাথা ও দু'কান মাস্‌হ করলেন এবং পদদ্বয় ধৌত করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারপর তিনি সালাতুয্ জোহ্‌র আদায় করলেন। তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং বাইশবার তাকবীর উচ্চারণ করলেন, আব্দুর রহমান ইবন গনম (রা) থেকে অনুরূপ সনদে আরও বর্ণিত আছে ; তিনি তাঁর মাথা মাস্‌হ করলেন এবং দু'পায়ের পৃষ্ঠদেশ মাস্‌হ করলেন। অতঃপর তাঁদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন ও বাইশবার তাকবীর বললেন। সিজদার তাকবীর এবং সিজদা থেকে মাথা উঁচু করে তাকবীর। দু'রাকা‘আতেই সন্নিকটস্থ দাঁড়ানো মুসল্লীদেরকে শুনিয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন।

[ইবন্ আবু শাইবা (র) স্বীয় হাদীসগ্রন্থে অত্র হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। তাবরানী (র) মু‘জামুল কাবীরে আংশিক উল্লেখ করেছেন, হাইছুমী (র) পরবর্তীতে আগত হাদীসের সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীদের একজন শাহ্‌র ইবন্ হাওশাব (র)-এর ব্যাপারে অভিযোগ আছে, তবে ইমাম আহমদ আব্দুর রহমান আল-বান্না (র)-এর মতে, তিনি বিশ্বাসযোগ্য।]

(٦١١) عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّيْ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الْأُوْلَى هِيَ أَطْوَلُهُنَّ لِكَيْ يَثُوْبَ النَّاسُ، وَيَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ، وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ، وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا كَانَ جَالِسًا.

(৬১১) আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা) কিরাআত ও কিয়ামের ক্ষেত্রে চার রাকা'আতের মধ্যে সমতা বিধান করতেন। প্রথম রাকা'আতকে সর্বাধিক দীর্ঘ করতেন যাতে জনগণ উপকৃত হতে পারে। এবং পুরুষদেরকে শিশুদের সামনে রাখতেন এবং শিশুদেরকে তাদের পেছনে; আর নারীদেরকে শিশুদের পেছনে রাখতেন। সিজদাকালে মাথা উঁচু করে তাকবীর বলতেন আর বসা থাকলে দু'রাকা'আতের মাঝে ওঠার সময় তাকবীর বলতেন। [আবূ দাউদ (র) স্বীয় সুনানে হাদীসখানার বর্ণনা দিয়েছেন।]

(٦١٢) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ صَلاَةُ أَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

(৬১২) ইক্‌রামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আব্দুল্লাহ্ ইবন্ 'আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি বাতহায় একজন স্বল্পজ্ঞানী শায়খের (বৃদ্ধের) পেছনে জোহরের সালাত আদায় করলাম, তিনি বাইশবার তাকবীর বললেন। তিনি সিজদা কালে তাকবীর দিলেন এবং মাথা উত্তোলন করেও তাকবীর দিলেন। তিনি বলেন, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা) বললেন, এটাই হচ্ছে আবুল কাসিম (সা)-এর সালাত। [বুখারী ও বায়হাকী।]

(٦١٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ، أَوْخَدِّهِ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ يَفْعَلاَنِ ذَالِكَ.

(৬১৩) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে (সালাতে) প্রতিবার নীচু হলে, মাথা উঁচু করলে, দাঁড়ালে ও বসলে তাকবীর বলতে দেখেছি। তিনি তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম ফিরাতেন, তাতে তাঁর দু'গণ্ডদেশে শুভ্রতা অথবা এক গণ্ডদেশের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হতো, আমি আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কেও অনুরূপ করতে দেখেছি। [বর্ণনাকারীর সংশয়।]

[নাসাঈ ও তিরমিযী ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ইমরান ইবন্ হুসাইন এবং আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।]

(٦١٤) عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَانَ أَبُوْهُرَيْرَةَ يُصَلِّىْ بِنَا فَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ وَحِيْنَ يَرْكَعُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ مِنَ السُّجُوْدِ، وَإِذَا جَلَسَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَالِكَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى صَلاَتَهُ، مَازَالَتْ هٰذِهِ صَلاَتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

(৬১৪) আবূ সালামা ইবন্ 'আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন, আবার যখন রুকু করতেন তখনও তাকবীর বলতেন। আবার যখন রুকু থেকে উঠে সিজদায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, এক সিজদা থেকে উঠে অন্য সিজদায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, যখন বসতেন, দ্বিতীয় রাকা'আতে যখন উঠতেন সকল ক্ষেত্রেই তাকবীর বলতেন। এভাবে পরবর্তী দু'রাকা'আতেও অনুরূপ তাকবীর বলতেন। যখন সালাম দিতেন তখন তিনি বলতেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় আমি রাসূল (সা)-এর সালাতের ব্যাপারে তোমাদের তুলনায় সর্বাধিক নিকটবর্তী। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সালাত এরূপই ছিল।

[বুখারী ও মুসলিম একই সূত্রে এবং বায়হাকী ও আব্দুর রায্যাক ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٦١٥) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ.

(৬১৫) সুহাইল (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) প্রত্যেকবার মাথা নীচু করতে ও উঁচু করতে তাকবীর বলতেন। তিনি আরও বলেন ঃ রাসূল (সা) এটা প্রতিনিয়ত করতেন। [বুখারী ও মুসলিম।]

(٦١٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِى سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِى سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ.

(৬১৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাতে দাঁড়ালে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলতেন, তারপর রুকু করার সময় তাকবীর বলতেন, অতঃপর রুকু থেকে মেরুদণ্ড সোজা করে বলতেন, 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ"

অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন–'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ'। সিজদার জন্য নত হওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। তারপর মাথা উঁচু করে আবার তাকবীর বলতেন, অতঃপর সিজদার জন্য মাথা নীচু করে আবার তাকবীর বলতেন, আবার মাথা উঁচু করে তাকবীর বলতেন, তারপর বাকি সমগ্র সালাতে শেষ পর্যন্ত এরূপ করতেন, আবার দু'রাকা'আতের শেষে বসা থেকে যখন দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর বলতেন।

[বুখারী ও মুসলিম (র) একই সনদে ও আবূ দাঊদ (র) ভিন্ন ভিন্ন সনদে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦١٧) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اشْتَكَى أَبُوْهُرَيْرَةَ أَوْغَابَ فَصَلَّى بِنَا أَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَحِيْنَ رَكَرَ وَحِيْنَ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَحِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ قَامَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ عَلَى ذَالِكَ فَلَمَّا صَلَّى قِيْلَ لَهُ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَى صَلَاتِكَ فَخَرَجَ فَقَامَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللّٰهِ مَا أُبَالِي اخْتَلَفَتْ صَلَاتُكُمْ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي.

(৬১৭) সা'ঈদ ইবন্ হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) সালাতে ইমামতি করতে কষ্ট অনুভব করলেন অথবা তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, এমতাবস্থায় আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন– সালাতের শুরুতে, রুকুর সময়, সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে, সিজদা থেকে মাথা উঁচু করে সিজদা কালে দু'আকা'আতের মাঝে দাঁড়িয়ে– সকল ক্ষেত্রেই সজোরে তাকবীর বললেন, এভাবেই তিনি সালাত শেষ করলেন। সালাত শেষে তাঁকে বলা হল ঃ লোকজন আপনার সালাতের ব্যাপারে মতপার্থক্য করছে। অতঃপর তিনি ঘুরলেন ও মিম্বরের নিকট দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ ওহে উপস্থিত জনতা! আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের সালাত ভিন্ন হোক আর না হোক, আমি কোন পরোয়া করছি না। আমি রাসূল (সা)-কে এভাবেই সালাত আদায় করতে দেখেছি।

[বর্ণনাকারীর সংশয়।] [বুখারী (র) সংক্ষিপ্ত আকারে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٦١٨) عَنْ أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِيْنَاهَا وَإِمَّا تَرَكْنَاهَا عَمَدًا يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ.

(৬১৮) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী ইবন্ আবী তালিব (রা) আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সেই সালাত, যা আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে আদায় করতাম। তা থেকে হয় আমরা কিছু ভুলে গিয়েছিলাম অথবা কিছু ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিচ্ছিলাম। আর সে সালাতে রাসূল (সা) প্রত্যেক রুকুর সময় প্রত্যেকবার মাথা উঁচু করে এবং প্রত্যেকবার সিজদা কালে তাকবীর বলতেন।

[হাফিজ (র) বলেন, হাদীসখানা আহমদ (র) ও তাহাবী (র) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমান আল-বান্না (র) বলেন, হাইছুমী (র) হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٦١٩) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَاةً ذَكَّرَنِى صَلَاةً صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيْفَتَيْنِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُوَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقُلْتُ يَا أَبَا نُجَيْدٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ تَرَكَهُ؟ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ كَبَّرَ وَضَعُفَ صَوْتُهُ تَرَكَهُ.

(৬১৯) 'ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর পেছনে এমনভাবে সালাত আদায় করলাম, যা রাসূল (সা)-এর সাথে এবং আমার আদায়কৃত সালাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আমি দৌড়িয়ে গেলাম এবং আলী (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি প্রত্যেক সিজদাতে প্রত্যেক রুকু থেকে মাথা উঁচু করে তাকবীর বললেন। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, ওহে আবূ নুজাইদ! প্রথম কেন তাকবীর বলা ছেড়ে দিলেন? তিনি বললেন ঃ উসমান (রা) যখন বয়োঃবৃদ্ধির ফলে তাঁর কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাকবীর জোরে বলা ছেড়ে দিলেন।

[এখানে রুকু বলতে রুকু ও সিজদা দু'টাই বুঝাবে। অন্যান্য হাদীসদ্বারা রুকু সিজদা উভয়ই সাব্যস্ত আছে।]

[বুখারী ও মুসলিম একই সূত্রে এবং আবূ দাউদ ও বায়হাকী (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٢٠) عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِمْرَانَ رَجُلٌ كَانَ بِوَاسِطٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ يَعْنِى إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ.

(৬২০) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্দুর রহমান ইবন্ আব্যা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছেন, তখন রাসূল (সা) মাথা নীচুকালে উঁচুকালে তাকবীর পরিপূর্ণ করেন নি।

[অর্থাৎ তাকবীর সজোরে আদায় করেননি অথবা দীর্ঘ করে আদায় করেন নি, অথবা সবাইকে শামিল করতে পারেন নি অথবা সবগুলো আদায় করেন নি। হাদীসখানা সহীহ। এর কারণ রাসূল (সা) জায়েয বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। তবে মুতাওয়াতির মতে রাসূল সর্বদা ওগুলো পূর্ণ করেছেন।] [আবূ দাউদ ও বায়হাকী।]

أَبْوَابُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَمَا جَاءَ فِيْهِمَا.

[রুকু ও সিজদা এবং এতদুভয় সম্পর্কিত বিধি-বিধান বিষয়ক পরিচ্ছেদ]

(১) بَابُ مَشْرُوْعِيَّةِ التَّطْبِيْقِ فِى الرُّكُوْعِ ثُمَّ نَسْخِهِ.

(১) রুকুতে এক হাতের তালুকে অন্য হাতের তালুর সাথে মিশিয়ে তা হাঁটু সংলগ্ন উরুতে রাখার বিধান ও তা বাতিল হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٢١) عَنْ اَبِى الْأَسْوَادِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ اَبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَأَخَّرَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ فَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِأَيْدِيْهِمَا فَأَقَامَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْاُخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ رَكَعَا فَوَضَعَا أَيْدِيْهِمَا عَلَى رُكَبِهِمَا فَضَرَبَ أَيْدِيْهُمَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَشَبَّكَ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(৬২১) ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আলকামা ও আস্ওয়াদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা দু'জন ইবন্ মাসউদ (রা)-এর সাথে ছিলেন ; তখন সালাতের সময় হল। আলকামা ও আস্ওয়াদ (রা) সালাত আদায়ে বিলম্ব করছিলেন, তখন ইবন্ মাসউদ (রা) তাঁদের দু'জনকে হাত ধরে টেনে একজনকে তাঁর ডানে ও অপরজনকে তাঁর বামপাশে দাঁড় করালেন। অতঃপর সালাতে রুকু করলেন, তাতে তারা দু'জন তাঁদের দু'হাত হাঁটুতে রাখলেন। ইব্ন মাসউদ (রা) তাঁদের দু'হাত ছাড়িয়ে দিলেন, অতঃপর দু'হাতের তালু প্রশস্ত করালেন এবং উরুর নিকটে ধরালেন এবং বললেন, আমি রাসূল (সা)-এর এরূপ করতে দেখেছি।

[মুসলিম ও বায়হাকীসহ অনেকেই হাদীসখানা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।]

(٦٢٢) عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرُشْ ذِرَاعَيْهِ فَخِذَيْهِ وَلْيَحْنَأْ ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى إِخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَأَرَاهُمْ.

(৬২২) আসওয়াদ ও আল্কামা (রা) আব্দুল্লাহ (ইবন্ মাস'উদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ রুকু করে তখন সে যেন তার দু'বাহুকে দু'উরুতে ছড়িয়ে দেয় এবং নুয়ে পড়ে, অতঃপর তাঁর দু'হাতের তালু উরুতে লাগালেন, মনে হল যেন আমি রাসূল (সা)-এর আঙ্গুলের ফাঁকাগুলো দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাতের তালু হাঁটু নিকটবর্তী উরুতে মিলাচ্ছিলেন আমি তা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। [মুসলিম, নাসাঈ ও বায়হাকী।]

(٦٢٣) عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ وَطَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، فَبَلَغَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِى قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَالِكَ ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا وَأَخَذَ بِرُكْبَتَيْهِ.

(৬২৩) আল্কামা (রা) আব্দুল্লাহ (ইবন্ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে সালাত শিখিয়েছেন, তিনি তাকবীর বলেছেন এবং দু'হাত উঁচু করেছেন, পরে রুকু করেছেন এবং দু'হাতের তালুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ও সে দু'টোকে হাঁটুর নিকট রেখেছেন। এ তথ্যটি সা'দ (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ আমার ভাই যথার্থ বলেছেন। আমরা এরূপ করতাম; তারপর এরূপ করার জন্য আমরা আদিষ্ট হলাম। একথা বলে তিনি তাঁর হাঁটু ধরলেন। [নাসাঈ ও ইবন্ খুযাইমা।]

(٦٢٤) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ (بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ) قَالَ كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ قَالَ فَرَآنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَنَهَانِي وَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ.

(৬২৪) মুস'আব ইব্ন সা'দ (ইব্ন আবী ওয়াক্কাস) (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি যখন রুকু করতাম তখন আমার দু'হাতকে আমার হাঁটুর মাঝে রাখতাম। তিনি বলেন ঃ এমতাবস্থায় আমাকে সা'দ ইবন মালিক (রা) দেখলেন এবং তিনি আমাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমরা এরূপ করতাম। (কিন্তু) পরে আমাদেরকে (তা করতে) নিষেধ করা হয়েছে।

[বুখারী ও মুসলিম একই সূত্রে এবং আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ ভিন্ন সূত্রে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٦٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، يَعْنِي إِسْبَاغَ الْوُضُوْءِ، وَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُ إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ، (وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّا) وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ.

(৬২৫) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট সালাতের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলোকে উন্মুক্ত রেখো, অর্থাৎ ওযূর স্থানসমূহ পরিপূর্ণভাবে পর্যন্ত প্রবেশ করানোর ন্যায়। তিনি তাতে আরও যা বললেন, তা হল, তুমি যখন রুকু করবে তখন তোমার দু'হাতের তালুকে হাঁটুর সাথে রাখবে ; পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত। (অন্য এক বর্ণনায় সে দু'টো পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত। আর যখন তুমি সিজদা করবে তখন তোমার কপাল মাটিতে স্থাপন করবে যাতে তুমি মাটির পরশ পেতে পার। [তিরমিযী ইবন্ মাজাহ্ ও হাকিম।]

(٢) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوْعِ وَصِفَتِهِ وَالطُّمَأْنِيْنَةِ فِيْهِ وَفِيْ جَمِيْعِ الْأَرْكَانِ عَلَى السَّوَاءِ.

(২) রুকু ও অন্যান্য সকল রুকনের[১] পরিমাণ বৈশিষ্ট্য ও তাতে সমভাবে পরিতুষ্টতা অর্জন বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(٦٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيْهِ أَوْعَمِّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ قَدْرِ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ، فَقَالَ قَدْرَ مَايَقُوْلُ الرَّجُلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَمَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلَاتِهِ فَكَانَ يَمْكُثُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ قَدْرَ مَايَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا.

(৬২৬) সাঈদ জুরাইরী (রা) বনী তামীম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, যার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ, উক্ত ব্যক্তি তাঁর পিতা অথবা চাচা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সা)-এর পেছনে সালাত

১। নামাযের অভ্যন্তরীণ ফরয কাজসমূহকে রুকন বলা হয়।

আদায় করলাম, তখন তাঁকে রুকু‘ ও সিজদার পরিমাণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, একজন ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’ তিনবার বলতে যে সময় লাগে সে পরিমাণ। (অন্য এক সূত্র মতে) আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, খাল্ফ ইবন্ ওয়ালিদ (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, খালিদ (রা) সা‘ঈদ জুরাইরী (রা) সূত্রে সাদী (রা) থেকে, তিনি তাঁর পিতা, তিনি তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর সালাত পর্যবেক্ষণ করছিলাম, তিনি তাঁর রুকু ও সিজদাকে এক ব্যক্তির তিনবার ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’ বলার সময় পর্যন্ত অবস্থান করতেন।

[আবূ দাউদ ও বায়হাকী। সনদে সা‘দী একজন অপরিচিত ব্যক্তি। হাফিজ (র) বলেন ঃ তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তি। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ হাদীসখানা মুরসাল।]

(٦٢٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْغُلَامِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَحَزَرْنَا فِي الرُّكُوْعِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَفِي السُّجُوْدِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ.

(৬২৭) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই ছেলেটি অর্থাৎ ‘উমর ইব্ন আব্দুল ‘আযীয (র) অপেক্ষা রাসূল (সা)-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ (সালাত) আদায় করেন, এমন অন্য কাউকে দেখি নি তিনি বলেন ঃ আমরা অনুমান করলাম, তিনি রুকুতে দশ তাসবীহ পরিমাণ ও সিজদাতে দশ তাসবীহ পরিমাণ অবস্থান করছিলেন। [আবূ দাউদ ও নাসাঈ।]

(٦٢٨) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

(৬২৮) বারা ইবন্ আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর সালাত এরূপ ছিল যে, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর রুকুর পরিমাণ, রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর পরিমাণ, সিজদার পরিমাণ, সিজদা থেকে মাথা উত্তোলনের পরিমাণ ও দু’সিজদার মাঝে অবস্থানের পরিমাণ প্রায় সমান ছিল।

[বুখারী ও মুসলিম (র) একই সূত্রে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٢٩) أَبُو الْعَالِيَةِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِكُلِّ سُوْرَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ (وَفِي رِوَايَةٍ أُعْطُوْا كُلَّ سُوْرَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ) قَالَ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالسُّوَرِ فَتَعْرِفُ مَنْ حَدَّثَكَ هٰذَا الْحَدِيْثَ؟ قَالَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَعَرِفُ مُنْذُكُمْ حَدَّثَنِيْهِ، حَدَّثَنِي مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً.

(৬২৯) আবুল আলিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে বলেছেন, সেই ব্যক্তি যিনি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন ঃ রুকু ও সিজদার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সূরার একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে (অন্য এক বর্ণনায় ঃ তোমরা রুকু ও সিজদার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সূরার সুনির্দিষ্ট অংশ আদায় কর।) ‘আসিম (র) বলেন, অতঃপর আমি আবুল আলিয়া (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম ও তাঁকে বললাম, আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) প্রত্যেক রাকা‘আতে অনেকগুলো সূরা তিলাওয়াত করতেন। সুতরাং আপনাকে যে ব্যক্তি এ হাদীসখানা বলেছেন তাঁকে চিনেন কি? তিনি বললেন ঃ আমি অবশ্যই তাঁকে চিনি এবং সে যেদিন থেকে আমার নিকট হাদীসখানা বর্ণনা করে আসছেন সেদিন থেকেই তাঁকে চিনি। তিনি আমাকে পঞ্চাশ বছর ধরে হাদীসখানা বলে আসছেন।

[ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণনায় হাদীসখানা গ্রহণযোগ্য এবং এর সনদ সহীহ্।]

(٦٣٠) خط – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَوْ وُضِعَ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ لَمْ يُهْرَاقْ.

(৬৩০) 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন রুকু' করতেন তখন (তিনি এমনভাবে সোজা হতেন যে,) তাঁর পিঠে পানির একটি পাত্রও রাখা হলে তা একটুও গড়িয়ে পড়ত না।

[হাফিজ (র) التلخيص গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ দাউদ (র) মুরসাল হিসেবে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) মুত্তাসিল হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।]

(٣) بَابُ بَطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

(৩) রুকু ও সিজদা অপূর্ণাঙ্গকারীর সালাত বাতিল সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٣١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ هَانِئِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصَّدَفِيِّ حَدَّثَهُ قَالَ حَجَجْتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَلَسْتُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهُمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي هٰذَا الْعَمُوْدِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذَا لَوْمَاتَ لَمَاتَ وَلَيْسَ مِنَ الدِّيْنِ عَلَى شَيْءٍ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ صَلاَتَهُ وَيُتِمُّهَا، قَالَ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ مَنْ هُوَ فَقِيْلَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ.

(৬৩১) বারা ইব্ন 'উসমান আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, হানী ইবন্ মু'আবিয়া আস-সাদাফী (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি 'উসমান ইবন্ আফফান (রা)-এর শাসনামলে হজ্জ পালন করলাম, তখন আমি মসজিদে নববীতে বসেছিলাম; (হঠাৎ দেখি) এক ব্যক্তি এসে মুসল্লীদের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, আমরা একদা রাসূলের সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি (মসজিদে) আসল এবং এ খুঁটির নিকট দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল। সে সালাত শেষ করতে তাড়াহুড়া করছিল এবং তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ রেখেই বেরিয়ে গেল। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ এ ব্যক্তি যদি মারা যায় তবে সে কোন মতেই দীনের ওপর নেই, এমনভাবেই মারা যাবে। লোকটি তার সালাতে অপূর্ণতা রেখেছে এবং সেভাবেই শেষ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন : এই লোকটি কে? সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলা হয়েছিল তিনি 'উসমান ইবন্ হানিফ আল-আনসারী।

[হাইসুমী (র) বলেন ঃ হাদীসখানা আহমদ (র) ও তাবারানী (র) মু'জামুল কাবীর –এ বর্ণনা করেছেন, সনদে ইবন্ হুয়াই নামক জনৈক বিতর্কিত ব্যক্তি ও বারা ইবন্ উসমান নামক জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি রয়েছেন।]

(٦٣٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ دَخَلَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فَجَعَلَ لاَيُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَلاَ السُّجُوْدَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مُنْذُ كَمْ هٰذِهِ صَلاَتُكَ؟ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَاصَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَلَوْمُتَّ وَهٰذِهِ صَلاَتُكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ، فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ فِي صَلاَتِهِ وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

(৬৩২) যায়েদ ইবন্ ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা ইবন্ আল ইয়ামান (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন; তখন এক ব্যক্তি কুন্দার দরজার সন্নিকটে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি তাঁর রুকু' ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করছিলেন না। যখন তাঁর সালাত শেষ হল, তখন হুযাইফা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি এভাবে

কতদিন ধরে সালাত আদায় করছো? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ বছর ধরে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন হুযাইফা (রা) তাঁকে বললেন ঃ তুমি চল্লিশ বছর ধরে সালাত আদায় কর নি। তুমি যদি এ অবস্থায় মারা যেতে, তবে তুমি নিশ্চিতভাবে মুহাম্মদ (সা)-এর ফিতরাতের বাইরে মারা যেতে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তাঁকে সালাত শেখানোর জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি বলেন : লোকটি তাঁর সালাত সংক্ষিপ্ত করেছিলেন; তাঁকে অবশ্যই তাঁর রুকু' ও সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতে হবে।

[এটা সামারকন্দ, এর নিকটবর্তী একটি গ্রাম। ঐ গ্রামের দিকে মুখ করে উক্ত মসজিদের একটি দরজা ছিল।]

[বুখারী শরীফে অত্র হাদীস সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। নাসাঈ, ইব্‌ন হাব্বান ও আব্দুর রায্‌যাক (র) তাঁদের মুসনাদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

(٤) بَابُ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوْعِ

(৪) রুকু'তে দু'আর পরিচ্ছেদ

(٦٣٣) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ وَأَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي مُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

(৬৩৩) 'আলী ইবন্ আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) যখন রুকু' করতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রুকু করেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার জন্য আত্মসমর্পণ করেছি, আপনিই আমার প্রভু। আমার কর্ণ, চক্ষু, মস্তিষ্ক, অস্থি, ঘাড়, শিরদাঁড়া সব কিছুই বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত এবং তাঁর ভয়ে আমার পদদ্বয় যথেচ্ছ স্বাধীন ও ভাবতে পারে না।

[মুসলিম, শাফি'য়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারুকুতনী ও বায়হাকী।]

(٦٣٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوْهَا فِيْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ.

(৬৩৪) 'উকবা ইবন্ আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন "ফাসাব্বিহ বিস্‌মি রাব্বিকাল আযীম" অবতীর্ণ হল, তখন রাসূল (সা) আমাদেরকে বললেন, তোমরা রুকু'তে এ আয়াত পাঠ কর, অতঃপর যখন 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা" অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা সিজদাতে এ আয়াত পাঠ কর (১)।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, হাকিম, ইবন্ হাব্বান ও বায়হাকী।]

(٦٣٥) عَنْ حُذَيْفَةَ (بْنِ الْيَمَانِ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَفِي سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى قَالَ وَمَا مَرَّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَلاَ اٰيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْهَا.

(৬৩৫) হুযাইফা (ইবন ইয়ামান) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি, তিনি রুকু'তে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' ও সিজদাতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলতেন। তিনি আরও বলেন, কোন রহমতের আয়াত আসলে তিনি থেমে যেতেন এবং প্রার্থনা করতেন; আর কোন আযাবের আয়াত আসলে তিনি তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ।]

(٦٣٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

(৬৩৬) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) রুকুতে বলতেন, "সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ"। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ও বায়হাকী।]

(٦٣٧) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْاٰنَ.

(৬৩৭) আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) রুকু' ও সিজদাতে কুরআনের নির্দেশ মান্য করে 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী"–এ দু'আ অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করতেন।

[কেননা, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ অর্থাৎ তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।]

[বুখরী ও মুসলিম (একই সূত্রে) এবং বায়হাকী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ্।]

(٦٣٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (بْنِ مَسْعُوْدٍ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، قَالَ فَلَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ قَالَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ قَالَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ إِذَا قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ بِهَا أَنْ يَقُوْلَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ثَلَاثًا.

(৬৩৮) 'আব্দুল্লাহ (ইবন্ মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) 'সুবহানাকা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী'–দু'আটি অধিক পরিমাণে পড়তেন। ইবন্ মাসঊদ (রা) বলেনঃ অতঃপর যখন সূরা নাসর অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ 'সুবহানাকা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী, ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়াবুর রাহীম"। (অপর এক বর্ণনা মতে) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাস'উদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর ওপর যখন সূরা নাসর অবতীর্ণ হল, তখন থেকে প্রায়ই তিনি এ সূরা তিলাওয়াত করে রুকু' করতেন এবং তিনবার বলতেন, "সুবহানাকা রাব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ইন্নাকা আন্তাত তাওয়াবুর রাহীম'।

[হাইছুমী (র) হাদীসখানা আহমদ, আবূ ইয়ায, বায্‌যার ও তাবারানী সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তাবারানীর বর্ণনায় হাম্মাদ ইবন্ সুলাইমান নামক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি জড়িয়ে ফেলতেন। পূর্ববর্তী আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস অত্র হাদীসকে শক্তিশালী করেছে।]

(٦٣٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ فَانْتَبَهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ قَالَ فَرَأَيْتُهُ قَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ مَاشَاءَ أَنْ يَحْمَدَهُ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ

سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى، قَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِى وَاجْبُرْنِى وَارْفَعْنِى وَارْزُقْنِى وَاهْدِنِى.

(৬৩৯) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার খালা মায়মূনার কাছে এক রাত অবস্থান করছিলাম। রাসূল (সা) রাতে জাগ্রত হলেন (সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য)। অতঃপর হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি রুকু' করলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি তাঁকে রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম' বলতে শুনেছি। অতপরঃ তিনি মাথা উত্তোলন করলেন, তারপর সাধ্যমত আল্লাহর প্রশংসা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সিজদা করলেন এবং সিজদায় বললেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা। তিনি বলেন ঃ তারপর তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করলেন এবং দু'সিজদার মাঝে বললেন, رَبِّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِى وَاجْبُرْنِى وَارْفَعْنِى وَارْزُقْنِى وَاهْدِنِى. হে প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সক্ষম করুন, আমাকে সমুন্নত করুন, আমাকে রিয্ক দান করুন এবং আমাকে হিদায়াত দান করুন।

[শাফেয়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ্ ও বায়হাকী।]

(٥) بَابُ النَّهِىْ عَنِ الْقِرَأَةِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

(৫) রুকু ও সিজদাতে কিরাআত পাঠ নিষেধ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٤٠) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْسَاجِدٌ.

(৬৪০) 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) কোন ব্যক্তিকে রুকু' বা সিজদারত অবস্থায় কিরাআত পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাকী।]

(٦٤١) ز - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَقْرَأُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ؟ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوْا اللّٰهَ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوْا فِى الْمَسْأَلَةِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

(৬৪১) নু'মান ইবন্ সা'দ (রা) 'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি, আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কি রুকু'ও সিজদাতে তিলাওয়াত করব? তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, রুকু ও সিজদাতে আমাকে তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা যখন রুকু' করবে তখন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবে, আর যখন সিজদা করবে তখন প্রার্থনার প্রচেষ্টা চালাবে, সত্যিই তোমাদের প্রার্থনা কবূল করা হবে।

[মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, বায়হাকী।]

(٦٤٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّى نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْسَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

(৬৪২) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা জেনে রাখ, রুকু' বা সিজদারত অবস্থায় কিরাআত পাঠে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, রুকুতে তোমরা প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবে, আর সিজদাতে তোমরা দু'আর জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাও। আশা করা যায়, তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও বায়হাকী।]

(٦) بَابُ وَجُوْبِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالطَّمَانِيَّةِ بَعْدَهِمَا وَوَعِيْدٌ مَنْ تَرَكَ ذَالِكَ.

(৬) রুকু ও সিজদা থেকে মাথা উঁচু করা ও তারপর প্রশান্ত হওয়া ওয়াজিব এবং তা পরিত্যাগকারীর প্রতি শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٤٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى صَلاَةِ رَجُلٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ.

(৬৪৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির সালাতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, যে রুকু'ও সিজদাতে তার মেরুদণ্ড (বা পৃষ্ঠদেশ) সোজা করে না।

[ইমাম আহমদ (র) মানসম্মত সনদে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٤٤) عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ.

(৬৪৪) ত্বাল্ক ইবন্ 'আলী আল-হানাফী (রা)-এর বর্ণনা, তিনি রাসূল (সা) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[হাইসুমী (র), আহমদ (র) ও তাবারানী (র) সূত্রে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে হাদীসের সনদে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সবাই নির্ভরযোগ্য।]

(٦٤٥) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنَيْهِ إِلَى رَجُلٍ لاَيُقِيْمُ صُلْبَهُ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّهُ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لاَيُقِيْمُ صُلْبَهُ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

(৬৪৫) 'আলী ইবন্ শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (তাঁর গোত্রের) প্রতিনিধি হিসেবে রাসূল (সা)-এর সান্নিধ্যে গমন করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা) পেছনে সালাত আদায় করলাম, তখন রাসূল (সা) তাঁর দু'চোখের পার্শ্ব দিয়ে এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, সে রুকু' ও সিজদাতে তার মেরুদণ্ড সোজা করছে না। অতঃপর সালাত শেষে রাসূল (সা) বললেন ঃ হে মুসলিম সম্প্রদায়! রুকু'ও সিজদাতে যে ব্যক্তি তার মেরুদণ্ড সোজা করে না তার সালাত বিশুদ্ধ হয় না।

[ইবন্ মাজাহ, ইবন্ হাব্বান ও ইবন্ খুযাইমা তাঁদের সহীহ্তে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٦٤٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِى يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ لاَيُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَسُجُوْدَهَا أَوْقَالَ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

(৬৪৬) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবী কাতাদাহ (রা) তাঁর পিতা কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চোর হল সেই ব্যক্তি যে সালাতে চুরি করে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! সে সালাতে কিভাবে চুরি করে? রাসূল (সা) বললেন, সে তার রুকু ও সিজদাকে পূর্ণ করে না, অথবা রাসূল (সা) বলেছেন ঃ রুকু'ও সিজদাতে তার মেরুদণ্ড সোজা করে না।

[বর্ণনাকারীর সংশয় যে, রাসূল (সা) আগের কথা বলেছেন নাকি পরের কথা বলেছেন।]

[তাবারানী মু'জামুল কাবীরে ও হাকিম মুস্তাদরক গ্রন্থে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন।]

(٦٤٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

(৬৪৭) 'আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) রাসূল (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[হাইসুমী (র) আহমদ, বায্যার, ও আবূ ইয়ালা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হাদীসে আলী ইবন্ যায়েদ বিতর্কিত, বাকী সনদ মানসম্মত]

(٦٤٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ أَوِ الرَّكْعَةِ فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا حَتَّى نَقُوْلَ أَنَسِيَ.

(৬৪৮) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন রুকু বা সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতেন, তখন এ দু'য়ের মধ্যে এমন সময় অতিবাহিত করতেন যে, আমরা বলতাম, "তিনি ভুলে গেলেন নাকি!" [বুখারী ও মুসলিম একইসূত্রে ও আবূ দাউদ ভিন্নসূত্রে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٧) بَابُ أَذْكَارِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ

(৭) রুকু' থেকে মাথা উত্তোলন করার দু'আ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٤٩) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

(৬৪৯) 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন রুকু' থেকে শির উত্তোলন করতেন তখন বলতেন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَ "আল্লাহ শুনেছেন সেই ব্যক্তির আকুতি, যে তাঁর প্রশংসা করেছে! হে আমাদের প্রভু! আপনার প্রশংসা আসমান ও যমীন এবং তার মাঝে যা আছে সে পরিমাণ, এরপর আপনি যে পরিমাণ মনে করেন, সে পরিমাণ।

[এটি একটি বৃহৎ হাদীসের অংশেবিশেষ। ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী শাফেয়ী ও দারু কুতনী স্ব স্ব হাদীসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।]

(٦٥٠) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا كَانَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَ مِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

(৬৫০) সা'ঈদ ইবন্ জুবাইর (রা) আব্দুল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আমার ধারণা তিনি মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন রুকু থেকে তাঁর শির উত্তোলন করতেন, তখন বলতেন ঃ আল্লাহ শুনেছেন, যে তাঁর প্রশংসা করছে; হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু, আপনার জন্যই প্রশংসা আসমান ও যমীন সমান এবং তার বাইরে আপনার মর্জি পরিমাণ।

[বর্ণনাকারীর হাদীসখানা মারফু' বলে ইমাম আহমদ মনে করেন। ইমাম মুসলিম (র) ও হাদীসখানাকে মারফু' মনে করেছেন।] [ইমাম মুসলিম (র)সহ অনেকেই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٥١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ (وَفِي لَفْظٍ يَدْعُوْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ

طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوْبِ وَنَقِّنِيْ مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.

(৬৫১) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ আওফা (রা) রাসূল (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ আওফা (রা) থেকে অন্য সূত্রে) রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, (অন্য ভাষায় রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে রাসূল (সা) দু'আ করতেন) হে আল্লাহ, আপনার জন্যই প্রশংসা আসমানসম যমীনসম এবং এর বাইরে আপনার মর্জিমত। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বরফ, শিলা ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পাপ থেকে পবিত্র করুন এবং তা থেকে এমনভাবে মুক্ত করুন, ঠিক যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে মুক্ত হয়ে থাকে।

[মুসলিম (র) সনদে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ ও ইবন্ মাজাহ (র) তন্মধ্যে প্রথম সূত্রকে গ্রহণ করেছেন।]

(٦٥٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْقَارِئُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَوَافَقَ قَوْلُهُ ذَالِكَ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) ز أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(৬৫২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন কিরাআত পাঠকারী বলেন ঃ 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং তাঁর পেছনে দাঁড়ানো ব্যক্তিরা বলে ঃ 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' তখন সে কথা আসমানবাসীদের কথার সাথে মিলে যায়। (আসমানবাসীরাও বলে) 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ'। এতে তার পূর্ববর্তী অপরাধসমূহ ক্ষমা করা হয়। (আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে।) রাসূল (সা) বলেছেন, যখন ইমাম বলেন—"সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ", তখন তোমরা বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ"। কেননা যার এ কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হবে।

[বুখারী ও মুসলিম একই সনদে ও তিরমিযী ভিন্ন সনদে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٥٣) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ يَوْمًا وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلًا.

(৬৫৩) রিফাআ' ইবন্ রাফি' আয-যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল (সা)-এর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। রাসূল (সা) যখন রুকু' থেকে মাথা উত্তোলন করলেন এবং বললেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ', তখন পেছন থেকে এক ব্যক্তি বললেন ঃ 'রাব্বানা লাকাল হামদ্, হামদান কাছিরান, তাইয়েবান মুবারাকান ফীহি", অতঃপর রাসূল (সা) যখন সালাত শেষ করলেন, তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে এইমাত্র কে কথা বললে? লোকটি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি ত্রিশের অধিক ফেরেশতাকে দেখলাম, কে এ বিষয়টি প্রথমে লিপিবদ্ধ করবে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।

[বুখারী, মালিক, আবূ দাউদ।]

(٦٥٤) عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. قَالَ وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُوْدِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(৬৫৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলের সালাতের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, রাসূল (সা) যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, তখন পরপরই বলতেনঃ 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ্" তিনি আরও বলেন ঃ রাসূল (সা) রুকু' কালে সিজদা থেকে মাথা তুলে এবং দু'সিজদার মাঝে মাথা উঁচু করে তাকবীর বলতেন।

[বুখারী ও মুসলিম একই সূত্রে, আবূ দাউদ ও আব্দুর রায্যাক তাঁদের মুসনাদে পৃথক সনদে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٦٥٥) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَاقَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(৬৫৫) আবূ সা'ঈদ আল- খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন বলতেন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" তখন তিনি বলতেন! "রাব্বানা লাকাল হামদ্" মিলআস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামিল আমা শি'তা মিন শাইইন বা'দু। আহলাছ ছানা-ই ওয়াল মাজদি আহাক্কু মা কালাল 'আবদু ওয়া কুল্লানা লাকা 'আবদুন, লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা ওয়ালা ইয়ানফাউ' যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু, আসমানসম, যমীনসম এবং এর বাইরে আপনার মর্জিসম প্রশংসা আপনারই। বান্দা যা বলে, সে প্রশংসাই প্রশংসা ও মর্যাদার অধিপতির প্রাপ্য। আমরা সবাই আপনারই বান্দা। আপনি যা দান করেছেন, তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আপনার নিকট কোন প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টা কোন কাজে আসে না, উপকৃত করে না। [অর্থাৎ তাকে তার সৎকর্মই উপকার করে থাকে।]

[মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ।]

(٨) بَابُ هَيْئَاتِ السُّجُوْدِ وَكَيْفَ الْهَوِيَ إِلَيْهِ.

(৮) সিজদার স্বরূপ এবং ঝুঁকে পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٥٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَايَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ.

(৬৫৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সিজ্‌দা করবে, তখন সে যেন উটের ন্যায় হাঁটু গেড়ে না বসে। বরং সে প্রথমে তার দু'হাতকে মাটিতে রাখবে তারপর দু'হাঁটুকে রাখবে। [আবূ দাউদ ও নাসাঈ। ইমাম নববী (র) বলেন, হাদীসটির সনদ মানসম্মত।]

(٦٥٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا.

(৬৫৭) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এটাকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডলের ন্যায় সিজ্দা করে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন তার মুখমণ্ডলকে সিজদার জন্য রাখবে সে যেন তার হাত দু'টোকেও রাখে আর যখন মুখমণ্ডল উঁচু করবে তখন হাত দু'টোও উঁচু করবে।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্।]

(٦٥٨) عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِى سُجُوْدِهِ حَتّٰى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

(৬৫৮) আবূ বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সিজদা করতেন, তখন তিনি এমনভাবে ঝুঁকে পড়তেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। (আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অপর এক সনদে বর্ণিত) রাসূল (সা) যখন সালাত আদায় করতেন, তখন এমনভাবে ফাঁকা হতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত।

[বুখারী ও মুসলিম একই সনদে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٥٩) عَنْ أَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَصِفُ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا وَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ جَافَى وَفَتَحَ عَضُدَيْهِ عَنْ بَطْنِهِ وَفَتَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتّٰى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِى مَوْضِعِهِ – الحديث.

(৬৫৯) আবূ হুমাইদ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর সালাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছিলেন, তিনি বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) সিজদার জন্য অবনত হন এবং বলেন ঃ "আল্লাহু আকবর" অতঃপর ঝুঁকে পড়লেন এবং দু'বাহুকে পেট থেকে ফাঁকা করলেন ও দু'পায়ের আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে দিলেন। এরপর বাম পায়ে ভাঁজ করে তার ওপর বসলেন, এবং প্রত্যেকটি অস্থি নিজস্ব অবস্থান গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্থির থাকলেন।

[হাদীসখানা অনেক বড়, সনদসহ পূর্ণাঙ্গ হাদীসখানা পূর্বে বাবু জামে সিফাতুস্ সালাতে উল্লেখ করা হয়েছে।]

(٦٦٠) قط– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِعْتَدِلُوْا فِى سُجُوْدِكُمْ وَلَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ أَتِمُّوْا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَوَاللّٰهِ إِنِّى لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِى أَوْمِنْ بَعْدِ ظَهْرِى إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ.

(৬৬০) আনাস ইবন্ মালিক (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের সিজদায় ভারসাম্য রক্ষা কর এবং তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত দু'হাত বিছিয়ে না দেয়। তোমরা রুকু'ও সিজদাকে পরিপূর্ণ কর। আল্লাহ্র শপথ, আমি আমার পেছনে অথবা পিঠের পেছনে তোমাদেরকে রুকু'ও সিজদাকালে দেখতে পাই। [বর্ণনাকারীর সংশয়।]

[বুখারী ও মুসলিম একই সূত্রে ও আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী এবং ইবন্ মাজাহ্ পৃথক সূত্রে।]

(٦٦١) عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلَايَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ.

(৬৬১) জাবির ইবন্ 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ সিজদা করলে সে যেন ধীরস্থিরতার সাথে করে এবং কুকুরের ন্যায় দু'বাহু বিছিয়ে না দেয়।

[বায়হাকী, ইবন মাজাহ ও তিরমিযী।]

(٦٦٢) عَنْ شُعْبَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّ مَوْلَاكَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَصَدْرَهُ بِالْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى مَاتَصْنَعُ؟ قَالَ التَّوَاضُعَ، قَالَ هَكَذَا رِبْضَةُ الْكَلْبِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رُؤِىَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

(৬৬২) শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'আব্দুল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করে বললেন ঃ আপনার ভৃত্য যখন সিজদা করে তখন তার কপাল, দু'বাহু ও বক্ষ যমীনে মিলিয়ে রাখে। ইবন্ 'আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন ঃ এটা তুমি কেন কর? তিনি বললেন ঃ বিনয়বশত। ইবন্ 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ এটা কুকুরের বসা। আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। [আব্দুর রহমান আল-বান্না (র) বলেন ঃ আমি অত্র হাদীসের বিরোধী নই। এর সনদ মোটামুটি ভাল।]

(٦٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ تَدَبَّرْتُ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ مُخَوِّيًا فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

(৬৬৩) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর সালাত পর্যবেক্ষণ করেছি, আমি তাঁকে পেট মাটিতে ঝুলানো অবস্থায় দেখেছি এবং তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি।

[আব্দুর রহমান আল-বান্না (র) বলেন, আমি হাদীসখানার বিপক্ষে নই, এর সনদ মানসম্মত।]

(٦٦٤) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضَ كَشْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ.

(৬৬৪) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-কে সিজদারত অবস্থায় আমি তাঁর কটিদেশের শুভ্রতা দেখেছি।

[হাইসুমী (র) হাদীসখানা আহমদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, হাদীসের সনদে ইবন্ লুহাইয়া নামক একজন বিতর্কিত ব্যক্তি রয়েছেন।]

(٦٦٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رُؤِىَ أَوْرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

(৬৬৫) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সিজদা করতেন, তখন তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। অথবা আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি। [বর্ণনাকারীর সংশয়।]

[আব্দুর রহমান আল-বান্না (র) বলেন, আমি হাদীসখানার বিপক্ষে নই, এর সনদ মানসম্মত তবে আনাস (রা)-এর পরবর্তী বর্ণনাকারী স্পষ্ট নয়।]

(٦٦٦) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِيْ أَقْرَمَ بِالْقَاعِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ) قَالَ فَمَرَّبِنَا رَكْبٌ فَأَنَاخُوا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيْقِ فَقَالَ لِيْ أَبِيْ أَيْ بُنَيَّ كُنْ فِيْ بَهْمِكَ حَتَّى آتِيَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ وَأُسَائِلَهُمْ، قَالَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ فِيْ أَثَرِهِ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا سَجَدَ.

(৬৬৬) 'উবাইদুল্লাহ ইবন্ 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আক্রাম আল-খুযা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আবূ আকরাম-এর সাথে সমতল ভূমিতে ছিলাম। অন্য এক বর্ণনায় (আরাফাতের নিকটবর্তী) নামিরার সমতল ভূমিতে ছিলাম। তিনি বলেন ঃ আমাদের পাশ দিয়ে একটি যাত্রীদল অতিক্রম করল, তারা পথের এক পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমার পিতা আমাকে বললেন ঃ বৎস! তুমি তোমার মেষসহ দাঁড়াও, যাতে ঐ দল তাদের রসদপত্রসহ আসতে পারে। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি বের হলেন এবং আমিও তাঁর পেছনে ছুটলাম, তখন ঐ দলে রাসূল (সা)-কে দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, অতঃপর সালাতের সময় হল, আমি রাসূল (সা)-এর পেছনে সালাত আদায় করলাম, তিনি যখনই সিজদা করতেন তাঁর বগলের শুভ্রতা আমার চোখে পড়ত।

[শাফেয়ী, নাসাঈ, তিরমিযী, আব্দুল্লাহ ইবন্ আকরাম (রা) বর্ণিত হাদীস মাত্র এটিই। তবে এর ওপর আমল প্রকাশিত রয়েছে।}

(٦٦٧) عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَصَفَ السُّجُوْدَ قَالَ فَبَسَطَ كَفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ وَخَوَّى وَقَالَ هٰكَذَا سَجَدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ.

(৬৬৭) আবূ ইসহাক (রা) আল-বারা' ইবন্ 'আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সিজদার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন ঃ অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাতের তালুকে ছড়িয়ে দিলেন, দু'বাহুকে উঁচু করলেন এবং পেটকে শূন্যে রাখলেন, তারপর বললেন ঃ এভাবেই রাসূল (সা) সিজদা করতেন।

[নাসাঈ, ইবন্ আবূ শায়বা ও বায়হাকী হাদীসখানার সনদ মানসম্মত।]

(٦٦٨) عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتّٰى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

(৬৬৮) রাসূল (সা)-এর সহধর্মিনী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সিজদা করতেন, তখন তিনি তাঁর পেটকে এমনভাবে শূন্যে রাখতেন যে, তাঁর পেছনে অবস্থানকারী ব্যক্তি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেত। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, বায়হাকী, মালিক, তাবারানী।]

(٦٦٩) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

(৬৬৯) বারা ইবন্ আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তুমি যখন সিজদা করবে তখন তোমার হাতের তালুদ্বয়কে মাটিতে বিছানো রাখবে এবং কনুইদ্বয়কে (মাটি থেকে) উঁচুতে রাখবে।

[মুসলিম (র)-সহ অনেকেই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٧٠) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلٰى أَنْفِهِ مَعَ جَبْهَتِهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ.

(৬৭০) ওয়াইল ইবন্ হুজর্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি, তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন তাঁর নাসিকা মাটির ওপর রাখতেন।

[আব্দুর রহমান আল বান্না (র) বলেন ঃ আমি এ হাদীসের বিপক্ষে নই। হুমাইদী(র) বর্ণিত এরূপ একটি হাদীস আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ-তে রয়েছে।]

(٦٧١) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ بَيْنَ كَفَّيْهِ (وَفِى رِوَايَةٍ) وَيَدَهُ قَرِيْبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ.

(৬৭১) উক্ত (ওয়াইল (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি) রাসূল (সা) তাঁর দু'হাতের তালুর মাঝে সিজদা করতে দেখেছেন (আর এক বর্ণনায়) আর তাঁর হস্তদ্বয় কর্ণদ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থান করছিল।

[মুসলিম (র) সহ অনেকেই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٧٢) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَجِدَحَجْمَ الْأَرْضِ.

(৬৭২) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জনৈক ব্যক্তিকে বলেছেন ঃ তুমি যখন সিজদা করবে, তখন তোমার ললাট মাটিতে রাখবে যাতে করে তুমি মাটির ছোঁয়া অনুভব করতে পার।

[তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্ ও মালিক (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) ও তিরমিযী (র) হাদীসখানাকে আহসান বলেছেন।]

(٨) بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُوْدِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ.

(৮) সিজদার অঙ্গসমূহ এবং চুল ও কাপড় ঢাকতে নিষেধ সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদ

(٦٧٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ أُمِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنَهَى أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَلَا أَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ.

(৬৭৩) 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি– সাত অঙ্গের ওপর ভর করে সিজদা করার জন্য ঃ আর যাতে চুল ও কাপড় ঢেকে না ফেলি। (ইবন 'উমর (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায়) তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) আদিষ্ট হয়েছেন, সাতটি অঙ্গে সিজদা করতে এবং তাঁকে নিষেধ করা হয়েছে চুল ও কাপড় ঢেকে দিতে, (ইবন্ 'উমর (রা) থেকে তৃতীয় বর্ণনায়) রাসূল (সা) বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাতটি অস্থিতে ভর করে সিজদা করতে; আর তা হল ঃ কপাল এবং এ বলে রাসূল (সা) তাঁর নাকের প্রতি ইশারা করলেন, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের আঙ্গুলের মাথা, আর আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, আমি যাতে কাপড় ও চুল সিজদাকালে ঢেকে না ফেলি।

[বুখারী ও মুসলিম একই সনদে এছাড়া অনেকেই হাদীসখানা পৃথক সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(٦٧٤) عَنِ الْعَبَّاسِ (بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.

(৬৭৪) 'আব্বাস (ইবন আব্দুল মুত্তালিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি সিজদা করে, তখন তার সাথে সাতটি অঙ্গ সিজদা করে আর তা হল ; তার মুখমণ্ডল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পা।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ।]

(٦٧٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ أَوْعَمِّهِ قَالَ كَانَتْ لِي جُمَّةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ رَفَعْتُهَا فَرَآنِي أَبُوْحَسَنٍ الْمَازِنِيُّ فَقَالَ تَرْفَعُهَا لاَ يُصِيْبُهَا التُّرَابُ؟ وَاللّٰهِ لأَحْلِقَنَّهَا فَحَلَقَهَا.

(৬৭৫) 'আমর ইবন্ ইয়াহ্ইয়া (রা) তাঁর পিতা অথবা চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমার মাথার সামনে ঝুটি ছিল, আমি যখন সিজদা করতাম তখন তা উঠিয়ে রাখতাম। আবূ হাসান আল-মাযিনী আমাকে দেখলেন, তখন আমাকে বললেন, তুমি ওটাকে তুলে ফেল তাতে মাটি স্পর্শ হয় কি? আল্লাহর কসম! আমি তা কেটে ফেলব, তারপর তিনি তা কেটে দিলেন। [বর্ণনাকারীর সন্দেহ।] [তিনি আমর ইবন্ ইয়াহ্ইয়ার দাদা ছিলেন।]

[আব্দুর রহমান আল-বান্না (র) বলেন, আমি এ হাদীসের পরিপন্থী নই। এর সনদ মানসম্মত।]

(٩) بَابُ سُجُوْدِ الْمُصَلِّيْ عَلَى ثَوْبِهِ لِحَاجَةٍ وَكَيْفَ يَسْجُدُ مَنْ زُوْحِمَ.

(৯) সালাতরত ব্যক্তির কোন প্রয়োজনে তার কাপড়ের ওপর সিজদা করা এবং ভিড়ের মধ্যে সে কিভাবে সিজ্দা করবে সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٧٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ يَتَّقِيْ بِفُضُوْلِهِ حَرَّ الأَرْضِ وَبَرْدَهَا.

(৬৭৬) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) এক প্রস্থ নকশাকরা কাপড়ে সালাত আদায় করেন, সেই কাপড়ের অতিরিক্ত অংশ দিয়ে তিনি মাটির উষ্ণতা ও শীতলতা থেকে আত্মরক্ষা করতেন।

[আবূ ইয়ালী (রহ) তাঁর মুসনাদে, তাবারানী মু'জামুল কাবীর ও 'জামুল আউসাতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٦٧٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(৬৭৭) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমে রাসূলের সাথে সালাত আদায় করছিলাম, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কপাল দিয়ে মাটি স্পর্শ করতে না পারলে, তার ওপর কাপড় বিছিয়ে দিয়ে তাতে সিজদা করছিল।

[বুখারী ও মুসলিম একই সনদে এবং আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٦٧٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَافِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ عَبْدِ الأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِيْ ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ.

(৬৭৮) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ 'আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-কে আমাদের নিকট আগমন করলেন, অতঃপর আমাদেরকে নিয়ে বনূ আব্দুল আশহাল মসজিদে সালাত আদায় করলেন। আমি তাঁকে সিজদার সময় তাঁর কাপড়ের ওপর হস্তদ্বয় রাখতে দেখেছি। [ইবন্ মাজাহ। এ হাদীসের সনদে মতপার্থক্য বিদ্যমান।]

(٦٧٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ وَهُوَ يَتَّقِيْ إِذَا سَجَدَ بِكِسَاءٍ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ دُوْنَ يَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ إِذَا سَجَدَ.

(৬৭৯) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে একদা বৃষ্টির দিনে পরিধেয় কাপড়ের অংশবিশেষে তাঁর হস্তদ্বয়ের নীচে মৃত্তিকার উপর রেখে তার কাদামাটি থেকে নিজকে বাঁচিয়ে তার উপর সিজদা করতে দেখেছি।

[আব্দুর রহমান আল-বান্না (র) বলেন, আমি এ হাদীসের বিরোধী নই, তবে সনদে হুসাইন ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস জনৈক দুর্বল ব্যক্তি রয়েছে।]

(٦٨٠) عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى هٰذَا الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيْهِ، وَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ صَلُّوْا فِى الْمَسْجِدِ.

(৬৮০) সাইয়্যার ইবন্ আল-মা'রূর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-এর বক্তৃতাকালে তাঁকে বলতে শুনেছি, রাসূল (সা) এ মসজিদ তৈরি করেছেন। আর আমরা মুহাজির ও আনসারদল তাঁর সাথে ছিলাম।' (ঐ সময় প্রসঙ্গত আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছিলেন) ভীড় বেশি হলে তোমাদের পুরুষ ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের (অপর পুরুষের) পিঠে সিজদা করে (তাছাড়া) তিনি কিছু লোককে রাস্তায় সালাত আদায় করতে দেখে বললেন ঃ তোমরা মসজিদে সালাত আদায় কর। [বায়হাকী ও ইমাম নববীর মতে হাদীসটির সনদ মানসম্মত।]

(٦٨١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَكَا أَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مَشَقَّةَ السُّجُوْدِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوْا قَالَ اسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ وَذَالِكَ أَنْ يَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا طَالَ السُّجُوْدُ وَأَعْيَا.

(৬৮১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর সঙ্গীগণ তাঁর কাছে দীর্ঘময় হাত ছড়িয়ে সিজদা করার কষ্টের ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা হাঁটুর সাহায্য নাও। ইবন্ 'আজ্লান (এর ব্যাখ্যায়) বলেন ঃ তা হল সিজদা বড় ও কষ্টকর হলে কনুইকে দু'হাটুর ওপরে রেখে সিজদা দেয়া।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকিম ও বায়হাকী।]

(١٠) بَابُ الدُّعَاءِ فِى السُّجُوْدِ وَمَا يُقَالُ فِيْهِ مِنَ الْأَذْكَارِ غَيْرُ مَامَرَّ فِى الرُّكُوْعِ.

(১০) সিজদার দু'আ এবং তাতে রুকুতে বর্ণিত দু'আ ব্যতীত অন্যান্য দু'আ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٨٢) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِىْ خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوْرَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

(৬৮২) 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সিজদা করতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই সিজদা করেছি, আপনার প্রতিই ঈমান এনেছি, আপনার প্রতিই আত্মসমর্পণ করেছি, আমার মুখমণ্ডল তাঁর জন্যই সিজদা করেছে, যিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন ঃ অতঃপর তাঁকে উত্তম আকৃতি দান করেছেন, এবং তাতে সংস্থাপন করেছেন তার কর্ণ ও চক্ষু। সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ কতই না মহিমাময়!

[এটি একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস। পূর্ণাঙ্গ হাদীস بَابُ دُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ অধ্যায় আলোচিত হয়েছে। মুসলিম, শাফেয়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও দারু কুতনী স্ব স্ব গ্রন্থে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(٦٨٣) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا يَصِفُ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى التَّهَجُّدِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَجَعَلَ يَقُوْلُ فِىْ صَلاَتِهِ أَوْفِى سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُوْرًا وَفِى سَمْعِى نُوْرًا وَفِى بَصَرِى نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِى نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِى نُوْرًا، وَأَمَامِى نُوْرًا، وَخَلْفِى نُوْرًا، وَفَوْقِى نُوْرًا، وَتَحْتِى نُوْرًا، وَاجْعَلْنِى نُوْرًا، قَالَ شُعْبَةُ أَوْقَالَ اجْعَلْ لِىْ نُوْرًا اَلْحَدِيْثِ.

(৬৮৩) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর তাহাজ্জুদ সালাতের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং সালাত আদায় করলেন। তিনি তাঁর সালাতে অথবা সিজদাতে বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার অন্তরে আলো তৈরি করুন, আমার কর্ণে আলো দিন, আমার চোখে আলো দিন, আমার ডানে আলো দিন, আমার মাঝে আলো দিন, আলো দিন আমার সামনে, পেছনে উপরে ও নীচে আমাকে আলোকিত করুন। শু'বা (রা) বলেন ঃ অথবা আমাকে একটি আলো দান করুন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ্।]

(٦٨٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا فَقَدَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَضْجَعِهِ فَلَمَسَتْهُ بِيَدِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُوْلُ رَبِّ أَعْطِ نَفْسِى تَقْوَاهَا، زَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا - أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا.

(৬৮৪) 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা (রাত্রিকালে) রাসূল (সা)-কে শয্যা শুন্য দেখতে পেয়ে তাঁর হাত দিয়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন, অবশেষে তাঁর হাত রাসূলের ওপর পড়ল ঃ আর রাসূল (সা) তখন সিজদারত। তিনি এই বলে দু'আ করছিলেন ঃ হে আমার প্রভু। আমার অন্তরে তাক্ওয়া দান করুন, আপনি একে পবিত্র করুন, আপনিই এর উত্তম পবিত্রতাদানকারী ; আপনিই এর বন্ধু ও প্রভু।

[হাইসুমী (র) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন ঃ আহমদ (র) নির্ভরযোগ্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٦٨٥) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ أُفْتَقَدْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُ (وَفِى رِوَايَةٍ فَطَلَبْتُهُ) ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْسَاجِدٌ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ (وَفِى رِوَايَةٍ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ مَاأَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ) فَقُلْتُ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّىْ إِنَّكَ لَفِىْ شَأْنٍ وَأَنَا فِىْ شَأْنٍ أُخَرَ.

(৬৮৫) 'আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক রাতে আমি রাসূল (সা)-এর অনুপস্থিতি উপলব্ধি করলাম, তখন আমি ভাবলাম, তিনি হয়ত তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে গেছেন, সুতরাং আমি তখন তাঁকে খুঁজতে লাগলাম, (অন্য এক বর্ণনায় আমি তাঁকে অনুসন্ধান করলাম) অতঃপর ফিরে আসলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম, তিনি রুকু অথবা সিজদারত এবং তিনি বলছিলেন! হে আল্লাহ! আপনিই পবিত্র, সকল প্রশংসা আপনারই, আপনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, (অন্য এক বর্ণনায় তিনি এই বলে সিজদারত ছিলেন–হে প্রভু! আমি যা গোপন করেছি আর যা প্রকাশ করেছি সবই তুমি ক্ষমা কর)। তখন আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি আছেন এক অবস্থানে, আর আমি আছি অন্য অবস্থানে।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহসহ অনেকেই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٨٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ.

(৬৮৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একজন বান্দা সিজদারত অবস্থায় তার প্রভুর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হয়, সুতরাং সে সময় অধিক পরিমাণে প্রার্থনা কর।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক-এ হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।]

(١١) بَابُ الْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَمَا يُقَالُ فِيْهَا.

১১. দু'সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক ও তার দু'আ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٢٨٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا

(৬৮৭) 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন প্রথম সিজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করতেন, তখন সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না।

[বর্ণিত হাদীসটি আয়িশা (রা) বর্ণিত একটি বৃহৎ হাদীসের অংশ বিশেষ। পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ। অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।]

(٦٨٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى يَصِفُ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى أَخَذَهُ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ فَصَنَعَ فِىْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا صَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৬৮৮) 'আব্দুর রহমান ইবন্ আব্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর সালাতের বৈশিষ্ট্যানুয়ায়ী সালাত আদায় করলেন; তিনি সিজদা করলেন সকল অঙ্গ তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত, তারপর সিজদা থেকে ওঠে বসলেন, সব অঙ্গ তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত। তারপর আবার সিজদা করলেন, সকল অঙ্গ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত; তারপর উঠলেন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতেও প্রথম রাকা'আত-এর ন্যায় (সবকিছু) করলেন। অতঃপর বললেন ঃ এটাই রাসূল (সা)-এর সালাত।

[এটি একটি সুবৃহৎ হাদীস-এর অংশ বিশেষ। পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি بَابُ جَامِعُ صِفَةِ الصَّلَاةِ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।]

(٦٨٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِىْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَارْفَعْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ.

(৬৮৯) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাতু তাহাজ্জুদ-এ দু' সিজদার মাঝে বলতেন, হে প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে উন্নত করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমাকে হিদায়াত দান করুন।

[হাকিম মুস্তাদরাকে এবং বায়হাকী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ স্ব স্ব হাদীসগ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।]

(١٢) بَابُ جِلْسَةِ الْإِسْتِرَاحَةِ

(১২) প্রশান্তিমূলক বৈঠক সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٩٠) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَ أَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِث رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ إِنِّى لَأُصَلِّى وَمَا أُرِيْدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّى أُرِيْدُ أَنْ أُرِيْكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى، قَالَ فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيْرَةِ ثُمَّ قَامَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَانٍ) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ فَصَلَّى صَلَاةً كَصَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِىْ عَمْرُوبْنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِىَّ، وَكَانَ يَؤُمُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّوْبُ فَرَأَيْتُ عَمْرُوبْنَ سَلِمَةَ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى وَالثَّالِثَةِ.

(৬৯০) আবূ কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুলাইমান মালিক ইবন্ হুয়াইরিছ (রা) আমাদের মসজিদে আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি সালাত আদায় করব, তবে সালাত আদায় আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং আমি রাসূল (সা)-কে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি তা আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই। আবূ কিলাবা (রা) বলেন ঃ তারপর তিনি প্রথম রাকা'আতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঁচু করে (প্রথমে) বসলেন, তারপর দাঁড়ালেন, আবূ কিলাবা (রা) থেকে অন্য এক বর্ণনামতে অনুরূপ বর্ণিত এবং তাতে আবূ কিলাবা (রা) বলেন ঃ তারপর তিনি আমাদেরকে মুরব্বী 'আমর ইব্‌ন সালিমা আল জার্‌মী (রা)-এর মত করেই সালাত আদায় করলেন। আর তিনি রাসূল (সা)-এর আমলে সালাতে ইমামতি করতেন। আইয়ূব (রা) বলেন, আমি আমর ইবন্ সালিমাকে দেখেছি (সালাতে) এমন কিছু করতে, যা তোমরা কর না। তিনি দু'সিজদার পর উঠে সোজা হয়ে বসতেন, তারপর প্রথম ও তৃতীয় রাকা'আত থেকে উঠে দাঁড়াতেন।

[বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, শাফেয়ী, বায়হাকী ও দারু কুতনী।]

أَبْوَابُ الْقُنُوْتِ

কুনূত[১] সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(١) بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الصُّبْحِ وَسَبَبِهِ وَهَلْ هُوَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ أَوْ بَعْدَهُ.

(১) ফজরের কুনূত, তার কারণ এবং তা রুকু'র পূর্বে না পরে সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٦٩١) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ (بْنِ مَالِكٍ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رِعْلٌ وَ ذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُوْلِحْيَانَ فَزَعَمُوْا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوْا فَاسْتَمَدُّوْهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمْ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمَّايْهِمْ فِى زَمَانِهِمُ الْقُرَّاءَ، كَانُوْا يَحْتَطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوْابِهِمْ حَتَّى إِذَا أَتَوْا بِئْرَ مَعُوْنَةَ غَدَرُوابِهِمْ فَقَتَلُوْهُمْ. فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُوْا عَلَى هٰذِهِ الْأَحْيَاءِ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِى لِحْيَانَ، قَالَ قَتَادَةَ وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَؤُا بِهِ قُرْآنًا، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِى حَدِيْثِهِ إِنَّا قَرْأْنَا بِهِمْ قُرْآنًا (بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَأَرْضَانَا) ثُمَّ رُفِعَ ذَالِكَ بَعْدُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ نُسِخَ ذَالِكَ أَوْ رُفِعَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْقُرَّاءَ، قَالَ سُفْيَانُ نَزَلَ فِيْهِمْ (بَلِّغُوْا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَّا قَدْ رَضِيْنَا وَرَضِىَ عَنَّا) قِيْلَ لِسُفْيَانُ فِيْمَنْ نَزَلَتْ؟ قَالَ فِى أَهْلِ بِئْرِ مَعُوْنَةَ.

(৬৯১) কাতাদা (রা) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা)-এর নিকট রি'ল, যাক্ওয়ান, উসাইয়্যা ও বনূ লিহ্ইয়ান গোত্রের লোকজন আগমন করল। সাহাবীগণ ধারণা করলেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারা রাসূল (সা)-এর কাছে তাদের কওমের জন্য সাহায্য চাইল, রাসূল (সা) সেদিন তাদেরকে সতেরজন আনসার দিয়ে সহযোগিতা করলেন। আনাস (রা) বলেন, ঐ আনসারদেরকে আমরা সে সময় করো 'কুররা' বা কুরআন পাঠক বলে (সম্মানজনক অভিধায়) নামকরণ করেছিলাম। তাঁরা দিনের বেলায় জীবিকা অর্জনের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতেন, এবং রাতে সালাত আদায় করতেন। তারা (আগমনকারী দল) তাঁদের নিয়ে যাত্রা করল, যখন তারা 'মাউনা' কূপের নিকটবর্তী আসল, তখন তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং তাঁদেরকে হত্যা করল। রাসূল (সা) এই (গাদ্দার) রি'ল, যাক্ওয়ান; উসাইয়্যা ও বনূ লিহ্ইয়ান-এর প্রতি বদ দু'আ করে একমাস যাবৎ সালাতুল ফজরে কুনূত পাঠ করলেন। কাতাদা (রা) বলেন ঃ আমাদের নিকট আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ তাঁরা এ ঘটনায় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ইবন্ জা'ফর (রা) তাঁর ভাষায় বলেন ঃ আমরা কুরআনের যে অংশ তিলাওয়াত করতাম তা হল ("আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের গোত্রের নিকট এ সংবাদটি পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের

১। 'কুনূত' শব্দের অর্থ আনুগত্য, একাগ্রতা, দু'আ, ইবাদত, রাত্রি জাগরণ, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো, চুপ থাকা ইত্যাদি আলোচ্য অধ্যায়ে কুনূত অর্থ বিশেষ দু'আ।

প্রভুর সাক্ষাৎ পেয়েছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।") অতঃপর তা তুলে নেয়া হয়েছে। ইব্‌ন জা'ফর (রা) বলেন, অতঃপর তা মানসূখ করা হয়েছে অথবা তুলে নেয়া হয়েছে। (অপর এক বর্ণনা মতে) 'আব্দুল্লাহ (র) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান (রা) 'আসিম থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ রাসূল (সা) তাঁদের বিয়োগে যে ব্যথা পেয়েছেন কোন যুদ্ধেও সে ব্যথা পান নি। সে শহীদগণকে 'কুর্‌রা' বা কুরআন তিলাওয়াতকারী' বলা হত। সুফিয়ান (র) বলেন; এই শহীদদের উদ্দেশ্যই অবতীর্ণ হয়েছিল (তোমরা আমাদের পক্ষ হতো আমাদের স্বজাতিকে জানিয়ে দাও, আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমাদের দ্বারা সন্তুষ্ট করা হয়েছে।) সুফিয়ান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ কাদের উপলক্ষে এটা অবতীর্ণ হয়েছিল? তিনি বলেন ঃ মা'উনা গর্তের শহীদদের উপলক্ষে। [উক্ত আয়াতটি মানসুখ করা হয়েছে।] [বুখারী ও মুসলিম একই সনদে এ ছাড়া অনেকেই পৃথক সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٦٩٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَقَالَ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

(৬৯২) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) রি'ল ও যাক্‌ওয়ানদের বদ দু'আ করে একমাস যাবৎ রুকুর পরে কুনূত পাঠ করতেন, তিনি আরও বলেছেন ঃ 'উসাইয়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করেছে।'

[বুখারী ও মুসলিম একই সূত্রে তা ছাড়া অন্যান্য ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٦٩٣) (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُوْا بَعْدَ الرُّكُوْعِ عَلَى حَتَّى مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

(৬৯৩) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে আরও বর্ণিত) রাসূল (সা) আরবের কতক গোত্রের উপর বদ দু'আ করে এক মাস যাবৎ রুকুর পরে কুনূত পড়তেন ; পরে তা (পাঠ করা) ছেড়ে দেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও বায়হাকী।]

(٦٩٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ، قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِرَةِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ).

৬৯৪) 'আব্দুল্লাহ ইবন্ 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-কে সালাতুল ফজর-এর দ্বিতীয় রাকা'আতে মাথা উঁচু করে বলতে শুনেছেন ঃ "রাব্বানা লাকাল হামদ"(হে প্রভু তোমার জন্যই সকল প্রশংসা।) অতঃপর তিনি বলেছেন; হে আল্লাহ, আপনি অমুক ব্যক্তির ওপর অভিসম্পাত করুন-এ দ্বারা তিনি মুনাফিক কিছু ব্যক্তির ওপর বদ দু'আ করতেন। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, তিনি তাদের তওবা কবূল করবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন–এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নাই. কারণ, তারা তো জালিম।)

[বুখারী ও তিরমিযী (র) সহ অনেকেই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٩٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ (وَفِيْ رِوَايَةِ الْفَجْرِ) قَالَ اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ

اَللَّهُمَّ رَبَّنَاوَلَكَ الْحَمْدُ اَنْجِ الْوَلِيْدِ) اِبْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ ابْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِمَكَّةَ اَللَّهُمَّ اُشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِى يُوْسُفَ.

(৬৯৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সালাতুল ফজরে (অন্য এক বর্ণনায় সালাতুল ফজরে) দ্বিতীয় রাকা'আতে (রুকু থেকে) মাথা উঁচু করতেন ; তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি ওয়ালিদকে মুক্তি দিন (অন্য এক বর্ণনায়, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রভু, সকল প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি মুক্তি দিন ওয়ালিদ) ইবন্ ওয়ালিদ, সালামা ইবন্ হিশাম, 'আয়্যা'শ ইবন্ আবী রাবিয়া'ও মক্কার অন্যান্য অসহায় ব্যক্তিদেরকে। হে আল্লাহ! আপনার রশিকে মুদার গোত্রের জন্য কঠিন করে দিন এবং ইউসুফ (আ)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ অবতরণ করান।

[বুখারী ও মুসলিম (রহ) একই সনদে ও বাইহাকী (রহ) পৃথক সনদে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٦٩٦) عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءِ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِىِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ وَنَحْنُ مَعَهُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ لِحيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا ثُمَّ وَقَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَرَأَ عَلَى النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى أَنَا لَسْتُ قُلْتُهُ وَلَكِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَهُ (زَادَ فِى رِوَايَةٍ) قَالَ خُفَافٌ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ.

(৬৯৬) জুফাফ ইবন্' ঈমা ইব্ন রাহ্দা আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে নিয়ে সালাতুল ফজর আদায় করলেন, আমরা তাঁর সাথেই ছিলাম, দ্বিতীয় রাকা'আতে তিনি যখন মাথা উঁচু করলেন ; তখন বললেন ঃ আল্লাহ লা'নত দিন লিহ্ইয়ান, রি'ল, জাকওয়ান ও উসাইয়্যা গোত্রের ওপর। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছে। আসলাম গোত্রকে আল্লাহ শান্তিতে রাখুন এবং গিফার গোত্রকে ক্ষমা করুন। অতঃপর রাসূল (সা) সিজদায় গেলেন। সালাত শেষে রাসূল (সা) মানুষদের সামনে বললেন, হে মানবমণ্ডলী! আমি এটা বলি নি বরং আল্লাহ্ই এটা বলেছেন; (অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে) জুফাফ (রা) বলেন ঃ কাফিরদেরকে লা'নত দেয়া হয়েছে তাদের কুফরীর কারণেই।

[মুসলিম (র) সহ অনেকেই হাদীসটি তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

(٤٩٧) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلْ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوْعِ، ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَالِكَ مَرَّةً أُخْرَى هَلْ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا.

(৬৯৭) ইবন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসূল (সা) কুনূত পড়তেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ রুকু'র পরে। তারপর তাঁকে অন্য এক দিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসূল (সা) কি ফজরের সালাতে কুনূত পড়তেন? তিনি বললেন, রুকু'র পরে স্বল্প আকারে।

[বুখারী ও মুসলিম একই সনদে এবং আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও তাহাবীসহ অনেকেই পৃথক সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٦٩٨) عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوْتِ أَقَبْلَ الرُّكُوْعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوْعِ؟ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ، قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ، فَقَالَ كَذَبُوْا، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُوْا عَلَى نَاسٍ قَتَلُوْا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ.

(৬৯৮) 'আসিম আল-আহওল (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কুনূত রুকূ'র পূর্বে নাকি পরে? তিনি বললেন, রুকূ'র পূর্বে। তিনি বলেন, আমি বললাম, লোকেরা ধারণা করে যে, রাসূল (সা) রুকূ'র পরে কুনূত পড়েছেন, আনাস (রা) বললেন, তারা অসত্য বলেছে। রাসূল (সা) কেবল মাত্র কুনূত (রুকূ'র পরে) পাঠ করেছেন। তাঁর সাহাবীদের মধ্যে 'কুররা' বা কুরআন পাঠকারী নামক কিছু সংখ্যক সাহাবীকে যারা হত্যা করেছিল, সেইসব লোকদের উপর বদ দু'আ করেছেন।

[বুখারী ও মুসলিম একই সনদে এবং অন্যরা পৃথক সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٦٩٩) عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَازَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

(৬৯৯) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) পৃথিবী থেকে বিদায়ের দিন পর্যন্ত ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন।

[দারু কুতনী ও বায্যার (র)। হাইছুমী (র) বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য।]

(٢) بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الظُّهْرِ وَصَلَوَاتٍ أُخْرَى

(২) জোহর ও অন্যান্য সালাতে কুনূত পাঠ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٧٠٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْا فِى دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ اَللّٰهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ ابْنَ أَبِى رَبِيْعَةَ وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ أَيْدِى الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا.

(৭০০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাতুয্ জোহরের পর দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আপনি ওয়ালিদ ইবন্ ওয়ালিদ, সালমা ইবন্ হিশাম, আইয়্যাশ ইবন্ আবী রাবী'আসহ মুশরিকদের হাতে বন্দী সকল দুর্বল মুসলিমকে মুক্ত করে দিন। যারা কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না, আর যারা পাচ্ছে না কোন দিক-নির্দেশনা।

[মুসনাদে আহমদ, হাদীসে আলী ইবন্ জায়েদ নামক জনৈক দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। তবে পরবর্তী হাদীসগুলো অত্র হাদীসের পরিপূরক।]

(٧٠١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

(৭০১) বারা ইবন্ আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাতুল ফজর ও সালাতুল মাগরিবে কুনূত পাঠ করতেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও বায়হাকী।]

(٧٠٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأٰخِرَةِ قَنَتَ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ ابْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اَللّٰهُمَّ انْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيْعَةَ، اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَللّٰهُمَّ أُشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِى يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

(৭০২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সালাতুল 'ইশার শেষ রাকা'আতে মাথা উঁচু করতেন তখন কুনূত পাঠ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি ওয়ালিদ ইবন্ ওয়ালিদকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! আপনি সালামা ইবন্ হিশামকে মুক্তি দিন, হে আল্লাহ! আপনি আইয়্যাশ ইব্ন রাবী'আকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! আপনি মু'মিনদের মধ্যে অসহায়দেরকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের প্রতি আপনার বাঁধনকে শক্ত করুন। হে আল্লাহ! তাদের প্রতি ইউসূফ (আ)-এর দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ অবতরণ করান।

[বুখারী ও মুসলিম এই সূত্রে এবং আবূ দাউদ ও বাইহাকী ভিন্ন সূত্রে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

(٧٠٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ لَأُقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِى رِوَايَةٍ إِنِّى لَأَقْرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ فَكَانَ أَبُوْهُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُخْرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ أَبُوْعَامِرٍ فِى حَدِيْثِهِ الْعِشَاءِ الْأُخْرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَايَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُوْا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ، قَالَ أَبُوْ عَامِرٍ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ.

(৭০৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই রাসূল (সা), সালাত তোমাদের নিকটবর্তী করে দেব। (অন্য এক বর্ণনাতে, আমি তোমাদের তুলনায় রাসূল (সা) -এর সালাতের ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তী), তিনি বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) সালাতুয্‌যুহর, সালাতুল 'ইশা ও সালাতুল ফজরের শেষ রাকা'আতে কুনূত পাঠ করতেন। আবূ ' আমির (রা) তাঁর বর্ণনায় বলেন ঃ সালাতুল 'ইশা ও সালাতুল ফজরে "সামিআল্লাহুলিমান হামিদা" বলার পর রাসূল (সা) মু'মিনদের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করতেন। আবূ 'আমির (রা) বলেছেন ঃ কাফিরদেরকে লা'নত দিতেন।

[বুখারী ও মুসলিম একই সনদে এবং আবূ দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী ও দারু কুতুনী ভিন্ন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

فَصْلٌ مِنْهُ فِى الْقُنُوْتِ فِى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কুনূত পড়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ

(٧٠٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ، يَدْعُوْا عَلَيْهِمْ عَلٰى حَيٍّ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوْهُمْ قَالَ عَفَّانُ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ هٰذَا كَانَ مِفْتَاحَ الْقُنُوْتِ.

(৭০৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাতুয্ জোহর, আসর, মাগরিবে 'ইশা ও ফজরের প্রত্যেক সালাতের পর এক মাস কুনূত পাঠ অব্যাহত রেখেছেন। শেষ 'রাকা'আতে 'সামিয়া' আল্লাহুলিমান হামিদা" বলে বনী সুলাইম গোত্রের রি'ল, যাক্ওয়ান 'উসাইয়্যা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দু'আ করতেন। এবং তাদের পশ্চাতে অবস্থিত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা কামনা করতেন। রাসূল (সা) তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তাঁদেরকে পাঠিয়েছিলেন, অথচ তারা তাঁদেরকে হত্যা করল। 'আফ্ফান (রা) তাঁর বর্ণনায় বলেন এবং ইকরামা (রা) বলেন ঃ এটাই ছিল কুনূতের সূচনা। [ইমাম বুখারী (র) সহ অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٣) بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجَهْرِ بِالْقُنُوْتِ

(৩) কুনূত সরবে পড়ার ব্যাপারে নির্দেশ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٧٠٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوْ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوْ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ ابْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اُشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِى يُوْسُفَ، قَالَ يَجْهَرُ بِذَالِكَ، وَيَقُوْلُ فِى بَعْضِ صَلاَةِ الْفَجْرِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ أَوْيَتُوْبُ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبُهُمْ ظَالِمُوْنَ) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيْعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِى يُوْسُفَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا.

(৭০৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন কারও বিপক্ষে অথবা কারও জন্য দু'আ করতে ইচ্ছা করতেন, তখন রুকু'র পরে কুনূত পাঠ করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা", রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ" বলে বলতেন, "হে আল্লাহ! আপনি ওলীদ ইব্ন ওলীদ, সালামা ইবন্ হিশাম, 'আইয়্যাশ ইবন্ আবী রাবী'আসহ মু'মিনদের মধ্যে নির্যাতিতদের মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের ওপর আপনার বাঁধনকে শক্ত করুন এবং তাদের মধ্যে ইউসুফ (আ)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ দান করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এটা সরবে পাঠ করতেন। তিনি সালাতুল ফজরের কোন কোন সময় বলতেন, 'হে আল্লাহ! আরবের অমুক অমুক গোত্রদ্বয়কে আপনি লা'নত দিন। পরিশেষে আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন- (তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন-এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, কারণ তারা তো জালিম)। (আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) সালাতে রুকু' করতেন, তারপর মাথা উঁচু করে বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি আইয়্যাশ ইবন্ আবী রাবী'আকে ক্ষমা করুন (এভাবে বলা শেষ করে) পরিশেষে বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি তাদের ওপর ইউসুফ (আ)-এর সময়কার দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দান করুন। আল্লাহু আক্বার, তারপর তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

[আবূ দাউদ, বায়হাকী ও হাকিম (র) মুস্তাদরাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(٤) بَابُ حُجَّةِ الْقَائِلِيْنَ بِعَدَمِ الْقُنُوْتِ فِى الصُّبْحِ اِلاَّ عِنْدَ النَّازِلِ

৪. বিপদের মুহূর্ত ছাড়া ফজরে কুনূত নেই—একথার প্রবক্তাদের দলীল সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٧٠٦) عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ (الْأَشْجَعِىِّ) قَالَ قُلْتُ لِأَبِىْ يَاأَبَتِ إِنَّكَ قَدْصَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىٍّ هٰهُنَا بِالْكُوْفَةِ قَرِيْبًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ أَكَانُوْا يَقْنُوْتُوْنَ؟ قَالَ أَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ كَانَ أَبِىْ قَدْ صَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَقُلْتُ لَهُ أَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ؟ قَالَ لاَ، أَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ.

(৭০৬) আবূ মালিক (আশজা'ঈ) (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে বললাম, হে পিতা! আপনি রাসূল (সা), উমর, উসমান ও 'আলী (রা)-এর পেছনে এই কুফাতেই প্রায় পাঁচ বছর সালাত আদায় করেছেন,

তাঁরা কি কুনূত পাঠ করতেন? তিনি বললেন, ওহে বৎস! এটা বিদ'আত (উক্ত আবূ মালিক (র) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত), তিনি বলেন ঃ আমার পিতা ষোল বছর বয়সের তরুণাবস্থায় রাসূল (সা), আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা কি কুনূত পড়তেন? তিনি বললেন, না ; হে ছেলে! এটি হচ্ছে বিদ'আত।

[ইমাম নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। হাফিজ (র) তালখিস কিতাবে বলেন-এর সনদ মানসম্মত।]

(٥) بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الْوِتْرِ وَأَلْفَاظِهِ

(৫) বিতরে কুনূত পাঠ এবং এর শব্দাবলি সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٧٠٧) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَيُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

(৭০৭) হাসান ইবন্ আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে কিছু শব্দাবলি শিখিয়েছেন, যা আমি বিতরের কুনূতে পাঠ করে থাকি। তা হল, اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَيُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হিদায়াত দিন যাঁদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন তাঁদের পথে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, যাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন তাঁদের মত, আপনি আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন, যাঁদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মত, আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন, আমার প্রতি আসা সকল অমঙ্গল থেকে আমাকে মুক্ত করুন, আপনিই সম্পাদনকারী। আপনার ওপর কর্তৃত্বকারী কেউ নেই, যে আপনাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে কখনও অপমানিত হয় না, আপনিই বরকতময় ও শ্রেষ্ঠ। হে আমাদের প্রভু!

[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) থেকে হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত, তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান, রাসূল (সা) থেকে এটাই কুনূতের উত্তম হাদীস।]

ইফাবা(উন্নয়ন)/২০০৭-২০০৮/অ:স:/৩৯২৭-৩,২৫০

তাঁরা কি কুনূত পাঠ করতেন? তিনি বললেন, ওহে বৎস! এটা বিদ'আত (উক্ত আবূ মালিক (র) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত), তিনি বলেন ঃ আমার পিতা ষোল বছর বয়সের তরুণাবস্থায় রাসূল (সা), আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা কি কুনূত পড়তেন? তিনি বললেন, না ; হে ছেলে! এটি হচ্ছে বিদ'আত।

[ইমাম নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী (র) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। হাফিজ (র) তালখিস কিতাবে বলেন-এর সনদ মানসম্মত।]

(٥) بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الْوِتْرِ وَأَلْفَاظِه

(৫) বিতরে কুনূত পাঠ এবং এর শব্দাবলি সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(٧٠٧) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

(৭০৭) হাসান ইবন্ আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে কিছু শব্দাবলি শিখিয়েছেন, যা আমি বিতরের কুনূতে পাঠ করে থাকি। তা হল, اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হিদায়াত দিন যাঁদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন তাঁদের পথে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, যাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন তাঁদের মত, আপনি আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন, যাঁদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মত, আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন, আমার প্রতি আসা সকল অমঙ্গল থেকে আমাকে মুক্ত করুন, আপনিই সম্পাদনকারী। আপনার ওপর কর্তৃত্বকারী কেউ নেই, যে আপনাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে কখনও অপমানিত হয় না, আপনিই বরকতময় ও শ্রেষ্ঠ। হে আমাদের প্রভু!

[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) থেকে হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত, তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান, রাসূল (সা) থেকে এটাই কুনূতের উত্তম হাদীস।]

ইফাবা(উন্নয়ন)/২০০৭-২০০৮/অ:স:/৩৯২৭-৩,২৫০